বৃহদারণ্যকোপনিষদ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ-

কর্ত্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও সহকারী সম্পাদক

শ্রীঅনিল চন্দ্র দত্ত।

লোটাস্ লাইব্রেরী,

২৮।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সন ১৩২৭ সাল।

মূল্য—গ্রাহক-পক্ষে——১২॥০

সাধারণ-পক্ষে—১৪৲

শ্রীমন্মথনাথ দাস দ্বারা মুদ্রিত,
দি ইউনিয়ন প্রেস।
৬৭।১ বলরাম দের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভূমিকা।

—:০:—

অপার করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় টীকা, ভাষ্য, অনুবাদ ও টিপ্পনী সহকারে সম্পূর্ণ বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ অদ্য মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইল। উপনিষদ্ সমূহের মধ্যে বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ যে, আয়তনে ও অর্থগৌরবে সর্ব্বাপেক্ষা অতি মহান্, বোধ হয়, তদ্বিষয়ে কাহারো সন্দেহ নাই। সুতরাং এত বড় গ্রন্থের মুদ্রণাদি কার্য্যে যে, কিঞ্চিৎ কালবিলম্ব ঘটিয়াছে; আশা করি, তজ্জন্য সহৃদয় পাঠকগণ আমাদের যত্নের ত্রুটী মনে করিবেন না।

উপনিষদ্মাত্রই যে, ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকাশক বা ব্রহ্মবিদ্যাত্মক, 'উপনিষদ্' সংজ্ঞাই তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে; কারণ, 'উপনিষদ্' শব্দের অর্থবিশ্লেষণ করিলে ঐরূপ অর্থই প্রতীতিগোচর হইয়া থাকে। উপনিষদ্ শব্দ হইতে কিপ্রকারে যে, ঐরূপ অর্থ লাভ করা যায়, তাহা আমরা ইতঃ পূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি; সুতরাং এখানে আর তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এখন বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ সম্বন্ধে যাহা কিছু বিশেষ বক্তব্য আছে, এখানে আমরা সংক্ষেপতঃ কেবল তাহারই আলোচনা করিতেছি।

প্রসিদ্ধ যজুর্ব্বেদ দুই ভাগে বিভক্ত—এক শুক্ল, অপর কৃষ্ণ। অন্যান্য বেদের ন্যায় শুক্ল যজুর্ব্বেদও বহু শাখায় বিভক্ত; তন্মধ্যে কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন নামক শাখা দুইটী এদেশে সমধিক প্রসিদ্ধ। অন্যান্য বেদশাখার ন্যায় এই কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন শাখার সহিত দুইটী স্বতন্ত্র 'ব্রাহ্মণ' সংযোজিত আছে। ঐ ব্রহ্মণদ্বয় 'শতপথ ব্রাহ্মণ' নামে পরিচিত; তন্মধ্যে কাণ্বশাখীয় ব্রাহ্মণটী সপ্তদশ কাণ্ডে সমাপ্ত, আর মাধ্যন্দিন-শাখীয় ব্রাহ্মণটী পঞ্চদশ কাণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছে। উক্ত উভয় ব্রাহ্মণেরই কাণ্ডদ্বয় 'আরণ্যক' নামে প্রসিদ্ধ, এবং তাহারই শেষাংশে আবার দুইখানি উৎকৃষ্ট উপনিষদ্ সন্নিবদ্ধ আছে। এই ব্রাহ্মণদ্বয়ের মধ্যে কেবল যে, নামেরই একমাত্র সাম্য আছে, তাহা নহে; উভয়ের মধ্যে ভাষা ও বিষয়গত সাম্যও যথেষ্ট রহিয়াছে। অধিক কি, অনেক স্থলে একই শ্রুতি উভয় ব্রাহ্মণের মধ্যে অবিকলভাবে সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও বা একই অভিপ্রায়-প্রকাশক একাকার শ্রুতিদ্বয়ের মধ্যে, দুই একটী

শব্দের ন্যূনাধিক্য ব্যতীত আর কিছুমাত্র প্রভেদ পরিদৃষ্ট হয় না। এই কারণেই, উভয়ের মধ্যে, এক ব্রাহ্মণস্থিত কোন শ্রুতির প্রকৃতার্থ নির্দ্ধারণে সংশয় উপস্থিত হইলে, আচার্য্যগণ অপর ব্রাহ্মণগত অনুরূপ শ্রুতির সাহায্যে প্রকৃতার্থ নির্দ্ধারণ করিতে যত্নপর হইয়াছেন।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন শাখীয় দুইটী ব্রাহ্মণেরই শেষাংশে দুইটী উৎকৃষ্ট উপনিষদ্ সংযোজিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে আলোচ্য বৃহদারণ্যকোপনিষদ্খানি কাণ্ব-শাখীয় শতপথ ব্রাহ্মণের সপ্তদশ কাণ্ডের তৃতীয় অধ্যায় হইতে আরব্ধ হইয়া ছয় অধ্যায়ে সমাপ্ত হইয়াছে।

এই বৃহদারণ্যকোপনিষদের নাম-নির্ব্বচন প্রসঙ্গে আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—"সেয়ং ষড়ধ্যায়ী অরণ্যে অনূচ্যমানত্বাৎ—'আরণ্যকম্'; বৃহত্ত্বাৎ পরিমাণতঃ—বৃহদারণ্যকম্।" অর্থাৎ ছয় অধ্যায়ে পরিপূর্ণ এই উপনিষদ্খানি অরণ্যমধ্যে উপদিষ্ট হইয়া থাকে বলিয়া 'আরণ্যক', আর পরিমাণে সর্ব্বাপেক্ষা বড় বলিয়া বৃহৎ; [সুতরাং ইহার নাম হইয়াছে—] 'বৃহদারণ্যক'। এ কথা নিঃশঙ্কচিত্তে বলিতে পারা যায় যে, চতুর্ব্বেদগত ছোট বড় যতগুলি উপনিষদ্ আছে, তন্মধ্যে এই বৃহদারণ্যক-উপনিষদ্খানি যে, আয়তনে ও অর্থগৌরবে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই, এবং ইহার মধ্যে যে সমুদয় দুরূহ বিষয়—জীব, জগৎ ও ব্রহ্মতত্ত্ব সন্নিবদ্ধ, আলোচিত ও মীমাংসিত হইয়াছে; সে সমুদয় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম বা অনুভবগোচর করিতে হইলে জনকোলাহলশূন্য পুণ্য অরণ্যভূমিই যে একান্ত উপযোগী, সে বিষয়েও কাহার বিবাদ নাই। অতএব আচার্য্য-প্রদর্শিত নাম-নির্ব্বচন হইতেও ইহার প্রকৃত স্বরূপ ও গৌরব মহিমা প্রকাশ পাইতেছে।

আলোচ্য বৃহদারণ্যকোপনিষদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় দুইটী—জ্ঞান ও কর্ম্ম। জীব, জগৎ ও ব্রহ্মতত্ত্ব প্রায় প্রত্যেক উপনিষদেই অল্পাধিক পরিমাণে প্রতিপাদিত ও আলোচিত হইয়াছে; কিন্তু বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ কেবল সেই কয়টীমাত্র বিষয়ের উপদেশ করিয়াই বিরত হন নাই; পরন্তু মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়ভূত ব্রহ্মবিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞানের সহিত কর্ম্মকাণ্ডের যে, একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহাও অতি উত্তমরূপে নির্ণীত করিয়াছেন। শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, সাধারণতঃ মনুষ্যমাত্রই সকাম; সুতরাং কর্ম্মপরতন্ত্র; সকাম কর্ম্মমাত্রই ভোগাসক্তি বৃদ্ধি করিয়া দেয়; এইজন্য উহা সর্ব্বোত্তম অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানের নিতান্ত পরিপন্থী; সুতরাং ভোগাসক্ত সকাম মানবগণের পক্ষে নিষ্কাম অদ্বৈত-

তত্ত্বের উপদেশ কখনই চিত্তাকর্ষক হইতে পারে না; এবং সে উপদেশে কিছুমাত্র ফলোদয়ও হয় না, বা হইতে পারে না; অথচ পরম সত্য অদ্বৈতবিদ্যা ব্যতিরেকে সংসার-সাগরমগ্ন কোন মানবেরই উদ্ধারের দ্বিতীয় উপায় নাই। শ্রুতি বলিতেছেন—

"তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"।

অর্থাৎ মুমুক্ষু জীব সেই একমাত্র পরমাত্মাকে জানিয়াই মৃত্যুভয় অতিক্রম করিতে (মুক্তিলাভে) সমর্থ হয়; নচেৎ মোক্ষধামে যাইবার আর দ্বিতীয় পথ নাই। তাই জননীর ন্যায় লোকহিতৈষিণী শ্রুতি কর্ম্মাসক্ত সকাম জীবগণের জন্য যেরূপ উপায় অবলম্বন করিলে ব্রহ্মবিদ্যা সুলভ হইতে পারে—বিবেচনা করিয়াছেন; এখানে সেই পদ্ধতিই গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু কর্ম্মের নিন্দা বা উপেক্ষণীয়তা প্রতিপাদন দ্বারা অজ্ঞ লোকদিগের বুদ্ধিভেদ ঘটাইয়া জ্ঞান-কর্ম্ম উভয় পথই কণ্টকিত করেন নাই; পরন্তু প্রথমেই কর্ম্মাঙ্গ উপাসনার অবতারণা করিয়া কর্ম্মাসক্ত জীবগণকেও জ্ঞান-সুধাস্বাদনের যথেষ্ট সুযোগ করিয়া দিয়াছেন।

উপনিষদের প্রথমেই সর্ব্বলোক-বিদিত যাগশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধীয় অশ্বের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উষা কাল প্রভৃতির চিন্তা করিতে উপদেশ করা হইয়াছে; পক্ষান্তরে, যে সকল লোকের অশ্বমেধ যাগে অধিকার নাই, তাহাদের জন্যও উক্ত উষা-কাল প্রভৃতিতে যজ্ঞীয় অশ্বের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৃষ্টির বিধান করা হইয়াছে। এইরূপ কর্ম্মাঙ্গ স্তোত্রজাতীয় উদ্গীথাদি অবলম্বনেও উদ্গীথ-বিদ্যা প্রভৃতির উপদেশ করা হইয়াছে। উদ্দেশ্য—কর্ম্মাসক্ত মানবগণ এইরূপে স্থূল বস্তু অবলম্বনে চিন্তা করিতে অভ্যস্ত হইয়া, ক্রমে ব্রহ্মচিন্তায়ও অধিকারী হইতে পারিবে।

অনন্তর সোপানারোহক্রমে ক্রমশঃ সগুণ ব্রহ্মবিষয়ে সম্পদ্ ও প্রতীক প্রভৃতি (১) নানাপ্রকার সগুণোপাসনা নিরূপণ করিয়া, চরম লক্ষ্য নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যার অবতারণা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে সৃষ্টিতত্ত্ব ও জড়তত্ত্ব প্রভৃতি অবশ্যজ্ঞাতব্য নানাবিধ বিষয়েরও অবতারণা করিয়া আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ প্রশস্ত করিয়াছেন।

(১) সম্পদ্ ও প্রতীক নামে দুইপ্রকার উপাসনা আছে। তন্মধ্যে, অল্পগুণসম্পন্ন কোন একটী আলম্বনের (ধ্যেয় বস্তুর) ক্ষুদ্রভাব গোপন রাখিয়া যে, তদপেক্ষা অধিকগুণ সম্পন্ন কোন বস্তুর সহিত অভিন্নভাবে উপাসনা, তাহার নাম সম্পদ্ উপাসনা। যেমন—প্রতিমাতে বিষ্ণুর উপাসনা। আর ধ্যেয় বস্তুর কোন একটী অংশকে যে, সম্পূর্ণ ধ্যেয় বস্তুরূপে উপাসনা, তাহা প্রতীক উপাসনা। যেমন ব্রহ্ম-নামে ব্রহ্মচিন্তা।

মহামতি আচার্য্য শঙ্কর স্বকৃতভাষ্যমধ্যে এই সমুদয় বিষয়ের বিবৃতি প্রসঙ্গে এমন সমুদয় জটিল তত্ত্বের আলোচনা ও মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, যাহা অন্যত্র কুত্রাপি সেরূপ বিশদভাবে আলোচিত হয় নাই। অধিক কি, একমাত্র বৃহদারণ্যকোপনিষদের শাঙ্কর ভাষ্যটী উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলে, বেদান্তের প্রতিপাদ্য তাবৎ বিষয় ও বেদান্ত সম্বন্ধে শঙ্করের অভিমত সিদ্ধান্ত যে কিপ্রকার, তাহাও জানিতে বা বুঝিতে বাকী থাকে না। আচার্য্য শঙ্কর বেদান্তদর্শন বা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য-ব্যাখ্যার অধিকাংশ স্থলেই, ছান্দোগ্যের ন্যায় বৃহদারণ্যকের বাক্যসমূহ উদ্ধৃত করিয়া স্বমত-সংস্থাপনে সফলতা লাভ করিয়াছেন।

এই বৃহদারণ্যকোপনিষদের শাঙ্কর-ভাষ্যের উপর আচার্য্য সুরেশ্বর একটী প্রকাণ্ড ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাহার নাম বৃদারণ্যক-বার্ত্তিক। ভাষ্যমধ্যে যে সমুদয় বিষয় বলা হয় নাই, অথবা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, সে সমুদয়ের বিবৃতি বিধান করাই ঐ বার্ত্তিকের প্রধান কার্য্য। দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা পাঠকবর্গকে তাহার রসাস্বাদনের ব্যবস্থা করিতে পারিলাম না।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে, কিন্তু এখন সে সমুদয়ের অবতারণা করিব না। ভগবদিচ্ছা থাকিলে, সর্ব্বশেষে আমরা ঐ সমুদয় বিষয়ের বিশদভাবে আলোচনা করিয়া নিজের ও পাঠক বর্গের কৌতূহল চরিতার্থ করিব।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আধি-ব্যাধিসমাকুল সংসারে এরূপ বৃহদায়তন জটিল গ্রন্থের সম্পাদনে ও অনুবাদাদি কার্য্যে পদে পদে ত্রুটী ঘটিতে পারে; বিশেষতঃ যেখানে অন্যের সহায়তা গ্রহণ ব্যতীত চলিবার উপায় নাই, সেখানে ত ত্রুটিসংঘটন একান্তই সম্ভবপর। অতএব সহৃদয় পাঠকগণ, সেরূপ কোনও ত্রুটী দেখিয়া আমাদিগকে জানাইলে, আমরা পরম আনন্দ লাভ করিব এবং বিশেষ উপকৃত হইব।

ভবানীপুর,
ভাগবত চতুষ্পাঠী
কলিকতা।
১৩২৬। শুভ কার্ত্তিক।

শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ
সম্পাদক ও অনুবাদক।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতি ও ভাষ্যোক্ত বিষয়ের সূচী।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বৃহদারণ্যকোপনিষদের সূচী-পত্র সম্পূর্ণ।

বৃহদারণ্যকোপনিষদের বর্ণানুক্রমে

মন্ত্র-সূচী

অ

ই

অসুক্তবিশেষকথনার্থমুক্তপরিমাণং নির্ণেতুমুক্তানুবাদস্তেন হ্যুক্তো বিশেষস্তর্হি প্রদর্শ্যতামিতি পৃচ্ছতি—কঃ স্বিদিতি। বুভুৎসিতং বিশেষং দর্শয়তি—উচ্যত ইতি। ইতিশব্দঃ ক্রিয়াপদেন সংবধ্যতে। কিমিত্যেষ বিশেষো নির্দিশ্যতে, তত্রাহ—যদ্বিশেষেতি অর্থভেদাসংভবে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। যোঽশনায়েত্যাদিনা তু বিবক্ষিতবিশেষোঽভিহিত ইতি শেষঃ। ৪

একমেবাত্মতত্ত্বমধিকৃত্য প্রশ্নাবিত্যত্র চোদয়তি ন হীতি। বিরুদ্ধধর্মবত্ত্বাদ্ধিয়ো ভিন্নৌ প্রশ্নার্থাবিত্যেতদ্দূষয়তি—নেতি। পরিহৃতত্বমেব প্রকটয়তি—নামরূপেতি। তয়োর্বিকারঃ কার্যকরণলক্ষণঃ সংঘাতঃ, স এবোপাধিস্তেন সংপর্কস্তস্মিন্নহংমমাধ্যাসস্তেন জনিতা ভ্রান্তিরহং কর্ত্রেত্যাদ্যা, তাবন্মাত্রং সংসারিত্বমিত্যনেকশো ব্যুৎপাদিতং. তস্মান্নাস্তি বস্তুতো বিরুদ্ধধর্মবত্ত্বমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ সবিশেষত্বনির্বিশেষত্বয়োর্বিষয়বিভাগোক্তিপ্রসঙ্গেন সংসারিত্বস্য মিথ্যাত্বং মধুব্রাহ্মণান্তেঽবোচামেত্যাহ—কিমুক্তেতি। কথং তর্হি বিরুদ্ধধর্মবত্ত্বপ্রতীতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ যথেতি। পরেণ পুরুষেণাজ্ঞানেন বাঽধ্যারোপিতৈঃ সর্পত্বাদিভির্ধর্মৈর্বিশিষ্ট ইতি যাবৎ। স্বতশ্চাধ্যারোপেণ বিনেত্যর্থঃ। প্রতিভাসতো বিরুদ্ধধর্মবত্ত্বেঽপি ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরয়োর্ভিন্নাস্তিত্বার্থাবেব প্রশ্নাবিতি চেন্নেত্যাহ—ন চৈবমিতি। নিরুপাধিকরূপেণাসংসারিত্বং সোপাধিকরূপেণ সংসারিত্বমিত্যবিরোধ উক্তঃ। ৫

ইদানীমুপাধ্যভ্যুপগমে সদ্বয়ত্বং সতশ্চৈব ততো নিরুপাধিকত্বং দুষ্টমিতি শঙ্কতে—নামেতি, সলিলাতিরেকেণ ন সন্তি ফেনাদয়ো বিকারাঃ, নাপি মৃদাদ্যতিরেকেণ তদ্বিকারাঃ শরাবোদয়ঃ সন্তীতি শ্রুত্যাদিযুক্তিবলাদবিদ্যানামরূপরচিতকার্যকরণসংঘাতস্যাবিদ্যামাত্রত্বাত্তস্যাশ্চ বিদ্যয়া নিরাসান্নৈবমিতি পরিহরতি—নেত্যাদিনা। কার্যসত্ত্বাভ্যুপগমোক্তিরিদানীং তদপি নিরূপ্যমাণে নাস্তীত্যাহ—যদেতি। নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেত্যাদিশ্রুত্যনুসারিভির্বস্তুদৃষ্ট্যা নিরূপ্যমাণে নামরূপে পরমাত্মতত্ত্বানন্যত্বেনানন্যত্বেন বা নিরূপ্যমাণে তত্ত্বতো বস্ত্বন্তরে যদা তু নস্ত ইতি সংবন্ধঃ। সলিলাদিবিকারবদিত্যুক্তং প্রকটয়তি—সলিলেতি। তদা তৎপরমাত্মতত্ত্বমপেক্ষ্যেতি যোজনীয়ম্। কদা তর্হি লৌকিকো ব্যবহারস্তত্রাহ—যদা ত্বিতি। ৬

অবিদ্যয়া স্বাভাবিক্যা ব্রহ্ম যদোপাধিভ্যো বিবেকেন নাবধার্যতে, তদা লৌকিকো ব্যবহারশ্চেত্তর্হি বিবেকিনাং নাসৌ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অস্তি চেতি। ভেদজ্ঞানপ্রযুক্তো ব্যবহারো বিবেকিনামবিবেকিনাং চ তুল্য এবায়ং বস্তুন্তরাস্তিত্বাভিনিবেশস্তু বিবেকিনাং নাস্তীতি বিশেষঃ।

ননু যথাপ্রতিভাসং বস্তুন্তরং পারমার্থিকমেব কিং ন স্যাত্তত্রাহ—পরমার্থেতি। কিং দ্বিতীয়ং বস্তু তত্ত্বতোঽস্তি কিং বা নাস্তীতি বস্তুনি নিরূপ্যমাণে সতি শ্রুত্যনুসারেণ তত্ত্বদর্শিভিরেকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মাব্যবহার্যমিতি নির্ধার্যতে, তেন ব্যবহারদৃষ্ট্যাশ্রয়ণেন ভেদকৃতো মিথ্যাব্যবহারস্তত্ত্বদৃষ্ট্যাশ্রয়ণেন চ তদভাববিষয়ঃ শাস্ত্রীয়ো ব্যবহার ইত্যুভয়বিধব্যবহারসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। তত্র শাস্ত্রীয়ব্যবহারোপপত্তিং প্রপঞ্চয়তি—ন হীতি। তথা চ বিদ্যাবস্থায়াং শাস্ত্রীয়োঽভেদব্যবহারস্তদিতরব্যবহারস্ত্বাভাসমাত্রমিতি শেষঃ। অবিদ্যা-

যাগুবং পশ্বাদি তস্য কর্মসাধনস্যোপাদানমুপার্জনং তেন কর্ম কৃত্বা কেবলেন কর্মণা পিতৃ-লোকং জেষ্যাম। দৈবং বিত্তং বিদ্যা, তৎসংযুক্তেন কর্মণা দেবলোকং কেবলয়া চ বিদ্যয়া ব্রহ্ম জেষ্যাম ইতীচ্ছা বিত্তৈষণা, ততশ্চ ব্যুত্থানং কর্তব্যমিতি বাক্যস্য কর্মসাধন-ত্যাগোক্তিঃ। এতেন লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থানমুক্তং বেদিতব্যম্। ১০

দৈবাদিবিত্ত ব্যুত্থানমাক্ষিপতি—দৈবাদীতি। তস্যাপি কামত্বাদেব ব্যুত্থাতব্যত্বং পরিহরতি—তদপীতি। ওতি ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ সকাশাদপি ব্যুত্থানাঙ্গীকারে সে ব্রহ্মাপ্যতঃ স্থাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—হিরণ্যগর্ভাদীতি। দেবতোপাসনায়া দ্বিতীয়বিদ্যাত্বে হেতুমাহ—দেবলোকেতি। তৎপ্রাপ্তিহেতুর্ব্রহ্মবিদ্যায়ামপি তুল্যমিতি চেন্নেত্যাহ—ন হীতি। তত্র ফলান্তরশ্রবণং হেতুকরোতি—তস্মাদিতি। ইতশ্চ ব্রহ্মবিদ্যা দেবাদিবিত্তাদ্বহিরে-বেত্যাহ—তদ্বলেনেতি। প্রাগেব বেদনং সিদ্ধং চেৎ, কিং পুনর্ব্যুত্থানেনেত্যাশঙ্ক্য প্রয়ো-জকজ্ঞানং তৎপ্রয়োজকমুদ্দেশ্যং তু তদসংস্কারকরণমিদং বিবক্ষিতং—তস্মাদিতি। প্রয়োজকজ্ঞানং পক্বার্থঃ। ব্যুত্থায় ভিক্ষাচর্যং চরন্তীতি সম্বন্ধঃ। ব্যুত্থানস্বরূপপ্রদর্শনার্থ-মেষণাস্বরূপমাহ—এষণেতি। কিমেতাবতা ত্যাজ্যা ব্যুত্থানস্বরূপমাহ—এতস্মাদিতি। স সম্বন্ধঃ পূর্ববৎ। ১১

যা হ্যেবেত্যাদিশ্রুতেস্তাৎপর্যমাহ—সর্বা হীতি। ফলং নেচ্ছতি সাধনং চ চিকীর্ষ-তীতি ব্যাঘাতাৎ ফলেচ্ছান্তর্ভূতৈব সাধনেচ্ছা, তস্মাদুভয়োরেবৈকত্বমিত্যর্থঃ। ক্রতেন্তুদৈকার্থ্যং-পাদকং প্রশ্নপূর্বকং ব্যুৎপাদয়তি—কথমিত্যাদিনা। ফলৈষণান্তর্ভাবং সাধনৈষণায়াঃ সমর্থয়তে—সর্ব হীতি। উভে হীত্যাদিশ্রুতিমবতার্য ব্যাচষ্টে—যা লোকৈষণেতি।

প্রযোজকজ্ঞানবতঃ সাধ্যসাধনরূপাৎ সংসারাদ্বিরক্তস্য কর্মতৎসাধনয়োরসত্ত্বে সাক্ষাৎ-কারমুদ্দিশ্য ফলিতং সংন্যাসং দর্শয়তি—অত ইতি। অতঃ ক্রান্তা ব্রাহ্মণাঃ কিং প্রজয়ে-ত্যাদিপ্রকাশিতাত্মেষাং কর্ম কর্মসাধনং চ যজ্ঞোপবীতাদি নাস্তীতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ। দেব-পিতৃমানুষনিমিত্তমিতি বিশেষণং বিশদয়তি—তেন হীতি। প্রাচীনাবীতং পিতৄণাং নিবীতং দেবানামিত্যাদিশব্দার্থঃ। যস্মাৎ পূর্বে বিচারপ্রযোজকজ্ঞানবন্তো ব্রাহ্মণা বিরক্তাঃ সংন্যস্য তৎপ্রযুক্তং ধর্মমবতিষ্ঠংস্তস্মাদধুনাতনেঽপি প্রযোজকজ্ঞানী বিরক্তো ব্রাহ্মণস্তথা কুর্যাদি-ত্যাহ—তস্মাদিতি। ত্রিদণ্ডেন যতিশ্চৈব ইত্যাদিস্মৃতে র্ন পরমহংসপারিব্রাজ্যমত্র বিবক্ষিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ত্যক্ত্বেতি। তস্য দৃষ্টার্থত্বান্ মুমুক্ষুভিস্ত্যাজ্যত্বং সূচয়তি—কেবলমিতি। অবশ্যত্বাচ্চ তস্য ত্যাগ ইত্যাহ—পারিব্রাজ্যমিতি। তথাপি স্বদিষ্টঃ সংন্যাসো ন স্মৃতিকারৈর্নিবদ্ধ ইতি চেন্নেত্যাহ—[illegible]নীতি। প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরো-ধাচ্চ স্মার্তসংন্যাসো মুখ্যো ন ভবতীত্যাহ—অথেতি। ১২

এতং বৈ তমিত্যাদিবাক্যস্য বিধায়কত্বমুপেত্য সর্বকর্মতৎসাধনপরিত্যাগপরত্বমুক্তমাক্ষি-পতি—নন্বিতি। ইতশ্চ যজ্ঞোপবীতমপরিত্যাজ্যমিত্যাহ—যজ্ঞোপবীত্যেবেতি। যাজনাদিসমভিব্যাহারাদসংন্যাসিবিষয়মেতদিত্যাশঙ্ক্যাহ—পারিব্রাজ্যে তাবদিতি। বেদত্যাগে দোষশ্রুতেস্তদত্যাগেঽপি কথং পারিব্রাজ্যে যজ্ঞোপবীতত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—উপা-সন ইতি। ইত্যনেন বাক্যেন গুর্বাদ্যুপাসনাঙ্গত্বেন যজ্ঞোপবীতস্য বিহিতত্বাৎ পারি-

ত্তোবায়ং বিধিরত্যাভিপ্রেত্যাহ—ন হীতি। উক্তমেবাৰ্থমুপন্যাসোদাহরণদ্বারা বিবৃণোতি—কহোলস্যাপীতি। অভিষুতা সোমস্য কণ্ডনং কৃত্বা রসমাদায়েত্যর্থঃ। ১৭

পাঠক্রমে প্রশ্নস্থে শঙ্কতে—অবিদ্যেতি। প্রয়োজকজ্ঞানবতো বিরক্তস্যাত্মজ্ঞান-বিধিসামর্থ্যাচ্চ কর্তব্যাত্মজ্ঞানেন সমানকর্তৃকত্বশ্রবণাদিতি প্রয়েনাবশ্যকর্তব্যসিদ্ধিরিত্যুক্তমনাহ—নান্তরীয়মিতি চ ব্যুত্থানে দর্শিতং স্যাৎ ভিক্ষাচর্যোপাত্তিরিশতি—ত্যক্ত্বেতি। ভিক্ষাচর্যস্য চ ব্রহ্মজ্ঞানবিধিনৈকবাক্যত্বং তত্রৈব দর্শিতোপপত্তিরিতি সম্বন্ধঃ। ব্যুত্থানাদি-বাক্যস্যার্থবাদত্বমুক্তমনূদ্য দর্শয়তি—যৎ পুনরিত্যাদিনা। উভয়ত্রো দৃষ্টে ভবতীত্যত্রৈ লোকপরিগতে বিধিস্বীকারবদত্রাপি পঞ্চমলকারেণ বিধিঃ সম্বন্ধে বিধিবাক্যকল্পকত্বার্থঃ। ১৮

সম্প্রতি প্রকৃতে বাক্যে পারিব্রাজ্যবিধিমঙ্গীকৃত্য স্বরূপতঃ শঙ্কতে—ব্যুত্থায়েতি। কা তর্হি বিপ্রতিপত্তিরিত্যত আহ—পারিব্রাজ্যেতি। লিঙ্গং ত্রিদণ্ডাদি। 'পুরাণে যজ্ঞোপবীতে বিসৃজ্য নবমুপাদায়াশ্রমং প্রবিশেৎ' 'ত্রিদণ্ডী কমণ্ডলুমান্' ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়শ্চ। এবমাদ্যাদ্যজ্ঞোপবীতাদীনামপি ত্যাজ্যত্বমুক্তমিত্যাশঙ্ক্য শ্রুতিস্মৃতিবশাদ্ ব্যুত্থানে সঙ্কোচমভিপ্রেত্যাহ—অত্র চ ইতি। উদাহৃতশ্রুতিস্মৃতীনাং বিষয়ান্তরং দর্শয়ন্নুত্তরমাহ—নেত্যাদিনা। তদেব বিবৃণোতি—যদ্ধীত্যাদিনা। তত্রাত্মজ্ঞানাঙ্গত্বে হেতুমাহ—আত্মজ্ঞানেনেতি। এবমাদ্যাস্ত্বিরোধিত্বমেব কুতঃ সিদ্ধং, তত্রাহ—অবিদ্যেতি তর্হি যথোক্তানাং শ্রুতিস্মৃতীনাং কিমালম্বনং, তদাহ—তদ্ব্যতিরেকেতি। আশ্রমমেব রূপয়তে বস্তুতস্তু নাশ্রমস্তদাভাস ইতি যাবৎ। তস্যাত্মজ্ঞানাঙ্গত্বং বারয়তি—ব্রহ্মেতি।

অথ ব্যুত্থানবাক্যোক্তমুখ্যপারিব্রাজ্যবিষয়মেব কিং ন স্যাৎ, তত্রাহ—ন চেতি। যেনারূপাণি সাধনানি যজ্ঞোপবীতাদীনি, তেষামুপাদানমনুষ্ঠানং, তস্যাশ্রমধর্মমাত্রেণোক্তস্য যথোক্তে সংন্যাসাভাসে বিষয়ে সতি প্রধানবাধেন মুখ্যপারিব্রাজ্যবিষয়ত্বমযুক্তমিত্যর্থঃ। কথং পুনর্মুখ্যপারিব্রাজ্যবিষয়ত্বে যজ্ঞোপবীতাদেরিষ্টে প্রধানবাধনং, তদাহ—যজ্ঞোপবীতা-দীতি। সাধ্যসাধনয়োরাসঙ্গে তদ্বিলক্ষণস্যাত্মনো জ্ঞানং বাধ্যতে চেৎ, কা নো হানিরিত্যা-শঙ্ক্যাহ—ন চেতি। ১৯

ভিক্ষাচর্যাং তাবদ্বিহিতং বিহিতানুষ্ঠানং চ যজ্ঞোপবীতাদি বিনা ন সম্ভবতীতি শ্রুত্যো-বায়ত্তানং যজ্ঞোপবীতাদিবিরোধি বাধিতমিতি শঙ্ক্যতে—ভিক্ষাচর্যামিতি। শঙ্কামেব বিশদয়তি—অথাপীত্যাদিনা। যথা হুতশেষস্য ভক্ষণং বিহিতমপি ন দ্রব্যাক্ষেপকং পরিশিষ্টদ্রব্যোপাদানেন প্রবৃত্তেস্তথা সর্ব্বস্বত্যাগে বিহিতে পরিশিষ্টভিক্ষোপাদানেন বিহিত-মপি ভিক্ষাচরণমুপবীতাদ্যনাক্ষেপকমিত্যুত্তরমাহ—নেত্যাদিনা। দৃষ্টান্তমেব স্পষ্ট-য়তি—শেষেতি। তদ্ভক্ষণমিতি সম্বন্ধঃ। অপ্রযোজকং দ্রব্যবিশেষস্যানাক্ষেপকমিতি যাবৎ। যথা দার্ষ্টান্তিকমেব স্ফুটয়তি—শেষেতি। সর্ব্বস্বত্যাগে বিহিতে শেষস্য কালস্য শরীরপাতান্তস্য প্রতিপত্তিকর্ম্মমাত্রং ভিক্ষাচর্য্যমতো ন তদুপবীতাদিপ্রাপকমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ ভিক্ষাচর্য্যস্য শরীরস্থিত্যৈবাক্ষিপ্তত্বান্ন তত্রাপি বিধিঃ, দূরে তদ্বশাদুপবীতাদিসিদ্ধিরিত্যাহ—অসংস্কারস্যাচেতি। তদেব স্ফুটয়তে—ভক্ষণমিতি। 'এককালং চরেদ্ভৈক্ষম্' ইত্যাদিনিয়মবশাদদৃষ্টং সিধ্যদুপবীতাদিকমপ্যাক্ষিপতীতি চেন্নেত্যাহ—নিয়মেতি। বিবি-

দিষোক্তদিষ্টমপি নোপবীতাদ্যাক্ষেপকং জ্ঞানোৎপাদকশ্রবণাদ্যুপযোগিদেহস্থিত্যর্থমেবৈব চরিতার্থত্বাদিতি ভাবঃ।

তর্হি যথা কথঞ্চিদ্বসনতেনাম্নেন শরীরস্থিতিসম্ভবাদ্ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তীতি বাক্যং ব্যর্থমিতি শঙ্কতে - নিয়মাদৃষ্টস্যেতি। ভিক্ষাচর্য্যানুবাদেন প্রতিগ্রহাদিনিবৃত্ত্যর্থত্বাদ্বাক্যস্য নানর্থক্যমিত্যুত্তরমাহ—নান্যেতি। নিবৃত্ত্যুপদেশেন বাক্যস্যার্থবত্ত্বেপি তদুপদেশস্য নার্থবত্ত্বং কূটস্থাত্মজ্ঞানেনৈব সর্ব্বনিবৃত্তেঃ সিদ্ধেরিতি শঙ্কতে—তথাঽপীতি। যদি নিষ্ক্রিয়াত্মজ্ঞানাদশেষনিবৃত্তিঃ স্যাত্তর্হি তদস্মাভিরপি স্বীক্রিয়তে সত্যমিত্যঙ্গীকরোতি - যদ্যপীতি। যদি তু ক্ষুধাদিদোষপ্রাবল্যাদাত্মানং নিষ্ক্রিয়মপি বিস্মৃত্য প্রার্থনাদিপরো ভবতি, তদা নিবৃত্ত্যুপদেশোঽপি ভবত্যর্থবানিতি ভাবঃ। ২০

প্রাগুক্তবাক্যবিরোধান্নিবৃত্ত্যুপদেশোঽশক্য ইতি চেত্তত্রাহ—যানীতি। মুখ্যপরিব্রাড বিষয়ত্বে দোষং স্মারয়তি—ইতরথেতি। নিবৃত্ত্যুপদেশানুগ্রাহকত্বেন স্মৃতী রুদাহরতি—নিরাশিষমিত্যাদিনা। অমুখ্যসংন্যাসিবিষয়ত্বাসম্ভবান্ মুখ্যপরিব্রাড-বিষয়ং ব্যুত্থানবাক্যমিত্যুপসংহরতি—তস্মাদিতি। ইতি শব্দো ব্যুত্থানবাক্যব্যাখ্যান-সমাপ্ত্যর্থঃ। ২১

তস্মাদিত্যাদিবাক্যমবতার্য্য ব্যাচষ্টে - যস্মাদিত্যাদিনা। উক্তমেব ব্যুত্থানং স্পষ্টয়তি - দৃষ্টেতি। বিবেকবৈরাগ্যাভ্যামেষণাভ্যো ব্যুত্থায় শ্রুত্যাচার্য্যাভ্যাং কর্ত্তব্যজ্ঞানং নিঃশেষং কৃত্বা বাল্যেন তিষ্ঠাসেদিতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্যেত্যনেনৈব ব্যুত্থানং বিহিতমিত্যাহ—এষণেতি। তর্হি পাণ্ডিত্যমেষণাভ্যো ব্যুত্থানস্যাবসানে সম্ভবতি, তদর্থং ব্যুত্থানবিধিরিত্যর্থঃ। তদেব স্ফুটয়তি—এষণেত্যাদিনা। তাসাং তিরস্কারেণ পাণ্ডিত্যমুদ্ভবতি তস্যৈষণাভ্যো বিরুদ্ধত্বাৎ, তথা চ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্যেত্যত্র তাভ্যো ব্যুত্থানবিধানমুচিতমিত্যর্থঃ। বিনাপি ব্যুত্থানং পাণ্ডিত্যমুদ্ভবিষ্যতীতি চেন্নেত্যাহ—নহীতি। পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্যেত্যত্র ব্যুত্থানবিধিমুক্তমুপসংহরতি ইত্যাত্মজ্ঞানেনেতি। তর্হি কিমিতি বিদিত্বা ব্যুত্থায়েত্যত্র ব্যুত্থানে বিধিরত্যুপগতস্তত্রাহ—আত্মজ্ঞানেতি। তেন ব্যুত্থানস্য সমানকর্ত্তৃকত্বে ক্ত্বাপ্রত্যয়স্যোপাদানমেব লিঙ্গভূতা শ্রুতিস্তয়া দৃঢ়ীকৃতং নিয়মেন প্রাপিতং ব্যুত্থানমিত্যর্থঃ। ২২

বাল্যেনেত্যাদি বাক্যমুত্থাপ্য ব্যাকরোতি—তস্মাদিতি। বিবেকাদিবশাদেষণাভ্যো ব্যুত্থায় পাণ্ডিত্যং সম্পাদ্য তস্মাৎ পাণ্ডিত্যাজ্জ্ঞানবলভাবেন স্থাতুমিচ্ছেদিতি যোজনা। কেয়ং জ্ঞানবলভাবেন স্থিতিরিত্যাশঙ্ক্য তাং ব্যুৎপাদয়তি—সাধনেত্যাদিনা। বিদ্বা-নিতি বিবেকিত্বোক্তিঃ। যথোক্তবলভাবাবষ্টম্ভে করণানাং বিষয়পারবশ্যনিবৃত্ত্যা পুরুষস্যাপি তৎপারবশ্যনিবৃত্তিঃ ফলতীত্যাহ—তদাশ্রয়ণে হীতি। উক্তমেবার্থং ব্যতিরেকমুখেন(ণ) বিশদয়তি—জ্ঞানবলেতি। নম্বদ্যাপি জ্ঞানস্য বলং কীদৃগিতি ন জ্ঞায়তে, তত্রাহ—বলং নামেতি। বাল্যবাক্যার্থমুপসংহরতি—অত ইতি। যথা জ্ঞানবলেন বিষয়াভিমুখী দৃষ্টিস্তিরস্ক্রিয়তে, তথেতি যাবৎ। আত্মনা তদ্বিজ্ঞানাতিশয়েনেত্যর্থঃ। বীর্য্য বিষয়দৃষ্টি-

তিরস্করণসামর্থ্যমিত্যেতৎ। বলহীনেন রিষয়দৃষ্টিতিরস্করণসামর্থ্যরহিতেনায়মাত্মা ন লভ্যো ন শক্যঃ সাক্ষাৎকর্তুমিত্যর্থঃ। ২৩

বাল্যং চেত্যাদি বাক্যমাদায় ব্যাচষ্টে—বাল্যং চেতি। পূর্ব্বোক্তয়োরুত্তরত্র হেতুত্বদ্যোতনার্থোঽথশব্দঃ। তদেবোপপাদয়তি—এতাবদ্ধীতি। বাক্যান্তরমুপাদায় ব্যাকরোতি—অমৌনং চেত্যাদিনা। মৌনামৌনয়োর্ব্রাহ্মণ্যং প্রতি সামগ্রীত্বদ্যোতকোঽথশব্দঃ। ব্রাহ্মণ্যমুপপাদয়তি—ব্রহ্মৈবেতি। আচার্য্যপরিচর্য্যাপূর্ব্বকং বেদান্তানাং তাৎপর্য্যাবধারণং পাণ্ডিত্যম্। যুক্তিতোঽনাত্মদৃষ্টিতিরস্কারো বাল্যম্। 'অহমাত্মা পরং ব্রহ্ম ন মত্তোঽন্যদস্তি কিঞ্চন' ইতি মননৈবানুসন্ধানং মৌনম্। মহাবাক্যার্থাবগতির্ব্রাহ্মণ্যমিতি বিভাগঃ।

প্রাগপি প্রসিদ্ধং ব্রাহ্মণ্যমিতি চেৎ, তত্রাহ—নিরুপচরিতমিতি। ব্রহ্মবিদঃ সমাচারং পৃচ্ছতি—স ইতি। অনিয়তঃ তস্য চরণমিত্যুত্তরমাহ—যেনেতি। উক্তলক্ষণস্য কৃতকৃত্যত্বম্। অব্যবস্থিতং চরণমিচ্ছতো ব্রহ্মবিদো যথেষ্টচেষ্টাঽভীষ্টা স্যাৎ, তথা চ 'যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ' ইতি স্মৃতেরিতরেষামপ্যাচারেঽনাদরঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—যেন কেনচিদিতি' বিহিতমাচরতো নিষিদ্ধং চ ত্যজতঃ শুদ্ধবুদ্ধেঃ শ্রুতাবাক্যাৎ সম্যগ্ধীরুৎপদ্যতে, তস্য চ বাসনাবশাদব্যবস্থিতৈব চেষ্টা নাব্যবস্থিতেতি ন যথেষ্টাচরণপ্রযুক্তো দোষ ইত্যর্থঃ। ২৪

অতোঽন্যদিত্যাদি ব্যাকরোতি—অত ইতি। স্বপ্নেত্যাদি বহুদৃষ্টান্তোপাদানং দার্ষ্টান্তিকস্য বহুরূপত্বদ্যোতনার্থম্। অতোঽন্যদিতি কুতো বিশেষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—আত্মেবেতি। ১৭০। ১॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং তৃতীয়াধ্যায়স্য পঞ্চমং কহোলব্রাহ্মণম্॥৩।৫॥

ভাষ্যানুবাদ। অনন্তর কহোলনামক কুষীতকের পুত্র—কৌষীতকেয় তাঁহাকে (যাজ্ঞবল্ক্যকে) জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—যাহা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতম আত্মা, এবং যাহাকে অবগত হইয়া জীব বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে, তাহার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া আমাকে বলুন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'ইহাই তোমার অভিমত আত্মা'। ১

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, উষস্ত ও কহোল কি একই আত্মার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন? অথবা উভয়ে এক-লক্ষণান্বিত বিভিন্ন আত্মার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন? কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, উভয়ের জিজ্ঞাসিত আত্মা বিভিন্ন হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ; নচেৎ প্রশ্নদ্বয়ে পুনরুক্তি দোষ ঘটে; কহোল ও উষস্তের প্রশ্নে যদি একই আত্মা অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে প্রথম প্রশ্নদ্বারাই তাহা সিদ্ধ হওয়ায় তদ্বিষয়ে আবার দ্বিতীয় প্রশ্নের অবতারণা করা সম্পূর্ণ নিরর্থক

হইয়া পড়ে; অথচ ইহার কোনটীই 'অর্থবাদ' বাক্য নহে, [যে, নিরর্থক হইলেও দোষাবহ হইবে না]। অতএব, উভয় প্রশ্নের বিষয়ীভূত আত্মা নিশ্চয়ই ভিন্ন ভিন্ন—একটী ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব), অপরটী পরমাত্মা; এতদুত্তর ।২

কিন্তু তাহাদের সে ব্যাখ্যা সমীচীন বোধ হয় না; কারণ 'তে' কথাটী থাকায় এখানে পূর্ব্বোক্ত আত্মারই প্রত্যভিজ্ঞা বা প্রতীতি হইতেছে; প্রতি-বচন প্রদান কালেও 'এষ তে আত্মা' বলিয়া প্রথমে যাহার নির্দ্দেশ করা হই-য়াছে, এখানেও তাহারই প্রতিনির্দ্দেশ করিয়াছেন; অথচ একটী দেহেন্দ্রিয় সমষ্টির কখনই দুইটী আত্মা হইতে পারে না; কেন না, একটী দেহ একটী আত্মা দ্বারাই 'আত্মবান্' হইয়া থাকে, এবং উষস্তের আত্মা ও কহোলের আত্মা কখনই ভিন্নজাতীয়ও হইতে পারে না, কারণ, তাহা হইলে, উভয়ের জিজ্ঞাসিত আত্মার অগৌণত্ব (মুখ্যত্ব), আত্মত্ব ও সর্ব্বান্তরত্ব কখনই উপপন্ন হইতে পারে না। উভয় প্রশ্নের মধ্যে যদি একটী মুখ্য ব্রহ্ম হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অপরটীকে গৌণ বা অমুখ্য ব্রহ্ম হইতেই হইবে, এবং আত্মত্ব ও সর্ব্বান্তরত্বের অবস্থাও সেইরূপই হইবে; কারণ, গৌণ ও মুখ্য পদার্থ পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব; একটী যদি সর্ব্বান্তর ব্রহ্ম ও মুখ্য আত্মা হয়, তাহা হইলে, অবশ্যই অপরটিকে অমুখ্য—অসর্ব্বান্তর অনাত্মা হইতে হইবে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, বিশেষভাবে জানিবার অভিপ্রায়ে একই আত্মার সম্বন্ধে দুইবার দুইটী প্রশ্ন করা হইয়াছে, (স্বতন্ত্র আত্মার সম্বন্ধে নহে)।৩

আর দ্বিতীয় প্রশ্নেও, যে অংশটুকু প্রথমোক্ত প্রশ্নার্থের সমান হইয়াছে, সেই অংশটুকু প্রথম প্রশ্নেরই অনুবাদ বা পুনরুল্লেখ মাত্র; উদ্দেশ্য—পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে যে সমস্ত বিশেষ কথা বলা হয় নাই এখানে সে সমস্ত কথা বলিতে হইবে; [ইহাই পুনরুল্লেখের প্রয়োজন]। সেই বিশেষই যে কি, তাহা এখন কথিত হইতেছে—প্রথম প্রশ্নে এইমাত্র বলা হইয়াছে যে, দেহাদির অতিরিক্ত একটী আত্মা আছে, এবং তাহার সম্বন্ধেই সংসার-বন্ধন ও তৎপ্রযোজক কর্ম্মের কথা উক্ত হইয়াছে; দ্বিতীয় প্রশ্নে সেই আত্মাই যে, অশনায়াদি সংসারধর্ম্মাতীত—নিত্যশুদ্ধ, এই অনুক্ত বিশেষাংশ বর্ণিত হইতেছে, যে বিশেষ অংশটী অবগত হইলে পর, জীব সন্ন্যাস-সহকৃত বিবেক-বিজ্ঞানবলে পূর্ব্বোক্ত বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। অতএব

বলিতে হইবে যে, "এষ তে আত্মা" পর্য্যন্ত প্রশ্ন ও প্রতিবচনে একই বিষয় অবলম্বিত হইয়াছে, পৃথক্ বিষয় নহে। ৪

ভাল কথা, একই আত্মা অশনায়াদি-ধর্ম্মরহিতও বটে, আবার তৎসহিতও বটে, এইরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সম্বন্ধ হয় কিরূপে ? না,—এ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, পূর্ব্বেই ইহার পরিহার করা হইয়াছে;—জীবের সংসারিত্ব (অশনায়াদি ধর্ম্ম সম্বন্ধ,) যে, নামরূপাত্মক বিকারময় দেহেন্দ্রিয়াদি-উপাধি-সম্বন্ধজনিত ভ্রান্তি মাত্র, একথা আমরা আত্মবিষয়ক বিরুদ্ধার্থক শ্রুতির ব্যাখ্যাস্থলে অনেকবার বলিয়াছি। রজ্জু, শুক্তি ও আকাশ প্রভৃতি পদার্থ সমূহ যেমন পরকীয় অধ্যারোপজ ধর্ম্মের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া যথাক্রমে সর্প, রজত, ও মলিন বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে, কিন্তু স্বরূপতঃ তাহারা রজ্জু, শুক্তি ও গগনাদিরূপেই থাকে, কিছুমাত্র পার্থক্য লাভ করে না, [ইহাও তদ্রূপ]; এবংবিধ ভাবে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সম্বন্ধ হইলেও পদার্থের সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিরোধ বা অসামঞ্জস্য ঘটিতে পারে না। ৫

যদি বল, ব্রহ্মাতিরিক্তনাম-রূপাত্মক উপাধির অস্তিত্ব স্বীকার করিলে 'ব্রহ্ম নিশ্চয়ই এক অদ্বিতীয়', 'জগতে বা ব্রহ্মে কিছুমাত্র নানা বা বিভাগ নাই' ইত্যাদি শ্রুতি সমূহ বিরুদ্ধ হয়; না, তাহাও হয় না; কারণ, জলের ফেনা ও মৃত্তিকার ঘট প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্ব্বেই সে দোষের সমাধান করা হইয়াছে (১)। আর যে অবস্থায় শ্রুতিপথানুগামী সুধীগণ পারমার্থিক তত্ত্ব নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া উক্ত নাম ও রূপকে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করেন, সেই অবস্থায়ই জলের ফেন ও মৃত্তিকাবিকার ঘটপটাদির ন্যায় উক্ত নাম ও রূপ অসত্য বলিয়া পরিগণিত হয় এবং তখনই তাদৃশ নাম রূপ লক্ষ্য করিয়া "একম্ এব অদ্বিতীয়ম্" "নেহ নানা অস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতি সমূহ পারমার্থিক বস্তুতত্ত্ব প্রদর্শনে সামর্থ্য লাভ করিয়া থাকে। আর চিরকালই স্বস্বরূপে অবস্থিত ব্রহ্ম অপর বস্তুর কোন ধর্ম্ম দ্বারা সংস্পৃষ্ট না হইয়াও যখন নাম-রূপজনিত দেহেন্দ্রিয় উপাধি হইতে পৃথক্কৃত হন না,

(১) তাৎপর্য্য—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, জলের ফেনা যেমন জল হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে, এবং মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘট শরা প্রভৃতি যেমন মৃত্তিকা হইতে অতিরিক্ত দ্বিতীয় পদার্থ নহে; সুতরাং সে সমুদয়ের দ্বারা জল ও মৃত্তিকার বিভেদ সিদ্ধ হয় না, তেমনি ব্রহ্ম হইতে প্রাদুর্ভূত নাম ও রূপ দ্বারাও পরম কারণ ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব হানি হয় না ইত্যাদি।

পরন্তু নাম-রূপাত্মক উপাধির উপরেই স্বাভাবিক দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে, তখনই এই সমস্ত জাগতিক বস্তুর অস্তিত্ব ব্যবহার হইয়া থাকে। ৬

যাহাদের নিকট পরমার্থ সত্য ব্রহ্মের অতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব প্রতীত হয়, আর যাহাদের নিকট প্রতীত হয় না, তাহাদের সকলেরই ভেদ-সাপেক্ষ এই অসত্য ব্যবহার বর্ত্তমান রহিয়াছে ; তবে বিশেষ এই যে, যাহারা পরমার্থতত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, তাহারা শ্রুতি অনুসারে তত্ত্ব নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া—জগতে সত্য বস্তু কিছু আছে কি না, এই বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকার সংসারধর্ম্ম-বর্জ্জিত এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব অবধারণ করিয়া থাকেন ; সে অবস্থায় আমরা অপর কোন বস্তুর অস্তিত্ব অঙ্গীকার করি না ; কারণ, 'একম্ এব অদ্বিতীয়ম্' 'অনন্তরম্ অবাহ্যম্' ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ রহিয়াছে। পক্ষান্তরে, নাম রূপ-ব্যবহার কালে অবিবেকিদিগের যে ক্রিয়া, কারক ও ফলাদি ব্যবহার বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার অস্তিত্ব নিষেধ করিতেছি না। অতএব বুঝিতে হইবে যে, শাস্ত্রীয় বা লৌকিক যত প্রকার ব্যবহার আছে, তৎ সমস্তই জ্ঞান ও অজ্ঞান-সাপেক্ষ, অর্থাৎ জ্ঞানীর পক্ষে ব্যবহার অসত্য, আর অজ্ঞের পক্ষে ব্যবহার সত্য, উভয়ের মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ। ৭

এখন আত্মার পরমার্থ স্বরূপ সম্বন্ধে পুনঃ প্রশ্ন হইল—হে যাজ্ঞবল্ক্য, সর্ব্বান্তর আত্মা কোনটী ? উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—যাহা অশনায়া ও পিপাসা অতিক্রম করে, অর্থাৎ অশনের (ভোজনের) ইচ্ছা—অশনায়া, এবং পানের ইচ্ছা—পিপাসা, এতদুভয়ের অতীত। অবিবেকী লোক আকাশে আপাতদৃশ্য তল ও মলিনতাদি ধর্ম্ম আরোপ করিয়া থাকে, স্বভাব স্বচ্ছ আকাশ প্রকৃতপক্ষে সেই তল ও মলিনতাদি গুণে সংস্পৃষ্ট না হইয়াও যেমন সময়ে তাহা অতিক্রম করে, তেমনি অজ্ঞ জনেরা—আমি ক্ষুধার্ত্ত, আমি পিপাসার্ত্ত, এইরূপ প্রতীতি অনুসারে ব্রহ্মকে ক্ষুধা তৃষ্ণাদিযুক্ত বলিয়া মনে করে, সত্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম তাহার অতীতই বটে ; কারণ, কস্মিন্ কালেও ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না। শ্রুতি বলিতেছেন—'ব্রহ্মলোক-প্রসিদ্ধ দুঃখে স্পৃষ্ট হন না ; কারণ, তিনি উহার অতীত,' এখানে 'লোক-দুঃখ' কথার অর্থ—অজ্ঞজন কর্ত্তৃক আরোপিত দুঃখ। অশনায়া ও পিপাসা উভয়ই প্রাণের ধর্ম্ম ; এই জন্য এই দুই শব্দের সমাস (অশনায়া-পিপাসে) করা হইয়াছে। ৮

এইরূপ শোক ও মোহ [অতিক্রম করেন] ; শোক অর্থ কাম (বাসনা), অর্থাৎ অভীষ্ট বস্তু পাইবার জন্য চিন্তাবশতঃ যে অপ্রীতিভাব ; তাহাই তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির কামোদ্ভবের মূল কারণ ; কেন না, ঐ অপ্রীতির দরুণই লোকের কামবৃত্তি (শোক) বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। মোহ অর্থ—বিপর্য্যয়-বুদ্ধি-প্রসূত অবিবেক ভ্রম মাত্র ; এই মোহই সমস্ত অনর্থসৃষ্টির মূল কারণ—অবিদ্যাস্বরূপ। শোক ও মোহ বিভিন্ন কারণ হইতে উৎপন্ন হয় ; এই জন্য উভয় পদের সমাস করা হয় নাই। শোক ও মোহ উভয়ই মনের ধর্ম্ম ; মনে অবস্থিত শোক ও মোহ এবং শরীরগত জরা ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া থাকে। জরা অর্থ—দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির ক্ষয়োন্মুখ পরিণাম ; শরীরগত বলি (ত্বক্-ভঙ্গ) ও কেশপক্কতা প্রভৃতি দ্বারা তাহার সূচনা হয়। মৃত্যু অর্থ—দেহের ক্ষয়োন্মুখ পরিণামের পরিসমাপ্তি ; শরীরগত সেই জরা ও মৃত্যু অতিক্রম করে। ৯

প্রাণ, মন ও শরীরে অবস্থিত এবং দিন ও রাত্রির ন্যায় এবং সামুদ্রিক তরঙ্গমালার ন্যায় প্রাণিমণ্ডলে নিরন্তর বর্ত্তমান সেই যে, অশনায়াদি ধর্ম্ম, তাহাই প্রাণিগণের সংসার নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই যে আত্মা 'দৃষ্টির দ্রষ্টা' ইত্যাদি রূপে লক্ষিত হইল, এবং যাহা সাক্ষাৎ অর্থাৎ অপর বস্তুকৃত ব্যবধানরহিত, অপরোক্ষাৎ গৌণসম্বন্ধরহিত (প্রত্যক্ষাত্মক) সর্ব্বান্তর, ব্রহ্মাদি স্তম্ব (তৃণ) পর্য্যন্ত ভূতের আত্মা, এবং আকাশ যেমন মেঘাদি দ্বারা কলুষিত হয় না, তেমনি অশনায়া পিপাসাদি রূপ সাংসারিক ধর্ম্মে নিত্য অসংস্পৃষ্ট, সেই এই আত্মাকে—আপনারই প্রকৃত স্বরূপকে অবগত হইয়া 'আমি হইতেছি সর্ব্বসংসারধর্ম্ম-বর্জ্জিত নিত্যতৃপ্ত পরব্রহ্ম স্বরূপ' এইরূপ অনুভব করিয়া, ব্রাহ্মণ—সাধারণতঃ ব্রাহ্মণগণেরই ব্যুত্থানে অধিকার ; এই জন্য এখানে 'ব্রাহ্মণ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ; সেই ব্রাহ্মণগণ ব্যুত্থান করিয়া সংসারের বিপরীতভাবে উত্থান করিয়া। কোথা হইতে [উত্থান করিয়া ?] এই অকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—পুত্রৈষণা হইতে ; পুত্র লাভের জন্য যে, এষণা—কামনা, তাহা পুত্রৈষণা—পুত্রলাভ করিয়া আমি ইহলোক জয় করিব, এইরূপে যে, লোকজয়ের উপায়ভূত পুত্রের জন্য ইচ্ছা অর্থাৎ দার পরিগ্রহ, তাহা না করিয়া। বিত্তৈষণা হইতে—বিত্তৈষণা অর্থ—কর্ম্মসম্পাদনের উপায়ভূত গবাদি বিত্ত সংগ্রহ করা ; এই বিত্ত দ্বারা কর্ম্ম করিয়া পিতৃলোক জয় করিব, অথবা বিদ্যাসংযুক্ত কর্ম্মদ্বারা দেবলোক লাভ

করিব, কিংবা কর্ম্ম-বিরহিত কেবল হিরণ্যগর্ভ-বিদ্যারূপ দৈব বিত্ত দ্বারা দেবলোক জয় করিব, [এইরূপ ইচ্ছা হইতেও ব্যুত্থান করিয়া]—। ১০

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, দৈব বিত্ত হইতে ব্যুত্থানই হইতে পারে না; কেন না, দৈব বিত্তের প্রভাবেই ব্যুত্থান হইয়া থাকে ; [সুতরাং তাহা হইতে ব্যুত্থান করা একেবারে অসম্ভব]। তাহাদের সে কথা সঙ্গত হয় না ; কারণ, 'এতাবান্ বৈ কামঃ' [illegible] দৈব বিত্তও এষণামধ্যে ধরা হইয়াছে। হিরণ্যগর্ভাদি-দেবতাবিষয়ক বিদ্যা বা উপাসনা দ্বারা দেবলোক লাভ হয় ; এইজন্য হিরণ্যগর্ভাদি-বিষয়ক বিদ্যাই 'দৈব বিত্ত' নামে কথিত হয় ; কিন্তু সর্ব্বোপাধিরহিত প্রজ্ঞানঘন-বিষয়ক ব্রহ্ম-বিদ্যা কখনই দেবলোক-প্রাপ্তির উপায় নহে। 'সেই ব্রহ্মজ্ঞান প্রভাবে সর্ব্বাত্মক হইয়াছিলেন' 'তিনি এ সকলের আত্মা হন' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, [সর্ব্বাত্মভাবই তাহার ফল ;] অতএব ব্রহ্মবিদ্যাকে কখনই দৈব বিত্ত মধ্যে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। 'সেই এই আত্মাকে অবগত হইয়া' এই শ্রুতিতে বিশেষোক্তি থাকায় বুঝা যায় যে, দৈব বিত্তের বলেই ব্যুত্থানকার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব অনাত্মলোকের প্রাপ্তিসাধন এই ত্রিবিধ এষণার—কামনার সমস্ত বিষয় হইতেই ব্যুত্থান করিয়া—উক্ত ত্রিবিধ অনাত্ম-লোক-প্রাপ্তিসাধনে তৃষ্ণা না করিয়া—। ১১

ফলসিদ্ধিই সাধনের প্রধান উদ্দেশ্য ; অতএব যতপ্রকার সাধনেচ্ছা আছে, তৎসমস্তই ফলেচ্ছা হইতে অনতিরিক্ত ; এই অভিপ্রায়ে শ্রুতি বলিতেছেন— 'এষণা একই' (অতিরিক্ত নহে)। কিপ্রকারে ? যেহেতু যাহা পুত্রৈষণা, ফলতঃ তাহাই বিত্তৈষণা ; কারণ, উভয়ই লোকপ্রসিদ্ধ বা ঐহিক ফল সিদ্ধির তুল্য উপায়। তাহার পর, যাহা বিত্তৈষণা, তাহাই লোকৈষণা ; কেন না, ফলসাধনই বিত্তৈষণার মুখ্য উদ্দেশ্য ; জগতে যে কোন লোক যে কোন প্রকার সাধন বা উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে, ফললাভই সে সমস্ত উপায়-প্রবৃত্তির মূল। অতএব জগতে এষণা একই বটে। যাহা লোকৈষণা, উপযুক্ত সাধন ব্যতিরেকে কখনই তাহা সম্পাদন করিতে পারা যায় না ; অতএব সাধ্য ও সাধনভেদে এষণা দুই প্রকার— ফলৈষণা ও সাধনৈষণা ; সুতরাং যাহারা ব্রহ্মবিদ্, তাহাদের পক্ষে কর্ম্ম বা কর্ম্মসাধনের সম্ভাবনাই হয় না ; অতএব এখানে 'ব্রাহ্মণ' পদে অতীত ব্রাহ্মণগণ বুঝিতে হইবে। 'মনুষ্যগণের (পিতৃগণের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিবার

সময়) নিবীতী হইবে' (১) ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, যজ্ঞোপবীত প্রভৃতিই দেবলোক, পিতৃলোক ও মনুষ্যলোক লাভের উপায়ভূত কর্ম্মসিদ্ধির নিমিত্ত বা সহায় ; সুতরাং ব্রহ্মবিদের সম্বন্ধে কোন প্রকার কর্ম্ম ও কর্ম্ম-সাধন গ্রহণ করা সম্ভবপর হইতে পারে না । অতএব [এইরূপই অর্থ করিতে হইবে যে,] পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণগণ—ব্রহ্মবিদ্‌গণ সমস্ত কর্ম্ম ও কর্ম্মসাধন যজ্ঞোপবীত-ধারণাদি হইতে ব্যুত্থান করিয়া—পরমহংস পরিব্রাজকভাব অবলম্বন করিয়া, ভিক্ষাচর্য্যা আচরণ করেন। ভিক্ষার জন্য যে, চরণ—বিচরণ, তাহা ভিক্ষাচর্য্য শ্রুতির 'চরন্তি' কথা হইতে এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে যে, যাহারা কেবলই গার্হস্থ্যাদি আশ্রমধর্ম্মে নিষ্ঠাযুক্ত, তাহাদের জীবনরক্ষার জন্য স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত যে সমস্ত ব্যঞ্জক বা চিহ্ন (যজ্ঞোপবীতাদি) আছে, সে সমস্ত পরি-ত্যাগপূর্ব্বক বিচরণ করেন। 'সেই হেতু ব্রহ্মবিদ্‌পুরুষ বাহ্যচিহ্ন সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া গূঢ়চিহ্ন ও গূঢ়াচার হইবেন' ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র হইতে 'পরিব্রাজক বিবর্ণবাসা (গৈরিক বস্ত্র পরিহিত), মুণ্ডিতমূর্দ্ধা, এবং সর্ব্বপ্রকার পরিগ্রহবর্জ্জিত হইবেন' ইত্যাদি এবং 'সশিখ কেশ পরিত্যাগ করিয়া ও যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়া' ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও প্রমাণিত হয় যে, বিদ্বান্ ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ আশ্রমোচিত সর্ব্ববিধ চিহ্নরহিত হইয়া থাকেন। ১২

ভাল কথা, "ব্যুত্থায় অথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি" বাক্যে বিধিবোধক লিঙ্, লোট্ ও তব্য প্রভৃতি কোন বিধি-প্রত্যয় না থাকায়, পক্ষান্তরে সাধারণ বর্ত্তমানা বিভক্তি লোট্ প্রত্যয়মাত্র থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, উক্ত বাক্যটী নিশ্চয়ই ভিক্ষাচরণের বিধায়ক নহে, কেবল 'অর্থবাদ' মাত্র ; অতএব অর্থবাদ বাক্যের অনুবলে শ্রুতিস্মৃতিবিহিত কর্ম্মসাধন যজ্ঞোপবীতাদি চিহ্ন পরিত্যাগ করান যাইতে পারে না ; শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন—'যজ্ঞোপবীত-ধারী হইয়াই অধ্যয়ন করিবে, যজ্ঞ করিবে ও করাইবে' ইতি। তাহার পর, সন্ন্যাসাবস্থায়ও বেদাধ্যয়নের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়—'বেদ পরিত্যাগ করিলে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, অতএব বেদ পরিত্যাগ করিবে না', আপস্তম্ব

(১) তাৎপর্য্য—'উপবীতং যজ্ঞসূত্রং প্রোদ্ধৃতং দক্ষিণে করে। প্রাচীনাবীতমন্যৎ স্যাৎ নিবীতং কণ্ঠ লম্বিতম্ ॥' (অমরকোষ) অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত যখন বাম স্কন্ধে স্থাপিত হয়, তখন উহার নাম 'উপবীত', যখন দক্ষিণ স্কন্ধে স্থাপিত হয়, তখন উহার নাম 'প্রাচীনাবীত' যখন মালার ন্যায় কণ্ঠে লম্বিত হয়, তখন উহার নাম 'নিবীত' ইত্যাদি।

বলিয়াছেন—'বেদাধ্যয়ন কালে বাক্‌সংযম করিবে'; তাহার পর, বেদ পরিত্যাগে দোষশ্রুতিও রহিয়াছে; যথা—'বেদত্যাগ, বেদনিন্দা, কূটসাক্ষ্য, সুহৃৎবধ নিন্দিতান্ন ও উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন,—এ সমস্ত সুরাপান তুল্য'। বিশেষতঃ 'গুরু, বৃদ্ধ ও অতিথির উপাসনায়, হোমে, জপকার্য্যে, ভোজনে, আচমনে, এবং বেদাধ্যয়নে যজ্ঞোপবীতধারী হইবে'। সন্ন্যাস-ধর্ম্ম বিষয়ক উক্ত বাক্যে গুরুসেবা, বেদাধ্যয়ন, ভোজন ও আচমনাদি কর্ম্মসমূহ শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রে কর্ত্তব্যরূপে বিহিত হওয়ায় এবং গুরূপাসনাদি কার্য্যের অঙ্গরূপে যজ্ঞোপবীতধারণ বিহিত থাকায় কিছুতেই তাহার পরিত্যাগ পাওয়া যাইতেছে না। ১৩

আর যদি যথোক্ত এষণা হইতে ব্যুত্থানের বিধি স্বীকার করিতেই হয়, তাহা হইলেও, কেবল পুত্রাদি-বিষয়ক ত্রিবিধ এষণা হইতেই ব্যুত্থান স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু সমস্ত কর্ম্ম ও কর্ম্মসাধন হইতে ব্যুত্থান স্বীকার করিতে পারা যায় না; কারণ, সমস্ত কর্ম্ম ও তৎসাধনের পরিত্যাগ কল্পনা করিলে, অশ্রুতের কল্পনা ও শ্রুত বা শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞোপবীতাদি সাধনের পরিত্যাগ করিতে হয়। পক্ষান্তরে, ঐরূপ কল্পনা করিলে, বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করায় এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করায় মহা অপরাধও হইতে পারে; অতএব যথোক্ত রীতিতে যে, যজ্ঞোপবীতপ্রভৃতি কর্ম্মসাধনের পরিত্যাগ, তাহা কেবল 'অন্ধপরম্পরা' ভিন্ন আর কিছুই নহে (১)। না—কর্ম্ম ও তৎসাধন পরিত্যাগেও মহা অপরাধ বা 'অন্ধপরম্পরা' ন্যায়ের সম্ভাবনা নাই; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—'যতি (সন্ন্যাসী) যজ্ঞোপবীত ও বেদাধ্যয়নাদি সমস্ত বর্জ্জন করিবেন' ইতি। ১৪

অপিচ, আত্মজ্ঞান-প্রতিপাদনেই সমস্ত উপনিষদের তাৎপর্য্য—এখানেও আত্ম-বিষয়ক দর্শন, শ্রবণ ও মননের আবশ্যক বর্ণিত হইয়াছে। সেই আত্মাকেই যে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষাত্মক সর্ব্বান্তর ও অশনায়াদি-ধর্ম্মবিবর্জ্জিত ভাবে জানিতে

(১) তাৎপর্য্য—'অন্ধপরম্পরা' ন্যায়টী এই প্রকার—পিতৃপিতামহাদি পুরুষ পরম্পরাক্রমে যাহারা অন্ধ, তাহাদের যেমন শ্বেতপীতাদি রূপ বিষয়ে সাধারণতঃ ভ্রান্তধারণা থাকে; এবং সেই ভ্রান্তধারণার বশে বর্ণ বিষয়ে অসত্যজ্ঞান পোষণ করিয়া থাকে, তেমনি যে কোনও বিচার্য্য বিষয়ে যদি শ্রুতি ও যুক্তিবিরুদ্ধ ভ্রান্তধারণার পোষণ করা হয়, তাহাকে 'অন্ধপরম্পরা' ন্যায় বলা হয়।

হইবে, ইহাও প্রসিদ্ধ কথা ; আর ঐরূপ অর্থ প্রতিপাদনেই যখন সমস্ত উপনিষদের তাৎপর্য্য, তখন এই বাক্যটীকে অন্যকোনও বিধিবাক্যের অঙ্গ বা অধীনও বলা যাইতে পারে না। ; পক্ষান্তরে আত্মজ্ঞানের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে স্পষ্ট বিধি থাকায়, 'অর্থবাদ' বলিয়াও এই বাক্যের অপ্রামাণ্য করা যায় না। আত্মা যখন অশনায়াদি-ধর্ম্মযুক্ত নয়, তখন তাহাকে ক্রিয়া, সাধন ও ক্রিয়াফল হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়াই জানিতে হইবে ; আর অশনায়াদি ধর্ম্ম সহকারে যে, আত্মাকে জানা, তাহাই অবিদ্যা ; শ্রুতি বলিতেছেন— 'যে লোক আপনাকে ও উপাস্য আত্মাকে পৃথক্ বলিয়া মনে করে, প্রকৃতপক্ষে সে আত্মাকে জানে না', 'যে ব্যক্তি আত্মাকে ভিন্নবৎ দর্শন করে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়', 'আত্মাকে একরূপই দর্শন করিতে হইবে', 'নিশ্চয়ই এক অদ্বিতীয়,' 'তুমি তৎস্বরূপই বটে' ইত্যাদি। আর ক্রিয়াফল ও ক্রিয়াসাধন যে, অশনায়াদি-সংসারধর্ম্মবর্জ্জিত আত্মা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—অবিদ্যার বিষয় (অজ্ঞানাধিকারভুক্ত), তাহাও, 'যে অবস্থায় দ্বৈতের ন্যায় হয়', 'পক্ষান্তরে যাহারা আত্মাকে ইহার অন্যরূপ বলিয়া জানে' ইত্যাদি শত শত শ্রুতিবাক্য হইতে প্রমাণিত হইতেছে। ১৫

বিশেষতঃ আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব বিদ্যা ও অবিদ্যা একই সময়ে একই পুরুষের সম্বন্ধে সম্ভবপর হইতে পারে না ; অতএব ক্রিয়া কারক ও ফলভেদাত্মক অবিদ্যাধিকার আত্মবিদের সম্বন্ধে কল্পনা করা যাইতে পারে না ; 'সে ব্যক্তি মৃত্যুর পরও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি বাক্যে আত্মবিদের ক্রিয়াদি-সম্বন্ধ নিন্দিত হইয়াছে। তাহার পর, অবিদ্যাধিকারভুক্ত সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া, ক্রিয়াসাধন ও তৎফলসমূহ তদ্বিপরীত আত্মবিদ্যার সাহায্যে পরিত্যাগ করাই শ্রুতির অভিপ্রেত। কথিত যজ্ঞোপবীতাদি সাধনসমূহ অবিদ্যাবিষয়েই বিহিত ; [সুতরাং আত্মবিদের পক্ষে অবিদ্যাধিকার কল্পনা করা সঙ্গত হইতে পারে না]। অতএব, বলিতে হইবে যে, স্বভাবতই যাহা সাধন বা ফলাত্মক নহে, সেই আত্মা কখনই যথোক্ত 'এষণা'র বিষয় নহে ; এষণার বিষয় হইতেছে—তদতিরিক্ত স্বতন্ত্র বস্তু। যজ্ঞোপবীতাদি চিহ্ন ও তদধীন কর্ম্ম, সমস্তই সাধনাত্মক ; সাধনাত্মক বলিয়াই সাধন ও ফলভেদে এষণা দুইপ্রকার মাত্র দাঁড়াইতেছে ; 'এই দুইটীমাত্র এষণা' এই শ্রুতিবাক্যেও এষণার দ্বিত্বই অবধারিত হইয়াছে। অতএব যজ্ঞোপবীতাদি সাধন ও তৎসাধ্য সমস্ত কর্ম্ম

হইতে ব্যুত্থানের বিধান করাই উক্ত শ্রুতির অভিপ্রেত বলিয়া বুঝা যাইতেছে। ১৬

পুনঃ প্রশ্ন হইতেছে যে, আত্মজ্ঞান-প্রতিপাদনেই যখন সমস্ত উপনিষদের তাৎপর্য্য, তখন ব্যুত্থানবোধক বাক্যকে আত্মজ্ঞানেরই প্রসংশামাত্র বলিতে হইবে; উহা কখনই বিধায়ক হইতে পারে না। না, এ কথাও বলা যায় না; কারণ, একই ব্যক্তিকে বিধিৎসিত (যাহার বিধান করা অভিপ্রেত, সেই) আত্মজ্ঞান ও ব্যুত্থান, উভয়েরই কর্তৃরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ শ্রুতি বলিতেছেন যে, যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভের অভিলাষী, সেই ব্যক্তিই ব্যুত্থান করিবে; সুতরাং ব্যুত্থানবিধিকে 'অর্থবাদ' বলিতে পার না; কেন না, যাহা অকর্ত্তব্য—বিহিত নয়, তাহার সহিত কখনও অবশ্যকর্ত্তব্য বিষয়ের এক-কর্তৃকত্ব নির্দ্দেশ করা বেদের কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না; পক্ষান্তরে অবশ্যকর্ত্তব্য যজ্ঞাঙ্গ স্নান, হোম ও ভক্ষণ সম্বন্ধে যেমন একই ব্যক্তির কর্তৃত্ববোধক শ্রুতি রহিয়াছে—'সোম কর্ত্তন করিয়া, হোম করিয়া ভক্ষণ করিবে' ইত্যাদি, এখানেও তেমনি আত্মজ্ঞান, এষণাত্যাগ ও ভিক্ষাচর্য্যা—এ সমস্ত কার্য্য অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়াই এ সম্বন্ধে একই ব্যক্তির কর্তৃত্ব হওয়া সঙ্গত হয়। ১৭

যদি বল, যজ্ঞোপবীতাদি চিহ্নগুলি যখন অবিদ্যাধিকারভুক্ত এবং এষণারও (কামনারও) বিষয়ীভূত, তখন আত্মজ্ঞানের বিধান হইতেই তৎসমস্তেরও পরিত্যাগ পাওয়া যাইতেছে; উহার জন্য আর পৃথক্ ভাবে বিধান করিবার আবশ্যক হয় না। না, একথাও হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলেও, আত্মজ্ঞানের বিধি দ্বারাই সর্ব্বত্যাগও বিহিত হওয়ায়, এবং তাহার সঙ্গে আবার একই ব্যক্তির কর্তৃত্ব-শ্রুতি থাকায়, ব্যুত্থান ও ভিক্ষাচর্য্যাবিধানের বরং দৃঢ়তাই স্থাপিত হইল। আর যে, ['চরন্তি' ক্রিয়ায়] বর্ত্তমানকালীন বিভক্তির প্রয়োগ থাকায় ইহাকে শুধু 'অর্থবাদ' মাত্র বলা হইয়াছে, তাহাও যুক্তিসঙ্গত হয় নাই; কেন না, উদুম্বর (ঔদুম্বর কাষ্ঠ নির্ম্মিত) যূপাদি বিষয়ক বিধির সহিত সাম্য থাকায় এখানেও বর্ত্তমানা বিভক্তি নির্দ্দেশ দোষাবহ হয় নাই, অর্থাৎ বর্ত্তমানা বিভক্তি নির্দ্দেশ সত্ত্বেও যেমন ঔদুম্বর যূপ-বিধায়ক বাক্যকে অর্থবাদ বলিয়া উপেক্ষা করা হয় না, তেমনি আলোচ্যস্থলেও কেবল বর্ত্তমানা বিভক্তির (লট্-বিভক্তির) প্রয়োগ থাকাতেই অর্থবাদ বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারা যায় না। ১৮

যদি বল, 'ব্যুত্থানের পর ভিক্ষাচর্য্যা করিবে, এই বাক্যে কেবল পারিব্রাজ্য বা সন্ন্যাসাশ্রমই বিহিত হইয়াছে, এবং শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে সন্ন্যাসাশ্রমেও আশ্রম-চিহ্ন যজ্ঞোপবীতাদি ধারণের বিধান রহিয়াছে; অতএব 'এষণার' বিষয় হইলেও, শাস্ত্রবিহিতের পরিত্যাগ করা যখন অসঙ্গত, তখন তদ্ভিন্ন বিষয় হইতেই ব্যুত্থান বুঝিতে হইবে। না, এ কথাও বলিতে পার না; কারণ, উক্ত বিধি দ্বারা যদি শ্রুতিবিহিত আশ্রমচিহ্ন যজ্ঞোপবীতাদি ভিন্ন সাধনের পরিত্যাগই কল্পনা করিতে হয়, তাহা হইলেও বলিতে হইবে যে, আত্মজ্ঞের জ্ঞানাঙ্গরূপে বিহিত এষণা-পরিত্যাগরূপ সন্ন্যাস হইতে স্বতন্ত্র যে, আর একপ্রকার সন্ন্যাসের বিধান আছে, তাহাতেই ঐ সমস্ত চিহ্ন ধারণ করা আবশ্যক হয়। কারণ, এষণাত্রয় হইতে ব্যুত্থানাত্মক যে পারিব্রাজ্য, তাহা আত্মজ্ঞানের অঙ্গ; কেন না, এষণামাত্রই অবিদ্যার বিষয়, আর এই ব্যুত্থান হইতেছে তদ্বিরোধী 'এষণা'-পরিত্যাগস্বরূপ। এতদতিরিক্ত যে, আর একপ্রকার 'পারিব্রাজ্য' আশ্রম আছে, তাহা দ্বারা ব্রহ্মলোক লাভ হয় এবং সেই আশ্রমাত্মক পারিব্রাজ্য সম্বন্ধেই কর্ম্মসাধন ও আশ্রমচিহ্ন যজ্ঞোপবীতাদি ধারণের বিধান। শুধু আশ্রমধর্ম্মরূপে বিহিত এষণাত্মক সাধনসংরক্ষণের ব্যবস্থা যখন দ্বিতীয় পারিব্রাজ্যাশ্রমেই সার্থক হইতে পারে, তখন তাহা দ্বারা সর্ব্বোপনিষদ্বিহিত আত্মজ্ঞানের বাধাপ্রদান করা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। অবিদ্যার বিষয়ীভূত যজ্ঞোপবীতাদিরূপ সাধনসমূহ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে, সাধন ও ফলবিলক্ষণ এবং অশনায়াদি-সংসার-ধর্ম্মবর্জ্জিত 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (আমি ব্রহ্ম) এইরূপ বিজ্ঞান (বিশদনুভব) নিশ্চয়ই বাধিত হয়। ঐরূপ তত্ত্ব-নিরূপণেই যখন সমস্ত উপনিষদের তাৎপর্য্য, তখন তাহাতে বাধা দেওয়া কখনই সমীচীন হয় না। ১৯

যদি বল, 'ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি' শ্রুতিটী এষণাত্মক ভিক্ষানুষ্ঠানের বিধান করিয়া নিজেই নিজের বাধা ঘটাইতেছে; অভিপ্রায় এই যে, শ্রুতি প্রথমতঃ এষণাপরিত্যাগের বিধান করিয়া, পুনরায় এষণারই একাংশ ভিক্ষাচর্য্যগ্রহণের অনুমতি করায়, বুঝা যাইতেছে যে, তৎসম্পর্কিত অন্য কার্য্যের অনুষ্ঠানেও শ্রুতির অনুমতি আছে। না, সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, হোমের পরকালীন হুতশেষ ভক্ষণের ন্যায় ভিক্ষাচর্য্যাত উহার প্রযোজক নহে; অর্থাৎ যেমন হোমের পর হুতশেষ যদি থাকে, তবেই তাহা ভক্ষণ করিতে হয়, কিন্তু

না থাকিলে, হুতশেষ ভক্ষণের অনুরোধে আর পুনর্ব্বার হোম করিতে হয় না; তেমনি ব্যুত্থানের পর জীবিকার জন্য যদি কিছু কার্য্য করা আবশ্যক হয়, তবে ভিক্ষাই করিবে; কিন্তু ভিক্ষার জন্য কখনই ব্যুত্থান করিবে না। অসংস্কারকত্বও ভিক্ষাচর্য্যার অপর কারণ,—হুতশেষ ভক্ষণ করা হোমকর্ত্তা যজমানের সংস্কারক বা শুদ্ধিকারণও হইতে পারে, কিন্তু ভিক্ষানুষ্ঠান কখনও সন্ন্যাসীর সংস্কারক হয় না বা হইতে পারে না; কারণ, কোন প্রকার নিয়ম প্রতিপালন দ্বারা যে, অদৃষ্ট (পুণ্য) লাভ করা, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির তাহাও অভিলষিত নহে। যদি বল, কোনরূপ নিয়ম প্রতিপালন করায়, যে পুণ্য হয়, তাহা যদি ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির নিতান্তই অভিলষণীয় না হয়, তাহা হইলে তাহার ভিক্ষাচর্য্যায়ই বা প্রয়োজন কি? না, এ আপত্তিও করিতে পার না। কারণ অপরাপর কাম্যফলের যে সমস্ত সাধন, কেবল সে সমুদয় হইতে ব্যুত্থান বা নিবৃত্তিই এখানে বিহিত হইয়াছে, কিন্তু ভিক্ষাচর্য্যা নিবারিত হয় নাই। ভাল, এখানে সাধনান্তর হইতে ব্যুত্থান বিহিত হইয়া থাকে, থাকুক, তথাপি ভিক্ষায় প্রয়োজন কি? হাঁ, এ কথা সত্যই বটে; যদি প্রয়োজন থাকে, তবেই উহার আবশ্যকতা স্বীকার করা হয়, (নচেৎ নয়)। ২০

তাহার পর, 'যজ্ঞোপবীতযুক্ত হইয়াই অধ্যয়ন করিবে' ইত্যাদি যে সমস্ত বচন পারিব্রাজ্য সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে, সে সমস্ত বচন অবিদ্বৎ-পারিব্রাজ্য সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে; এইরূপে পূর্ব্বেই সে আপত্তির পরিহার করা হইয়াছে এবং তাহা না হইলে যে, আত্মজ্ঞানের বাধা উপস্থিত হয়, একথাও আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহার পর, 'বিদ্বান্ (আত্মজ্ঞ সর্ব্ববিধ চিহ্ন রহিত হইবেন,' 'আত্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষ কোনপ্রকার আশ্রমচিহ্নে চিহ্নিত থাকেন না' এবং 'যে ব্যক্তি প্রিয়প্রাপ্তির আশা রাখে না, প্রিয়-সাধন কর্ম্ম করে না, নমস্কার ও স্তুতিবর্জ্জিত, এবং ক্ষীণকর্ম্মা ও স্বয়ং অক্ষীণস্বভাব, দেবগণ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া জানেন' ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র আত্মজ্ঞের পক্ষে সর্ব্ববিধ কর্ম্ম-সম্বন্ধপরিত্যাগ প্রদর্শন করিতেছে। অতএব আত্মবিদ্ পুরুষ যে, ব্যুত্থান অবলম্বন করিবেন, তাহা নিশ্চয়ই সর্ব্ব কর্ম্ম ও কর্ম্মসাধন পরিত্যাগরূপ পরমহংসপারিব্রাজ্য রূপ সন্ন্যাস, কিন্তু তাহা অবিদ্বৎসন্ন্যাস নহে। ২১

[অতঃপর শ্রুতির শব্দার্থ বিবৃত হইতেছে—] যেহেতু পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণগণ এই আত্মাকে পাইবার জন্য সাধন ও ফলাত্মক সমস্ত এষণা হইতে (কাম্য বিষয় হইতে) ব্যুত্থান করিয়া—ঐহিক ও পারলৌকিক কর্ম্ম ও কর্ম্মসাধন পরিহার

করিয়া ভিক্ষাচর্য্যা অবলম্বন করিয়াছেন; সেইহেতু এখনও ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি, পাণ্ডিত্য—পণ্ডিতভাব—এই আত্মজ্ঞান নিঃশেষরূপে অবগত হইয়া অর্থাৎ শাস্ত্র ও আচার্য্য হইতে সম্পূর্ণরূপে আত্মবিজ্ঞান লাভ করিয়া, তাহার পর পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ এষণা হইতে ব্যুত্থিত হইয়া,—যেহেতু এষণাক্ষয়েই যথোক্ত পাণ্ডিত্যের উৎপত্তি, এবং এষণা মাত্রই উহার বিরোধী; সেই হেতু তৎসত্ত্বে আত্মবিষয়ক জ্ঞান কখনও উৎপন্ন হইতে পারে না; অতএব যদিও আত্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানের বিধানেই তৎপ্রতিপক্ষ এষণা-পরিত্যাগও নিশ্চয়ই বিহিত হইয়াছে,—বুঝিতে পারা যায়; সুতরাং তাহার জন্য আর পৃথক্ বিধির আবশ্যক হয় না সত্য; [তথাপি] শ্রুতির 'ব্যুত্থায়' পদে 'ক্ত্বা' প্রত্যয় দ্বারা আত্মবিজ্ঞানের কর্ত্তাকেই ব্যুত্থানের কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া তাৎপর্য্য-লব্ধ ব্যুত্থানের দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়াছেন মাত্র; [সুতরাং ইহা স্বতন্ত্র 'অপূর্ব্ব বিধি' নহে]। ২২

অতএব জ্ঞানী পুরুষ সর্ব্ববিধ বিষয়-বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক 'বাল্যে' জ্ঞান-বল অবলম্বনে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিবেন। যাহারা আত্মজ্ঞান রহিত, উপযুক্ত সাধন ও তৎফল আশ্রয় করাই তাহাদের বল; কিন্তু বিদ্বান্ পুরুষ অজ্ঞজনাশ্রয়ণীয় তাদৃশ বল পরিত্যাগ করিয়া, যাহা সাধন ও ফলস্বরূপ নয়, এবংবিধ আত্মজ্ঞানরূপ বলেরই কেবল আশ্রয় গ্রহণ করিবেন; ঐরূপ জ্ঞান-বল আশ্রয় করিলে, বিষয়লোলুপ ইন্দ্রিয়গণ তাহাকে আকর্ষণ করিয়া এষণাবিষয়ে আর নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হয় না; কেন না, যে ব্যক্তি জ্ঞান-বলবিহীন মূঢ়, ইন্দ্রিয়গণ তাহাকেই ঐহিক ও পারলৌকিক কাম্য বিষয়ে নিযোজিত করিয়া থাকে। এখানে বল অর্থ—আত্মজ্ঞান-প্রভাবে সমস্ত বিষয়াসক্তিকে অভিভূত করা। অতএব সেই জ্ঞান-বল রূপ বাল্যভাবে থাকিতে ইচ্ছা করিবে (যত্ন করিবে)। 'আত্মজ্ঞানপ্রভাবে বীর্য্য লাভ করে', এবং 'বলহীন পুরুষ এই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না' ইত্যাদি শ্রুতিও এতদনুরূপ অর্থই প্রকাশ করিতেছে। ২৩

উক্ত বাল্য ও পাণ্ডিত্য নিঃশেষ করিয়া—সম্পূর্ণরূপে অধিগত হইয়া, অনন্তর মনন করিয়া মুনি—যোগী হইবেন (১)। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির ইহাই

(১) তাৎপর্য্য—মনন অর্থ যুক্তির সাহায্যে শ্রুতার্থের সত্যতা সংস্থাপন। "যুক্ত্যা সম্ভাবিতত্বানুসন্ধানং মননং ভবেৎ।" (পঞ্চদশী)। শাস্ত্র ও আচার্য্যের নিকট, যে তত্ত্ব জানা যায়, সাধারণতঃ তদ্বিষয়ে শ্রোতার দুইপ্রকার ভাব উপস্থিত হইতে পারে—(১) অসম্ভাবনা,

একমাত্র কর্ত্তব্য যে, সর্ব্বপ্রকার অনাত্মবিষয়ক চিন্তা বিদূরিত করা; তিনি এই কার্য্য করিয়াই কৃতকৃত্য—যোগী হন। তাহার পর, অমৌন—আত্মজ্ঞান ও অনাত্মচিন্তা বর্জ্জনরূপ পাণ্ডিত্য ও বাল্য নিঃশেষ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি কৃতকৃত্য হন—তখন তাহার সর্ব্বত্র ব্রহ্মময় বুদ্ধি সমুৎপন্ন হয়। এখানে মৌন অর্থ—অনাত্মবুদ্ধিনিবৃত্তির পর্য্যবসান—ফল। সেই ব্রাহ্মণ তখন কৃতকৃত্য হন, তখনই তাঁহার যথার্থ ব্রাহ্মণ্য লব্ধ হয় বলিয়া তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য হন; এইজন্য বলিতেছেন যে, সেই ব্রাহ্মণ কিরূপ আচার-সম্পন্ন হইবেন? [উত্তর—] যেরূপ হন, অর্থাৎ যেরূপ আচার-সম্পন্নই হউন, তিনি যথোক্ত প্রকারই হন; তিনি যে কোন প্রকার আচরণ করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতেও উক্ত প্রকার ব্রাহ্মণই থাকেন, অর্থাৎ কিছুতেই তাঁহার ব্রহ্মনিষ্ঠার ব্যাঘাত হয় না। 'যে কোন প্রকার আচারযুক্ত হন' কথাটী আত্মবিদ্‌ ব্যক্তির স্তুতিসূচক, ইহা দ্বারা উক্ত ব্রাহ্মণ্যাবস্থার প্রশংসা করা হইতেছে মাত্র, কিন্তু সদাচারে অনাদর করা হইতেছে না। ২৪

ইহার অতিরিক্ত—অশনায়াদিবিনির্ম্মুক্ত নিত্যতৃপ্ত আত্মস্বরূপ যথোক্ত ব্রাহ্মণ্যাবস্থায় অবস্থিতির অতিরিক্ত—অবিদ্যার বিষয়ীভূত এষণাত্মক যে কোন বস্তু, [তৎসমস্তই] আর্ত্ত—পীড়াগ্রস্ত অর্থাৎ বিনাশশীল; সুতরাং স্বপ্ন ও মরীচিকাতুল্য—মায়াময় মিথ্যা অসার; কেবল আত্মাই একমাত্র নিত্যমুক্ত অবিনশ্বর। একথার পর কুষীতকপুত্র কহোল প্রশ্ন হইতে নিবৃত্ত হইলেন ॥ ১৭০ ॥ ১।

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ। ৩।৫।

(২) বিপরীত ভাবনা; উক্ত দ্বিবিধ ভাবনাই তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক; সেইজন্য তত্ত্বজিজ্ঞাসু শ্রোতা অনুকূল যুক্তির সাহায্যে শ্রুত বিষয়ের বিরুদ্ধে উপস্থিত প্রতিকূল চিন্তা নিবৃত্তি করিয়া—অসম্ভাবনা বুদ্ধি দূর করিয়া ক্রমে বিপরীত ভাবনারও নিরাস করিবেন। এই উভয়বিধ বিরুদ্ধভাবনা নির্ব্বাপিত করাই মননের প্রধান কার্য্য।

ষষ্ঠং ব্রাহ্মণম্।

অথ হৈনং গার্গী বাচক্নবী পপ্রচ্ছ; যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ--যদিদং সর্ব্বমপ্স্বোতঞ্চ প্রোতং চ, কস্মিন্ নু খল্বাপ ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি, বায়ৌ গার্গীতি, কস্মিন্ নু খলু বায়ুরোতশ্চ প্রোতশ্চেত্যন্তরিক্ষলোকেষু গার্গীতি, কস্মিন্নু খল্বন্তরিক্ষলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি, গন্ধর্ব্বলোকেষু গার্গীতি, কস্মিন্নু খলু গন্ধর্ব্বলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেত্যাদিত্যলোকেষু গার্গীতি, কস্মিন্নু খল্বাদিত্যলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি, চন্দ্রলোকেষু গার্গীতি, কস্মিন্নু খলু চন্দ্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি, নক্ষত্রলোকেষু গার্গীতি, কস্মিন্ নু খলু নক্ষত্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি, দেবলোকেষু গার্গীতি, কস্মিন্নু খলু দেবলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতীন্দ্রলোকেষু গার্গীতি, কস্মিন্নু খল্বিন্দ্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি, প্রজাপতিলোকেষু গার্গীতি, কস্মিন্ নু খলু প্রজাপতিলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি, ব্রহ্মলোকেষু গার্গীতি, কস্মিন্নু খলু ব্রহ্মলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি, স হোবাচ গার্গি, মাতিপ্রাক্ষীর্ম্মা তে মূর্দ্ধা ব্যপপ্তদনতিপ্রশ্ন্যাং বৈ দেবতামতিপৃচ্ছসি গার্গি মাতি প্রাক্ষীরিতি, ততো হ গার্গী বাচক্নব্যুপররাম ॥১৭১॥১॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়স্য ষষ্ঠং ব্রাহ্মণম্ ।।৩॥৬॥

সরলার্থঃ। অতঃ পরং যথোক্তস্য সর্ব্বান্তরস্যাত্মনঃ স্বরূপ-সমধিগমায় গার্গী-প্রশ্ন আরভ্যতে—"অথ হৈনম্" ইত্যাদিঃ। অথ (কহোলবিরামানন্তরম্) বাচক্নবী (বচক্নোঃ কন্যা) গার্গী এনং

(যাজ্ঞবল্ক্যং) পপ্রচ্ছ, হ (ঐতিহ্যে)। হে যাজ্ঞবল্ক্য-ইতি [সম্বোধয়ন্তী সা] উবাচ হ—যৎ ইদং (দৃশ্যমানং) সর্ব্বং (পার্থিবং বস্তু) অপ্সু (জলে) ওতং চ প্রোতং চ (আতানবিতান-বিন্যস্ত-পটতন্তুবৎ সর্ব্বতঃ অনুস্যূতম্) [অস্তি]; নু (প্রশ্নে); আপঃ (তানি জলানি) খলু (নিশ্চয়ে) কস্মিন্ (কিন্নামকে বস্তুনি) ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ [সন্তি] ইতি। [যাজ্ঞব আহ—] হে গার্গি, বায়ৌ (স্বকারণীভূত-বায়ুমণ্ডলে) [বর্ত্তন্তে] ইতি। [গার্গী পুনঃ পপ্রচ্ছ—] নু (ভোঃ) বায়ুঃ কস্মিন্ (কুত্র বস্তুনি) ওতঃ-প্রোতঃ চ? ইতি; [উত্তরম্—] হে গার্গি, অন্তরিক্ষলোকেষু (আকাশমণ্ডলে) [ওতঃ চ প্রোতঃ চ অস্তি] ইতি। [পুনঃ প্রশ্নঃ] অন্তরিক্ষলোকাঃ খলু কস্মিন্ নু (প্রশ্নে) ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ? ইতি, [উত্তরম্—] হে গার্গি, গন্ধর্ব্ব-লোকেষু [ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ] ইতি। [পুনঃ প্রশ্নঃ] গন্ধর্ব্বলোকাঃ খলু কস্মিন্ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ? ইতি। [উত্তরম্—] হে গার্গি, আদিত্যলোকেষু (সূর্য্যমণ্ডলে) ইতি। [পুনঃ প্রশ্নঃ] আদিত্যলোকাঃ খলু কস্মিন্ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ? ইতি; [উত্তরম্] হে গার্গি, চন্দ্রলোকেষু (চন্দ্রমণ্ডলে) ইতি। [পুনঃপ্রশ্নঃ] চন্দ্রলোকাঃ খলু কস্মিন্ নু ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ? ইতি? [উত্তরম্] হে গার্গি, নক্ষত্রলোকেষু ইতি। [পুনঃ প্রশ্নঃ] নক্ষত্রলোকাঃ খলু কস্মিন্ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ? ইতি; [উত্তরম্] হে গার্গি, দেবলোকেষু ইতি। [পুনঃপ্রশ্নঃ] দেবলোকাঃ খলু কস্মিন্ নু ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ? ইতি; [উত্তরম্—] হে গার্গি, ইন্দ্রলোকেষু ইতি। [পুনঃ প্রশ্নঃ] ইন্দ্রলোকাঃ খলু কস্মিন্ নু ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ? ইতি; [উত্তরম্—] হে গার্গি, প্রজা-পতিলোকেষু ইতি। [পুনঃ প্রশ্নঃ] প্রজাপতিলোকাঃ খলু কস্মিন্ নু ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ? ইতি; [উত্তরম্—] ব্রহ্মলোকেষু ইতি। ব্রহ্মলোকাঃ খলু কস্মিন্ নু ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ? ইতি; সঃ (যাজ্ঞবল্ক্যঃ) উবাচ হ—হে গার্গি, মা অতিপ্রাক্ষীঃ (প্রশ্নানর্হবিষয়ে প্রশ্নং মা কার্ষীঃ); তে (তব) মূর্ধা (মস্তকং) মা ব্যপপ্তৎ (যদি ত্বম্ অপ্রষ্টব্যমপি ভূয়ঃ পৃচ্ছসি, তর্হি ধ্রুবং তব মস্তকং পতিষ্যতি, তৎ মা পতেদ্ ইত্যাশয়ঃ)। [ঋষিঃ স্বয়মেব ইমমর্থং ব্যাকুর্ব্বন্ আহ—] হে গার্গি, অনতিপ্রশ্ন্যাং (প্রশ্নানর্হাম্ অপি] দেবতাং অতিপৃচ্ছসি, [তৎ] মা অতিপ্রাক্ষীঃ (তদ্বিষয়ে প্রশ্নং মা কার্ষীঃ)। ততঃ (যাজ্ঞবল্ক্য-বচনশ্রবণাৎ পরম্) বাচক্নবী গার্গী উপররাম (প্রশ্নাৎ বিরতা বভূব) হ ॥১॥১॥

মূলানুবাদ। অতঃপর বচক্নুতনয়া গার্গী উক্ত যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তিনি সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই যে, সমস্ত পৃথিবীমণ্ডল জলরাশিতে ওত প্রোত রহিয়াছে; [বল দেখি,] এই জলরাশি আবার কোথায় ওত-প্রোত আছে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—বায়ুমণ্ডলে; ভাল, বায়ুমণ্ডল আবার কোথায় ওতপ্রোত আছে? [উত্তর হইল,] হে গার্গি, অন্তরিক্ষ লোকে (আকাশমণ্ডলে); [পুনঃ প্রশ্ন হইল—] অন্তরিক্ষলোক কোথায় ওতপ্রোত আছে? [উত্তর হইল,] হে গার্গি, গন্ধর্ব্বলোকে; আচ্ছা, গন্ধর্ব্বলোক আবার কোথায় ওতপ্রোত আছে? [উত্তর—] হে গার্গি, আদিত্যলোকে; আদিত্যলোক আবার কোথায় ওতপ্রোত আছে? হে গার্গি, চন্দ্রলোকে; [পুনঃ প্রশ্ন হইল,] সেই চন্দ্রলোক কোথায় ওতপ্রোত আছে? [উত্তর—] হে গার্গি, নক্ষত্রলোকে; সেই নক্ষত্রলোক কোথায় ওতপ্রোত আছে? [উত্তর—] হে গার্গি, তাহা আছে দেবলোকে; আচ্ছা, সেই দেবলোক কোথায় ওতপ্রোত আছে? হে গার্গি, তাহা আছে ইন্দ্রলোকে; সেই ইন্দ্রলোক কোথায় ওতপ্রোত আছে? হে গার্গি, তাহা আছে প্রজাপতিলোকে; সেই প্রজাপতিলোক কোথায় ওতপ্রোত আছে? হে গার্গি, তাহা আছে ব্রহ্মলোকে; সেই ব্রহ্মলোক কোথায় ওতপ্রোত আছে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে গার্গি, তুমি আর অধিক জিজ্ঞাসা করিও না; তোমার শিরঃপাত না হউক, অর্থাৎ যাহা প্রশ্নের যোগ্য নয়, উত্তরের অতীত, তুমি তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছ; এরূপ প্রশ্ন করিলে তোমার মস্তক খসিয়া পড়িবে; অতএব তুমি এরূপ অযোগ্য প্রশ্ন হইতে বিরত হও; তোমার মস্তক-পাত না হউক। এ কথার পর বচক্নুর কন্যা গার্গী প্রশ্ন হইতে বিরতা হইলেন ॥১৭১॥১॥

বৃহদারণ্যকোপনিষদে তৃতীয়াধ্যায়ে ষষ্ঠ ব্রাহ্মণব্যাখ্যা ॥৩॥৪॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম সর্ব্বান্তর আত্মেত্যুক্তম্, তস্য সর্ব্বান্তরস্য স্বরূপাধিগমায় আ শাকল্যব্রাহ্মণাদ্ গ্রন্থ আরভ্যতে। পৃথিব্যাদীনি হ্যাকাশান্তানি ভূতানি অন্তর্ব্বহির্ভাবেন ব্যবস্থিতানি; তেষাং

যৎ বাহ্যং বাহ্যং, অধিগম্যাধিগম্য নিরাকুর্ব্বন্ দ্রষ্টুঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বান্তরোঽ-গৌণ আত্মা সর্ব্বসংসারধর্ম্মবিনির্ম্মুক্তো দর্শয়িতব্য ইত্যারম্ভঃ—অথ হ এনং গার্গী নামতঃ, বাচক্নবী বচক্নোর্দুহিতা পপ্রচ্ছ; যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ; যদিদং সর্ব্বং পার্থিবং ধাতুজাতম্ অপ্সু উদকে ওতং চ প্রোতং চ—ওতম্ দীর্ঘপটতন্তুবৎ, প্রোতং তির্য্যক্তন্তুবৎ, বিপরীতং বা; অদ্ভিঃ সর্ব্বতঃ অন্তর্ব্বহি-র্ভূতাভির্ব্যাপ্তমিত্যর্থঃ; অন্যথা সক্তুমুষ্টিবৎ বিশীর্য্যেত। ইদং তাবদনুমান-মুপন্যস্তম্—যৎ কার্য্যং পরিচ্ছিন্নং স্থূলং, কারণেনাপরিচ্ছিন্নেন সূক্ষ্মেণ ব্যাপ্তমিতি দৃষ্টম্—যথা পৃথিবী অদ্ভিঃ; তথা পূর্ব্বং পূর্ব্বমুত্তরেণোত্তরেণ ব্যাপিনা ভবিত-ব্যম্—ইত্যেষ আ সর্ব্বান্তরাদাত্মনঃ প্রশ্নার্থঃ। তত্র ভূতানি পঞ্চ সংহতান্যে-বোত্তরোত্তরং সূক্ষ্মভাবেন ব্যাপকেন কারণরূপেণ চ ব্যবতিষ্ঠন্তে। নচ পরমাত্মনোঽর্ব্বাক্ তদ্ব্যতিরেকেণ বস্ত্বন্তরমস্তি, "সত্যস্য সত্যম্"ইতি শ্রুতেঃ. সত্যঞ্চ ভূতপঞ্চকম্, সত্যস্য সত্যং চ পর আত্মা।১

কস্মিন্নু খল্বাপ ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি—তাসামপি কার্য্যত্বাৎ স্থূলত্বাৎ পরিচ্ছিন্নত্বাচ্চ ক্বচিদ্ধি ওতপ্রোতভাবেন ভবিতব্যম্; ক্ব তাসামোতপ্রোতভাবঃ? ইতি। এবমুত্তরোত্তরং প্রশ্নপ্রসঙ্গো যোজয়িতব্যঃ। বায়ৌ গার্গীতি। নন্বগ্নাবিতি বক্তব্যম্; নৈষ দোষঃ; অগ্নেঃ পার্থিবং বা আপ্যং বা ধাতুমনাশ্রিত্য ইতরভূতবৎ স্বাতন্ত্র্যেণাত্মলাভো নাস্তীতি তস্মিন্ ওতপ্রোত-ভাবো নোপদিশ্যতে।২

কস্মিন্ নু খলু বায়ুরোতশ্চ প্রোতশ্চেতি; অন্তরিক্ষলোকেষু গার্গীতি। তান্যেব ভূতানি সংহতানি অন্তরিক্ষলোকাঃ; তান্যপি গন্ধর্ব্বলোকেষু গন্ধর্ব্বলোকাঃ, আদিত্যলোকেষু আদিত্যলোকাঃ, চন্দ্রলোকেষু চন্দ্রলোকাঃ, নক্ষত্রলোকেষু নক্ষত্রলোকাঃ, দেবলোকেষু দেবলোকাঃ, ইন্দ্রলোকেষু ইন্দ্র-লোকাঃ, বিরাট্‌শরীরারম্ভকেষু ভূতেষু প্রজাপতিলোকেষু প্রজাপতিলোকাঃ, ব্রহ্মলোকেষু ব্রহ্মলোকা নাম—অণ্ডারম্ভকাণি ভূতানি; সর্ব্বত্র হি সূক্ষ্ম-তারতম্যক্রমেণ প্রাণ্যুপভোগাশ্রয়াকারপরিণতানি ভূতানি সংহতানি তান্যেব পঞ্চেতি বহুবচনভাঞ্জি।৩

কস্মিন্ নু খলু ব্রহ্মলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি। স হোবাচ যাজ্ঞ-বল্ক্যঃ—হে গার্গি, মাতিপ্রাক্ষীঃ স্বপ্রশ্নন্যায়প্রকারমতীত্য আগমেন প্রষ্টব্যাং দেবতাম্ অনুমানেন মা প্রাক্ষীরিত্যর্থঃ; পৃচ্ছন্ত্যাশ্চ মা তে তব মূর্দ্ধা শিরঃ ব্যপপ্তৎ বিস্পষ্টং পতেৎ; দেবতায়াঃ স্বপ্রশ্ন আগমবিষয়ঃ,

তং প্রশ্নবিষয়মতিক্রান্তো গার্গ্যাঃ প্রশ্নঃ, আনুমানিকত্বাৎ; স যস্মা দেবতায়াঃ প্রশ্নঃ, সা অতিপ্রশ্ন্যা, ন অতিপ্রশ্ন্যা অনতিপ্রশ্ন্যা—স্বপ্রশ্ন্যবিষয়ৈব, কেবলাগমগম্যেত্যর্থঃ। তাম্ অনতিপ্রশ্ন্যাং বৈ দেবতাম্ অতিপৃচ্ছসি; অতো গার্গি, মাতিপ্রাক্ষীঃ, মর্ত্তুং চেৎ নেচ্ছসি। ততো হ গার্গী বাচক্নব্যুপররাম ॥১॥১।

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়স্য ষষ্ঠব্রাহ্মণভাষ্যম্ ॥৩।৬॥

টীকা। পূর্ব্বব্রাহ্মণয়োরাত্মনঃ সর্ব্বান্তরত্বমুক্তং. তন্নির্ণয়ার্থমুত্তরং ব্রাহ্মণত্রয়মিতি সঙ্গতিমাহ যৎসাক্ষাদিতি। উক্তমেব সম্বন্ধং বিবৃণোতি—পৃথিব্যাদীনীতি। অন্তর্ব্বহির্ভাবেন সূক্ষ্মস্থূলতারতম্যক্রমেণেত্যর্থঃ। বাহ্যং বাহ্যমিতি বীপ্সোপরিষ্টাত্তচ্ছব্দো দ্রষ্টব্যো যত্তদোর্নিত্যসম্বন্ধাৎ। নিরাকুর্ব্বন্ যথা মুমুক্ষুঃ সর্ব্বান্তরমাত্মানং প্রতিপদ্যতে, তথা স যথোক্তবিশেষণো দর্শয়িতব্য ইত্যুত্তরগ্রন্থারম্ভ ইতি যোজনা। কহোলপ্রশ্ননির্ণয়ানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ। যৎ পার্থিবং ধাতুজাতং তদিদং সর্ব্বমপ্স্বিত্যাদি যোজনীয়ম্। পদার্থমুক্ত্বা বাক্যার্থমাহ অদ্ভিরিতি। পার্থিবস্য ধাতুজাতস্যাদ্ভিরব্যাপ্ত্যভাবে দোষমাহ—অন্যথেতি। কিমত্র গার্গ্যা বিবক্ষিতমিতি, তদাহ—ইদং তাবদিতি। তদেব দর্শয়িতুং ব্যাপ্তিমাহ—যৎ কার্য্যমিতি। কারণেন ব্যাপকেনেতি শেষঃ। যৎ কার্য্যং, তৎ কারণেন ব্যাপ্তং, যৎ পরিচ্ছিন্নং, তদ্ব্যাপকেন ব্যাপ্তং, যচ্চ স্থূলং, তৎ সূক্ষ্মেণ ব্যাপ্তমিতি ত্রিপ্রকারা ব্যাপ্তিঃ। ইতিশব্দস্তৎসমাপ্ত্যর্থঃ। ব্যাপ্তিভূমিমাহ—যথেতি। সম্প্রত্যনুমানমাহ—তথেতি। পূর্ব্বং পূর্ব্বমিত্যবাদের্দ্ধর্ম্মিণো নির্দ্দেশঃ। উত্তরেণোত্তরেণ বাযুাদিকারণেনাপরিচ্ছিন্নেন সূক্ষ্মেণ ব্যাপ্তমিতি শেষঃ। বিমতং কারণেন ব্যাপকেন সূক্ষ্মেণ ব্যাপ্তং কার্য্যত্বাৎ পরিচ্ছিন্নত্বাৎ স্থূলত্বাচ্চ পৃথিবীবদিত্যর্থঃ। সর্ব্বান্তরাদাত্মনোঽর্ব্বাগুক্তন্যায়ং সর্ব্বত্র সঞ্চারয়তি—ইত্যেষ ইতি।১

নন্বু তথাপি ভূতপঞ্চকব্যতিরিক্তানাং গন্ধর্ব্বলোকাদীনামপ্যান্তরত্বেনোপদেশাৎ কথং ভূতপঞ্চকব্যুদাসেন সর্ব্বান্তরপ্রতিপত্তির্ব্বিবক্ষিতেতি, তত্রাহ—তত্রেতি। উক্তনীত্যা প্রশ্নার্থে স্থিতে সতীতি যাবৎ। ভূতাত্মস্থিতিনির্দ্ধারণে বা সপ্তমী। অথ পরমাত্মানং ভূতানি চ হিত্বা পৃথগেব গন্ধর্ব্বলোকাদীনি বস্তুন্তরাণি ভবিষ্যন্তি, নেত্যাহ—ন চেতি। গন্ধর্ব্বলোকাদীন্যপি ভূতানামেবাবস্থাবিশেষাস্ততঃ সত্যং ভূতপঞ্চকং, তস্য সত্যং পরং ব্রহ্ম, নান্যদন্তরালে প্রতিপত্তব্যমিত্যন্যপ্রতিষেধার্থৌ চশব্দৌ।২

তাৎপর্য্যমুক্ত্বা প্রশ্নমুত্থাপ্য তদক্ষরাণি ব্যাকরোতি—কস্মিন্নিত্যাদিনা। কস্মিন্ খলু বায়ুরিত্যাদাবুক্তন্যায়মতিদিশতি—এবমিতি। বায়াবিত্যযুক্তা প্রত্যুক্তিরপামগ্নিকার্য্যত্বাদগ্নাবিতি বক্তব্যত্বাদিতি শঙ্কতে—নৈবমিতি। অগ্নেরুদকব্যাপকত্বেঽপি কাষ্ঠবিদ্যুদাদিপারতন্ত্র্যাৎ স্বতন্ত্রেণ কেনচিদপাং ব্যাপ্তির্ব্বিবক্ষিতেত্যগ্নিং হিত্বা তৎকারণে বায়াবিত্যুক্তং, বায়োশ্চ স্বকারণতন্ত্রত্বেঽপি নোদক-তন্ত্রতেতি তদ্ব্যাপকত্বসিদ্ধিরিত্যুত্তরমাহ—নৈষ দোষ ইত্যাদিনা।২

অন্তরিক্ষলোকশব্দার্থমাহ—তানেবেতি। প্রজাপতিলোকশব্দার্থং কথয়তি—বিরাড়িতি। অন্তরিক্ষলোকাদীনাং প্রত্যেকমেকত্বাৎ কুতো বহুবচনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অনেকত্র হীতি। পূর্ব্ববদনুমানেন সূত্রং পৃষ্টবতীং গার্গীং প্রতিষেধতি স হোবাচেত্যাদিনা। উক্তমেব স্পষ্টয়ন্ বাক্যার্থমাহ—আগমেনেতি। প্রশ্নাতিক্রমে দোষমাহ—পৃচ্ছন্ত্যাশ্চেতি। মূর্দ্ধপাতপ্রসঙ্গং প্রকটয়ন্ প্রতিষেধমুপসংহরতি—দেবতায়া ইত্যাদিনা। ॥ ১৭।১ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং তৃতীয়াধ্যায়স্য ষষ্ঠং গার্গী ব্রাহ্মণম্ ॥ ৩ । ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ। ইতঃপূর্ব্বে যাহাকে সাক্ষাৎ অপরোক্ষ সর্ব্বান্তর আত্মা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে; সেই সর্ব্বান্তর আত্মার যথার্থ স্বরূপ নিরূপণের জন্য পরবর্ত্তী শাকল্য ব্রাহ্মণ (নবম ব্রাহ্মণ) পর্য্যন্ত শ্রুতিপ্রকরণ আরব্ধ হইতেছে। পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া আকাশ পর্য্যন্ত ভূতবর্গ বাহ্যাভ্যন্তরভাবে অবস্থিত রহিয়াছে; তন্মধ্যে যে যে ভূত অপেক্ষাকৃত বাহ্য (বাহিরে অবস্থিত), সে সমস্তের স্বরূপ প্রদর্শন এবং আন্তরত্ব প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক দ্রষ্টার সাক্ষাৎ সর্ব্বান্তরত্ব ও সর্ব্ববিধ সংসারধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত মুখ্য আত্মার স্বরূপ প্রদর্শনার্থ এই ব্রাহ্মণের আরম্ভ হইতেছে—

অতঃপর বচক্নু-দুহিতা গার্গী উক্ত যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—এই যে পার্থিব বস্তুসমূহ জলের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে, অর্থাৎ অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বতোভাবে জলরাশি দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে; তাহা না হইলে শক্তুমুষ্টির ন্যায় (মুষ্টিকৃত ছাতুর মত) বিশীর্ণ হইয়া অর্থাৎ পরস্পর পৃথক্ হইয়া পড়িত, মিলিত থাকিত না। ওত অর্থ—বস্ত্রের দীর্ঘভাবে প্রসারিত সূত্র, প্রোত অর্থ—বক্রভাবে বিস্তারিত সূত্র; অথবা ইহার বিপরীতভাবেও 'ওত প্রোত' শব্দের অর্থ ধরা যাইতে পারে। এখানে এ কথায় এইরূপ একটী অনুমান দেখান হইল যে, যে যে বস্তু পরিমিত ও স্থূল, তাহা তদপেক্ষা বৃহৎ ও সূক্ষ্ম কারণ দ্বারা পরিব্যাপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন জল দ্বারা ব্যাপ্ত পৃথিবী; এই প্রকার [আরও যে সমস্ত ভূত আছে, তাহাদেরও] পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূতগুলি পরবর্ত্তী ব্যাপক ভূত সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত বা কবলিত বুঝিতে হইবে; সর্ব্বান্তর আত্মা পর্য্যন্ত এই নিয়ম চলিবে; ইহাই উক্ত প্রশ্নের মর্ম্ম। ক্ষিত্যাদি ভূত পাঁচটী; সেই পাঁচটী ভূতের মধ্যে পর পর ভূতটী পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূত অপেক্ষা সূক্ষ্ম, ব্যাপক ও কারণ স্বরূপ; পরমাত্মার নিম্নস্তরে ভূতাতিরিক্ত অপর কোনও বস্তু

নাই; [সুতরাং গন্ধর্ব্বলোক প্রভৃতি বস্তুও পঞ্চভূতেরই অন্তর্গত অবস্থা-বিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে]; কারণ, "সত্যস্য সত্যম্" শ্রুতি বলিতেছেন যে, ভূত সমূহ 'সত্য'-পদবাচ্য; পরমাত্মা আবার সেই সত্যেরও সত্য স্বরূপ ॥১

জল আবার কোথায় ওতপ্রোত আছে?—অভিপ্রায় এই যে, জলও যখন স্থূল এবং পরিমিত একটী ভূত, তখন তাহারও কোনস্থানে ওতপ্রোতভাবে থাকা উচিত; [অতএব জিজ্ঞাসা করি—] তাহাদের ওতপ্রোতভাব কোথায়? পরবর্ত্তী অন্যান্য ভূত সম্বন্ধেও এই জাতীয় প্রশ্নের সংযোজনা করিতে হইবে। [উক্ত প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] হে গার্গি, বায়ুতে, অর্থাৎ জলরাশি বায়ুমণ্ডলে [ওতপ্রোতভাবে আছে]। ভাল, অগ্নিতেই জলের ওতপ্রোতভাব বলা উচিত ছিল; [কারণ, অগ্নি হইতেই জলের উৎপত্তি; সুতরাং তাহাতেই তাহার ওতপ্রোতভাবে থাকা যুক্তিসিদ্ধ; অতএব বায়ুতে তাহার ওতপ্রোতভাব হইতে পারে কিরূপে?] না—ইহা দোষাবহ হয় না; কারণ, অপরাপর ভূতের ন্যায় অগ্নি কখনই পার্থিব কিংবা জলীয় কোন ধাতু অবলম্বন না করিয়া স্বাধীনভাবে থাকিতে পারে না; এই জন্য তাহাতে আর পৃথক্‌ভাবে ওতপ্রোতভাবের কথা বলা হইল না ॥২

[গার্গী পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন—] সেই বায়ু আবার কোথায় ওত-প্রোতভাবে আছে? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] হে গার্গি, অন্তরিক্ষলোকে; উক্ত পৃথিব্যাদি ভূত সমূহই সংহত বা সম্মিলিতাবস্থায় অন্তরিক্ষলোক হয়; তাহারাই আবার গন্ধর্ব্বলোকে গন্ধর্ব্বলোক হয়, এবং আদিত্যলোকে আদিত্য লোক, চন্দ্রলোকে চন্দ্রলোক, নক্ষত্রলোকে নক্ষত্রলোক, দেবলোকে দেবলোক, ইন্দ্রলোকে ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলোকে প্রজাপতিলোক হয়; প্রজাপতিলোক অর্থ—বিরাট্-শরীরের উৎপাদক ভূতসমূহ; উহারাই আবার ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মলোক রূপে প্রকটিত হয়; ব্রহ্মলোক অর্থ—ব্রহ্মাণ্ডজনক ভূতসমূহ। সর্ব্বত্র সেই পঞ্চভূতই সংহত বা সম্মিলিত হইয়া প্রাণিগণের উপভোগযোগ্য বিশেষ বিশেষ স্থান বা লোকরূপে পরিণত হইয়া থাকে; এইজন্যই লোক শব্দগুলির উত্তর বহুবচনের প্রয়োগ হইয়াছে ॥৩

সেই ব্রহ্মলোক আবার কোথায় ওতপ্রোত আছে? [তদুত্তরে] যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে গার্গি, তুমি এরূপ অনুচিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না; অর্থাৎ উক্ত প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া কেবল আগমানুসারে, যে দেবতার

তত্ত্ব জানিতে হইবে, অনুমানের সাহায্যে তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিও না; প্রশ্ন করিলে নিশ্চয়ই তোমার মস্তক পতিত হইবে। দেবতাবিষয়ক উক্ত প্রশ্নটী হইতেছে আগমগম্য; গার্গীর প্রশ্ন সেই প্রশ্নপ্রণালী অতিক্রম করিয়াছে; কারণ, গার্গীর প্রষ্টব্য বিষয় হইতেছে—আনুমানিক অর্থাৎ অনুমানানুযায়ী, (শাস্ত্রানুযায়ী নহে)। এখানে যে দেবতার (ব্রহ্মের) সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইয়াছে, সেই দেবতাটী হইতেছে অনতিপ্রশ্ন্যা অর্থাৎ আনুমানিক প্রশ্নের অবিষয়—কেবলই আগমগম্য; তুমি সেই অনতিপ্রশ্ন্যা দেবতার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছ; অতএব হে গার্গি, যদি মরিতে ইচ্ছা না কর, তবে এ বিষয়ে আর প্রশ্ন করিও না। তাহার পর বাচক্নবী গার্গী বিরতা হইলেন ॥১৭১॥১॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদে তৃতীয়াধ্যায়ের ষষ্ঠ ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥৩॥৬॥

অথ হৈনমুদ্দালক আরুণিঃ পপ্রচ্ছ; যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ—মদ্রেম্ববসাম পতঞ্জলস্য (ক) কাপ্যস্য গৃহেষু যজ্ঞমধীয়ানাস্তস্যাসীদ্ভার্য্যা গন্ধর্ব্বগৃহীতা, তমপৃচ্ছাম—কোঽসীতি, সোঽব্রবীৎ—কবন্ধ আথর্ব্বণ ইতি, সোঽব্রবীৎ পতঞ্জলং কাপ্যং যাজ্ঞিকাংশ্চ বেত্থ নু ত্বং কাপ্য তৎ সূত্রং, যেনায়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সন্দৃব্ধানি ভবন্তীতি, সোঽব্রবীৎ পতঞ্জলঃ কাপ্যো নাহং তদ্ ভগবন্ বেদেতি, সোঽব্রবীৎ পতঞ্জলং কাপ্যং যাজ্ঞিকাংশ্চ বেত্থ নু ত্বং কাপ্য তমন্তর্যামিণং য ইমঞ্চ লোকং পরঞ্চ লোকং সর্ব্বাণি চ ভূতানি যোঽন্তরো যময়তীতি, সোঽব্রবীৎ পতঞ্জলঃ কাপ্যো নাহং তং ভগবন্ বেদেতি, সোঽব্রবীৎ পতঞ্জলং কাপ্যং যাজ্ঞিকাংশ্চ যো বৈ তৎ কাপ্য সূত্রং বিদ্যাৎ তঞ্চান্তর্য্যামিণমিতি, স ব্রহ্মবিৎ স লোকবিৎ স দেববিৎ স বেদবিৎ স ভূতবিৎ স আত্মবিৎ স সর্ব্ববিদিতি তেভ্যোঽব্রবীৎ; তদহং বেদ, তচ্চেত্ত্বং যাজ্ঞবল্ক্য সূত্রমবিদ্বাংস্তঞ্চান্তর্যামিণং ব্রহ্মগবীরুদজসে মূর্দ্ধা

(ক) মূলে ভাষ্যে চ কচিৎ পতঞ্চল শব্দোঽপি দৃশ্যতে।

ত্তে বিপতিষ্যতীতি। বেদ বা অহং গৌতম তৎ সূত্রং তঞ্চান্তর্যামিণমিতি, যো বা ইদং কশ্চিদ্ ব্রূয়াদ্বেদ বেদেতি, যথা বেত্থ, তথা ব্রূহীতি ॥ ১৭২ ॥ ১ ॥

সন্ধলার্থঃ। অথ (গার্গীবিরামানন্তরম্) আরুণিঃ (অরুণস্যাপত্যং পুমান্) উদ্দালকঃ (তন্নামক ঋষিঃ) পপ্রচ্ছ; যাজ্ঞবল্ক্যেতি [সম্বোধয়ন্] উবাচ হ—মদ্রেষু (মদ্রদেশেষু) কাপ্যস্য (কপিবংশীয়স্য) পতঞ্চলস্য গৃহেষু (ভবনে) যজ্ঞং (যজ্ঞবিদ্যাং) অধীয়ানাঃ (পঠন্তঃ সন্তঃ) অবসাম (তচ্ছিষ্যরূপেণ উষিতবন্তঃ) [বয়ম্]। তস্য (পতঞ্চলস্য) ভার্য্যা (পত্নী) গন্ধর্ব্বগৃহীতা (গন্ধর্ব্বেণ অমানুষসত্ত্বেন আবিষ্টা) আসীৎ। [বয়ং] তং (গন্ধর্ব্বম্) অপৃচ্ছাম (পৃষ্টবন্তঃ)—কঃ (কিন্নামকঃ কিংস্বরূপশ্চ ত্বম্) অসি? ইতি। সঃ (গন্ধর্ব্বঃ) অব্রবীৎ—আথর্ব্বণঃ (অথর্ব্বণঃ অপত্যং) কবন্ধঃ (কবন্ধনামকঃ) [অস্মি] ইতি। সঃ (গন্ধর্ব্বঃ) কাপ্যং পতঞ্চলং যাজ্ঞিকান্ (যজ্ঞশাস্ত্রাধ্যায়িনঃ তচ্ছিষ্যান্) চ অব্রবীৎ (পপ্রচ্ছ)—হে কাপ্য, ত্বং নু তৎ (প্রসিদ্ধং) সূত্রং (সূত্রাত্মানম্), বেত্থ (জানাসি)? যেন (সূত্রেণ) অয়ং চ লোকঃ (বর্ত্তমানং জন্ম), পরঃ চ লোকঃ (ভবিষ্যৎ জন্ম চ), সর্ব্বাণি ভূতানি (ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানি) চ সংদৃব্ধানি (গ্রথিতানি, সূত্রেণ মাল্যমিব সম্যক্ সংবদ্ধানি) ভবন্তি ইতি। সঃ (এবং পৃষ্টঃ) পতঞ্চলঃ অব্রবীৎ—হে ভগবন্, অহং [এতৎ] ন বেদ্মি (জানামি) ইতি। সঃ (গন্ধর্ব্বঃ) কাপ্যং পতঞ্চলং যাজ্ঞিকান্ চ [পুনঃ] অব্রবীৎ—হে কাপ্য, ত্বং নু (প্রশ্নে) তং অন্তর্যামিণং বেত্থ (জানাসি কিম্)? যঃ (অন্তর্যামী) ইমং চ লোকং পরং চ লোকম্, সর্ব্বাণি চ ভূতানি [পূর্ব্ববৎ] যঃ অন্তরঃ (অভ্যন্তরস্থঃ সন্) যময়তি (নিয়ময়তি—যথাধিকারং প্রেরয়তি) ইতি; সঃ এবমুক্তঃ পতঞ্চলঃ কাপ্যঃ অব্রবীৎ—হে ভগবন্, অহং তং অন্তর্যামিণং ন বেদ (জানামি)।

[পুনরপি] সঃ (গন্ধর্ব্বঃ) পতঞ্চলং কাপ্যং যাজ্ঞিকান্ চ অব্রবীৎ—হে কাপ্য, যঃ (জনঃ) তৎ (মৎপৃষ্টং) সূত্রং, তং অন্তর্যামিণং চ ইতি (ইত্থং) বিদ্যাৎ (জানীয়াৎ), সঃ (বেত্তা) ব্রহ্মবিৎ, সঃ লোকবিৎ, সঃ দেববিৎ, সঃ বেদবিৎ, সঃ ভূতবিৎ, সঃ আত্মবিৎ, সঃ সর্ব্ববিৎ—ইতি তেভ্যঃ (কাপ্যাদিভ্যঃ) অব্রবীৎ; অহং তৎ (গন্ধর্ব্বোক্তং) বেদ

(জানামি)। হে যাজ্ঞবল্ক্য, চেৎ (যদি) ত্বং তৎ (গন্ধর্ব্বোক্তং) সূত্রং, তং (গন্ধর্ব্বোক্তং) অন্তর্যামিণং চ অবিদ্বান্ (অজানন্ সন্) ব্রহ্মগবীঃ (ব্রহ্মবিদাং স্বভূতাঃ স্বত্ববতীঃ গাঃ) উদজসে (গৃহং নয়সি), [তদা] তে (তব) মূর্দ্ধা (মস্তকং) বিপতিষ্যতি (বিস্পষ্টং পতিষ্যতি) ইতি। [এবং পৃষ্টঃ যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] হে গৌতম (গৌতমবংশীয় উদ্দালক), অহং বৈ (অবধারণে) তৎ সূত্রং, তং অন্তর্যামিণং চ বেদ ইতি। [উদ্দালকঃ পুনরাহ—] যঃ কশ্চিৎ বৈ। যঃ কোঽপি ইদং ব্রূয়াৎ (বক্তুং শক্নুয়াৎ—) [অহং] বেদ, বেদ, ইতি; [তস্মা ত্বমপি ব্রবীষি ইত্যাশয়ঃ]। হে কাপ্য, যথা বেত্থ (জানাসি ত্বং), তথা ব্রূহি (কথয় ইত্যর্থঃ) ॥১৭২॥১।

মূলানুবাদ। অতঃপর অরুণনন্দন উদ্দালক যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন আমরা যজ্ঞবিদ্যা অধ্যয়ন করিবার সময় কাপিবংশীয় পতঞ্জলের গৃহে বাস করিয়াছিলাম। কপিঞ্জলের পত্নী গন্ধর্ব্বাবিষ্টা ছিলেন; আমরা সেই গন্ধর্ব্বকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, তুমি কে? তদুত্তরে সে বলিয়াছিল —আমি অথর্ব্বণের পুত্র, আমার নাম কবন্ধ। সেই গন্ধর্ব্ব কপিগোত্রীয় পতঞ্জলকে এবং যাজ্ঞিকদিগকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন— হে কাপ্য, তুমি কি সেই সূত্রকে (সূত্রাত্মাকে) জান? যাহা দ্বারা ইহলোক (বর্ত্তমান জন্ম), পরলোক (পর জন্ম), এবং ব্রহ্মাদি তৃণ লতা পর্য্যন্ত সমস্ত ভূত গ্রথিত বা সম্বন্ধ হইয়া রহিয়াছে? তদুত্তরে কপিগোত্রীয় পতঞ্জল বলিয়াছিলেন—ভগবন্, আমি তাহা জানি না। সেই গন্ধর্ব্ব পুনশ্চ পতঞ্জল ও যাজ্ঞিকগণকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—হে কাপ্য, তুমি সেই অন্তর্যামীকে জান কি?—যিনি সকলের অভ্যন্তরে থাকিয়া এইলোক, পরলোক এবং সমস্ত ভূতকে নিয়মিত করিয়া রাখিতেছেন; পতঞ্জল বলিলেন— ভগবন্, আমি তাহাকে (অন্তর্যামীকে) জানি না।

সেই গন্ধর্ব্ব কাপ্য ও যাজ্ঞিকগণকে বলিয়াছিলেন—হে কাপ্য, যে ব্যক্তি উক্ত সূত্র ও অন্তর্যামীকে জানে, তিনিই ব্রহ্মবিৎ, তিনিই লোকবিৎ, তিনিই দেববিৎ, তিনিই বেদবিৎ, তিনিই ভূতবিৎ, তিনিই

আত্মবিৎ এবং তিনিই সর্ব্ববিত্তম ; একথা তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন ; আমি তাহা জানি। হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি যদি সেই সূত্র ও অন্তর্যামীকে না জানিয়া ব্রহ্মবিদের প্রাপ্য গোসমূহ গ্রহণ কর, তাহা হইলে তোমার মস্তক পড়িয়া যাইবে। [তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] হে গৌতম (উদ্দালক) আমি উক্ত সূত্রাত্মা ও অন্তর্যামীকে জানি। [এ কথার পর উদ্দালক বলিলেন—] যেমন সাধারণ লোকে বলিয়া থাকে যে, আমি জানি—আমি জানি ; [তোমার কথাও তদনুরূপ] ; তুমি যেরূপ জান, তাহা প্রকাশ করিয়া বল ৷ ৭২॥ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইদানীং ব্রহ্মলোকানামন্তরতমং সূত্রং বক্তব্যমিতি তদর্থ আরম্ভঃ ; তচ্চাগমেনৈব প্রষ্টব্যমিতি ইতিহাসেনাগমোপন্যাসঃ ক্রিয়তে—অথ হৈনম্ উদ্দালকো নামতঃ অরুণস্যাপত্যমারুণিঃ পপ্রচ্ছ ; যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ ; মদ্রেষু দেশেষু অবসাম উষিতবন্তঃ ; পতঞ্জলস্য—পতঞ্জলো নামতঃ—তস্যৈব কপিগোত্রস্য কাপ্যস্য গৃহেষু যজ্ঞশাস্ত্রাধ্যয়নং কুর্ব্বাণাঃ। তস্যাসীদ্ভার্য্যা গন্ধর্ব্বগৃহীতা; তম্ অপৃচ্ছাম—কোঽসীতি। সোঽব্রবীৎ কবন্ধো নামতঃ, অথর্ব্বণোঽপত্যম্ আথর্ব্বণ ইতি। ১

সোঽব্রবীদ্ গন্ধর্ব্বঃ পতঞ্জলং কাপ্যং যাজ্ঞিকাংশ্চ তচ্ছিষ্যান্—বেথ নু ত্বং হে কাপ্য, জানীষে তৎ সূত্রম্ ; কিং তৎ? যেন সূত্রেণ অয়ং চ লোকঃ ইদং চ জন্ম, পরশ্চ লোকঃ পরং চ প্রতিপত্তব্যং জন্ম, সর্ব্বাণি চ ভূতানি ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানি সন্দৃব্ধানি সংগ্রথিতানি—স্রগিব সূত্রেণ বিষ্টব্ধানি ভবন্তি যেন, তৎ কিং সূত্রং বেথ। সোঽব্রবীৎ এবং পৃষ্টঃ কাপ্যঃ—নাহং তৎ ভগবন্ বেদেতি—তৎ সূত্রং নাহং জানে, হে ভগবন্নিতি সংপূজয়ন্নাহ। সোঽব্রবীৎ পুনর্গন্ধর্ব্ব উপাধ্যায়মস্মাংশ্চ—বেথ নু ত্বং কাপ্য তমন্তর্য্যামিণম্—অন্তর্যামীতি বিশেষ্যতে—য ইমঞ্চ লোকং পরং চ লোকং সর্ব্বাণি চ ভূতানি যোঽন্তরঃ অভ্যন্তরঃ সন্ যময়তি নিয়ময়তি, দারুযন্ত্রমিব ভ্রাময়তি—স্বং স্বমুচিতব্যাপারং কারয়তীতি। সোঽব্রবীদেবমুক্তঃ পতঞ্জলঃ কাপ্যঃ—নাহং তং জানে ভগবন্নিতি সংপূজয়ন্নাহ।২

সোঽব্রবীৎ পুনর্গন্ধর্ব্বঃ ; সূত্রতদন্তর্গতান্তর্যামিণোর্বিজ্ঞানং স্তূয়তে—যঃ কশ্চিৎ বৈ তৎ সূত্রং হে কাপ্য, বিদ্যাৎ বিজানীয়াৎ, তঞ্চান্তর্যামিণং সূত্রান্তর্গতং—তস্যৈব সূত্রস্য নিয়ন্তারং বিদ্যাৎ যঃ, ইত্যেবম্ উক্তেন প্রকারেণ,

স হি ব্রহ্মবিৎ পরমাত্মবিৎ, স লোকাংশ্চ ভূরাদীন্ অন্তর্য্যামিণা নিয়ম্যমানান্ লোকান্ বেত্তি; স দেবাংশ্চ অগ্ন্যাদীন্ লোকিনো জানাতি, বেদাংশ্চ সর্ব্বপ্রমাণভূতান্ বেত্তি, ভূতানি চ ব্রহ্মাদীনি সূত্রেন ধ্রিয়মাণানি তদন্তর্গতেনান্তর্যামিণা নিয়ম্যমানানি বেত্তি; স আত্মানং চ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্ব-বিশিষ্টং তেনৈবান্তর্য্যামিণা নিয়ম্যমানং বেত্তি; সর্ব্বঞ্চ জগৎ তথাভূতং বেত্তীতি। এবং স্তুতে সূত্রান্তর্য্যামিবিজ্ঞানে প্রলুব্ধঃ কাপ্যোঽভিমুখীভূতঃ বয়ঞ্চ; তেভ্যশ্চাস্মভ্যম্ অভিমুখীভূতেভ্যোঽব্রবীদ্ গন্ধর্ব্বঃ সূত্রমন্তর্য্যামিণং চ। তদহং সূত্রান্তর্যামিবিজ্ঞানং বেদ গন্ধর্ব্বাল্লব্ধাগমঃ সন্; তচ্চেদ্ যাজ্ঞবল্ক্য সূত্রং তঞ্চান্তর্যামিণম্ অবিদ্বান্ চেৎ—অব্রহ্মবিৎ সন্ যদি ব্রহ্মগবীরুদজসে—ব্রহ্মবিদাং স্বভূতা গা উদজসে উন্নয়সি ত্বমন্যায়েন, মন্ত্রাপদক্ষস্য মূর্দ্ধা শিরঃ তে তব বিস্পষ্টং পতিষ্যতি। ৩

এবমুক্তো যাজ্ঞবল্ক্য আহ—বেদ জানাম্যহম্, হে গৌতমেতি গোত্রতঃ, তৎ সূত্রং—যদ্ গন্ধর্ব্বঃ তুভ্যমুক্তবান্, যঞ্চ অন্তর্য্যামিণং গন্ধর্ব্বাদ্বিদিতবন্তো যূয়ম্, তঞ্চান্তর্য্যামিণং বেদ অহম্—ইতি এবমুক্তে প্রত্যাহ গৌতমঃ—যঃ কশ্চিৎ প্রাকৃত ইদং—যৎ ত্বয়োক্তং ব্রূয়াৎ; কথম্? বেদ বেদইতি আত্মানং শ্লাঘয়ন্; কিং তেন গর্জ্জিতেন; কার্য্যেণ দর্শয়? যথা বেত্থ, তথা ব্রূহীতি॥ ১৭২ ১ ॥

টীকা। পূর্ব্বস্মিন্ ব্রাহ্মণে সূত্রাদর্ব্বাক্তনং ব্যাপকমুক্তমিদানীং সূত্রং তদন্তর্গতমন্তর্যামিণং চ নির্ব্বক্তুমুত্তরব্রাহ্মণমিতি সঙ্গতিমাহ ইদানীমিতি। ব্রাহ্মণতাৎপর্য্যমুক্তা-খ্যায়িকাতাৎপর্য্যমাহ—তচ্চাগমেনৈবেতি। আচার্য্যোপদেশোঽত্রাগমশব্দার্থঃ। পার্য্যা মূর্দ্ধপাতভয়াদুপরতেরনন্তরমিত্যথ শব্দার্থঃ।১

সোঽব্রবীদিতি প্রতীকোপাদানং তস্য তাৎপর্য্যমাহ—স ব্রেতি।২

ইতি শব্দার্থমাহ—এবমিতি। যেনায়ং চেত্যাদিরুক্তঃ প্রকারঃ, স সর্ব্বলোকাংশ্চ বেত্তীতি সম্বন্ধঃ। বিশেষণোক্তিপূর্ব্বকং তানেব লোকাননুবদতি—ভূরাদীনিতি। স ব্রহ্মবিদিত্যাদিনোক্তং সঙ্ক্ষিপতি—সর্ব্বং চেতি। তথাভূতং সূত্রেণ বিধৃতমন্তর্য্যামিণা চ নিয়ম্যমানমিতি যাবৎ। প্রস্তুতস্তুতি প্রয়োজনমাহ—ইত্যেবমিতি। তবম্বেবং তব সূত্রাদিজ্ঞানং, মম কিমায়াতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তচ্চেদিতি। কিং তেনেত্যত্র তস্মেত্যধ্যা-হারঃ। কার্য্যেণ দর্শয়েত্যুক্তং বিবৃণোতি—যথেতি॥ ১২॥১॥

ভাষ্যানুবাদ। এখন ব্রহ্মলোকের আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম সূত্রাত্মার স্বরূপ প্রকাশ করা আবশ্যক হইয়াছে; তাহার জন্য এই প্রকরণের অবতারণা করা হইতেছে। শাস্ত্রোপদেশানুসারেই তাহা জিজ্ঞাসা করিতে হয়; এই

জন্য গল্পচ্ছলে সে কথার উল্লেখ করা হইতেছে—অতঃপর উদ্দালকনামক আরুণি—অরুণের পুত্র প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—আমরা মদ্রদেশে যজ্ঞশাস্ত্র (যজ্ঞবিদ্যা) অধ্যয়ন করত কপিবংশীয় পতঞ্চলের গৃহে বাস করিয়াছিলাম। তাহার পত্নী গন্ধর্ব্বকর্তৃক আবিষ্টা ছিল; আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—তুমি কে? সে বলিল—আমি আথর্ব্বণ—অথর্ব্বণের পুত্র, আমার নাম কবন্ধ॥ ১

সেই গন্ধর্ব্ব কপিবংশীয় পতঞ্চলকে এবং যাজ্ঞিকগণকে অর্থাৎ পতঞ্চলের শিষ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—হে কাপ্য, তুমি কি সেই 'সূত্র'কে জান? কোন সূত্রকে? যে 'সূত্র' দ্বারা এই লোক অর্থাৎ বর্ত্তমান জন্ম ও পরলোক—ভবিষ্যৎ জন্ম এবং ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূত সংদৃব্ধ অর্থাৎ সূত্র দ্বারা মাল্যের ন্যায় সম্যক্‌রূপে গ্রথিত রহিয়াছে—তুমি কি সেই সূত্রাত্মাকে জান? এইরূপ জিজ্ঞাসার পর কাপ্য সম্মানপ্রদর্শনপূর্ব্বক উত্তর করিলেন, হে ভগবন্ (পূজনীয়), না—আমি আপনার জিজ্ঞাসিত সূত্রতত্ত্ব জানি না॥ ২

সেই গন্ধর্ব্ব পূর্ব্বোক্ত সূত্র ও তদন্তঃপাতী অন্তর্যামিবিষয়ক বিজ্ঞানের প্রশংসাপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বলিলেন—হে কাপ্য, যে কোন লোক যথোক্ত প্রকারে উক্ত সূত্রকে জানেন, এবং সূত্রান্তর্গত অথচ উক্ত সূত্রেরই নিয়ামক অন্তর্যামীকে অবগত হন, সেই লোকই যথার্থ ব্রহ্মবিৎ অর্থাৎ পরমাত্মাকে জানেন; সেই ব্যক্তিই লোকবিৎ, অর্থাৎ উক্ত অন্তর্যামিকর্তৃক নিয়মিত পৃথিব্যাদি লোকসমূহ অবগত হন; সেই ব্যক্তিই পৃথিব্যাদিলোকের অধিপতি অগ্নিপ্রভৃতি দেবতাকে জানেন; সর্ব্ববিষয়ে প্রমাণস্বরূপ বেদসমূহও জানেন; সূত্রাত্মা যাহাদের ধারণ করিয়া আছে, এবং অন্তর্যামী যাহাদিগকে নিয়মিতভাবে পরিচালিত করিতেছেন, সেই ব্রহ্মাদি ভূতবর্গকেও জানেন; এবং সেই অন্তর্যামি কর্তৃক পরিচালিত ও কর্তৃত্বভোক্তৃত্ববিশিষ্ট আত্মাকেও অবগত হন; অধিক কি, সমস্ত জগতের যথার্থ স্বরূপ যথাযথভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। উক্ত গন্ধর্ব্ব সূত্রাত্মা ও অন্তর্যামিবিষয়ক বিজ্ঞানের এইরূপে প্রশংসা করিলে পর, কাপ্য পতঞ্চল এবং আমরা প্রলুব্ধ হইয়া শ্রবণে সমুৎসুক হইয়াছিলাম। শ্রবণের জন্য অভিমুখীভূত হইলে পর, সেই গন্ধর্ব্ব আমাদিগকে সূত্রাত্মা ও অন্তর্যামি-বিষয়ক বিজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছিলেন। অতএব আমি গন্ধর্ব্বের নিকট হইতে উপদেশ পাইয়া সূত্র ও অন্তর্যামী সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছি; [তোমার কিন্তু সে বিজ্ঞান হয় নাই;

অতএব হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি যদি সেই সূত্রাত্মা ও অন্তর্যামীকে না জানিয়া—যদি ব্রহ্মজ্ঞ না হইয়া এই সমস্ত ব্রহ্মগবী—ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির স্বত্ব (সম্পত্তি স্বরূপ) এই সমস্ত গো অন্যায়পূর্ব্বক লইয়া যাও, তাহা হইলে আমার শাপে দগ্ধীভূত তোমার মস্তক সম্পূর্ণরূপে খসিয়া পড়িবে।৩

এই কথার পর যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে গোতমবংশজ উদ্দালক, গন্ধর্ব্ব তোমাকে যে সূত্রাত্মা ও অন্তর্যামীর তত্ত্ব বলিয়াছিলেন, আমি সেই সূত্রাত্মা ও অন্তর্যামীর তত্ত্ব জানি। যাজ্ঞবল্ক্য এই কথা বলিলে পর, উদ্দালক বলিলেন—তুমি যাহা বলিলে, যে কোন লোক অর্থাৎ অতিসাধারণ লোকও ইহা বলিতে পারে; কি প্রকার? নিজের প্রশংসা বা উৎকর্ষখ্যাপনের জন্য [না জানিয়াও] 'আমি জানি, আমি জানি' [বলিতে পারে]; কিন্তু সেরূপ অসার বাক্য ব্যয়ে ফল কি? কার্য্যতঃ তাহা দেখাও; যে রকম জান, তাহা প্রকাশ করিয়া বল ॥ ১৭২ ॥ ১ ॥

স হোবাচ বায়ুর্বৈ গৌতম তৎ সূত্রম্, বায়ুনা বৈ গৌতম সূত্রেণায়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সন্দৃব্ধানি ভবন্তি, তস্মাদ্বৈ গৌতম পুরুষং প্রেতমাহুর্ব্যস্রংসিষতাস্যাঙ্গানীতি, বায়ুনা হি গৌতম সূত্রেণ সংদৃব্ধানি ভবন্তীত্যেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্যান্তর্য্যামিণং ব্রূহীতি ॥ ১৭৩ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ। সঃ (এবমুক্তঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ) উবাচ হ—হে গৌতম, বায়ুঃ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) তৎ (পূর্ব্বোক্তং) সূত্রম্। হে গৌতম, বায়ুনা সূত্রেণ (সূত্ররূপেণ বায়ুনা) অয়ং (বর্ত্তমানঃ) চ লোকঃ, পরঃ চ লোকঃ, সর্ব্বাণি চ ভূতানি (ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানি) সংদৃব্ধানি (গ্রথিতানি) ভবন্তি; হে গৌতম, তস্মাৎ বৈ (এব হেতোঃ) প্রেতং (মৃতং) পুরুষম্ আহুঃ (কথয়ন্তি) [জনাঃ]—অস্য (মৃতস্য) অঙ্গানি (অবয়বাঃ) ব্যস্রংসিষত (বিস্রস্তানি, সূত্রনাশে মণয় ইব বিপর্য্যস্তানীত্যর্থঃ) ইতি; হি (যস্মাৎ) হে গৌতম, বায়ুনা সূত্রেণ সংদৃব্ধানি (অঙ্গানি) ইতি। [উদ্দালক আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, এবমেব (ত্বয়া সূত্রং যথা বর্ণিতং, তৎ তথৈবেত্যর্থঃ); [অতঃপরং] অন্তর্যামিণং ব্রূহি (কথয়) ইতি ॥ ১৭৩ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ। [উদ্দালকের কথা শুনিয়া] যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে গৌতম, সূক্ষ্ম বায়ু হইতেছে তোমার জিজ্ঞাসিত সেই সূত্র। হে

গৌতম, বায়ুরূপ সূত্রদ্বারা এই লোক, পরলোক এবং ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্ত সমস্ত ভূত গ্রথিত রহিয়াছে। হে গৌতম, এইজন্যই মৃত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লোকে বলিয়া থাকে যে, ইহার হস্তপদাদি অঙ্গসমূহ বিস্রংষিত (শিথিলীভূত) হইয়াছে; কেন না, বায়ুরূপ সূত্র দ্বারাই অঙ্গসমূহ বিধৃত হইয়া থাকে। [উদ্দালক বলিলেন—] ঠিক এইরূপই, অর্থাৎ তুমি যে প্রকার সূত্রের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিলে, তাহা ঠিক সেইরূপই বটে; এখন অন্তর্যামীর স্বরূপ বর্ণনা কর ॥ ১৭৩ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। ব্রহ্মলোকা যস্মিন্ ওতাশ্চ প্রোতাশ্চ বর্ত্তমানে কালে, যথা পৃথিব্যপ্সু; তৎ সূত্রমাগমগম্যং বক্তব্যমিতি—তদর্থং প্রশ্নান্তরমুত্থাপিতম্; অতস্তন্নির্ণয়ায়াহ—বায়ুর্বৈ গৌতম, তৎ সূত্রম্; নান্যৎ; বায়ুরিতি সূক্ষ্মমাকাশবৎ বিষ্টম্ভকং পৃথিব্যাদীনাম্, যদাত্মকং সপ্তদশবিধং লিঙ্গং কর্ম্মবাসনাসমবায়ি প্রাণিনাম্; যৎ তৎ সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মকম্, যস্য বাহ্যা ভেদাঃ সপ্ত সপ্ত মরুদ্গণাঃ—সমুদ্রস্যেবোর্ম্ময়ঃ, তদেতদ্ বায়ব্যং তত্ত্বং সূত্রমিত্যভিধীয়তে।

বায়ুনা বৈ গৌতম, সূত্রেণায়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সন্দৃব্ধানি ভবন্তি সংগ্রথিতানি ভবন্তীতি প্রসিদ্ধমেতৎ। অস্তি চ লোকে প্রসিদ্ধিঃ; কথম্? যস্মাদ্বায়ুঃ সূত্রম্, বায়ুনা বিধৃতং সর্ব্বম্, তস্মাদ্বৈ গৌতম, পুরুষং প্রেতমাহুঃ কথয়ন্তি—ব্যস্রংসিষত বিস্রস্তানি অস্য পুরুষস্যাঙ্গানীতি; সূত্রাপগমে হি মণ্যাদীনাং প্রোতানামবস্রংসনং দৃষ্টম্; এবং বায়ুঃ সূত্রম্; তস্মিন্ মণিবৎ প্রোতানি যদি অস্থ্যাদীনি স্যুঃ, ততো যুক্তমেতৎ বায়্বপগমে অবস্রংসনমঙ্গানাম্; অতো বায়ুনা হি গৌতম, সূত্রেণ সন্দৃব্ধানি ভবন্তীতি নিগময়তি। এবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য, সম্যক্ উক্তং সূত্রম্; তদন্তর্গতং তু ইদানীং তস্যৈব সূত্রস্য নিয়ন্তারমন্তর্যামিণং ব্রূহীত্যুক্ত আহ—॥ ১৭৩ ॥ ২ ॥

টীকা। যাজ্ঞবল্ক্যোক্তেস্তাৎপর্য্যমাহ—ব্রহ্মলোকা ইতি। ইত্যাদীষ্টমাগমবিদা মিত্যধ্যাহৃত্যাস্তস্তেতি-শব্দস্য যোজনা। প্রশ্নান্তরং সূত্রবিষয়ং গৌতমবাক্যম্। বৈশদার্থ-মাহ—নান্যদিতি। সূক্ষ্মত্বে দৃষ্টান্তমাহ—আকাশবদিতি। বায়ুমেব বিশিনষ্টি—যদাত্মকমিতি। পঞ্চ ভূতানি, দশ বাহ্যানীন্দ্রিয়াণি, পঞ্চবৃত্তিঃ প্রাণঃ, চতুর্ব্বিধমন্তঃকরণ-মিতি সপ্তদশবিধত্বম্। কর্ম্মণাং বাসনানাং চোত্তরসৃষ্টিহেতূনাং প্রাণিভিরর্জ্জিতানামাশ্রয়-

স্থানপেক্ষিতমেব লিঙ্গমিত্যাহ - কর্ম্মেতি। তস্যৈব সাধারণবিশেষাত্মনা বং রূপত্বমাহ — যস্তদিতি। তস্যৈব লোকপরীক্ষকপ্রসিদ্ধত্বমাহ—যস্মেতি।

তত্র সূত্রত্বং সাধয়তি—বায়ুনেতি। প্রসিদ্ধমেতৎ সূত্রবিদামিতি শেষঃ। লৌকিকীং প্রসিদ্ধিমেব প্রশ্নপূর্ব্বকমনন্তরশ্রুত্যবষ্টম্ভেন স্পষ্টয়তি—কথমিত্যাদিনা। উক্তমেব দৃষ্টান্তেন ব্যনক্তি—সূত্রে ত্যাদিনা। বায়োঃ সূত্রত্বে সিদ্ধে ফলিতমাহ— অত ইতি। ১৭।২।

ভাষ্যানুবাদ। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন; পৃথিবী যেরূপ জলেতে ওতপ্রোতভাবে আছে, তেমনি বর্ত্তমান সময়ে সমস্ত ব্রহ্মলোক যাহার মধ্যে ওতপ্রোত রহিয়াছে, আগমানুসারে সেই 'সূত্রের' প্রকৃত স্বরূপটী নিরূপণ করিতে হইবে; তন্নিরূপণার্থই এই নূতন প্রশ্ন উত্থাপিত হইতেছে। অতএব তাহার (সূত্রের) স্বরূপ নিরূপণার্থ যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন — হে গৌতম, বায়ুই তোমার অভিপ্রেত সূত্র; অন্য কিছু নহে। এখানে *বায়ু-শব্দে পৃথিব্যাদির বিধারক ও আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম বায়ু বুঝিতে হইবে।* প্রাণিগণের কর্ম্ম-বাসনা-সমবায়ী (কর্ম্মসংস্কারযুক্ত) সপ্তদশ অবয়বাত্মক লিঙ্গশরীর যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, (১) যাহা সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপ, এবং সমুদ্রের তরঙ্গসংঘের ন্যায় উনপঞ্চাশ বায়ু যাহার বাহ্য ভেদ; সেই বায়ুতত্ত্বই 'সূত্র' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

হে গৌতম, বায়ুরূপ সূত্র দ্বারা যে, এই লোক, পর লোক এবং সমস্ত ভূত সংদৃব্ধ হইয়া—সম্যক্ গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে, ইহা প্রসিদ্ধ কথা; জগতেও ইহা প্রসিদ্ধ; কিরূপে? যেহেতু বায়ুই সূত্র এবং বায়ু দ্বারাই সমস্ত জগৎ বিশেষভাবে ধৃত। হে গৌতম, সেই হেতুই মৃত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লোকে বলিয়া থাকে—এই ব্যক্তির অঙ্গসমূহ বিস্রস্ত (শিথিলীভূত) হইয়াছে; সূত্রের অভাবে তৎসম্বদ্ধ মণি প্রভৃতির বিস্রংসন বা শিথিলীভাব দেখিতে পাওয়া যায়; বায়ুও ঠিক সেইরূপ সূত্র; জীবের অঙ্গসমূহও যদি ঠিক

(১) তাৎপর্য্য—"পঞ্চপ্রাণ-মনোবুদ্ধি-দশেন্দ্রিয়সমন্বিতম্। শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে।" অর্থাৎ প্রাণাপানাদি পঞ্চ বায়ু, মন, বুদ্ধি, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, এই সপ্তদশ পদার্থের সমবায়ে রচিত শরীরের নাম—'সূক্ষ্মশরীর'; 'লিঙ্গশরীর' ইহার নামান্তর। এই লিঙ্গশরীর আবার সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপ; সমষ্টি লিঙ্গশরীর হিরণ্যগর্ভের, আর ব্যষ্টি লিঙ্গশরীর অন্যান্য জীবের কিন্তু এখানে টীকাকার পঞ্চভূত, দশ ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও অন্তঃকরণ, এইরূপ সতেরটী অবয়ব ধরিয়াছেন।

মণিরই মত তাহাতে ওত প্রোত (গ্রথিত) থাকে, তাহা হইলে শরীর হইতে বায়ু বহির্গত হইলে অঙ্গসমূহের বিস্রংসন বা অবসাদ হওয়া যুক্তিসঙ্গতই বটে; এই জন্যই, 'হে গৌতম, বায়ুরূপ সূত্র দ্বারা সম্যক্ গ্রথিত হইয়া থাকে' বলিয়া পূর্ব্বকথারই সমর্থন করিতেছেন। [গৌতম বলিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য ইহা এইরূপই বটে; তুমি ঠিক উত্তর বলিয়াছ। এখন ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবর্ত্তী সেই সূত্রেরই নিয়ামক অন্তর্যামীর স্বরূপ প্রকাশ করিয়া বল; এই কথা শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন— ॥ ১৭৩ ॥ ২ ॥

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যা-ম্যমৃতঃ ॥ ১৭৪ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ। [এবমুক্তঃ যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যাঃ অন্তরঃ (অভ্যন্তরঃ), যং পৃথিবী ন বেদ (জানাতি), পৃথিবী যস্য শরীরং (শরীরস্থানীয়ং), যঃ অন্তরঃ (অভ্যন্তরস্থঃ সন্) পৃথিবীং যময়তি (নিয়মেন পরিচালয়তি), এষঃ (যথোক্তগুণসম্পন্নঃ) তে (তব) [অভিমতঃ] অমৃতঃ (অবিনাশী) অন্তর্যামী (অন্তঃস্থিত্বা সংযমনকারী) অমৃতঃ আত্মা ॥ ১৭৪ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ। যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত ও পৃথিবীর অভ্যন্তর এবং পৃথিবী যাহাকে জানে না: পৃথিবী যাহার শরীর, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে পরিচালিত করিতেছেন; তিনিই তোমার জিজ্ঞাসিত অবিনাশী অন্তর্যামী আত্মা ॥ ১৭৪ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ ভবতি, সোঽন্তর্য্যামী। সর্ব্বঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠতীতি সর্ব্বত্র প্রসঙ্গো মাভূদিতি বিশিনষ্টি—পৃথিব্যা অন্তরোঽভ্যন্তরঃ। তত্রৈতৎ স্যাৎ, পৃথিবী দেবতৈব অন্তর্যামীতি; অত আহ—যমন্তর্যামিণং পৃথিবী, দেবতাপি ন বেদ—ময্যন্তঃ কশ্চিদ্বর্ত্তত ইতি। যস্য পৃথিবী শরীরম্ —যস্য চ পৃথিব্যেব শরীরম্, নান্যৎ; পৃথিবীদেবতায়া যৎ শরীরম্, তদেব শরীরং যস্য। শরীরগ্রহণং চোপলক্ষণার্থম্; করণঞ্চ পৃথিব্যাস্তস্য; স্বকর্ম্মপ্রযুক্তং হি কার্য্যং করণঞ্চ পৃথিবীদেবতায়াঃ; তদস্য স্বকর্ম্মাভাবাদন্তর্যামিণো নিত্যমুক্তত্বাৎ পরার্থকর্ত্তব্যতাস্বভাবত্বাৎ পরস্য যৎ কার্য্যং করণঞ্চ, তদেবাস্য, ন স্বতঃ; তদাহ—যস্য পৃথিবী শরীরমিতি।

দেবতাকার্য্য-করণস্য ঈশ্বরসাক্ষিমাত্রসান্নিধ্যেন হি নিয়মেন প্রবৃত্তি-নিবৃত্তী স্যাতাম্; য ঈদৃগীশ্বরো নারায়ণাখ্যঃ পৃথিবীং পৃথিবীদেবতাং যময়তি নিয়ময়তি স্বব্যাপারে অন্তরঃ অভ্যন্তরস্তিষ্ঠন্, এষ তে আত্মা -তে তব, মম চ, সর্ব্বভূতানাং চেত্যুপলক্ষণার্থমেতৎ; অন্তর্যামী, যস্ত্বয়া পৃষ্টঃ, অমৃতঃ সর্ব্বসংসারধর্ম্মবর্জ্জিত ইত্যেতৎ ॥১৭৪॥৩॥

টীকা। নিয়ন্তরীশ্বরস্য লৌকিকনিয়ন্তৃবৎকার্য্যকরণবত্ত্বমাশঙ্ক্যাহ- যস্য চেতি। পৃথিব্যাঃ শরীরত্বমেব, ন তু শরীরবত্ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ পৃথিবীতি। পৃথিব্যা যৎ করণং, তদেব তস্য করণং চেতি যোজনা। কথং পৃথিব্যাঃ শরীরেন্দ্রিয়বত্ত্বং, তদাহ—স্বকর্ম্মেতি। অন্তর্যামিণোঽপি তথা কিং ন স্যাৎ, তত্রাহ—তদস্যেতি। অস্যান্তর্যামিণস্তদেব কার্য্যং করণং চ নান্যদিত্যত্র হেতুমাহ- স্বকর্ম্মেতি। তদেব হেত্বন্তরেণ স্ফোরয়তি- পরার্থেতি। যঃ পৃথিবীমিত্যাদি বাক্যস্য তাৎপর্য্যমাহ—দেবতেতি। তত্র বাক্যমবতার্য্য ব্যাচষ্টে- য ঈদৃগিতি। নিয়মঃ পৃথিবীদেবতাকার্য্যকরণাভ্যামেব কার্য্যকরণবত্ত্বমীদৃশত্বম্ ॥১৭৪॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ। যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত আছেন, তিনিই অন্তর্যামী। ভাল, সকল লোকইত পৃথিবীতে অবস্থান করিতেছে; সুতরাং সকলেই অন্তর্যামী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে; তন্নিবৃত্ত্যর্থ বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—পৃথিবীর অন্তর অর্থাৎ অভ্যন্তরস্থ। তথাপি পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অন্তর্যামী হইতে পারে; এইজন্য বলিতেছেন -পৃথিবী-দেবতাও যাহাকে—যে অন্তর্যামীকে জানে না, অর্থাৎ আমার অভ্যন্তরে যে, ঐরূপ কেহ রহিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারে না। পৃথিবী যাহার শরীর--পৃথিবীই যাহার শরীর, যাহার তদতিরিক্ত শরীর নাই, অর্থাৎ পৃথিবী দেবতার যাহা শরীর, তাহাই যাহার শরীর। শরীর শব্দটী এখানে অন্যান্য করণবর্গেরও উপলক্ষণার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে; বুঝিতে হইবে যে, পৃথিবীর ইন্দ্রিয়াদি করণ-সমূহই তাহার করণ; বিশেষ এই যে, পৃথিবী দেবতার দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই তাহার প্রাক্তন কর্ম্মফলে লব্ধ, কিন্তু নিত্যমুক্ত অন্তর্যামী পুরুষের প্রাক্তন কর্ম্ম না থাকায় এবং পরার্থপরতাই তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া, পরের যাহা দেহ ও ইন্দ্রিয়, তাহাই তাহার দেহ ও ইন্দ্রিয়, কিন্তু নিজস্ব কিছুই নাই; এই অভিপ্রায়েই 'পৃথিবী যাহার শরীর' কথায় ব্যক্ত করা হইয়াছে। দেবতার যে, শরীর ও ইন্দ্রিয়বর্গ, সাক্ষিস্বরূপ ঈশ্বর-সান্নিধ্যই সে সমুদায়ের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ঘটাইয়া থাকে; ঈদৃশ শক্তিসম্পন্ন, নারায়ণনামক যে ঈশ্বর পৃথিবীকে—পৃথিবীর দেবতাকে অন্তরে থাকিয়া যথানিয়মে কর্ত্তব্যবিষয়ে

নিয়মিত বা পরিচালিত করিতেছেন ; 'তিনি তোমার আত্মা' কথাটী উপলক্ষণ মাত্র—বুঝিতে হইবে, তিনি তোমার, আমার এবং সর্ব্বভূতের আত্মা। তিনিই তোমার জিজ্ঞাসিত অন্তর্যামী অমৃত অর্থাৎ জরামরণাদি সর্ব্বপ্রকার সংসারধর্ম্ম বর্জ্জিত ॥ ১৭৪ ॥ ৩ ॥

যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নদ্ভ্যোঽন্তরো যমাপো ন বিদুর্যস্যাপঃ শরীরং যোঽপোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥১৭৫ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। [যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুনরাহ—] যঃ অপ্সু (জলেষু) তিষ্ঠন্, অদ্ভ্যঃ অন্তরঃ ; আপঃ (অব্দেবতাঃ) যং ন বিদুঃ ; আপঃ যস্য শরীরম্ ; যঃ অন্তরঃ (অভ্যন্তরস্থঃ সন্) অপঃ (জলানি) যময়তি (স্বকার্য্যে পরিচালয়তি), এষঃ তে (তব, সর্ব্বেষাং চ) অন্তর্যামী অমৃতঃ আত্মা, [ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ] ॥ ১৭৫ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ। যিনি জলে আছেন, জল হইতে পৃথক্ ; জলদেবতা যাহাকে জানে না ; জল যাহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া জলকে নিজ কর্ত্তব্যবিষয়ে পরিচালিত করেন ; তিনি তোমার এবং সকলের অন্তর্যামী অমৃত আত্মা ॥ ১৭৫ ॥ ৪ ॥

যোঽগ্নৌ তিষ্ঠন্নগ্নেরন্তরো যমগ্নির্ন বেদ যস্যাগ্নিঃ শরীরং যোঽগ্নিমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥১৭৬॥৫॥

অন্বয়ার্থঃ। যঃ অগ্নৌ তিষ্ঠন্, অগ্নেঃ অন্তরঃ অগ্নিঃ (অগ্নিদেবতা) যং ন বেদ, অগ্নিঃ যস্য শরীরম্, যঃ অন্তরঃ সন্ অগ্নিং যময়তি, এষঃ তে [অন্যেষাং চ] অন্তর্যামী অমৃতঃ আত্মা ॥১৭৬॥৫॥

মূলানুবাদ। যিনি অগ্নিতে আছেন ; অগ্নির অভ্যন্তর ; অগ্নিদেবতা যাহাকে জানে না ; যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া অগ্নিকে যথানিয়মে পরিচালিত করেন, তিনিই তোমার অন্তর্যামী অবিনাশী আত্মা ॥ ১৭৬ ॥ ৫ ॥

যোঽন্তরিক্ষে তিষ্ঠন্নন্তরিক্ষাদন্তরো যমন্তরিক্ষং ন বেদ যস্যান্তরিক্ষংশরীরং যোঽন্তরিক্ষমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥১৭৭॥৬॥

সরলার্থঃ। যঃ অন্তরিক্ষে তিষ্ঠন্, অন্তরিক্ষাৎ (আকাশাৎ) অন্তরঃ (অভ্যন্তরঃ) ; অন্তরিক্ষং (অন্তরিক্ষদেবতা) যং ন বেদ ; অন্তরিক্ষং যস্য শরীরম্ ; যঃ অন্তরঃ (অভ্যন্তরস্থঃ সন্) অন্তরিক্ষং যময়তি ; এষঃ তে অন্তর্যামী অমৃতঃ আত্মা ॥১৭৭॥৬॥

মূলানুবাদ। যিনি অন্তরিক্ষে আছেন, অন্তরিক্ষের অভ্যন্তরস্থ ; অন্তরিক্ষ-দেবতা যাহাকে জানে না ; অন্তরিক্ষই যাহার শরীর, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া অন্তরিক্ষকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃত আত্মা ॥ ১৭৭ ॥ ৬ ॥

যো বায়ৌ তিষ্ঠন্ বায়োরন্তরো যং বায়ুর্ন বেদ, যস্য বায়ুঃ শরীরং যো বায়ুমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥১৭৮॥৭॥

সরলার্থঃ। যঃ বায়ৌ তিষ্ঠন্, বায়োঃ অন্তরঃ, বায়ুঃ (বায়ুদেবতা) যং ন বেদ ; বায়ুঃ যস্য শরীরম্, যঃ অন্তরঃ সন্ বায়ুং যময়তি ; এষঃ তে (তব) অন্তর্যামী অমৃতঃ আত্মা ॥১৭৮॥৭॥

মূলানুবাদ। যিনি বায়ুতে আছেন, বায়ুর অভ্যন্তর, বায়ু যাহাকে জানে না ; বায়ু যাহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া বায়ুকে পরিচালিত করেন, তিনি তোমার অন্তর্যামী অমৃত আত্মা ॥ ১৭৮ ॥ ৭ ॥

যো দিবি তিষ্ঠন্ দিবোঽন্তরো যং দ্যৌর্ন বেদ যস্য দ্যৌঃ শরীরং যো দিবমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥১৭৯॥৮॥

সরলার্থঃ। যঃ দিবি (দ্যুলোকে) তিষ্ঠন্, দিবঃ অন্তরঃ, দ্যৌঃ (দ্যুলোকদেবতা) যং ন বেদ ; দ্যৌঃ যস্য শরীরম্, যঃ অন্তরঃ সন্ দিবং যময়তি, এষঃ তে (তব) অন্তর্যামী অমৃতঃ আত্মা ॥১৭৯॥৮॥

মূলানুবাদ। যিনি দ্যুলোকে অবস্থিত এবং দ্যুলোকের মধ্যে বর্ত্তমান, দ্যুলোক যাহাকে জানে না, দ্যুলোক যাহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া দ্যুলোককে স্বকার্য্যে নিয়োজিত করেন, তিনিই তোমার অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা ॥ ॥১৭৯॥৮

য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরং য আদিত্যমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যা-ম্যমৃতঃ ॥১৮০॥৯॥

সরলার্থঃ। যঃ আদিত্যে তিষ্ঠন্ আদিত্যাৎ অন্তরঃ, আদিত্যঃ যং (অন্তর্য্যামিণং) ন বেদ, আদিত্যঃ যস্য শরীরম্, যঃ অন্তরঃ সন্ আদিত্যং যময়তি, এষঃ তে (তব) অন্তর্য্যামী অমৃতঃ আত্মা ॥১৮০॥৯॥

মূলানুবাদ। যিনি আদিত্যমণ্ডলে আছেন, আদিত্যমণ্ডল হইতেও অভ্যন্তর, আদিত্য যাহাকে জানে না, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আদিত্যকে পরিচালিত করেন, তিনি তোমার অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা ॥১৮০॥৯॥

যো দিক্ষু তিষ্ঠন্ দিগ্‌ভ্যোঽন্তরো যং দিশো ন বিদুর্যস্য দিশঃ শরীরং যো দিশোঽন্তরো যময়তেষ ত আত্মান্তর্যা-ম্যমৃতঃ ॥১৮১॥১০॥

সরলার্থঃ। যঃ দিক্ষু (পূর্ব্বাদিদিঙ্‌মণ্ডলে) তিষ্ঠন্, দিগ্‌ভ্যঃ অন্তরঃ, দিশঃ যং ন বিদুঃ, দিশঃ যস্য শরীরম্, যঃ অন্তরঃ সন্ দিশঃ যময়তি, এষঃ তে (তব) অন্তর্য্যামী অমৃতঃ আত্মা ॥১৮১॥১০॥

মূলানুবাদ। যিনি দিক্‌সমূহে অবস্থিত এবং দিক্‌সমূহ হইতে অভ্যন্তর, দিক্‌সমূহ যাহাকে জানে না, দিক্‌সমূহই যাহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া দিক্‌সমূহকে নিয়মিতভাবে পরিচালিত করেন, তিনি তোমার অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা ॥১৮১॥১০॥

যশ্চন্দ্রতারকে তিষ্ঠংশ্চন্দ্রতারকাদন্তরো যং চন্দ্রতারকং ন বেদ যস্য চন্দ্রতারকং শরীরং যশ্চন্দ্রতারকমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥১৮২॥১১॥

সরলার্থঃ। যঃ চন্দ্র-তারকে (চন্দ্রে তারকামণ্ডলে চ) তিষ্ঠন্, চন্দ্রতারকাৎ অন্তরঃ, চন্দ্র-তারকং যং ন বেদ, চন্দ্র-তারকং যস্য শরীরম্, যঃ অন্তরঃ সন্ চন্দ্রতারকং যময়তি, এষ তে (তব) অন্তর্য্যামী অমৃতঃ আত্মা ॥১৮২॥১১॥

মূলানুবাদ। যিনি চন্দ্রে ও তারকামণ্ডলে অবস্থিত এবং চন্দ্র ও তারকামণ্ডল হইতে অন্তর; চন্দ্র ও তারকামণ্ডল যাহাকে জানে না, অথচ চন্দ্র ও তারকামণ্ডলই যাহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া চন্দ্র ও তারকামণ্ডলকে যথানিয়মে পরিচালিত করেন, তিনি তোমার অন্তর্যামী মরণরহিত আত্মা ॥১৮২॥১১॥

য আকাশে তিষ্ঠন্নাকাশাদন্তরো যমাকাশো ন বেদ যস্যাকাশঃ শরীরং য আকাশমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥১৮৩॥১২ ॥

সরলার্থঃ। যঃ আকাশে তিষ্ঠন্, আকাশাৎ অন্তরঃ, আকাশঃ (আকাশদেবতা) যং ন বেদ; আকাশঃ যস্য শরীরম্, যঃ অন্তরঃ সন্ আকাশং যময়তি, এষঃ তে (তব) অন্তর্যামী অমৃতঃ আত্মা ॥১৮৩॥১২॥

মূলানুবাদ। যিনি আকাশে অবস্থিত, আকাশ হইতে অন্তর, আকাশ যাহাকে জানে না, অথচ আকাশই যাহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আকাশকে নিয়মিত করেন; তিনি তোমার অন্তর্যামী অমৃত আত্মা ॥১৮৩॥১২॥

যস্তমসি তিষ্ঠংস্তমসোঽন্তরো যং তমো ন বেদ যস্য তমঃ শরীরং যস্তমোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥১৮৪॥১৩॥

সরলার্থঃ। যঃ তমসি (অন্ধকারে) তিষ্ঠন্, তমসঃ অন্তরঃ, তমঃ যং ন বেদ; তমঃ যস্য শরীরম্, যঃ অন্তরঃ সন্ তমঃ নিয়ময়তি, এষঃ তে (তব) অন্তর্য্যামী অমৃতঃ আত্মা ॥১৮৪॥১৩॥

মূলানুবাদ। যিনি অন্ধকারে অবস্থিত, অন্ধকার হইতে অন্তর, অন্ধকার যাহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া অন্ধকারকে স্বকার্য্যে নিয়োজিত করেন, তিনি তোমার অন্তর্যামী মরণরহিত আত্মা ॥১৮৪॥১৩॥

যস্তেজসি তিষ্ঠংস্তেজসোঽন্তরো যং তেজো ন বেদ যস্য তেজঃ শরীরং যস্তেজোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃত ইত্যধিদৈবতমথাধিভূতম্ ॥১—৮৫॥১৪॥

সরলার্থঃ। যঃ তেজসি (প্রকাশে) তিষ্ঠন্, তেজসঃ অন্তরঃ, তেজঃ যং ন বেদ, তেজঃ যস্য শরীরং, যঃ অন্তরঃ সন্ তেজঃ যময়তি, এষঃ তে (তব) অন্তর্যামী অমৃতঃ আত্মা; ইতি (এতৎপর্যান্তম্) অধিদৈবতং (দেবতামধিকৃত্য প্রবৃত্তম্); অথ (অনন্তরং) অধিভূতং (ভূতানি অধিকৃত্য) [উচ্যতে]—॥ ১৮৫॥১৪॥

মূলানুবাদ। যিনি তেজেতে আছেন, তেজ হইতে অন্তর, তেজ যাহাকে জানে না, তেজ যাহার শরীর, যিনি তেজের মধ্যে থাকিয়া তেজকে পরিচালিত করেন, তিনি তোমার অন্তর্যামী অমৃত আত্মা; এই পর্যান্ত দেবতাধিকারের কথা হইল; অতঃপর ভূত সম্বন্ধে কথা বলা হইতেছে ॥১৮৫॥১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সমানমন্যৎ। যঃ অপ্সু তিষ্ঠন্, অগ্নাবন্তরিক্ষে বায়ৌ দিবি আদিত্যে দিক্ষু চন্দ্রতারকে আকাশে.যস্তমসি আবরণাত্মকে বাহ্যে তমসি, তেজসি তদ্বিপরীতে প্রকাশসামান্যে, ইত্যেবমধিদৈবতম্ অন্তর্যামিবিষয়ং দর্শনং দেবতাসু। অথাধিভূতং, ভূতেষু ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তেষু অন্তর্যামিদর্শনমধিভূতম্ ॥ ১৭৫—১৮৫ ॥ ৪—১৪।

টীকা। পৃথিবীপর্য্যায়ে দর্শিতং ক্রমং পর্য্যায়ান্তরেষ্বতিদিশতি—সমানমিতি—॥ ১৭৫—১৮৫। ৪—১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ। [৪—১৪শ শ্রুতির অন্যান্য অংশের ব্যাখ্যা] তৎপূর্ব্ব শ্রুতির ব্যাখ্যার অনুরূপ। যিনি জলে, অগ্নিতে, অন্তরিক্ষে, বায়ুতে, দ্যুলোকে, আদিত্যে, চতুর্দ্দিকে, চন্দ্র ও তারকামণ্ডলে এবং আকাশে [অবস্থিত—ইত্যাদি]। যিনি তমে—আবরণস্বভাব বাহ্য অন্ধকারে, তেজে অর্থাৎ সমস্ত প্রকাশে (সাধারণতঃ বিদ্যমান), এবংবিধ অন্তর্যামিবিষয়ে অধিদৈবত অর্থাৎ দেবতাবিষয়ক বিজ্ঞান কথিত হইল; অতঃপর অধিভূত অর্থাৎ ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত ভূতবিষয়ে অন্তর্যামি-বিজ্ঞান [অভিহিত হইতেছে—] ১৭৫—১৮৫॥৪—১৪॥

যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃত ইত্যধিভূতম্ ; অথাধ্যাত্মম্ ।১৮৬।।১৫।।

অন্বয়ার্থঃ। যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্, সর্ব্বেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ অন্তরঃ, সর্ব্বাণি ভূতানি যং ন বিদুঃ ; সর্ব্বাণি ভূতানি যস্য শরীরম্, যঃ অন্তরঃ সন্ সর্ব্বাণি ভূতানি যময়তি ; এষঃ তে (তব) অন্তর্যামী অমৃতঃ আত্মা, ইতি (এতৎপর্য্যন্তং) অধিভূতম্ ; অথ (অতঃপরম্) অধ্যাত্মম্ (উচ্যতে) ॥১৮৬॥১৫

মূলানুবাদ। যিনি সমস্ত ভূতে আছেন, অথচ সমস্ত ভূতের অভ্যন্তর, সমস্ত ভূত যাহাকে জানে না ; সমস্ত ভূত যাহার শরীর, এবং যিনি সমস্ত ভূতের অভ্যন্তরে থাকিয়া সমস্ত ভূতকে পরিচালিত করেন, তিনি তোমার অন্তর্যামী অবিনাশী আত্মা ; এই পর্য্যন্ত অধিভূত অর্থাৎ ভূতাধিকারের কথা ; অতঃপর আত্মাধিকারের কথা বলা হইতেছে ।১৮৬॥১৫॥

যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্ প্রাণাদন্তরো যং প্রাণো ন বেদ যস্য প্রাণঃ শরীরং যঃ প্রাণমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ । ১৮৭।।১৬।।

অন্বয়ার্থঃ। যঃ প্রাণে (পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকে) তিষ্ঠন্ প্রাণাৎ অন্তরঃ, প্রাণঃ যং ন বেদ; প্রাণঃ যস্য শরীরম্ ; যঃ অন্তরঃ সন্ প্রাণং যময়তি, এষঃ তে অন্তর্যামী অমৃতঃ আত্মা। [ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ]॥১৮৭॥১৬॥

মূলানুবাদ। যিনি প্রাণে আছেন, প্রাণের অভ্যন্তর, প্রাণ যাহাকে জানে না, প্রাণই যাহার শরীর, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া প্রাণকে স্বকার্য্যে পরিচালিত করেন, তিনিই তোমার অন্তর্যামী অবিনাশী আত্মা ॥১৮৭॥১৬॥

যো বাচি তিষ্ঠন্ বাচোঽন্তরো যং বাঙ্ন বেদ যস্য বাক্ শরীরং যো বাচমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥১৮৮।১৭॥

সরলার্থঃ। যঃ বাচি তিষ্ঠন্, বাচঃ অন্তরঃ, বাক্ যং ন বেদ, বাক্ যস্য শরীরম্, যঃ অন্তরঃ সন্ বাচং যময়তি; এষঃ তে (তব) অন্তর্যামী অমৃতঃ আত্মা ॥১৮৮।১৭॥

মূলানুবাদ। যিনি বাক্যে আছেন, অথচ বাক্যের অন্তর; বাক্য যাহাকে জানে না; বাক্যই যাহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া বাক্যের সংযমন করিয়া থাকেন; তিনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃত আত্মা ॥১৮৮॥১৭॥

যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠংশ্চক্ষুষোঽন্তরো যং চক্ষুর্ন বেদ যস্য চক্ষুঃ শরীরং যশ্চক্ষুরন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥১৮৯।১৮॥

সরলার্থঃ। যঃ চক্ষুষি তিষ্ঠন্, চক্ষুষঃ অন্তরঃ, চক্ষুঃ যং ন বেদ; চক্ষুঃ যস্য শরীরম্, যঃ অন্তরঃ সন্ চক্ষুঃ যময়তি, এষঃ তে (তব) অন্তর্যামী অমৃতঃ আত্মা ॥১৮৯॥১৮॥

মূলানুবাদ। যিনি চক্ষুতে আছেন, চক্ষু হইতেও অভ্যন্তর; চক্ষু যাহাকে জানে না, চক্ষু যাহার শরীর, এবং যিনি অন্তরে থাকিয়া চক্ষুকে নিয়মিত করেন, তিনি তোমার অন্তর্যামী অবিনাশী আত্মা ॥১৮৯।১৮॥

যঃ শ্রোত্রে তিষ্ঠন্ শ্রোত্রাদন্তরো যং শ্রোত্রং ন বেদ যস্য শ্রোত্রং শরীরং যঃ শ্রোত্রমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥১৯০॥১৯॥

সরলার্থঃ। যঃ শ্রোত্রে তিষ্ঠন্ শ্রোত্রাৎ অন্তরঃ, শ্রোত্রং (কর্তৃ) যং ন বেদ, শ্রোত্রং যস্য শরীরম্; যঃ অন্তরঃ (সন্) শ্রোত্রং যময়তি, এষঃ তে অন্তর্যামী অমৃতঃ আত্মা ॥১৯॥১৯০॥

মূলানুবাদ। যিনি শ্রবণেন্দ্রিয়ে আছেন, অথচ শ্রবণেন্দ্রিয়ের অন্তর, শ্রবণেন্দ্রিয় যাহাকে জানে না, শ্রবণেন্দ্রিয় যাহার শরীর; এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়কে পরিচালিত করেন, তিনি তোমার অন্তর্যামী অবিনাশী আত্মা।।১৯০।১৯॥

যো মনসি তিষ্ঠন্মনসোঽন্তরো যং মনো ন বেদ যস্য মনঃ শরীরং যো মনোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।।১৯১।২০।

অন্বয়ার্থঃ। যঃ মনসি তিষ্ঠন্, মনসঃ অন্তরঃ, মনঃ যং ন বেদ, মনঃ যস্য শরীরম্; যঃ অন্তরঃ (সন্) মনঃ যময়তি, এষঃ তে অন্তর্যামী অমৃতঃ আত্মা ॥১৯১॥২০॥

মূলানুবাদ। যিনি মনে আছেন, অথচ মনের অন্তর, মন যাহাকে জানে না, মন যাহার শরীর, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া মনকে নিয়মিত করেন, তিনি তোমার অন্তর্যামী অবিনাশী আত্মা। ১৯১॥২০॥

যস্ত্বচি তিষ্ঠংস্ত্বচোঽন্তরো যং ত্বঙ্ ন বেদ যস্য ত্বক্ শরীরং যস্ত্বচমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ॥ ১৯২॥২১॥

অন্বয়ার্থঃ। যঃ ত্বচি (ত্বগিন্দ্রিয়ে) তিষ্ঠন্ ত্বচঃ অন্তরঃ, ত্বক্ যং ন বেদ, ত্বক্ যস্য শরীরম্; যঃ অন্তরঃ সন্ ত্বচং যময়তি, এষঃ তে অন্তর্যামী অমৃতঃ আত্মা ॥১৯২॥২১॥

মূলানুবাদ। যিনি ত্বগিন্দ্রিয়ে আছেন, অথচ ত্বগিন্দ্রিয়ের পৃথক্, ত্বগিন্দ্রিয় যাহাকে জানে না, ত্বগিন্দ্রিয় যাহার শরীর, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া ত্বগিন্দ্রিয়কে যথানিয়মে প্রেরণ করেন, তিনি তোমার অন্তর্যামী অবিনাশী আত্মা ॥১৯২॥২১॥

যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরো যং বিজ্ঞানং ন বেদ যস্য বিজ্ঞানং শরীরং যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥১৯৩॥২২॥

অন্বয়ার্থঃ। যঃ বিজ্ঞানে (বুদ্ধৌ) তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাৎ (বুদ্ধেঃ) অন্তরঃ, বিজ্ঞানং যং ন বেদ, বিজ্ঞানং যস্য শরীরম্; যঃ অন্তরঃ (সন্) বিজ্ঞানং যময়তি, এষঃ তে অন্তর্যামী অমৃতঃ আত্মা ॥১৯৩॥২২॥

মূলানুবাদ। যিনি বুদ্ধিতে অবস্থিত থাকিয়া বুদ্ধি হইতে পৃথক্, বুদ্ধি যাহাকে জানে না, বুদ্ধি যাহার শরীর, এবং যিনি অন্তরে থাকিয়া বুদ্ধির প্রেরণা করেন, তিনি তোমার অন্তর্যামী অমৃত আত্মা ॥১৯৩॥২২॥

যো রেতসি তিষ্ঠন্ রেতসোঽন্তরো যং রেতো ন বেদ যস্য রেতঃ শরীরং যো রেতোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতোঽদৃষ্টো দ্রষ্টাঽশ্রুতঃ শ্রোতাঽমতো মন্তাঽবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা, নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতা নান্যোঽতোঽস্তি মন্তা নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতা, এষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতোঽন্যদার্ত্তম্; ততো হোদ্দালক আরুণিরুপররাম ॥১৯৪॥২৩॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়ে সপ্তমং ব্রাহ্মণম্ ॥৩।৭॥

অন্বয়ার্থঃ। যঃ রেতসি (প্রজননশক্তৌ) তিষ্ঠন্ রেতসঃ অন্তরঃ, রেতঃ যং ন বেদ, রেতঃ যস্য শরীরম্; যঃ অন্তরঃ (সন্) রেতঃ যময়তি, এষঃ তে অন্তর্যামী অমৃতঃ আত্মা—অদৃষ্টঃ (দর্শনাগোচরঃ সন্) দ্রষ্টা, অশ্রুতঃ (শ্রবণেন্দ্রিয়াগ্রাহ্যঃ সন্) শ্রোতা (শব্দানুভবসমর্থঃ), অমতঃ (মননাবিষয়ঃ সন্) মন্তা (মনোবৃত্তিপ্রকাশকঃ), অবিজ্ঞাতঃ (বুদ্ধেরগম্যঃ সন্) বিজ্ঞাতা (বুদ্ধিবিজ্ঞানপ্রকাশকঃ); অতঃ (অস্মাৎ অন্তর্যামিণঃ) অন্যঃ দ্রষ্টা (চক্ষুরিন্দ্রিয়দ্বারকজ্ঞানকর্ত্তা) ন অস্তি; এবং অতঃ অন্যঃ শ্রোতা ন অস্তি; অতঃ অন্যঃ মন্তা (মননকর্ত্তা) ন অস্তি; অতঃ অন্যঃ বিজ্ঞাতা (বুদ্ধেঃ প্রকাশকঃ ন অস্তি। [হে উদ্দালক] এষঃ (দ্রষ্টৃত্বাদিলক্ষণঃ) তে (তব—মম অন্যেষাং চ) অন্তর্যামী অমৃতঃ (অবিনাশী) আত্মা; অতঃ (অস্মাৎ অন্তর্যামিণঃ) অন্যৎ (সর্ব্বং বস্তু আর্ত্তং (বিনাশি)। ততঃ (যাজ্ঞবাক্যস্যোত্তরশ্রবণানন্তরং আরুণিঃ উদ্দালকঃ উপররাম ॥১৯৪॥২৩॥

মূলানুবাদ। যিনি রেতে অর্থাৎ উৎপাদনশক্তিতে আছেন, অথচ রেতের অন্তর, রেতঃ যাহাকে জানে না, রেত যাহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া রেতের সংযমন করিয়া থাকেন; তিনি তোমার অন্তর্যামী অবিনাশী আত্মা। যিনি নিজে দর্শনগোচর হন না, অথচ সকলের দ্রষ্টা, নিজে শ্রবণেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, অথচ সকলের শ্রোতা; নিজে মননের (মনোবৃত্তির) অবিষয়, অথচ মননকর্ত্তা; এবং বুদ্ধিবৃত্তির অগম্য, অথচ বিজ্ঞাতা; ইহার অতিরিক্ত মন্তা নাই; এবং ইহার অতিরিক্ত বিজ্ঞাত নাই, ইনিই তোমার—কেবল তোমার নহে, সকলেরই অন্তর্যামী অবিনাশী আত্মা; এতদতিরিক্ত যাহা কিছু, সমস্তই আর্ত্ত—বিনাশশীল। ইহার পর অরুণনন্দন উদ্দালক প্রশ্ন হইতে বিরত হইলেন ॥১৯৪॥২৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথাধ্যাত্মম্—যঃ প্রাণে প্রাণবায়ুসহিতে ঘ্রাণে, যো বাচি, চক্ষুষি, শ্রোত্রে, মনসি, ত্বচি, বিজ্ঞানে বুদ্ধৌ, রেতসি প্রজননে। কস্মাৎপুনঃ কারণাৎ পৃথিব্যাদিদেবতা মহাভাগাঃ সত্যঃ মনুষ্যাদিবৎ আত্মনি নিয়ন্তারমন্তর্যামিণং ন বিদুঃ? ইত্যত আহ—

অদৃষ্টঃ—ন দৃষ্টঃ ন বিষয়ীভূতশ্চক্ষুর্দর্শনস্য কস্যচিৎ, স্বয়ন্তু চক্ষুষি সন্নিহিতত্বাৎ দৃশিস্বরূপঃ—ইতি দ্রষ্টা। তথা অশ্রুতঃ শ্রোত্রগোচরত্বমনাপন্নঃ কস্যচিৎ, স্বয়ন্তু অলুপ্তশ্রবণশক্তিঃ, সর্ব্বশ্রোত্রেষু সন্নিহিতত্বাৎ শ্রোতা, তথা অমতঃ মনঃসঙ্কল্পবিষয়তামনাপন্নঃ; দৃষ্ট-শ্রুতে এব হি সর্ব্বঃ সঙ্কল্পয়তি; অদৃষ্টত্বাদশ্রুতত্বাদেব অমতঃ; অলুপ্তমননশক্তিত্বাৎ সর্ব্বমনঃসু সন্নিহিতত্বাচ্চ মন্তা; তথা অবিজ্ঞাতঃ নিশ্চয়গোচরতামনাপন্নঃ রূপাদিবৎ সুখাদিবদ্বা, স্বয়ন্তু অলুপ্তবিজ্ঞানশক্তিত্বাৎ সান্নিধ্যাচ্চ বিজ্ঞাতা। তত্র যং পৃথিবী ন বেদ, যং সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুরিতি চ—অন্যে নিয়ন্তব্যা বিজ্ঞাতারঃ, অন্যো নিয়ন্তা অন্তর্যামীতি প্রাপ্তম্; তদন্যত্বাশঙ্কা-নিবৃত্ত্যর্থমুচ্যতে—নান্যোঽতঃ—ন অন্যঃ, অতঃ অস্মাদন্তর্যামিণঃ, নান্যোঽস্তি দ্রষ্টা; তথা নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতা; নান্যোঽতোঽস্তি মন্তা; নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতা। যস্মাৎ পরো নাস্তি দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা, যঃ অদৃষ্টঃ দ্রষ্টা, অশ্রুতঃ শ্রোতা, অমতঃ মন্তা, অবিজ্ঞাতঃ বিজ্ঞাতা, অমৃতঃ সর্ব্বসংসারধর্ম্মবর্জ্জিতঃ সর্ব্বসংসারিণাং

কর্ম্মফলবিভাগকর্ত্তা, এষঃ তে আত্মা অন্তর্যাম্যমৃতঃ ; অস্মাদীশ্বরাদাত্মনঃ অন্যৎ আর্ত্তম্। ততো হ উদ্দালক আরুণিরুপররাম ॥ ১৮৬—১৯৪ ॥ ১৫—২৩ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়ে সপ্তম ব্রাহ্মণভাষ্যম্ ॥৩ ৭ ॥

টীকা। যদিহ প্রাণাদৌ তিষ্ঠন্নন্তর্যামী ভবতীতি সম্বন্ধঃ। বাক্যান্তরং প্রশ্নপূর্ব্বক-মুত্থাপ্য ব্যাচষ্টে—কস্মাদিত্যাদিনা। যথা মনসি, তথা বুদ্ধাবপি সন্নিধানাং জ্ঞাতৃত্বেতি যাবৎ। তদ্রেতি পূর্ব্বসন্দর্ভোক্তিঃ। অদৃষ্টমুপলক্ষয়িতুমন্তো নাস্ত ইত্যুক্তম্। পদার্থান্ ব্যাকরোতি -অত ইতি। অতো দ্রষ্টা নাস্তীতি সম্বন্ধঃ। এষ ত ইত্যাদি বাক্যস্যার্থমাহ—যস্মাদিত্যাদিনা ॥১৮৬—১৯৪॥১৫—২৩॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং তৃতীয়াধ্যায়স্য সপ্তমমন্তর্যামিব্রাহ্মণম্। ৩ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ। অতঃপর অধ্যাত্ম (দেহ-সম্বন্ধী) অন্তর্যামীর কথা বলা হইতেছে। যিনি প্রাণে অর্থাৎ প্রাণসংযুক্ত ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে, যিনি বাগিন্দ্রিয়ে, চক্ষুতে, শ্রবণেন্দ্রিয়ে, মনে, ত্বকে, বিজ্ঞানে—বুদ্ধিতে, রেতে অর্থাৎ প্রজননে—উৎপাদনশক্তিতে [বর্ত্তমান]। ভাল কথা, পৃথিবীপ্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ মহাভাগ্যবান্ অর্থাৎ অলৌকিক মহিমান্বিত হইয়াও কি কারণে সাধারণ মনুষ্যাদির ন্যায় নিজের অভ্যন্তরে স্থিত নিজেরই পরিচালক অন্তর্যামীকে জানিতে পারেন না? এইজন্য বলিতেছেন—।১

[তিনি] অদৃষ্ট—দৃষ্ট নহে অর্থাৎ কাহারই চাক্ষুষ দর্শনের বিষয়ীভূত হন না, কিন্তু নিজে স্বপ্রকাশস্বরূপে সর্ব্বদা চক্ষুতে বিদ্যমান থাকেন বলিয়া দ্রষ্টা; সেইরূপ, অশ্রুত অর্থাৎ কাহারই শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহে, অথচ তাহার নিজের শ্রবণশক্তি কখনও বিলুপ্ত হয় না; সকল শ্রবণেন্দ্রিয়ে তাহার সন্নিধান আছে বলিয়া তিনি শ্রোতা। এইরূপ তিনি মানসিক সংকল্প ও বিকল্পের বিষয়ীভূত নহে; কারণ, যাহা চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট কিংবা শ্রবণ দ্বারা শ্রুত হয়, তদ্বিষয়েই মন সংকল্প করিতে পারে, কিন্তু অন্তর্যামী যখন অদৃষ্ট এবং অশ্রুত, তখন তদ্বিষয়ে মনের সংকল্প করিবার ক্ষমতা নাই; কাজেই তিনি অমত; তাহার মননশক্তি কখনও বিলুপ্ত হয় না, এবং নিখিল মনেতেই তাহার নিত্য সন্নিধান রহিয়াছে; এই কারণে তিনি মন্তা (মননকর্ত্তা); সেইরূপ তিনি অবিজ্ঞাত, অর্থাৎ বাহ্য রূপরসাদির ন্যায় এবং আন্তর সুখ-দুঃখাদির ন্যায় নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের বিষয়ীভূত হন না, অথচ তাহার জ্ঞানশক্তি কখনও বিলুপ্ত না হওয়ায় এবং নিরন্তর বিজ্ঞানক্ষেত্র বুদ্ধিতে সন্নিহিত থাকায় তিনি নিজে বিজ্ঞাতা।

এখানে 'পৃথিবী যাহাকে জানে না, এবং সমস্ত ভূত যাহাকে জানে না বলায় শঙ্কা হইতে পারে যে, পৃথিবীদেবতা প্রভৃতি যাহারা বিজ্ঞাতার নিয়ন্তব্য—সংযমনের যোগ্য, তাহারা অন্য, আর যিনি সে সমুদয়ের নিয়মন-কারী অন্তর্য্যামী, তিনি অন্য; এইরূপ ভেদাশঙ্কা নিবারণের জন্য বলা হইতেছে যে, 'নান্যোঽতোঽস্তি' ইতি।২

উক্ত অন্তর্যামীর অতিরিক্ত অন্য কোন দ্রষ্টা নাই, এবং ইহার অতিরিক্ত অপর শ্রোতাও নাই; ইহার অতিরিক্ত অপর কেহ মন্তা মননকর্ত্তা নাই, এবং এতদতিরিক্ত আর বিজ্ঞাতাও নাই। যাহার অতিরিক্ত দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা ও বিজ্ঞাতা নাই, যিনি স্বয়ং অপরের অদৃষ্ট অথচ দ্রষ্টা; অপরের অশ্রুত, অথচ শ্রোতা; অপরের অমত, অথচ মন্তা, এবং অন্যের অবিজ্ঞাত হইয়াও স্বয়ং বিজ্ঞাতা ও অমৃত অর্থাৎ সাংসারিক সর্ব্বধর্ম্ম বিবর্জ্জিত—সংসারি-গণের কর্ম্মফল বিভাগ করিয়া দিতেছেন, তিনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃত আত্মা। এই অন্তর্যামিসংজ্ঞক আত্মস্বরূপ ঈশ্বরের অতিরিক্ত সমস্ত বস্তুই আর্ত্ত (বিনাশশীল)। একথার পর অরুণনন্দন—আরুণি উদ্দালক বিরত হই-লেন॥১৮৬-১৯৪ ১৫—২৩॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদে তৃতীয় অধ্যায়ে সপ্তম

ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ॥৩॥৭॥

অষ্টমং ব্রাহ্মণম্।

আভাস ভাষ্যম্। অতঃ পরম্ অশনায়াদিবিনির্মুক্তং নিরুপাধিকং সাক্ষাদপরোক্ষাৎ সর্বান্তরং ব্রহ্ম বক্তব্যমিত্যত আরম্ভঃ—

আভাস ভাষ্যের অনুবাদ। অতঃপর অশনায়াদি সংসার-ধর্ম্মবর্জ্জিত নিরুপাধিক সাক্ষাৎ অপরোক্ষ (প্রত্যক্ষ চৈতন্যাত্মক) ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ করিতে হইবে; এইজন্য পরবর্ত্তী প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে—

অথ হ বাচক্নব্যুবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তো হন্তাহমিমং দ্বৌ প্রশ্নৌ প্রক্ষ্যামি, তৌ চেন্মে বক্ষ্যতি, ন বৈ জাতু যুষ্মাকমিমং কশ্চিদ্ ব্রহ্মোদ্যং জেতেতি, পৃচ্ছ গার্গীতি ॥১৯৫॥১॥

সরলার্থঃ। [ইদানীং সর্বোপাধিবর্জ্জিতং সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্মস্বরূপং নিরূপয়িতুং প্রকরণমারভ্যতে—'অথ হ' ইত্যাদি।

অথ (অনন্তরম্) [পূর্ব্বং যাজ্ঞবল্ক্যেন বলান্নিবারিতা বাচক্নবী গার্গী পুনরপি যাজ্ঞবল্ক্যং প্রষ্টুম্ ব্রাহ্মণানুজ্ঞাং প্রার্থয়মানা] উবাচ—ভোঃ ভগবন্তঃ (পূজনীয়াঃ) ব্রহ্মণাঃ, হন্ত (অনুকম্পায়াম্) অহং ইমং যাজ্ঞবল্ক্যং) দ্বৌ প্রশ্নৌ প্রক্ষ্যামি; [সঃ] তৌ (প্রশ্নৌ) চেৎ (যদি) বক্ষ্যতি (প্রশ্নার্থং কথয়িষ্যতি), [তর্হি] যুষ্মাকং মধ্যে কশ্চিৎ (কশ্চিদপি) জাতু (কদাচিদপি), ব্রহ্মোদ্যং (ব্রহ্মবাদিনং) ইমং (যাজ্ঞবল্ক্যং) ন বৈ (নৈব) জেতা (জেষ্যতি) ইতি। [এবমুক্তা ব্রাহ্মণা উচুঃ] হে গার্গি, পৃচ্ছ (প্রশ্নং কুরু) ইতি ॥১৯৫॥১॥

মূলানুবাদ। এখন সর্ব্বোপাধিরহিত অপরোক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপণার্থ এই প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে। ইতঃপূর্ব্বে যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে মস্তক-পতনের ভয় প্রদর্শন করিয়া প্রশ্ন হইতে বিরত করিয়াছিলেন; সেই কারণে গার্গী এখন প্রথমতঃ ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন করিয়া প্রশ্নের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন।—]

অতঃপর বাচক্নবী (গার্গী) বলিলেন—হে পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ, [আপনারা অনুমতি করুন,] আমি যাজ্ঞবল্ক্যকে দুইটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব; যাজ্ঞবল্ক্য যদি আমার সেই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর দিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাদের মধ্যে কেহ কখনও এই ব্রহ্মবাদী যাজ্ঞবল্ক্যকে পরাজিত করিতে পারিবে না। [এই কথার পর ব্রাহ্মণগণ বলিলেন—] হে গার্গি, তুমি প্রশ্ন কর ॥১৯৫॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথ হ বাচক্নব্যুবাচ। পূর্ব্বং যাজ্ঞবল্ক্যেন নিষিদ্ধা মূর্দ্ধপাতভয়াদুপরতা সতী পুনঃ প্রষ্টুং ব্রাহ্মণানুজ্ঞাং প্রার্থয়তে—হে ব্রাহ্মণাঃ ভগবন্তঃ পূজাবন্তঃ, শৃণুত মম বচঃ; হন্ত অহমিমং যাজ্ঞবল্ক্যং পুনর্দ্বৌ প্রশ্নৌ প্রক্ষ্যামি, যদ্যনুমতির্ভবতামস্তি। তৌ প্রশ্নৌ চেদ্ যদি বক্ষ্যতি কথয়িষ্যতি মে, কথঞ্চিৎ ন বৈ জাতু কদাচিৎ যুষ্মাকং মধ্যে ইমং যাজ্ঞবল্ক্যং কশ্চিদ্ ব্রহ্মোদ্যং ব্রহ্মবদনং প্রতি জেতা—ন বৈ কশ্চিৎ ভবেৎ—ইতি। এবমুক্তা ব্রাহ্মণা অনুজ্ঞাং প্রদদুঃ—পৃচ্ছ গার্গীতি ॥ ১৯৫ ॥ ১ ॥

টীকা। পূর্ব্বস্মিন্ ব্রাহ্মণে যজ্ঞবল্ক্যমিতৌ প্রশ্নপ্রতিক্তিভ্যাং নির্দ্ধারিতৌ, সম্প্রত্যক্ষরব্রাহ্মণতাৎপর্য্যমাহ অতঃ পরমিতি। সোপাধিকবস্তুনির্দ্ধারণানন্তরমথশব্দার্থঃ। ননু যস্মাদ্ ভয়াদ্গার্গী পূর্ব্বমুপরতা তস্য তদবস্থত্বাৎ কথং পুনঃ সা প্রষ্টুং প্রবর্ত্ততে? তত্রাহ—পূর্ব্বমিতি। হন্তেত্যস্যার্থমাহ—যদীতি। ন বৈ জাত্বিতি প্রতীকমাদায় ব্যাচষ্টে—কদাচিদিত্যাদিনা। অন্বয়ং দর্শয়িতুং কশ্চিদিতি পুনরুক্তিঃ ॥ ১৯৫ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ। অতঃপর বাচক্নবী গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন। পূর্ব্বে যাজ্ঞবল্ক্যের নিষেধের পর, মস্তক খসিয়া পড়িবার ভয়ে প্রশ্ন হইতে বিরতা হইয়াছিলেন। সেই জন্য এখন পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমে ব্রাহ্মণগণের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া বলিতেছেন—হে পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ, আপনারা আমার কথা শ্রবণ করুন; যদি আপনাদের অনুমতি হয়, তাহা হইলে আমি এই যাজ্ঞবল্ক্যকে দুইটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব; যাজ্ঞবল্ক্য যদি আমার সেই দুইটী প্রশ্নের উত্তর বলিতে পারেন, তাহা হইলে [বুঝিবেন যে,] আপনাদের মধ্যে এমন কেহ নাই, যিনি কখনও

কোন প্রকারেও এই ব্রহ্মবাদী যাজ্ঞবল্ক্যকে জয় করিতে পারে। গার্গী এই কথা বলিলে পর, ব্রাহ্মণগণ অনুজ্ঞা-প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন—হে গার্গি, তুমি প্রশ্ন কর ॥১৯৫॥১॥

সা হোবাচাহং বৈ ত্বা যাজ্ঞবল্ক্য যথা কাশ্যো বা বৈদেহো বোগ্রপুত্র উজ্জ্যং ধনুরধিজ্যং কৃত্বা দ্বৌ বাণবন্তৌ সপত্নাতিব্যাধিনৌ হস্তে কৃত্বোপোত্তিষ্ঠেদেবমেবাহং ত্বা দ্বাভ্যাং প্রশ্নাভ্যামুপোদস্থাং তৌ মে ব্রূহীতি, পৃচ্ছ গার্গীতি ॥১৯৬॥২॥

সম্বন্ধার্থঃ। সা ব্রাহ্মণেভ্য এবং লব্ধানুমতিঃ গার্গী) উবাচ হ—হে যাজ্ঞবল্ক্য, কাশ্যঃ (কাশিপ্রদেশীয়ঃ) বা, বৈদেহঃ (বিদেহজঃ) বা উগ্রপুত্রঃ (বীরঃ) যথা উজ্জ্যং (জ্যামুক্তং ধনুঃ অধিজ্যং সজ্যং) কৃত্বা সপত্নাতিব্যাধিনৌ (শত্রুঘাতিনৌ) দ্বৌ বাণবন্তৌ (ফলকসংযুক্তৌ শরৌ) হস্তে কৃত্বা উপোত্তিষ্ঠেৎ (শত্রুং প্রতি গচ্ছেৎ), এবম্ এব (তদ্বদেব) অহং দ্বাভ্যাং প্রশ্নাভ্যাং ত্বা ত্বং উপোদস্থাং (উপস্থিতঃ ভবামি); মে (মম) তৌ (প্রশ্নৌ) ব্রূহি (কথয়)। [এবমুক্তঃ যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] হে গার্গি, [ত্বং] পৃচ্ছ (প্রশ্নং কুরু) ইতি ॥১৯৬॥২॥

মূলানুবাদ। [গার্গী ব্রাহ্মণগণের নিকট অনুমতি লাভ করিয়া] বলিতে লাগিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, কাশীপ্রদেশীয় কিংবা বিদেহদেশীয় উগ্রপুত্র অর্থাৎ বীরসন্তান যেমন গুণবিযুক্ত ধনুকে গুণযুক্ত করিয়া শত্রুসংহারী ফলকাযুক্ত দুইটী বাণ হস্তে করিয়া [বিপক্ষের অভিমুখে] উপস্থিত হয়, তদ্রূপ আমিও দুইটী প্রশ্ন লইয়া তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইতেছি; তুমি আমার সেই প্রশ্ন দুইটীর উত্তর বল। [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] হে গার্গি, তুমি প্রশ্ন কর। ১৯৬। ২

শাঙ্করভাষ্যম্। লব্ধানুজ্ঞা যাজ্ঞবল্ক্যম্ সা হ উবাচ—অহং বৈ ত্বা ত্বাং দ্বৌ প্রশ্নৌ—প্রক্ষ্যামীত্যনুষজ্যতে। কৌ তাবিতি জিজ্ঞাসায়াং তয়োর্দুরুত্তরত্বং দ্যোতয়িতুং দৃষ্টান্তপূর্ব্বকং তাবাহ—হে

যাজ্ঞবল্ক্য, যথা লোকে কাশ্যঃ—কাশিষু ভবঃ কাশ্যঃ; প্রসিদ্ধং শৌর্য্যং কাশ্যে; বৈদেহো বা বিদেহানাং বা রাজা, উগ্রপুত্রঃ শৌর্য্যান্বিত ইত্যর্থঃ। উজ্জ্যম্ অবতারিতজ্যাকং ধনুঃ পুনরধিজ্যম্ আরোপিতজ্যাকং কৃত্বা দ্বৌ বাণবন্তৌ—বাণশব্দেন শরাগ্রে যো বংশখণ্ডঃ সন্ধীয়তে, তেন বিনাপি শরো ভবতীত্যতো বিশিনষ্টি—বাণবন্তাবিতি; তৌ চ দ্বৌ বাণবন্তৌ শরৌ দ্বয়োরেব বিশেষণম্—সপত্নাতিব্যাধিনৌ শত্রোঃ পীড়াকরাবতিশয়েন, হস্তে কৃত্বা উপ উত্তিষ্ঠেৎ—সমীপত আত্মানং দর্শয়েৎ, এবমেব অহং ত্বা ত্বাং শরস্থানীয়াভ্যাং প্রশ্নাভ্যাং দ্বাভ্যাম্ উপোদস্থাং উত্থিতবত্যস্মি ত্বৎসমীপে; তৌ মে ব্রূহীতি—ব্রহ্মবিৎ চেৎ, আহেতরঃ—পৃচ্ছ গার্গীতি ॥১৯৬॥ ॥

টীকা সন্ধীয়তে, স উচ্যত ইতি শেষঃ। প্রশ্নয়োরবশ্যপ্রষ্টব্যত্বে ... কাযে হেতুরিত্যাহ—ব্রহ্মবিৎ চেদিতি ॥১৯৬॥২॥

ভাষ্যানুবাদ।—গার্গী ব্রাহ্মণগণের অনুমতি লাভ করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, আমি তোমাকে দুইটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব; সেই প্রশ্ন দুইটী কি কিরূপ, এই আকাঙ্ক্ষায় তাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন এবং সেই প্রশ্ন দুইটী যে, দুরুত্তর (উহার উত্তর দেওয়া যে, কঠিন), তাহা দেখাইবার জন্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক সেই প্রশ্ন দুইটী বলিতেছেন।—হে যাজ্ঞবল্ক্য, জগতে কাশ্য—কাশিপ্রদেশজাত—কাশিপ্রদেশীয় লোকের বীরত্ব প্রসিদ্ধ আছে; সেই কাশ্য কিংবা বৈদেহ—বিদেহাধিপতি উগ্রপুত্র—বীরসন্তান যেমন উজ্জ্য—যাহা হইতে গুণ খোলা হইয়াছে, এমন ধনুকে পুনর্ব্বার অধিজ্য করিয়া অর্থাৎ তাহাতে গুণ যোজনা করিয়া, বাণযুক্ত—শরের অগ্রভাগে যে, এক খণ্ড বংশ-ফলক সংযোজিত করা থাকে, এখানে 'বাণ' শব্দে তাহাই বুঝিতে হইবে; কারণ, ঐরূপ বংশখণ্ড ছাড়াও শর প্রস্তুত হইতে পারে; এই জন্য এখানে বিশেষ করিয়া 'বাণবন্ত' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে; বাণবন্ত ও সপত্নাতিব্যাধী অর্থাৎ শত্রুর অতিশয় পীড়াদায়ক দুইটী শর হস্তে করিয়া [বিপক্ষের] সমীপে আত্ম-প্রকাশ করে অর্থাৎ উপস্থিত হয়, ঠিক সেইরূপ শরস্থানীয় দুইটী প্রশ্ন লইয়া আমিও তোমার নিকট উপস্থিত হইতেছি। যদি ব্রহ্মবিৎ হও, তবে আমার সেই প্রশ্ন দুইটীর উত্তর বল। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে গার্গি, তুমি জিজ্ঞাসা কর ॥ ১৯৬ ॥ ২ ॥

সা হোবাচ যদূর্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্য দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে, যদ্ভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষতে, কস্মিংস্তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চেতি ।১ ৭॥৩॥

অন্বয়ার্থঃ। সা (গার্গী) উবাচ হ—হে যাজ্ঞবল্ক্য, যৎ (সূত্রং) দিবঃ (দ্যুলোকাৎ—ঊর্দ্ধাণ্ডকপালাৎ) ঊর্দ্ধম্, যৎ পৃথিব্যাঃ অধোঽণ্ডকপালাৎ) অবাক্ (অধঃ), যৎ ইমে দ্যাবাপৃথিবী অন্তরা অনয়োঃ দ্যাবাপৃথিব্যোঃ মধ্যে), যৎ ভূতং (অতীতং) চ, ভবৎ (বর্ত্তমানং) চ, ভবিষ্যৎ (পরভাবি) চ—ইতি আচক্ষতে (কথয়ন্তি) [শাস্ত্রবিদঃ], তৎ (সূত্রং) কস্মিন্ (বস্তুনি) ওতং চ প্রোতং চ? ইতি॥ ১৯৭।৩॥

মূলানুবাদ।—গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, পণ্ডিতগণ পূর্ব্বকথিত যে সূত্রকে দ্যুলোকের—ব্রহ্মাণ্ডাবরণ ঊর্দ্ধকপালের উপরে, যে সূত্রকে পৃথিবীর—অধঃকপালের অবাক্ অর্থাৎ নিম্নবর্ত্তী, যাহাকে এই দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী এবং যাহাকে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; জিজ্ঞাসা করি, সেই সূত্র আবার কোথায় ওত প্রোত রহিয়াছে? ॥ ১৯৭।৩।

শাঙ্করভাষ্যম্। সা হোবাচ যদূর্দ্ধম্ উপরি দিবোঽণ্ডকপালাৎ, যচ্চ অবাক্ অধঃ পৃথিব্যাঃ অধোঽণ্ডকপালাৎ, যচ্চ অন্তরা মধ্যে দ্যাবাপৃথিবী দ্যাবাপৃথিব্যোরণ্ডকপালয়োঃ, ইমে চ দ্যাবাপৃথিবী, যদ্ভূতং, যচ্চাতীতং, ভবচ্চ বর্ত্তমানং স্বব্যাপারস্থং, ভবিষ্যচ্চ বর্ত্তমানাদূর্দ্ধকালভাবি লিঙ্গগম্যং—যৎ সর্ব্বমেতদাচক্ষতে কথয়ন্তি আগমতঃ, তৎসর্ব্বং দ্বৈতজাতং যস্মিন্নেকীভবতীত্যর্থঃ। তৎ সূত্রসংজ্ঞং পূর্ব্বোক্তং কস্মিন্ ওতঞ্চ প্রোতঞ্চ—পৃথিবীধাতুরিবাপ্সু ॥১৯৭।৩।

টীকা। সূত্রস্যাধারে প্রষ্টব্যে কিমিতি সর্ব্বং জগদনূদ্যতে? তত্রাহ—তৎসর্ব্বমিতি পূর্ব্বোক্তং সর্ব্বজগদাত্মকমিতি যাবৎ। ১৯৭।৩।

ভাষ্যানুবাদ।—গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন—যাহা দ্যুলোকের—ব্রহ্মাণ্ডাবরণ ঊর্দ্ধ কপালের বা ঊর্দ্ধ খণ্ডের উপরে, পৃথিবীর—নিম্নবর্ত্তী অণ্ডকপালের অবাক্—অধঃ, যাহাকে এই পৃথিবী ও দ্যুলোকের মধ্যবর্ত্তী, এবং যাহাকে ভূত—অতীত, ভবৎ—বর্ত্তমানকালীন—যাহা নিজনিজ ব্যাপারক্ষম ও যাহা

ভবিষ্যৎ অর্থাৎ বর্ত্তমান কালের পরভাবী—শুধু অনুমানগম্য—যাহাকে এই সর্ব্বময় বলিয়া শাস্ত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ উক্ত [illegible] সমস্ত দ্বৈত জগৎ যাহাতে যাইয়া একীভূত হইয়া থাকে, পূর্ব্বোক্ত সেই সূত্র কোথায় ওত-প্রোতভাবে—পৃথিবী যেমন জলের মধ্যে আছে, তেমনি সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে? ॥ ১৯৭ ॥ ৩ ॥

স হোবাচ যদূর্দ্ধং গার্গি দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ ভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষতে, আকাশে তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চেতি ॥১।৮।৪।

সরলার্থঃ। [এবং পৃষ্টঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ গার্গীমাহ—] হে গার্গি, যৎ (ত্বদুক্তং সূত্রং) দিবঃ উর্দ্ধম্, যৎ পৃথিব্যাঃ অবাক্ (অধঃ), যৎ ইমে দ্যাবাপৃথিবী অন্তরা, যৎ ভূতং চ, ভবৎ চ, ভবিষ্যৎ চ—ইতি আচক্ষতে, তৎ সূত্রং (বায়ুরূপং) আকাশে ওতং চ প্রোতং চ [কৃতব্যাখ্যানমেতৎ সর্ব্বম্] ইতি ॥ ১৯৮ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে গার্গি, তোমার জিজ্ঞাসিত যে সূত্রকে দ্যুলোকের উপরে, পৃথিবীর নীচে, দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যে এবং ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ—সর্ব্ব বস্তুময় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই সূত্র—বায়ুরূপী সূত্র আকাশে ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে ॥ ১৯৮ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স হোবাচেতরঃ—হে গার্গি, যৎ ত্বয়োক্তমূর্দ্ধং দিব ইত্যাদি, তৎ সর্ব্বং—যৎ সূত্রমাচক্ষতে—তৎ সূত্রম্, আকাশে তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চ, যদেতদ্ ব্যাকৃতং সূত্রাত্মকং জগদব্যাকৃতাকাশে অপ্সু ইব পৃথিবীধাতু, ত্রিষপি কালেষু বর্ত্ততে—উৎপত্তৌ স্থিতৌ লয়ে চ ॥১৯৮॥৪॥

টীকা। যথাপ্রশ্নমনূদ্য প্রত্যুক্তিমাদর্শয়তি স হোবাচেতি। তাং ব্যাচষ্টে—যদেতদিতি। যজ্জগদ্ব্যাকৃতং সূত্রাত্মকমেতদব্যাকৃতাকাশে বর্ত্তত ইতি সম্বন্ধঃ। ত্রিষপি কালেষ্বিতি বস্তুক্তং, তদ্ব্যনক্তি—উৎপত্ত্যাদিতি ॥ ১৯৮ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে গার্গি, তুমি যে, বলিয়াছ, "ঊর্দ্ধং দিবঃ" (দ্যুলোকের উপরে) ইত্যাদি, তাহা সর্ব্বাত্মক—যাহাকে

সূত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, সেই সূত্র। সেই সূত্র আকাশে ওতপ্রোত আছে—যেমন পৃথিবী যেরূপ জলের মধ্যে আছে, তদ্রূপ ব্যাকৃত বা অভিব্যক্তাবস্থাপন্ন এই জগৎরূপ সূত্রও অব্যাকৃত (অনভিব্যক্ত বা অপরীকৃত রূপ) আকাশে—উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় এই অবস্থাত্রয়েই বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥ ১৯৮ ॥ ৪ ॥

সা হোবাচ নমস্তেঽস্তু যাজ্ঞবল্ক্য যো ম এতং ব্যবোচোঽপরস্মৈ ধারয়স্বেতি, পৃচ্ছ গার্গীতি ॥১৯৯॥৫॥

সরলার্থঃ। [যাজ্ঞবল্ক্যেন এবমুক্তা] সা (গার্গী) উবাচ হ—হে যাজ্ঞবল্ক্য, তে (তুভ্যং) নমঃ (নমস্কারঃ) অস্তু; অহং ত্বাং প্রণমামি ইত্যর্থঃ, যঃ (ত্বং) মে মম এতং উক্তং প্রশ্নং ব্যবোচঃ (বিশেষেণ উক্তবান্ অসি); [অতঃপরং] অপরস্মৈ (দ্বিতীয়াস্মৈ প্রশ্নায়) ধারয়স্ব (মৎপ্রষ্টব্য-দ্বিতীয়প্রশ্নার্থং ধারণার্থম্ আত্মানং দৃঢ়ীকুরু) ইতি। [এবমুক্তঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ আহ—] হে গার্গি, পৃচ্ছ প্রশ্নং প্রকাশয়েত্যর্থঃ, ইতি ॥১৯৯॥৫॥

মূলানুবাদ। [যাজ্ঞবল্ক্য প্রশ্নের উত্তর দিলে পর, গার্গী বলিলেন] হে যাজ্ঞবল্ক্য, তোমার উদ্দেশ্যে নমস্কার করি; যে তুমি আমার এই প্রশ্নের উত্তম উত্তর দিয়াছ; এখন অপর প্রশ্নের জন্য আপনাকে দৃঢ় কর। [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন] হে গার্গি, তুমি জিজ্ঞাসা কর ॥ ১৯৯ ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পুনঃ সা হোবাচ—নমস্তেঽস্ত্বিত্যাদি-প্রশ্নস্য দুর্ব্বচত্বপ্রদর্শনার্থম্। যো মে মম এতং প্রশ্নং ব্যবোচঃ বিশেষেণোক্তবানসি। এতস্য দুর্ব্বচত্বে কারণম্—সূত্রমেব তাবদগম্যমিতরৈর্দুর্ব্বাচ্যম্, কিমুত তৎ যস্মিন্নোতঞ্চ প্রোতঞ্চেতি; অতো নমোঽস্তু তে তুভ্যম্। অপরস্মৈ দ্বিতীয়ায় প্রশ্নায় ধারয়স্ব দৃঢ়ীকুরু আত্মানমিত্যর্থঃ। পৃচ্ছ গার্গীতি ইতর আহ, ১৯৯॥৫॥

টীকা। • ॥ ১৯৯ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ। গার্গী পুনশ্চ বলিলেন; নিজের প্রশ্নের দুর্ব্বচত্ব অর্থাৎ আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়, ইহা বুঝাইবার জন্য বলিলেন—তুমি যখন আমার এই প্রথম প্রশ্ন বলিয়াছ—বিশেষভাবে উহার উত্তর দিয়াছ; তখন তোমার উদ্দেশ্য নমস্কার, এই প্রশ্নটীর দুর্ব্বচত্বের (কঠিনত্বের) কারণ এই যে, সাধারণতঃ অপর লোকের পক্ষে সূত্র-তত্ত্বই দুর্ব্বিজ্ঞেয় ও

দুর্নিরূপণীয়, তাহা আবার যাহাতে ওতপ্রোত রহিয়াছে, তাহার ত আর কথাই নাই ; [তুমি তাহা বলিতে পারিয়াছ]; অতএব তোমাকে নমস্কার। এখন অপর দ্বিতীয় প্রশ্নের জন্য আপনাকে দৃঢ় কর, অর্থাৎ উত্তরদানে মনোযোগী হও। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে গার্গি, তুমি জিজ্ঞাসা কর ॥১৯৯॥৫॥

সা হোবাচ যদূর্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্য দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষতে, কস্মিংস্তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চেতি ॥২০০॥৬॥

সহজার্থঃ। যাজ্ঞবল্ক্যেন কথিতং যৎ আকাশ-প্রতিষ্ঠিতত্বমুক্তম্, তদেব দৃঢ়ীকারয়িতুং গার্গী উক্তমেব প্রশ্নং পুনঃ প্রাহ—নতু কিঞ্চিদপূর্ব্বম্। অতীততৃতীয়শ্রুতিবৎ অস্যাঃ শব্দব্যাখ্যা বিজ্ঞেয়া ॥২০০॥৬॥

মূলানুবাদ। যাজ্ঞবল্ক্য পূর্ব্বে যে সূত্রকে আকাশে ওতপ্রোত বলিয়াছেন, সেই কথারই দৃঢ়তাসম্পাদনের জন্য গার্গী পুনশ্চ প্রথম প্রশ্নেরই পুনরুল্লেখ করিতেছেন মাত্র; কিন্তু ইহাতে কোনও নূতন কথা বলিতেছেন না। তৃতীয় শ্রুতিতেই ইহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে ॥২০০॥৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ব্যাখ্যাতমন্যৎ। সা হোবাচ যদূর্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্যেত্যাদি প্রশ্নঃ, প্রতিবচনঞ্চোক্তস্যৈবার্থস্যাবধারণার্থং পুনরুচ্যতে, ন কিঞ্চিদপূর্ব্বমর্থান্তরমুচ্যতে ॥২০০॥

টীকা। বক্ষ্যমাণবাক্যমক্ষরনিষ্ঠ্যর্থমুচ্যতে ; [illegible] সা হোবাচেতি। পুনরুক্তেঃ [illegible] উক্তস্যৈবেত্যাদি ॥

ভাষ্যানুবাদ। এই শ্রুতির অন্যান্য অংশ পূর্ব্বেই (পূর্ব্ব তৃতীয় শ্রুতীতেই) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে যাজ্ঞবল্ক্য যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহারই দৃঢ়তা সম্পাদনের নিমিত্ত—'সা হ উবাচ—যদূর্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্য" ইত্যাদি প্রশ্ন ও তাহার প্রত্যুত্তরের এখানে পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র, কিন্তু এখানে কোনও নূতন বিষয় বলা হয় নাই ॥২০০॥৬॥

স হোবাচ যদূর্দ্ধং গার্গি দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষতে

আকাশ এব তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চেতি। কস্মিন্নু খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি ॥২০১॥৭॥

সরলার্থঃ। ['স হ উবাচ—' ইত্যাদি—ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষতে' ইত্যস্য সন্দর্ভস্য ব্যাখ্যা প্রাগেব চতুর্থশ্রুতৌ প্রদর্শিতা ; অতঃ পরিশিষ্টস্য ব্যাখ্যা নিরূপ্যতে—] তৎ (সূত্রং) আকাশে এব (ন তু অন্যত্র)। [অত্র 'এব'-শব্দেন সূত্রস্য আকাশাদন্যত্র স্থিতি-সম্বন্ধো নিবার্য্যতে]। [গার্গী পুনরাহ,] নু (ভোঃ), আকাশঃ (সূত্রাধারঃ) খলু (নিশ্চয়ে) কস্মিন্ ওতঃ চ প্রোতঃ চ ? ইতি ॥ ২০১ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ। 'স হোবাচ' হইতে 'ইত্যাচক্ষতে' পর্য্যন্ত বাক্যের ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে বিশেষ এই যে, যাজ্ঞবল্ক্য অবধারণ করিয়া বলিলেন—আকাশেই উহা ওতপ্রোত রহিয়াছে, (অন্যত্র নহে)। [গার্গী পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন,] মহাশয়, সেই আকাশ আবার কোথায় ওত-প্রোত আছে ? ॥ ২০১ ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সর্ব্বং যথোক্তং গার্গ্যা প্রত্যুচ্চার্য্য তমেব পূর্ব্বোক্তমর্থমবধারিতবান্ আকাশ এবেতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ। গার্গী আহ—কস্মিন্ নু খলু আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি। আকাশমেব তাবৎ কালত্রয়াতীতত্বাৎ দুর্ব্বাচ্যম্, ততোঽপি কষ্টতরমক্ষরম্,—যস্মিন্ আকাশমোতঞ্চ প্রোতঞ্চ ; অতোঽবাচ্যম্—ইতি কৃত্বা, ন প্রতিপদ্যতে সা অপ্রতিপত্তির্নাম নিগ্রহস্থানং তার্কিকসময়ে। অথ অবাচ্যমপি বক্তি, তথাপি বিপ্রতিপত্তির্নাম নিগ্রহস্থানম্, বিরুদ্ধা প্রতিপত্তির্হি সা, যদবাচ্যস্য বদনম্ ; অতো দুর্ব্বচনং প্রশ্নং মন্যতে গার্গী ॥২০১॥৭॥

টীকা। প্রতিবচনানুবাদতাৎপর্য্যমাহ—গার্গ্যেতি। প্রশ্নাভিপ্রায়ং প্রকটয়তি—আকাশমেবেতি ॥ ২০১ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ। যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কথার পুনরুচ্চারণপূর্ব্বক 'আকাশ এব' (আকাশই) ইত্যাদি বলিয়া আপনার পূর্ব্বোক্ত উত্তর বাক্যেরই দৃঢ়তা স্থাপন করিলেন। গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন—ভাল, আকাশই বা কোথায় ওত-প্রোত রহিয়াছে ? [এই প্রশ্নের অভিপ্রায় এই যে,] প্রথমতঃ কালত্রয়ের অতীত—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালের অতীত

বলিয়া আকাশের তত্ত্ব নিরূপণ করাই কঠিন; সেই আকাশ আবার যাহাতে ওতপ্রোত রহিয়াছে, সেই অক্ষর ব্রহ্ম ত তদপেক্ষাও অবাচ্য; সুতরাং ইহা উত্তরের যোগ্যই হইতে পারে না। এই কারণে ইহাকে 'অপ্রতিপত্তি' নামক 'নিগ্রহ স্থান' বলা হইয়া থাকে (১); আর যাহা অবাচ্য বচনযোগ্য নয়, সে কথাও যদি বলা হয়, তাহা হইলেও 'বিপ্রতিপত্তি' নামক 'নিগ্রহস্থান' হইয়া পড়ে; কেননা, ইহা বিরুদ্ধ প্রতিপত্তি (বিপ্রতিপত্তি) বা বিরুদ্ধ জ্ঞান হইল; অর্থাৎ যাহ বলিতে নাই, তাহাই বলা হইল; এই কারণে গার্গী মনে করিলেন যে, আমার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভবপর হইবে না ॥২০৷৷৭॥

স হোবাচৈতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্য-স্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়্বনাকাশমসঙ্গম-রসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রমনন্ত-রমবাহ্যং ন তদশ্নাতি কিঞ্চন ন তদশ্নাতি কশ্চন ॥২০॥৮॥

অন্বয়ার্থঃ। সঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ—হে গার্গি, ব্রাহ্মণাঃ ব্রহ্মবাদিনঃ এতৎ (বক্ষ্যমাণবিশেষণম্) অক্ষরং (ন ক্ষরতি স্বভাবাৎ ন প্রচ্যবতে ইতি অক্ষরং) অভিবদন্তি বৈ (এব তৎ, যৎ ত্বয়া পৃষ্টম্), অভিবদন্তি (কথয়ন্তি), [ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি' ইত্যনেন আত্মনঃ অবাচ্যবচনাৎ যৎ অবিপ্রতিপত্তি-বিপ্রতিপত্তি-রূপদোষদ্বয়মাশঙ্কিতং, তৎ পরিহৃত-মিতি ভাবঃ]। [কিংলক্ষণং তদক্ষরম্? ইত্যাহ—] অস্থূলং, অনণু (অণুভিন্নং), অহ্রস্বং, অদীর্ঘং, অলোহিতং (লৌহিত্যহীনং) অস্নেহং (জলীয়স্নেহগুণরহিতং), অচ্ছায়ং (ভূমিগুণ-মালিন্যরহিতং), অতমঃ (অন্ধকারশূন্যং, অবায়ু, অনাকাশং, অসঙ্গং, অরসং, অগন্ধং, অচক্ষুষ্কং, অশ্রোত্রং,

(১) তাৎপর্য্য—ন্যায়দর্শনে ছল, জাতি, অপ্রতিপত্তি প্রভৃতি কতকগুলি তর্কাংশকে 'নিগ্রহস্থান' বলা হইয়াছে। যে কথার প্রকৃত উত্তর নাই, অথবা সহজবুদ্ধির অগম্য, অর্থাৎ বিপক্ষগণ যে কথার উত্তর দিতে সহজেই কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে, সেরূপ কথাকে 'নিগ্রহস্থান' বলিতে পারা যায়। এখানেও, আকাশ যে কিপদার্থ, তাহাই বলা কঠিন, তাহার উপর আবার সেই আকাশের আশ্রয় নিরূপণ করা ত আরও কঠিন; এইজন্য অতিশয় দুর্জ্ঞেয়তা নিবন্ধন ইহাকেও 'অপ্রতিপত্তি' নামক 'নিগ্রহস্থান' বলা হইল।

অবাক্, অমনঃ, অতেজস্কং (অগ্ন্যাদি তেজঃসম্বন্ধরহিতম্), অপ্রাণং অমুখং, অমাত্রং (মাত্রা পরিমিতং ক্রিয়তে অনেন ইতি মাত্রং, তদ্রহিতম্), অনন্তরং (অচ্ছিদ্রং নিরবকাশম্), অবাহ্যং অস্য বহির্ন কিঞ্চিদস্তীত্যর্থঃ ;; তৎ (অক্ষরং) কিঞ্চন (কিঞ্চিদপি বস্তু) ন অশ্নাতি (ভুঙ্ক্তে), কশ্চন (কশ্চিদপি জনঃ) তৎ (অক্ষরং) ন অশ্নাতি ভুঙ্ক্তে। ভোক্তৃভোগ্যভাব-বিহীনং ইদমিত্যর্থঃ ॥২০২॥৮॥

মূলানুবাদ। [যাহাতে পূর্ব্বোক্ত কোন দোষ সম্ভাবিত না হয়, যাজ্ঞবল্ক্য ঠিক সেইরূপে উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন—] যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে গার্গি, [তুমি যে বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছ,] ব্রাহ্মণগণ (ব্রহ্মবিদ্‌গণ) তাহাকে এই অক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই অক্ষর বস্তুটা স্থূল নয়, সূক্ষ্ম নয়, হ্রস্ব নয়, দীর্ঘ নয়, রক্তবর্ণ নয়, স্নেহ বা আর্দ্রতাযুক্ত নয়, ছায়াযুক্ত নয়, তমোযুক্ত নয়, বায়ু নয়, আকাশ নয়, আসক্ত নয়, এবং রস, গন্ধ, চক্ষু, শ্রোত্র, বাক্, মন, তেজঃ, প্রাণ ও মুখযুক্তও নয়, যাহাদ্বারা কোন বস্তুকে পরিমিত করা যায়, সে গুণ তাহাতে নাই, এবং তাহার অন্তর বা বাহির নাই, তাহা কাহা-কেও ভক্ষণ করে না, এবং তাহাকেও কেহ ভক্ষণ করে না ॥২০২॥৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তদ্দোষদ্বয়মপি পরিজিহীর্ষন্নাহ—স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ, এতদ্বৈ তৎ, যৎ পৃষ্টবত্যসি—কস্মিন্নু খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি, কিং তৎ? অক্ষরং—যন্ন ক্ষীয়তে ন ক্ষরতীতি বা অক্ষরং। তদক্ষরম্ হে গার্গি, ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবিদঃ অভিবদন্তি; ব্রাহ্মণাভিবদনকথনেন, নাহমবাচ্যং বক্ষ্যামি, ন চ ন প্রতিপৎস্যামীত্যেবং দোষদ্বয়ং পরিহরতি।

এবমপাকৃতে প্রশ্নে পুনর্গার্গ্যাঃ প্রতিবচনং দ্রষ্টব্যম্—ব্রূহি কিং তদক্ষরম্, যদ্ ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি—ইত্যুক্ত আহ অস্থূলং—তৎ স্থূলাদন্যৎ; এবং তর্হি অণু—অনণু; অস্তু তর্হি হ্রস্বম্, অহ্রস্বম্, এবং তর্হি দীর্ঘম্, নাপি দীর্ঘম্। এবমেতৈ-শ্চতুর্ভিঃ পরিমাণপ্রতিষেধৈর্দ্রব্যধর্মঃ প্রতিষিদ্ধঃ—ন দ্রব্যং তদক্ষরমিত্যর্থঃ। অস্তু তর্হি লোহিতো গুণঃ; ততোঽপ্যন্যৎ—অলোহিতম্, আগ্নেয়ো গুণো লোহিতঃ; ভবতু তর্হি অপাং স্নেহনম্?—অস্নেহম্; অস্তু তর্হি ছায়া? সর্বথাপ্যনির্দেশ্য-

ছায়াং ছায়ায়া অপ্যন্যৎ—অচ্ছায়ম্ ; অস্তু তর্হি তমঃ অতমঃ ; ভবতু বায়ুস্তর্হি, অবায়ুঃ ; অস্তু তর্হ্যাকাশম্,—অনাকাশম্ ; ভবতু তর্হি সঙ্গাত্মকং জতুবৎ, অসঙ্গম্ ; রসোঽস্তু তর্হি, অরসম্ ; তথা অগন্ধম্ ; অস্তু তর্হি চক্ষুঃ, অচক্ষুষ্কম্ ; ন হি চক্ষুরস্য করণং বিদ্যতে, অতোঽচক্ষুষ্কং "পশ্যত্যচক্ষুঃ" ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ ; তথা অশ্রোত্রম্ "স শৃণোত্যকর্ণঃ" ইতি ; ভবতু তর্হি বাক্—অবাক্ ; তথা অমনঃ ; তথা অতেজস্কম্, অবিদ্যমানং তেজোঽস্য, তদতেজস্কম্ ; ন হি তেজোঽগ্ন্যাদি-প্রকাশবদস্য বিদ্যতে ; অপ্রাণম্ ; আধ্যাত্মিকো বায়ুঃ প্রতিষিধ্যতে অপ্রাণমিতি ; মুখং তর্হি দ্বারম্, তদমুখম্ ; অমাত্রং মীয়তে যেন, তন্মাত্রম্, অমাত্রং, মাত্রারূপং তন্ন ভবতি, ন তেন কিঞ্চিন্মীয়তে ; অস্তু তর্হি ছিদ্রবৎ—অনন্তরং নাস্যান্তরমস্তি ; সম্ভবেত্তর্হি বহিস্তস্য—অবাহ্যং, অস্তু তর্হি ভক্ষয়িতৃ তৎ, ন তদশ্নাতি কিঞ্চন ; ভবেত্তর্হি ভক্ষ্যং কস্যচিৎ, ন তদশ্নাতি কশ্চন ; সর্ববিশেষণরহিতমিত্যর্থঃ। একমেবাদ্বিতীয়ং হি তৎ কেন কিং বিশিষ্যতে ॥২০২৮॥

টীকা। [illegible] একমিতি। ২০২৮

ভাষ্যানুবাদ। [যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর আশঙ্কিত দুইটী দোষেরই পরিহারপূর্ব্বক বলিতেছেন—হে গার্গি,] ইহাই তাহা, যাহার কথা তুমি 'কস্মিন্ নু খলু আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ' বলিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছ। 'তাহা' কি ? না, 'অক্ষর', যাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না বা স্বভাবচ্যুত হয় না, তাহা অক্ষর; হে গার্গি, ব্রাহ্মণগণ—ব্রহ্মবিদ্গণ তাহাকে 'অক্ষর' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। এখানে 'ব্রাহ্মণগণ অভিহিত করিয়া থাকেন' বলায় বুঝা গেল যে, 'আমি অবচনীয় কথা বলিব, কিংবা আমি বুঝিতেই পারিব না' এইরূপ যে, দুইটী দোষ আশঙ্কিত হইয়াছিল, সেই দুইটী দোষই খণ্ডিত হইল।১

যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপে গার্গীর প্রশ্নোত্তর প্রদান করিলে পর, গার্গী পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন—বল ত, ব্রাহ্মণগণ যাহার স্বরূপ বলিয়া থাকেন ; সেই

অক্ষরটী কিরূপ? এই কথার পর যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন অস্থূল—তাহা স্থূল হইতে ভিন্ন; ভাল, একপ যদি হয়, তবে তিনি অণু হইতে পারেন; না—তিনি অনণু অর্থাৎ পরম সূক্ষ্ম হইতেও ভিন্ন; তবে হ্রস্ব হউক? না—অহ্রস্ব; তবে দীর্ঘ হউক? না, দীর্ঘও নহে—অদীর্ঘ এখানে দ্রব্য-ধর্ম্ম চারিপ্রকার পরিমাণেরই নিষেধ করায়, উহাতে দ্রব্যত্বও প্রতিষিদ্ধ হইল অর্থাৎ সেই অক্ষর কোনও দ্রব্য পদার্থ নহে। তবে লৌহিত্য গুণ হউক? না, তাহা হইতেও পৃথক্,- অলোহিত, লৌহিত্য গুণটী অগ্নির ধর্ম্ম; [সুতরাং অক্ষরে তাহা থাকিতে পারে না]; তাহা হইলে জলের স্নেহগুণ থাকুক? না—অস্নেহ অর্থাৎ স্নেহগুণও তাহাতে নাই (১); তবে ছায়া হউক? না—কোন রূপেই যখন তাহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করা সম্ভব হয় না, তখন উহা ছায়া হইতেও ভিন্ন—অচ্ছায়; তাহা হইলে অন্ধকার হউক? না—অতমঃ (অন্ধকারও নয়); তবে বায়ু স্বরূপ হউক? না—অবায়ু (বায়ু নয়); তবে আকাশ হইতে পারে? না—তিনি অনাকাশ; তাহা হইলে লাক্ষা যেমন সঙ্গাত্মক অর্থাৎ অন্য বস্তুর সহিত মিলিত হইয়া থাকে, সেরূপ হউক? না, উহা অসঙ্গ; তবে রস হউক? না, অরস; তবে গন্ধ হউক? না—অগন্ধ; তাহা হইলে চক্ষু হউক? না—চক্ষুও নহে; কারণ, মন্ত্রে আছে "তিনি চক্ষুর্‌রহিত অথচ দর্শন করেন"; সেইরূপ অশ্রোত্র; কারণ, মন্ত্রে আছে 'তিনি কর্ণহীন, তবু শ্রবণ করেন'; তবে বাগিন্দ্রিয় হউক, না, অবাক্; সেইরূপ তিনি অমনঃ (মন রহিত), এবং অতেজস্ক, তেজ যাহাতে বিদ্যমান নাই, তাহা অতেজস্ক; অগ্নি প্রভৃতির যেমন প্রকাশ আছে, ইহার তেমন কোনও তেজ নাই; তিনি অপ্রাণ, এখানে 'অপ্রাণ' শব্দে আধ্যাত্মিক বায়ুর (প্রাণবায়ুর) প্রতিষেধ করা হইয়াছে; তাহা হইলে, মুখদ্বার হউক, না তাহা অমুখ; অমাত্র—যাহাদ্বারা অপর বস্তু পরিমিত করা যায়, তাহা 'মাত্র'; উক্ত অক্ষর মাত্রস্বরূপও নহে; কারণ, তাহাদ্বারা কোন বস্তু পরিমিত হয় না; তাহা হইলে ছিদ্রযুক্ত (রন্ধ্রযুক্ত) হউক; না,—অনন্তর অর্থাৎ তাহার ছিদ্র নাই; তবে তাহার বাহির (বহির্ভাব) থাকা সম্ভব? না অবাহ্য অর্থাৎ তাহার বাহ্যাভ্যন্তরভাব

(১) তাৎপর্য্য - যে গুণের সাহায্যে ছাতু প্রভৃতি শুষ্ক দ্রব্য জল বা ঘৃতাদি সংযোগে পিণ্ডাকার ধারণ করে, তাহাকে বলে 'স্নেহ'; এই স্নেহ গুণটী জলের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

নাই। তবে তাহা ভক্ষক হইতে পারে? না—তিনি কিছু ভক্ষণ করেন না; তাহা হইলে অপরের ভক্ষ্য হউক? না, কেহ তাঁহাকেও ভক্ষণ করে না; অর্থাৎ তিনি সর্ব্বপ্রকার বিশেষণ বা বিশেষ ধর্ম্মরহিত; কারণ, তিনি হইতেছেন এক অদ্বিতীয়; সুতরাং তাঁহাকে কোন গুণ দ্বারা বিশেষিত করিতে পারা যায় না॥২০২৮॥

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ, এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবা-পৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্ত্যেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যা যাং যাঞ্চ দিশমন্বেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি, যজমানং দেবাঃ, দর্ব্বীং পিতরোঽন্বায়ত্তাঃ॥১০৮॥৯॥

অন্বয়ার্থঃ। ইদানীং কার্য্যপ্রদর্শনেন অক্ষরস্যাস্তিত্বমুপপাদয়তি "এতস্য বা অক্ষরস্য" ইত্যাদিনা। হে গার্গি, এতস্য খলু অক্ষরস্য প্রশাসনে (শাসনে) সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ (সূর্য্যঃ চন্দ্রশ্চ) বিধৃতৌ (বিশেষেণ রক্ষিতৌ সন্তৌ) তিষ্ঠতঃ (বর্ত্তেতে); তথা হে গার্গি, দ্যাবা-পৃথিব্যৌ (দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ) এতস্য অক্ষরস্য প্রশাসনে বিধৃতে সত্যৌ তিষ্ঠতঃ; হে গার্গি, তথা নিমেষাঃ (অতিসূক্ষ্মাঃ কালাবয়বাঃ), মুহূর্ত্তাঃ (দণ্ডদ্বয়াত্মকাঃ কালাবয়বাঃ), অহোরাত্রাণি (অহানি চ রাত্রয়শ্চ), অর্দ্ধমাসাঃ, মাসাঃ, ঋতবঃ, সংবৎসরাঃ (দ্বাদশমাসাত্মকাঃ, কদাচিৎ ত্রয়োদশমাসাত্মকাঃ চ) ইতি (এতে কালাবয়বাঃ) এতস্য অক্ষরস্য প্রশাসনে বিধৃতাঃ বৈ তিষ্ঠন্তি; তথা হে গার্গি, প্রাচ্যঃ (পূর্ব্বদিগ্গামিন্যঃ) অন্যাঃ (দিগন্তরগামিন্যঃ) চ নদ্যঃ (গঙ্গাদ্যাঃ) এতস্য অক্ষরস্য প্রশাসনে [বিধৃতাঃ] বৈ শ্বেতেভ্যঃ গিরিভ্যঃ (হিমালয়াদি-পর্ব্বতেভ্যঃ) স্যন্দন্তে (স্রবন্তি); তথা প্রতীচ্যঃ (পশ্চিমদিক্-প্রবাহিন্যঃ সিন্ধুপ্রভৃতয়ঃ) অন্যাঃ অপি নদ্যঃ] যাং যাং দিশম্ অনু (অনুগতাঃ), [তা অপি তাং তাং দিশং ন পরিত্যজন্তি ইতি শেষঃ]; হে গার্গি,

মনুষ্যাঃ এতস্য অক্ষরস্য প্রশাসনে [স্থিতাঃ সন্তঃ] দদতঃ (দানাদিদাতৄন্) প্রশংসন্তি; দেবাঃ (যজ্ঞভাগিনঃ) যজমানম্ (যজ্ঞকর্ত্তারং), পিতরঃ (অগ্নিষ্বাত্তাদয়ঃ) দর্ব্বীং (দর্ব্বীহোমং) অন্বায়ত্তাঃ (সন্তঃ) (প্রশংসন্তি ইত্যর্থঃ) ॥ ২০৩ ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ। [এখন কার্য্যদ্বারা অক্ষর পুরুষের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন]। [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] হে গার্গি, সূর্য্য ও চন্দ্র উক্ত অক্ষর ব্রহ্মের প্রদীপ্ত শাসনে নিয়মিত হইয়া রহিয়াছে; হে গার্গি, দ্যুলোক ও পৃথিবী এই অক্ষর ব্রহ্মের শাসনেই স্থির রহিয়াছে; হে গার্গি, নিমেষ (ক্ষুদ্রতম কালাংশ), মুহূর্ত্ত, দিবারাত্র, অর্দ্ধমাস (এক পক্ষ), মাস, ঋতু ও সংবৎসর সমূহ এই অক্ষরের শাসনেই নিয়মিত হইয়া রহিয়াছে; হে গার্গি, এই অক্ষরের শাসনেই পূর্ব্বদিক্ প্রবাহিণী এবং অন্যান্য নদীসমূহও শ্বেত পর্ব্বত—হিমালয় প্রভৃতি হইতে যথানিয়মে ক্ষরিত হইতেছে; সেইরূপ পশ্চিম, দিক্‌প্রবাহিণী এবং অন্যান্য নদী সকলও যে যে দিকে যাইয়া থাকে, তাহারা তাহার ব্যতিক্রম করিতেছে না; হে গার্গি, এই অক্ষরের শাসনে আছে বলিয়াই মনুষ্যগণ দানশীল লোকদিগকে, এবং দেবতাগণ যজমানকে (যজ্ঞকর্ত্তাকে) প্রশংসা করিয়া থাকেন, এবং পিতৃগণ দর্ব্বীহোমের অনুগত রহিয়াছেন ॥ ২০৩ ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অনেকবিশেষণপ্রতিষেধ-প্রয়াসাৎ অস্তিত্বং তাবদক্ষরস্যোপগমিতং শ্রুত্যা; তথাপি লোকবুদ্ধিমপেক্ষ্যাশঙ্ক্যতে যতঃ; অতোঽস্তিত্বায় অনুমানং প্রমাণমুপন্যস্যতি—এতস্য বা অক্ষরস্য। যদেতদধিগতমক্ষরং সর্ব্বান্তরং সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম, য আত্মা অশনায়াদি-ধর্ম্মাতীতঃ, এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে—যথা রাজ্ঞঃ প্রশাসনে রাজ্যমস্ফুটিতং নিয়তং বর্ত্ততে, এবমেতস্যাক্ষরস্য প্রশাসনে—হে গার্গি, সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ সূর্য্যশ্চ চন্দ্রমাশ্চ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ অহোরাত্রয়োর্লোকপ্রদীপৌ,—তাদর্থ্যেন প্রশাসিত্রা তাভ্যাং নির্ব্বর্ত্ত্যমান-লোকপ্রয়োজনবিজ্ঞানবতা নির্ম্মিতৌ বিধৃতৌ চ, স্যাতাম্—সাধারণসর্ব্বপ্রাণিপ্রকাশোপকারকত্বাৎ লৌকিক-প্রদীপবৎ। তস্মাদস্তি তৎ, যেন বিধৃতৌ ঈশ্বরৌ স্বতন্ত্রৌ সন্তৌ নির্ম্মিতৌ

তিষ্ঠতঃ—নিয়তদেশকালনিমিত্তোদয়াস্তময়বৃদ্ধিক্ষয়াভ্যাং চ বর্ত্তেতে; তদস্তি এবমেতয়োঃ প্রশাসিতৃ অক্ষরং প্রদীপকর্ত্তৃ-বিধারয়িতৃবৎ।১

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ—দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ সাবয়বত্বাৎ স্ফুটনস্বভাবে অপি সত্যৌ, গুরুত্বাৎ পতনস্বভাবে, সংযুক্তত্বাৎ বিয়োগস্বভাবে, চেতনাবদভিমানিদেবতাধিষ্ঠিতত্বাৎ স্বতন্ত্রে অপি এতস্যাক্ষরস্য প্রশাসনে বর্ত্তেতে বিধৃতে তিষ্ঠতঃ। এতদ্ধি অক্ষরং সর্ব্বব্যবস্থাসেতুঃ সর্ব্বমর্য্যাদাবিধরণম্; অতো নাক্ষরস্য প্রশাসনং দ্যাবাপৃথিব্যৌ অতিক্রামতঃ; তস্মাৎ সিদ্ধমস্ত্যস্তিত্বমক্ষরস্য; অব্যভিচারি হি তল্লিঙ্গং যদ্ দ্যাবাপৃথিব্যৌ নিয়মেন বর্ত্তেতে; চেতনাবন্তং প্রশাসিতারমসংসারিণমন্তরেণ নৈতদ্ যুক্তম্; "যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া" ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ।২

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা ইত্যেতে কালাবয়বাঃ সর্ব্বস্যাতীতানাগতবর্ত্তমানস্য জনিমতঃ কলয়িতারঃ; যথা লোকে প্রভুণা নিয়তো গণকঃ সর্ব্বমায়ং ব্যয়ঞ্চ অপ্রমত্তো গণয়তি, তথা প্রভুস্থানীয় এবাং কালাবয়বানাং নিয়ন্তা। তথা প্রাচ্যঃ প্রাগঞ্চনাঃ পূর্ব্বদিগ্গমনা নদ্যঃ স্যন্দন্তে স্রবন্তি, শ্বেতেভ্যঃ হিমবদাদিভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যো গিরিভ্যো গঙ্গাদ্যা নদ্যঃ, তাশ্চ যথাপ্রবর্ত্তিতা এব নিয়তাঃ প্রবর্ত্তন্তে, অন্যথাপি প্রবর্ত্তিতুমুৎসহন্ত্যঃ; তদেতল্লিঙ্গং প্রশাস্তুঃ। প্রতীচ্যোঽন্যাঃ প্রতীচীং দিশমঞ্চন্তি সিন্ধ্বাদ্যা নদ্যঃ অন্যাশ্চ যাং যাং দিশমনুপ্রবৃত্তাস্তাং তাং ন ব্যভিচরন্তি; তচ্চ লিঙ্গম্।৩

কিঞ্চ, দদতঃ হিরণ্যাদীন্ প্রযচ্ছতঃ আত্মপীড়াং কুর্ব্বতোঽপি প্রমাণজ্ঞা অপি মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি; তত্র যচ্চ দীয়তে, যে চ দদতি, যে চ প্রতিগৃহ্ণন্তি, তেষামিহৈব সমাগমো বিলয়শ্চ প্রত্যক্ষো দৃশ্যতে, অদৃষ্টস্তু পরঃ সমাগমঃ। তথাপি মনুষ্যা দদতাং দানফলেন সংযোগং পশ্যন্তঃ প্রমাণজ্ঞতয়া প্রশংসন্তি; তচ্চ, কর্ম্মফলেন সংযোজয়িতরি কর্ত্তুঃ কর্ম্মফলবিভাগজ্ঞে প্রশাস্তরি অসতি ন স্যাৎ, দানক্রিয়ায়াঃ প্রত্যক্ষবিনাশিত্বাৎ; তস্মাদস্তি দানকর্ত্তৄণাং ফলেন সংযোজয়িতা।৪

অপূর্ব্বমিতি চেৎ; ন, তৎসদ্ভাবে প্রমাণানুপপত্তেঃ। প্রশাস্তরপীতি চেৎ; ন, আগমতাৎপর্য্যস্য সিদ্ধত্বাৎ; অবোচাম হ্যাগমস্য বস্তুপরত্বম্। কিঞ্চান্যৎ-অপূর্ব্বকল্পনায়াঞ্চার্থাপত্তেঃ ক্ষয়ঃ, অন্যথৈবোপপত্তেঃ; সেবাফলস্য সেব্যাৎ প্রাপ্তিদর্শনাৎ। সেবায়াশ্চ ক্রিয়াত্বাৎ তৎসামান্যাচ্চ, যাগদানহোমাদীনাং

সেব্যাদীশ্বরাদেঃ ফলপ্রাপ্তিরুপপদ্যতে। দৃষ্টক্রিয়াধর্ম্মসামর্থ্যমপরিত্যজ্যৈব ফলপ্রাপ্তিকল্পনোপপত্তৌ দৃষ্টক্রিয়াধর্ম্মসামর্থ্যপরিত্যাগো ন ন্যায্যঃ।৫

কল্পনাধিক্যাচ্চ,—ঈশ্বরঃ কল্প্যঃ, অপূর্ব্বং বা? তত্র ক্রিয়ায়াশ্চ স্বভাবঃ সেব্যাৎ ফলপ্রাপ্তিঃ দৃষ্টা, ন ত্বপূর্ব্বাৎ। নচাপূর্ব্বং দৃষ্টম্; তত্রাপূর্ব্বমদৃষ্টং কল্পয়িতব্যম্; তস্য চ ফলদাতৃত্বে সামর্থ্যম্; সামর্থ্যে চ সতি দানকর্তৃত্বা-ধিকমিতি; ইহ তু ঈশ্বরস্য সেব্যস্য সম্ভাবনামাত্রং কল্প্যং, ন তু ফলদানসামর্থ্যং দাতৃত্বঞ্চ, সেব্যাৎ ফলপ্রাপ্তিদর্শনাৎ। অনুমানঞ্চ দর্শিতম্—"স্থাবরাত্বাদিবো বিধৃতে তিষ্ঠতঃ" ইত্যাদি।৬

তথা চ যজমানং দেবা ঈশ্বরাঃ সন্তো জীবনার্থেঽনুগতাঃ চরুপুরোডা-শাদ্যুপজীবনপ্রয়োজনেন. অন্যথাপি জীবিতুমুৎসহন্তঃ কৃপণাং দীনাং বৃত্তিমাশিত্য স্থিতাঃ, তচ্চ প্রশাস্তুঃ প্রশাসনাৎ স্যাৎ। তথা পিতরোঽপি তদর্থং দর্ব্বীং দর্ব্বীহোমম্ অন্বায়ত্তা অনুগতা ইত্যর্থঃ। সমানং সর্ব্বমন্যৎ ॥২০৩॥৯॥

টীকা। অথ যথোক্তয়া নীত্যা জন্তৈষ্ঠাবাক্যপ্রাপ্তিরে জ্ঞাপিতে বক্তব্যাভাবাৎ কিমুত্তরেণ গ্রন্থেনেতি, তত্রাহ অনেকেতি। যদ্যপি তৎ সবিশেষণমেবেতি লৌকিকী দৃষ্টিঃ। আশঙ্ক্যতে বাস্তবত্বং নির্ব্বিশেষণমিতি শেষঃ। অস্থূলাদিবিশেষণসংস্কারেণ পরিচ্ছিদ্যমানসিদ্ধে বিবক্ষিতং নিরূপাধিকত্বং সেৎস্যতি অপ্রসংস্কারাদ্যুক্তোপলক্ষণতঃ অস্থূলাদিগতে স্থিতত্বা-দুপলক্ষণবাব্য ব্রহ্মণি স্বরূপলক্ষণপ্রসঙ্গস্বরূপস্যাস্থিমণানুত্বা প্রকৃতোপযুক্তেতি ভাবঃ। অনুমান-প্রত্যক্ষমপি ব্যাকরোতি—যদেতাদিতি। প্রশাসনে সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ স্থাতামিতি সম্বন্ধঃ। উক্তমর্থং দৃষ্টান্তেন স্ফোরয়তি—যথেতি। অত্রাপি পূর্ব্ববদ্বয়ঃ। জগদ্ব্যবস্থা-প্রশাসিতৃপূর্ব্বিকা ব্যবস্থাত্বাদ্রাজ্যব্যবস্থাবদিত্যর্থঃ। সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিত্যাদৌ বিবক্ষিতমনুমান-মাহ—সূর্য্যশ্চেত্যাদিনা। তাদর্থ্যেন লোকপ্রকাশার্থত্বেন। প্রশাসিত্রা নির্ম্মিতাবিতি সম্বন্ধঃ। নির্ম্মাতুর্ব্বিশিষ্টজ্ঞানবত্ত্বমাচষ্টে তাভ্যাং নির্ব্বর্ত্ত্যমানেতি। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ তজ্জন্যবাচ্যৌ। বিমতৌ বিশিষ্টবিজ্ঞানবতা নির্ম্মিতৌ প্রকাশত্বাৎ প্রদীপবদিত্যর্থঃ। বিমতৌ নিয়ন্তৃপূর্ব্বকৌ বিশিষ্টচেষ্টাবত্ত্বাদভৃত্যাদিবদিত্যভিপ্রেত্যাহ—বিধৃতাবিতি। প্রকাশোপ-কারকত্বং তজ্জনকত্বং নির্ম্মাতুর্ব্বিশিষ্টবিজ্ঞানসম্ভাবনার্থং সাধারণেতি বিশেষণং, সাধারণঃ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং যঃ প্রকাশঃ, তস্য জনকত্বাদিতি যাবৎ। দৃষ্টান্তে লৌকিকবিশেষণং প্রাসা-দাদিবিশিষ্টদেশনিবিষ্টত্বসিদ্ধ্যর্থম্।

অনুমানফলমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। বিশিষ্টচেষ্টাবত্ত্বাদিত্যুপদিষ্টং হেতুং স্পষ্টয়তি— নিয়ন্তেতি। নিয়তৌ দেশকালৌ নিয়তঃ চ নিমিত্তঃ প্রাণাদৃষ্টং, তদ্বত্ত্বে সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুদ্ধ-ত্বাবত্ত্বঃ যত্নৌ চ যেন বিধৃতাবুদয়াস্তময়াভ্যাং চ বর্ত্তেতে, উদয়াস্তমযশ্চোদয়াস্তময়ং বৃদ্ধিশ্চ ক্ষয়শ্চ বৃদ্ধিক্ষয়মিতি দ্বন্দ্বং গৃহীত্বা বিবচনম্। এবং কর্ত্তৃত্বেন চেত্যর্থঃ।১

শাসনে—রাজার শাসনে যেমন রাজ্য অক্ষত ও নিয়মবর্ত্তী হইয়া থাকে, হে গার্গি, তেমনি এই অক্ষরের সুশাসনে সূর্য্য ও চন্দ্রকে অর্থাৎ দিন ও রাত্রির প্রদীপ স্বরূপ সূর্য্য ও চন্দ্রকে—তাহাদের দ্বারা যেরূপ লোক প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে, তাহা সাধন করিবার জন্যই অভিজ্ঞ শাসনকর্ত্তাই তাহাদের নির্ম্মাণ করিয়াছেন ; কারণ, প্রদীপের ন্যায় উহারাও সমভাবে [illegible] সর্ব্বপ্রকার উপকার সাধন করিয়া থাকে। অতএব নিশ্চয়ই কেহ আছেন, যাঁহা দ্বারা নির্ম্মিত সূর্য্য ও চন্দ্র ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন এবং নানাবিষয়ে স্বাধীন হইয়াও বিশেষ ভাবে ধৃত হইয়া রহিয়াছেন—নির্দ্দিষ্ট দেশ, কাল ও প্রয়োজনানুসারে উদয় ও অস্ত দ্বারা হ্রাস বৃদ্ধি ভোগ করিয়া থাকেন ; অতএব প্রদীপের যেমন একজন স্রষ্টা ও ধারণকর্ত্তা থাকে, তেমনি এই উভয়েরও (সূর্য্য ও চন্দ্রেরও) স্রষ্টা ও শাসনকর্ত্তা অক্ষর ব্রহ্ম নিশ্চয়ই আছেন। ১

হে গার্গি, এই অক্ষরের প্রকৃষ্ট শাসনে থাকায় দ্যাবা পৃথিবী—দ্যুলোক ও পৃথিবী সাবয়বত্ব নিবন্ধন ভঙ্গুরস্বভাব হইয়াও, গুরুত্ব থাকায় পতনশীল হইয়াও, পরস্পরের সহিত সংযুক্ত থাকায় বিশ্লেষশীল হইয়াও, এবং অভিমানী চেতন দেবতাকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত থাকায় স্বতন্ত্র বা স্বাধীন হইয়াও এই অক্ষরের শাসনাধীন হইয়া বিধৃত রহিয়াছে। এই অক্ষরই হইতেছে সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থার অর্থাৎ পার্থক্য-রক্ষার সেতুস্বরূপ এবং সমস্ত মর্য্যাদার (নিয়মের) রক্ষাকর্ত্তা, এই জন্যই দ্যুলোক ও পৃথিবী এই অক্ষরের শাসন অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। ইহা হইতেই উক্ত অক্ষরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইল ; কেন না, দ্যুলোক ও পৃথিবী যে, নিয়মিত ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহাই তাহার অস্তিত্ব-সাধনের অব্যভিচারী (নির্দ্দোষ) হেতু বা প্রমাণ ; কারণ, চৈতন্যসম্পন্ন অসংসারী একজন শাসনকর্ত্তা না থাকিলে যথোক্ত নিয়ম রক্ষা করা কখনই সম্ভবপর হইত না। যে হেতু 'যাহা দ্বারা দ্যুলোক উগ্র ও শুক্র এবং পৃথিবী দৃঢ়তাপন্ন হইয়াছে' এই মন্ত্রেও ঐ কথারই সমর্থন রহিয়াছে। ২

হে গার্গি, নিমেষ, মুহূর্ত্ত প্রভৃতি কালাবয়ব সমূহ—যাহারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালীন জন্মশীল সমস্ত বস্তুর কলয়িতা (বৃদ্ধিহ্রাসাদিজনক), [তাহারা] এই অক্ষরেরই শাসনে [বিধৃত রহিয়াছে] ; জগতে প্রভু-

---

ধীন প্রজামণ্ডলীর ন্যায় যখন নিয়মিত ভাবে নিজ নিজ কর্ত্তব্যসাধন করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই উহাদের শাসনকর্ত্তা একজন আছে, যাহার শাসন লঙ্ঘন করা উহাদের সাধ্যাতীত বুঝিতে হইবে, যিনি উহাদের সেই শাসনকর্ত্তা, তিনিই অক্ষর ব্রহ্ম।

কর্তৃক নিয়োজিত গণক (হিসাব-রক্ষক) যেমন সাবধান হইয়া প্রভুর আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষা করে, তেমনি প্রভুস্থানীয় অক্ষর ব্রহ্মও এই সমস্ত কালাবয়বের নিয়ামক অর্থাৎ নিয়মিতভাবে পরিচালক। এইরূপ, প্রাচী অর্থাৎ পূর্ব দিগভিমুখে গমনশীল যে সমস্ত নদী ক্ষরিত নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে এবং শ্বেতগিরি হিমালয় প্রভৃতি স্থান হইতে যে সমস্ত নদী বাহির হইয়াছে, সে সমস্ত নদী অন্য পথে চলিতে সমর্থ হইয়াও যে, নিয়মিতভাবে একই পথে চলিতেছে, ইহাও সেই শাসনকর্তার অস্তিত্বানুমাপক; আর যে সমস্ত নদী পশ্চিমদিকগামিনী—যেমন সিন্ধু প্রভৃতি, এবং আরও যে সমস্ত নদী যে যে দিকে প্রবাহিত হইতেছে; তাহারা যে, কখনও সেই সেই দিক পরিত্যাগ করিতেছে না, তাহাও তাহাদের একজন শাসনকর্তার অস্তিত্বসাধক। ৩

অপিচ, যাহারা দান করে—সুবর্ণাদি বস্তু প্রদান করে, তাহারা ঐরূপ দুরূহ কর্ম্ম করিলেও, বিজ্ঞ মনুষ্যগণ তাহাদের প্রশংসাই করিয়া থাকেন। এখানে বুঝিতে হইবে যে, যাহা দান করা হয়, এবং যাহারা দান করে ও যাহারা তাহা গ্রহণ করে, ইহলোকেই তাহাদের মধ্যে পরস্পর সংযোগ ও বিয়োগ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাদের যে, পুনর্ব্বার ঐরূপ সংযোগ হইবে, ইহা প্রত্যক্ষের সম্পূর্ণ অগোচর; তথাপি অভিজ্ঞ মনুষ্যগণ যে, প্রমাণবলে দানফলের সহিত দাতৃগণের ভবিষ্যৎ সংযোগ দর্শন করিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাহাও—কর্তার বিভিন্ন-প্রকার কর্ম্মফলাভিজ্ঞ একজন শাসনকর্তার—দানাদি ক্রিয়া তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া গেলেও, যিনি কর্ম্মফলের সহিত কর্তার সংযোগ ঘটাইয়া দিতে পারেন, এরূপ একজন শক্তিমান চেতনের অনুমাপক; অতএব, যাহারা দান করে, কর্ম্মফলের সহিত তাহাদের সংযোজক একজন নিশ্চয়ই আছে (১)। ৪

---

(১) তাৎপর্য্য—দানই হউক, আর গ্রহণই হউক, কিম্বা অন্য যে কোনপ্রকার কার্য্যই হউক, ক্রিয়ামাত্রই বিনাশশীল; এবং দাতা ও গ্রহীতা উভয়ই বিনাশশীল; অথচ যে ব্যক্তি আজ কিছু দান করিল, সে ত সঙ্গে সঙ্গে তাহার ফল পাইল না, এবং তাহার অনুষ্ঠিত কর্ম্মের প্রমাণস্বরূপ দত্ত বস্তু ও গ্রহীতা—উভয়েই কালক্রমে বিনষ্ট হইয়া গেল; অথচ দাতা পারলৌকিক অপ্রত্যক্ষ ফলের প্রত্যাশায় বসিয়া রহিল। এখন বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনে হয়—যে কাজের ফল হাতে হাতে হয় না, এবং যাহার সাক্ষী প্রমাণও কিছু থাকে

যদি বল, অপূর্ব্বই (অদৃষ্টই) কর্ত্তার ফলসংযোগ ঘটাইয়া থাকে; না,—তাহাও বলিতে পার না; [ঐরূপ শাসনকর্ত্তার অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে,] অপূর্ব্বের (অদৃষ্টের) অস্তিত্বে কোন প্রমাণই উপপন্ন হয় না। যদি বল, প্রশাসিতার সদ্ভাবেও সেই কথা বলা যাইতে পারে; না, তাহা বলিতে পারা যায় না; কারণ, তাঁহার অস্তিত্ব-সাধনেই যে, শ্রুতির তাৎপর্য্য, তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম প্রতিপাদনেই যে, শ্রুতির তাৎপর্য্য, [কেবলই কর্ম্মপ্রতিপাদনে নয়], এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আরও এক কথা, উপাসক যখন উপাস্য ব্রহ্ম হইতেই আরাধনার (উপাসনার) ফললাভ করিতে সমর্থ হয়, তখন মধ্যবর্ত্তী একটা অপূর্ব্ব স্বীকার করিবার আবশ্যক কি? এবং 'অপূর্ব্বের' সদ্ভাব সাধক 'অর্থাপত্তি' প্রমাণই দুর্ব্বল বা অকৃতকার্য্য হইতে পারে (১)। বিশেষতঃ সেবা (উপাসনা) যখন ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে, তখন তজ্জাতীয় যাগ, দান ও হোমাদি ক্রিয়ার ফলও সেবনীয় ঈশ্বর হইতে লাভ করাই সুসঙ্গত হয়; এবং লোকপ্রসিদ্ধ ক্রিয়ার স্বভাবসিদ্ধ সামর্থ্য

না, সেই রকম কার্য্যেতে যে লোক কষ্টার্জ্জিত ধন ত্যাগ করে, লোকের তাহাকে নিন্দা করাই উচিত হয়, কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই শতমুখে তাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন, ইহার কারণ কি? জগত্রপাত্র সর্ব্বদর্শী একজন শাসনকর্ত্তার অস্তিত্বই ইহার কারণ; এমনই একজন সর্ব্বদর্শী শাসনকর্ত্তা আছেন যিনি প্রত্যেকের বিভিন্নপ্রকার কর্ম্ম ও তাহার ফল পরিগণিত করিয়া যথাযথভাবে কর্ম্মকর্ত্তাকে প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি আছেন বলিয়াই লোকে পারলৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, এবং অপর লোকেও তাহার প্রশংসা করে।

(১) তাৎপর্য্য—অদৃষ্টবাদীরা বলিয়া থাকেন—ক্রিয়ামাত্রই ধ্বংসশীল; সুতরাং মনুষ্যের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মকর্ম্মও ধ্বংসশীল; অতএব সুদূর ভবিষ্যতে তাহার ফল কোথা হইতে আসিবে? এই প্রশ্নের উত্তরে তাহারা প্রত্যেক কর্ম্মেরই একটা 'অপূর্ব্ব' স্বীকার করিয়া থাকেন; অর্থাৎ অনুষ্ঠিত কর্ম্মগুলি যথানির্দ্দিষ্ট ফলপ্রদানে সক্ষম এমন একটা কিছু রাখিয়া নষ্ট হইয়া যায়, যাহা কর্ম্মকর্ত্তাকে নির্দ্দিষ্ট ফল প্রদান না করা পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয় না, কর্ম্মফল উৎপন্ন হইবামাত্র 'অপূর্ব্ব' আপনিই নষ্ট হইয়া যায়। 'অপূর্ব্বের' অপর নাম 'অদৃষ্ট'—পাপ ও পুণ্য। উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন 'চিরধ্বস্তং ফলায়ালং ন কর্ম্মাতিশয়ং বিনা।' অর্থাৎ বহুকাল পূর্ব্বে যে কর্ম্ম ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, মধ্যবর্ত্তী অতিরিক্ত আর একটা কিছু না থাকিলে তাহা কখনই ফলপ্রদানে সমর্থ হইতে পারে না; অতএব কর্ম্মের অতিরিক্ত একটা 'অপূর্ব্ব' পদার্থ, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই অপূর্ব্ব' অনুসারেই ঈশ্বর জীবের কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকেন।

উপেক্ষা না করিয়াই যদি শাস্ত্রোক্ত অলৌকিক ক্রিয়ার ফলপ্রাপ্তি উপপাদন করিতে পারা যায়, তাহাহইলে লৌকিক ক্রিয়ানুযায়ী সামর্থ্য পরিত্যাগ করাও ন্যায়সঙ্গত হয় না। ৫

এ পক্ষে কল্পনার আধিক্যও অপর দোষ;—ফললাভের কারণ কল্পনা করিতে হইলে, ঈশ্বরের সম্ভাব কল্পনা করিতে হইবে? কিম্বা অপূর্ব্বের সম্ভাব কল্পনা করিতে হইবে? তন্মধ্যে দেখা গিয়াছে যে সেবনীয় বা উপাস্য হইতে ক্রিয়াফল প্রাপ্তিঃ ক্রিয়ার স্বাভাবিক ধর্ম্ম, কিন্তু 'অপূর্ব্ব' হইতে যে ফলপ্রাপ্তি হয়, তাহা কোথাও প্রত্যক্ষতঃ দেখা যায় না; আর 'অপূর্ব্ব' পদার্থটী দৃষ্টও নয় (চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূতও নয়)। এ পক্ষে প্রথমতঃ অদৃষ্টের 'অপূর্ব্বের' অস্তিঃ কল্পনা করিতে হইবে, তাহার পর, সেই অপূর্ব্বেরই আবার ফলপ্রদান-সামর্থ্য কল্পনা করিতে হইবে; এবং সামর্থ্য সিদ্ধ হইলে পর, দানেরও আবার সমধিক উৎকর্ষ কল্পনা করিতে হইবে; আমার কিন্তু সেবনীয় ঈশ্বরের সম্ভাবমাত্র কল্পনা করিলেই হইল; কিন্তু তাঁহার ফলদানসামর্থ্য কিম্বা দানকর্ত্তৃত্ব কিছুই কল্পনা করিতে হইবে না; কেন না, সেবনীয় হইতে যে, ফললাভ হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়; তাহার উপর আবার এ বিষয়ে "দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ" ইত্যাদি বলবৎ প্রমাণও রহিয়াছে; সুতরাং প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণে সিদ্ধ বলিয়া আমার পক্ষেই নূতন করিয়া কল্পনার বিষয় অতি অল্প]। ৬

দেবতাগণ এইরূপ শক্তিসম্পন্ন হইয়াও যে, জীবনাধায়ক চরু ও পুরোডাশ প্রভৃতির জন্য যজমানের অনুগত থাকেন, অর্থাৎ তাঁহারা অন্য প্রকারে জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াও যে, দয়াধীন দীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহাও শাসনকর্ত্তার তীব্র শাসনেই হইতে পারে। সেইরূপ, পিতৃগণ জীবিকার জন্য দর্ব্বী অর্থাৎ দর্ব্বীহোমের অনুগত হইয়া আছেন॥ ২০৩ ॥ ৯ ॥

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মিঁল্লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি, যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি, স কৃপণোঽথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ॥২০৩॥১০॥

অন্বয়ার্থঃ। হে গার্গি, অস্মিন্ লোকে (জগতি) যঃ (সাধকঃ

বৈ এতৎ যথোক্তং অক্ষরং অবিদিত্বা (অবিজ্ঞায়) জুহোতি (যথাবিধি দেবানুদ্দিশ্য অগ্নৌ হবিঃ প্রক্ষিপতি), যজতে (দেবানুদ্দিশ্য দ্রব্যং দদাতি), বহূনি বর্ষসহস্রাণি [ব্যাপ্য] তপঃ তপ্যতে, অস্য (হোমাদিকর্ত্তুঃ) তৎ (হোমাদিকং—তৎফলমিত্যর্থঃ) অন্তবৎ (বিনাশশীলং) এব ভবতি। হে গার্গি, যঃ বৈ এতৎ অক্ষরং অবিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি (প্রয়াতি—ম্রিয়তে), সঃ (পরেতঃ) কৃপণঃ (দীনঃ, দুঃখভাগিত্বাৎ); অথ (পক্ষান্তরে) হে গার্গি, যঃ এতৎ অক্ষরং বিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি, সঃ (বিদ্বান্) ব্রাহ্মণঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠ ইত্যর্থঃ)॥ ২০৪।১০॥

মূলানুবাদ—হে গার্গি, যে লোক এই অক্ষর ব্রহ্মকে না জানিয়া হোম করে, যজ্ঞ করে, অথবা তপস্যা করে, তাহার সে সমস্ত কর্ম্মের ফল নিশ্চয়ই অন্তবান অর্থাৎ পরিমিত ও ধ্বংসশীল হইয়া থাকে; এবং হে গার্গি, যে লোক এই অক্ষরকে না জানিয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে অর্থাৎ মরে, সে লোক কৃপণ অর্থাৎ দুঃখভাগী অতি দীন; পক্ষান্তরে হে গার্গি, যে লোক এই অক্ষর ব্রহ্মকে জানিয়া এই জগৎ হইতে প্রয়াণ করে, সে লোক ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মনিষ্ঠ। ২।৮।১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইতশ্চাস্তি তদক্ষরম্, যস্মাৎ তদজ্ঞানে নিয়তা সংসারোপপত্তিঃ; ভবিতব্যং তু তেন, যদ্বিজ্ঞানাৎ তদ্বিচ্ছেদঃ, ন্যায়োপপত্তেঃ। নন্বু ক্রিয়াভ্য এব তদ্বিচ্ছিত্তিঃ স্যাদিতি চেৎ, ন, যো বা এতদক্ষরং হে গার্গি, অবিদিত্বা অবিদিত্বা অস্মিন্ লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে—যদ্যপি বহূনি বর্ষসহস্রাণি, অন্তবদেবাস্য তৎফলং ভবতি, তৎফলোপভোগান্তে ক্ষীয়ন্ত এবাস্য কর্ম্মাণি।

অপি চ, যদ্বিজ্ঞানাৎ কার্পণ্যাত্যয়ঃ সংসারবিচ্ছেদঃ, যদ্বিজ্ঞানাভাবাচ্চ কর্ম্মকৃৎ কৃপণঃ কৃতফলস্যৈবোপভোক্তা জন্মমরণ-প্রবন্ধারূঢ়ঃ সংসরতি,—তদস্ত্যক্ষরং প্রশাসিতৃ; তদেতদুচ্যতে—যো বা এতদক্ষরং গার্গি, অবিদিত্বা অস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি, স কৃপণঃ পণক্রীত ইব দাসাদিঃ। অথ য এতদক্ষরং গার্গি, বিদিত্বা অস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি, স ব্রাহ্মণঃ ॥২০৪॥১০॥

টীকা। ঈশ্বরাস্তিত্বে হেত্বন্তরমাহ—ইতশ্চেতি। মোক্ষহেতুজ্ঞানবিষয়ত্বেনাপি তদস্তীত্যাহ—ভবিতব্যমিতি। 'যদজ্ঞানাৎ প্রবৃত্তির্যা তজ্জ্ঞানাৎ সা নিবর্ত্ততে' ইতি ন্যায়ঃ।

কর্ম্মবশাদেব মোক্ষসিদ্ধেস্তদ্ধেতুজ্ঞানবিষয়ত্বেনাক্ষরং নাভ্যুপেয়মিতি শঙ্কতে—নন্বিতি। উত্তরমাহ নো(নো)ত্তরমাহ —নেত্যাদিনা। যজ্ঞাদ্যনেকসহস্রানুষ্ঠিতানি বিশিষ্টকর্ম্মাণ্যপি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংসারস্যৈব কারণমিতি. তদজ্ঞাতমক্ষরং নাস্তীত্যযুক্তং, সংসারোচ্ছেদাভাবপ্রসঙ্গাদিতি ভাবঃ। অক্ষরাস্তিত্বে হেত্বন্তরমাহ—অপি চেতি। পূর্ব্বোক্তা জীবস্বরূপপুরুষবিষয়মিদং তু পরলোকবিষয়মিতি বিশেষং মত্বোত্তরবাক্যমবতার্য্য ব্যাচষ্টে—তদেতদিত্যাদিনা ॥ ২০৪ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ। এই কারণেও সেই অক্ষরের অস্তিত্ব অবশ্যস্বীকার্য। যেহেতু তাহা না জানিলে জীবের সংসারপ্রাপ্তি—জন্ম-মরণপ্রবাহভোগ ধ্রুব নিশ্চিত; সুতরাং নিশ্চয়ই এমন একটী কিছু থাকা উচিত, যাঁহাকে ভাল করিয়া জানিলে সেই সংসারের উচ্ছেদ হইতে পারে; আর একথা যুক্তি-বিরুদ্ধও হয় না। যদি বল, শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া হইতেই সংসারের উচ্ছেদ (মুক্তি) হইতে পারে, [অক্ষর-বিজ্ঞানের] প্রয়োজন কি? না—একথা বলিতে পার না; হে গার্গি, যে ব্যক্তি এই জগতে এই অক্ষর ব্রহ্মকে না জানিয়া—অনুভব-গোচর না করিয়া হোম করে, যজ্ঞ করে ও তপস্যা—যদি সহস্র বৎসরও করে, তাহার ফল নিশ্চয়ই অন্তবান্ হইয়া থাকে, অর্থাৎ সেই ফলের ভোগ শেষ হইলেই তাহা অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

আরও এক কথা, যাহাকে জানিলে কার্পণ্যের অবসান হয়, অর্থাৎ সংসারের উচ্ছেদ বা নিবৃত্তি হয়; পক্ষান্তরে যাঁহাকে না জানার ফলে কর্ম্মী পুরুষ কৃপণপদবাচ্য—কেবল স্বকৃত কর্ম্মফলমাত্রের ভোক্তা ও জন্ম মরণপ্রবাহে পতিত হইয়া সংসারী হয়, নিশ্চয়ই সর্ব্বশাসনকর্ত্তা সেই অক্ষর ব্রহ্ম আছেন। এখন তাহাই বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে যে,—হে গার্গি, যে ব্যক্তি এই অক্ষরকে না জানিয়া এই জগৎ হইতে প্রস্থান করে (মরে), সে ব্যক্তি কৃপণ—যেন মূল্যক্রীত দাস—ক্রীতদাস প্রভৃতি; আর হে গার্গি, যে ব্যক্তি এই অক্ষরকে জানিয়া এই জগৎ হইতে প্রস্থান করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মনিষ্ঠ) ॥ ২০৪ ॥ ১০ ॥

আভাসভাষ্যম্। অগ্নের্দহন-প্রকাশকত্ববৎ স্বাভাবিকমস্য প্রশাস্তৃত্বম্ অচেতনস্যৈবেত্যত আহ—

আভাসভাষ্যানুবাদ। অগ্নির যেমন দাহ ও প্রকাশ শক্তি স্বভাবসিদ্ধ, তেমনি এই প্রশাসনকর্তৃত্বও অক্ষর-শব্দ বাচ্য অচেতন প্রধান বা প্রকৃতিরই স্বভাবসিদ্ধ হউক; এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—

তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্ট্রশ্রুতংশ্রোত্রমতং মন্তৃবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ, নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাতৃ এতস্মিন্নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি ।২০৫॥১১॥

সরলার্থঃ। হে গার্গি, তৎ এতৎ (প্রকৃত) অক্ষরং বৈ অদৃষ্টং (অন্যেন ন দৃষ্টচরম্, স্বয়ং তু] দ্রষ্টৃ (দর্শনকর্তৃ); তথা, অশ্রুতং (অন্যেষাং শ্রবণেন্দ্রিয়াগ্রাহ্যং) [স্বয়ংতু] শ্রোতৃ (শ্রবণকর্তৃ); অমতং (অন্যেষাং মনসা অগৃহীতং) [স্বয়ং তু] মন্তৃ (মননকর্তৃ); অবিজ্ঞাতং (বুদ্ধিবৃত্তেঃ অগোচরত্বাৎ বিজ্ঞাতং ন ভবতি), [স্বয়ং তু] বিজ্ঞাতৃ অন্যেষাং বিশেষেণ জ্ঞাতৃ), [কিং বহুনা,] অতঃ (অস্মাৎ অক্ষরাৎ) অন্যৎ দ্রষ্টৃ (দর্শনকর্তৃ) ন অস্তি; অতঃ অন্যৎ শ্রোতৃ ন অস্তি; অতঃ অন্যৎ মন্তৃ ন অস্তি; অতঃ অন্যৎ বিজ্ঞাতৃ ন অস্তি; হে গার্গি, এতস্মিন্ অক্ষরে নু খলু আকাশঃ ওতঃ চ প্রোতঃ চ (সর্বথা অনুস্যূত ইত্যর্থঃ) ॥ ২০৫ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ। হে গার্গি [যে অক্ষর ব্রহ্মের কথা বলা হইল,] সেই এই অক্ষর হইতেছেন অপরের অদৃষ্ট, অথচ নিজে সকলের দ্রষ্টা; অপরের অশ্রুত (শ্রুতিগোচর হন না), অথচ নিজে সকলের শ্রোতা; এইরূপ অপরের মনোবৃত্তির অগোচর, কিন্তু নিজে সকলকে মনন করেন; বুদ্ধিবৃত্তির অগোচর বলিয়া অবিজ্ঞাত, অথচ নিজে সকলের বিজ্ঞাতা; এই অক্ষর ভিন্ন আর কেহ দ্রষ্টা নাই; আর কেহ শ্রোতা নাই; আর কেহ মনন-কর্তা নাই, এবং অপর কেহ বিজ্ঞাতা নাই। হে গার্গি, এই অক্ষয় ব্রহ্মেই আকাশ ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে ॥ ২০৫ ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং ন কেনচিৎ দৃষ্টম্, অবিষয়ত্বাৎ; স্বয়ং তু দ্রষ্টৃ, দৃশিস্বরূপত্বাৎ; তথা অশ্রুতং, শ্রোত্রাগ্ন্যবিষয়ত্বাৎ, স্বয়ং শ্রোতৃ, শ্রুতিস্বরূপত্বাৎ; তথা অমৃতম্, মনসোঽবিষয়ত্বাৎ; স্বয়ং মন্তৃ, মতিস্বরূপত্বাৎ; তথা অবিজ্ঞাতং, বুদ্ধেরবিষয়ত্বাৎ, স্বয়ং বিজ্ঞাতৃ, বিজ্ঞানস্বরূপত্বাৎ।

কিঞ্চ, ন অন্যৎ অতঃ অস্মাদক্ষরাৎ অস্তি—নাস্তি কিঞ্চিদ্ দ্রষ্টৃ দর্শনক্রিয়াকর্তৃ

সর্ব্বত্র। তথা নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ; তদেবাক্ষরং শ্রোতৃ সর্ব্বত্র; নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ; তদেবাক্ষরং মন্তৃ সর্ব্বত্র সর্ব্বমনোদ্বারেণ। নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাতৃ বিজ্ঞানক্রিয়াকর্তৃ; তদেবাক্ষরং সর্ব্ববুদ্ধিদ্বারেণ বিজ্ঞানক্রিয়াকর্তৃ, ন অচেতনং প্রধানম্ অন্যদ্বা। এতস্মিন্ খলু অক্ষরে গার্গি, আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি, যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম, য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ অশনায়াদি সংসারধর্ম্মাতীতঃ, যস্মিন্নাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ, এষা পরা কাষ্ঠা এষা পরা গতিঃ, এতৎ পরং ব্রহ্ম, এতৎ পৃথিব্যাদেরাকাশান্তস্য সত্যস্য সত্যম্ ॥১০ ১১॥

টীকা। প্রধানবাদিনঃ শঙ্কামনূদ্যোত্তরবাক্যোত্থ(?)মবতারয়তি—অক্ষেত্যাদিনা। ইতশ্চাক্ষরস্য নাচেতনত্বমিত্যাহ—কিঞ্চেতি। নাতীতাবস্থপ্রদর্শনম্ অতোঽন্যদিতি বিশেষণসিদ্ধমর্থমাহ—এতদিতি। অস্তু পূর্ব্বোক্তমব্যাকৃতাদিপৃথিব্যন্তং নিখিলমব্যাকৃতমাকৃত্য তস্য তাৎপর্য্যমাহ এতস্মিন্নিতি। পরা কাষ্ঠা পরং পর্য্যবসানং নাস্মাদূর্দ্ধ্বমস্তি কিঞ্চিদস্তীত্যর্থঃ। তচ্চৈব পরমপুরুষার্থত্বমাহ—এষেতি। 'পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ' ইতি হি শ্রুত্যন্তরম্। ব্রহ্মাত্মান্তরাকাশমান্তমিত্যাহ—এতদিতি। নহি চতুর্থে সত্যস্য সত্যং ব্রহ্ম ব্যাখ্যাতমক্ষরং তু নৈবমিত্যত আহ—এতৎ পৃথিব্যাদেরিতি ॥১০॥১১॥

ভাষ্যানুবাদ। হে গার্গি, সেই এই অক্ষর বস্তুটী অদৃষ্ট—দৃষ্টির বিষয় নয়; এইজন্য কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না, অথচ নিজে দৃষ্টিস্বরূপ বলিয়া সকলের দ্রষ্টা। সেইরূপ, শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রহণযোগ্য নয় বলিয়া অশ্রুত, অথচ নিজে শ্রুতিস্বরূপ বলিয়া শ্রোতা। সেইরূপ, মনের অগোচর বলিয়া অমত, কিন্তু নিজে মতিস্বরূপ; এইজন্য সকল বিষয়ের মননকারী; সেইরূপ, বুদ্ধির অবিষয় বলিয়া অবিজ্ঞাত, অথচ নিজে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া বিজ্ঞাতা বিশেষরূপে জ্ঞাতা।

অপিচ, এই অক্ষর ভিন্ন অপর কোনও বস্তু দ্রষ্টা—দর্শনকর্ত্তা নাই; পরন্তু এই অক্ষর ব্রহ্মই সমস্ত দর্শন ক্রিয়ার একমাত্র কর্ত্তা; এইরূপ এই অক্ষর ভিন্ন অপর কিছু শ্রোতা নাই, পরন্তু এই অক্ষরই সর্ব্বত্র শ্রবণ-ক্রিয়ার কর্ত্তা; এতদতিরিক্ত কেহ মন্তা—মননের—নানাবিধ চিন্তার কর্ত্তা নাই; পরন্তু এই অক্ষরই সর্ব্বত্র নিখিল মনোবৃত্তিদ্বারা মনন করিয়া থাকেন; অক্ষরই বিজ্ঞাতা বুদ্ধিবৃত্তিরূপ বিজ্ঞানের কর্ত্তা, এতদতিরিক্ত আর কেহ বিজ্ঞাতা নাই; পরন্তু উক্ত অক্ষরই বুদ্ধিসমষ্টির সাহায্যে বিজ্ঞান-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন; কিন্তু অচেতন প্রধান (সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি) বা অন্য কেহ বিজ্ঞাতা নহে। হে গার্গি, আকাশ এই অক্ষরেই ওত ও প্রোত রহিয়াছে। নিশ্চয়ই যাহা সাক্ষাৎ

সত্যাক্ষরস্বরূপ ব্রহ্ম, এবং যাহা অশনায়াদি সমস্ত সংসার-ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত সর্ব্বান্তর আত্মা, এবং আকাশ যাহাতে ওত-প্রোত রহিয়াছে; ইহাই সাধকের পর কাষ্ঠা বা চরম সীমা, ইহাই পরা গতি অর্থাৎ জীবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গম্য স্থান, ইহাই পর ব্রহ্ম; ইহাই এই অক্ষরই আকাশ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সমস্ত সত্যেরও (আপেক্ষিক সত্য বস্তুর ও) সত্য স্বরূপ অর্থাৎ তাহার অংশে থাকিয়াই অপর সকল বস্তু সত্যবৎ প্রতিভাত হইতেছে ॥ ২০৫ ॥ ১১ ॥

সা হোবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তস্তদেব বহুমন্যেধ্বং যদস্মান্নমস্কারেণ মুচ্যেধ্বম্, ন বৈ জাতু যুষ্মাকমিমং কশ্চিদ্ ব্রহ্মোদ্যং জেতেতি, ততো হ বাচক্নব্যুপররাম ॥২০৬॥১১॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়েঽষ্টমং ব্রাহ্মণম্ ॥৩॥৮॥

অন্বয়ার্থঃ। সা (বাচক্নবী গার্গী) [ব্রাহ্মণান্ সম্বোধয়ন্তী] উবাচ হ—হে ভগবন্তঃ ব্রাহ্মণাঃ, [যূয়ং] তৎ এব বহু মন্যেধ্বং (সর্ব্বোত্তমম্ অবগচ্ছত), যৎ নমস্কারেণ (প্রণিপাতমাত্রেণ) অস্মাৎ (যাজ্ঞবল্ক্যাৎ) মুচ্যেধ্বং (বিমুক্তা ভবথ) ; [কুতঃ ?] [যতঃ] যুষ্মাকং মধ্যে কশ্চিৎ (কশ্চিদপি) ইমং ব্রহ্মোদ্যং (ব্রহ্মবাদিনং যাজ্ঞবল্ক্যং) জাতু (কদাচিদপি) ন বৈ (নৈব) জেতা (বিজেষ্যতি) ইতি। ততঃ (অনন্তরং) বাচক্নবী (বচক্নু-কন্যা গার্গী) উপররাম হ ॥ ২০৬ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ। সেই গার্গী ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন—হে পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ, তোমরা ইহাই যথেষ্ট মনে কর, যে, কেবল নমস্কার করিয়াই তোমরা ইহাঁর নিকট হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলে; অর্থাৎ ইহাকে জয় করার আশা দুরাশা মাত্র। কারণ, তোমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই, যিনি কখনও এই ব্রহ্মবাদী যাজ্ঞবল্ক্যকে বিচারে পরাজিত করিতে পারেন। ইহার পর বাচক্নবী (গার্গী) নিবৃত্ত হইলেন ॥ ২০৬ ॥ ১১ ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে অষ্টম ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা ॥ ৩ ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সা হোবাচ—হে ব্রাহ্মণা ভগবন্তঃ শৃণুত মদীয়ং বচঃ—তদেব বহুমন্যেধ্বং (মন্যধ্বম্ ?) কিং তৎ ? যদস্মাদ্ যাজ্ঞবল্ক্যাৎ নমস্কারেণ মুচ্যেধ্বম্—অস্মৈ নমস্কারং কৃত্বা, তদেব বহুমন্যধ্বমিত্যর্থঃ ; জয়স্তস্য

মনসাপি নাশনীয়ঃ, কিমুত কার্যতঃ; কস্মাৎ? ন বৈ যুষ্মাকং মধ্যে জাতু কদাচিদপি ইমং যাজ্ঞবল্ক্যং ব্রহ্মোদ্যং প্রতি জেতা। প্রশ্নৌ চেন্মহ্যং বক্ষ্যতি, ন বৈ জেতা ভবিতা—ইতি পূর্বমেব ময়া প্রতিজ্ঞাতম্; অদ্যাপি মমায়মেব নিশ্চয়ঃ এতাভ্যাং প্রতি জেতুং লোকে ন কশ্চিদ্ বিদ্যত ইতি। ততো হ বাচক্নব্যুপররাম।১

অন্তর্যামিব্রাহ্মণে এতদুক্তম্—যং পৃথিবী ন বেদ, যং সর্বাণি ভূতানি ন বিদুরিতি চ, যমন্তর্যামিণং ন বিদুঃ, যে চ ন বিদুঃ, যচ্চ তদক্ষরং দর্শনাদি ক্রিয়াকর্তৃত্বেন সর্বেষাং চেতনাধাতুরিত্যুক্তম্; কস্ত এষাং বিশেষঃ? কিং বা সামান্যম্? ইতি।২

তত্র কেচিদাচক্ষতে—পরস্য মহাসমুদ্রস্থানীয়স্য ব্রহ্মণোঽক্ষরস্যাপ্রচলিত-স্বরূপস্য ঈষৎপ্রচলিতাবস্থা অন্তর্যামী; অত্যন্তপ্রচলিতাবস্থা ক্ষেত্রজ্ঞঃ, যস্তং ন বেদ অন্তর্যামিণম্; তথা অন্যাঃ পঞ্চাবস্থাঃ পরিকল্পয়ন্তি; তথা অষ্টাবস্থা ব্রহ্মণো ভবন্তীতি বদন্তি। অন্যে অক্ষরস্য শক্তয় এতা ইতি বদন্তি, অনন্তশক্তিমদক্ষরমিতি চ। অন্যে তু অক্ষরস্য বিকারা ইতি বদন্তি।৩

অবস্থা-শক্তী তাবন্নোপপদ্যেতে; অক্ষরস্য অশনায়াদি-সংসারধর্মাতীতত্ব-শ্রুতেঃ; নহি অশনায়াদ্যতীতত্বম্ অশনায়াদিধর্মবদবস্থাবত্ত্বং চৈকস্য যুগপদুপ-পদ্যতে, তথা শক্তিমত্ত্বঞ্চ। বিকারাবয়বত্বে চ দোষাঃ প্রদর্শিতাশ্চতুর্থে; তস্মাদেতা অসত্যাঃ সর্বাঃ কল্পনাঃ।৪

কস্তর্হি ভেদ এষাম্? উপাধিকৃত ইতি ব্রূমঃ; ন স্বত এষাং ভেদঃ অভেদো বা, সৈন্ধবঘনবৎ প্রজ্ঞানঘনৈকরসস্বাভাব্যাৎ, "অপূর্বমনপরমনন্তর-মবাহ্যম্" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইতি চ শ্রুতেঃ; "সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ" ইতি চাথর্বণে। তস্মান্নিরুপাধিকস্যাত্মনো নিরুপাখ্যত্বাৎ নির্বিশেষত্বাৎ একত্বাচ্চ "নেতি নেতি" ইতি ব্যপদেশো ভবতি; অবিদ্যা-কাম-কর্মবিশিষ্টকার্য-করণোপাধিরাত্মা সংসারী জীব উচ্যতে; নিত্যনিরতিশয়জ্ঞানশক্ত্যুপাধি-রাত্মান্তর্যামীশ্বর উচ্যতে; স এব নিরুপাধিঃ কেবলঃ শুদ্ধঃ স্বেন স্বভাবেন অক্ষরং পর উচ্যতে। তথা হিরণ্যগর্ভাব্যাকৃতদেবতাজাতিপিণ্ডমনুষ্যতির্যক্-প্রেতাদিকার্যকরণোপাধিবিশিষ্টস্তদাখ্যস্তদ্রূপো ভবতি। তথা "তদেজতি" ইতি ব্যাখ্যাতম্। তথা "এষ ত আত্মা" "এষ সর্বভূতান্তরাত্মা" "এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়ঃ" "তত্ত্বমসি" "অহমেবেদং সর্বম্" "আত্মৈবেদং সর্বম্" "নান্যোঽ-তোঽস্তি দ্রষ্টা" ইত্যাদিশ্রুতয়ো ন বিরুধ্যন্তে; কল্পনান্তরেষ্বেতাঃ শ্রুতয়ো ন

তত্র নির্বিশেষত্বমেকত্বং চ হেতুঃ। নিরুপাধিকত্বেতি নির্বিশেষত্বং সাধয়িতুমুক্তম্। অত্র চ বীপ্সাবাক্যং প্রমাণং কৃতম্। কথং পুনরেবম্বিধস্য বস্তুনঃ সংসারিত্বং, তত্রাহ—অবিদ্যেতি। তৈর্ব্বিশিষ্টং তৎকার্য্যকরণং তেনোপাধিনোপহিতঃ পরমাত্মা জীবঃ সংসারীতি চ ব্যপদেশভাগ্-ভবতীত্যর্থঃ। তথাপি কথং তস্যান্তর্যামিত্বং, তত্রাহ—সত্ত্বেতি। নিত্যং নিরতিশয়ং সর্ব্বত্রাপ্রতিবন্ধং জ্ঞানং তস্মিন্ সত্ত্বপরিণামে সত্ত্বপ্রধানা মায়াশক্তিরুপাধিস্তেন বিশিষ্টঃ সন্নীশ্ব-রোঽন্তর্যামীতি চোচ্যত ইত্যর্থঃ ॥

কথং তর্হি তস্যাক্ষরস্য প্রসিদ্ধিস্তত্রাহ—স এবেতি। নিরুপাধিত্বং শুদ্ধত্বে হেতুঃ কেবলত্বমদ্বিতীয়ত্বম্। তথাপি কথং তস্য হিরণ্যগর্ভাদিশব্দপ্রত্যয়াবতারস্তত্রাহ—তদেবেতি। সর্ব্বকর্ম্মস্বেব পরস্মিন্নাত্মনি কল্পিতোপাধিপ্রযুক্তং নানাত্বং, তথা তদেবাতিরিক্তত্বাদি বাক্যানি শক্যান্যুপপাদয়িতুমিত্যাহ—তদেবেতি। কল্পনয়া পরস্য নানাত্বং বস্তুতস্ত্বেকত্ব-মিত্যত্র শ্রুতীরুদাহরতি—তদেবেত্যাদিনা। অবস্থান্তরবিকারাবস্থাপরেষ্বপি হেতোরু-পপত্তীরনুপপাদয়ন্নাহ—কল্পনাস্বেবেতি। উপাধিকোঽন্তর্যাম্যাদিভেদো ন স্বাভা-বিক ইত্যুপসংহরতি—তস্মাদিতি। যতো বস্তুনি নাস্তি ভেদঃ কিন্ত্বেকরসমেবেত্যত্র হেতুমাহ—একমিতি ॥ ২০৬।১১ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং তৃতীয়াধ্যায়স্যাষ্টমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৩।৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই গার্গী ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ, তোমরা আমার কথা শ্রবণ কর,—তোমরা ইহাই যথেষ্ট মনে কর; ইহা কি? না, তোমরা যে, এই যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট কেবল নমস্কার মাত্রে—ইঁহাকে কেবল নমস্কার করিয়াই পরিত্রাণ পাইয়াছ; ইহাই খুব বেশী মনে কর; ইঁহাকে জয় করিবার আশা মনেও করিও না, জয় করা ত দূরের কথা; কারণ? যেহেতু তোমাদের মধ্যে কেহ কখনও এই যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মব্যাখ্যা সম্বন্ধে বিজেতা নাই। আমি পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিয়াছি যে, যাজ্ঞবল্ক্য যদি আমার এই প্রশ্ন দুইটীর উত্তর দিতে পারে, তাহা হইলে আর কেহই ইঁহাকে জয় করিতে পারিবে না; এখনও আমার স্থির বিশ্বাস যে, ব্রহ্মবাদিত্বে—ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যানে ইঁহার তুল্য কেহ নাই। তাহার পর বাচক্নবী নিবৃত্ত হইলেন। ১

এই অন্তর্যামী ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে যে, পৃথিবী যাহাকে জানে না এবং সমস্ত ভূতবর্গও যাহাকে জানে না ইত্যাদি। এ খানে যে, অন্তর্যামীকে কেহ জানে না, যাহারা জানে না, এবং যাহা সেই অক্ষর—সকলের দর্শনাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করেন, বলিয়া সকলের চৈতন্যাধায়ক বলিয়া কথিত

হইল; জিজ্ঞাসা করি—এ সমস্তের মধ্যে পরস্পর বিশেষত্ব—পার্থক্যই বা কি আছে? এবং সামান্য বা সাধারণ ধর্ম্মই বা কি আছে? ২

ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন—অচঞ্চলাবস্থ অক্ষরসংজ্ঞক পরব্রহ্ম হইতেছেন- মহাসমুদ্রস্থানীয়; তাহারই যে, কিঞ্চিৎ পরিস্পন্দনাবস্থা, তাহার নাম—অন্তর্যামী; তাহার যে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধাবস্থা,যাহা সেই অন্তর্যামীকে জানে না, তাহার নাম—ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব)। তাহারা এইরূপ আরও পাঁচটী অবস্থা কল্পনা করিয়া থাকেন; এবং বলেন যে, ব্রহ্মের এইরূপ আট প্রকার অবস্থা ঘটিয়া থাকে। আবার অপর শ্রেণীর লোকেরা বলেন—একমাত্র অক্ষর ব্রহ্মই অনন্তশক্তিসম্পন্ন; অপর সমস্তই তাঁহার বিশেষ বিশেষ শক্তি মাত্র। অন্য সম্প্রদায় আবার বলেন—এ সমস্তই অক্ষর ব্রহ্মের বিকার বা পরিণতি-বিশেষ মাত্র। ৩

এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, প্রথমতঃ ব্রহ্মের অবস্থা বা শক্তি কল্পনাই সঙ্গত হয় না; কেন না, শ্রুতি বলিতেছেন যে, এই অক্ষর ব্রহ্ম সাংসারিক সর্ব্ব ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত; কারণ, একই পদার্থে একই সময়ে অশনায়াদি সংসারধর্ম্মের অভাব ও সদ্ভাব কখনই উপপন্ন হইতে পারে না; সেইরূপ, শক্তি পক্ষও সঙ্গত হয় না; আর বিকার বা অবয়ব কল্পনার পক্ষে, যে সমস্ত দোষের সম্ভব হয়, তাহা চতুর্থ শ্রুতিতেই কথিত হইয়াছে। অতএব উপরে, যে সমস্ত কল্পনার উল্লেখ হইল, সে সমস্তই অসত্য বা অসঙ্গত। ৪

ভাল, তাহা হইলে, অক্ষর ও অন্তর্যামী প্রভৃতির মধ্যে প্রভেদ কি? আমরা বলি কেবল উপাধি দ্বারা উহাদের ভেদ, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহাদের মধ্যে ভেদ বা অভেদ কিছুই নাই; কারণ, 'তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, এবং অন্তর নাই ও বাহির নাই' 'এই আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে এবং 'তিনি বাহ্য ও আন্তর সর্ব্ববিধ সম্বন্ধ ও জন্ম রহিত' এই আথর্ব্বণ-বাক্য হইতেও জানাযায় যে, সৈন্ধবখণ্ডের ন্যায় জ্ঞানই তাঁহার একমাত্র স্বাভাবিক রূপ। অতএব উপাধিরহিত আত্মা বা ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ (নির্গুণ) নিরুপাখ্য ও বাক্যের অগোচর অর্থাৎ 'তিনি এই প্রকার' এই বলিয়া নির্দ্দেশের অযোগ্য, এবং এক অদ্বিতীয়; এই জন্য "নেতি নেতি" অর্থাৎ ইহা নহে—ইহা নহে—এই প্রকারে তাঁহার নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। আর অবিদ্যা, কাম ও তজ্জনিত কর্ম্মবিশিষ্ট দেহেন্দ্রিয়াদি-উপাধিযুক্ত আত্মা সংসারী—জন্ম-মরণাদি সম্পন্ন জীব নামে অভিহিত হইয়া থাকে;

সেই আত্মাই আবার নিত্য নিরতিশয় (যাহা অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না, তাদৃশ) শক্তি সংযোগে অন্তর্যামী ঈশ্বর বলিয়া কথিত হন; সেই আত্মাই আবার যখন সর্ব্বোপাধিরহিত শুদ্ধ স্বস্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হন, তখন 'অক্ষর' পরমাত্মা বলিয়া উক্ত হন; এইরূপ, জাতি ও দেহ-বিশেষের সহিত সম্বন্ধানুসারে বিভিন্ন নাম ও বিভিন্ন আকৃতি সম্পন্ন হিরণ্যগর্ভ অব্যাকৃত প্রধান) ও দেবতা হইয়া থাকেন। 'তিনি সক্রিয় হইয়াও নিষ্ক্রিয়' একথার ব্যখ্যা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বিশেষতঃ এইরূপ ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলেই—'তিনিই তোমার আত্মা' 'ইনি সর্ব্বভূতের আত্মা,' 'ইনি সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত,' 'তুমি তৎস্বরূপ', 'আমিই—আত্মাই এই সমস্ত' 'আত্মাই এই সমস্ত বস্তু' 'ইহাঁর অন্য কোনও দ্রষ্টা নাই' ইত্যাদি শ্রুতি সমূহও বিরুদ্ধ হয় না; কিন্তু অন্যান্য কল্পনাপক্ষে এই সমস্ত শ্রুতির কিছুতেই সামঞ্জস্য রক্ষা পায় না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, উপাধিভেদেই এ সমস্তের ভেদ, কিন্তু স্বরূপতঃ নহে; কারণ, সমস্ত উপনিষৎশাস্ত্রে ব্রহ্মের এক অদ্বিতীয়ভাবই অবধারিত হইয়াছে॥ ২০৬॥ ১২॥

তৃতীয়াধ্যায়ে অষ্টম ব্রাহ্মণ॥ ৩॥ ৮॥

নবমং ব্রাহ্মণম্।

আভাসভাষ্যম্। অথ হৈনং বিদগ্ধঃ শাকল্যঃ পপ্রচ্ছ। পৃথিব্যাদীনাং সূক্ষ্মতারতম্যক্রমেণ পূর্ব্বস্য পূর্ব্বস্যোত্তরস্মিন্নুত্তরস্মিন্ ওতপ্রোতভাবং কথয়ন্ সর্ব্বান্তরং ব্রহ্ম প্রকাশিতবান্। তস্য চ ব্রহ্মণো ব্যাকৃতবিষয়ে ভেদেষু নিয়ন্তৃত্বমুক্তম্; ব্যাকৃতবিষয়ে ব্যক্ততরং লিঙ্গমিতি। তস্যৈব ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদপরোক্ষত্বে নিয়ন্তব্যদেবতাভেদ-সঙ্কোচবিকাশদ্বারেণাধিগন্তব্যো—ইতি তদর্থং শাকল্য-ব্রাহ্মণমারভ্যতে—.

আভাসভাষ্য-টীকা। ব্রাহ্মণান্তরমুত্থাপয়তি অথেতি। [illegible] নির্দ্দিষ্টে তস্য [illegible] পরোক্ষত্বং [illegible] সর্ব্বান্ [illegible] কথনা [illegible] সঙ্গতিং বক্তুং বৃত্তং কীর্ত্তয়তি—পৃথিব্যাদীনামিতি। [illegible] সর্ব্বান্তরং নিরূপণদ্বারা সাক্ষাদপরোক্ষং ব্রহ্ম [illegible] নির্দ্ধারিতমিত্যর্থঃ। [illegible] ব্রাহ্মণে [illegible] নির্দ্দিষ্টমনুবদতি—তস্যেতি। [illegible] ব্যাকৃতো বিষয়ো [illegible] পৃথিব্যাদিষুভেদেষু নিয়ন্তৃত্বং [illegible] যোজনা। কিমিতি ব্যাকৃতবিষয়ে নিয়ন্তৃত্বমুক্তমিতি, তত্রাহ—ব্যাকৃতেতি। তত্র হি পরব্রহ্মণঃ পৃথিব্যাদেগ্রহণং নিয়ম্যত্বে স্পষ্টতরং লিঙ্গমিতি তত্রৈব নিয়ন্তৃত্বমুক্তমিত্যর্থঃ। বৃত্তমনূদ্যোত্তরস্য ব্রাহ্মণস্য তাৎপর্য্যমাহ—তস্যৈবেতি। নিয়ন্তব্যানাং দেবতাভেদানাং প্রাণান্তঃ সঙ্কোচো বিকাসস্ত্বানন্ত্যাপর্য্যন্তত্বদ্বারা প্রকৃতস্যৈব ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদপরোক্ষত্বে স এষ নেতি নেত্যাত্মেত্যাদিনাধিগন্তব্যো ইতি কৃত্বা প্রথমং দেবতাসঙ্কোচবিকাসোক্তিরনন্তর-বস্তুনির্দ্দেশ ইত্যেতদর্থমেতদ্ব্রাহ্মণমিত্যর্থঃ।

আভাসভাষ্যানুবাদ। "অথ হৈনং বিদগ্ধঃ শাকল্যঃ পপ্রচ্ছ" ইত্যাদি [ব্রাহ্মণ আরম্ভের তাৎপর্য্য এই]—সূক্ষ্মতার তারতম্যানুসারে অর্থাৎ স্থূল ভূতমাত্রই তদপেক্ষা সূক্ষ্ম ভূতের মধ্যে নিহিত থাকে; এই নিয়মানুসারে পৃথিব্যাদি পদার্থগুলির মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূতগুলির পরবর্ত্তী ভূত সমূহে ওত-প্রোত ভাবে অবস্থিতি নির্দ্দেশ করাতেই ব্রহ্মের সর্ব্বান্তরভাব জ্ঞাপন করা হইয়াছে; তাহার পর, স্থূল জগতে নিয়ম্য-নিয়ামকভাব বুঝিবার উপায় সুস্পষ্ট থাকায় প্রথমে বিভিন্নপ্রকার স্থূল পদার্থে ব্রহ্মের নিয়ন্তৃত্ব বলা হইয়াছে। অতঃপর নিয়ন্তব্য দেবতাগণের যে বিভাগ প্রসিদ্ধ আছে, তাহার সংকোচন ও প্রসারণ দ্বারা সেই ব্রহ্মেরই সাক্ষাৎসম্বন্ধ ও অপরোক্ষভাব অর্থাৎ

অব্যবহিতত্ব ও প্রত্যক্ষত্ব প্রদর্শন করা আবশ্যক হইয়াছে; এই জন্য এই 'শাকল্য-ব্রাহ্মণ' আরব্ধ হইতেছে—

অথ হৈনং বিদগ্ধঃ শাকল্যঃ পপ্রচ্ছ—কতি দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি, স হৈতয়ৈব নিবিদা প্রতিপেদে, যাবন্তো বৈশ্বদেবস্য নিবিদ্যুচ্যন্তে ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা, ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রেতি, ওমিতি হোবাচ। কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি, ত্রয়স্ত্রিংশদিত্যোমিতি হোবাচ, কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি ষড়িতি, ওমিতি হোবাচ, কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি, ত্রয় ইতি, ওমিতি হোবাচ, কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি, দ্বাবিত্যোমিতি হোবাচ, কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি অধ্যর্দ্ধ ইতি, ওমিতি হোবাচ কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি এক ইতি, ওমিতি হোবাচ, কতমে তে ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রেতি ॥২০৭। ১॥

সরলার্থঃ। অথ গার্গীবিরামানন্তরম্, বিদগ্ধঃ (বিদ্বান্) শাকল্যঃ (তন্নামকঃ ব্রাহ্মণঃ) পপ্রচ্ছ—হে যাজ্ঞবল্ক্য দেবাঃ কতি (কিয়ৎসংখ্যকাঃ)? ইতি। সঃ (এবং পৃষ্টঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ) এতয়া (বক্ষ্যমাণয়া) নিবিদা—(নিবিৎ নাম—বৈশ্বদেবযাগ-প্রকরণস্থানি দেবতা সংখ্যাবাচকানি কানিচিৎ মন্ত্রপদানি; তয়া) এব প্রতিপেদে (জ্ঞাতবান্—তদুত্তরং দত্তবানিত্যর্থঃ) [কিং তদিত্যাহ—] বৈশ্বদেবস্য (বৈশ্বদেবাখ্যযাগস্য) নিবিদি (দেবতাসংখ্যাবাচকে শস্ত্রাখ্যে মন্ত্রে) যাবন্তঃ (যাবৎসংখ্যকাঃ দেবাঃ উচ্যন্তে—ত্রয়ঃ চ (ত্রিত্বসংখ্যাবন্তঃ দেবাঃ), ত্রী (ত্রীণি) চ শতা (শতানি) [দেবানাম্], তথা ত্রয়ঃ চ ত্রী (ত্রীণি চ সহস্রা (সহস্রাণি) [দেবানাম্; এতাবন্তঃ দেবা ইত্যর্থঃ]। ততশ্চ শাকল্যঃ ওম্-ইতি উবাচ (তদুক্তমঙ্গীচকার ইত্যর্থঃ)। [এবমেষাং মধ্যমা সংখ্যা উক্তা। সম্প্রতি ততোঽপি ন্যূনসংখ্যাং জিজ্ঞাসতে শাকল্যঃ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবাঃ কতি (কিয়ৎসংখ্যকাঃ) এব (নিশ্চয়ে)? ইতি, [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] ত্রয়স্ত্রিংশৎ (ত্রয়স্ত্রিংশৎসংখ্যকা দেবা ইত্যর্থঃ), ইতি, [শাকল্য উবাচ—] ওম্ (ত্বয়া যদুক্তং, তৎ সত্যমিত্যর্থঃ); [ততোঽপি ন্যূনসংখ্যাং জিজ্ঞা-

সিতুং পৃচ্ছতি শাকল্যঃ] হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবাঃ কতি এব? ইতি। যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] ষট্ (ষট্‌সংখ্যকাঃ দেবাঃ) ইতি;]শাকল্যঃ-] ওম্—ইতি উবাচ। শাকল্যঃ পুনরপ্যাহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবাঃ কতি এব? ইতি, [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] এক ইতি, [শাকল্যঃ] ওম্ ইতি উবাচ হ। [পুনঃ প্রশ্নঃ -] হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবাঃ কতি এব? ইতি; [উত্তরম্—] দ্বৌ এব ইতি; [শাকল্যঃ] ওম্ ইতি উবাচ হ। পুনরপি প্রশ্নঃ—হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবাঃ কতি এব? ইতি, [উত্তরং—] অধ্যর্দ্ধঃ (অর্দ্ধাধিক একঃ—সার্দ্ধ ইত্যর্থঃ, [শাকল্যঃ] ওম্ ইতি উবাচ হ। [পুনঃ প্রশ্নঃ] হে যাজ্ঞবল্ক্য দেবাঃ কতি এব? ইতি; [উত্তরং—] একঃ এক এব দেব ইত্যর্থঃ ; [শাকল্যঃ] ওম্—ইতি উবাচ হ। [পূর্ব্বং দেবানাং সংখ্যাবিষয়কঃ প্রশ্ন উক্তঃ; সম্প্রতি সংখ্যেয়-বিষয়কঃ প্রশ্নঃ প্রবর্ত্ততে] [হে যাজ্ঞবল্ক্য,] তে (বহুসংখ্যাঃ দেবাঃ) কতমে 'ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা, ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রা—ইতি" ত্বয়া যে দেবাঃ উক্তাঃ, তে নামতঃ স্বরূপতশ্চ কে কে? ইত্যর্থঃ॥ ২০৭॥ ১॥

মূলানুবাদ। গার্গী নিবৃত্ত হইলে পর, পণ্ডিত শাকল্যনামক ঋষি প্রশ্ন করিলেন।—হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতার সংখ্যা কত? যাজ্ঞবল্ক্য পশ্চাদুক্ত নিবিদের সাহায্যেই ইহার উত্তর স্থির করিলেন। [নিবিদ্ অর্থ—বৈশ্বদেবযাগোক্ত দেবতা-সংখ্যাবাচক কতকগুলি মন্ত্র]; [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] বৈশ্বদেব প্রকরণে 'নিবিদে' (মন্ত্রে) যে পরিমাণ দেবতাসংখ্যা উক্ত আছে, [সেই পরিমাণ—] তিন ও তিন শত এবং তিন হাজার তিন। শাকল্য বলিলেন—ওম্ (হাঁ, সত্য)। শাকল্য পুনর্ব্বার দেবতা সংখ্যার ন্যূন পরিমাণ লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতার সংখ্যা কত? [তিনি বলিলেন—] তেত্রিশ; শাকল্য বলিলেন—ওম্। পুনশ্চ শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতার সংখ্যা কত? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—ছয়; [শাকল্য বলিলেন—] ওম্ (হাঁ, ইহা সত্য)। [শাকল্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য দেবতার সংখ্যা কত? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] তিন; [শাকল্য]

বলিলেন— ওম্। [শাকল্য পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতার সংখ্যা কত? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] দুই; [শাকল্য] 'ওম্' বলিয়া স্বীকার জ্ঞাপন করিলেন [শাকল্য] আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতার সংখ্যা কত? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] অর্দ্ধাধিক—দেড়; শাকল্য এবারও 'ওম্' বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। [শাকল্য পুনশ্চ] জিজ্ঞাসা করিলেন— হে যাজ্ঞবল্ক্য; দেবতার সংখ্যা কত? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] এক; [শাকল্য তাহাও] 'ওম্' বলিয়া স্বীকার করিলেন। [অতঃপর যথোক্ত সংখ্যাবিশিষ্ট দেবতাগণের স্বরূপ জিজ্ঞাসায়] প্রশ্ন করিলেন—[হে যাজ্ঞবল্ক্য, তোমার কথিত] সেই তিন শত তিন ও তিন সহস্র তিন দেবতা কে কে ॥ ২০৭ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথ হৈনং বিদগ্ধ ইতি নামতঃ, শকলস্যাপত্যং শাকল্যঃ, পপ্রচ্ছ—কতিসংখ্যাকা দেবাঃ হে যাজ্ঞবল্ক্যেতি। স যাজ্ঞবল্ক্যঃ, হ কিল, এতয়ৈব বক্ষ্যমানয়া নিবিদা প্রতিপেদে সংখ্যাম্, যাং সংখ্যাং পৃষ্টবান্ শাকল্যঃ; যাবন্তঃ যাবৎসংখ্যাকা দেবাঃ বৈশ্বদেবস্য শস্ত্রস্য নিবিদি—নিবিন্নাম দেবতাসংখ্যাবাচকানি মন্ত্রপদানি কানিচিৎ বৈশ্বদেবে শস্ত্রে শস্যন্তে, তানি নিবিৎসংজ্ঞকানি; তস্যাং নিবিদি যাবন্তো দেবাঃ শ্রূয়ন্তে, তাবন্তো দেবা ইতি।

কা পুনঃ সা নিবিৎ—ইতি তানি নিবিৎপদানি প্রদর্শ্যন্তে— ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা, ত্রয়শ্চ দেবাঃ, দেবানাং ত্রী ত্রীণি চ শতানি; পুনরপ্যেবং, ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রা সহস্রাণি তাবন্তো দেবা ইতি, শাকল্যোঽপি ওমিতি হোবাচ। এবমেষাং মধ্যমা সংখ্যা সম্যক্তয়া জ্ঞাতা, পুনস্তেষামেব দেবানাং সঙ্কোচবিষয়াং সংখ্যাং পৃচ্ছতি—কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি। ত্রয় স্ত্রিংশৎ, ষট্, ত্রয়ঃ, দ্বৌ, অধ্যর্দ্ধ, এক ইতি; দেবতাসঙ্কোচবিকাশবিষয়াং সংখ্যাং পৃষ্ট্বা পুনঃ সংখ্যেয়স্বরূপং পৃচ্ছতি—কতমে তে ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রেতি ॥২০৭॥১ ॥

টীকা। ব্রাহ্মণারম্ভমেবমুক্ত্বা তদক্ষরাণি ব্যাকরোতি—অথেত্যাদিনা। নিবিদি শ্রূয়ন্তে তাবন্তো দেবা ইত্যুত্তরত্র সম্বন্ধঃ। কেয়ং নিবিদিতি পৃচ্ছতি—নিবিন্নামেতি। উত্তরমাহ—দেবতেতি। পদার্থমুক্ত্বা বাক্যার্থং কথয়তি—তস্যামিতি। যদ্যপি ভাষ্যে

নিবিদ্যাখ্যাতা, তথাপি প্রশ্নদ্বারা কৃত্বা তাং ব্যাখ্যাতি কতমা পুনস্তিস্রাদিসংখ্যা-অমূর্ত্তাবাক্যং ব্যাকরোতি—এব মন্ত্রঃ। মধ্যমঃ সংখ্যা ষড়াধিক'ত্রিংশাধিকত্রিসংখ্যালক্ষণা কতমেবেত্যাদিপ্রশ্নানাং পূর্ব্বপ্রশ্নেন পৌনরুক্ত্যাশঙ্কা পরিহারঃ—পুনরেত্যাদিনা। কতমে তে ত্রয়শ্চেত্যাদিপ্রশ্নস্য বিষয়ভেদং দর্শয়তি দেবতেতি। ১০৭। ১।

ভাষ্যানুবাদ। অতঃপর বিদগ্ধ (পণ্ডিত) শাকল্য—শকল ঋষির পুত্র প্রশ্ন করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য দেবতা কতগুলি? অর্থাৎ দেবতার সংখ্যা কত? সেই যাজ্ঞবল্ক্য বক্ষ্যমাণ নিবিদের দ্বারাই শাকল্যের জিজ্ঞাসিত দেবতা-সংখ্যা বুঝিয়াছিলেন অর্থাৎ স্থির করিয়াছিলেন। 'নিবিদ্' অর্থ—বৈশ্বদেবনামক যাগের শস্ত্রক্রিয়ায় পঠনীয় দেবতা-সংখ্যাবাচক কতিপয় মন্ত্র; সেই মন্ত্রগুলিকে 'নিবিদ্' নামে অভিহিত করা হয়। বৈশ্বদেব যাগের সেই নিবিদের মধ্যে যে পরিমাণ দেবতা-সংখ্যা কথিত আছে, দেবতার সংখ্যা সেই পরিমাণই বটে, (তাহার কম বেশী নয়)। সেই নিবিদ্‌টি যে কি, অতঃপর তাহা প্রদর্শন করা হইতেছে—দেবতার সংখ্যা তিন শত তিন, পুনশ্চ, তিন হাজার তিন,—এই পরিমাণ দেবতা-সংখ্যা। ইহা শুনিয়া শাকল্য 'ওম্' বলিয়া তাহা স্বীকার করিয়া লইলেন। এইরূপ দেবতাগণের মধ্যম পরিমাণ উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত হইবার পর শাকল্য পুনশ্চ সংখ্যার সংকোচবিষয়ক প্রশ্ন অর্থাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন সংখ্যা জিজ্ঞাসা করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতার সংখ্যা ঠিক কত? [যাজ্ঞবল্ক্য প্রশ্নোত্তরক্রমে বলিলেন,] তেত্রিশ, ছয়, তিন, দুই, দেড়, ও এক। শাকল্য প্রথমে দেবতার ন্যূনাধিক সংখ্যা জিজ্ঞাসা করিয়া, পুনর্ব্বার সংখ্যেয় বিষয়ে অর্থাৎ ঐ সমস্ত সংখ্যাযুক্ত দেবতাগণের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন যে, সেই তিন শত তিন ও তিন হাজার তিন দেবতা কে কে? অর্থাৎ তাঁহাদের নাম ও স্বরূপ কি? ॥ ২০৭ ॥ ১ ॥

স হোবাচ মহিমান এবৈষামেতে, ত্রয়স্ত্রিংশত্ত্বেব দেবা ইতি, কতমে তে ত্রয়স্ত্রিংশদিত্যষ্টৌ বসব একাদশ রুদ্রা দ্বাদশাদিত্যাস্ত একত্রিংশদিন্দ্রশ্চৈব প্রজাপতিশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশাবিতি ।২০৮।।২ ।

অন্বয়ার্থঃ। [এবং পৃষ্টঃ] সঃ (যাজ্ঞবল্ক্যঃ) উবাচ হ—এতে (ত্র্যধিকত্রিশতাদ্যাঃ দেবাঃ) এষাং (বক্ষ্যমাণানাং দেবানাং) মহিমানঃ

(বিভূতয়ঃ) এব; দেবাঃ তু (পুনঃ) ত্রয়স্ত্রিংশৎ ইতি। যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] বসবঃ অষ্টৌ, রুদ্রাঃ একাদশ, আদিত্যাঃ দ্বাদশ, তে (বসু-প্রভৃতয়ঃ মিলিতাঃ) একত্রিংশৎ, ইন্দ্রঃ প্রজাপতিঃ চ (এতৌ দ্বৌ) ত্রয়স্ত্রিংশৌ ত্রয়স্ত্রিংশৎপূরকৌ ইত্যর্থঃ) ইতি ॥ ২০৮ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ। [শাকল্য এইরূপ প্রশ্ন করিলে পর, তদুত্তরে] যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—ইহারা অর্থাৎ উক্ত তিন শত তিন প্রভৃতি দেবতাগণ—ইহাদের অর্থাৎ পশ্চাদুল্লিখিত দেবগণেরই মহিমা বা বিভূতিস্বরূপ; প্রকৃত পক্ষে দেবতা হইতেছেন—তেত্রিশটী। [শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন—ভাল,] সেই তেত্রিশটী দেবতাই বা কে কে? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য—এই একত্রিশ, আর ইন্দ্র ও প্রজাপতি দুই—মিলিত হইয়া তেত্রিশ হইল ॥ ২০৮ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স হোবাচ ইতরঃ—মহিমানঃ বিভূতয়ঃ, এষাং ত্রয়স্ত্রিংশতঃ দেবানাম্, এতে ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতৈত্যাদয়ঃ; পরমার্থতস্ত্ব ত্রয়স্ত্রিংশৎ ত্বেব দেবা ইতি। কতমে তে ত্রয়স্ত্রিংশৎ? ইত্যুচ্যতে— অষ্টৌ বসবঃ, একাদশ রুদ্রাঃ দ্বাদশ আদিত্যাঃ, তে একত্রিংশৎ, ইন্দ্রশ্চৈব প্রজাপতিশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশাবিতি ত্রয়স্ত্রিংশতঃ পূরণৌ ॥২০৮॥২॥

টীকা। কতি তর্হি দেবা নির্বিশিষ্ট ভবন্তি, তত্রাহ—পরমার্থতস্ত্বিতি। ত্রয়স্ত্রিংশতো দেবানাং স্বরূপং প্রশ্নদ্বারা নির্দ্ধারয়তি—কতমে ত ইতি। ২০৮ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—এই যে, তিন শত তিন প্রভৃতি দেবতা, ইঁহারা হইতেছেন—এই তেত্রিশটী দেবতারই মহিমা—বিভূতিস্বরূপ; সুতরাং দেবতা তেত্রিশই সত্য; সেই তেত্রিশটী দেবতা যে, কে কে; তাহা বলা হইতেছে—আট জন বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য,—এই একত্রিশ, আর ইন্দ্র ও প্রজাপতি এই দুই,—সমষ্টিতে তেত্রিশ পূর্ণ হইল ॥ ২০৮ ॥ ২ ॥

কতমে বসব ইত্যগ্নিশ্চ পৃথিবী চ বায়ুশ্চান্তরিক্ষঞ্চাদিত্যশ্চ দ্যৌশ্চ চন্দ্রমাশ্চ নক্ষত্রাণি চৈতে বসবঃ, এতেষু হীদং সর্ব্বং হিতমিতি তস্মাদ্বসব ইতি ॥২০৯॥৩॥

অন্বয়ার্থঃ। [বিশেষজিজ্ঞাসয়া শাকল্যঃ পুনরপ্যাহ—] বসবঃ (ত্বদুক্তঃ বসুগণঃ) কতমে ? (তে ব্যক্ত্যা কে কে ?) ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] অগ্নিঃ চ, পৃথিবী চ, বায়ুঃ চ, অন্তরিক্ষং চ, আদিত্যঃ চ, দ্যৌঃ চ, চন্দ্রমাঃ চ, নক্ষত্রাণি চ—এতে বসবঃ (যথোক্তাগ্ন্যাদ্যষ্টকো গণঃ বসু-সংজ্ঞয়া—অভিধীয়তে)। হি (যস্মাৎ এতেষু (অগ্নিপ্রভৃতিষু) ইদং (অনুভূয়মানং) সর্ব্বং (বস্তু) হিতং (নিহিতং) [অস্তি] ইতি ; তস্মাৎ (সর্ব্বনিধানাৎ সর্ব্ববস্তূনাং বাসহেতুত্বাদিত্যর্থঃ) বসবঃ (সর্ব্বে বসন্তি এষু, সর্ব্বান্ বা বাসয়ন্তি—ইতি বসবঃ—ইতি ব্যুৎপত্তিযোগাদিতিভাবঃ, ইতি ॥ ২০৯ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ। বসুগণের বিশেষ পরিচয় জানিবার জন্য শাকল্য পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন যে, তোমার কথিত অষ্ট বসু কাহারা অর্থাৎ তাঁহাদের নাম কি? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, দ্যুলোক, চন্দ্র ও নক্ষত্র এই আটটীর নাম—বসু। যেহেতু বর্ত্তমান সমস্ত জগৎ এই অগ্নিপ্রভৃতিতে নিহিত রহিয়াছে, অর্থাৎ যেহেতু এই অগ্নি প্রভৃতি আটটী দেব তাই সমস্ত জগৎকে স্থান দিয়াছেন; সেই হেতু ইহারা 'বসু'-পদ বাচ্য ॥ ২০৯ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কতমে বসবঃ ? ইতি—তেষাং স্বরূপং প্রত্যেকং পৃচ্ছ্যতে। অগ্নিশ্চ পৃথিবী চেত্যগ্ন্যাদয়ো নক্ষত্রান্তা এতে বসবঃ—প্রাণিনাং কর্ম্মফলাশ্রয়ত্বেন কার্য্যকরণসঙ্ঘাতরূপেণ তন্নিবাসত্বেন চ বিপরিণমন্তো জগদিদং সর্ব্বং বাসয়ন্তি বসন্তি চ ; তে যস্মাদ্বাসয়ন্তি তস্মাদ্বসব ইতি ॥ ২০৯ ॥ ৩ ॥

টীকা। উত্তরপ্রশ্নস্য প্রতীকং গৃহীত্বা তস্য তাৎপর্য্যমাহ—কতম ইতি। তেষাং বস্বাদীনাং প্রত্যেকং বস্বাদিত্বে পরিগণিতানাং প্রত্যেকং চৈকৈকস্যেত্যর্থঃ। তেষাং বসুত্বমেতেষু কীদৃশাদিনাকারবিশেষেণ স্পষ্টয়তি—প্রাণিনামিতি। তেষাং কর্ম্মফলস্য চাশ্রয়ত্বেন তেষামেব নিবাসত্বেন চ শরীরেন্দ্রিয়সমুদায়াকারেণ বিপরিণমন্তোঽগ্ন্যাদয়ো জগদেতদ্বাসয়ন্তি স্বয়ং চ তত্র বসন্তি, তস্মাদযুক্তং তেষাং বসুত্বমিত্যর্থঃ। বসুত্বং নিগময়তি—তে যস্মাদিতি ॥ ২০৯ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। "কতমে তে বসবঃ" বলিয়া বসুগণের নাম ও ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইতেছে। অগ্নি এবং পৃথিবী—অগ্নি হইতে নক্ষত্র

পর্য্যন্ত যে সমস্ত দেবতার উল্লেখ করা হইল, ইহারা বসু; ইহারা প্রাণিগণের কর্ম্মলভ্য ফলের আশ্রয়রূপে এবং দেহেন্দ্রিয়রূপে পরিণত হইয়া সমস্ত জগৎকে বাস করাইতেছেন, এবং নিজেরাও বাস করিতেছেন। যেহেতু তাঁহারা বাস করাইতেছেন, সেই হেতু তাঁহারা 'বসু' নামে অভিহিত ॥ ২০৯ ॥ ৩ ॥

কতমে রুদ্রা ইতি, দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশঃ তে যদাস্মাচ্ছরীরান্মর্ত্ত্যাদুৎক্রামন্ত্যথ রোদয়ন্তি, তদ্যদ্রোদয়ন্তি, তস্মাদ্ রুদ্রা ইতি ॥ ২১০ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ। [শাকল্যঃ পুনরাহ— রুদ্রাঃ (ত্বদুক্তা একাদশসংখ্যকাঃ) কতমে (কিংস্বরূপাঃ কিন্নামকাশ্চ)? ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] পুরুষে (জীবদেহে বর্ত্তমানাঃ) ইমে প্রাণাঃ (জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকং, কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকং চ, আত্মা (আত্মা চাত্র মনঃ, ইন্দ্রিয়প্রকরণাৎ —একাদশঃ (একাদশানাং পূরকঃ), [এতে রুদ্রপদবাচ্যা ইত্যর্থঃ)। তে একাদশ রুদ্রাঃ) যদা (যস্মিন্ কালে) অস্মাৎ (দৃশ্যমানাৎ) মর্ত্ত্যাৎ (ধ্বংসশীলাৎ) শরীরাৎ উৎক্রামন্তি (নির্গচ্ছন্তি), অথ (তদা) রোদয়ন্তি (তৎস্বজনান্ ক্রন্দয়ন্তি); যৎ (যস্মাৎ) তৎ রোদয়ন্তি, তস্মাৎ রুদ্রাঃ [উচ্যন্তে], ইতি ॥ ২১০ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ। [শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন—] একাদশ রুদ্র কে কে? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] পুরুষের দশ প্রাণ অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ, কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ—এই দশ, আর আত্মা অর্থাৎ মন তাহাদের একাদশ। এই একাদশটা পদার্থ—যখন মরণশীল দেহ হইতে চলিয়া যায়, তখন স্বজনবর্গকে কাঁদাইয়া থাকে; এই কারণে ইহারা 'রুদ্র' -শব্দবাচ্য ॥ ২১০ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কতমে রুদ্রা ইতি। দশ ইমে পুরুষে, কর্ম্মবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি প্রাণাঃ, আত্মা মন একাদশঃ—একাদশানাং পূরণঃ; তে এতে প্রাণা যদা অস্মাচ্ছরীরাৎ মর্ত্ত্যাৎ প্রাণিনাং কর্ম্মফলোপভোগক্ষয়ে উৎক্রামন্তি, অথ তদা রোদয়ন্তি তৎসম্বন্ধিনঃ। তৎ তত্র যস্মাৎ রোদয়ন্তি তে সম্বন্ধিনঃ, তস্মাৎ রুদ্রা ইতি ॥ ২১০ ॥ ৪ ॥

টীকা। প্রাণশব্দার্থমাহ—কর্ম্মেতি। তে যদাস্মাদিত্যাদি বাক্যমস্পষ্টং তেষাং রুদ্রত্বমুপপাদয়তি—ত এতে প্রাণা ইতি। মরণকালঃ সপ্তম্যর্থঃ॥ ২১০॥ ৪॥

ভাষ্যানুবাদ। "কতমে রুদ্রাঃ" ইত্যাদি। পুরুষের (জীবনাবশিষ্ট দেহের) এই দশটী প্রাণ—কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় দশ, আর আত্মা—মন হইতেছে—একাদশ অর্থাৎ একাদশের পূরণ। সেই এই একাদশ প্রাণ, যে সময় প্রাণিগণের কর্ম্মফলভোগ ক্ষয়ে ধ্বংসোন্মুখ দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়, সে সময় সেই বায়ুই দেহসম্পর্কিত লোকদিগকে কাঁদাইয়া থাকে। যেহেতু সে সময় উক্ত প্রাণসমূহ পরিত্যক্ত দেহসম্পর্কিত লোকদিগকে কাঁদায়, সেই হেতু তাহারা 'রুদ্র' নামে অভিহিত হয়॥ ২১০॥ ৪॥

কতম আদিত্যা ইতি, দ্বাদশ বৈ মাসাঃ সংবৎসরস্যৈত আদিত্যাঃ, এতে হীদং সর্ব্বমাদদানা যন্তি, তে যদিদং সর্ব্বমাদদানা যন্তি, তস্মাদাদিত্যা ইতি॥ ২১১॥ ৫॥

সরলার্থঃ। [শাকল্যঃ পুনরাহ—] আদিত্যাঃ কতমে? ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] বৈ (প্রসিদ্ধৌ) সংবৎসরস্য এতে দ্বাদশ মাসাঃ 'আদিত্যাঃ'। হি (যস্মাৎ) এতে (যাজ্ঞবল্ক্যোক্তাঃ দ্বাদশ মাসাঃ) ইদং সর্ব্বং (জগৎ) আদদানাঃ (প্রাণিনাম্ আয়ুংষি গৃহ্ণন্তঃ) যন্তি (পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তমানাঃ সন্তঃ প্রাণিনাম্ আয়ুঃক্ষয়ং কুর্ব্বন্তি); যৎ (যস্মাৎ) তে (মাসাঃ) ইদং সর্ব্বং আদদানাঃ সন্তঃ যন্তি (গচ্ছন্তি), তস্মাৎ আদিত্যাঃ (আদিত্যপদবাচ্যাঃ) ইতি॥ ২১১॥ ৫॥

মূলানুবাদ। [শাকল্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—] আদিত্য কাহারা? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] সংবৎসরের প্রসিদ্ধ দ্বাদশ মাসই আদিত্য; কারণ, ইহারা সমস্ত জগৎকে আদান করিয়া অর্থাৎ প্রাণিগণের আয়ুক্ষয় করিয়া গমন করিয়া থাকে। যেহেতু তাহারা সমস্তকে গ্রহণ করিয়া চলিয়া যায়, সেই হেতু তাহারা আদিত্যপদবাচ্য॥ ২১১॥ ৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কতম আদিত্যা ইতি। দ্বাদশ বৈ মাসাঃ সংবৎসরস্য কালস্যাবয়বাঃ প্রসিদ্ধাঃ, এতে আদিত্যাঃ কথম্? এতে হি যস্মাৎ পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তমানাঃ প্রাণিনামায়ুংষি কর্ম্মফলঞ্চ আদদানাঃ গৃহ্ণন্তঃ

উপাদদতঃ যন্তি গচ্ছন্তি, তে যৎ যস্মাদেবমিদং সর্ব্বমাদদানা যন্তি, তস্মাদাদিত্যা ইতি ॥ ২১১ ॥ ৫ ॥

টীকা। তেষামাদিত্যত্বপ্রসিদ্ধিমিতি শঙ্কতে—কথমিতি। এতে ইত্যাদিবাক্যোত্তরমাহ—এতে হীতি ॥ ২১১ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ। "কতমে আদিত্যাঃ" ইত্যাদি সংবৎসরের অবয়ব বা অংশরূপে প্রসিদ্ধ এই দ্বাদশ মাস হইতেছে 'আদিত্য'। কি প্রকারে? যেহেতু ইহারা পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন বা যাতায়াত করতঃ প্রাণিগণের আয়ু ও কর্ম্মফল গ্রহণ করিয়া গমন করে; যেহেতু তাহারা এই প্রকারে এই সমস্তকে লইয়া চলিয়া যায়, সেই হেতু ইহারা আদিত্য ॥ ২১১ ॥ ৫ ॥

কতম ইন্দ্রঃ কতমঃ প্রজাপতিরিতি, স্তনয়িত্নুরেবেন্দ্রো যজ্ঞঃ প্রজাপতিরিতি, কতমঃ স্তনয়িত্নুরিত্যশনিরিতি, কতমো যজ্ঞ ইতি পশব ইতি ॥ ২১২ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। [শাকল্যঃ পপ্রচ্ছ—] ইন্দ্রঃ কতমঃ, প্রজাপতিঃ [চ] কতমঃ? ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] স্তনয়িত্নুঃ (অশনিঃ—বজ্রং) এব ইন্দ্রঃ, যজ্ঞঃ যজ্ঞসাধনানি পশবঃ [এব] প্রজাপতিঃ ইতি। স্তনয়িত্নুঃ কতমঃ? ইতি, অশনিঃ (অশনির্ব্বজ্রং স্তনয়িত্নুঃ স্তনয়িত্নুপদবাচ্য ইত্যর্থঃ); যজ্ঞঃ কতমঃ? ইতি; পশবঃ (যজ্ঞসাধনানি পশবঃ যজ্ঞশব্দার্থঃ) ইতি ॥ ২১২ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ। [শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন—] ইন্দ্র কে? এবং প্রজাপতিই বা কে? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] স্তনয়িত্নুই ইন্দ্র, আর যজ্ঞই প্রজাপতি [পুনঃ প্রশ্ন হইল—] স্তনয়িত্নুই বা কে? এবং যজ্ঞই বা কে? [যথাক্রমে উত্তর হইল—] স্তনয়িত্নু হইতেছে অশনি (বজ্র), আর যজ্ঞ হইতেছে তৎসাধন পশু ॥ ২১২ ॥ ৬

শাঙ্করভাষ্যম্। কতম ইন্দ্রঃ, কতমঃ প্রজাপতিরিতি; স্তনয়িত্নুরেবেন্দ্রঃ যজ্ঞঃ প্রজাপতিরিতি। কতমঃ স্তনয়িত্নুরিতি অশনিরিতি; অশনিঃ বজ্রং বীর্য্যং বলম্, যৎ প্রাণিনঃ প্রমাপয়তি, স ইন্দ্রঃ; ইন্দ্রস্য হি তৎ কর্ম্ম। কতমো যজ্ঞ ইতি; পশব ইতি—যজ্ঞস্য হি সাধনানি পশবঃ; যজ্ঞস্যারূপত্বাৎ পশুসাধনাশ্রয়ত্বাচ্চ পশবো যজ্ঞ ইত্যুচ্যতে ২১২ ॥

টীকা। প্রসিদ্ধং বজ্রং ব্যাবর্ত্তয়তি—বীর্য্যমিতি। তদেব স্পষ্টয়তি—বলমিতি। কিং তদ্বলমিতি তেত্রাহ—যৎ প্রাণিন ইতি। প্রমাপণং

হিংসনম্। কথং তস্যেন্দ্রত্বমুপচারাদিত্যাহ—ইন্দ্রস্য হীতি। পশূনাং যজ্ঞত্বপ্রসিদ্ধিত্যাশঙ্ক্যাহ—যজ্ঞস্য হীতি। কারণে কার্য্যোপচারঃ সাধয়তি—যজ্ঞস্যেতি। অমূর্ত্তত্বাৎ সাধনব্যতিরিক্তরূপাভাবাদ্‌যজ্ঞস্য পশ্বাশ্রয়ত্বাচ্চ পশবো যজ্ঞ ইত্যুচ্যন্ত ইত্যর্থঃ॥ ২১২ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ। ইন্দ্র কে? এবং প্রজাপতি ইবা কে? হইতেছে ইন্দ্র, আর যজ্ঞ হইতেছে প্রজাপতি। [পুনঃ প্রশ্ন হইল—] স্তনয়িত্নু কে? আর যজ্ঞই বা কে? [উত্তর হইল—] অশনি—বজ্র অর্থাৎ বল-বীর্য্য, যাহা প্রাণিগণকে সংহার করিয়া থাকে, তাহাই স্তনয়িত্নু; কেন না, উহাই ইন্দ্রের কর্ম্ম। যজ্ঞ কে? পশুগণ, কেন না, পশুই যজ্ঞের সাধন; যেহেতু যজ্ঞের কোনও আকৃতি নাই, এবং যেহেতু যজ্ঞমাত্রই পশুরূপ সাধনের অধীন অর্থাৎ যেহেতু পশুব্যতিরেকে যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয় না, সেই হেতু পশুগণ 'যজ্ঞ' নামে কথিত হইয়া থাকে॥ ২১২ ॥ ৬ ॥

কতমে ষড়িত্যগ্নিশ্চ পৃথিবী চ বায়ুশ্চান্তরিক্ষঞ্চাদিত্যশ্চ দ্যৌশ্চৈতে ষট্, এতে হীদং সর্ব্বং ষড়িতি ॥ ২১৩ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ। [শাকল্যঃ পুনরাহ] ষট্ (ত্বদুক্তাঃ ষট্‌সংখ্যকা দেবাঃ) কতমে (কিংস্বরূপাঃ?) ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ] অগ্নিঃ চ, পৃথিবী চ, বায়ুঃ চ, অন্তরিক্ষং চ, আদিত্যঃ চ, দ্যৌঃ চ,—এতে (অগ্ন্যাদয়ঃ) ষট্ [দেবাঃ]। হি (যস্মাৎ) ইদং সর্ব্বং (ত্রয়স্ত্রিংশদাদি-ভেদভিন্নং) এতে ষট্ (এতেষু ষট্‌সু অন্তর্ভবতি); [অতঃ এতে এব ষট্ ইত্যভি-প্রায়ঃ॥ ২১৩ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ। [শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন—] সেই ছয়টী দেবতা কাহারা? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরিক্ষ, আদিত্য ও দ্যুলোক, ইহারা সেই ছয় দেবতা; কেন না, পূর্ব্বে যে, তেত্রিশ প্রভৃতি দেবতা বিভাগ কথিত হইয়াছে, তাহারা এই ছয়টীরই অন্তর্ভুক্ত; অতএব ইহারাই সেই ছয় দেবতা॥ ২১৩ ॥ ৭

শাঙ্করভাষ্যম্—কতমে ষড়িতি। ত এব অগ্ন্যাদয়ো বসুত্বেন পঠিতাঃ - চন্দ্রমসং নক্ষত্রাণি চ বর্জ্জয়িত্বা ষট্ ভবন্তি—ষট্‌সঙ্খ্যাবিশিষ্টাঃ। এতে হি যস্মাৎ ত্রয়স্ত্রিংশদাদি যদুক্তম্, ইদং সর্ব্বম্ এতে এব ষট্ ভবন্তি; সর্ব্বো হি বস্বাদিবিস্তর এতেষ্বেব ষট্‌স্বন্তর্ভবতীত্যর্থঃ॥ ২১৩ ॥ ৭ ॥

টীকা। এতে হীতি প্রতীকমাদায় ব্যাচষ্টে—যস্মাদিতি। যত্রয়স্ত্রিংশদাদ্যুক্তং, তৎ সর্ব্বমেত এব যস্মাত্তস্মাদেতে ষড়েতস্মীতি যোজনা। অক্ষরার্থমুক্তা বাক্যার্থমাহ—অন্যো হীতি। ২১৩। ৭।

ভাষ্যানুবাদ। কতমে ষট্ ইতি। পূর্ব্বে বসুরূপে যাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে; তন্মধ্যে চন্দ্র ও নক্ষত্র বাদে, সেই অগ্নি প্রভৃতিই অত্রত্য ছয় দেবতা, অর্থাৎ অগ্নি প্রভৃতি দেবতাই এখানকার ষট্‌সংখ্যক দেবতা। কেন না পূর্ব্বে যে, তেত্রিশ প্রভৃতি বিভাগ উক্ত হইয়াছে, তাহারা এই ছয়টীরই অন্তর্ভুক্ত। অভিপ্রায় এই যে, উক্ত বসু প্রভৃতি দেবতাবিস্তার এই ছয়টীর মধ্যেই রহিয়াছে ॥ ২১৩ ॥ ৭ ॥

কতমে তে ত্রয়ো দেবা ইতি, ইম এব ত্রয়ো লোকাঃ, এষু হীমে সর্ব্বে দেবা ইতি, কতমৌ তৌ দ্বৌ দেবাবিত্যন্নঞ্চৈব প্রাণশ্চেতি, কতমোঽধ্যর্দ্ধ ইতি, যোঽয়ং পবত ইতি ॥ ২১৪ ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ। [শাকল্যঃ প্রপচ্ছ—] তে (ত্বদুক্তাঃ) ত্রয়ঃ (দেবাঃ) কতমে? ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] ইমে (অনুভূয়মানাঃ) ত্রয়ঃ লোকাঃ (ভূভুর্বঃস্বরাখ্যাঃ) এব [ত্রয়ো দেবা ইতি শেষঃ]; হি (যস্মাৎ) এষু (ত্রিষু লোকেষু) ইমে (পূর্ব্বোক্তাঃ সর্ব্বে দেবাঃ) [অন্তর্ভূতা ইত্যর্থঃ] ইতি [শাকল্যঃ পুনরাহ] তৌ (ত্বদুক্তৌ) দেবৌ কতমৌ? ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ] অন্নং চ, প্রাণঃ চ এব (এতৌ এব তৌ দ্বৌ দেবৌ ইত্যর্থঃ)। [পুনঃ শাকল্য আহ] অধ্যর্দ্ধঃ (ত্বদুক্তঃ সার্দ্ধঃ) কতমঃ? ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ] যঃ অয়ং পবতে [বায়ুঃ ইত্যর্থঃ] ইতি ॥ ২১৪ ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ। [শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন—] তুমি যে, তিন দেবতার কথা বলিয়াছ, সেই তিনটী দেবতা কে কে? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] এই তিন লোক—ভূঃ ভূবঃ ও স্বঃ। কারণ, এই অপর সমস্ত দেবতা তিন দেবতারই অন্তর্ভূত। [শাকল্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—] সেই দুইটী দেবতা কে কে? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] অন্ন ও প্রাণ। [শাকল্য পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন,]

সেই অধ্যর্দ্ধ অর্থাৎ অর্দ্ধেক আর এক—দেড়খানি দেবতা কে? [উত্তর] এই যিনি প্রবাহিত হইতেছেন, অর্থাৎ বায়ু ॥ ২১৪ ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কতমে তে ত্রয়ো দেবা ইতি। ইম এব ত্রয়ো লোকা ইতি—পৃথিবীমগ্নিঞ্চ একীকৃত্য এক দেবঃ, অন্তরিক্ষং বায়ুঞ্চৈকীকৃত্য দ্বিতীয়ঃ, দিবমাদিত্যঞ্চৈকীকৃত্য তৃতীয়ঃ—ত এব ত্রয়ো দেবা ইতি। এষু হি যস্মাৎ ত্রিষু দেবেষু সর্ব্বে অন্তর্ভবন্তি, তেনৈত এব ত্রয়ো দেবা ইতি—এষ নৈরুক্তানাং কেষাঞ্চিৎ পক্ষঃ। কতমৌ তৌ দ্বৌ দেবাবিতি—অন্নঞ্চৈব প্রাণশ্চ—এতৌ দ্বৌ দেবৌ; অনয়োঃ সর্ব্বেষামুক্তানামন্তর্ভাবঃ। কতমোহধ্যর্দ্ধ ইতি—যোহয়ং পবতে বায়ুঃ॥ ২১৪ ॥ ৮ ॥

টীকা। [illegible] হেতুঃ—এষু ত্রিষু [illegible] কেষাঞ্চিদেব পক্ষে [illegible] —ইত্যেতদ ইতি। ২১৪ [illegible]

ভাষ্যানুবাদ। তুমি যে তিন দেবতার কথা বলিয়াছ, সেই তিনটী দেবতা কে কে? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] এই ত্রিলোকই [সেই তিন দেবতা]; পৃথিবী ও অগ্নিকে এক ধরিয়া এক দেবতা, বায়ু ও অন্তরিক্ষকে এক ধরিয়া দ্বিতীয় দেবতা, এবং দ্যুলোক ও আদিত্যকে এক ধরিয়া হইল তৃতীয় দেবতা—ইহারাই সেই তিন দেবতা। যেহেতু এই তিন দেবতাতেই অপর সমস্ত দেবতা অন্তর্ভূত, সেই হেতু এই তিনই সেই তিন দেবতা; ইহা হইতেছে কোন কোন 'নিরুক্ত' মতাবলম্বীদিগের সিদ্ধান্ত (১)। [অন্য সকলের মতে 'লোক' শব্দের সহজলভ্য ত্রিলোক অর্থই গ্রহণীয়]। [শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার কথিত] সেই দুইটী দেবতা কে কে? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] অন্ন ও প্রাণ, ইহারাই সেই দুই দেবতা; পূর্ব্বোক্ত সমস্ত দেবতা এই দুই দেবতাতেই অন্তর্ভূত। [শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কথিত (সেই অর্দ্ধাদ্ধ) অর্দ্ধাধিক [দেবতা কি কি?] যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, [এই যিনি প্রবাহিত হইতেছেন, সেই বায়ু॥২১৪॥৮॥

---

(১) তাৎপর্য্য—বেদাঙ্গ ছয় প্রকার—(১) শিক্ষা, (২) কল্পসূত্র, (৩) ব্যাকরণ, (৪) নিরুক্ত, (৫) ছন্দঃ ও (৬) জ্যোতিষ। তন্মধ্যে নিরুক্ত শাস্ত্রে বৈদিক শব্দের অর্থ বা ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই নিরুক্ত-প্রদর্শিত অর্থ প্রণালী যাহারা মানিয়া চলেন, তাহাদিগকে ভাষ্যকার 'নৈরুক্ত' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তদাহুর্যদয়মেক ইবৈব পবতেঽথ কথমধ্যর্দ্ধ ইতি, যদস্মিন্নিদং সর্ব্বমধ্যার্ধ্নোত্তেনাধ্যর্দ্ধ ইতি, কতম একো দেব ইতি, প্রাণ ইতি স ব্রহ্ম ত্যদিত্যাচক্ষতে ॥ ২১৫ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ। তৎ (তত্র) একে (কেচিৎ) আহুঃ (কথয়ন্তি) যৎ, অয়ং (বায়ুঃ) একঃ (দ্বিতীয়রহিতঃ) ইব (সম্ভাবনায়াং) এব (নিশ্চয়ে) পবতে (নিরন্তরং চলতি), অথ (অতঃ) কথং (কেন প্রকারেণ) [সঃ] অধ্যর্দ্ধঃ] ভবেৎ] ইতি। [অত্রোত্তরম্.] যৎ [যস্মাৎ] ইদং সর্ব্বং (জগৎ) অস্মিন্ (বায়ৌ সতি) অধ্যার্ধ্নোৎ [অধি—অধিকাং ঋদ্ধিং আপ্নোৎ—প্রাপ্তবদিত্যর্থঃ] ইতি। [শাকল্যঃ পুনরাহ—] একঃ দেবঃ কতমঃ? ইতি; [যাজ্ঞবল্ক্য আহ.] প্রাণঃ ইতি; সঃ (প্রাণঃ) ব্রহ্ম (মহত্ত্বাৎ সর্ব্বাত্মকত্বাৎ চ); [তৎ ব্রহ্ম] ত্যৎ ইতি (পরোক্ষতয়া) আচক্ষতে (বর্ণয়ন্তি পণ্ডিতাঃ) ॥ ২১৫ ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ। বায়ুকে যে 'অধ্যর্দ্ধ' বলা হইল, তৎসম্বন্ধে অজ্ঞ লোকেরা আপত্তি করিয়া বলেন যে, এই বায়ু ত যেন এককই বলিয়া বোধ হয়; অতএব বায়ু আবার 'অধ্যর্দ্ধ' (অর্দ্ধাধিক) হয় কি প্রকারে? [উত্তর] যেহেতু এই বায়ুর সদ্ভাবেই সমস্ত জগৎ ঋদ্ধি—কল্যাণ লাভ করিয়া থাকে, সেই হেতু এই বায়ু অধ্যর্দ্ধ। [পুনশ্চ শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন,] সেই একটী দেবতা কে? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] তাহা প্রাণ; সেই প্রাণই ব্রহ্ম স্বরূপ; পণ্ডিতগণ অপ্রত্যক্ষ বস্তুবোধক 'ত্যৎ' শব্দে তাঁহার নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ॥২১৫॥৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তৎ তত্র আহুশ্চোদয়ন্তি—যদয়ং বায়ুঃ এক ইবৈব এক এব পবতে, অথ কথমধ্যর্দ্ধ ইতি। যৎ অস্মিন্নিদং সর্ব্বম্ অধ্যার্ধ্নোৎ—অস্মিন্ বায়ৌ সতি ইদং সর্ব্বম্ অধ্যার্ধ্নোৎ অধি ঋদ্ধিং প্রাপ্নোতি, তেনাধ্যর্দ্ধ ইতি। কতম একো দেব ইতি; প্রাণ ইতি; স প্রাণো ব্রহ্ম—সর্ব্বদেবাত্মকত্বাৎ মহদ্ব্রহ্ম, তেন স ব্রহ্ম—ত্যদিত্যাচক্ষতে। ত্যদিতি তদ্ব্রহ্মাচক্ষতে—পরোক্ষাভিধায়কেন শব্দেন। দেবানামেতদেকত্বং নানাত্বঞ্চ—অনন্তানাং দেবানাং নিবিৎসঙ্খ্যাবিশিষ্টেষ্বন্তর্ভাবঃ, তেষামপি ত্রয়স্ত্রিংশদাদিষু উত্তরোত্তরেষু যাবদেকস্মিন্ প্রাণে; প্রাণস্যৈব চৈকস্য সর্ব্বোঽনন্তসঙ্খ্যাতো বিস্তরঃ।

এবমেকশ্চানন্তশ্চ অবান্তরসঙ্খ্যাবিশিষ্টশ্চ প্রাণ এব। তত্র চ দেবস্যৈকস্য নামরূপকর্ম্মগুণশক্তিভেদঃ, অধিকারভেদাৎ ॥ ২১৫ ॥ ৯ ॥

টীকা। একস্যাধ্যর্দ্ধত্বমাক্ষিপতি—তদাহুরিতি। ইবশব্দস্য কথমিত্যত্র সম্বধ্যতে। পরিহরতি—যদস্মিন্নিতি। প্রাণস্য ব্রহ্মত্বং সাধয়তি সইত্যাদিনা। তেন মহত্ত্বে-নেতি যাবৎ। তস্য পরোক্ষত্বপ্রতিপত্তৌ প্রবৃত্তগৌরবার্থং কথয়তি—ত্যদিত্যেতি। উক্ত-মর্থং প্রতিপত্তিসৌকর্য্যার্থং সংগৃহ্লাতি- দেবানামিতি। একত্বং প্রাণে পর্য্যবসানম্। নানাত্বমানন্ত্যম্। ষড়ধিকত্রিশতাধিকত্রিসহস্রসংখ্যাকানামেব দেবানামক্তোক্তত্বাৎ কথং তদানন্ত্যমিত্যাশঙ্ক্য শ্রুতসহস্রশব্দং মনন্তত্বং পুরুক্তিবেত্যাশয়েনাহ—অনন্তানামিতি। একস্মিন্ প্রাণে পর্য্যবসানং যাবদ্ভবতি তাবৎপর্য্যায়মুত্তরোত্তরেষু ত্রয়স্ত্রিংশদাদিষু তেষামন্তর্ভাব ইত্যাহ—তেষামপীতি। প্রাণস্য কাস্মিন্নন্তর্ভাবস্তত্রাহ- প্রাণস্যৈবেতি। সংগৃহীতমর্থমুপসংহরতি—এবমিতি। একস্যানেকধাভাবে কিং নিমিত্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—উক্তরীত্যা প্রাণস্বরূপে স্থিতে সতীতি যাবৎ। দেবস্যৈকস্য প্রকৃতস্য প্রাণস্যৈবেত্যর্থঃ। প্রাণিনাং জ্ঞানে কর্ম্মণি চাধিকারস্য স্বামিত্বস্য ভেদোঽধিকারভেদস্তন্নিমিত্তত্বেন দেবস্যানেক-সংস্থানপরিণামসিদ্ধিঃ। প্রাণিনো হি জ্ঞানং কর্ম্ম চানুষ্ঠায় স্বস্বাংশময্যাদিরূপমাপদ্যন্তে, তদনুরূপো যথোক্তো ভেদ ইত্যর্থঃ ২১৫ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ। তদ্বিষয়ে এক সম্প্রদায়ের লোকেরা আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলেন যে, এই বায়ু ত এককই প্রবাহিত হইয়া থাকে; তবে 'অধ্যর্দ্ধ' হয় কিরূপে? (উত্তর,) যেহেতু এই বায়ু বিদ্যমান থাকিলেই উক্ত সমস্ত দেবতা সমধিক ঋদ্ধি—সম্পদ্ অর্থাৎ কল্যাণ লাভ করিতে সমর্থ হয়; সেই হেতু বায়ু 'অধ্যর্দ্ধ' নামে অভিহিত। (শাকল্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন), সেই একটী দেবতা কে? (যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,) সেই দেবতাটী হইতেছে প্রাণ। সেই প্রাণই অপর সর্ব্ব দেবতাময় বলিয়া মহৎ ব্রহ্ম; সেই কারণে উক্ত প্রাণরূপী ব্রহ্ম 'ত্যৎ' শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন; অর্থাৎ পণ্ডিতগণ পরোক্ষবোধক (অপ্রত্যক্ষ বস্তুবোধক) 'ত্যৎ' শব্দে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। দেবতাগণের এইরূপে একত্ব ও নানাত্ব উভয়ই আছে। অভিপ্রায় এই যে, দেবতাগণ সংখ্যায় অনন্ত হইলেও, 'নিবিৎ'-কথিত সংখ্যাবিশিষ্ট অল্প-সংখ্যক দেবতার অন্তর্নিবিষ্ট, তাহাদেরও আবার পর পর তেত্রিশ প্রভৃতি স্বল্পসংখ্যক দেবতার মধ্যে অন্তর্ভাব হইতে-হইতে প্রাণে তাহার পরিসমাপ্তি হইয়াছে; বুঝিতে হইবে যে, এক প্রাণেরই উক্ত অনন্ত-সংখ্যক বিস্তার। এইরূপে এক ও অনন্ত যাহা কিছু, তৎসমস্ত প্রাণই বটে। তন্মধ্যেও আবার অধিকারভেদানুসারে একই দেবতার নাম, রূপ, কর্ম্ম ও গুণানুসারে বিস্তর

প্রভেদ হইয়া থাকে, [বস্তুতঃ মূলীভূত দেবতা একই, অতিরিক্ত নহে] ॥২১৫॥৯॥

ইদানীং তস্যৈব প্রাণস্য ব্রহ্মণঃ পুনরষ্টধা ভেদ উপদিশ্যতে —

পৃথিব্যেব যস্যায়তনমগ্নির্লোকো মনোজ্যোতিঃ যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎসর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণংস বৈ বেদিতা স্যাৎ। যাজ্ঞবল্ক্য, বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ, য এবায়ং শারীরঃ পুরুষঃ স এষঃ, বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেত্যমৃতমিতি হোবাচ ॥২১৬॥১০॥

সরলার্থঃ। ইদানীং তস্যৈব প্রাণস্য অষ্টবিধো ভেদ উচ্যতে—'পৃথিব্যেব' ইত্যাদিঃ। হে যাজ্ঞবল্ক্য, যস্য (প্রাণস্য ব্রহ্মণঃ পৃথিবী এব আয়তনম্ (আশ্রয়ঃ); অগ্নিঃ লোকঃ লোক্যতে—দৃশ্যতে অনেনেতি লোকঃ—চক্ষুঃ); মনঃ (অন্তঃকরণম্) জ্যোতিঃ (দৃষ্টিসহায়ঃ প্রকাশ ইত্যর্থঃ)। যঃ (জনঃ) বৈ (এব) সর্ব্বস্য আত্মনঃ (জীবসংঘাতস্য) পরায়ণং (প্রধানম্ আশ্রয়ম্) তং (যথোক্ত-গুণসম্পন্নং) পুরুষং (প্রাণং) বিদ্যাৎ (বিশেষেণ জানীয়াৎ), সঃ (বিজ্ঞাতা) বৈ বেদিতা (পণ্ডিতঃ) স্যাৎ; (ত্বং তু তং পুরুষং ন জানাসীতি ভাবঃ)।

(যাজ্ঞবল্ক্য আহ—) হে শাকল্য, ত্বং যং (পুরুষম্) আত্থ (কথয়সি), অহং বৈ তং সর্ব্বস্য আত্মনঃ পরায়ণং পুরুষং বেদ (বেদ্মি— জানামি ইত্যর্থঃ)। (কোঽসৌ?) যঃ এব অসৌ (অনুভূয়মানঃ) শারীরঃ (শরীরে ভবঃ—লোমলোহিতমাংসরূপঃ (পুরুষঃ, সঃ) ঃ (এষঃ ত্বৎ পৃষ্টঃ (শারীর পুরুষঃ)। বদ এব (ভূয়োঽপি যদ্বক্তব্যমস্তি, তৎ পৃচ্ছ ইত্যর্থঃ)। (এবমুক্তঃ শাকল্য আহ—) তস্য (শারীরস্য পুরুষস্য) দেবতা কা? ইতি [এবং পৃষ্টঃ যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ], অমৃতম্ (ভুক্তান্নজো রসঃ) ইতি ॥ ২১৬ ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ। [অতঃপর পূর্ব্বোক্ত প্রাণ-ব্রহ্মের অষ্টপ্রকার বিভাগ ক্রমশঃ প্রদর্শন করিতেছেন—] [শাকল্য বলিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, পৃথিবীই যাহার আয়তন অর্থাৎ আশ্রয়, অগ্নি যাহার লোক (চক্ষু), মন যাহার জ্যোতিঃ অর্থাৎ দর্শনোপযোগী প্রকাশ,

সমস্ত দেবতার একমাত্র আশ্রয়ভূত সেই পুরুষকে (প্রাণ ব্রহ্মকে) যিনি জানেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী ; [অভিপ্রায় এই যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি তাহাকে জান না, অতএব তোমার জ্ঞানাভিমান বৃথা। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] হে শাকল্য, তুমি যে পুরুষের কথা বলিতেছ, আমি নিশ্চয়ই তাঁহাকে জানি ; এই যে, শারীর পুরুষ, ইহাই সেই পুরুষ ; তুমি পুনশ্চ তদ্বিষয়ে প্রশ্ন কর। (শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন—) সেই শারীর পুরুষের দেবতা কে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—অমৃত অর্থাৎ ভুক্ত অন্নের পরিণামসম্ভূত রস ॥ ২১৬ ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পৃথিব্যেব যস্য দেবস্য আয়তনম্ আশ্রয়ঃ, অগ্নি-র্লোকো যস্য,—লোকয়ত্যনেনেতি লোকঃ, পশ্যতীতি—অগ্নিনা পশ্যতীত্যর্থঃ ; মনোজ্যোতিঃ—মনসা জ্যোতিষা সঙ্কল্পবিকল্পাদি কার্য্যং করোতি যঃ, সোঽয়ং মনোজ্যোতিঃ ; পৃথিবীশরীরোঽগ্নিদর্শনঃ মনসা সঙ্কল্পয়িতা পৃথিব্যভিমানী কার্য্যকরণসঙ্ঘাতবান্ দেব ইত্যর্থঃ। য এবং বিশিষ্টং বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ বিজানীয়াৎ, সর্ব্বস্যাত্মনঃ আধ্যাত্মিকস্য কার্য্যকরণসঙ্ঘাতস্যাত্মনঃ, পরম্ অয়নং পর আশ্রয়ঃ, তং পরায়ণম্,—মাতৃজেন ত্বঙ্মাংসরুধিররূপেণ ক্ষেত্রস্থানীয়েন বীজ-স্থানীয়স্য পিতৃজস্যাস্থিমজ্জাশুক্ররূপস্য পরময়নম্, করণাত্মনশ্চ, স বৈ বেদিতা স্যাৎ—স এতদেবং বেত্তি, স বৈ বেদিতা পণ্ডিতঃ স্যাদিত্যভিপ্রায়ঃ। যাজ্ঞবল্ক্য, ত্বং তম্ অজানন্নেব পণ্ডিতাভিমানীত্যভিপ্রায়ঃ।

যদি তদ্বিজ্ঞানে পাণ্ডিত্যং লভ্যতে, বেদ বৈ অহং তং পুরুষং—সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণম্, যমাত্থ যং কথয়সি, তমহং বেদ। তত্র শাকল্যস্য বচনঞ্চ দ্রষ্টব্যম্—যদি ত্বং বেত্থ তং পুরুষম্, ব্রূহি কিংবিশেষণোঽসৌ ? শৃণু—যদ্বিশেষণঃ সঃ, য এবায়ং শারীরঃ—পার্থিবাংশে শরীরে ভবঃ শারীরঃ মাতৃজ-কোশত্রয়রূপ ইত্যর্থঃ ; স এব দেবঃ, যস্ত্বয়া পৃষ্টঃ, হে শাকল্য ; কিন্ত্বস্তি তত্র বক্তব্যং বিশেষণান্তরম্ ; তদ্বদৈব পৃচ্ছেত্যর্থঃ, হে শাকল্য। স এবং প্রক্ষোভিতো-ঽমর্ষবশগ আহ, তোত্রার্দ্দিত ইব গজঃ—তস্য দেবস্য শারীরস্য কা দেবতা ?—যস্মান্নিষ্পদ্যতে, যঃ "সা তস্য দেবতা" ইত্যস্মিন্ প্রকরণে বিবক্ষিতঃ। অমৃত-মিতি হোবাচ ; অমৃতমিতি যো ভুক্তস্যান্নস্য রসঃ মাতৃজস্য লোহিতস্য নিষ্পত্তি-হেতুঃ, তস্মাদ্ধি অন্নরসাল্লোহিতং নিষ্পদ্যতে স্ত্রিয়াং শ্রিতম্ ; ততশ্চ লোহিতময়ং শরীরং বীজাশ্রয়ম্। সমানমন্যৎ ॥ ২১৬ ॥ ১০ ॥

টীকা। সঙ্কোচবিকাসাভ্যাং প্রাণস্বরূপোক্ত্যনন্তরমবসরপ্রাপ্তমিদানীমিত্যুচ্যতে। উপদিশ্যতে ধ্যানার্থমিতি শেষঃ। অবয়বশো বাক্যং যোজয়তি—পৃথিবীতি। সংপিণ্ডিতং বাক্যার্থং কথয়তি—পৃথিবীত্যাদিনা। বৈশব্দোঽবধারণার্থঃ। তং পরায়ণং য এব বিজানীয়াৎ স এব বেদিতা স্যাদিতি সম্বন্ধঃ। অথ কেন রূপেণ পৃথিবীদেবস্য কার্য্যকরণসঙ্ঘাতং প্রত্যাশ্রয়ত্বং, তদাহ—মাতৃজেনেতি। পৃথিব্যা মাতৃশব্দবাচ্যত্বাদ্ধ্ব এব এষোঽহং পৃথিব্যস্মীতি মন্যতে, স এব শরীরারম্ভকমাতৃজকোশত্রয়াভিমানিতয়া বর্ত্ততে। তথা চ তস্য তেন রূপেণ পিতৃজত্রিতয়ং কার্য্যং লিঙ্গং চ কারণং প্রত্যাশ্রয়ত্বং সম্ভবতীত্যর্থঃ। পৃথিবীদেবস্য পরায়ণত্বমুপপাদ্যানন্তরবাক্যমুত্থাপ্য ব্যাচষ্টে—স বৈ বেদিতেতি। তথাপি মম কিমায়াতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যাজ্ঞবল্ক্যেতি।

স পুরুষো যেন বিশেষণেন বিশিষ্টস্তদ্বিশেষণমুচ্যমানং শৃণ্বিত্যুক্তা তদেবাহ—য এবেতি। শরীরং হি পঞ্চভূতাত্মকং, তত্র পার্থিবাংশে জনকত্বেন স্থিতঃ শারীর ইতি যাবৎ। তস্য জীবত্বং বারয়তি—মাতৃজেতি। পৃথিবীদেবস্য নির্ণীতত্বশঙ্কাং বারয়তি—কিংস্বিদিতি। যাজ্ঞবল্ক্যো বক্তা সন্ প্রষ্টারং শাকল্যং প্রতি কথং বদেদেবেত কথয়তি, তত্রাহ—পৃচ্ছেতি। কোঽভিতস্যানন্বয়পক্ষে দৃষ্টান্তঃ—ত্বোতেতি। প্রাকরণিকং দেবতাপ্রশ্নং নাহ—যস্যাদীতি। পুরুষো নিষ্পত্তিকর্ত্তা সংজ্ঞ্যাচ্যতে। লোহিতনিষ্পত্তিহেতুত্বমন্নরসস্যানুভবেন সাধয়তি—তস্মাদন্নীতি। তস্য কার্য্যমাহ—ততশ্চেতি। লোহিতাদদ্বিতীয়পদার্থনিষ্ঠাত্তৎকার্য্যং ত্বঙ্মাংসরুধিররূপং বীজস্যাস্থিমজ্জাশুক্রাত্মকস্যাশ্রয়ভূতং ভবতীত্যর্থঃ। পর্য্যায়সপ্তকব্যাখ্যপর্য্যায়েণ তুল্যার্থত্বান্ন পৃথগ্ব্যাখ্যানাপেক্ষেত্যাহ—সমানমিতি॥ ২১৬ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পৃথিবীই যে দেবতার আয়তন—আশ্রয়; অগ্নি যাহার লোক;—লোক অর্থ- যাহা দ্বারা অবলোকন—দর্শন করা হয়; অর্থাৎ যে দেবতা অগ্নি দ্বারা দর্শন করেন; মন যাহার জ্যোতিঃ, অর্থাৎ যে দেবতা মনোময় জ্যোতির সাহায্যে সঙ্কল্প-বিকল্পাদির বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন; অভিপ্রায় এই যে, মনোরূপ জ্যোতিঃসম্পন্ন, পৃথিবীময় দেহধারী, অগ্নিরূপ নয়নযুক্ত সেই দেবতা মনের দ্বারা ভাল মন্দ চিন্তা করিয়া থাকেন; এবং পৃথিবীকেই আপনার শরীর বলিয়া মনে করেন। যে লোক ঈদৃশ বিশিষ্ট-গুণসম্পন্ন, এবং সমস্ত আত্মার—আত্মসম্পর্কিত দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির প্রধান আশ্রয় অর্থাৎ দেহবর্ত্তী মাতৃজ ত্বক্, মাংস ও রুধিররূপে বীজ স্বরূপ এবং পিতৃজ অস্থি, মজ্জা শুক্রের(১) ও ইন্দ্রিয়বর্গের সর্ব্বোত্তম আশ্রয়-

(১) তাৎপর্য্য—আমাদের স্থূল শরীরের প্রধান উপাদান ছয়টী পদার্থ—ত্বক্, মাংস, রুধির, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটী—ত্বক্, মাংস ও রুধির মাতৃ-দেহ হইতে, আর অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই তিনটী পিতৃদেহ হইতে উৎপন্ন হয়। উক্ত ছয়টী পদার্থকেই

ভূত সেই পুরুষকে জানেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী ; অভিপ্রায় এই যে, এইরূপ জ্ঞান লাভ করিলেই লোক যথার্থ বেদিতা—পণ্ডিতপদবাচ্য হইতে পারে। হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি তাহা না জানিয়াই বৃথা পাণ্ডিত্যাভিমান করিতেছ! (যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, ভাল,) তাহাকে জানিলেই যদি পাণ্ডিত্য লাভ হয়, তবে আমিও, সব আত্মার পরায়ণ সেই পুরুষকে জানি, —তুমি যাহার কথা বলিতেছ, অর্থাৎ তুমি যে পুরুষের কথা বলিয়াছ, আমি তাঁহাকে জানি।

ইহার পর শাকল্যের উক্তি ধরিয়া লইতে হইবে ; শাকল্য যেন বলিলেন—) তুমি যদি সেই পুরুষকে জান, তাহা হইলে বল দেখি—সেই পুরুষ কিরূপ বিশেষণে বিশেষিত ? (যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—) তাহার যাহা বিশেষণ, তাহা বলিতেছি ; শ্রবণ কর, —এই যে, শারীর—পার্থিব শরীর হইতে সমুৎপন্ন, অর্থাৎ মাতৃশরীর হইতে উৎপন্ন কোশত্রয়—ত্বক্, মাংস ও রুধির, ইহাই তোমার জিজ্ঞাসিত দেবতার স্বরূপ। হে শাকল্য, তাঁহার আরও বিশেষণ আছে, তাহাও জানা আবশ্যক ; তুমি তৎসম্বন্ধে আরও প্রশ্ন কর। শাকল্য তখন যাজ্ঞবল্ক্যের কথায় চঞ্চলচিত্ত হইয়া—অঙ্কুশ-তাড়িত হস্তীর ন্যায় আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন—ভাল, সেই শারীর পুরুষের দেবতা কে ?(১) অর্থাৎ যাহা হইতে শারীর পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, এবং 'সা তস্য দেবতা' বাক্যে যাহার কথা বলিতে ইচ্ছা করা হইয়াছে, সেই দেবতা কে ? তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—তাহা অমৃত। এখানে অমৃত অর্থ ভুক্ত অন্নের পরিপাকজ রস, যাহা হইতে মাতৃজ রুধির নিষ্পন্ন হয় এবং তাহা হইতে আবার পিতৃজ বীজের আশ্রয়ভূত রুধিরময় শরীর সমুৎপন্ন হয়। ইহার অন্যাংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্বের অনুরূপ ॥ ২১৬ ॥ ১০ ॥

কোশ বলে, তাহা দ্বারা রচিত বলিয়া স্থূল শরীরকে 'ষাট্‌কৌশিক' বলে। উক্ত ছয়টী কোশের মধ্যে মাতৃদেহজ প্রাথমিক তিনটী (ত্বক্, রুধির ও মাংস) ক্ষেত্র স্বরূপ, আর পিতৃদেহজ অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই তিনটী বীজ স্বরূপ ; বীজ যেমন মাটীতে মিলিত হইয়া অঙ্কুর জন্মায়, তদ্রূপ অস্থি প্রভৃতি বীজও ত্বক্ প্রভৃতি ক্ষেত্রে মিলিত হইয়া স্থূল শরীর উৎপাদন করে।

(১) তাৎপর্য্য—এখানে দেবতা শব্দটী যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা এই—যাহার আশ্রয়ে বা সাহায্যে যাহার স্থিতি, বৃদ্ধি বা পুষ্টি হয়, তাহাই তাহার দেবতা ; ভুক্ত অন্নের পরিণতি রস দ্বারা দেহের ও পুষ্টি স্থিতি হইয়া থাকে, এই জন্য অন্নরস শারীর পুরুষের দেবতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী শ্রুতিতেও এইরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়া লইতে হয়।

কাম এব যস্যায়তনং হৃদয়ং লোকো মনো জ্যোতিঃ, যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাৎ যাজ্ঞবল্ক্য, বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ, য এবায়ং কামময়ঃ পুরুষঃ, স এষঃ, বদৈব শাকল্য, তস্য কা দেবতেতি, স্ত্রিয় ইতি হোবাচ ॥ ২১৭ ॥ ১১।

সরলার্থঃ। শাকল্য পুনরাহ— কামঃ এব যস্য (দেবস্য, আয়তনং, হৃদয়ং লোকঃ (চক্ষুঃ,) মনঃ জ্যোতিঃ ; হে যাজ্ঞবল্ক্য, যঃ বৈ এব) সর্ব্বস্য আত্মনঃ (দেহেন্দ্রিয়সংঘাতস্য পরায়ণং) কামময়শরীরাদি) পুরুষং বিদ্যাৎ (বিজানীয়াৎ), সঃ বৈ এব) বেদিতা (বিদ্বান্—জ্ঞানী স্যাৎ ; (ত্বং তু তং পুরুষং ন বেৎসি ইত্যভিপ্রায়ঃ। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] হে শাকল্য, ত্বং যং (পুরুষং) আত্থ (কথয়সি), অহং বৈ সর্ব্বস্য আত্মনঃ পরায়ণং তং পুরুষং বেদ (জানামি) ; [কোঽসৌ ? ইত্যাহ—] যঃ এব অয়ং কামময়ঃ পুরুষঃ, সঃ এষঃ (ত্বৎপৃষ্টঃ কামময়ঃ পুরুষঃ) ; (পুনরপি তদ্বিশেষং) পৃচ্ছ এব। (শাকল্যঃ পপ্রচ্ছ—) তস্য (পুরুষস্য) কা দেবতা ? ইতি ; [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] স্ত্রিয়ঃ (উক্তঃ কামময়ঃ পুরুষঃ স্ত্রীষু প্রতিষ্ঠিত ইত্যর্থঃ) ইতি ॥ ২১৭ । ১১ ॥

মূলানুবাদ। কামই যাহার আয়তন (শরীর), [কাম অর্থ —স্ত্রীসঙ্গাভিলাষ], হৃদয় যাহার চক্ষু, এবং মন যাহার জ্যোতিঃ, সমস্ত দেহ সঙ্ঘাতের একমাত্র আশ্রয় সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই জ্ঞানী হইতে পারেন ; [হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি তাহাকে জাননা ; সুতরাং তোমার পাণ্ডিত্যাভিমান বৃথা]। [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] হে শাকল্য, তুমি যাহার কথা বলিতেছ, আমি সর্ব্বাত্ম পরায়ণ সেই পুরুষকে জানি। [তাহা কি ?] যিনি এই কামময় পুরুষ, তিনিই তাহা ; [তাহার সম্বন্ধে যদি আরও জানিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে] স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা কর। [শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন—] এই পুরুষের দেবতা কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] স্ত্রীসমূহ ; কারণ, স্ত্রী হইতেই কামবৃত্তির উদ্দীপনা হইয়া থাকে ॥ ২১৭ ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কাম এব যস্যায়তনম্। স্ত্রীব্যতিকরাভিলাষঃ কামঃ, কামশরীর ইত্যর্থঃ হৃদয়ং লোকঃ, হৃদয়েন বুদ্ধ্যা পশ্যতি। য এবায়ং কামময়ঃ পুরুষঃ, অধ্যাত্মমপি কামময় এব, তস্য কা দেবতেতি? স্ত্রিয় ইতি হোবাচ; স্ত্রীতো হি কামস্য দীপ্তির্জায়তে॥২১৭॥১১॥

টীকা। উত্তরপর্য্যায়েষু যেষাং পদানামর্থভেদস্তেষাং তৎফলার্থং প্রতীকং গৃহ্ণাতি—কাম ইতি। বাক্যার্থমাহ—কামশরীর ইত্যর্থ ইতি। স চ হৃদয়দর্শনো মনসা সঙ্কল্পয়িতেতি পূর্ব্ববৎ। তস্য বিশেষণং দর্শয়তি—য এবেতি। আধ্যাত্মিকস্য কামময়স্য পুরুষস্য কারণং পৃচ্ছতি—তস্যেতি। অধ্যাত্মকারণস্বরূপেণ ব্যনক্তি—স্ত্রীতো দীপ্তি॥২১৭॥১১॥

ভাষ্যানুবাদ। "কাম এব যস্যায়তনম্" ইত্যাদি। এখানে কাম অর্থ—স্ত্রীসংসর্গাভিলাষ; উক্ত পুরুষ সেই কামশরীরসম্পন্ন। হৃদয় তাহার লোক (চক্ষু); কারণ, তিনি হৃদয়—বুদ্ধি দ্বারা দর্শন করেন। এই যে কামময় পুরুষ, অধ্যাত্ম কামময় পুরুষও তিনিই; তাহার দেবতা কে? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন] স্ত্রী; কারণ, স্ত্রী হইতেই কামবৃত্তির উদ্দীপনা হইয়া থাকে॥২১৭॥১১॥

রূপাণ্যেব যস্যায়তনং চক্ষুর্লোকো মনো জ্যোতিঃ, যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাৎ যাজ্ঞবল্ক্য, বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং, যমাত্থ, য এবাসাবাদিত্যে পুরুষঃ স এষঃ বদৈব শাকল্য, তস্য কা দেবতেতি, সত্যমিতি হোবাচ॥২১৮॥১২॥

সরলার্থঃ। শাকল্যঃ পুনঃ পৃচ্ছতি (রূপাণি শুক্লকৃষ্ণাদীনি যস্য (পুরুষস্য) আয়তনং (আশ্রয়ঃ), চক্ষুঃ লোকঃ (দৃষ্টিসাধনম্), মনঃ জ্যোতিঃ; হে যাজ্ঞবল্ক্য, যঃ বৈ সর্ব্বস্য আত্মনঃ পরায়ণং তং পুরুষং বিদ্যাৎ; স বৈ বেদিতা স্যাৎ। (যাজ্ঞবল্ক্য আহ—) হে শাকল্য, অহং বৈ সর্ব্বস্য আত্মনঃ পরায়ণং তং পুরুষং বেদ (জানামি); ত্বং যং (পুরুষং) আত্থ (কথয়সি); [কোঽসৌ?] যঃ এব অসৌ আদিত্যে পুরুষঃ, সঃ (আদিত্যপুরুষঃ) এব (নিশ্চয়ে) এষঃ (রূপ-পুরুষঃ)। [যদি অন্যদপি তে প্রষ্টব্যমস্তি, তর্হি] বদ (পৃচ্ছ) এব। [শাকল্যঃ পপ্রচ্ছ—] তস্য (রূপ-পুরুষস্য) দেবতা কা? ইতি; (যাজ্ঞবল্ক্য) উবাচ—সত্যম্—ইতি, (অত্র সত্যশব্দেন চক্ষুরুচ্যতে,

যতঃ চক্ষুষ এব আধিদৈবিকস্য আদিত্যস্য স্বরূপনিষ্পত্তিঃ শ্রূয়তে ইতি ভাবঃ।)॥ ২১৮ ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ। রূপসমূহ যাহার আয়তন (শরীর), চক্ষু যাহার লোক, এবং মন যাহার জ্যোতিঃ, সমস্ত আত্মার (দেহ-সংঘাতের) একমাত্র আশ্রয় সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই জ্ঞানী হইতে পারেন; [হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি তাহাকে জান না; সুতরাং তোমার পাণ্ডিত্যাভিমান বৃথা]। [যাজ্ঞবল্ক্য] বলিলেন,] হে শাকল্য, তুমি যাহার কথা বলিতেছ, আমি সর্ব্বাত্ম-পরায়ণ সেই পুরুষকে জানি; [তাহা কি?] যিনি এই আদিত্য-পুরুষ, তিনিই তাহা। [তাহার সম্বন্ধে যদি আরও জানিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে,] স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা কর। [শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন,] এই পুরুষের দেবতা কে? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] সত্য অর্থাৎ চক্ষু; কারণ, চক্ষু হইতেই আদিত্যের অভ্যুদয় হইয়া থাকে ॥২১৮॥১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। রূপাণ্যেব যস্যায়তনম্; রূপাণি শুক্লকৃষ্ণাদীনি। য এবাসৌ আদিত্যে পুরুষঃ—সর্ব্বেষাং হি রূপাণাং বিশিষ্টং কার্য্যমাদিত্যে পুরুষঃ, তস্য কা দেবতেতি। সত্যমিতি হোবাচ; সত্যমিতি চক্ষুরুচ্যতে, চক্ষুষো হি অধ্যাত্মত আদিত্যস্যাধিদৈবতস্য নিষ্পত্তিঃ ॥ ২১৮ ॥ ১২ ॥

টীকা। রূপশরীরস্য চক্ষুর্দর্শনস্য মনসা সঙ্কল্পয়িতুর্দ্দেবস্য কথমাদিত্যো পুরুষো বিশেষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—সর্ব্বেষাং হীতি। রূপমাত্রাভিমানিনো দেবস্যাদিত্যো পুরুষো বিশেষাবচ্ছেদঃ। স চ সর্ব্বরূপপ্রকাশকত্বাৎ সর্ব্বৈ রূপৈঃ স্বপ্রকাশনায়ারব্ধঃ। তস্মাদ্যুক্তং যথোক্তং বিশেষণমিত্যর্থঃ। কথং চক্ষুষঃ সকাশাদাদিত্যস্যোৎপত্তিরিত্যাশঙ্ক্য 'চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত' ইতি শ্রুতিমাশ্রিত্যাহ—চক্ষুষো হীতি। ২১৮। ১২।

ভাষ্যানুবাদ। "রূপাণি এব যস্য আয়তনম্" ইত্যাদি। রূপ অর্থ শুক্ল কৃষ্ণাদি বর্ণ; 'এই যে আদিত্যমণ্ডলে পুরুষ,' একথার অর্থ এই যে, যত প্রকার রূপ আছে, আদিত্যমণ্ডলে অধিষ্ঠিত পুরুষ হইতেছেন সে সমুদয়ের বিশেষ কার্য্য বা ফলস্বরূপ। তাঁহার দেবতা কে? তাহার দেবতা 'সত্য'; এখানে চক্ষুকে 'সত্য' বলা হইতেছে; কারণ, অধ্যাত্ম চক্ষু হইতেই আধিদৈবিক আদিত্যের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে ॥ ২১৮ ॥১২ ॥

আকাশ এব যস্যায়তনং শ্রোত্রং লোকো মনোজ্যোতিঃ, যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাৎ যাজ্ঞবল্ক্য, বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ, য এবায়ং শ্রৌত্রঃ প্রাতিশ্রুৎকঃ পুরুষঃ স এষঃ, বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেতি, দিশ ইতি হোবাচ॥ ২১৯ ॥ ১ ॥

সম্বন্ধার্থঃ। তথা, আকাশঃ এব যস্য (পুরুষস্য) আয়তনম্, শ্রোত্রং লোকঃ, মনঃ জ্যোতিঃ; হে যাজ্ঞবল্ক্য, যঃ (জনঃ) সর্ব্বস্য আত্মনঃ (দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতস্য) পরায়ণং তং (আকাশশরীরং পুরুষং) বিদ্যাৎ; সঃ বৈ বেদিতা (জ্ঞানী) স্যাৎ। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ] হে শাকল্য, অহং বৈ সর্ব্বস্য আত্মনঃ পরায়ণং তং পুরুষং বেদ (বেদ্মি), যং যং পুরুষম্ আত্থ (কথয়সি); [কোঽসৌ? ইত্যতঃ আহ] য এব অয়ং শ্রৌত্রঃ (শ্রোত্রে ভবঃ শ্রবণেন্দ্রিয়োপলক্ষিতঃ), [তত্রাপি] প্রতিশ্রুৎকঃ (প্রত্যেক্যশ্রুতৌ বিশেষতঃ অভিব্যজ্যতে ইত্যর্থঃ) পুরুষঃ, সঃ এষঃ (ত্বৎ পৃষ্টঃ পুরুষ ইত্যর্থঃ)। [শাকল্য আহ] তস্য (আধ্যাত্মিকস্য) কা দেবতা? [যাজ্ঞবল্ক্যঃ] উবাচ হ—দিশঃ ইতি, (দিশামেব তদভিব্যঞ্জকত্বাদিতি ভাবঃ) ॥২১৯॥১৩॥

মূলানুবাদ। [শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন,] হে যাজ্ঞবল্ক্য, আকাশই যাহার আয়তন (শরীর), শ্রবণেন্দ্রিয় যাহার লোক (চক্ষু), এবং মন যাহার জ্যোতিঃ, সমস্ত আত্মার পরমাশ্রয়ভূত সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই যথার্থ বিদ্বান্ পদবাচ্য হন। [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] হে শাকল্য, তুমি যে পুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ; সমস্ত আত্মার পরমাশ্রয়ভূত সেই পুরুষকে আমি জানি; যিনি এই শ্রোত্রাধিষ্ঠিত প্রাতিশ্রুৎক অর্থাৎ প্রত্যেক শব্দশ্রুতিতে সমধিক প্রকটিত হন, তিনিই সেই পুরুষ। তুমি তাহার সম্বন্ধে আরও কিছু জিজ্ঞাসা কর। [শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন,] তাহার দেবতা কে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, দিক্‌সমূহ অর্থাৎ অধিদৈবত দিক্‌সমূহ হইতে সেই অধ্যাত্ম পুরুষের আবির্ভাব হয়॥২১৯॥১৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আকাশ এব যস্যায়তনম্। য এবায়ং শ্রোত্রে ভবঃ শ্রোত্রঃ, তত্রাপি প্রতিশ্রবণবেলায়াং বিশেষতো ভবতীতি প্রাতিশ্রুৎকঃ, তস্য কা দেবতেতি; দিশ ইতি হোবাচ; দিগ্ভ্যো হি অসাবাধ্যাত্মিকো নিষ্পদ্যতে ॥২১৯॥১৩।

টীকা। তত্রাপীতি শ্রোত্রোক্তিঃ। প্রতিশ্রবণং সংবাদঃ প্রতিবিষয়ঃ শ্রবণং বা, সর্ব্বাণি শ্রবণানি বা তদ্দশায়ামিতি যাবৎ। দিশস্তত্রাধিদৈবতমিতি শ্রুতিমাশ্রিত্যাহ—দিগ্ভ্যো হীতি ॥ ২১৯ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। "আকাশ এব যস্যায়তনম্" ইত্যাদি। যিনি (পুরুষ) এই শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রকটিত—শ্রোত্র পুরুষ; এবং প্রত্যেক শ্রবণ সময়ে বিশেষরূপে ব্যক্ত হন বলিয়া প্রাতিশ্রুৎক, তাহার দেবতা কে? [যাজ্ঞবল্ক্য] বলিলেন—দিক্‌সমূহ; কারণ, এই আধ্যাত্মিক পুরুষ দিক্‌সমূহ হইতেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে ॥২১৯॥১৩॥

তম এব যস্যায়তনং হৃদয়ং লোকো মনোজ্যোতির্যো বৈ তং তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাৎ যাজ্ঞবল্ক্য, বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ, য এবায়ং ছায়াময়ঃ পুরুষঃ স এষঃ, বদৈব শাকল্য, তস্য কা দেবতেতি, মৃত্যুরিতি হোবাচ ॥ ২২০ ॥ ১৪ ॥

সরলার্থঃ। তমঃ (অন্ধকারঃ) এব যস্য আয়তনং (আশ্রয়ঃ শরীরম্), হৃদয়ং (অন্তঃকরণম্) লোকঃ (চক্ষুঃ), মনঃ জ্যোতিঃ (প্রকাশঃ), হে যাজ্ঞবল্ক্য, যঃ বৈ সর্ব্বস্য আত্মনঃ পরায়ণং তং পুরুষং বিদ্যাৎ, সঃ বৈ বেদিতা স্যাৎ, [নতু অন্যঃ]। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ] হে শাকল্য, অহং বৈ সর্ব্বস্য আত্মনঃ পরায়ণং তং পুরুষং বেদ (বেদ্মি), [তং] যং (পুরুষং) আত্থ কথয়সি)। [কোঽসৌ?] যঃ এব অয়ং ছায়াময়ঃ (অধ্যাত্মং ছায়াত্মকঃ) পুরুষঃ, সঃ (ছায়াময়ঃ পুরুষঃ) এষঃ (ত্বয়া যঃ পৃষ্টঃ); হে শাকল্য, বদ এব (তদ্গতং বিশেষম্ এব পৃচ্ছ ইত্যর্থঃ)। [শাকল্যঃ পপ্রচ্ছ—] তস্য (ছায়াময়স্য পুরুষস্য) কা দেবতা? ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্যঃ] উবাচ মৃত্যুঃ ইতি ॥২২০॥১৪

মূলানুবাদ। [শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন,] হে যাজ্ঞবল্ক্য,

তমঃ—অন্ধকারই যাহার আয়তন—আশ্রয়ভূত শরীর, হৃদয় যাহার লোক, এবং মন যাহার জ্যোতিঃ (প্রকাশক), সমস্ত দেহের পরমাশ্রয়ভূত সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী পদবাচ্য হইতে পারেন; [তুমি কি তাহাকে জান?]. [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] তুমি যাহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, সমস্ত আত্মার পরমাশ্রয়ভূত সেই পুরুষকে আমি জানি: এই যে, দেহমধ্যে ছায়াময় পুরুষ, তাহাই সেই পুরুষ। হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি তাহার সম্বন্ধে আরও যাহা হয়, জিজ্ঞাসা কর। [শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন,] সেই পুরুষের দেবতা কে? অর্থাৎ সেই আধ্যাত্ম ছায়াময় পুরুষের অধিদৈবত রূপটী কি? [যাজ্ঞবল্ক্য] বলিলেন, তাহা মৃত্যু: [কারণ, মৃত্যুই পুরুষরূপে দেহ মধ্যে প্রকটিত হয়] ॥২২০॥১৪॥

শাঙ্কর ভাষ্যম্। তম এব যস্যায়তনম্; তম ইতি শার্বরাদ্যন্ধকারো গৃহ্যতে, আধ্যাত্মং ছায়াময়ঃ অজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ; তস্য কা দেবতেতি, মৃত্যুরিতি হোবাচ। মৃত্যুরধিদৈবতং, তস্য নিষ্পত্তিকারণং ॥২২০॥১৪॥

টীকা। অধিদৈবতং মৃত্যুরীশ্বরো মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীদিতি শ্রুতেঃ। স চ তস্যাজ্ঞানময়স্যাধ্যাত্মিকস্য পুরুষস্যোৎপত্তিকারণম্ অবিবেকপ্রবৃত্তেরীশ্বরাধীনত্বাদীশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা শ্বভ্রমেব বেতি হি পঠন্তি. তদাহ—মৃত্যুরিতি ॥২২০॥১৪॥

রূপাণ্যেব যস্যায়তনং চক্ষুর্লোকো মনোজ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাৎ যাজ্ঞবল্ক্য, বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ, য এবায়মাদর্শে পুরুষঃ, স এষঃ, বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেত্যসুরিতি হোবাচ ॥ ২২১ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। [শাকল্যঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ] হে যাজ্ঞবল্ক্য, রূপাণি (শ্বেতপীতাদীনি) এব যস্য আয়তনং (অধিষ্ঠানং), চক্ষুঃ লোকঃ, মনঃ জ্যোতিঃ, যঃ বৈ সর্ব্বস্য আত্মনঃ পরায়ণং তং পুরুষং বিদ্যাৎ, সঃ বেদিতা স্যাৎ। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ,] হে শাকল্য, যং ত্বং (পুরুষং) আত্থ (ব্রবীষি), অহং বৈ সর্ব্বস্য আত্মনঃ পরায়ণং তং পুরুষং বেদ (জানামি)। [কোঽসৌ?] যঃ

এব অয়ম্ আদর্শে (দর্পণে) পুরুষঃ (প্রতিবিম্ব-পুরুষঃ দৃশ্যতে), সঃ এষঃ (তৎপৃষ্টঃ)। বদ এব (ভূয়োঽপি পৃচ্ছ ইত্যর্থঃ)। [শাকল্যঃ পপ্রচ্ছ—] তস্য (পুরুষস্য) কা দেবতা? ইতি; [যাজ্ঞবল্ক্যঃ] উবাচ—অসুঃ (প্রাণঃ) ইতি, [প্রাণোপেতশরীরাৎ তন্নিষ্পত্তেরিতি ভাবঃ ॥২২১॥১৫॥

মূলানুবাদ [শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন,] হে যাজ্ঞবল্ক্য, বিশেষ বিশেষ রূপসমূহ যাহার আয়তন, চক্ষু যাহার লোক, মন যাহার জ্যোতিঃ, সকল আত্মার চরম আশ্রয়ভূত সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই যথার্থ বিদ্বান্ হইতে পারেন। [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] হে শাকল্য, তুমি যাহার কথা বলিতেছ, সর্ব্বভূতের একমাত্র আশ্রয়ভূত সেই পুরুষকে আমি জানি: এই যে দর্পণে প্রতিবিম্বিত ছায়াময় পুরুষ, ইহাই তোমার জিজ্ঞাসিত সেই পুরুষ। [তোমার যদি এবিষয়ে আরও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে, তাহা] জিজ্ঞাসা কর। [শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন,] সেই পুরুষের দেবতা কে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—অসু, অর্থাৎ বলসাধ্য দর্পণাদি-ঘর্ষণ কার্য্য এই প্রাণের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, এবং ঘর্ষণে প্রতিবিম্বাধার দর্পণাদি নির্ম্মলকরা হয়; তাই তাহাতে প্রতিবিম্ব পাত হয়; এই কারণে প্রাণকেই উহার দেবতা বলা হইয়াছে ॥২২১॥১৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্। রূপাণ্যেব যস্যায়তনম্। পূর্ব্বং সাধারণানি রূপাণ্যুক্তানি, ইহ তু প্রকাশকানি বিশিষ্টানি রূপাণি গৃহ্যন্তে। রূপায়তনস্য দেবস্য বিশেষায়তনং প্রতিবিম্বাধারাদর্শাদি। অসুরিতি হোবাচ, তস্য প্রতিবিম্বাখ্যস্য প্রাণস্য নিষ্পত্তিঃ অসোঃ প্রাণাৎ ॥২২১॥১৫॥

টীকা। পুনরুক্তিং প্রত্যাহ—পূর্ব্বমিতি। আধারশব্দো ভাবপ্রধানস্তথা চ প্রতিবিম্বস্যাধারত্বং যত্র তদিত্যুক্তং ভবতি। আদিশব্দেন স্বচ্ছস্বভাবং খড়্গাদি গৃহ্যতে। প্রাণেন হি নিঘৃষ্যমাণে দর্পণাদৌ প্রতিবিম্বাভিব্যক্তিযোগ্যো রূপবিশেষো নিষ্পদ্যতে। ততো যুক্তং প্রাণস্য প্রতিবিম্বকারণত্বমিত্যভিপ্রেত্যাহ—তস্যেতি ॥ ২২১ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ। 'রূপাণি এব যস্যায়তনম্' ইত্যাদি। অতীত দ্বাদশ শ্রুতিতে যে রূপের কথা বলা হইয়াছে, তাহা সাধারণ শ্বেত-পীতাদি রূপ, আর এখানে যে রূপের কথা বলা হইতেছে, ইহা তদপেক্ষা বিশেষ রূপ গ্রহণ করিতে হইবে; (নচেৎ পুনরুক্তি দোষ ঘটে)। রূপায়তন

দেবতার আবার বিশেষ আশ্রয় হইতেছে প্রতিবিম্বাধার দর্পণ ও খড়্গ প্রভৃতি; তাহার দেবতা কে? এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, [তাহার দেবতা] অসু (প্রাণ); কেননা, প্রাণের সাহায্যেই সেই প্রতিবিম্ব পুরুষের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, বলরূপী প্রাণের সাহায্যে ঘর্ষণদ্বারা প্রতিবিম্বাধার নির্ম্মলীকৃত হইলেই তাহাতে প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া থাকে ॥২২১॥১৫॥

আপ এব যস্যায়তনং হৃদয়ং লোকো মনোজ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণম্ স বৈ বেদিতা স্যাৎ যাজ্ঞবল্ক্য, বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ, য এবায়মপ্সু পুরুষঃ স এষঃ, বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেতি, বরুণ ইতি হোবাচ ॥ ২২২ ॥ ১৬ ।

সরলার্থঃ। হে যাজ্ঞবল্ক্য, আপ এব যস্য আয়তনং, হৃদয়ং লোকঃ, মনঃ জ্যোতিঃ; যঃ বৈ সর্ব্বস্য আত্মনঃ পরায়ণং তং পুরুষং বিদ্যাৎ, সঃ বৈ বেদিতা স্যাৎ। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ] হে শাকল্য, ত্বং যং আত্থ, সর্ব্বস্য আত্মনঃ পরায়ণং তং পুরুষং বেদ (বেদ্মি) [অহম্]। [কোঽসৌ?] যঃ এব অয়ং অপ্সু পুরুষঃ, সঃ এষঃ (ত্বৎপৃষ্টঃ পুরুষঃ)। [ইচ্ছসি চেৎ, ভূয়োঽপি] বদ (পৃচ্ছ) এব ইতি। [শাকল্যঃ পপ্রচ্ছ] তস্য (অপ্পুরুষস্য) কা দেবতা? ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্যঃ] উবাচ—বরুণ ইতি, [বরুণঃ হি অপাং দেবতা প্রসিদ্ধা ইতি ভাবঃ] ॥২২২॥১৬॥

মূলানুবাদ। জলই যাহার শরীর, হৃদয় যাহার লোক (চক্ষু), এবং মন যাহার জ্যোতিঃ, হে যাজ্ঞবল্ক্য, সমস্ত আত্মার পরমাশ্রয়ভূত সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই যথার্থ বিদ্বান্ হইতে পারেন। [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] হে শাকল্য, সমস্ত আত্মার পরমাশ্রয়ভূত সেই পুরুষকে আমি জানি, তুমি যাহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ। এই যে জলাধিষ্ঠিত পুরুষ, তিনিই তোমার জিজ্ঞাসিত সেই পুরুষ; যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে এসম্বন্ধে আরও জিজ্ঞাসা কর। [শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন,] সেই পুরুষের দেবতা কে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, বরুণ

তাহার দেবতা; [কারণ, বরুণই জল-দেবতা বলিয়া লোক-প্রসিদ্ধ ॥২২২॥১৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আপ এব যস্যায়তনম্। সাধারণাঃ সর্ব্বা আপ আয়তনম্, বাপীতড়াগাদ্যাশ্রয়াস্বপ্সু বিশেষাবস্থানম্; তস্য কা দেবতেতি? বরুণ ইতি; বরুণাৎ সজ্ঘাতকর্ত্তৃর্যোঽধ্যাত্মমাপ এব বাপ্যাদ্যপাং নিষ্পত্তি-কারণম্ ॥২২২ ১৬॥

টীকা। আপ এব যস্যায়তনং, স এবায়মপ্সু পুরুষ ইত্যত্রাপি সামান্যবিশেষভাবো ন প্রতিভাতীতি শঙ্কমানং প্রত্যাহ **সাধারণা** ইতি। কথং পুনর্ব্বাপীকূপাদিবিশেষায়তনস্য বরুণো দেবতা, ন হি দেবতায়নো বরুণস্য তদধিষ্ঠাতৃত্বংকারণত্বং, তত্রাহ— **বরুণাদি**তি। আপো বাপীকূপাদ্যাঃ পীতাঃ সত্যোঽধ্যাত্মং শরীরে মূত্রাদিসজ্ঘাতং কুর্ব্বন্তি। তাশ্চ বরুণা-ত্তবন্তি। বরুণশব্দেনাপ এব রশ্মিদ্বারা ভূমিং গতত্বোঽভিধীয়ন্তে তথা চ তা এব বরুণাত্মিকা বাপ্যাদ্যপাং পীয়মানানাং‌ৎপত্তিকারণমিতি যুক্তং বরুণস্য বাপীতড়াগাদ্যায়তনং পুরুষং প্রতিকারণত্বমিত্যর্থঃ ॥২২২॥১৬॥

ভাষ্যানুবাদ। 'আপ এব যস্য আয়তনম্' ইত্যাদি। এখানে সাধারণতঃ জলমাত্রই আয়তন; বাপী, কূপ ও তাড়াগাদিগত জল তাহারই অবস্থাবিশেষ মাত্র। সেই জলের দেবতা কে? [উত্তর—] বরুণ; দেহপিণ্ড নির্ম্মাণকারক আধ্যাত্মিক জলই বরুণের প্রেরণায় বাপী কূপাদি গত জলোৎ-পত্তির কারণ; অর্থাৎ যে জলদ্বারা দেহপিণ্ড রচিত হয়, বরুণদেব সেই জলকেই বাপী কূপাদিতে বিভিন্নাবস্থায় পরিণত করেন; [অতএব বরুণই জলের দেবতা] ॥২২২॥১৬॥

রেত এব যস্যায়তনং হৃদয়ং লোকো মনোজ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাৎ যাজ্ঞবল্ক্য, বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ, য এবায়ং পুত্রময়ঃ পুরুষঃ স এষঃ। বদৈব শাকল্য তস্য কা দেব-তেতি, প্রজাপতিরিতি হোবাচ ॥ ২২৩ ॥ ১৭ ॥

সরলার্থঃ। হে যাজ্ঞবল্ক্য, রেতঃ (শুক্রং) এব যস্য আয়তনম্, হৃদয়ং লোকঃ, মনঃ জ্যোতিঃ; যঃ বৈ সর্ব্বস্য আত্মনঃ পরায়ণং তং পুরুষং বিদ্যাৎ, সঃ বৈ বেদিতা স্যাৎ। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ] হে শাকল্য ত্বং যম্ আত্থ, অহং, বৈ

সর্ব্বস্য আত্মনঃ পরায়ণং তং পুরুষং বেদ ;—যঃ এব অয়ং পুত্রময়ঃ (পুত্ররূপঃ) পুরুষঃ, এষঃ সঃ (ত্বৎপৃষ্টঃ পুরুষঃ)। [হে শাকল্য, ইচ্ছসি চেৎ, ভূয়োঽপি] বদ এব। [শাকল্য আহ] তস্য (পুত্রময়পুরুষস্য) কা দেবতা? ইতি। যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ হ—প্রজাপতিঃ (পিতা) ইতি, [পিতুরেব পুত্রোৎপত্তি-হেতুত্বাদিতি ভাবঃ] ॥২২৩॥১৭॥

মূলানুবাদ। রেত অর্থাৎ শুক্রই যাহার আয়তন, হৃদয় যাহার লোক, এবং মন যাহার জ্যোতিঃ; হে যাজ্ঞবল্ক্য, যে ব্যক্তি দেহেন্দ্রিয় সমষ্টির আশ্রয়ভূত সেই পুরুষকে জানেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী হইতে পারেন। [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] হে শাকল্য, তুমি যাহার কথা বলিলে, সকল আত্মার আশ্রয়ভূত সেই পুরুষকে আমি জানি;— যাহা এই পুত্রময় (পুত্ররূপী) পুরুষ, তাহাই সেই পুরুষ। [হে শাকল্য, আরও যদি জিজ্ঞাসা থাকে, তাহা] অবশ্য জিজ্ঞাসা কর। [শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন,] সেই পুরুষের দেবতা কে? [যাজ্ঞবল্ক্য] বলিলেন, প্রজাপতি [তাহার দেবতা]। এখানে প্রজাপতি অর্থ— জনক পিতা ॥২২৩॥১৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্। রেত এব যস্যায়তনম্; য এবায়ং পুত্রময়ঃ বিশেষায়তনং রেতআয়তনস্য—পুত্রময় ইতি চাস্থিমজ্জাশুক্রাণি পিতুর্জাতানি তস্য কা দেবতেতি? প্রজাপতিরিতি হোবাচ; প্রজাপতিঃ পিতোচ্যতে, পিতৃতো হি পুত্রস্যোৎপত্তিঃ ॥২২৩॥১৭॥

টীকা। বাক্যদ্বয়ং গৃহীত্বা তাৎপর্য্যমাহ—বিশেষেতি। পুত্রময়শব্দার্থং ব্যাচষ্টে পুত্রময় ইতি ॥২২৩॥১৭॥

ভাষ্যানুবাদ। 'রেত এব যস্যায়তনম্' ইত্যাদি। এই যে, শুক্রময় শরীরের বিশেষ আশ্রয়স্বরূপ পুত্র; এখানে 'পুত্রময়' অর্থ পিতা হইতে উৎপন্ন অস্থি, মজ্জা ও শুক্র ধাতু; তাহার দেবতা কে? এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, তাহার দেবতা প্রজাপতি। পিতা হইতে পুত্রের উৎপত্তি হয় বলিয়া পিতাকে প্রজাপতি বলা হইতেছে ॥২২৩॥১৭॥

শাকল্যেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যস্ত্বাং স্বিদিমে ব্রাহ্মণা অঙ্গারাবক্ষয়ণমক্রতা ইতি ॥ ২২৪ । ১৮ ॥

সম্বন্ধার্থঃ। [অতঃপরং লব্ধোত্তরতয়া তুষ্ণীস্থং তং শাকল্যং সম্বোধয়ন্ যাজ্ঞবল্ক্য আহ —], হে শাকল্য, ইমে (সভাসদঃ, ব্রাহ্মণাঃ স্বিং (বিতর্কে) ত্বাং অঙ্গারাবক্ষরণং (অঙ্গারা যেন সংদংশাদিনা অবক্ষীয়ন্তে দহ্যন্তে, তৎ অঙ্গারাবক্ষয়ণম্) অক্রত (কৃতবন্তঃ), [এতদ্ অববুধ্যসে কিং? ইতি ভাবঃ] ॥২২৪॥১৮॥

মূলানুবাদ। [যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর শুনিয়া শাকল্য নির্ব্বাক্ হইলে পর,] যাজ্ঞবল্ক্য সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন—হে শাকল্য, এই সভাস্থ ব্রাহ্মণগণ যে, তোমাকে অঙ্গারদাহক সাঁড়াশীর ন্যায় [আমার তেজে] দগ্ধ করিতেছে, তাহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ কি? ॥২২৪॥১৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অষ্টধা দেবলোক-পুরুষভেদেন ত্রিধা ত্রিধাত্মানং প্রবিভজ্যাবস্থিত একৈকো দেবঃ প্রাণভেদ এবোপাসনার্থং ব্যপদিষ্টঃ ; অধুনা দিগ্বিভাগেন পঞ্চধা প্রবিভক্তস্যাত্মনি উপসংহারার্থমাহ। তুষ্ণীংভূতং শাকল্যং যাজ্ঞবল্ক্যঃ গ্রহেণেবাবেশয়ন্নাহ—শাকল্যেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ; ত্বাং, স্বিদিতি বিতর্কে, ইমে নূনং ব্রাহ্মণা অঙ্গারাবক্ষয়ণং—অঙ্গারা অবক্ষীয়ন্তে যস্মিন্ সন্দংশাদৌ, তদঙ্গারাবক্ষয়ণং, তৎ নূনং ত্বামক্রত কৃতবন্তঃ ব্রাহ্মণাঃ, ত্বন্তু তন্ন বুধ্যসে—আত্মানং ময়া দহ্যমানমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥২২৪॥১৮॥

টীকা। শাকল্যেতি হোবাচেত্যাদিগ্রন্থস্য তাৎপর্য্যং বক্তুং বৃত্তং কীর্ত্তয়তি—অষ্টধেতি। লোকঃ সামান্যাকারঃ, পুরুষো বিশেষাবচ্ছেদঃ, দেবস্তৎকারণত্বেন প্রকারেণ ত্রিধা ত্রিধাত্মানং প্রবিভজ্য স্থিতো য একৈকো দেব উক্তঃ, স প্রাণ এব সূত্রাত্মা, তদ্ভেদত্বাৎ পূর্ব্বোক্তস্য সর্ব্বস্য, স চোপাসনার্থমষ্টধোপদিষ্টোঽধস্তাদিত্যর্থঃ। উত্তরস্য তাৎপর্য্যং দর্শয়তি—অধুনেতি। প্রবিভক্তস্য জগতঃ সর্ব্বস্যেতি শেষঃ। আত্মশব্দো হৃদয়বিষয়ঃ। যাজ্ঞবল্ক্যবাক্যস্য শাকল্যো প্রত্যয়াবুদ্ধিপূর্ব্বকারিত্বাপাদকত্বং দর্শয়তি—গ্রহেণেতি ॥ ২২৪ ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ। এক একটী দেবতাই আপনাকে দেবতা, লোক ও পুরুষ, এই তিন তিনভাগে বিভক্ত করিয়া উপাসনার সুবিধার জন্য আট রকমে প্রকটিত হইয়াছেন। প্রাণভেদ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি করণ সমূহই সেই দেবতা ; কেবল উপাসনার জন্য ঐরূপ বিভাগের উপদেশ করা হইয়াছে-

মাত্র; প্রকৃত পক্ষে উহাদের এক একটী প্রাণবিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। (১) এখন আবার বিভিন্ন দিক্ অনুসারে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া আত্মাতেই আবার তাহার উপসংহার বা পুনঃ প্রতিলয়ের জন্য বাক্যের অবতারণা করিতেছেন।

[যাজ্ঞবল্ক্যের প্রদত্ত উত্তর শ্রবণ করিয়া] শাকল্য নির্ব্বাক্ হইলে পর, যাজ্ঞবল্ক্য গ্রহাবিষ্ট লোকের ন্যায় শাকল্যকে বিবশকরতঃ বলিলেন, হে শাকল্য, এই সভাসদ্ ব্রাহ্মণগণ যে, তোমাকে নিশ্চয়ই অঙ্গারাবক্ষয়ণের ন্যায় অর্থাৎ লোকে অঙ্গার পোড়াইবার সময় যেমন সাঁড়াসীকে ক্ষয় করিয়া থাকে, তেমনি তোমাকেও ক্ষয় করিতেছেন, তাহা তুমি বুঝিতেছ না; অভিপ্রায় এই যে, তুমি যে আমার তেজে নিয়ত দগ্ধ হইতেছ, তাহা তুমি বুঝিতেছ না (১) ॥ ২২৪ ॥ ১৮ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ শাকল্যো যদিদং কুরুপাঞ্চালানাং ব্রাহ্মণানত্যবাদীঃ কিং ব্রহ্ম বিদ্বা নিতি, দিশো বেদ সদেবাঃ সপ্রতিষ্ঠা ইতি, যদ্দিশো বেত্থ সদেবাঃ সপ্রতিষ্ঠাঃ ॥ ২২৫ ॥ ১৯ ॥

সরলার্থঃ। [এবম্ধিক্ষিপ্তঃ] শাকল্যঃ যাজ্ঞবল্ক্যং সম্বোধয়ন্ উবাচ হ—কুরুপাঞ্চালানাং ব্রাহ্মণান্ (কুরুপঞ্চালদেশীয়ান্ ব্রাহ্মণান্), যৎ ইদম্ অত্যবাদীঃ (ইমে ব্রাহ্মণাঃ স্বয়ং ভীতিমাপন্নাঃ সন্তঃ ত্বাং অঙ্গারাবক্ষয়ণম্

---

(১) তাৎপর্য্য—ইতঃপূর্ব্বে একই প্রাণনামক সূত্রাত্মাকে (যিনি মালার সূত্রের ন্যায় সর্ব্বত্র অনুস্যূত রহিয়াছেন, তাঁহাকে) লোক, পুরুষ ও দেবতা—এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া উপাসনার নিমিত্ত তাঁহাকেই আবার আট প্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে 'লোক' অর্থ সাধারণ বস্তু মাত্র; 'পুরুষ' অর্থ—বিশেষ বিশেষ দেহাশ্রিত চৈতন্য; আর 'দেবতা' অর্থ—উহাদের কারণ। উক্ত ত্রিবিধ ভেদবিশিষ্ট ঐ আটপ্রকার উপাস্যই প্রাণরূপে এক অভিন্ন। এখন আবার পূর্ব্বাদি দিক্‌বিভাগানুসারে পাঁচভাগে বিভক্ত সমস্ত জগৎকেও একরূপ বুদ্ধিতে সংকলন করিবার জন্য প্রকারান্তরে নির্দ্দেশ করিবার অভিপ্রায়ে যাজ্ঞবল্ক্য নিজেই শাকল্যকে সম্বোধন করিয়া বলিবার উপক্রম করিতেছেন।

(২) তাৎপর্য্য—শ্রুতির 'অঙ্গারাবক্ষয়ণ' কথার অভিপ্রায় এই যে, লোকে যেরূপ অগ্নিতে অঙ্গার পোড়াইবার আবশ্যক হইলে, অগ্নিতে হাত পুড়িবার ভয়ে সাঁড়াশী দ্বারা অঙ্গারটী ধরিয়া অগ্নিতে স্থাপন করিয়া থাকে; তাহাতে যেমন নিজের হাত পোড়ে না, সাঁড়াসীটাই পুড়িয়া থাকে, সেইরূপ সভাস্থ ব্রাহ্মণেরাও যাজ্ঞবল্ক্যের ভয়ে ভীত হইয়া শাকল্যকে সাঁড়াসীর মত করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যরূপ অগ্নিতে বিচারচ্ছলে নিক্ষেপ করিয়া দগ্ধ করিতেছেন।

অকুরুত ইত্যেবম্ অধিক্ষিপ্তবান্ অসি ; [হে যাজ্ঞবল্ক্য, পৃচ্ছামি ত্বাং—]ত্বং কিং (কিং-স্বরূপং) ব্রহ্ম বিদ্বান্ (জানন্) [এবমধিক্ষিপ্তবান্ অসি ? ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ, অহং] সদেবাঃ সপ্রতিষ্ঠাঃ দিশঃ বেদ বেদ্মি, ন কেবলং দিশ এব বেদ্মি, অপি তু তাসাং দেবতাঃ প্রতিষ্ঠাঃ—আশ্রয়াংশ্চ বেদ্মীত্যর্থঃ) ইতি। [শাকল্য আহ—] যৎ (যদি) সদেবাঃ সপ্রতিষ্ঠাঃ দিশঃ বেত্থ (জানাসি) [ত্বম্]; [তর্হি কথয়—] ॥ ২২৫ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ। শাকল্য ঐরূপে তিরস্কৃত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি যে, কুরু-পঞ্চালদেশীয় ব্রাহ্মণগণকে এইরূপে নিন্দা করিলে ; [জিজ্ঞাসা করি, তুমি] কিরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছ ? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তরে বলিলেন—আমি দিক্‌সমূহকে জানি ; শুধু তাহা নহে ; দিক্‌সমূহের যে সব দেবতা, এবং যাহা আশ্রয়, সে সমস্তই আমি জানি। [শাকল্য বলিলেন—] তুমি যদি দিক্‌সমূহ এবং তাহাদের দেবতা ও আশ্রয়সমূহও জান, [তাহা হইলে বল ত—] ॥ ২২৫ ॥ ১৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ শাকল্যঃ—যদিদং কুরুপাঞ্চালানাং ব্রাহ্মণান্ অত্যবাদীঃ অত্যুক্তবানসি—স্বয়ং ভীতাস্ত্বামঙ্গারাবক্ষয়ণং কৃতবন্ত ইতি। কিং ব্রহ্ম বিদ্বান্ সন্ এবমধিক্ষিপসি ব্রাহ্মণান্ ? যাজ্ঞবল্ক্য আহ—ব্রহ্মবিজ্ঞানং তাবদিদং মম ; কিং তৎ ? দিশঃ বেদ দিগ্বিষয়ং বিজ্ঞানং জানে ; তচ্চ ন কেবলং দিশ এব, সদেবাঃ দেবৈঃ সহ দিগধিষ্ঠাতৃভিঃ ; কিঞ্চ, সপ্রতিষ্ঠাঃ প্রতিষ্ঠাভিশ্চ সহ। ইতর আহ—যদ্ যদি দিশো বেত্থ—সদেবাঃ সপ্রতিষ্ঠা ইতি ; সফলং যদি বিজ্ঞানং ত্বয়া প্রতিজ্ঞাতম্ ॥২২৫॥১৯।

টীকা। সর্ব্বোবামেব ব্রাহ্মণানাং প্রায়েণ হস্তবাদেন সংমতো ভবানিতি মুনেরভিসংহিতম্। শাকল্যস্তু কালচোদিতত্বাত্তদমুবোধি-ৰিমন্থাপ্রতিপত্তিমেবাদায় চোদয়তীত্যাহ—যদিদমিতি। দিগ্বিষয়ং বিজ্ঞানং জানে তন্মহত্তাত্তীতার্থঃ। তচ্চ বিজ্ঞানং কেবলং দিঙ্মাত্রস্থ ন ভবতি, কিন্তু দেবৈঃ প্রতিষ্ঠাভিশ্চ সহিতা দিশো বেদেত্যাহ—তচ্চেতি। অবতারিতস্ত বাক্যস্তার্থং সংক্ষিপতি—সফলমিতি। ॥ ২২৫ ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ। যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধন করিয়া শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি যে, কুরুপাঞ্চালদেশীয় এই সমস্ত ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া অত্যুক্তি করিয়াছ, অর্থাৎ ইঁহারা নিজে ভীত হইয়া আমাকে

অঙ্গারাবক্ষয়ণের ন্যায় দগ্ধ করিতেছে বলিয়াই; [জিজ্ঞাসা করি,] তুমি কোন ব্রহ্মতত্ত্ব অধিগত হইয়া এই ব্রাহ্মণগণকে এইরূপে অবজ্ঞা করিতেছ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—আমার এই পর্য্যন্তই ব্রহ্মবিজ্ঞান। তাহা কি? আমি দিক্‌সমূহ জানি, অর্থাৎ দিক্‌সম্বন্ধে আমার বিশেষ জ্ঞান আছে। কেবল যে, শুধু দিক্‌ই আমি জানি, তাহা নহে; পরন্তু দিগ্দেবতাসমূহকেও আমি জানি, এবং দিক্‌সমূহের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়ও আমি জানি। শাকল্য বলিলেন—ভাল, তুমি যদি দেবতা ও প্রতিষ্ঠা সহকারে দিক্‌সমূহ অবগত হইয়া থাক, অর্থাৎ তুমি যদি তোমার বিজ্ঞানকে সফল বলিয়াই নিশ্চয় জান, [তাহা হইলে বল দেখি—] ॥ ২২৫ । ১৯ ।

কিংদেবতোঽস্যাং প্রাচ্যাং দিশ্যসীত্যাদিত্যদেবত ইতি, স আদিত্যঃ কস্মিন্ প্রতিতিষ্ঠত ইতি, চক্ষুষীতি, কস্মিন্নু চক্ষুঃ প্রতিষ্ঠিতমিতি, রূপেষ্বিতি, চক্ষুষা হি রূপাণি পশ্যতি, কস্মিন্নু রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানীতি হৃদয়ে ইতি হোবাচ, হৃদয়েন হি রূপাণি জানাতি, হৃদয়ে হ্যেব রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানি ভবন্তীত্যেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২২৬ ॥ ২০ ॥

সরলার্থঃ। অস্যাং প্রাচ্যাং দিশি কিং দেবতঃ, কা দেবতা অস্য আত্মানমেব দিগ্‌রূপতয়া ভাবয়তস্তব—ইতি কিংদেবতঃ অসি (ভবসি) [ত্বং]? ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] আদিত্যদেবত ইতি। [শাকল্য আহ—] সঃ আদিত্যঃ কস্মিন্ (বস্তুনি) প্রতিষ্ঠিতঃ? ইতি [প্রতিষ্ঠা-বিজ্ঞান বিষয়কঃ প্রশ্নঃ]। (যাজ্ঞবল্ক্য আহ—) চক্ষুষি ইতি। চক্ষুঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্? ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] রূপেষু ইতি; হি (যস্মাৎ) চক্ষুষা রূপং পশ্যতি, (যস্মাৎ, রূপমেব চক্ষুষঃ অবলম্বনং, তস্মাৎ রূপমেব প্রতিষ্ঠা চক্ষুষ ইতি ভাবঃ) ইতি। [শাকল্য আহ— রূপাণি কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতানি? ইতি; [যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ হ] হৃদয়ে ইতি; হি (যস্মাৎ) হৃদয়েন (অন্তঃকরণেন এব রূপাণি জানাতি (অনুভবতি); হি (তস্মাৎ) হৃদয়ে এব (নিশ্চয়ে) রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানি ভবন্তি ইতি। [শাকল্য আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, এতৎ এবম্ এব (ত্বয়া যদুক্তং, তৎ তথৈবেত্যর্থঃ) ॥ ২২৬ ॥ ২০ ॥

মূলানুবাদ। [শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন] হে যাজ্ঞবল্ক্য,

তুমি আপনার হৃদয়কে দিক্‌রূপে বিভক্ত করিয়া নিজেই দিক্‌স্বরূপ হইয়াছ, অতএব বল দেখি,] এই পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে তোমার অধিদেবতা কে? (যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—) আদিত্য। (শাকল্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—) সেই আদিত্য কোথায় অবস্থিত আছেন? (যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—) চক্ষুতে। শাকল্য আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—) চক্ষু কোথায় প্রতিষ্ঠিত? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] চক্ষু রূপসমূহে প্রতিষ্ঠিত; কেননা, লোকে চক্ষু-দ্বারাই শ্বেত-পীতাদি রূপ সমূহ দর্শন করিয়া থাকে। সেই রূপসমূহ আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত? (যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—) হৃদয়ে; কারণ, লোকে হৃদয়ের সাহায্যেই রূপ উপলব্ধি করিয়া থাকে; অতএব রূপসমূহ হৃদয়মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে। [এ কথার পর শাকল্য বলিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা ঠিক এইরূপই বটে ॥ ২০৬ ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিংদেবতঃ—কা দেবতা অস্য তব দিগ্‌ভূতস্য। অসৌ হি যাজ্ঞবল্ক্যঃ হৃদয়মাত্মানং দিক্ষু পঞ্চধা বিভজ্য দিগাত্মভূতম্, তদ্দ্বারেণ সর্ব্বং জগৎ আত্মত্বেনোপগম্য, অহমস্মি দিগাত্মেতি ব্যবস্থিতঃ; পূর্ব্বাভিমুখঃ—সপ্রতিষ্ঠাবচনাৎ; যথা যাজ্ঞবল্ক্যস্য প্রতিজ্ঞা, তথৈব পৃচ্ছতি—কিংদেবতস্ত্বমস্যাং দিশ্যসীতি। সর্ব্বত্র হি বেদে যাং যাং দেবতামুপাস্তে, ইহৈব তদ্ভূতস্তাং তাং প্রতিপদ্যত ইতি। তথাচ বক্ষ্যতি—"দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি" ইতি। অস্যাং প্রাচ্যাং কা দেবতা দিগাত্মনস্তব অধিষ্ঠাত্রী?—কয়া দেবতয়া ত্বং প্রাচীদিগ্‌রূপেণ সম্পন্নঃ? ইত্যর্থঃ। ইতর আহ—আদিত্যদেবত ইতি, প্রাচ্যাং দিশি মম আদিত্যো দেবতা, সোঽহমাদিত্যদেবতঃ

সদেবা ইত্যেতদুক্তম্। সপ্রতিষ্ঠা ইতি তু বক্তব্যমিত্যাহ—স আদিত্যঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি; চক্ষুষীতি; অধ্যাত্মতশ্চক্ষুষ আদিত্যো নিষ্পন্ন ইতি হি মন্ত্রব্রাহ্মণবাদাঃ—"চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত" "চক্ষুষঃ সূর্য্যঃ" ইত্যাদয়ঃ; কার্য্যং হি কারণে প্রতিষ্ঠিতং ভবতি। কস্মিন্নু চক্ষুঃ প্রতিষ্ঠিতমিতি; রূপেষ্বিতি; রূপগ্রহণায় হি রূপাত্মকং চক্ষুঃ রূপেণ প্রযুক্তম্; যৈর্হি রূপৈঃ প্রযুক্তম্, তৈরাত্মগ্রহণায় আরব্ধং চক্ষুঃ, তস্মাৎ সাদিত্যং চক্ষুঃ সহ প্রাচ্যা দিশা সহ তৎস্থৈঃ সর্ব্বৈঃ রূপেষু প্রতিষ্ঠিতম্। চক্ষুষা সহ প্রাচী দিক্ সর্ব্বা রূপভূতা; তানি চ কস্মিন্নু রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানীতি; হৃদয়ইতি হোবাচ, হৃদয়ারব্ধানি

রূপাণি ; রূপাকারেণ হি হৃদয়ং পরিণতম্। যস্মাৎ হৃদয়েন হি রূপাণি সর্ব্বো লোকো জানাতি। হৃদয়মিতি বুদ্ধি-মনসী একীকৃত্য নির্দ্দেশঃ। তস্মাৎ হৃদয়ে হ্যেব রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানি ; হৃদয়েন হি স্মরণং ভবতি রূপাণাং বাসনাত্মনাম্ ; তস্মাৎ হৃদয়ে রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানীত্যর্থঃ। এবমেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্য ॥২২৬॥২০॥

টীকা। প্রাচ্যাং দিশি কা দেবতেতি বক্তব্যে কথমন্যথা পৃচ্ছ্যতে, তত্রাহ—আত্মেতি। আত্মানমাকাশমিতি যাবৎ। যথোক্তং হৃদয়মাত্মত্বেনোপগম্যোক্তিঃ সম্বন্ধঃ। তথাপি প্রথমং প্রাচীং দিশং বিকৃত্য প্রশ্নে কো হেতুরিতি চেত্তত্রাহ পূর্ব্বাভিমুখ ইতি। যদ্যপি দিগাত্মাহমস্মীতি স্থিতস্তথাপি কথং সর্ব্বং জগদাত্মত্বেনোপগম্য স্থিতো ভবেদিত্যুচ্যতে, তত্রাহ—সপ্রতিষ্ঠেতি।

সপ্রতিষ্ঠা দিশো বেদেতি বচনাৎ সর্ব্বমপি জগদাত্মত্বেনোপগম্য স্থিতো মুনিরিতি প্রতিভাতীত্যর্থঃ। প্রতিজ্ঞানুসারিত্বাচ্ছাকল্যস্য প্রশ্নো যুক্ত-মিত্যাহ—যথেতি। অস্মিন্ দিগাত্মেতি প্রতিজ্ঞানুসারিণাপি প্রশ্নে দেহপাতোত্তরভাবী দেবতাভাবঃ পৃচ্ছ্যতে, সতি দেহে ধাতুভূতাদিযোগাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—সন্নপীতি। ন ভাবিদেবতাভাবঃ প্রশ্নগোচর ইতি শেষঃ। উক্তেঽর্থে বাক্যশেষমনুকূলয়তি—তথা চেতি। প্রশ্নার্থমুপসংহরতি—তস্যামিতি। আদিত্যস্য চক্ষুষি প্রতিষ্ঠিতত্বং প্রকটয়িতুং কার্য্যকারণভাবং তয়োরাদর্শয়তি—অধ্যাত্মতশ্চক্ষুষ ইতি। চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত ইত্যাদয়ো মন্ত্রবাদাস্তদনুসারিণশ্চ ব্রাহ্মণবাদাঃ। ভবতু কার্য্যকারণভাবস্তথাপি কথং চক্ষুষ্যাদিত্যস্য প্রতিষ্ঠিতত্বং, তত্রাহ—কার্য্যং হীতি। কথং চক্ষুষো রূপেষু প্রতিষ্ঠিতত্বং, তত্রাহ—রূপগ্রহণায়েতি। তথাপি কথং যথোক্তমাধারত্বমত আহ—যৈর্হীতি। চক্ষুষো রূপাধারত্বে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। উপসংহৃতমর্থং সংগৃহ্ণাতি—চক্ষুষেতি। হৃদয়াত্মকত্বং রূপাণাং স্ফুটয়তি—রূপাকারেণেতি। হৃদয়ে রূপাণাং প্রতিষ্ঠিতত্বে হেতুমাহ—যস্মাদিতি। হৃদয়শব্দস্য মাংসখণ্ডবিষয়ত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি—হৃদয়মিতি। কথং পুনর্ব্বহির্ভূতানি রূপাণ্যন্তর্হৃদয়ে স্থাতুং পারয়ন্তি, তত্রাহ—হৃদয়েন হীতি। তথাপি কথং তেষাং হৃদয়প্রতিষ্ঠিতত্বং, তত্রাহ—বাসনাত্মনামিতি ॥ ২২৬ ॥ ২০ ॥

ভাষ্যানুবাদ। 'কিংদেবতঃ' অর্থ—দিগ্‌ভাবাপন্ন যে তুমি, তোমার দেবতা কে? অভিপ্রায় এই যে, এই যাজ্ঞবল্ক্য দিগ্‌বিভাগানু-সারে আপনার হৃদয়কে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ; এবং হৃদয়ের দিগ্‌ভাব দ্বারা নিজেও সমস্ত জগৎকে আপনার অভিন্নরূপে উপলব্ধি করত 'আমিই দিক্‌স্বরূপ' এই ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য পূর্ব্বমুখ হইয়া 'প্রতিষ্ঠা' বিজ্ঞানের কথা বলিয়াছিলেন ; এই কারণে, যাজ্ঞ-বল্ক্যের প্রতিজ্ঞানুসারেই শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন—এই পূর্ব্বদিগভিমানী তোমার দেবতা কে? সাধারণতঃ বেদের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়

যে, উপাসক যে যে দেবতার উপাসনা করেন, ইহলোকেই তদ্‌-ভাবাপন্ন হইয়া, শেষে সেই সেই দেবতাকে লাভ করিয়া থাকেন; শ্রুতিও একথা পরে বলিবেন—'উপাসক এখানেই দেবতা হইয়া পরে দেবত্ব লাভ করিয়া থাকেন' ইত্যাদি। অভিপ্রায় এই যে, তুমি ত উপাসনাবলে দিগাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছ; জিজ্ঞাসা করি, তোমার এই পূর্ব্বদিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে? অর্থাৎ কোন দেবতার সহযোগে তুমি আপনাকে পূর্ব্বদিক্‌স্বরূপ বলিয়া অনুভব করিতেছ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন আদিত্যদেবতরূপে, অর্থাৎ আদিত্য হইতেছেন—আমার পূর্ব্বদিকে অধিদেবতা; এই কারণে আমি ঐ দিকে আদিত্যদেবত।

ইতঃ পূর্ব্বে—যাজ্ঞবল্ক্য আপনাকে দেবতা ও 'প্রতিষ্ঠা'বিষয়ক জ্ঞানে সম্পন্ন বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন; তন্মধ্যে দেবতার কথা বলা হইল, এখন প্রতিষ্ঠার কথা বলা আবশ্যক; এই জন্য জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, সেই আদিত্য কোথায় অবস্থিত আছেন? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] চক্ষুতে; বক্ষ্যমাণ মন্ত্রসমূহও আদিত্যকে দেহসম্বন্ধী চক্ষু হইতে নিষ্পন্ন বা অভিব্যক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যথা—'চক্ষু হইতে সূর্য্য জন্মিয়াছেন', এবং 'আদিত্য চক্ষু হইতে' ইত্যাদি। কার্য্য বা উৎপন্ন পদার্থমাত্রই নিজনিজ কারণে প্রতিষ্ঠিত থাকে; [সুতরাং চক্ষু হইতে উৎপন্ন সূর্য্যেরও চক্ষুতে অবস্থিতি যুক্তিযুক্ত হইতেছে।]

[শাকল্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,] চক্ষু আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] রূপসমূহে; কেন না, চক্ষু নিজে রূপাত্মক, অর্থাৎ রূপপ্রধান তেজের পরিণাম, এবং রূপগ্রহণের জন্যই উহার উৎপত্তি, যখন যে রূপের সান্নিধ্য লাভ করে, তখন সেই বাহ্যরূপাকারেই আপনাকে গ্রহণ করিয়া থাকে; এইজন্য আদিত্যাধিষ্ঠিত চক্ষু পূর্ব্বাদি দিক্‌ ও দিক্‌স্থিত বস্তুনিচয় সমস্তই রূপে প্রতিষ্ঠিত বুঝিতে হইবে। সমস্ত পূর্ব্বদিক্‌টী চক্ষুর সহিত একীভূত শ্বেতপীতাদি-রূপাত্মক, সেই রূপসমষ্টি আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত? [উত্তর—] রূপসমূহ হৃদয়ে (বুদ্ধিতে) প্রতিষ্ঠিত; কারণ, রূপমাত্রই হৃদয়ের সৃষ্ট; হৃদয়ই দৃশ্যমান রূপাকারে পরিণত হইয়া থাকে; কেন না, লোকে হৃদয়ের বলেই রূপ-বিজ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। এখানে হৃদয় অর্থ—বুদ্ধি ও মন; লোকের হৃদয়ে রূপ বিষয়ক যে সংস্কার নিহিত থাকে, উপযুক্ত উদ্বোধক উপস্থিত হইলে হৃদয়ই সেই সুপ্ত-

সংস্কারকে জাগ্রৎ করিয়া দেয় (স্মরণ করে) ; অতএব রূপসমষ্টি যে, হৃদয়ে অবস্থিত, একথা সুসঙ্গতই বটে। [অতঃপর শাকল্য বলিলেন— হাঁ, ইহা এই রূপই বটে ॥ ২২৬ ॥ ২০ ॥

কিংদেবতোঽস্যাং দক্ষিণায়াং দিশ্যসীতি, যমদেবত ইতি, স যমঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি, যজ্ঞ ইতি, কস্মিন্ যজ্ঞঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি, দক্ষিণায়ামিতি, কস্মিন্ নু দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিতেতি, শ্রদ্ধায়ামিতি, যদা হ্যেব শ্রদ্ধত্তেঽথ দক্ষিণাং দদাতি, শ্রদ্ধায়াং হ্যেব দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিতেতি, কস্মিন্ শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতেতি, হৃদয় ইতি হোবাচ, হৃদয়েন হি শ্রদ্ধাং জানাতি,হৃদয়ে হ্যেব শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যেবমেবৈতদ্‌যাজ্ঞবল্ক্য ॥২২৭॥২১॥

অন্বয়াৰ্থঃ।—[শাকল্যঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ হে যাজ্ঞবল্ক্য,] অস্যাং দক্ষিণায়াং দিশি কিংদেবতঃ (কা দেবতা অস্যা দিগাত্মভূতস্য তব ইতি কিংদেবতঃ), অসি (ভবসি)? ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ —] যমদেবতঃ (যমঃ দেবতা অস্য—মম, যমাধিষ্ঠিতত্বাৎ দক্ষিণস্যা দিশ ইত্যর্থঃ)। সঃ (দক্ষিণদিগ্‌দেবতা যমঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি। [উত্তরম্ —] যজ্ঞে (বিহিতে কর্ম্মণি) ইতি। যজ্ঞঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ? ইতি ; [উত্তরং] দক্ষিণায়াম্, যজ্ঞফল-নিষ্পাদকত্বাৎ দক্ষিণায়াঃ) ইতি। দক্ষিণা কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা? ইতি ; [উত্তরম্—] শ্রদ্ধায়াম্, [ভক্তিসহিতা আস্তিক্যবুদ্ধিঃ শ্রদ্ধা, তদধীনত্বাৎ দক্ষিণায়াঃ) ইতি ; হি (যতঃ) যদা (যস্মিন্ কালে) এব শ্রদ্ধত্তে (শ্রদ্ধালুঃ ভবতি), অথ (তদা দক্ষিণাং দদাতি ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ প্রকৃতি [যজমানঃ] ; [অতঃ] দক্ষিণা শ্রদ্ধায়াম্ এব হি প্রতিষ্ঠিতা, (ন অন্যত্র) ইতি। ননু ভোঃ, শ্রদ্ধা কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা ইতি, [উত্তরম্ —] হৃদয়ে [প্রতিষ্ঠিতা] ইতি হ উবাচ [যাজ্ঞবল্ক্যঃ] ; হি (যস্মাৎ) হৃদয়েন এব শ্রদ্ধাং জানাতি (অবগচ্ছতি) ; [তস্মাৎ] হৃদয়ে এব হি শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতা ভবতি ইতি। [অতঃপরং শাকল্য আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, এতৎ এবম্ এব, যৎ ত্বয়োক্তম্, তৎ তথৈবেত্যর্থঃ) ॥ ২২৭ ॥ ২১ ॥

মূলানুবাদ।— হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই দক্ষিণদিকে তোমার দেবতা কে? [উত্তর—] যম আমার দেবতা। সেই যম দেবতা আবার কোথায়

অবস্থিত আছেন ? [উত্তর—] যজ্ঞে অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞক্রিয়ায় [পুনঃ প্রশ্ন—] সেই যজ্ঞ আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? [উত্তর—] দক্ষিণাতে অর্থাৎ যজ্ঞসমাপ্তির জন্য যে দক্ষিণা দিতে হয়, সেই দক্ষিণাতে। সেই দক্ষিণা কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? [উত্তর—] শ্রদ্ধাতে ; [শ্রদ্ধা অর্থ শাস্ত্রোক্ত বিষয় দৃঢ়বিশ্বাস ও ভক্তি।] কেন না, লোক যখনই শ্রদ্ধাবান্ হয়, তখনই দক্ষিণা প্রদান করে ; অতএব শ্রদ্ধাতেই দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিত। সেই শ্রদ্ধা কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? [উত্তর—] হৃদয়ে অর্থাৎ বুদ্ধিতে ; কারণ, হৃদয়েই শ্রদ্ধার অনুভূতি হইয়া থাকে ; অতএব শ্রদ্ধা হৃদয়েই অবস্থান করে। [শাকল্য বলিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে, অর্থাৎ তুমি যেরূপ ভাবে দেবতাদির বিষয় বর্ণনা করিলে, তাহা ঠিকই হইয়াছে ॥ ২১৭ ॥ ২১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিংদেবতোঽস্যাং দক্ষিণায়াং দিশ্যসীতি পূর্ব্ববৎ। দক্ষিণায়াং দিশি কা দেবতা তব ? যমদেবত ইতি, যমো দেবতা মম দক্ষিণদিগ্‌ভূতস্য। স যমঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি ; যজ্ঞে ইতি—যজ্ঞ কারণে প্রতিষ্ঠিতো যমঃ সহ দিশা। কথং পুনর্যজ্ঞস্য কার্য্যং যমঃ ? ইতি ; উচ্যতে—ঋত্বিগ্‌ভির্নিষ্পাদিতো যজ্ঞঃ ; দক্ষিণয়া যজমানস্তেভ্যো যজ্ঞং নিষ্ক্রীয় তেন যজ্ঞেন দক্ষিণাং দিশং সহ যমেনাভিজয়তি ; তেন যজ্ঞে যমঃ কার্য্যত্বাৎ প্রতিষ্ঠিতঃ সহ দক্ষিণয়া দিশা। কস্মিন্নু যজ্ঞঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি, দক্ষিণায়ামিতি, দক্ষিণয়া স নিষ্ক্রীয়তে, তেন দক্ষিণাকার্য্যং যজ্ঞঃ। কস্মিন্নু দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিতেতি ; শ্রদ্ধায়ামিতি, শ্রদ্ধা নাম দিৎসুত্বমাস্তিক্যবুদ্ধির্ভক্তিসহিতা। কথং তস্যাং প্রতিষ্ঠিতা দক্ষিণা ? যস্মাৎ যদা হ্যেব শ্রদ্ধত্তে, অথ দক্ষিণাং দদাতি, নাশ্রদ্দধৎ দক্ষিণাং দদাতি ; তস্মাৎ শ্রদ্ধায়াং হ্যেব দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিতেতি। কস্মিন্নু শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতেতি ; হৃদয় ইতি হোবাচ ; হৃদয়স্য হি বৃত্তিঃ শ্রদ্ধা ; যস্মাৎ হৃদয়েন হি শ্রদ্ধাং জানাতি ; বৃত্তিশ্চ বৃত্তিমতি প্রতিষ্ঠিতা ভবতি। তস্মাৎ হৃদয়ে হ্যেব শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতা ভবতি। এবমেবৈতদ্‌যাজ্ঞবল্ক্য ॥২২৭॥২১॥

টীকা। পূর্ব্ববদিত্যুক্তমেব ব্যনক্তি -দক্ষিণায়ামিতি। যমস্য যজ্ঞকার্য্যত্বমপ্রসিদ্ধমিতি শঙ্কিত্বা ব্যুৎপাদয়তি—কথমিত্যাদিনা। তস্য যজ্ঞকার্য্যত্বে ফলিতমাহ—তেনেতি। যমস্য দক্ষিণায়াং প্রতিষ্ঠিতত্বং সাধয়তি—দক্ষিণয়েতি। কার্য্যং চ কারণে প্রতিষ্ঠিতমিতি শেষঃ। দক্ষিণায়াঃ শ্রদ্ধায়াং প্রতিষ্ঠিতত্বং প্রকটয়তি—যস্মাদিতি।

হৃদয়ে সা প্রতিষ্ঠিতেত্যত্র হেতুমাহ—হৃদয়েন হীতি। হৃদয়ব্যাপারাচ্চ শ্রদ্ধায়াস্তৎপ্রতিষ্ঠিতত্বমিত্যাহ—হৃদয়েন হীতি। হৃদয়স্থ শ্রদ্ধা বৃত্তিরস্য, তথাপি প্রকৃতে কিমায়াতং, তদাহ—হৃদিস্থেতি ॥ ২২৭ ॥ ২১ ॥

ভাষ্যানুবাদ। হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই দক্ষিণ দিকে তোমার দেবতা কে? ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্ব শ্রুতির ব্যাখ্যার অনুরূপ। [শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—] এই দক্ষিণদিকে তোমার দেবতা কে? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] *দক্ষিণদিকের সহিত আত্মভাবাপন্ন আমার দেবতা হইতেছেন—যম।* সেই যম আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত? [উত্তর] যজ্ঞেতে, অর্থাৎ যম নিজের আশ্রয়ভূত দক্ষিণদিকের সহিত স্বকারণীভূত যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ভাল, যমকে যজ্ঞের কার্য্য অর্থাৎ যজ্ঞ হইতেছে কারণ, আর যম হইতেছেন যজ্ঞের কার্য্য বা ফল, একথা বলা হইতেছে কিরূপে? হাঁ, বলিতেছি—ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া থাকেন, যজমান দক্ষিণা দিয়া তাহাদের নিকট হইতে সেই যজ্ঞফল ক্রয় করিয়া, সেই যজ্ঞের প্রভাবে দক্ষিণদিক্ ও তদধিপতি যমকে জয় বা আয়ত্ত করিয়া থাকেন; এই কারণে, যমকে যজ্ঞের কার্য্য বা ফল বলা হইয়াছে, এবং যম ও দক্ষিণদিগ্‌কে কারণীভূত যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত বলা হইয়াছে (১)

[পুনঃ প্রশ্ন হইল—] সেই যজ্ঞ কোথায় অবস্থিত? [উত্তর] দক্ষিণাতে; কারণ, [যজমান, গো হিরণ্যাদিরূপ] দক্ষিণা দ্বারা সেই যজ্ঞ ক্রয় করিয়া থাকেন; এই জন্য যজ্ঞকে দক্ষিণার কার্য্য বা অধীন বলা হইল। (পুনঃ প্রশ্ন—) সেই দক্ষিণা কোথায় প্রতিষ্ঠিত? শ্রদ্ধাতে; শ্রদ্ধা অর্থ—দানেচ্ছা ও ভক্তির সহিত আস্তিক্য বুদ্ধি, অর্থাৎ শাস্ত্রে যে সমস্ত অলৌকিক বিষয়ের উল্লেখ আছে, সে সমস্ত বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি থাকা। ভাল, দক্ষিণা শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত কিরূপে? (উত্তর— যেহেতু যখনই লোকের শ্রদ্ধা হয়, তখনই দক্ষিণা দিয়া থাকে, শ্রদ্ধাবিহীন লোক তাহা দেয় না; (অশ্রদ্ধালুর দান

(১) তাৎপর্য্য—সাধারণ নিয়ম হইতেছে এই যে, ক্রিয়ার ফল কর্ত্তাই পাইয়া থাকে, শাস্ত্রও আছে—"ফলং চ কর্ত্তৃগামি"। অর্থাৎ ক্রিয়ার ফল কর্ত্তাতে যায়। অতএব যে সমস্ত ঋত্বিক্ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যজ্ঞক্রিয়া নিষ্পাদন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ন্যায়তঃ ও শাস্ত্রতঃ যজ্ঞফলের অধিকারী, যজমান কখনই সে ফলের দাবী করিতে পারে না; এই জন্য যজমান গো হিরণ্যাদি দক্ষিণা দিয়া ঋত্বিক্‌গণের নিকট হইতে যজ্ঞের ফল খরিদ করিয়া লন। এই কারণেই বলা হইয়াছে- "হতো যজ্ঞস্ত্বদক্ষিণঃ" দক্ষিণাবিহীন যজ্ঞ নিষ্ফল; উহা পণ্ড পরিশ্রম মাত্র।

ঠিক দক্ষিণাপদ বাচ্য নহে); এই জন্য শ্রদ্ধাতেই দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিত।(২) সেই শ্রদ্ধা আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত? (উত্তর—) হৃদয়ে (মনে)। শ্রদ্ধা হইতেছে হৃদয়ের বৃত্তি বা ধর্ম্ম; হৃদয়েই শ্রদ্ধার প্রতীতি হইয়া থাকে। যেহেতু বৃত্তি বা ধর্ম্মমাত্রই বৃত্তিমানে (যাহার বৃত্তি, তাহাতে) প্রতিষ্ঠিত থাকে; অতএব হৃদয়ই শ্রদ্ধার প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় স্থান। (এ কথা শুনিয়া শাকল্য বলিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা ঠিক এইরূপই বটে।) ২২৭ ॥ ২১ ॥

কিংদেবতোঽস্যাং প্রতীচ্যাং দিশ্যসীতি, বরুণদেবত ইতি, স বরুণঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইত্যপ্স্বিতি, কস্মিন্নাপঃ প্রতিষ্ঠিতা ইতি, রেতসীতি, কস্মিন্ন রেতঃ প্রতিষ্ঠিতমিতি, হৃদয় ইতি, তস্মাদপি প্রতিরূপং জাতমাহুর্হৃদয়াদিব সৃপ্তো হৃদয়াদিব নির্ম্মিত ইতি, হৃদয়ে হ্যেব রেতঃ প্রতিষ্ঠিতং ভবতীত্যেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২২৮ ॥ ২২ ॥

সরলার্থঃ। [শাকল্যঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ—হে যাজ্ঞবল্ক্য, ত্বং] অস্যাং প্রতীচ্যাং (পশ্চিমায়াং) দিশি কিংদেবতঃ (কা দেবতা অস্য—তব) অসি ইতি; [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] বরুণদেবত ইতি। স বরুণঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ? ইতি। অপ্সু (জলেষু) ইতি। আপঃ (জলানি) কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ? ইতি; [উত্তরং—] রেতসি (শুক্রে) ইতি। রেতঃ (শুক্রং) কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতং? ইতি হৃদয়ে (বুদ্ধৌ) ইতি। তস্মাৎ (রেতসঃ হৃদয়-প্রতিষ্ঠিতত্বাৎ হেতোঃ) অপি (চ) প্রতিরূপং (পিতুরনুরূপং) জাতং (উৎপন্নং পুত্রম্) আহুঃ (কথয়ন্তি) [জনাঃ]—[অয়ং পুত্রঃ] হৃদয়াৎ ইব সৃপ্তঃ (নির্গতঃ), হৃদয়াৎ ইব (সম্ভাবনায়াম্) নির্ম্মিতঃ ইতি। [যুজ্যতে চৈতৎ] হি (যতঃ) হৃদয়ে এব হি (নিশ্চয়ে) রেতঃ প্রতিষ্ঠিতং ভবতি—ইতি। [এতৎ শ্রুত্বা শাকল্য আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, এতৎ ত্বয়া যদুক্তং, তৎ) এবম্ এব (ন অন্যথা ইতি ভাবঃ) ॥ ২২৮ ॥ ২২ ॥

---

(২) তাৎপর্য্য—যাহার হৃদয়ে শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস আছে, এবং পরলোকের দৃঢ় প্রত্যয় আছে, তাহারই যজ্ঞাদি ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হয়। আর যাহার হৃদয়ে শ্রদ্ধা নাই, সে লোক সাধারণতঃ যজ্ঞানুষ্ঠানই করে না, করিলেও লোকদেখান ভাবে করে, কিন্তু দক্ষিণা দিতে চাহে না, দিলেও তাহা প্রকৃত দক্ষিণাপদ-বাচ্য হয় না, উহা একপ্রকার তামস দান বা অর্থ-দণ্ড মাত্র।

মূলানুবাদ। [শাকল্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—] এই পশ্চিম দিকে তোমার দেবতা কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] বরুণ আমার দেবতা। [পুনঃ প্রশ্ন হইল—] সেই বরুণ কোথায় অবস্থিত ? [উত্তর হইল—] জলে। সেই জল আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? [উত্তর –] রেতে (শুক্রে। অভিপ্রায় এই যে, শুক্র রূপে পরিণত হওয়াই জলের শেষ পরিণাম। সেই শুক্রের প্রতিষ্ঠা বা অবস্থান কোথায় ? [উত্তর –] হৃদয়ে ; অভিপ্রায় এই যে, রেতঃসেক কামবৃত্তির অধীন, সেই কামবৃত্তি হৃদয়ের ধর্ম্ম ; এই কারণে শুক্রকে হৃদয় প্রতিষ্ঠিত বলা হয়। এই জন্যই পিতার অনুরূপ আকৃতিসম্পন্ন পুত্র জন্মিলে লোকে বলিয়া থাকে যে, এই পুত্রটা যেন পিতার হৃদয় হইতেই নির্গত হইয়াছে, যেন হৃদয় দিয়াই নির্ম্মিত হইয়াছে ; এই হেতু বুঝিতে হইবে যে, হৃদয়ই রেতের আশ্রয় স্থান। শাকল্য এ কথা শুনিয়া বলিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য, হাঁ, তাহা এইরূপই বটে ॥ ২২৮ ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিংদেবতোঽস্যাং প্রতীচ্যাং দিশ্যসীতি। তস্যাং বরুণোঽধিদেবতা মম। স বরুণঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ? ইতি ; অপ্সু ইতি, অপাং হি বরুণঃ কার্য্যম্, "শ্রদ্ধা বা আপঃ।" "শ্রদ্ধাতো বরুণমসৃজত" ইতি শ্রুতেঃ। কস্মিন্ আপঃ প্রতিষ্ঠিতা ইতি ; রেতসীতি,—"রেতসো হ্যাপঃ সৃষ্টা" ইতি শ্রুতেঃ। কস্মিন্ রেতঃ প্রতিষ্ঠিতমিতি ; হৃদয় ইতি। যস্মাৎ হৃদয়স্য কার্য্যং রেতঃ, কামো হৃদয়স্য বৃত্তিঃ ; কামিনো হি হৃদয়াৎ রেতোঽধিস্কন্দতি, তস্মাদপি প্রতিরূপমনুরূপং পুত্রং জাতমাহুঃ লৌকিকাঃ—অস্য পিতুর্হৃদয়াদিবায়ং পুত্রঃ সৃপ্তঃ বিনিঃসৃতঃ, হৃদয়াদিব নির্ম্মিতঃ, যথা সুবর্ণেন নির্ম্মিতং কুণ্ডলম্। তস্মাৎ হৃদয়ে হ্যেব রেতঃ প্রতিষ্ঠিতং ভবতীতি। এবমেবৈতৎ যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২২৮ ॥ ২২ ॥

টীকা। রেতসো হৃদয়কার্য্যত্বং সাধয়তি—কাম ইতি। তথাপি কথং রেতো হৃদয়স্য কার্য্যং, তদাহ—কামিনো হীতি। তত্রৈব লোকপ্রসিদ্ধিং প্রমাণয়তি তস্মাদিতি। অপিশব্দঃ সম্ভাবনার্থোঽবধারণার্থো বা ॥ ২২৮ ॥ ২২ ॥

ভাষ্যানুবাদ। [শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন যে যাজ্ঞবল্ক্য,

তুমি] এই পশ্চিমদিকে কোন দেবতা কর্তৃক অধিষ্ঠিত? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] ঐ দিকে বরুণদেব আমার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সেই বরুণ কোথায় অবস্থিত? [উত্তর—] জলে অধিষ্ঠিত; কারণ, 'শ্রদ্ধাই জল', এবং 'শ্রদ্ধা হইতে বরুণের সৃষ্টি করিলেন' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, বরুণদেব জল হইতে প্রাদুর্ভূত। সেই জল আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত? [উত্তর—] রেতেতে (শুক্রে); কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন যে, 'রেতঃ হইতে জল উৎপন্ন হইয়াছে', সেই রেতঃ আবার কোথায় অবস্থিত? [উত্তর—], হৃদয়ে; কারণ, রেতঃক্ষরণ হৃদয়েরই কার্য্য; কাম (সম্ভোগবাসনা) হৃদয়ের ধর্ম্ম; কামার্ত্ত লোকই হৃদয় হইতে রেতঃসেক করিয়া থাকে; এই জন্যই পিতার অনুরূপ পুত্র জন্মিলে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া লোকে বলিয়া থাকে যে, এই পুত্রটী যেন ইহার পিতার হৃদয় হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে,—যেন সুবর্ণনির্ম্মিত কুণ্ডলের ন্যায় হৃদয় দ্বারাই নির্ম্মিত হইয়াছে, অর্থাৎ সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত কুণ্ডল যেমন সুবর্ণময়ই হয়, তেমনি এই পুত্রটীও পিতার অনুরূপ রূপসম্পন্ন হইয়াছে (১)। অতএব হৃদয়ই রেতের যথার্থ প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় স্থান। [ইহা শুনিয়া শাকল্য বলিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে ॥ ২২৮ ॥ ২২ ॥

কিংদেবতোঽস্যামুদীচ্যাং দিশ্যসীতি, সোমদেবত ইতি, স সোমঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি, দীক্ষায়ামিতি, কস্মিন্নু দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতেতি, সত্য ইতি, তস্মাদপি দীক্ষিতমাহুঃ সত্যং বদেতি, সত্যে হ্যেব দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতেতি, কস্মিন্নু সত্যং প্রতিষ্ঠিতমিতি,

(১) তাৎপর্য্য—পুত্র যে, হৃদয় নিঃসৃত, ইহা শ্রৌত সিদ্ধান্ত। পুত্র সংস্কারক মন্ত্রেতে আছে—"অঙ্গাদঙ্গাৎ প্রস্রবসি হৃদয়াদধিজায়সে। আত্মা বৈ পুত্রনামাসি—" এখানে বলা হইল যে, পিতার প্রত্যেক অঙ্গ হইতে নিঃসৃত—পিতার অঙ্গসম্ভূত বেতধাতুর নির্যাস স্বরূপ, এবং হৃদয় হইতে উৎপন্ন আত্মাই পুত্র নামে অভিহিত হয়। অন্যত্রও কথিত আছে যে, স্বামী ও স্ত্রী সম্ভোগকালে যেরূপ চিন্তাপরায়ণ হয়, তাহাদের সেই সন্তানও তদনুরূপ ভাবাপন্ন হয়; চিন্তা হৃদয়েরই ধর্ম্ম; সুতরাং হৃদয়ের সহিত যে, শুক্র বা ভাবী সন্তানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। অধিক কি, গর্ভাবস্থায় মাতা যে সমস্ত বিষয় আগ্রহ সহকারে হৃদয়ে ধারণা করিয়া থাকে, সেই গর্ভজ সন্তানও সেই সমস্ত চিন্তার অধিকারী হইয়া থাকে। মহাভারতের অভিমন্যুর বৃত্তান্ত ইহার একটী উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

হৃদয় ইতি হোবাচ, হৃদয়েন হি সত্যং জানাতি, হৃদয়ে হ্যেব সত্যং প্রতিষ্ঠিতং ভবতীত্যেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য ॥২১॥২৩॥

সরলার্থঃ। [শাকল্যঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ ;] [হে যাজ্ঞবল্ক্য,] [ত্বং] অস্যাং উদীচ্যাং (উত্তরস্যাং) দিশি কিংদেবতঃ অসি ? ইতি ; [যাজ্ঞবল্ক্য আহ] সোমদেবতঃ (সোমঃ চন্দ্রঃ সোমাখ্যা লতা চ দেবতা অস্য মম, ইত্যর্থঃ)। সঃ সোমঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ? ইতি ; দীক্ষায়াং (যজ্ঞাদিনিয়মগ্রহণে) ইতি। দীক্ষা কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা ? ইতি ; সত্যে (বাক্যস্য মনসশ্চ যথার্থা প্রবৃত্তিঃ সত্যম্, তস্মিন্) ইতি। তস্মাৎ (দীক্ষায়াঃ সত্যপ্রতিষ্ঠিতত্বাৎ হেতোঃ) অপি (চ) দীক্ষিতং (দীক্ষাগ্রাহিণং জনম্) আহুঃ (কথয়ন্তি) [জনাঃ]— সত্যং বদ' ইতি ; হি (যতঃ) সত্যে এব দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতা, [তস্মাদিত্যর্থঃ] ইতি। [পুনঃ প্রশ্নঃ] সত্যং কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্ ? ইতি ; [যাজ্ঞবল্ক্য] উবাচ—হৃদয়ে ইতি। হি (যস্মাৎ) হৃদয়ে এব সত্যং জানাতি, [তস্মাৎ] হৃদয়ে এব সত্যং প্রতিষ্ঠিতং ভবতি ইতি। [শাকল্য আহ] হে যাজ্ঞবল্ক্য, এতৎ এবম্ এব [ইতি] ॥২১॥২৩॥

মূলানুবাদ। শাকল্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য, এই উত্তর দিকে তোমার অধিদেবতা কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন] সোম আমার অধিদেবতা ; এখানে সোম অর্থ—চন্দ্র ও সোমলতা। [পুনঃ প্রশ্ন হইল] সেই সোম কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? [উত্তর—] দীক্ষাতে ; দীক্ষা অর্থ—যজ্ঞের পূর্ব্বকর্ত্তব্য নিয়মগ্রহণ। দীক্ষা কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? দীক্ষা সত্যে প্রতিষ্ঠিত ; সেই হেতুই দীক্ষিত ব্যক্তিকে লোকে বলিয়া থাকে যে, 'তুমি সত্য বলিবে' ; কারণ, সত্যই দীক্ষা প্রতিষ্ঠাস্থান। সেই সত্য আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হৃদয়ে ; কেন না, লোকে হৃদয়েই সত্য উপলব্ধি করিয়া থাকে ; অতএব হৃদয়েই সত্য প্রতিষ্ঠিত থাকে। [শাকল্য বলিলেন,] হে যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে ॥২১॥২৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিংদেবতোঽস্যামুদীচ্যাং দিশ্যসীতি। সোমদেবত ইতি। লতাং সোমং দেবতাঞ্চৈকীকৃত্য নির্দ্দেশঃ। স সোমঃ কস্মি

প্রতিষ্ঠিত ইতি। দীক্ষায়ামিতি। দীক্ষিতো হি যজমানঃ সোমং ক্রীণাতি; ক্রীতেন সোমেনেষ্ট্বা জ্ঞানবানুত্তরাং দিশং প্রতিপদ্যতে, সোমদেবতাধিষ্ঠিতাং সৌম্যাম্। কস্মিন্নু দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতেতি; সত্য ইতি। কথম্? যস্মাৎ সত্যে দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতা, তস্মাদপি দীক্ষিতমাহুঃ—সত্যং বদেতি,—কারণভ্রেষে কার্য্যভ্রেষো মা ভূদিতি। সত্যে হ্যেব দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতেতি। কস্মিন্নু সত্যং প্রতিষ্ঠিতমিতি; হৃদয় ইতি হোবাচ, হৃদয়েন হি সত্যং জানাতি। তস্মাৎ হৃদয়ে হ্যেব সত্যং প্রতিষ্ঠিতং ভবতীতি। এবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২২৯ ॥ ২৩ ॥

টীকা। দীক্ষায়াঃ সোমস্য প্রতিষ্ঠিতত্বং সাধয়তি—দীক্ষিতো হীত্যাদিনা। দীক্ষায়াঃ সত্যে প্রতিষ্ঠিতত্বমপ্রসিদ্ধমিতি শঙ্কিত্বা সমাধত্তে—কথমিত্যাদিনা। অপিশব্দোঽবধারণার্থঃ। সত্যং বদেতি বদতামপিপ্রায়ঃ—কারণেতি। ভ্রেষো ভ্রংশো নাশঃ। ইতি তেষামভিপ্রায় ইতি শেষঃ। প্রকৃতোপসংহারঃ সত্যে হীতি ॥২২৯॥২৩॥

ভাষ্যানুবাদ। [শাকল্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,] হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি এই উত্তর দিকে কোন দেবতাকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন] সোমদেবতা কর্ত্তৃক; এখানে সোম লতা ও সোম দেবতা (চন্দ্র), এই উভয়কেই এক করিয়া সোম-শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সেই সোম কোথায় প্রতিষ্ঠিত? [উত্তর—] দীক্ষাতে; [দীক্ষা অর্থ যজ্ঞাদি-নিয়ম গ্রহণ;] যজমান (যাগকর্ত্তা) দীক্ষা গ্রহণের পর সোম ক্রয় করিয়া থাকেন, এবং সেই ক্রীত সোম দ্বারা যজ্ঞ ও যজ্ঞাঙ্গ উপাসনা করিয়া সোমদেবতার অধিষ্ঠিত—সৌম্য দিক্ (উত্তর দিক্) প্রাপ্ত হন। [শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন,] দীক্ষা কোথায় প্রতিষ্ঠিত? [উত্তর—] সত্যে। কিরূপে? যে হেতু দীক্ষা কার্য্যটী সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত, সেই হেতুই দীক্ষিত ব্যক্তিকে উপদেশ করা হয় যে, 'তুমি সত্যবাদী হও'; অভিপ্রায় এই যে, সত্যরূপ আশ্রয়ের অপচয়ে তদাশ্রিত দীক্ষারও অপচয় ঘটিতে পারে, তাহা না হউক। ইহা হইতেও বুঝা যাইতেছে যে, সত্যই দীক্ষার প্রকৃত আশ্রয়। [পুনঃ প্রশ্ন হইল,] সেই সত্য আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] হৃদয়ে; কেন না, হৃদয়েই সত্যের অনুভূতি হইয়া থাকে; অতএব হৃদয়ই সত্যের প্রতিষ্ঠাস্থান। [শাকল্য বলিলেন,] যাজ্ঞবল্ক্য, হাঁ, ইহা এইরূপই বটে ॥২২৯॥২৩॥

কিংদেবতোঽস্যাং ধ্রুবায়াং দিশ্যসীত্যগ্নিদেবত ইতি, সোঽগ্নিঃ

কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি, বাচীতি ; কস্মিন্ বাক্ প্রতিষ্ঠিতেতি, হৃদয় ইতি ; কস্মিন্ হৃদয়ং প্রতিষ্ঠিতমিতি ॥২৩॥ ২৪॥

সরলার্থঃ। [হে যাজ্ঞবল্ক্য, ত্বম্] অস্যাং ধ্রুবায়াং (ঊর্দ্ধায়াং) দিশি কিংদেবতঃ অসি? ইতি; [যাজ্ঞবল্ক্য আহ] অগ্নিদেবতঃ অগ্নিঃ প্রকাশ-রূপং তেজঃ দেবতা অস্য ইতি অগ্নিদেবতঃ। ইতি। [শাকল্যঃ পুনরাহ—] সঃ অগ্নিঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ? ইতি; [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] বাচি (বাগিন্দ্রিয়ে) ইতি। [পুনঃ প্রশ্নঃ] বাক্ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা? ইতি; হৃদয়ে ইতি। হৃদয়ং কস্মিন্নু প্রতিষ্ঠিতম্? ইতি ॥ ২৩ ॥ ২৪

মূলানুবাদ। [শাকল্য পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য,] এই ধ্রুবা দিকে অর্থাৎ উর্দ্ধদিকে তোমার দেবতা কে? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] ঐ দিকে অগ্নি আমার দেবতা। [পুনঃ প্রশ্ন,] সেই অগ্নি কোথায় প্রতিষ্ঠিত? [উত্তর—] বাগিন্দ্রিয়ে; বাগিন্দ্রিয় কোথায় অবস্থিত? [উত্তর—] হৃদয়ে। সেই হৃদয় কোথায় অবস্থিত? [উত্তর—] ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। —কিংদেবতোঽস্যাং ধ্রুবায়াং দিশ্যসীতি। মেরোঃ সমন্ততো বসতামব্যভিচারাৎ ঊর্দ্ধ দিগ্ ধ্রুবেত্যুচ্যতে। অগ্নিদেবত ইতি ঊর্দ্ধায়াং হি প্রকাশভূয়স্ত্বম্; প্রকাশশ্চাগ্নিঃ, সোঽগ্নিঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি, বাচীতি। কস্মিন্ বাক্ প্রতিষ্ঠিতেতি, হৃদয় ইতি। তত্র যাজ্ঞবল্ক্যঃ সর্ব্বাসু দিক্ষু বিপ্রসৃতেন হৃদয়েন সর্ব্বা দিশ আত্মত্বেনাভিসম্পন্নঃ, সদেবাঃ সপ্রতিষ্ঠ দিশশ্চাত্মভূতাস্তস্য নামরূপকর্ম্মাত্মভূতস্য যাজ্ঞবল্ক্যস্য। যৎ রূপং, তৎ প্রাচ্যা দিশা সহ হৃদয়ভূতং যাজ্ঞবল্ক্যস্য; যৎ কেবলং কর্ম্ম-পুত্রোৎপাদনলক্ষণং জ্ঞানসহিতং চ সহ ফলেনাধিষ্ঠাত্রীভিশ্চ দেবতাভিঃ দক্ষিণা-প্রতীচ্যুদীচ্যঃ কর্ম্মফলাত্মিকা হৃদয়মেবাপন্নাস্তস্য। ধ্রুবয়া দিশা সহ নাম সর্ব্বং বাগ্দ্বারেণ হৃদয়মেবাপন্নম্। এতাবদ্বীদং সর্ব্বম্; যৎ রূপং বা কর্ম্ম বা নাম বেতি তৎ সর্ব্বং হৃদয়মেব; তৎ সর্ব্বাত্মকং হৃদয়ং পৃচ্ছ্যতে—কস্মিন্নু হৃদয়ং প্রতিষ্ঠিতমিতি ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

টীকা। কথং পুনরূর্দ্ধা দিগবস্থিতা ধ্রুবেত্যুচ্যতে, তত্রাহ—মেরোরিতি। তত্রাগ্নে র্দেবতাত্বং প্রকটয়তি—উর্দ্ধায়াং হীতি। 'দিশো বেদ' ইত্যাদি শ্রুত্যা জগতো

বিভাগেন পঞ্চধাহং ধ্যানাত্মবুদ্ধ্যাবধারণাৎ দিগ্বিভাগব্যাপকাঃ অন্যেষামব্যভিচারাৎ—ধ্রুবেতি। যথোক্তে বিভাগে সতীতি যাবৎ। উক্তমর্থং সংক্ষিপতি—অদেবা ইতি। তত্রাবান্তর-বিভাগমাহ—যদ্রূপমিতি। আদ্যে পর্য্যায়ে হৃদয়ে রূপপ্রপঞ্চোপসংহারো দর্শিতঃ 'হৃদয়ে হ্যেব রূপাণি' ইতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ। দক্ষিণস্যামিত্যাদিপর্য্যায়ত্রয়েণ তত্রৈব কর্ম্মোপসংহার উক্ত ইত্যাহ—যৎকেবলমিতি। যদি কেবলং কর্ম্ম, তৎ ফলাদিভিঃ সহ দক্ষিণাদিগাত্মকং হৃদ্যুপসংহ্রিয়তে, যজ্ঞস্য দক্ষিণাদিবারা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতত্বোক্তের্দক্ষিণয়া দিগন্তর্ভাবাৎ, পুত্র-জন্মাখ্যং চ কর্ম্ম প্রতীচ্যাত্মকং তত্রৈবোপসংহৃতম্ 'হৃদয়ে হ্যেব রেতঃ প্রতিষ্ঠিতম্' ইতি শ্রুতেঃ। পুত্রজননঞ্চ তৎকার্য্যবাদ্যজ্ঞানসহিতমপি কর্ম্ম ফলপ্রতিষ্ঠাদেবতাভিঃ সহোদী-চ্যাত্মকং তত্রৈবোপসংহৃতং, সোমদেবতায়া দীক্ষাদিদ্বারা তৎপ্রতিষ্ঠত্বশ্রুতেঃ এবং দিক্‌ত্রয়ে সর্ব্বং কর্ম্ম হৃদি সংহৃতমিত্যর্থঃ। পঞ্চমপর্য্যায়স্য তাৎপর্য্যমাহ—ধ্রুবয়েতি। নামরূপকর্ম্মরূপ-সংহৃতেষ্বপি কিঞ্চিদুপসংহর্ত্তব্যান্তরমবশিষ্টমস্তীত্যাশঙ্ক্য নিরাকরোতি—এতাবদিতি। প্রশ্নান্তরমুত্থাপয়তি—তৎ সর্ব্বমাত্মকমিতি ।।২৩।।২৪।

ভাষ্যানুবাদ। [শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন— হে যাজ্ঞবল্ক্য,] এই ধ্রুবা দিকে অর্থাৎ ঊর্দ্ধদিকে তোমার দেবতা কে? সুমেরুর চতুর্দ্দিগ্‌বাসী সমস্ত লোকের পক্ষেই সমান বা একই ভাবে প্রতীত হয় বলিয়া ঊর্দ্ধদিক্‌কে 'ধ্রুবা' বলা হয় (১)। [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—ঐ দিকে] অগ্নি আমার দেবতা, কারণ, ঊর্দ্ধদিক্ স্বতই প্রকাশবহুল; অগ্নিও প্রকাশাত্মক; [এই কারণে, যাজ্ঞবল্ক্য ঊর্দ্ধদিকে আপনাকে অগ্নিদেবতাধিষ্ঠিত বলিলেন।] [শাকল্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—] সেই অগ্নি আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] বাগিন্দ্রিয়ে [প্রতিষ্ঠিত]। [পুনঃ প্রশ্ন হইল—] সেই বাক্ আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত? [উত্তর হইল—] হৃদয়ে।

যথোক্ত বিভাগানুসারে দেখা যাইতেছে যে, সমস্ত দিকের সহিতই হৃদয়ের সম্বন্ধ রহিয়াছে; যাজ্ঞবল্ক্য নিজেও সেই সর্ব্বদিক্‌সম্বন্ধ হৃদয় দ্বারা সমস্ত দিকের সহিত অভিন্নভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য জ্ঞানবলে জাগতিক নাম, রূপ ও কর্ম্মনিচয়কে আত্মস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন; দিক্‌সমূহ ও আবার নিজ

(১) তাৎপর্য্য।—সূর্য্যদেব প্রতিনিয়ত সুমেরু পর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন, সুমেরুর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা প্রথমে সম্মুখে যে দিকে সূর্য্য দর্শন করে, তাহাকে পূর্ব্বদিক্, তাহার পশ্চাৎভাগকে পশ্চিম দিক্, নিজের দক্ষিণ ভাগকে দক্ষিণ দিক্ এবং বাম ভাগকে উত্তর দিক্ বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে; সুতরাং সুমেরুর এক পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগের যাহা পূর্ব্বদিক্, অপর পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগের পক্ষে তাহাই পশ্চিম, দক্ষিণ বা উত্তর দিক্ বলিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে, কিন্তু ঊর্দ্ধ দিক্‌টি সকলের পক্ষেই সমান; এই জন্য উহার নাম ধ্রুবা।

নিজ আশ্রয় ও দেবতা সহকারে যাজ্ঞবল্ক্যের আত্মভূত হইয়াছে; তন্মধ্যে রূপ-ভাগটী পূর্ব্বদিকের সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের হৃদয় স্বরূপ হইয়াছে; আর যাহা জ্ঞানরহিত—কেবল সন্তানসমুৎপাদনাত্মক কর্ম্ম, এবং যাহা জ্ঞানসহকৃত কর্ম্ম, তাহাও ফল ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত কর্ম্মফলরূপে প'রণত—দক্ষিণ, উত্তর, পশ্চিম দিক্‌ও যাজ্ঞবল্ক্যের হৃদয়ের সহিত সম্বদ্ধ, এবং যত রকম নাম (শব্দ) আছে, সে সমুদয়ও ধ্রুবা দিকের সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের হৃদয়ে সম্বদ্ধ; বাক্ হইতেছে নামের দ্বার বা অভিব্যক্তির উপায়। এইযে, নাম, রূপ ও কর্ম্মের কথা বলা হইল, জগতে এতদতিরিক্ত আর কিছুই নাই; অথচ এই নাম, রূপ ও কর্ম্ম সমস্তই হৃদয়াত্মক; এখন সেই সর্ব্বাত্মক হৃদয়ের সম্বন্ধে প্রশ্ন হইতেছে যে, সেই হৃদয় কোথায় প্রতিষ্ঠিত? ॥২৩০॥২৪॥

অহল্লিকেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যত্রৈতদন্যত্রাস্মন্মন্যাসৈ, যদ্ধ্যেতদন্যত্রাস্মৎ স্যাচ্ছ্বানো বৈনদদ্যুর্ব্বয়াংসি বৈনদ্বিমথ্নীরন্নিতি ॥ ২৩১ ॥ ২৫ ॥

সরলার্থঃ। [যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্বোক্তিসমর্থনায় অহল্লিকেতি নামান্তরেণ শাকল্যমেব সম্বোধয়ন্] উবাচ হ—[হে শাকল্য,] এতৎ (মদুক্তং হৃদয়ম্ আত্মা) অস্মৎ [অস্মত্তঃ শরীরাৎ] অন্যত্র যত্র (দেশে কালে বা) [বর্ত্তমানং] মন্যাসৈ (মন্যসে); [তত্র এতদবগচ্ছ,] যৎ (যদি) হি (নিশ্চয়ে) এতৎ (হৃদয়ং—আত্মা) অস্মৎ (অস্মদীয়শরীরাৎ) অন্যত্র স্যাৎ (ভবেৎ), [তর্হি] শ্বানঃ (সারমেয়াঃ) বা এনৎ [এতৎ শরীরং] অদ্যুঃ (ভক্ষয়েয়ুঃ), বয়াংসি (পক্ষিণঃ) বা এনৎ (শরীরং) বিমথ্নীরন্ (বিমর্দ্দয়েয়ুঃ); [তস্মাৎ হৃদয়াখ্যস্য আত্মনঃ শরীরপ্রতিষ্ঠিতত্বমবগন্তব্যমিতি ভাবঃ] ॥২৩১॥২৫॥

মূলানুবাদ। দেহ যে, হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, ইহা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে যাজ্ঞবল্ক্য অহল্লিকা নামে সম্বোধন করিয়া শাকল্যকেই বলিলেন—তুমি যে, মনে করিতেছ, এই হৃদয় (আত্মা) আমাদের শরীরের অন্যত্র অবস্থিত থাকে; [তাহার উত্তরে বলিতেছি—] আত্মা যদি আমাদের শরীরের বাহিরে অন্য কোথাও থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই শরীরকে কুকুরে ভক্ষণ করিত, কিংবা পক্ষিগণ চঞ্চুদ্বারা ছিন্ন ভিন্ন

করিত ; [তাহা যখন করিতেছে না, তখন বুঝিতে হইবে, আত্মা ইহার মধ্যেই বর্ত্তমান আছে] ॥ ২৩১ ॥ ২৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—অহল্লিকেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ নামান্তরেণ সম্বোধনং কৃতবান্। যত্র যস্মিন্ কালে এতদ্ হৃদয়মাত্মা অন্য শরীরস্যাস্মাৎ কচিৎ দেশান্তরে অন্যত্রো বর্ত্তত ইতি মন্যাসৈ মন্যসে—যদ্ধি যদি হি এতৎ হৃদয়ম্ অন্যত্রাস্মৎ স্যাৎ ভবেৎ, শ্বানো বা এনৎ শরীরং তদা অদ্যুঃ, বয়াংসি বা পক্ষিণো বা এনৎ বিমথ্নীরন্ বিলোড়য়েয়ুঃ বিকর্ষেয়ুরিতি ; তস্মান্মমি শরীরে হৃদয়ং প্রতিষ্ঠিতমিত্যর্থঃ। শরীরস্যাপি নামরূপকর্ম্মাত্মকত্বাৎ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতত্বম্ ॥ ২৩১ ॥ ২৫ ॥

টীকা। হৃদয়পদেন নামাত্মাধারবদহল্লিক-শব্দেনাপি হৃদয়াধিকরণঃ বিবক্ষ্যতে, বাক্যচ্ছায়াসাম্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—**নামান্তরেণেতি।** অহনি লীয়ত ইতি বিগৃহ্য প্রেতবাচিনেতি শেষঃ। দেহে হৃদয়ং প্রতিষ্ঠিতমিতি ব্যুৎপাদয়তি—**যত্রেত্যাদিনা।** তস্মিন্ কালে শরীরং মৃতং স্যাদিতি শেষঃ। শরীরস্য হৃদয়াশ্রয়ত্বং বিশদয়তি—**যদ্ধীত্যাদিনা।** দেহাদন্যত্র হৃদয়স্যাবস্থানে যথোক্তং দোষমিতিশব্দেন পরামৃশ্য ফলিতমাহ—**ইতীত্যাদিনা।** দেহস্তর্হি কুত্র প্রতিষ্ঠিত ইত্যত আহ—**শরীরস্যেতি** ২৩১॥ ২৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি শাকল্যকে অহল্লিক-নামে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—তুমি যে, মনে করিতেছ—এই হৃদয় (আত্মা) আমাদের এই শরীরের বাহিরে যে কোন স্থানে বর্ত্তমান থাকে ; [কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিও,] এই হৃদয়নামক আত্মা যদি এই শরীরের বাহিরেই থাকিত, তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ এই শরীরকে কুকুরে ভক্ষণ করিত, অথবা বায়সাদি পক্ষিগণ বিমথিত করিত (চঞ্চুদ্বারা ক্ষতবিক্ষত করিত) ; অতএব বুঝিতে হইবে যে, উক্ত হৃদয় মদীয় শরীরমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে। এই শরীরও নাম-রূপাত্মক এবং কর্ম্মময় ; সুতরাং তাহাও উক্ত হৃদয়নামক আত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ২৩১ ॥ ২৫ ॥

কস্মিন্নু ত্বঞ্চাত্মা চ প্রতিষ্ঠিতৌ স্থ ইতি, প্রাণ ইতি, কস্মিন্নু প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিত ইত্যপান ইতি, কস্মিন্নপানঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি, ব্যান ইতি, কস্মিন্নু ব্যানঃ প্রতিষ্ঠিত ইত্যুদান ইতি, কস্মিন্নুদানঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি, সমান ইতি, স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো নহি গৃহ্যতেঽশীর্য্যো নহি

শীর্য্যতেঽসঙ্গো নহি সজ্জ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি, এতান্যষ্টাবায়তনানি অষ্টৌ লোকাঃ, অষ্টৌ দেবাঃ, অষ্টৌ পুরুষাঃ, স যস্তান্ পুরুষান্নিরুহ্য প্রত্যুহ্যাত্যক্রামৎ, তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি, তঞ্চেন্মে ন বিবক্ষ্যসি, মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি। তং হ ন মেনে শাকল্যস্তস্য হ মূর্দ্ধা বিপপাতাপি হাস্য পরিমোষিণোঽস্থীন্যপজহ্রুরন্যন্মন্যমানাঃ ॥২৩২॥ ২১॥

সরলার্থঃ। হৃদয়-শরীরয়োরেবম্ অন্যোন্যপ্রতিষ্ঠিতত্বং শ্রুত্বা তদ্বিশেষবুভুৎসয়া শাকল্যঃ পুনঃ প্রষ্টুমারভতে—"কস্মিন্ নু" ইত্যাদি। নু (ভোঃ) ত্বং (ত্বংপদবাচ্যং শরীরং) আত্মা (হৃদয়াখ্যঃ) চ কস্মিন্ (কিন্নামকে অধিকরণে) প্রতিষ্ঠিতৌ স্থঃ (ভবথঃ) ? ইতি ; [যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ] প্রাণে (প্রাণবৃত্তৌ) ইতি। নু (ভোঃ) প্রাণঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ? ইতি ; [যাজ্ঞবল্ক্য আহ] অপানে (অপানবৃত্তৌ) ইতি। আপনঃ কস্মিন্ নু প্রতিষ্ঠিতঃ ? ইতি ; ব্যানে ইতি ; ব্যানঃ কস্মিন্ নু প্রতিষ্ঠিতঃ ? ইতি ; উদানে ইতি ; উদানঃ কস্মিন্ নু প্রতিষ্ঠিতঃ ? ইতি ; সমানে ইতি. (এতাঃ প্রাণাদিবৃত্তয়ঃ সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা এতস্মিন্ সমানে প্রতিষ্ঠিতা ইত্যর্থঃ)।

[ইদানীং সর্ব্বাশ্রয়ভূতং ব্রহ্ম নির্দ্দেষ্টুমাহ] সঃ নেতি নেতীতি [কৃত্বা মধুকাণ্ডে উক্তো যঃ, সঃ] এষঃ আত্মা অগৃহ্যঃ (অগ্রাহ্যঃ—চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াগোচরঃ) ; [কুতঃ ?] হি (যতঃ) ন গৃহ্যতে (কেনচন ইন্দ্রিয়েন ন বিষয়ীক্রিয়তে) ; অশীর্য্যঃ (নিরবয়বত্বাদ্ অপরিচ্ছিন্নত্বাচ্চ বিশরণানর্হঃ) ; [অতঃ] ন শীর্য্যতে ; অসঙ্গঃ (বিকারকারণীভূত-সংযোগরহিতঃ) ; [অতঃ] নহি সজ্যতে (পদ্মপত্রবৎ নিঃসঙ্গ ইত্যর্থঃ) ; অসিতঃ (অবদ্ধঃ, ন স্থূলতাং নীত ইতি বা) ; [অতঃ] নহি ব্যথতে (মূর্ত্তঃ সাবয়বো হি ব্যথতে, অয়ং তু তদ্বিপরীতত্বাৎ ন ব্যথতে ইতি ভাবঃ) ; [অতশ্চ] ন রিষ্যতি (ন হিংসাং প্রাপ্নোতি)।

এতানি ('পৃথিব্যেব যস্যায়তনম্' ইত্যেবমুক্তানি অষ্টৌ আয়তনানি (আশ্রয়াঃ), অষ্টৌ লোকাঃ (অগ্নিলোকপ্রভৃতয়ঃ), অষ্টৌ দেবাঃ ('অমৃতমিতি হোবাচ' ইত্যাদয়ঃ), অষ্টৌ পুরুষাঃ ("শারীরঃ পুরুষঃ' ইত্যাদয়ঃ) ;

সঃ যঃ পুরুষঃ তান্ আয়তনাদি-শব্দোক্তান্) পুরুষান্ নিরুহ্য (অষ্ট—চতুষ্কাদিভেদেন বিভজ্য), তথা প্রত্যুহ্য (প্রাচ্যাদিদিক্স্বরূপেণ স্বাত্মনি উপসংহৃত্য) অত্যক্রামৎ (উপাধিধর্ম্মাতিক্রান্তঃ), তং ঔপনিষদং (উপনিষৎ-প্রতিপাদ্যং) পুরুষং তু [ত্বাং] পৃচ্ছামি; চেৎ (যদি তং (ঔপনিষদং পুরুষং) মে (মহ্যং) ন বিবক্ষ্যসি (বিশেষেণ বক্তুমর্হসি, ত্বম্, [তর্হি [তে (তব) মূর্দ্ধা (শিরঃ) বিপতিষ্যতি (বিস্পষ্টং পতিষ্যতি)—ইতি। শাকল্যঃ পুনঃ তং (ঔপনিষদং পুরুষং) ন মেনে (ন বিজ্ঞাতবান্); তস্য (শাকল্যস্য) মূর্দ্ধা বিপপাত। পরিমোষিণঃ (তস্করাঃ) তস্য (শাকল্যস্য) অস্থীনি অপি (সংস্কারার্থং নীয়মানানি)—অন্যৎ ধনাদিকং) মন্যমানাঃ (সম্ভাবয়ন্তঃ সন্তঃ) অপজহ্রুঃ (অপহৃতবন্তঃ) হ। [আখ্যায়িকা তু এতদ্বিদ্যাপ্রশংসার্থং পরিকল্পিতেতি মন্তব্যমিতি] ॥২৩॥২৬॥

মূলানুবাদ। [শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—] [বল দেখি,] তুমি অর্থাৎ তোমার শরীর ও আত্মা কোথায় অবস্থান করিতেছ? [শাকল্য বলিলেন—] প্রাণেতে (আছি). সেই প্রাণ কোথায় অবস্থিত? অপানেতে [অবস্থিত]; সেই অপান আবার কোথায় অবস্থিত আছে? ব্যানেতে; সেই ব্যানবায়ু কোথায় অবস্থিত? উদান-বায়ুতে; উদান কোথায় প্রতিষ্ঠিত? সমান বায়ুতে।

[উক্ত প্রাণাদি সমস্ত জগৎ যাহাতে ওতপ্রোত রহিয়াছে,] এবং পূর্ব্বোক্ত মধুকাণ্ডে "নেতি নেতি" বলিয়া [যাহার উল্লেখ রহিয়াছে;] সেই এই আত্মা অগৃহ্য—অগ্রাহ্য; অতএব কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহাকে গ্রহণ করা যায় না; অশীর্য্য (শীর্ণ হইবার অযোগ্য) এই কারণে, শীর্ণ হয় না; অসঙ্গ [নির্লেপ], এই জন্য কোথাও আসক্ত হয় না; [নিরবয়ব বলিয়া] অসিত (অ-বদ্ধ), এই হেতু কিছু দ্বারা ব্যথিত (আবদ্ধ) হয় না, এবং কোন প্রকারে হিংসিতও হয় না।

পূর্ব্বে যে পৃথিব্যাদি আট প্রকার আয়তন, অগ্নি প্রভৃতি আট-প্রকার লোক, অমৃত প্রভৃতি আটপ্রকার দেবতা, এবং শারীরাদি

আটপ্রকার পুরুষের কথা বলা হইয়াছে; যিনি সেই সমস্ত আয়তনাদি অষ্টবিধ পুরুষকে বিভিন্নরূপে পৃথক্‌ভাবে বিভক্ত করিয়া এবং প্রাচ্যাদিদিগ্‌ভাবে আপনাতেই উপসংহৃত (একীভূত) করিয়া, সে সমুদয় অতিক্রম করিয়াছেন, অর্থাৎ সে সমুদয়ের অতীত হইয়াছেন; আমি তোমার নিকট সেই ঔপনিষদ অর্থাৎ একমাত্র উপনিষদেই যাহার তত্ত্ব জানিতে পারা যায়, সেই পুরুষের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছি। তুমি যদি তাহা আমাকে বলিতে না পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার মস্তক খসিয়া পড়িবে। শাকল্য সেই ঔপনিষদ পুরুষের তত্ত্ব জানিতেন না; সেই জন্য তাহার মস্তক খসিয়া পড়িল; তাহার পর, শিষ্যগণ অস্থিগুলি সংস্কারের জন্য লইয়া যাইতে ছিল; 'আর কিছু লইয়া যাইতেছে' মনে করিয়া তস্করগণ তাহাও অপহরণ করিল। [আলোচ্য বিদ্যার মহিমাখ্যাপনার্থ এইরূপ একটা অখ্যায়িকা রচিত হইয়াছে, মনে করিতে হইবে] ॥২৩২॥২৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌।—হৃদয়-শরীরয়োরেবমন্যোন্যপ্রতিষ্ঠা উক্তা কার্য্য-করণয়োঃ; অতস্ত্বাং পৃচ্ছামি—কস্মিন্ নু ত্বং চ শরীরম্, আত্মা চ তব হৃদয়ং প্রতিষ্ঠিতৌ স্থ ইতি; প্রাণইতি; দেহাত্মানৌ প্রাণে প্রতিষ্ঠিতৌ স্যাতাং প্রাণবৃত্তৌ; কস্মিন্ নু প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি, অপানইতি, সাপি প্রাণবৃত্তিঃ প্রাগেব প্রেয়াৎ, অপানবৃত্ত্যা চেন্ন নিগৃহ্যেত। কস্মিন্ নু অপানঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি; ব্যান ইতি,—সাপ্যপানবৃত্তিরধ এব যায়াৎ, প্রাণবৃত্তিশ্চ প্রাগেব, মধ্যস্থয়া চেদ্ ব্যানবৃত্ত্যা ন নিগৃহ্যেত। কস্মিন্ ব্যানঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি, উদান ইতি—সর্ব্বাস্তিস্রোঽপি বৃত্তয় উদানে কীলস্থানীয়ে চেন্ন নিবদ্ধা, বিষ্বগেবেয়ুঃ। কস্মিন্ উদানঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি, সমান ইতি; সমানপ্রতিষ্ঠা হ্যেতাঃ সর্ব্বা বৃত্তয়ঃ। এতদুক্তং ভবতি—শরীরহৃদয়-বায়বোঽন্যোন্যপ্রতিষ্ঠাঃ সঙ্ঘাতেন নিয়তা বর্ত্তন্তে বিজ্ঞানময়ার্থপ্রযুক্তা ইতি। সর্ব্বমেতৎ যেন নিয়তম্, যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্ আকাশান্তমোতঞ্চ প্রোতঞ্চ, তস্য নিরুপাধিকস্য সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্মণো নির্দ্দেশঃ কর্ত্তব্য ইত্যয়মারম্ভঃ।১

স এষঃ—স যঃ "নেতি নেতি"ইতি নির্দ্দিষ্টো মধুকাণ্ডে, এষ সঃ; সোঽয়মাত্মা অগৃহ্যঃ—ন গৃহ্যঃ; কথম্? যস্মাৎ সর্ব্বকার্য্যধর্ম্মাতীতঃ

তস্মাদগৃহ্যঃ ; কুতঃ ; যস্মাৎ নহি গৃহ্যতে ; যদ্ধি করণগোচরং ব্যাকৃতং বস্তু, তদ্গ্রহণ-গোচরম্, ইদন্তু তদ্বিপরীতমাত্মতত্ত্বম্। তথা অশীর্য্যঃ—যদ্ধি মূর্ত্তং সংহতং শরীরাদি, তৎ শীর্য্যতে ; অয়ন্তু তদ্বিপরীতঃ ; অতো নহি শীর্য্যতে। তথা অসঙ্গঃ—মূর্ত্তো মূর্ত্তান্তরেণ সম্বধ্যমানঃ সজ্যতে, অয়ঞ্চ তদ্বিপরীতঃ ; অতো নহি সজ্যতে। তথা অসিতঃ অবদ্ধঃ—যদ্ধি মূর্ত্তং, তদ্ বধ্যতে ; অয়ন্তু তদ্বিপরীতত্বাদসিতঃ ; অবদ্ধত্বান্ন ব্যথতে ; অতো ন রিষ্যতি,—গ্রহণ-বিশরণ-সঙ্গ-বন্ধ-কার্য্যধর্ম্মরহিতত্বান্ন রিষ্যতি—ন হিংসামাপদ্যতে ন বিনশ্যতীত্যর্থঃ।২

ক্রমমতিক্রম্য ঔপনিষদস্য পুরুষস্য আখ্যায়িকাতোঽপসৃত্য শ্রুত্যা স্বেন রূপেণ ত্বরয়া নির্দ্দেশঃ কৃতঃ ; ততঃ পুনরাখ্যায়িকামেবাশ্রিত্যাহ—এতানি যান্যুক্তানি অষ্টাবায়তনানি—"পৃথিব্যেব যস্যায়তনম্" ইত্যেবমাদীনি, অষ্টৌ লোকা অগ্নিলোকাদয়ঃ, অষ্টৌ দেবাঃ "অমৃতমিতি হোবাচ" ইত্যেবমাদয়ঃ, অষ্টৌ পুরুষাঃ "শারীরঃ পুরুষঃ" ইত্যাদয়ঃ— স যঃ কশ্চিৎ তান্ পুরুষান্ শারীরপ্রভৃতীন্ নিরুহ্য নিশ্চয়েনোহ্য গময়িত্বা অষ্টচতুষ্কভেদেন লোকস্থিতিমুপপাদ্য, পুনঃ প্রাচী-দিগাদিদ্বারেণ প্রত্যুহ্য উপসংহৃত্য স্বাত্মনি হৃদয়ে অত্যক্রামৎ অতিক্রান্তবান্—উপাধিধর্ম্মং হৃদয়াদ্যাত্মত্বম্ ; স্বেনৈবাত্মনা ব্যবস্থিতো য ঔপনিষদঃ পুরুষোঽশনায়াদিবর্জ্জিতঃ উপনিষৎস্বেব বিজ্ঞেয়ঃ নান্যপ্রমাণগম্যঃ, তং ত্বা ত্বাং বিদ্যাভিমানিনং পুরুষং পৃচ্ছামি; তং চেৎ যদি, মে ন বিবক্ষ্যসি বিস্পষ্টং ন কথয়িষ্যসি, মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীত্যাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। তম্ভৌপনিষদং পুরুষং শাকল্যঃ ন মেনে হ ন বিজ্ঞাতবান্ কিল। তস্য হ মূর্দ্ধা বিপপাত বিপপিতঃ। সমাপ্তাখ্যায়িকা ; শ্রুতের্ব্বচনং—তং হ ন মেনে ইত্যাদি।৩

কিঞ্চ, অপি হাস্য পরিমোষিণঃ তস্করা অস্থীন্যপি সংস্কারার্থং শিষ্যৈর্নীয়মানানি গৃহান্ প্রতি, অপজহ্রুঃ অপহৃতবন্তঃ। কিং নিমিত্তম্? অন্যৎ—ধনং নীয়মানং মন্যমানাঃ। পূর্ব্ববৃত্তা হ্যাখ্যায়িকেহ সূচিতা, অষ্টাধ্যায্যাং কিল শাকল্যেন যাজ্ঞবল্ক্যস্য সমানান্ত এব সংবাদো নির্বৃত্তঃ ; তত্র যাজ্ঞবল্ক্যেন শাপো দত্তঃ—'পুরেঽতিথ্যে মরিষ্যসি, ন তেঽস্থীনি চ গৃহান্ প্রাপ্স্যন্তি'ইতি, 'স হ তথৈব মমার। তস্য হাপ্যন্যন্মন্যমানাঃ পরিমোষিণোঽস্থীন্যপজহ্রুঃ ; তস্মান্নোপবাদী স্যাদুত হ্যেবংবিৎপরো ভবতীতি'। সৈষাখ্যায়িকা আচারার্থং সূচিতা, বিদ্যাস্তুতয়ে চেহ ॥২৩২॥২৬॥

অর্থাৎ তোমার আত্মা কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছে? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] প্রাণেতে, অর্থাৎ দেহ ও আত্মা উভয়ই প্রাণে—প্রাণ-বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আছে। [পুনঃ প্রশ্ন হইল যে,] সেই প্রাণ আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত? [উত্তর—] অপানে; অভিপ্রায় এই যে, অপানবৃত্তি দ্বারা নিরুদ্ধ না থাকিলে ঐ প্রাণবৃত্তি অগ্রেই বহির্গত হইয়া পড়িত। [পুনঃ প্রশ্ন হইল—] সেই অপান আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত? [উত্তর হইল—] ব্যানে; ঐ অপান-বৃত্তি নিশ্চয়ই নীচের দিকে সরিয়া পড়িত, এবং প্রাণবৃত্তিও সম্মুখের দিকে বাহির হইয়া যাইত, যদি মধ্যবর্ত্তী ব্যানবৃত্তি দ্বারা উভয়ে নিরুদ্ধ না থাকিত। [পুনঃ প্রশ্ন—] উক্ত ব্যানবায়ু আবার কোথায় অবস্থিত? [উত্তর—] উদান-বৃত্তিতে; উক্ত তিনটী বৃত্তিই যদি কীলস্থানীয় (বন্ধনের খুঁটী স্বরূপ) উক্ত উদানবৃত্তি দ্বারা নিয়মিত না হইত, তাহা হইলে, উহারা সকলেই চতুর্দ্দিকে ছড়িয়া পড়িত। [পুনঃ প্রশ্ন—] উক্ত উদানবৃত্তি আবার কোন স্থানে অবস্থান করে? [উত্তর—] সমানসংজ্ঞক প্রাণবৃত্তিতে; কেন না, উক্ত সমস্ত বৃত্তিগুলিই উক্ত সমাননামক প্রাণের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে, বুঝিতে হইবে। ইহা দ্বারা এই কথাই বলা হইতেছে যে, শরীর, হৃদয় ও প্রাণবায়ুসমূহ পরস্পর পরস্পরে আশ্রিত রহিয়াছে; এবং সম্মিলিতভাবে থাকিয়া বিজ্ঞানময় আত্মার প্রয়োজন সম্পাদন করিতেছে। আকাশ পর্য্যন্ত এই সমস্ত পদার্থ যাহার দ্বারা নিয়মিত বা পরিচালিত এবং যাহার মধ্যে ওত-প্রোত ভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিত সেই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষরূপী ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশের জন্য পরবর্ত্তী গ্রন্থের অবতারণা হইতেছে।১

সেই ইনি—যিনি পূর্ব্বোক্ত মধুব্রাহ্মণে 'নেতি নেতি' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন; তাহাই হইতেছেন—'সএব' কথার অর্থ; সেই এই আত্মা অগৃহ্য গ্রহণ-যোগ্য নয়, যে হেতু তিনি কার্য্যধর্ম্মের (উৎপত্তিশীল পদার্থের যাহা যাহা ধর্ম্ম গুণক্রিয়াদি), সে সমুদয়ের অতীত; সেই হেতু অগৃহ্য; কারণ; তাহাকে কখনও গ্রহণ করা যায় না; কেন না, যে পদার্থ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ী-ভূত, তাহাই গ্রহণযোগ্য হয়, এই আত্মার স্বরূপটী সেরূপ নহে, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত; কাজেই তাহা গ্রহণযোগ নহে। সেইরূপ, এই আত্মা অশীর্য্য—যাহা মূর্ত্ত—অবয়ব সমূহদ্বারা বিরচিত—শরীরপ্রভৃতি, তাহাই শীর্ণতা প্রাপ্ত হয়; এই আত্মা যখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত, তখন কোন

মতেই শীর্ণ হইতে পারে না। এইরূপ, তাহা অসঙ্গও বটে; কারণ, মূর্ত্তিমান্ বা আকারবিশিষ্ট পদার্থই অপর মূর্ত্ত পদার্থের সহিত সম্মিলিত হইয়া তাহার সহিত সংসক্ত হয়, অর্থাৎ সম্মিলিত পদার্থের গুণে অনুরঞ্জিত হয়, এই আত্মা যখন তাহার বিপরীত—অমূর্ত্ত পদার্থ, তখন তাহার সঙ্গ হওয়া সম্ভব হয় না। পুনশ্চ এই আত্মা 'অসিত' অর্থাৎ আবদ্ধ নয়; কারণ, যাহার মূর্ত্তি বা আকৃতি আছে, তাহাই অপরের সহিত সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয়; এই আত্মা যখন তাহার বিপরীতস্বভাব, তখন তাহা কখনও অপরের সহিত সম্বন্ধ হয় না; সম্বন্ধ হয় না বলিয়াই ব্যথিতও হয় না, এবং এই কারণেই হিংসিতও হয় না; অভিপ্রায় এই যে, আত্মা যেহেতু পূর্ব্বোক্ত গ্রহণ, বিশরণ, সঙ্গ ও বন্ধ প্রভৃতি কার্য্য-ধর্ম্মের অতীত, সেই হেতুই তাহা কোন প্রকারেও হিংসা প্রাপ্ত হয় না।২

[এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, শাকল্য ও যাজ্ঞবল্ক্যের কথোপ-কথন স্থলে এই আখ্যায়িকাটী আরব্ধ হইয়াছে; শাকল্য যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, যাজ্ঞবল্ক্য সে সমুদয়েরই উত্তর প্রদান করিয়াছেন; সুতরাং এখনও, শাকল্যের জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর প্রদান করাই যাজ্ঞবল্ক্যের উচিত; কিন্তু তাহা না করিয়া -আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কথা বলেন কেন? ইহাতে ত আখ্যায়িকার ক্রম বা প্রণালী উল্লঙ্ঘন করা হইতেছে? [তাহার উত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে,] শ্রুতি আত্মতত্ত্ব নির্দেশে এতই ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন যে, মধ্যস্থলে সেই কথোপকথনের ক্রম লঙ্ঘন করিয়া—অখ্যায়িকা ভাব পরিত্যাগ করিয়া নিজরূপেই আত্মস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এখন আবার সেই আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছেন—এই যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে—'পৃথিবীই যাহার আয়তন' ইত্যাদি বাক্যে যে আটপ্রকার আয়তনের উল্লেখ করা হইয়াছে, অগ্নিপ্রভৃতি যে আটপ্রকার লোক ও 'অমৃতম্—ইতি হোবাচ' ইত্যাদি বাক্যে যে, আট প্রকার দেবতা এবং "শারীরঃ" ইত্যাদি বাক্যে যে, আটপ্রকার পুরুষের কথা বলা হইয়াছে; যিনি উক্ত শারীর প্রভৃতি পুরুষ সমূহকে নিরূহ করিয়া—আটপ্রকার প্রভৃতি বিভাগক্রমে লোকরক্ষার উপযোগী বিস্তৃতভাবে উপনীত করিয়া, পুনর্ব্বার সে সমুদায়কে পূর্ব্বাদি দিগ্‌বিভাগানুসারে সঙ্কোচিত করিয়া অর্থাৎ আপনাতে উপসংহৃত করিয়া হৃদয়াদি-ভাবাত্মক ঔপাধিক সমস্ত ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়াছেন; যিনি সর্ব্বদা আপনার অপ্রচ্যুতস্বরূপে অবস্থিত ও

অশনায়াদি-সংসারধর্ম্মের অতীত পুরুষ (আত্মা), এবং যিনি ঔপনিষদ অর্থাৎ একমাত্র উপনিষৎ-প্রমাণের সাহায্যেই যাহাকে জানিতে পারা যায়, যাহাকে জানিবার আর দ্বিতীয় কোন প্রমাণ নাই; হে শাকল্য, বিদ্যাভিমানী তোমাকে আমি সেই পুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি; তুমি যদি আমার জিজ্ঞাসিত সেই পুরুষের স্বরূপ পরিষ্কারভাবে বলিতে না পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার মস্তক খসিয়া পড়িবে। যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ প্রশ্ন করিলে পর, শাকল্য তাহা বুঝিতে পারিলেন না; তাহার ফলে শাকল্যের মস্তক খসিয়া পড়িল। এখানেই আখ্যায়িকা সমাপ্ত হইল; "তং হ ন মেনে" ইত্যাদি বাক্যটী শ্রুতির উক্তি বুঝিতে হইবে।৩

আর এক কথা, ইহার শিষ্যগণ যখন অগ্নিসংস্কারের জন্য ইহার অস্থি-সমূহ গৃহে লইয়া যাইতেছিল, তখন পথিমধ্যে তস্করগণ—'ইহা আর কিছু' মনে করিয়া অর্থাৎ ইহারা বোধ হয়, ধনরত্ন লইয়া যাইতেছে এইরূপ সম্ভাবনা করিয়া সেই অস্থিগুলিও অপহরণ করিল। শ্রুতি এখানে পূর্ব্বতন একটা আখ্যায়িকার সূচনা করিলেন মাত্র; কারণ, অষ্টাধ্যায়ী নামক গ্রন্থে শাকল্য ও যাজ্ঞবল্ক্যের সম্বন্ধে ঠিক এইরূপই আখ্যায়িকা উল্লিখিত হইয়াছে। সেখানে কথিত আছে যে, যাজ্ঞবল্ক্য এই বলিয়া শাকল্যের প্রতি শাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, 'হে শাকল্য, তুমি অতিথ্যে মরিবে, অর্থাৎ কোনও পবিত্র স্থানে মরিবে না, এবং তোমার অস্থিগুলিও বাড়ী পৌঁছিবে না।' তিনি সেইরূপেই মরিলেন, এবং তস্করগণ 'আর কিছু নীত হইতেছে' মনে করিয়া তাহার অস্থিগুলিও অপহরণ করিল; অতএব কেহই উপবাদী হইবে না, অর্থাৎ পরকে পরিভব করিবার চেষ্টা করিবে না; পরন্তু এবংবিধ জ্ঞানীর অনুগত থাকিবে ইতি'। ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসার্থ সেই পুরাতন আখ্যায়িকাটার এখানে পুনর্ব্বার অবতারণা করা হইল মাত্র। ॥২৩॥২৬॥

আভাসভাষ্যম্। যস্য নেতি নেত্যন্যপ্রতিষেধদ্বারেণ ব্রহ্মণো নির্দ্দেশঃ কৃতঃ, তস্য বিধিমুখেন কথং নির্দ্দেশঃ কর্ত্তব্য ইতি পুনরাখ্যায়িকামেবা-শ্রিত্যাহ—মূলঞ্চ জগতো বক্তব্যমিতি। আখ্যায়িকাসম্বন্ধস্ত অব্রহ্মবিদো ব্রাহ্মণান্ জিত্বা গোধনং হর্ত্তব্যমিতি ন্যায়ং মত্বাহ।—

আভাসভাষ্য-টীকা। অথ হেত্বাদ্ধ্যাত্তরগ্রন্থমবতারয়তি—যস্যেত্যাদিনা। জগতো মূলং চ বক্তব্যমিত্যাখ্যায়িকামেবাশ্রিত্যাহেতি সম্বন্ধঃ। আখ্যায়িকা কিমর্থেত্যাত আহ—আখ্যায়িকেতি। ইতিশব্দঃ সম্বন্ধসমাপ্ত্যর্থঃ। নমু ব্রাহ্মণেষু তুষ্ণীংভূতেষু

প্রতিষেদ্ধ,রত্তাবাদেলোধনং হর্তব্যং, কিমিতি তান্ প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যো বদতীত্যত আহ—ন্যায়্যং মত্বেতি। ব্রহ্মবং হি ব্রাহ্মণানুমতিমনাপাদ্য নীরবাগ্ধনর্থায় জাপিতি তাঃ।

আভাসভাষ্যানুবাদ। ইতঃ পূর্ব্বে "নেতি নেতি" করিয়া অপর সমস্ত পদার্থের ব্রহ্মত্ব প্রতিষেধ দ্বারা, যে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এখন বিধিমুখে বা প্রত্যক্ষতঃ ।কিরূপে তাহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে; এইজন্য, এবং জগতের মূল কারণ নির্দ্দেশের জন্য পুনশ্চ একটি আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া বক্তব্য নির্দ্দেশ করিতেছেন। আখ্যায়িকার তাৎপর্য্য হইল এই যে, অব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে পরাজিত করিয়া গোধন গ্রহণের ন্যায্যতা প্রদর্শন করা। এখন যাজ্ঞবল্ক্য সেই নিয়মের অনুসরণ করত জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

অথ হোবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তঃ যো বঃ কাময়তে স মা পৃচ্ছতু, সর্ব্বে বা মা পৃচ্ছত, যো বঃ কাময়তে তং বঃ পৃচ্ছামি, সর্ব্বান্ বা বঃ পৃচ্ছামীতি, তে হ ব্রাহ্মণা ন দধৃষুঃ ॥২৩ ॥২৭॥

সম্বন্ধার্থঃ। অথ (অনন্তরং) [যাজ্ঞবল্ক্যঃ] উবাচ হ—ভোঃ ভগবন্তঃ (পূজনীয়াঃ) ব্রাহ্মণাঃ, বঃ (যুষ্মাকং মধ্যে) যঃ কাময়তে (ইচ্ছতি), সঃ মা (মাং) পৃচ্ছতু, বা (অথবা) সর্ব্বে (মিলিতাঃ সন্তঃ) মা (মাং) পৃচ্ছত (প্রশ্নং কুরুত); [তথা], বঃ (যুষ্মাকং মধ্যে) যঃ কাময়তে (মম প্রষ্টব্যতাম্ ইচ্ছতি), [অহং] বঃ (যুষ্মাকং মধ্যে) তং পৃচ্ছামি, বা (অথবা) বঃ (যুষ্মান্) সর্ব্বান্ (সম্মিলিতান্) [যুগপদেব] পৃচ্ছামি ইতি। [এতৎ শ্রুত্বা] তে (সভাস্থাঃ) ব্রাহ্মণাঃ ন দধৃষুঃ (প্রশ্নকরণে প্রশ্নগ্রহণে চ ন মনো দধুরিত্যর্থঃ), [তে পরাজয়ং স্বীকৃতবন্তইতি ভাবঃ] ॥ ২৩৩ ॥ ২৭ ॥

মূলানুবাদ। অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্য সভাস্থ ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ, তোমাদের মধ্যে যিনি ইচ্ছা করেন, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করুন, অথবা তোমরা সকলে মিলিত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা কর; আর যদি তোমাদের মধ্যে কেহ ইচ্ছা করেন, তবে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করি, অথবা

তোমাদের সকলকে আমি জিজ্ঞাসা করি। একথা শুনিয়া সভাস্থ ব্রাহ্মণগণ প্রশ্ন করিতে বা প্রশ্ন লইতে আর সাহস করিলেন না ॥ ২৩৩ ॥ ২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথ হোবাচ, অথ অনন্তরং তূষ্ণীংভূতেষু ব্রাহ্মণেষু হ উবাচ। হে ব্রাহ্মণাঃ ভগবন্ত ইত্যেবং সম্বোধ্য—যো বঃ যুষ্মাকং মধ্যে কাময়তে ইচ্ছতি—যাজ্ঞবল্ক্যং পৃচ্ছামীতি, স মা মাম্ আগত্য পৃচ্ছতু; সর্ব্বে বা যূয়ং মা মাং পৃচ্ছত। যো বঃ কাময়তে—যাজ্ঞবল্ক্যো মাং পৃচ্ছত্বিতি; তং বঃ পৃচ্ছামি; সর্ব্বান্ বা যুষ্মানহং পৃচ্ছামি। তে হ ব্রাহ্মণা ন দধৃষুঃ, তে ব্রাহ্মণা এবমুক্তা অপি ন প্রগল্ভাঃ সংবৃত্তাঃ কিঞ্চিদপি প্রত্যুত্তরং বক্তুম্ ॥২৩৩॥২৭॥

টীকা। সম্বোধ্যোবাচেতি সম্বন্ধঃ। বো ব ইতি প্রতীকমাদায় ব্যাচষ্টে—যুষ্মাকমিতি। ব্যাখ্যাতং ভাগমনূদ্য ব্যাখ্যেয়মাদায় ব্যাকরোতি—যো ব ইত্যাদিনা। যথোক্তপ্রশ্নানন্তরং ব্রাহ্মণানামপ্রতিভাং দর্শয়তি—তে হেতি। ২৩৩। ২৭।

ভাষ্যানুবাদ। 'অথ হ উবাচ' ইতি। অতঃপর—ব্রাহ্মণগণ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে পর, যাজ্ঞবল্ক্য সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন—হে পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ, তোমাদের মধ্যে যে কেহ ইচ্ছা করেন - 'আমি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিব' এইরূপ অভিলাষ করেন, তিনি আমার নিকট আসিয়া প্রশ্ন করুন; অথবা আপনারা সকলে মিলিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করুন। অথবা তোমাদের মধ্যে যিনি ইচ্ছা করেন যে,—'যাজ্ঞবল্ক্য আমার নিকট প্রশ্ন করুক', আমি তোমাদের তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, অথবা তোমাদের সকলের নিকটই আমি প্রশ্ন করিতেছি। ব্রাহ্মণগণকে এ কথা বলিলেও, তাহারা প্রত্যুত্তর দিবার জন্য কোন প্রকার প্রগল্ভতা প্রকাশ করিল না (চুপ করিয়া রহিল) ॥ ২৩৩ ॥ ২৭ ॥

তান্ হৈতৈঃ শ্লোকৈঃ প্রপচ্ছ—

যথা বৃক্ষো বনস্পতিস্তথৈব পুরুষোঽমৃষা।

তস্য লোমানি পর্ণানি ত্বগস্যোৎপাটিকা বহিঃ॥২৩৪॥২৮॥১॥

সরলার্থঃ। [ব্রাহ্মণেষু এবং তূষ্ণীম্ভূতেষু সৎসু যাজ্ঞবল্ক্যঃ] এতৈঃ (বক্ষ্যমাণৈঃ) শ্লোকৈঃ তান্ (সভাস্থান্) ব্রাহ্মণান্ পপ্রচ্ছ (পৃষ্টবান্)—

বনস্পতিঃ (মহত্ত্বাদিগুণসম্পন্নঃ) বৃক্ষঃ যথা (যাদৃশঃ), পুরুষঃ (জীবদেহঃ) [অপি] তথা এব (তাদৃশ-ধর্ম্মসম্পন্ন এব)—[ইত্যেতৎ] অমৃষা

(সত্যম্)। [পুরুষস্য বৃক্ষসাদৃশ্যং প্রকটয়তি—] তস্য (পুরুষস্য) লোমানি [সন্তি, বৃক্ষস্য চ] পর্ণানি (পত্রাণি—) [সন্তি], অস্য (পুরুষস্য) ত্বক্ (চর্ম্ম) [অস্তি], [বৃক্ষস্য চ] বহিঃ (বহির্দেশে) উৎপাটিকা (নীরসা ত্বক্) [অস্তি] ইতি ॥ ২৩৪ ॥ ২৮ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ। ব্রাহ্মণগণ নির্ব্বাক্ হইলে পর, যাজ্ঞবল্ক্য নিম্নলিখিত সাতটী শ্লোক দ্বারা প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

বনস্পতি (মহান্) বৃক্ষ যেরূপ, জীবদেহও ঠিক তদনুরূপ; পুরুষের লোম সমূহ বৃক্ষের পত্রস্থানীয়; এবং পুরুষের ত্বক্ বৃক্ষের বহিস্থ নীরস বল্কলের সমান ॥ ২৩৪ ॥ ২৮ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তেষপ্রগল্ভভূতেষু ব্রাহ্মণেষু তান্ হ এতৈশ্চতুর্দ্দশভিঃ শ্লোকৈঃ পপ্রচ্ছ পৃষ্টবান্—যথা লোকে বৃক্ষো বনস্পতিঃ; বৃক্ষস্য বিশেষণং বনস্পতিরিতি; তথৈব পুরুষোঽমৃষা—অমৃষা সত্যমেতৎ। তস্য লোমানি—তস্য পুরুষস্য লোমানি,ইতরস্য বনস্পতেঃ পর্ণানি; ত্বগস্যোৎপাটিকা বহিঃ—ত্বক্ অস্য পুরুষস্য, ইতরস্যোৎপাটিকা বনস্পতেঃ ॥২৩৪॥২৮॥১

টীকা। স্বকীয়জ্ঞানপ্রকর্ষপ্রকটনার্থমেব প্রশ্নান্তরমবতারয়তি—তেষ্বিতি। বৃক্ষো বনস্পতিরিতি পর্য্যায়ত্বাৎ পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—বৃক্ষস্যেতি। তচ্চ তস্য মহত্ত্বমাহেত্যপুনরুক্তিঃ। পুরুষস্য বৃক্ষসাধর্ম্ম্যমেতাবদুচ্যতে। সাধর্ম্ম্যমেব স্পষ্টয়তি—তস্যেত্যাদিনা। নীরসা ত্বগুৎপাটিকেত্যুচ্যতে ॥ ২৩৪ ॥ ২৮ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ। সভাস্থ ব্রাহ্মণগণ বাচালতা পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বাক্ হইলে পর, যাজ্ঞবল্ক্য পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহ দ্বারা প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

জগতে বনস্পতি বৃক্ষ যেরূপ, পুরুষও (জীবদেহও) ঠিক তাহার অনুরূপ, এ কথা মিথ্যা নহে—সত্য। পুরুষের লোমসমূহ আর বৃক্ষের পত্রসমূহ সমান; পুরুষের চর্ম্ম আর বৃক্ষের উৎপাটিকা (বাহিরের নীরস বল্কল) সমান। এখানে 'বনস্পতি' শব্দটী বৃক্ষের বিশেষণ—মহত্ত্বাদি গুণবিশেষসূচক ॥ ২৩৪ ॥ ২৮ ॥ ১ ॥

ত্বচ এবাস্য রুধিরং প্রস্যন্দি ত্বচ উৎপটঃ।
তস্মাত্তদাতৃন্নাৎ প্রৈতি রসো বৃক্ষাদিবাহতাৎ ॥২৩৫॥২৮॥২॥

অন্বয়ার্থঃ। [অপিচ,] অস্য পুরুষস্য ত্বচঃ (সকাশাৎ) এব রুধিরং প্রস্যন্দি (রুধিরং ক্ষরতীত্যর্থঃ); [বৃক্ষস্য চ] ত্বচঃ (সকাশাৎ)

উপৎটঃ (নির্য্যাসঃ) [ক্ষরতীতি শেষঃ]। তস্মাৎ (বৃক্ষপুরুষয়োঃ সাদৃশ্যাৎ হেতোঃ) আহতাৎ (আঘাতং প্রাপ্তাৎ) বৃক্ষাৎ রসঃ (নির্য্যাসঃ) ইব, আতৃণ্ণাৎ (হিংসিতাৎ পুরুষাৎ) তৎ (রুধিরং) প্রৈতি (নির্গচ্ছতি) ॥ ২৩৫ ॥ ২৯ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ। অপি চ; পুরুষের যেমন ত্বক্ হইতেই রুধির ক্ষরিত হয়, তেমনি বৃক্ষেরও ত্বক্ হইতেই রস নিঃসৃত হয়; বৃক্ষ ও পুরুষের মধ্যে এইরূপ সাদৃশ্য আছে বলিয়াই আহত বৃক্ষ হইতে যেরূপ রস বহির্গত হয়, আহত পুরুষ-দেহ হইতেও তদ্রূপ রুধির বহির্গত হয় ॥ ২৩৫ ॥ ২৯ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ত্বচ এব সকাশাদস্য রুধিরং প্রস্যন্দি বনস্পতেঃ ॥ ত্বচ উৎপটঃ—ত্বচ এবোৎক্ষুটিতি যস্মাৎ; এবং সর্ব্বং সমানমেব বনস্পতেঃ পুরুষস্য চ; তস্মাৎ আতৃণ্ণাৎ হিংসিতাৎ প্রৈতি রুধিরং নির্গচ্ছতি বৃক্ষাদিবাহতাৎ ছিন্নাৎ রসঃ ॥ ২৩৫ ॥ ২৯ ॥ ২ ॥

টীকা। উৎপটো বৃক্ষনির্য্যাসঃ ॥ ২৩৫ ॥ ২৯ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ। যেহেতু, এই পুরুষের যেমন ত্বক্ হইতেই রুধির নিঃসৃত হয়, তেমনি বনস্পতিরও ত্বক্ হইতেই উৎপট অর্থাৎ নির্য্যাস (রস) নির্গত হয়। বনস্পতি ও পুরুষের এ সমস্তই সমান; সেই হেতু আহত—ছিন্ন বৃক্ষ হইতে রসের ন্যায়, হিংসিত পুরুষ হইতেও রুধির নির্গত হয় ॥ ২৩৫ ॥ ২৯ ॥ ২ ॥

মাংসান্যস্য শকরাণি কিনাটং স্নাব তৎ স্থিরম্।
অস্থীন্যন্তরতো দারূণি মজ্জা মজ্জোপমা কৃতা ॥২৩৬॥৩০॥৩॥

সরলার্থ। তথা, অস্য (পুরুষস্য) মাংসানি, [বৃক্ষস্য চ] শকরাণি (শকলানি—খণ্ডানি); [পুরুষস্য] স্নাব (স্নায়ুঃ) [বৃক্ষস্য চ] কিনাটং (শকলেভ্যোঽপি অভ্যন্তরং বল্কলং), তচ্চ স্থিরং (স্নাববৎ সুদৃঢ়ম্); [পুরুষস্য] অন্তরতঃ (স্নাবাভ্যন্তরে) অস্থীনি, [বৃক্ষস্য চ] দারূণি (কাষ্ঠানি) [সন্তি]; মজ্জা মজ্জোপমা কৃতা (বৃক্ষ-পুরুষয়োঃ মজ্জা তু অন্যোন্যসমানরূপা ইত্যর্থঃ) ॥ ২৩৬ ॥ ৩০ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ। পুরুষের দেহে মাংস আর বৃক্ষের শকরসমূহ (পরবর্ত্তী অংশবিশেষ) সমান, পুরুষের স্নায়ু আর বৃক্ষের কিনাট (শকরের অভ্যন্তরস্থ অংশবিশেষ), উভয়ই বেশ দৃঢ়। পুরুষের যেমন কিনাটের পর অস্থিসমূহ, বৃক্ষেরও তেমনি বল্কলের পরে দারু বা কাষ্ঠভাগ সমান; আর মজ্জা অংশ উভয়েরই তুল্যরূপ ॥ ২৩৬ ॥ ৩০ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং মাংসান্যস্য পুরুষস্য, বনস্পতেঃ। তানি শকরাণি শকলানীত্যর্থঃ। কিনাটম্, বৃক্ষস্য কিনাটং নাম শকলেভ্যোঽভ্যন্তরং বল্কলরূপং কাষ্ঠসংলগ্নম্, তৎ স্নাব পুরুষস্য; তৎ স্থিরম্, তচ্চ কিনাটং স্নাববৎ দৃঢ়ং হি তৎ। অস্থীনি পুরুষস্য, স্নাব্নোঽভ্যন্তরতোঽস্থীনি ভবন্তি, তথা কিনাটস্যাভ্যন্তরতঃ দারূণ কাষ্ঠানি, মজ্জা—মজ্জৈব বনস্পতেঃ পুরুষস্য চ মজ্জোপমা মজ্জায়া উপমা মজ্জোপমা, নান্যো বিশেষোঽস্তীত্যর্থঃ। যথা বনস্পতের্মজ্জা, তথা পুরুষস্য, যথা পুরুষস্য তথা বনস্পতেঃ ॥২৩৬॥৩০॥৪॥

টীকা। বিশেষাভাবমেবাভিনয়তি—যথেতি। ২৩৬। ৩০। ৪।

ভাষ্যানুবাদ। এইরূপ, এই পুরুষের যেমন মাংস, তেমনি বনস্পতিরও শকর বা অংশগুলিই মাংসস্থানীয়। বৃক্ষের যাহা কিনাট, তাহা পুরুষের স্নায়ুস্থানীয়; বৃক্ষের কিনাট অর্থ—শকলেরও অভ্যন্তরবর্ত্তী কাষ্ঠসংলগ্ন বল্কল; তাহাও স্নায়ুর ন্যায় দৃঢ়তর; এই জন্য স্নায়ু ও কিনাটের মধ্যে সাদৃশ্য কল্পিত হইয়াছে। পুরুষের যেমন অস্থি, —অস্থিসমূহ যেমন স্নায়ুর পরবর্ত্তী হইয়া থাকে, তেমনি বৃক্ষেরও, কিনাটের পরেই দারু—কাষ্ঠভাগ থাকে। তাহার পর মজ্জার কথা; পুরুষ ও বৃক্ষ উভয়ের মজ্জাই অনুরূপভাবাপন্ন; 'মজ্জোপমা' অর্থ—উভয়ের মজ্জাই এক রকম, কিছুমাত্র বিশেষ নাই; অর্থাৎ বনস্পতির মজ্জা যেরূপ, পুরুষের মজ্জাও ঠিক তদ্রূপ, আবার পুরুষের মজ্জা যেরূপ, বনস্পতির মজ্জাও ঠিক সেইরূপ ॥ ২৩৬॥৩০॥৩॥

যদ্বৃক্ষো বৃক্ণো রোহতি মূলান্নবতরঃ পুনঃ।
মর্ত্ত্যঃস্বিন্মৃত্যুনা বৃক্ণঃ কস্মান্মূলাৎ প্ররোহতি ॥২৩৭॥৩১॥৪॥

সরলার্থঃ। [এবং যদি বৃক্ষ-পুরুষয়োঃ সাম্যমস্তি, তর্হি—] বৃক্ণঃ (ছিন্নঃ) বৃক্ষঃ যৎ (যদি) নবতরঃ (অভিনবঃ সন্) মূলাৎ পুনঃ (ভূয়োঽপি)

প্ররোহতি (জায়তে), [তর্হি তৎসদৃশঃ] মর্ত্ত্যঃ (মানবঃ—উপলক্ষণং চৈতৎ জঙ্গমানাম্) মৃত্যুনা বৃক্ণঃ (বিনাশিতঃ সন্) কস্মাৎ (কিংলক্ষণাৎ) মূলাৎ প্ররোহতি (পুনঃ জায়তে) স্বিৎ ? [তৎ মূলং তু ন বিজ্ঞায়তে ইতি ভাবঃ। অভিপ্রায়জ্ঞাপনে স্বিৎপদম্] ॥ ২৩৭ ॥ ৩১ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ। [বৃক্ষ ও পুরুষের মধ্যে যখন এইরূপ সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে, তখন—] বৃক্ষ যেমন ছিন্ন হইয়া মূল হইতে পুনর্ব্বার নূতন হইয়া জন্মলাভ করে, মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণশীল মানব মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া বৃক্ষের ন্যায় কোন মূল হইতে পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয় ? [সেই মূলটী ত জ্ঞানগোচর হইতেছে না] ॥ ২৩৭ ॥ ৩১ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদি বৃক্ষো বৃক্ণশ্ছিন্নঃ রোহতি পুনঃ পুনঃ প্ররোহতি প্রাদুর্ভবতি, মূলাৎ পুনঃ নবতরঃ পূর্ব্বস্মাদভিনবতরঃ ; যদেতস্মাদ্বিশেষণাৎ প্রাক্ বনস্পতেঃ পুরুষস্য চ সর্ব্বং সামান্যমবগতম্ ; অয়ন্তু বনস্পতৌ বিশেষো দৃশ্যতে—যৎ ছিন্নস্য প্ররোহণম্, ন তু পুরুষে মৃত্যুনা বৃক্ণে পুনঃ প্ররোহণং দৃশ্যতে ; ভবিতব্যঞ্চ কুতশ্চিৎ প্ররোহণেন ; তস্মাদ্বঃ পৃচ্ছামি— মর্ত্ত্যঃ মনুষ্যঃ স্বিৎ মৃত্যুনা বৃক্ণঃ কস্মাৎ মূলাৎ প্ররোহতি ? মৃতস্য পুরুষস্য কুতঃ প্ররোহণমিত্যর্থঃ ॥২৩৭॥৩১॥৫॥

টীকা। সাধর্ম্ম্যে সতি বৈধর্ম্ম্যং বক্তুমনস্কামিত্যাশঙ্কয়েনাহ—যদ্যদীতি। ইহমপি সাধর্ম্ম্যমেব কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদেতস্মাদিতি। এতস্মাদ্বিশেষাৎ প্রাক্ যদ্বিশেষণমুক্তং, তৎ সর্ব্বমুভয়োঃ সামান্যমবগতমিতি সম্বন্ধঃ। বৃক্ণস্যাজস্যেতি শেষঃ। মা ভূত্তস্য প্ররোহণমিতি চেন্নেত্যাহ—ভবিতব্যং চেতি। 'ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ' ইতি স্মৃতেরিত্যর্থঃ ॥ ২৩৭ ॥৩১॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ। বৃক্ষ যদি ছেদনের পর পুনর্ব্বার নবতর হইয়া— পূর্ব্বাপেক্ষা অভিনব হইয়া মূল হইতে বারংবার প্রাদুর্ভূত হয় ; তবে এই মর্ত্ত্য (প্রাণিগণ) মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া কোন মূল হইতে পুনর্ব্বার প্রাদুর্ভূত হয় ? অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির পুনর্জ্জন্ম কোথা হইতে হয় ?

অভিপ্রায় এই যে, ইতঃপূর্ব্বে বৃক্ষ ও পুরুষের মধ্যে সম্পূর্ণ সাম্য জানা গিয়াছে ; কিন্তু বৃক্ষেতে এই একটী মাত্র বিশেষ বা পার্থক্য দেখা যাইতেছে যে, ছিন্ন বৃক্ষেরও পুনর্ব্বার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, কিন্তু পুরুষ মৃত্যুকর্ত্তৃক কবলিত হইলে, তাহার আর প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয় না ; অথচ তাহারও কোন

মূল হইতে প্রাদুর্ভাব হওয়া উচিত; অতএব তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, মর্ত্ত্য মৃত্যুর পর কোথা হইতে পুনর্ব্বার প্রাদুর্ভূত হয়? ॥২৩৭॥৩১॥৪॥

রেতস ইতি মা বোচত জীবতস্তৎ প্রজায়তে।
ধানারুহ ইব বৈ বৃক্ষোঽঞ্জসা প্রেত্য সম্ভবঃ ॥২৩৮॥৩২॥৫॥

সরলার্থঃ। [স্বয়মেব তদবধারয়িতুং বিচার্য্যতে—'রেতসঃ' ইতি। রেতসঃ (শুক্রাৎ) [প্রজায়তে] ইতি মা বোচত (নৈবং বক্তুমর্হত); [যস্মাৎ] তৎ (রেতঃ) জীবতঃ (জীবনবিশিষ্টাৎ পুরুষাৎ) প্রজায়তে, (নতু মৃতাৎ)। কিং চ, ধানারুহঃ (বীজসম্ভূতঃ) বৃক্ষঃ ইব (অপি, ন কেবলং কাণ্ডরুহ ইতি ভাবঃ) প্রেত্য (মৃত্বা মরণানন্তরং) অঞ্জসা (প্রত্যক্ষত এব) সম্ভবঃ (সমুৎপন্নঃ) [ভবেৎ, নৈবং পুরুষস্য দৃশ্যতে ইত্যাশয়ঃ] ॥ ২৩৮॥৩২॥৫॥

মূলানুবাদ। যদি বল, শুক্র হইতে [প্রাদুর্ভূত হয়,] না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, জীবিত ব্যক্তি হইতেই শুক্রের উৎপত্তি হয়, মৃত ব্যক্তির হয় না। বিশেষতঃ বীজসম্ভূত বৃক্ষ ধ্বংসের পরও যথাযথরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, বৃক্ষ যে কেবল বীজ হইতেই হয়, তাহা নহে, কাণ্ডদেশ হইতেও হইয়া থাকে; সুতরাং কেবল শুক্রকেই পুরুষোৎপত্তির কারণ বলিতে পারা যায় না। ২৩৮॥৩২॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদি চেদেবং বদথ—রেতসঃ প্ররোহতীতি, মা বোচত নৈবং বক্তুমর্হত; কস্মাৎ? যস্মাজ্জীবতঃ পুরুষাত্তদ্রেতঃ প্রজায়তে, ন মৃতাৎ। অপি চ,ধানারুহঃ—ধানা বীজং,বীজরুহোঽপি বৃক্ষো ভবতি, ন কেবলং কাণ্ডরুহ এব। ইবশব্দোঽনর্থকঃ; বৈ বৃক্ষোঽঞ্জসা সাক্ষাৎ প্রেত্য মৃত্বা সম্ভবঃ; ধানাতোঽপি প্রেত্য সম্ভবো ভবেৎ অঞ্জসা পুনর্বনস্পতেঃ॥ ২৩৮॥৩২॥৫॥

টীকা। জীবতো হি রেতো জায়তে, ন এব মৃতো ভবতীতি বিচার্য্যতে। ন চাসিদ্ধে-নাসিদ্ধসাধনং, ন চ পুরুষাত্তরাদিতি বাচ্যমেকাসিদ্ধাবপ্রভ্রপ্ররোহোপায়ন্দ্রপদক্ষেরিতি যথাযো হেতুমাহ—যস্মাদিতি। বৈধর্ম্ম্যান্তরমাহ—অপি চেতি। কাণ্ডরুহোঽপীত্যপেরর্থঃ।

বৈশদঃ প্রসিদ্ধিদ্যোতক ইত্যভিপ্রেত্যাহ—বৈ স্বক্ষ ইতি। অপ্রসেত্যাদেরর্থমুক্ত্বা বাক্যার্থমাহ—ধানাত্তোঽপীতি ॥ ২৩৮ ॥ ৩২ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ। তোমরা যদি এইরূপ বল যে, শুক্র হইতে সমুৎপন্ন হয়; না, তাহা বলিতে পার না; কারণ, শুক্র জীবিত পুরুষ হইতেই সম্ভূত হয়, কিন্তু মৃত পুরুষ হইতে হয় না। আর এক কথা,—ধানা অর্থ—বীজ, [বৃক্ষ বীজ হইতে হয় বলিয়া 'ধানারুহ'-পদবাচ্য]; বৃক্ষ যে, কেবল কাণ্ডদেশ হইতেই জন্মে, তাহা নহে—বীজ হইতেও জন্মে। শ্রুতির 'ইব' শব্দটীর কোন অর্থ নাই। বৃক্ষ মরিয়া যে, ধানা হইতেও পুনঃ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, (কিন্তু পুরুষের প্রাদুর্ভাব সেরূপ প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে)। ২৩৮॥৩২॥৫॥ .

যৎ সমূলমা-বৃহেয়ুর্বৃক্ষং ন পুনরাভবেৎ।
মর্ত্ত্যঃস্বিন্মৃত্যুনা বৃক্ণঃ কস্মান্মূলাৎ প্ররোহতি ॥২৩৯॥৩৩॥৬॥

অন্বয়ার্থঃ। বৃক্ষং যৎ (যদি) সমূলং (মূলেন সহ) আবৃহেয়ুঃ (সম্যক্ ছিন্দেয়ুঃ), [তর্হি সঃ] পুনঃ ন আভবেৎ (উৎপদ্যতে); [তস্মাৎ বঃ পৃচ্ছামি—] মর্ত্ত্যঃ মৃত্যুনা বৃক্ণঃ সন্ কস্মাৎ মূলাৎ প্ররোহতি স্বিৎ ? ॥২৩৯॥৩৩॥৬॥

মূলানুবাদ। কেহ যদি বৃক্ষকে সমূলে ছেদন করিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহা আর পুনর্ব্বার প্রাদুর্ভূত হয় না; [অতএব জিজ্ঞাসা করি—] মর্ত্ত্য ব্যক্তি মৃত্যু-কর্ত্তৃক বিনাশিত হইয়া কোন মূল কারণ হইতে পুনর্ব্বার প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে ॥২৩৯॥৩৩॥৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যৎ যদি, সহ মূলেন ধানয়া বা আবৃহেয়ুঃ উদ্যচ্ছেয়ুরুৎপাটয়েয়ুঃ বৃক্ষম্, ন পুনরাভবেৎ পুনরাগত্য ন ভবেৎ। তস্মাদ্বঃ পৃচ্ছামি, সর্ব্বস্যৈব জগতো মূলং—মর্ত্ত্যঃ স্বিন্মৃত্যুনা বৃক্ণঃ কস্মান্মূলাৎ প্ররোহতি ? ॥২৩৯॥৩৩॥৭॥

টীকা। তথাপি কথং বৈধর্ম্ম্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদ্ যদীতি। পুরুষস্যাপি পুনরুৎপত্তিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য পূর্ব্বোক্তং নিগময়তি—তস্মাদিতি ॥ ২৩৯ ॥৩৩॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ। বৃক্ষকে যদি মূলের সহিত কিংবা বীজের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত করিয়া ফেলে, তাহা হইলে সেই বৃক্ষ আর পুনর্ব্বার

আসিয়া স্থিতিলাভ করে না; অতএব তোমাদিগকে সর্ব্ব জগতের মূলীভূত কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, মর্ত্ত্য ব্যক্তি মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া কোন মূল কারণ হইতে পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয়?॥ ৩৯॥৩৩॥৬॥

জাত এব ন জায়তে কো ন্বেনং জনয়েৎ পুনঃ।
বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতির্দ্দাতুঃ পরায়ণম্।
তিষ্ঠমানস্য তদ্বিদ ইতি ॥২৪০॥৩৯॥৭॥

সন্বয়ার্থঃ। [যদি মন্যসে—অয়ং মর্ত্ত্যঃ] জাত এব (নিত্য' পরিনিষ্পন্ন এব), [অতঃ] ন জায়তে (ন উৎপদ্যতে); [তস্মাৎ তদ্বিষয়ে প্রশ্ন এব নোপপদ্যতে ইতি; নৈবম্, পুনরপি জায়তে এবায়ম্] [তস্মাৎ পৃচ্ছামি—] নু (ভোঃ) কঃ এনং (মর্ত্ত্যং) পুনঃ জনয়েৎ? [অথবা, অয়ং মর্ত্ত্যঃ জাত এব নিত্যং নিষ্পন্ন এব; অতঃ ন জায়তে; অত এব চ কঃ নু এনং (মর্ত্ত্যং) পুনঃ জনয়েৎ?— ন কোঽপি— ইত্যাক্ষেপঃ]

[ইদানীং শ্রুতিরেব জগতো মূলং উপদিশন্ত্যাহ—] বিজ্ঞানং আনন্দং (আভ্যাং বিশেষণাভ্যাং স্ববিজ্ঞান-বিষয়সুখয়োর্ব্যাবৃত্তিঃ); রাতিঃ (রাতেঃ ধনস্য, ষষ্ঠ্যর্থে প্রথমা,) দাতুঃ (ধনদাতুঃ কর্ম্মিণঃ), তিষ্ঠমানস্য (ব্রহ্মনিষ্ঠস্য অকর্ম্মিণঃ) তদ্বিদঃ (ব্রহ্মবিদশ্চ) পরায়ণং (পরমাশ্রয়ভূতং, ব্রহ্ম, (ঈদৃশং ব্রহ্মৈব তৎ মূলমিতি ভাবঃ) ইতি ॥ ২৪০॥৩৪॥৭॥

নবমং ব্রাহ্মণম্ ॥৩॥৯॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়-ব্যাখ্যা সমাপ্তা॥

মূলানুবাদ। [যদি মনে কর,] মর্ত্ত্য নিত্যই জাত; সুতরাং তাহা আর জন্মে না; [না, সে কথাও বলিতে পার না; কেন না, মর্ত্ত্য নিশ্চয়ই জন্মিয়া থাকে; অতএব জিজ্ঞাসা করি;] কে ইহাকে উৎপাদন করে? [অথবা, যদি মনে কর, মর্ত্ত্য নিত্যই জাত; সুতরাং জন্মে না; কাজেই ইহাকে আবার জন্মাইবে কে?]

[অতঃপর শ্রুতি নিজেই জগতের মূল কারণ নির্দ্দেশ করিয়া

বলিতেছেন—] জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, এবং ধনদাতা কর্ম্মীর ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞের পরমাশ্রয়ভূত ব্রহ্মই [মূল কারণ] ॥২৪০॥৩৪॥৭॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে নবম ব্রাহ্মণের অনুবাদ ॥ ৩ ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। জাত এবেতি মন্যধ্বং যদি, কিমত্র প্রষ্টব্যমিতি, জনিষ্যতো হি সম্ভবঃ প্রষ্টব্যঃ,ন জাতস্য ; অয়ং তু জাত এব, অতোঽস্মিন্ বিষয়ে প্রশ্ন এব নোপপদ্যত ইতি চেৎ ; ন ; কিন্তুহি ? মৃতঃ পুনরপি জায়ত এব, অন্যথাঽকৃতাভ্যাগম-কৃতনাশপ্রসঙ্গাৎ ; অতো বঃ পৃচ্ছামি—কোন্ন্বেনং মৃতং পুনর্জ্জনয়েৎ ? তন্ন বিজজ্ঞুর্ব্রাহ্মণাঃ—যতো মৃতঃ পুনঃ প্ররোহতি, জগতো মূলং ন বিজ্ঞাতং ব্রাহ্মণৈঃ। অতো ব্রহ্মিষ্ঠত্বাৎ হৃতা গাবো যাজ্ঞবল্ক্যেন,জিতা ব্রাহ্মণাঃ। সমাপ্তাখ্যায়িকা। ১

যজ্জগতো মূলং, যেন চ শব্দেন সাক্ষাদ্ব্যপদিশ্যতে ব্রহ্ম, যৎ যাজ্ঞবল্ক্যো ব্রাহ্মণান্ পৃষ্টবান্, তৎ স্বেন রূপেণ শ্রুতিরস্মভ্যমাহ—বিজ্ঞানং বিজ্ঞপ্তিঃ বিজ্ঞানং, তচ্চানন্দং,ন বিষয়বিজ্ঞানবদ্দুঃখানুবিদ্ধম্, কিন্তুর্হি ? প্রসন্নং—শিবমতুলমনায়াসং নিত্যতৃপ্তমেকরসমিত্যর্থঃ। কিন্তদ্ ব্রহ্ম উভয়বিশেষণবৎ, রাতিঃ—রাতেঃ, ষষ্ঠ্যর্থে প্রথমা, ধনস্যেত্যর্থ ; ধনস্য দাতুঃ কর্ম্মকৃতো যজমানস্য, পরময়নং পরা গতিঃ, কর্ম্মফলস্য প্রদাতৃত্বাৎ। কিঞ্চ, ব্যুত্থায়ৈষণাভ্যস্তস্মিন্নেব ব্রহ্মণি তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ, তদ্ব্রহ্ম বেত্তীতি, তদ্বিচ্চ তস্য তিষ্ঠমানস্য চ তদ্বিদো ব্রহ্মবিদ ইত্যর্থঃ, পরায়ণমিতি ॥২

অত্রেদং বিচার্য্যতে—আনন্দশব্দো লোকে সুখবাচী প্রসিদ্ধঃ ; অত্র চ ব্রহ্মণো বিশেষণত্বেন আনন্দশব্দঃ শ্রূয়তে—আনন্দং ব্রহ্মেতি। শ্রুত্যন্তরে চ—"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্", "যদেষ আকাশ আনন্দ ন স্যাৎ।" "যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্" ইতি চ ; "এষোঽস্য পরম আনন্দঃ" ইত্যেবমাদ্যাঃ। সংবেদ্যে চ সুখে আনন্দশব্দঃ প্রসিদ্ধঃ ; ব্রহ্মানন্দশ্চ যদি সংবেদ্যঃ স্যাৎ, যুক্তা এতে ব্রহ্মণ্যানন্দশব্দাঃ।৩

নন্বু চ শ্রুতিপ্রামাণ্যাৎ সংবেদ্যানন্দস্বরূপমেব ব্রহ্ম, কিং তত্র বিচার্য্যম্ ? ইতি ; ন, বিরুদ্ধশ্রুতিবাক্যদর্শনাৎ।—সত্যম্, আনন্দশব্দো ব্রহ্মণি শ্রূয়তে,বিজ্ঞানপ্রতিষেধশ্চৈকত্বে—"যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ","যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা" "প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিংচন বেদ" ইত্যাদি-

বিরুদ্ধশ্রুতিবাক্যদর্শনাৎ ; তেন কর্ত্তব্যো বিচারঃ। তস্মাদ্যুক্তং বেদবাক্যার্থ-নির্ণয়ায় বিচারয়িতুম্।—মোক্ষবাদিবিপ্রতিপত্তেশ্চ ; সাঙ্খ্যা বৈশেষিকাশ্চ মোক্ষবাদিনঃ—নাস্তি মোক্ষে সুখং সংবেদ্যমিত্যেবং বিপ্রতিপন্নাঃ ; অন্যে—নিরতিশয়সুখং স্বসংবেদ্যমিতি।৪

কিন্তাবদ্যুক্তম্ ? আনন্দাদিশ্রবণাৎ "জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ", "স যদি পিতৃলোককামো ভবতি" "স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ", "সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুতে" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যো মোক্ষে সুখং সংবেদ্যমিতি। নম্বেকত্বে কারকবিভাগাভাবাদ্বিজ্ঞানানুপপত্তিঃ ; ক্রিয়ায়াশ্চানেককারকসাধ্যত্বাৎ, বিজ্ঞানস্য চ ক্রিয়াত্বাৎ। নৈষ দোষঃ, শব্দপ্রামাণ্যাৎ ভবেদ্বিজ্ঞানমানন্দবিষয়ে : 'বিজ্ঞানমানন্দম্'ইত্যাদীন্যানন্দস্বরূপস্যাসংবেদ্যত্বেঽনুপপন্নানি বচনানীত্যবোচাম।৫

নমু বচনেনাপ্যগ্নেঃ শৈত্যম্, উদকস্য চৌষ্ণ্যং ন ক্রিয়ত এব, জ্ঞাপকত্বাদ্বচনানাম্। ন চ দেশান্তরেঽগ্নিঃ শীত ইতি শক্যতে জ্ঞাপয়িতুম্, অগ্ন্যেবা দেশান্তর উষ্ণমুদকমিতি। ন, প্রত্যগাত্মন্যানন্দবিজ্ঞানদর্শনাৎ, ন 'বিজ্ঞানমানন্দম্' ইত্যেবমাদীনাং বচনানাং 'শীতোঽগ্নিঃ'ইত্যাদিবাক্যবৎ প্রত্যক্ষাদিবিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদকত্বম্।৬

অনুভূয়তে হ্যবিরুদ্ধার্থতা,— সুখ্যহমিতি সুখাত্মকমাত্মানং স্বয়মেব বেদয়তে ; তস্মাৎ সুতরাং প্রত্যক্ষাবিরুদ্ধার্থতা ; তস্মাদানন্দং ব্রহ্ম বিজ্ঞানাত্মকং সৎ স্বয়মেব বেদয়তে। তথা আনন্দপ্রতিপাদিকাঃ শ্রুতয়ঃ সমঞ্জসাঃ স্যুঃ— "জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ" ইত্যেবমাদ্যাঃ পূর্ব্বোক্তাঃ।৭

ন, কার্য্যকরণাভাবেঽনুপপত্তের্বিজ্ঞানস্য। শরীরবিয়োগো হি মোক্ষ আত্যন্তিকঃ ; শরীরাভাবে চ করণানুপপত্তিরাশ্রয়াভাবাৎ ; ততশ্চ বিজ্ঞানানুপপত্তিরকার্য্যকরণত্বাৎ। দেহাদ্যভাবে চ বিজ্ঞানোৎপত্তৌ সর্ব্বেষাং কার্য্যকরণোপাদানানর্থক্যপ্রসঙ্গঃ। একত্ববিরোধাচ্চ—পরঞ্চেৎ ব্রহ্ম আনন্দাত্মকম্, আত্মানং নিত্যবিজ্ঞানত্বান্নিত্যমেব বিজানীয়াৎ ; তন্ন ; সংসার্য্যপি সংসারবিনির্মুক্তঃ স্বাভাব্যং প্রতিপদ্যেত ; জলাশয় ইবোদকাঞ্জলিঃ ক্ষিপ্তো ন পৃথক্ত্বেন ব্যবতিষ্ঠতে, আনন্দাত্মকব্রহ্মবিজ্ঞানায় ; তদা মুক্ত আনন্দাত্মকমাত্মানং বেদয়ত ইত্যেতদনর্থকং বাক্যম্।৮

অথ ব্রহ্মানন্দম্ অন্যঃ সন্ মুক্তো বেদয়তে, প্রত্যগাত্মানং চ—'অহমস্ম্যানন্দস্বরূপঃ' ইতি, তদৈকত্ববিরোধঃ ; তথা চ সতি সর্ব্বশ্রুতিবিরোধঃ। তৃতীয়া চ কল্পনা নোপপদ্যতে। কিঞ্চান্যৎ—ব্রহ্মণশ্চ নিরন্তরাত্মানন্দ-

বিজ্ঞানে বিজ্ঞানাবিজ্ঞানকল্পনানর্থক্যম্; নিরন্তরং চেৎ আত্মানন্দবিষয়ং ব্রহ্মণো বিজ্ঞানম্, তদেব তস্য স্বভাব ইতি আত্মানন্দং বিজানাতীতি কল্পনা অনুপপন্না; অতদ্বিজ্ঞানপ্রসঙ্গে হি কল্পনায়া অর্থবত্ত্বম্, যথা আত্মানং পরঞ্চ বেত্তীতি। ন হি ইষ্বাদ্যাসক্তমনসো নৈরন্তর্য্যেণ ইষু-জ্ঞানাজ্ঞান-কল্পনায়া অর্থবত্ত্বম্ ।৯

অথ বিচ্ছিন্নমাত্মানন্দং বিজানাতীতি—বিজ্ঞানস্যাত্মবিজ্ঞানচ্ছিদ্রে অন্য-বিষয়ত্বপ্রসঙ্গে আত্মনশ্চ বিক্রিয়াবত্ত্বম্; ততশ্চানিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ। তস্মা-দ্বিজ্ঞানমানন্দমিতি স্বরূপান্বাখ্যানপরৈব শ্রুতির্নাত্মানন্দসংবেদ্যত্বার্থা। "জক্ষৎ ক্রীড়ন্" ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধোঽসংবেদ্যত্ব ইতি চেৎ; ন; সর্ব্বাত্মৈকত্বে যথাপ্রাপ্তানুবাদিত্বাৎ—মুক্তস্য সর্ব্বাত্মভাবে সতি যত্র কচিৎ যোগিষু দেবেষু বা জক্ষণাদি প্রাপ্তম্, তৎ যথাপ্রাপ্তমেবানূদ্যতে—তত্তস্যৈব সর্ব্বাত্মভাবাদিতি সর্ব্বাত্মভাব মোক্ষস্তুতয়ে।১০

যথাপ্রাপ্তানুবাদিত্বে দুঃখিত্বমপীতি চেৎ,—যোগ্যাদিষু যথাপ্রাপ্ত-জক্ষণাদিবৎ স্থাবরাদিষু যথাপ্রাপ্তদুঃখিত্বমপীতি চেৎ; ন, নামরূপকৃতকার্য্যকরণোপাধি-সম্পর্কজনিত ভ্রান্ত্যধ্যারোপিতত্বাৎ সুখিত্ব-দুঃখিত্বাদিবিশেষস্যেতি পরি-হৃতমেতৎ সর্ব্বম্। বিরুদ্ধশ্রুতীনাঞ্চ বিষয়মবোচাম। তস্মাৎ "এষোঽস্য পরম আনন্দঃ" ইতিবৎ সর্ব্বাণ্যানন্দবাক্যানি দ্রষ্টব্যানি ॥২৪০॥৩৪॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য নবমং ব্রাহ্মণম্ ॥৩।৯॥

শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদ-শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

টীকা। স্বভাববাদমুত্থাপয়তি—জাত ইতি। ইতিশব্দোক্তমসবাত্তার্থঃ। তদেব স্ফুটয়তি—জনিষ্যমাণস্য হীতি। ন জায়ত ইতি ভাগেনোত্তরমাহ—নেত্যা-দিনা।, স্বভাববাদে দোষমাহ—সন্যাপেতি। স্বভাবাসম্ভবে ফলিতমাহ—অত ইতি। উক্তমেব স্ফুটয়তি—জগত ইতি। ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠত্বে বাক্যবক্তা সিদ্ধে ফলিতমাহ—অত ইতি। সমাপ্তাখ্যায়িকেতি। ব্রাহ্মণাশ্চ সর্ব্বে যথাযথং জগ্মুরিত্যর্থঃ।১

বিজ্ঞানাদিবাক্যমুত্থাপয়তি—যজ্জগত ইত্যাদিনা। বিজ্ঞানশব্দস্য করণাদিবিষয়ত্বং বারয়তি—বিজ্ঞপ্তিরিতি। আনন্দবিশেষণস্য কৃত্যং দর্শয়তি—নেত্যাদিনা। প্রসন্নং দুঃখহেতুনা কামক্রোধাদিনা সম্বন্ধরহিতম্। শিবং কামাদিকারণেনাজ্ঞানেনাপি সম্বন্ধশূন্যম্। সাতিশয়ত্বপ্রযুক্তদুঃখরাহিত্যমাহ—অতুলমিতি। সাধনসাধ্যত্বাধীনদুঃখবৈধুর্য্যমাহ—অনায়াসমিতি। দুঃখনিবৃত্তিমাত্রং সুখমিতি পক্ষং প্রতিক্ষিপতি—নিত্যতৃপ্তমিতি।

আনন্দো জ্ঞানমিতি বক্ষ্যমাণশ্রুত্যা বিরোধমাশঙ্ক্যাহ—একরসমিতি। কথমত উপপদ্যতেরিতি জ্ঞাযেন ব্রহ্মণো জ্ঞানরূপত্বমাহ—রাতিরিত্যাদিনা। 'ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি' ইতি শ্রুত্যন্তরমাশ্রিত্য তস্যৈব মুক্তোপসৃপ্যত্বমুপদিশতি—কিংচেতি। অক্ষরব্যাখ্যানসমাপ্তা-বিতি শব্দঃ। ২

সচ্চিদানন্দাত্মকং ব্রহ্ম বিদ্যাবিদ্যাভ্যাং বন্ধমোক্ষাস্পদমিত্যুক্তমিদানীং ব্রহ্মানন্দে বিচার-মবতারয়ন্নবিগীতমর্থমাহ—অত্রেতি। তথাপি প্রকৃতে বাক্যে কিমায়াতমিতি, তদাহ—অত্র চেতি। ন চ কেবলমত্রৈবানন্দশব্দো ব্রহ্মবিশেষণার্থকত্বেন শ্রুতঃ, কিন্তু তৈত্তিরীয়-কাদাবপীত্যাহ—শ্রুত্যন্তরে চেতি। ব্রহ্মণো বিশেষণত্বেনানন্দশব্দঃ শ্রূয়ত ইতি সম্বন্ধঃ। অন্যাঃ শ্রুতীরেবোদাহরতি—আনন্দ ইত্যাদিনা। এবমাদ্যাঃ শ্রুতয় ইতি শেষঃ। তথাপি কথং বিচারসিদ্ধিস্তত্রাহ—সংবেদ্য ইতি। লোকপ্রসিদ্ধেরদ্বৈতশ্রুতেশ্চ ব্রহ্মণ্যা-নন্দঃ সংবেদ্যোঽসংবেদ্যো বেতি বিচারঃ কর্তব্য ইত্যর্থঃ। উভয়ত্র ফলং দর্শয়তি—ব্রহ্মা-নন্দশ্চেতি। অন্যথা লোকবেদয়োঃ শব্দার্থভেদাদবিশিষ্টস্ত বাক্যার্থ ইতি ন্যায়বিরোধো-ঽসংবেদ্যত্বে পুনরদ্বৈতশ্রুতিরবিরুদ্ধেতি ভাবঃ। ৩

বিচারমাক্ষিপতি—নন্বিতি। বিরুদ্ধশ্রুত্যর্থনির্ণয়ার্থং বিচারকর্তব্যতাং দর্শয়তি—নেতি। সংগ্রহবাক্যং বিবৃণোতি—সত্যমিত্যাদিনা। একত্বে সতি বিজ্ঞান-প্রতিষেধশ্রুতিমেবোদাহরতি—যত্রেত্যাদিনা। ইত্যাদি শ্রবণমিতি শেষঃ। ফলিত-মাহ—বিরুদ্ধশ্রুতীতি। শ্রুতিবিপ্রতিপত্তৌ বিচারকর্তব্যতামুপসংহরতি—তস্মাদিতি। তত্রৈব হেত্বন্তরমাহ—মোক্ষেতি। তামেব বিপ্রতিপত্তিং বিবৃণোতি—সাংখ্যা ইতি। ৪

বিমর্শপূর্বকং পূর্বপক্ষং গৃহ্ণাতি—কিং তাবদিত্যাদিনা। আনন্দাদিশ্রবণাদি-জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি শ্রুতের্মোক্ষে সুখং সংবেদ্যমিতি যুক্তমিতি সম্বন্ধঃ। তত্রৈব বাক্যান্তরাণ্যুদাহরতি—জক্ষদিত্যাদিনা। পূর্বপক্ষমাক্ষিপতি—নন্বিতি। মোক্ষে চেদিষ্যতে সুখজ্ঞানং, তর্হি তদনেককারকসাধ্যং বাচ্যং ক্রিয়াত্বাৎ পাকাদিবৎ, সর্বৈকত্বে চ মোক্ষে কারকবিভাগাভাবান্ন সুখসংবেদনং সম্ভবতীত্যর্থঃ। জন্যস্য কারকাপেক্ষায়ামপি সুখজ্ঞানস্যাজন্যত্বান্ন তদপেক্ষেত্যাশঙ্ক্যাহ—ক্রিয়ায়াশ্চেতি। যা ক্রিয়া সাঽনেককারক-সাধ্যেতি ব্যাপ্তের্গমনাদাববগতত্বাজ্জ্ঞানস্যাপি ধাত্বর্থত্বেন ক্রিয়াত্বাদনেককারকসাধ্যতা সিদ্ধেবেত্যর্থঃ। শ্রুতিপ্রামাণ্যমাশ্রিত্য পূর্ববাদী পরিহরতি—নৈষ দোষ ইতি। তদেব স্ফুটয়তি—বিজ্ঞানমিতি। ৫

অদ্বয়ে ব্রহ্মণি শ্রুতিপ্রামাণ্যাদানন্দজ্ঞানমুক্তমাক্ষিপতি—নন্বিতি। অদ্বৈতশ্রুতিবিরোধাৎ ব্রহ্মণি বিজ্ঞানক্রিয়াকারকবিভাগাপেক্ষা নোপপদ্যতে। ন হি বিজ্ঞানমানন্দমিত্যাদিবচনানি মানান্তরবিরোধেন বিজ্ঞানক্রিয়াং ব্রহ্মণ্যুৎপাদয়ন্তি, তেষাং জ্ঞাপকত্বাজ্জ্ঞাপকস্য চাবিরোধা-পেক্ষত্বাৎ, অন্যথাঽতিপ্রসঙ্গাদিত্যর্থঃ। লৌকিকজ্ঞানস্য ক্রিয়াত্বেঽপি মোক্ষসুখজ্ঞানং ক্রিয়ৈব ন ভবতি, তন্ন, বিজ্ঞানাদিবাক্যস্যাদ্বৈতশ্রুতিবিরোধোঽস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। পরঃ-

পাবকয়োঃ সর্ব্বত্রৈকরূপ্যবদ্বিজ্ঞানস্যাপি লোকবেদয়োরেকরূপত্বমেবেতি, ভাবঃ। ঘানান্তর-বিরোধাদাত্মজ্ঞানস্বজ্ঞানস্য সম্বন্ধেব বা নির্দিশ্যতে, এক ক্রিয়াং বা নিরাক্রিয়তে ? তত্রাদ্যং দূষয়তি—নেত্যাদিনা। তদেব স্পষ্টয়তি—ন বিজ্ঞানমিতি। ৬

সুখজ্ঞানস্য গুণত্বাঙ্গীকারাৎ ক্রিয়াত্বনিরাকরণমিষ্টমেবেতি মত্বাহ—অনুভূয়তে হীতি। অনুভবমেবাভিনয়তি—সুখ্যহমিতি। তথাপি শ্রুতিবিরোধঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য প্রত্যক্ষানু-সারেণ সাপি নেতব্যেত্যাশয়েনাহ—তস্মাদিতি। আত্মজ্ঞানস্বজ্ঞানস্য ক্রিয়াত্বানঙ্গী-কারাৎ কারকভেদাপেক্ষাভাবাদিত্যর্থঃ। গুণত্বপক্ষে চ প্রত্যক্ষানুগুণত্বাদাগমস্য বিরো-ধিনস্তদনুসারেণ নেয়ত্বাদবিরুদ্ধাগমস্য ভূয়স্ত্বাদিত্যতিশয়ঃ। অবিরুদ্ধার্থতা বিজ্ঞানাদিশ্রুতে-রিতি শেষঃ। গুণত্বপিভাবেঽপি নাদ্বৈতশ্রুতিঃ শক্যা নেতুমিত্যাশঙ্ক্য স্বরেষ্টমপক্ষমাশ্রি-ত্যাহ—তস্মাদানন্দমিতি। যথাকথঞ্চিদ্ব্রহ্মণ্যানন্দস্য বেদ্যত্বে শ্রুতীনামানুগুণ্য-মতীত্যাহ—তথেতি। ৭

আনন্দো বেদ্যো ব্রহ্মেতি চোদিতে সিদ্ধান্ত্যাহ—নেতি। আগন্তুকমনাগন্তুকং বা জ্ঞানং মুক্তো বানন্দং গোচরয়তি নাদ্য ইত্যাহ—কার্য্যেতি। অনুপপত্তিমেব স্ফোরয়তি—শরীরেতি। কার্য্যকরণয়োরভাবেঽপি মোক্ষে ব্রহ্মানন্দজ্ঞানং জনিষ্যতে, সংসারে হি দেহাপেক্ষেত্যাশঙ্ক্যাহ—দেহাদীতি। দ্বিতীয়ং দূষয়তি—একত্বেতি। ন হি ব্রহ্ম-স্বরূপজ্ঞানেনৈব বেদ্যানন্দরূপং জ্ঞাতুমুৎসহতে, বিষয়বিষয়িণোরেকত্ববিরোধাত্তজ্জ্ঞানাগন্তুক-মপি জ্ঞানং মুক্তো নানন্দমধিকরোতীত্যর্থঃ।

কিঞ্চ ব্রহ্ম বা মুক্তো বা সংসারী বা ব্রহ্মানন্দং গোচরয়েৎ ? তত্রাদ্যমনূবদতি—পরং চেদিতি। তস্মিন্ পক্ষে ন ব্রহ্ম স্বরূপানন্দং বেত্তি তেনৈক্যাদেকত্র বিষয়বিষয়িত্বানুপ-পত্তেরুক্তত্বাদিতি দূষয়তি—তস্যেতি। নাপি সংসারী ব্রহ্মানন্দং গোচরয়তি, স খল্বিদ্বত্ত্বে সংসারে সংসারিণমাত্মানমভিমন্যমানো ন ব্রহ্মানন্দমাকলয়িতুমলং, সংসারে নিবৃত্তে তু ততো বিনিমুক্তো ব্রহ্মস্বভাবং প্রতিপদ্যমানস্তদানন্দং তদেব বিষয়ীকর্ত্তুং নার্হতীতি তৃতীয়ং প্রত্যাহ—সংসার্য্যপীতি। মুক্তোঽপি ব্রহ্মণোঽভিন্নো ভিন্নো বেতি বিকল্প্যাভেদপক্ষ-মনূভাষতে—অলেতি। ব্রহ্মাভিন্নস্য মুক্তস্য তদানন্দবিষয়ীকরণমুক্তন্যায়েন নিরস্যতি—তদেতি। ৮

ভেদপক্ষমনূবদতি—অথেতি। ব্রহ্মানন্দং প্রত্যগাত্মানমিতি সম্বন্ধঃ। বেদনপ্রকার-মভিনয়তি—অহমিতি। তত্ত্বমস্যাদিশ্রুতিবিরোধেন নিরাকরোতি—তদেতি। মুক্তো ব্রহ্মণঃ সকাশাদ্ভিন্নোঽভিন্নো বা মা ভূৎ, ভিন্নাভিন্নস্তু স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদীয়েতি। সর্ব্বত্র ভেদাভেদবাদস্য দূষিতত্বাদিত্যর্থঃ। ব্রহ্মণঃ স্বানন্দস্বাবেদ্যত্বে হেত্বন্তরমাহ—কিংচান্য-দিতি। তদেবোপপাদয়তি—নিরন্তরং চেদিতি। আখ্যাতপ্রয়োগস্য তর্হি কুত্রার্থ-বত্ত্বং, তত্রাহ—অতদ্বিজ্ঞানেনেতি। দেবদত্তো হি বুদ্ধিপূর্ব্বকারিত্বাবস্থায়াং স্বাত্মানমন্যং চ বিবিচ্য জানাতি, নাস্যদেত্যুক্তমথাবদর্শনাত্তত্রাখ্যাতপ্রয়োগো যুজ্যতে, নৈবং ব্রহ্মণ্যজ্ঞানবত্তাব-স্থাতথা চ তত্রাখ্যাতপ্রযোগো নার্থবানিত্যর্থঃ। ব্রহ্মণ্যাখ্যাতপ্রয়োগানর্থক্যং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—স হীতি। ৯

প্রত্যগাত্মনি নিত্যজ্ঞানত্বাসিদ্ধিং শঙ্কতি—অথেতি। বিচ্ছিন্নমিতি ক্রিয়াবিশেষণম্। পরিহরতি—বিজ্ঞানস্যেতি। আত্মনো বিজ্ঞানস্য ছিন্নত্বস্বরূপেণ দর্শনেঽপি বিজ্ঞানমস্তি চেৎ, তস্যাগন্তুকবিষয়ত্বপ্রসঙ্গস্তথা চ 'যত্রান্যৎ পশ্যতি' ইত্যাদিশ্রুতের্নাত্মনো বস্তুত্বাপত্তিঃ; ন চেন্নদা বিজ্ঞানং, তদা পাষাণবদচেতনত্বং, বিজ্ঞপ্তিরূপত্বানঙ্গীকারাদিত্যর্থঃ। আত্মনোঽনিত্যজ্ঞানবত্বে দোষান্তরমাহ—আত্মনশ্চেতি। আনন্দজ্ঞানে ব্রহ্মণি বিষয়বিষয়িত্বাযোগশ্চেৎ কথং বিজ্ঞানাদিবাক্যমিত্যাশঙ্ক্যোপসংহরতি—তস্মাদিতি। ব্রহ্মণ্যানন্দস্যাবেদ্যত্বে শ্রুতিবিরোধমুক্তং স্মারয়তি—তস্মাদিতি। সর্ব্বত্রাত্মনো মুক্তস্যৈক্যে সতি যোগ্যাদিষু যথা ব্রহ্মণাদি প্রাপ্তং, তথৈব তদনুবাদিত্বাদস্যাঃ শ্রুতের্ন বিরোধোঽস্তীতি পরিহরতি—নেত্যাদিনা। তদেব প্রপঞ্চয়তি—মুক্তস্যেতি। কিমনুবাদে ফলমিতি চেত্তদাহ—তস্যেতি। মুক্তস্য যোগ্যাদিষু সর্ব্বাত্মত্বাবাদেব তত্র প্রাপ্ত ব্রহ্মণাদ্যত্র মুক্তিস্তুতয়েঽনূদ্যতে, তস্মাদনুবাদবৈয়র্থ্যমিত্যর্থঃ। ১০

বিদুষঃ সার্ব্বাত্ম্যেন যোগ্যাদিষু প্রাপ্তব্রহ্মণাদ্যনুবাদে দুঃখাদ্যাপত্তিপ্রসক্তিরিতি শঙ্কতে—যথাপ্রাপ্তেতি। অতিপ্রসঙ্গমেব প্রকটয়তি—যোগ্যাদয়ীতি। অবিদ্যাকৃতনামরূপবিরচিতোপাধিবিষয়সম্বন্ধনিবন্ধনমিথ্যাজ্ঞানাধীনত্বাদাত্মনি দুঃখিত্বাদপ্রতীতেঃ ন তত্র বস্তুতো দুঃখিত্বং, ন চ ব্রহ্মণাদ্যপি বাস্তবমাবিদ্যত্বৈর মুক্তিস্তুতয়েঽনুবাদাদ্দুঃখিত্বস্য কিং নানুবাদোঽস্তিতিহীনত্বপ্রাপ্তেরিতি পরিহরতি—নেত্যাদিনা। যৎ তু বিরুদ্ধশ্রুতিদৃষ্টৈকার্থে নির্ণয়ো ভবতীতি, তত্রাহ—বিরুদ্ধেতি। বেদ্যত্বাবেদ্যত্বাদিশ্রুতীনাং সোপাধিকনিরুপাধিকবিষয়ত্বেন মধুকাণ্ডে ব্যবস্থোক্তেত্যর্থঃ। ব্রাহ্মণার্থমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। ব্রহ্মণ্যানন্দস্য বেদ্যতায়া দুর্নিরূপত্বং তচ্ছব্দার্থঃ। যথৈবোঽস্তেত্যত্র ভেদো ন বিবক্ষিতঃ, সর্ব্বাত্মভাবস্য প্রকৃতত্বাত্তথা বিজ্ঞানাদিবাক্যে চানন্দস্য বেদ্যতা ন বিবক্ষিতা। উক্তরীত্যা তদবেদ্যতায়া দুষ্প্রতিপাদত্বাৎ, তস্মাদতিশয়ানন্দঃ চিদেকতানং বস্তু সিদ্ধমিত্যর্থঃ। ১০ ॥২৮॥৭॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং তৃতীয়াধ্যায়স্য নবমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৩॥ ৯ :

ভাষ্যানুবাদ। যদি মনে কর যে, মর্ত্ত্য ত স্বভাবতই জাত; সুতরাং তৎসম্বন্ধে আর জিজ্ঞাস্য কি আছে?—যাহা জন্মিয়াছে, তাহারই জন্ম বিষয়ে প্রশ্ন করা যাইতে পারে, কিন্তু জাত পদার্থের সম্বন্ধে নহে; ইহা যখন উৎপন্নই রহিয়াছে, (আর পুনরুৎপন্ন হইবে না,) তখন এবিষয়ে ত প্রশ্নই সঙ্গত হয় না; না, একথা বলিতে পার না; কারণ, মৃত্যুর পরও নিশ্চয়ই জন্ম হইয়া থাকে; তাহা না হইলে কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগম নামক দুইটী দোষ ঘটিতে পারে (১)। অতএব তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা

---

(১) তাৎপর্য্য—কৃতনাশ অর্থ—যে সমস্ত কর্ম্ম করা হয়, সে সমস্ত কর্ম্মের নিষ্ফলতা, আর অকৃতাভ্যাগম অর্থ—যেরূপ কর্ম্ম করা হয় নাই, সেরূপ কর্ম্মফলভোগ করা। অভিপ্রায়

করিতেছি—মৃত্যুর পরে এই মর্ত্ত্যকে পুনর্ব্বার জন্মায় কে? সভাস্থ ব্রাহ্মণগণ তাহা বুঝিতে পারিলেন না, অর্থাৎ মৃত্যুর পর যাহা হইতে পুনরায় জন্ম লাভ হয়, জগতের সেই মূল কারণ নিরূপণ করিতে পারিলেন না; অতএব ব্রহ্মিষ্ঠত্ব নিবন্ধন যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট সকলে পরাজিত হইলেন; তিনি গোধন লইয়া গেলেন। এখানেই আখ্যায়িকা সমাপ্ত হইল।১

অতঃপর—যাহা জগতের মূল কারণ, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে শব্দ দ্বারা ব্রহ্মের নির্দ্দেশ হইয়া থাকে এবং স্বয়ং যাজ্ঞবল্ক্যও ব্রাহ্মণগণকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; স্বয়ং শ্রুতিই তাহা আমাদিগকে বলিয়া দিতেছেন - 'বিজ্ঞানং' —বিশিষ্ট জ্ঞানস্বরূপ, তাহাই আবার আনন্দ স্বরূপও বটে, কিন্তু উহা বিষয়জ জ্ঞানের ন্যায় দুঃখমিশ্রিত নহে; তবে কি না, উহা শিব (কল্যাণময়), অনুপম —সর্ব্ববিধ ক্লেশসম্পর্ক-বর্জ্জিত, নিত্যতৃপ্ত ও একরস (একস্বভাব)। উক্ত উভয়বিধ বিশেষণবিশিষ্ট ব্রহ্ম কি প্রকার?—ধনদাতার—কর্ম্মানুষ্ঠাতা যজমানের পরায়ণ—পরম আশ্রয় অর্থাৎ কর্ম্মফলপ্রদাতা। অপিচ, যাহারা লোকৈষণা, বিত্তৈষণা ও পুত্রৈষণা, এই ত্রিবিধ কামনা হইতে সম্পূর্ণ বিরত হইয়া সেই ব্রহ্মেতেই স্থিতি লাভ করেন; অকর্ম্মী (জ্ঞানী) এবং ব্রহ্মবিৎ —যিনি সেই ব্রহ্মতত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইয়াছেন, তাহাদেরও পরমাশ্রয়স্বরূপ।২

অতঃপর, এ বিষয়ে এইরূপ আলোচনা করা যাইতেছে—জগতে 'আনন্দ' শব্দ সুখবাচক বলিয়া প্রসিদ্ধ; অথচ এখানে "আনন্দং ব্রহ্ম" ব্রহ্মবাক্যে আনন্দ শব্দটী ব্রহ্মের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে; এবং অন্যান্য শ্রুতিতেও ব্রহ্ম-বিশেষণ রূপে 'আনন্দ' শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে; যথা—'ব্রহ্মকে আনন্দ স্বরূপ বলিয়া জানিয়াছিলেন,' 'আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে জানিলে', 'এই আকাশ (ব্রহ্ম) যদি আনন্দ স্বরূপ না হইত,' 'যাহা ভূমা (পরম মহৎ ব্রহ্ম), তাহাই সুখ স্বরূপ', 'এই পরমাত্মাই পরম আনন্দস্বরূপ' ইত্যাদি। 'আনন্দ' শব্দ সাধারণতঃ অনুভবযোগ্য সুখেই প্রসিদ্ধ; অতএব ব্রহ্মানন্দও যদি অনুভব-

এই যে, মর্ত্ত্য পুরুষ যদি মৃত্যুর পর, পুনরায় জন্ম লাভ না করে, প্রত্যেক জন্মই যদি অভিনব—অপ্রাবস্তাত হয়, তাহা হইলে, বলিতে হইবে যে কোন জীবই স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করে না এবং সেরূপ ভোগের সম্ভাবনাও রহিল না; সুতরাং কৃত কর্ম্ম গুলি নষ্ট—বিফল হইয়া গেল, আর প্রত্যেকের পক্ষেই অকৃত—যাহা নিজে করে নাই, এরূপ ফলের ভোগ সম্ভাবিত হইল। তাহার ফলে জগতের দৃশ্যমান বৈচিত্র্য রক্ষা পাইতে পারে না ইত্যাদি।

যোগ্য হয়, তাহা হইলেই ব্রহ্মবিষয়ে প্রযুক্ত উক্ত 'আনন্দ' শব্দ যুক্তিযুক্ত হয়, (নচেৎ সঙ্গত হয় না) ।৩

ভাল কথা, স্বয়ং শ্রুতি যখন ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলিতেছেন, তখন ব্রহ্মও অনুভবযোগ্য আনন্দস্বরূপই হউক ; ইহাতে আর বিচার্য্য বিষয় কি আছে ? না—একথা বলিতে পারা যায় না ; কেন না, এ বিষয়ে বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্যও পরিলক্ষিত হইতেছে। হাঁ, সত্য বটে, ব্রহ্মবিষয়ে যেমন আনন্দশব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি ব্রহ্মৈকত্বপক্ষে বিজ্ঞানের (অনুভবেরও) প্রতিষেধ শুনিতে পাওয়া যায় ; যথা—'যখন মুমুক্ষুর সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন কে কাহাকে কিসের দ্বারা দর্শন করিবে কিসের দ্বারা কাহাকে জানিবে ?' 'যাহাতে অন্য কিছু দর্শন করে না, অন্য কিছু শ্রবণ করে না, এবং অন্য কিছু জানে না, তাহাই ভূমা ব্রহ্ম)' 'জীব প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া বাহ্য বা আভ্যন্তর কিছুই জানে না' ইত্যাদি। অতএব পরস্পর বিরুদ্ধার্থ-বোধক শ্রুতি থাকায় বিচার করা আবশ্যক হইতেছে ; সুতরাং বেদবাক্যের প্রকৃতার্থ নিরূপণের জন্য বিচার করা উচিত। বিশেষতঃ মোক্ষবাদিগণের মধ্যে বিরুদ্ধমত দর্শনেও বিচারের আবশ্যকতা আছে,—সাংখ্য ও বৈশেষিক উভয়েই মোক্ষবাদী ; তাঁহারা বলেন—মুক্তিতে অনুভবযোগ্য কোন সুখ থাকে না ; অন্য সম্প্রদায় বলেন যে, মুক্তিতেও নিরতিশয়—যাহা অপেক্ষা আর অধিক নাই, এইরূপ আনন্দ অনুভব হইয়া থাকে। অতএব বিচারের যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে।৪

এমত অবস্থায় কোন পক্ষ অবলম্বন করা উচিত ? না, আনন্দ প্রভৃতি শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ দর্শনে এবং 'মুক্ত পুরুষ হাস্য, ক্রীড়া ও রমণ করতঃ', 'তিনি যদি পিতৃলোককামী হন', 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিদ্', 'সমস্ত কাম (বিষয়) উপভোগ করেন' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যানুসারে স্বীকার করিতে হয় যে, মুক্তিতেও সুখ-সংবেদন হইয়া থাকে। ভাল, একত্ব-সিদ্ধান্ত পক্ষে কারক-বিভাগ যখন থাকেনা, তখন ত সুখ-বিজ্ঞান হইবে কিরূপে ? কারণ, ক্রিয়া-মাত্রই বহুকারক-সাধ্য ; বিজ্ঞানও যখন একটী ক্রিয়া, তখন একত্ব-পক্ষে আনন্দানুভব হইবে কি প্রকারে ? না, ইহা দোষাবহ হয় না ; কারণ, এবিষয়ে যখন স্পষ্ট শ্রুতিপ্রমাণ রহিয়াছে, তখন ব্রহ্মানন্দের অনুভবেও বিরোধ হইতে পারে না ; আর আনন্দ অনুভবগোচর না হইলে যে, 'বিজ্ঞানমানন্দম্' প্রভৃতি বাক্য অসঙ্গত হয়, সেকথাও আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ।৫

ভাল, জিজ্ঞাসা করি, বচন থাকিলেই কি হয়?—বচনে ত নিশ্চয়ই অগ্নির শীতলতা, কিম্বা জলের উষ্ণতা জন্মাইতে পারে না; কারণ, বচনে (শব্দ প্রমাণ) কেবল বস্তুর স্বভাব জ্ঞাপন করে মাত্র, কিন্তু অন্য দেশে অগ্নি শীতল, অথবা অগম্য কোনও স্থানে জল স্বভাবতঃ উষ্ণ—উহা জ্ঞাপন করিতে পারে না; [জ্ঞাপন করিলেও, সে বাক্য প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হয় না]। না—এ আপত্তি হইতে পারে না; কেন না, পরমাত্মগত আনন্দের যে, অনুভব হয়, ইহা প্রত্যক্ষও দেখিতে পাওয়া যায়; বিশেষতঃ 'অগ্নি শীতল' ইত্যাদি বাক্য যেমন প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধার্থপ্রকাশক, 'বিজ্ঞানম্ আনন্দম্' এবংবিধ বাক্যগুলি সেরূপ কোনপ্রকার বিরুদ্ধার্থপ্রকাশক নহে। ৬

আর ঐ সকল শ্রুতিবাক্যের যে, অর্থগত বিরোধ নাই তাহা অনুভবসিদ্ধও বটে,—'আমি সুখী' ইত্যাদিরূপে আত্মার সুখরূপত্ব সকলেই অনুভব করিয়া থাকে; (১) সুতরাং আত্মার আনন্দ স্বরূপত্বকথাটা প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ হইতেছে না; অতএব আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বিজ্ঞানাত্মক বলিয়াই আপনি আপনাকে অনুভব করিয়া থাকে। এইরূপ হইলেই আত্মার আনন্দস্বরূপত্ব-প্রতিপাদক পূর্বোদাহৃত "জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেরও সামঞ্জস্য রক্ষা পাইতে পারে। ৭

না—একথা হইতে পারে না; কারণ, দেহেন্দ্রিয়াদির অভাবে বিজ্ঞানোৎপত্তি কখনই সম্ভবপর হয় না; কেন না, আত্যন্তিক মোক্ষদশায় শরীর থাকে না; শরীর রূপ আশ্রয় না থাকিলে ইন্দ্রিয় থাকাও সম্ভব হয় না; অতএব দেহেন্দ্রিয়াদি না থাকায় আনন্দ বিষয়ে বিজ্ঞানোৎপত্তি একেবারেই অসম্ভব। আর যদি দেহেন্দ্রিয়াদির অভাবেও বিজ্ঞানোৎপত্তি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও, এই দেহেন্দ্রিয়াদি পরিগ্রহের কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখা যায় না; একথা একত্বসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধও বটে: কারণ পর ব্রহ্ম নিত্য বিজ্ঞানস্বরূপ বলিয়া যদি আপনার আনন্দাত্মক ভাব প্রকাশ

(১) এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, 'অহং সুখী' বলিলে বুঝা যায় যে, আত্মার ধর্ম্মই সুখ, কিন্তু আত্মা সুখাত্মক নহে; সুতরাং ভাষ্যকার 'আত্মার সুখাত্মতা অনুভব হয়' বলিলেন কিরূপে? তদুত্তরে বলিতে পারা যায় যে, ইঁহাদের মতে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী পৃথক্ বস্তু নহে; উভয়ই এক সত্তার অধীন; সুতরাং ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী অভিন্ন পদার্থ; অতএব 'অহং সুখী' বাক্যেও সুখ-ধর্ম্মটীকে তাহার আশ্রয়ভূত আত্মার সহিত অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করা অনুচিত হয় নাই।

করিতেন, তাহা হইলে ত সর্ব্বদাই প্রকাশ করিতেন; কিন্তু তাহা ত কখনই করেন না; আর সংসারী আত্মাও যখন সংসার হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়, তখনই সে আপনার প্রকৃত স্বরূপ প্রাপ্ত হয়; সুতরাং সংসারীর পক্ষে ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। তাহার পর, মুক্ত আত্মাও—জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত জলাঞ্জলির ন্যায় ব্রহ্মের সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া যায়, কিন্তু আনন্দাত্মক ব্রহ্মবিজ্ঞানের জন্য কখনই পৃথক্ হইয়া থাকে না, অতএব 'মুক্তিদশায় জীব আনন্দাত্মক আত্মাকে অনুভব করিয়া থাকে' এ কথার কোনই অর্থ থাকে না। ৮

আর যদি বল, মুক্ত আত্মা পৃথক্ থাকিয়াই ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধি করিয়া থাকে; এবং 'আমি আনন্দস্বরূপ' বলিয়া প্রত্যগাত্মাকে (আপনাকে) অনুভব করিয়া থাকে, তাহা হইলেও একত্বসিদ্ধান্তের বিরোধ হয়, এবং সমস্ত শ্রুতিবাক্যেরও বাধা ঘটে; অথচ এতদতিরিক্ত তৃতীয় আর একটা কল্পনা করাও সম্ভব হয় না। আরও এক কথা, ব্রহ্ম যদি সর্ব্বদাই আত্মানন্দ অনুভব করিতে থাকে; তাহা হইলে, বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান-বিভাগ কল্পনা নিরর্থক হইয়া পড়ে; আত্মার আনন্দবিষয়ক বিজ্ঞান যদি সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে তাহাই তাহার স্বভাব; সুতরাং 'আত্মা আনন্দ অনুভব করে' এইরূপ নূতন করিয়া অনুভব কল্পনা করা সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব যদি তাহার আগন্তুক বিজ্ঞানের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলেই ঐরূপ কল্পনার সার্থকতা হইতে পারে, যেমন 'আপনাকে ও অপরকে জানে' ইত্যাদি বাক্যের সার্থকতা হয়, তদ্রূপ অবিচ্ছিন্নভাবে যাহার মন কেবল ইষুতে একান্ত নিবিষ্ট, তাহার সম্বন্ধে যেমন ইষুবিষয়ে জ্ঞান ও অজ্ঞানের কল্পনা অর্থহীন, তেমনি বিজ্ঞানাত্মক আত্মা কখনও জ্ঞানকে জানে, কখনও জানে না, এইরূপ কল্পনারও কোনই অর্থ থাকে না। ৯

এই দোষ পরিহারের জন্য যদি বল, আত্মা বিচ্ছিন্নভাবেই স্বীয় আনন্দের অনুভব করিয়া থাকে; তাহা হইলেও আত্মবিজ্ঞানের ছিদ্রে, অর্থাৎ যে সময় আত্মানন্দবিষয়ে জ্ঞান না থাকে, সেই সময়ে অন্য বিষয়ে বিজ্ঞান হইতে পারে; তাহা হইলে ও আত্মার নির্ব্বিকারভাব নষ্ট হয়; নির্ব্বিকারত্ব নষ্ট হইলেই তাহার অনিত্যত্ব আসিয়া পড়ে। অতএব বলিতে হইবে যে, ব্রহ্মের কেবল স্বরূপমাত্র প্রতিপাদন করাই "বিজ্ঞানমানন্দম্" এই শ্রুতির

মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু ব্রহ্মানন্দের অগম্যভাবাতা প্রতিপাদন করা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। আপত্তি হইতে পারে যে, ব্রহ্মানন্দ যদি অনুভবগোচরই না হয়, তাহা হইলে 'জক্ষৎ ক্রীড়ন্' ইত্যাদি শ্রুতি বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে? না, সে আপত্তিও হইতে পারে না; কারণ, ব্রহ্ম ও নিখিল আত্মা যখন একই বস্তু, তখন ঐ শ্রুতিকে যথাপ্রাপ্তার্থানুবাদক অর্থাৎ যাহা স্বতই সম্ভবপর হয়, ঐশ্রুতিটী তাহাই প্রতিপাদন করিতেছে মাত্র। অভিপ্রায় এই যে, মুক্তাত্মা যখন সমস্ত আত্মার সঙ্গে এক—অভিন্ন হইয়া যায়, তখন যোগী বা দেবতা প্রভৃতি যে কোনও আত্মাতে হাস্যক্রীড়াদি যাহা কিছু হয়, তাহাই সেই মুক্ত পুরুষের হাস্য ক্রীড়াদিরূপে পরিগণিত হয়; কারণ, তখন তিনি সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন; অতএব বুঝিতে হইবে যে, সর্ব্বাত্মভাবরূপ মোক্ষের প্রশংসার জন্যই স্বতঃপ্রাপ্ত হাস্যক্রীড়া প্রভৃতি ব্যাপার ঐ সমস্ত শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু অন্য কোনও নূতন বিষয় জ্ঞাপন করিতেছে না।১০

ভাল কথা, ঐ সকল শ্রুতি যদি স্বতঃপ্রাপ্ত বিষয়েরই অনুবাদক মাত্র হয়, তাহা হইলেও সর্ব্বাত্মভাবাপন্ন মুক্ত পুরুষের হাস্যক্রীড়াদি প্রাপ্তির ন্যায় দুঃখাদি প্রাপ্তিও ত হইতে পারে—উৎকৃষ্ট দেহে যেমন হাস্যক্রীড়াদি সম্ভাবিত হয়, তেমনি স্থাবরাদি দেহে আবার নিরতিশয় দুঃখসম্বন্ধও তাহার হইতে পারে? না, এরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, যত কিছু সুখ-দুঃখাদি সম্বন্ধ আছে, তৎ সমস্তই নামরূপকৃত কার্য্য করণরূপ (দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ) উপাধি-সম্পর্কজনিত ভ্রান্তি-বিজ্ঞানে অধ্যারোপিত মাত্র—কোনটীই সত্য নহে; এই প্রণালীতে পূর্ব্বেই উক্ত আপত্তির পরিহার করা হইয়াছে। ইহার বিরুদ্ধার্থ বোধক শ্রুতিসমূহেরও প্রতিপাদ্য বিষয় যে, কি হইবে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতএব, "এষোঽস্য পরম আনন্দঃ" (ইহাই ইহার (জীবের) পরম আনন্দ) এই শ্রুতিগত 'আনন্দ' শব্দের ন্যায় আনন্দবোধক অন্যান্য শ্রুতিবাক্যেরও ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে হইবে ॥২৪০॥৩৪॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদে তৃতীয়াধ্যায়ের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৩।৯।

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য নবমং ব্রাহ্মণম্ ॥৩।৯॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥৩॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

আভাসভাষ্যম্। জনকো হ বৈদেহ আসাঞ্চক্রে 'অস্য সম্বন্ধঃ'—শারীরাদ্যানষ্টৌ পুরুষান্ নিরুহ্য প্রত্যুহ্য, পুনর্হৃদয়ে, দিগ্‌ভেদেন চ পুনঃ পঞ্চধা ব্যূহ্য, হৃদয়ে প্রত্যুহ্য, হৃদয়ং শরীরঞ্চ পুনরন্যোন্যপ্রতিষ্ঠং প্রাণাদি-পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকে সমানাখ্যে জগদাত্মনি সূত্রে উপসংহৃত্য, জগদাত্মানং শরীর-হৃদয়সূত্রাবস্থমতিক্রান্তবান্ য ঔপনিষদঃ পুরুষঃ—নেতি নেতীতি ব্যপদিষ্টঃ, স সাক্ষাচ্চ উপাদানকারণস্বরূপেণ চ নির্দ্দিষ্টঃ "বিজ্ঞানমানন্দম্" ইতি। তস্যৈব বাগাদিদেবতাদ্বারেণ পুনরধিগমঃ কর্ত্তব্য—ইত্যধিগমনোপায়ান্তরার্থো-ঽয়মারম্ভো ব্রাহ্মণদ্বয়স্য আখ্যায়িকা তু আচারপ্রদর্শনার্থা।—

আভাসভাষ্যানুবাদ। 'জনকো হ বৈদেহ আসাঞ্চক্রে' ইত্যাদি। অতীত তৃতীয়াধ্যায়ের সহিত ইহার সম্বন্ধ এইরূপ—পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষে শারীরপ্রভৃতি অষ্টবিধ পুরুষের স্বরূপ নিরূপণ করিয়া, পুনশ্চ হৃদয় মধ্যে তাহাদের উপসংহার করিয়া, আবার দিগ্‌ভেদানুসারে তাহাদের পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া পুনশ্চ হৃদয়ে তাহাদের উপসংহার প্রদর্শন করা হইয়াছে। তাহার পর, পরস্পর পরস্পরে আশ্রিত হৃদয় ও শরীরকে প্রাণাপানাদি পঞ্চবিধ বৃত্তিবিশিষ্ট 'সমান'সংজ্ঞক জগদাত্মস্বরূপ 'সূত্রে' উপসংহার করিয়া, আবার শরীর, হৃদয় ও সূত্রস্থ সেই জগদাত্মকে, 'সমানের'ও অতীত, যে ঔপনিষদ পুরুষ 'নেতি নেতি' বাক্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, তাহাকেই 'বিজ্ঞানম্ আনন্দম্' বাক্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ও উপাদান কারণরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এখন আবার বাক্ প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দ্বারা তাহার উপলব্ধি করান আবশ্যক ; এই জন্য তাহাকে লাভ করিবার পক্ষে আরো যে সমস্ত উপায় আছে, তৎপ্রতিপাদনার্থ পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণদ্বয় আরব্ধ হইতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও বিদ্যাগ্রহণের আচার প্রদর্শনার্থ একটী আখ্যায়িকা প্রদর্শিত হইতেছে।

ওঁম্ জনকো হ বৈদেহ আসাঞ্চক্রেঽথ হ যাজ্ঞবল্ক্য আবব্রাজ। তং হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য কিমর্থমচারীঃ পশূনিচ্ছন্নণ্বন্তানিতি। উভয়মেব সম্রাড়িতি হোবাচ ॥২৪১॥১॥

অন্বয়ার্থঃ। জনকঃ (তন্নামকঃ) বৈদেহঃ (বিদেহাধিপতিঃ) আসাঞ্চক্রে (আগন্তুকানাং দর্শনযোগ্যং স্থানং অধিষ্ঠিতবান্), হ (ঐতিহ্যে)। অথ (অনন্তরং) যাজ্ঞবল্ক্যঃ (তন্নামক ঋষিঃ) আবব্রাজ (তত্রাগতঃ)। [জনকঃ] তং (যাজ্ঞবল্ক্যং) উবাচ হ—হে যাজ্ঞবল্ক্য, [ত্বং] কিমর্থং অচারীঃ? (মমান্তিকম্ আগতোঽসি?) পশূন্ (গবাদীন্ ইচ্ছন্, অণ্বন্তান্ (সূক্ষ্মান্তান্ দুর্বিজ্ঞেয়ার্থান্) [বা জ্ঞাতুম্]? ইতি। [এবং পৃষ্টঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ] উবাচ হ—হে সম্রাট্, উভয়মেব (পশূনপি ইচ্ছন্, দুর্বিজ্ঞেয়ানর্থানপি জ্ঞাতুমিত্যর্থঃ) ॥ ২৪১ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ। বিদেহদেশাধিপতি জনক মহারাজ একদা লোকের দর্শনোপযুক্ত স্থানে অধিষ্ঠিত রহিয়াছিলেন; অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। জনক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি কি উদ্দেশ্যে আমার নিকট আসিয়াছ?—পুনশ্চ পশুলাভের ইচ্ছায়? অথবা আমার নিকট বহুবিধ সূক্ষ্ম তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছায়? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে সম্রাট্, উভয়ের ইচ্ছায়ই, অর্থাৎ পশুলাভের ইচ্ছায়ও আসিয়াছি এবং সূক্ষ্ম তত্ত্ব-বিষয়ক প্রশ্ন শুনিবার ইচ্ছায়ও আসিয়াছি ॥২৪১॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। জনকো হ বৈদেহ আসাঞ্চক্রে আসনং কৃতবান্ আস্থায়িকাং দত্তবানিত্যর্থঃ, দর্শনকামেভ্যো রাজা। অথ হ তস্মিন্নবসরে যাজ্ঞবল্ক্য আবব্রাজ আগতবান্ আত্মনো যোগক্ষেমার্থম্, রাজ্ঞো বা বিবিদিষাং দৃষ্ট্বা অনুগ্রহার্থম্। তথাগতং যাজ্ঞবল্ক্যং যথাবৎ পূজাং কৃত্বা উবাচ হ উক্তবান্ জনকঃ—হে যাজ্ঞবল্ক্য কিমর্থম্ অচারীঃ আগতোঽসি? কিং পশূনিচ্ছন্ পুনরপি, আহোস্বিৎ অণ্বন্তান্ সূক্ষ্মান্তান্ সূক্ষ্মবস্তুনির্ণয়ান্তান্ প্রশ্নান্ মত্তঃ শ্রোতুমিচ্ছন্নিতি। উভয়মেব—পশূন্ প্রশ্নাংশ্চ, হে সম্রাট্। সম্রাড়িতি বাজপেয়যাজিনো লিঙ্গম্; যশ্চাজ্ঞয়া রাজ্যং প্রশাস্তি, স সম্রাট্, তস্যামন্ত্রণং হে সম্রাড়িতি; সমস্তস্য বা ভারতস্য বর্ষস্য রাজা ॥২৪১॥১॥

টীকা। পূর্বস্মিন্নধ্যায়ে জল্পন্যায়েন সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম নির্দ্ধারিতম্। ইদানীং বাদন্যায়েন তদেব নির্দ্ধারয়িতুমধ্যায়ান্তরমবতারয়তি—জনক ইতি। তত্র প্রাক্তনবক্ষ্যমাণয়োঃ সম্বন্ধং প্রতিজানীতে—অস্তেতি। তদেব বক্তুং বৃত্তং কীর্ত্তয়তি—শারীরাদ্যাত্মানমিতি। নিরুক্তং প্রত্যাহেতি বিভাগঃ ব্যবহারমাপাদ্যেত্যর্থঃ। প্রত্যাহ হৃদয়ে পুনরুপসংহৃত্যেতি যাবৎ।

জগদারণীত্যব্যাকৃতোক্তিঃ। সূত্রশব্দেন তৎকারণং গৃহ্যতে। অতিক্রমণং তদ্‌গুণদোষা-সংস্পৃষ্টত্বম্‌। অনন্তরব্রাহ্মণদ্বয়তাৎপর্য্যমাহ—তস্মৈ স্তুত্বেতি। বাগাদ্যধিষ্ঠাত্রীষ্বগ্‌ন্যাদিষু দেবতাসু ব্রহ্মদৃষ্টিধারেত্যর্থঃ। পূর্ব্বোক্তাধ্যব্যতিরেকাদিসাধনাপেক্ষয়াপরশব্দঃ। আচার্য্য-বতা প্রত্যাদিসম্পন্নেন বিদ্যা লব্ধব্যেত্যাচারঃ। অপ্রাপ্তপ্রাপ্তির্যোগঃ, প্রাপ্তস্য রক্ষণং ক্ষেম ইতি বিভাগঃ। ভারতস্য বর্ষস্য হিমবৎসেতুপর্য্যন্তস্য দেশস্যেতি যাবৎ॥২৪১॥১॥

ভাষ্যানুবাদ। বিদেহাধিপতি জনক আসন করিয়া বসিয়াছিলেন, অর্থাৎ যাহারা রাজদর্শনের অভিলাষে আগমন করে, তাহাদের দর্শনোপযুক্ত স্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন। সেই অবসরে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি, আপনার যোগ-ক্ষেমের জন্যই হউক, অথবা রাজার তত্ত্বজিজ্ঞাসা দর্শনে অনুগ্রহপ্রকাশার্থই হউক আসিয়াছিলেন। মহারাজ জনক সমাগত যাজ্ঞবল্ক্যকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি কি উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছ?—পুনর্ব্বারও পশুলাভের প্রত্যাশায়? কিংবা আমার নিকটে অণ্বন্ত—অর্থাৎ সূক্ষ্ম তত্ত্বনির্ণায়ক নানাপ্রকার প্রশ্ন শুনিবার ইচ্ছায়? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে সম্রাট্‌, উভয়ের ইচ্ছায়ই অর্থাৎ পশুলাভ ও প্রশ্ন শ্রবণ উভয়ের জন্যই আসিয়াছি। 'সম্রাট্‌' শব্দটী বাজপেয়যাজীর চিহ্ন, অর্থাৎ সম্রাট্‌ শব্দে সম্বোধন করায় বুঝা যাইতেছে যে, জনক মহারাজ বাজপেয়নামক যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এবং তিনি আজ্ঞাক্রমে অপরাপর রাজাদেরও শাসন করিতেন; অথবা তিনি সমস্ত ভারতবর্ষের অধিপতি ছিলেন; এই জন্য তিনি সম্রাট্‌ শব্দে সম্বোধনের যোগ্য॥ ২৪১॥ ১॥

যত্তে কশ্চিদব্রবীৎ তচ্ছৃণবামেত্যব্রবীন্মে জিত্বা শৈলিনির্বাগ্‌ বৈ ব্রহ্মেতি, যথা মাতৃমান্‌ পিতৃমানাচার্য্যবান্‌ ব্রূয়াৎ তথা তচ্ছৈলিনিরব্রবীদ্‌ বাগ্বৈ ব্রহ্মেত্যবদতো হি কিংস্যাদিতি, অব্রবীত্তু তে তস্যায়তনং প্রতিষ্ঠাম্‌, ন মেহব্রবীদিত্যেকপাদ্বা এতৎ সম্রাড়িতি, স বৈ নো ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য।

বাগেবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞেত্যেনদুপাসীত। কা প্রজ্ঞতা যাজ্ঞবল্ক্য। বাগেব সম্রাড়িতি হোবাচ। বাচা বৈ সম্রাড্‌ বন্ধুঃ প্রজ্ঞায়ত ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো

ইথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানীষ্টং হুতমাশিতং পায়িতময়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি বাচৈব সম্রাট্ প্রজ্ঞায়ন্তে, বাগ্বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম। নৈনং বাগ্ জহাতি সর্ব্বাণ্যেনং ভূতান্যভিক্ষরন্তি, দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি, য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে। হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি ।২৪২।।২।।

সরলার্থঃ। [যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ—হে সম্রাট্,] কশ্চিৎ (আচার্য্যঃ) তে (তুভ্যং যৎ অব্রবীৎ (উক্তবান্), তৎ [বয়ং] শৃণবাম (শ্রোতুমিচ্ছাম)ইতি। [জনক আহ] শৈলিনিঃ (শিলিনস্যাপত্যং পুমান্) জিত্বা (জিত্বাখ্য আচার্য্যঃ) মে (মহ্যং) অব্রবীৎ (অকথয়ৎ)—বাক্ (বাগ্দেবতা) বৈ (এব) ব্রহ্ম ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—যুক্তমুক্তমেতৎ] যথা মাতৃমান্ (অনুশাসনক্ষমা মাতা যস্যাস্তি, সঃ), পিতৃমান্ (উপদেশপ্রদানোচিতঃ পিতা যস্যাস্তি, সঃ), আচার্য্যবান্ (উপনয়নাৎ পরং সমাবর্ত্তনপর্য্যন্তং উপদেষ্টা গুরুঃ যস্যাস্তি, সঃ, এবংবিধ আচার্য্যঃ] যথা ব্রূয়াৎ (উপদিশেৎ) [শিষ্যং], তথা শৈলিনিঃ তৎ অব্রবীৎ—বাক্ বৈ ব্রহ্ম ইতি ; হি (যতঃ) অবদতঃ (বাগ্বিধুরস্য মূকস্য) কিং স্যাৎ ? (ঐহিকং পারত্রিকং বা ন কিমপীত্যর্থঃ)। তু (পুনঃ) তস্য (বাগ্ব্রহ্মণঃ) আয়তনং প্রতিষ্ঠাং (আশ্রয়ং) তে (তুভ্যং) অব্রবীৎ ? [জনক আহ—] [স আচার্য্যঃ] মে (মহ্যং) ন অব্রবীৎ (আয়তনবিজ্ঞানং ন উপদিষ্টবান্) ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] হে সম্রাট্, এতৎ (বাগ্ব্রহ্ম) একপাদ্ (পাদত্রয়শূন্যমিত্যর্থঃ) বৈ (এব)। হে যাজ্ঞবল্ক্য, সঃ (আচার্য্যত্বেন কল্পিতঃ ত্বং) নঃ (অস্মান্) ব্রূহি (কথয়) [আয়তনমিতি শেষঃ]। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] বাক্ (বাগিন্দ্রিয়ম্) এব আয়তনং (শরীরম্), আকাশঃ প্রতিষ্ঠা (ত্রৈকালিক আশ্রয়ঃ) ; এনৎ (এতৎ বাগ্ব্রহ্ম) 'প্রজ্ঞা' ইতি (প্রজ্ঞারূপেণ) উপাসীত। [অত্র বাগ্ব্রহ্মণঃ বাগিন্দ্রিয়ং দ্বিতীয়ঃ পাদঃ, আকাশঃ তৃতীয়ঃ পাদঃ, প্রজ্ঞা চ চতুর্থঃ পাদঃ ইতি ভাবঃ]। [জনকঃ পপ্রচ্ছ] হে যাজ্ঞবল্ক্য, কা প্রজ্ঞতা ? (কিং প্রজ্ঞৈব প্রজ্ঞতা, উত প্রজ্ঞাতঃ অতিরিক্তঃ

কশ্চিৎ প্রজ্ঞাধর্ম্মঃ ? হে সম্রাট্, বাক্ এব [প্রজ্ঞতা] ইতি হ [যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ। [কথম্ ?] হে সম্রাট্, বৈ (যতঃ) বাচা বন্ধুঃ প্রজ্ঞায়তে (অয়ং মম বন্ধুরিতি বাচা এব পরিচীয়তে ইত্যর্থঃ), তথা হে সম্রাট্, ঋগ্বেদঃ, যজুর্ব্বেদঃ, সাম-বেদঃ, অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ (অথর্ব্ববেদঃ), ইতিহাসঃ, পুরাণম্, বিদ্যা, উপনিষদঃ, শ্লোকাঃ, সূত্রাণি, অনুব্যাখ্যানানি, ব্যাখ্যানানি, ইষ্টং, (যাগজনিতং ধর্ম্ম-জাতম্), হুতং (হোমজং ধর্ম্মজাতং), আশিতং (অন্ন-দানকৃতং), পায়িতং (পানীয়দানকৃতং), অয়ং (বর্ত্তমানঃ) চ লোকঃ (জন্ম), পরঃ (ভবিষ্যন্) চ লোকঃ (জন্ম), [কিং বহুনা,] সর্ব্বাণি চ ভূতানি বাচা এব প্রজ্ঞায়ন্তে, [অতঃ] হে সম্রাট্, বাক্ বৈ (এব) পরমং ব্রহ্ম। যঃ (যঃ কশ্চিৎ জনঃ) এবং বিদ্বান্ (জানন্ সন্) এতং (বাগ্‌ব্রহ্ম) উপাস্তে, বাক্ এনং (বাগ্-ব্রহ্মবিদং) ন জহাতি ; সর্ব্বাণি ভূতানি এনং (বাগ্‌ব্রহ্মবিদং) অভি (লক্ষ্যী-কৃত্য) ক্ষরন্তি (স্বং স্বং অর্থম্ উপহরন্তি) ; ইহ (অস্মিন্নেব দেহে) দেবঃ ভূত্বা (দেবত্বং প্রাপ্য) দেবান্ অপ্যেতি (দেহপাতোত্তরকালং চ দেবান্ অভিসম্পদ্যতে ইত্যর্থঃ)। [এতৎ শ্রুত্বা] বৈদেহঃ জনকঃ উবাচ হ— [বিদ্যামূল্যং] হস্ত্যৃষভং (হস্তিতুল্যঃ ঋষভঃ যত্র, তৎ তথাভূতং) সহস্রং (গোসহস্রং) [তুভ্যং] দদামি ইতি। [এবমুক্তঃ] সঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ—শিষ্যান্ অননুশিষ্য (উপদেশেন কৃতার্থান্ অকৃত্বা) ন হরেত (কিঞ্চিদপি গৃহ্নীয়াৎ) ইতি মে (মম) পিতা অমন্যত, (মমাপি তথৈব মতমিত্যভিপ্রায়ঃ) ইতি ॥ ২৪২ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ। [যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বিদেহাধিপতি জনক মহারাজকে বলিলেন—তোমার বহু আচার্য্য আছে ; তন্মধ্যে কোন এক আচার্য্য তোমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। [জনক বলিলেন,] শিলিনের পুত্র—শৈলিনি জিত্বানামক আচার্য্য আমাকে বলিয়াছিলেন—'বাক্ই ব্রহ্ম'। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, একথা খুব সত্য ; উপযুক্ত পিতা, মাতা ও গুরুর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত আচার্য্য যেরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন, শৈলিনি জিত্বাও তোমাকে ঠিক সেইরূপই উপদেশ দিয়াছেন,— "বাগ্ বৈ ব্রহ্ম" ইতি ; কেন না, যে লোক বাগ্‌বিহীন, তাহার

কোন কার্য্য সম্পন্ন হয়?—ঐহিক বা পারলৌকিক কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। কিন্তু তোমাকে সেই বাগ্‌ব্রহ্মের আয়তন (শরীর) ও প্রতিষ্ঠা (নিয়ত আশ্রয়) সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন কি? [জনক বলিলেন,] না, তিনি আমাকে তাহা বলেন নাই। [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] হে সম্রাট্, ইহা হইতেছে ব্রহ্মের একপাদ, অর্থাৎ একটী অংশ মাত্র; (এখনও অপর তিনটী পাদ তোমার অবিজ্ঞাত রহিয়াছে);। জনক বলিলেন,] হে যাজ্ঞবল্ক্য, তদ্বিষয়ে আপনার অভিজ্ঞতা আছে; অতএব আপনিই আমাকে তাহা বলুন। [জনক বলিলেন,] বাগিন্দ্রিয়ই ইহার আয়তন, এবং আকাশ ইহার প্রতিষ্ঠা; ইহাকে 'প্রজ্ঞা' বলিয়া উপাসনা করিবে। [জনক জিজ্ঞাসা করিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই 'প্রজ্ঞা' কথার অর্থ কি? প্রজ্ঞা অর্থ কি বাক্? না তাহার ধর্ম্ম? [যাজ্ঞবল্ক্য] বলিলেন—হে সম্রাট্, বাক্ই, অর্থাৎ বাক্ই এখানে প্রজ্ঞাশব্দের অর্থ। কেন না, হে সম্রাট্, বাক্‌দ্বারাই বন্ধুকে উত্তমরূপে জানা যায়, এবং বাক্য দ্বারাই ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষদ্ (বেদরস্য), শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যান, ব্যাখ্যান, ইষ্ট (যজ্ঞজনিত ধর্ম্ম), হোমজ ধর্ম্ম, অন্নপানপ্রদানজনিত ধর্ম্ম, ইহ জন্ম, পর জন্ম, এবং সমস্ত ভূতবর্গ এই বাক্যের সাহায্যেই জানিতে পারা যায়; অতএব, হে সম্রাট্, বাক্ই পরব্রহ্ম। যিনি এই রূপে বাগ্‌ব্রহ্মের উপাসনা করেন, বাক্ কখনও তাহাকে পরিত্যাগ করে না; সমস্ত ভূতবর্গ ইহাকে উপহার প্রদান করে, এবং তিনি এই দেহেই দেবত্ব লাভ করিয়া দেহপাতের পর দেবতাতে মিলিয়া যান। বিদেহপতি জনক [একথা শুনিয়া] বলিলেন—আমি বিদ্যার মূল্য স্বরূপ হস্তিতুল্য বৃষভযুক্ত গোসহস্র তোমাকে প্রদান করিতেছি। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—আমার পিতা মনে করিতেন—শিষ্যকে উপদেশ দ্বারা কৃতার্থ না করিয়া [তাহার নিকট হইতে কিছুই] গ্রহণ করিতে নাই, [আমারও তাহাই মত] ॥২৪-॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌। কিন্তু, যৎ তে তুভ্যং কশ্চিদব্রবীৎ আচার্য্যঃ—অনেকাচার্য্যসেবী হি ভবান্‌, তৎ শৃণবামেতি। ইতর আহ—অব্রবীন্মুক্তবান্‌ মে মম আচার্য্যো জিত্বা নামতঃ শিলিনস্যাপত্যং শৈলিনিঃ—বাগ্বৈ ব্রহ্মেতি বাগ্‌দেবতা ব্রহ্মেতি। আহেতরঃ যথা মাতৃমান্‌ মাতা যস্য বিদ্যতে পুত্রস্য সম্যগনুশাস্ত্রী, স মাতৃমান্‌। অতউর্দ্ধং পিতা যস্যানুশাস্তা, স পিতৃমান্‌। উপনয়নাদূর্দ্ধমাসমাবর্ত্তনাদাচার্য্যঃ যস্যানুশাস্তা, স আচার্য্যবান্‌; এবং শুদ্ধিত্রয়হেতুসংযুক্তঃ স সাক্ষাদাচার্য্যঃ স্বয়ং ন কদাচিদপি প্রামাণ্যাদ্‌ব্যভিচরতি; স যথা ব্রূয়াৎ শিষ্যায়, তথাঽসৌ জিত্বা শৈলিনিরুক্তবান্‌—বাগ্বৈ ব্রহ্মেতি। অবদতো হি কিং স্যাদিতি—ন হি মূকস্যেহার্থমমুত্রার্থং বা কিংচন স্যাৎ।১

কিং তু অব্রবীদুক্তবান্‌, তে তুভ্যং, তস্য ব্রহ্মণ আয়তনং প্রতিষ্ঠাঞ্চ? আয়তনং নাম শরীরম্‌; প্রতিষ্ঠা ত্রিষপি কালেষু য আশ্রয়ঃ। আহেতরঃ—ন মে অব্রবীদিতি। ইতর আহ—যদ্যেবম্‌,একপাৎ বৈ এতৎ একঃ পাদো যস্য ব্রহ্মণঃ, তদিদমেকপাদ্‌ ব্রহ্ম ত্রিভিঃ পাদৈঃ শূন্যম্‌ উপাস্যমানমপি ন ফলায় ভবতীত্যর্থঃ। যদ্যেবম্‌, স ত্বং বিদ্বান্‌ সন্‌ নঃ অস্মভ্যং ব্রূহি, হে যাজ্ঞবল্ক্যেতি। স চাহ—বাগেব আয়তনং, বাগ্‌দেবস্য ব্রহ্মণো বাগেব করণম্‌ আয়তনং শরীরম্‌; আকাশঃ অব্যাকৃতাখ্যঃ প্রতিষ্ঠা উৎপত্তিস্থিতিলয়কালেষু। প্রজ্ঞেত্যেনং উপাসীত—প্রজ্ঞেত্যয়মুপনিষদ্‌ ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ, প্রজ্ঞেতি কৃত্বা এনদ্‌ব্রহ্মোপাসীত।২

কা প্রজ্ঞতা যাজ্ঞবল্ক্য? কিং স্বয়মেব প্রজ্ঞা? উত প্রজ্ঞানিমিত্তা—যথা আয়তনপ্রতিষ্ঠে ব্রহ্মণো ব্যতিরিক্তে, তদ্বৎ কিম্‌? ন; কথং তর্হি? বাগেব সম্রাড়িতি হোবাচ; বাগেব প্রজ্ঞেতি হ উবাচ উক্তবান্‌, ন ব্যতিরিক্তা প্রজ্ঞেতি। কথং পুনর্ব্বাগেব প্রজ্ঞেতি? উচ্যতে—বাচা বৈ সম্রাট্‌ বন্ধুঃ প্রজ্ঞায়তে—অস্মাকং বন্ধুরিত্যুক্তে প্রজ্ঞায়তে বন্ধুঃ; তথা ঋগ্বেদাদি, ইষ্টং যাগনিমিত্তং ধর্ম্মজাতং, হুতং হোমনিমিত্তঞ্চ, অশিতম্‌ অন্নদাননিমিত্তং, পায়িতং পানদাননিমিত্তম্‌ অয়ঞ্চ লোকঃ ইদঞ্চ জন্ম, পরশ্চ লোকঃ প্রতিপত্তব্যঞ্চ জন্ম, সর্ব্বাণি চ ভূতানি বাচৈব সম্রাট্‌, প্রজ্ঞায়ন্তে, অতো বাগ্বৈ সম্রাট্‌, পরমং ব্রহ্ম। নৈনং যথোক্তব্রহ্মবিদং বাগ্‌ জহাতি। সর্ব্বাণ্যেনং ভূতান্যভিক্ষরন্তি বলিদানাদিভিঃ; দেবো ভূত্বা পুনঃ শরীরপাতোত্তরকালং দেবানপ্যেতি—অপিগচ্ছতি, য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে।৩

বিদ্যা-নিষ্ক্রয়ার্থং হস্তিতুল্য ঋষভঃ—হস্ত্যৃষভো যস্মিন্‌ গোসহস্রে,

তৎ হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—অননুশিষ্য শিষ্যং কৃতার্থমকৃত্বা শিষ্যাৎ ধনং ন হরেতেতি মে মম পিতা অমন্যত; মমাপ্যয়মেবাভিপ্রায়ঃ ॥২৪২॥২॥

টীকা। তত্র রাজানং প্রতি প্রশ্নমুথাপয়তি—কিঞ্চিদিতি। কশ্চিদিতি বিশেষণস্য তাৎপর্য্যমাহ—অনেকেতি। প্রামাণ্যাবগতম্। যথোক্তার্থানুবোধনে যুক্তিমাহ—ন হীতি। ১

যথোক্তব্রহ্মবিদ্যয়া কৃতকৃত্যমেবং মন্যমানং রাজানং প্রত্যাহ—কিঞ্চিদিতি। আয়তনপ্রতিষ্ঠয়োরেকত্বাৎ পুনরুক্তিমাশঙ্ক্য বিভজতে—আয়তনং নামেতি। একপাদত্বেঽপি ব্রহ্মণস্তদুপাসনাদিষ্টসিদ্ধিরস্তি চেত্তত্রাহ—ত্রিভিরিতি। ত্রহি প্রতিষ্ঠাবায়তনং চেতি শেষঃ। ২

প্রশ্নমেব বিবৃণোতি—কিং স্বয়মেবেতি। প্রজ্ঞা নিমিত্তং যস্যা বাচঃ সা তথা। দ্বিতীয়পক্ষং নিরস্যতি—যথেতি। ব্যতিরেকপক্ষং নিষেধতি—নেতি। আকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং পক্ষান্তরং গৃহ্ণাতি—কথং তর্হীতি। বলিদানমুপহারসমর্পণম্। আদিপদেন স্রক্চন্দনবস্ত্রালঙ্কারাদিগ্রহঃ। বিদ্যামিষ্কৃয়ার্থমুবাচেতি সম্বন্ধঃ। পিতুরেতন্মতমস্তু, তব কিমায়াতং, তদাহ—মমাপীতি। ২৪২। ২।

ভাষ্যানুবাদ। হে মহারাজ, তুমি অনেক আচার্য্যের সেবা করিয়াছ; তন্মধ্যে কোন এক আচার্য্য তোমাকে যাহা বলিয়াছেন, উপদেশ দিয়াছেন, আমরা তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। অপরে (জনক) বলিলেন—শৈলিনি—শিলিনের পুত্র জিত্বানামক আচার্য্য আমাকে বলিয়াছেন—'বাগ্ বৈ ব্রহ্ম' অর্থাৎ বাগ্দেবতাই ব্রহ্ম ইতি। অপরে (জনক) বলিলেন—মাতৃমান্—যে পুত্রের যথাযথভাবে অনুশাসনসমর্থা মাতা বিদ্যমান থাকে, তিনি মাতৃমান্; তাহার পর পিতা যাহাকে শাসন করেন, তিনি পিতৃমান্; অতঃপর উপনয়ন হইতে আরম্ভ করিয়া সমাবর্ত্তনকাল পর্য্যন্ত আচার্য্য যাহার অনুশাসন করিয়া থাকেন, তিনি আচার্য্যবান্; যে আচার্য্য, এবংবিধ ত্রিপ্রকার শুদ্ধিসমন্বিত, তিনি নিজে কখনই সাক্ষাৎসম্বন্ধে অপ্রমাণ্যভাগী বা অনাপ্তপদবাচ্য হইতে পারেন না। ঐরূপ প্রমাণভূত আচার্য্য শিষ্যকে যেরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন, এই জিত্বা নামক শৈলিনি আচার্য্যও তোমাকে ঠিক সেইরূপই যথার্থ বলিয়াছেন যে, বাগ্ বৈ ব্রহ্মেতি; কেন না, যে ব্যক্তি বলিতে পারে না—মূক, তাহার কি হয়?—মূক ব্যক্তির ঐহিক বা পারলৌকিক কোন কার্য্যই নিষ্পন্ন হয় না। [অতএব তিনি ঠিক উপদেশই দিয়াছেন] ১

কিন্তু তিনি কি তোমাকে উহার আয়তন ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছেন? আয়তন অর্থ—শরীর; আর প্রতিষ্ঠা অর্থ—যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়স্থায়ী আশ্রয়। জনক বলিলেন—না, আমাকে তিনি তাহা বলেন নাই। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, যদি এইরূপই হইয়া থাকে, তাহা হইলে [জানিবে যে,] ইহা একপাদ ব্রহ্ম—অর্থাৎ চতুষ্পাদ ব্রহ্মের ইহা একটী মাত্র পাদ; অবশিষ্ট পাদত্রয় এখনও তোমার অবিজ্ঞাত রহিয়াছে; সুতরাং পাদত্রয়হীন একপাদ মাত্র বাক্‌ব্রহ্মের উপাসনা করিলেও সম্যক্ ফলের সম্ভাবনা নাই। [জনক বলিলেন,] হে যাজ্ঞবল্ক্য, যদি এরূপই হয়, তাহা হইলে, তুমি যখন জান, তখন তুমিই তাহা আমাকে বল। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, বাক্‌ই ইহার আয়তন, অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়ই বাক্‌দেবতা ব্রহ্মের আয়তন—শরীর; এবং অব্যাকৃত আকাশ (১) তাহার প্রতিষ্ঠা—উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়, এই কালত্রয়ব্যাপী আশ্রয়; 'প্রজ্ঞা' এই উপনিষদ্‌টী হইতেছে ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ; অতএব 'প্রজ্ঞা' বলিয়াই এই ব্রহ্মের উপাসনা করিবে।২

[জনক জিজ্ঞাসা করিলেন,] হে যাজ্ঞবল্ক্য, প্রজ্ঞতা কি? অর্থাৎ এখানে প্রজ্ঞা অর্থ কি প্রজ্ঞাই? অথবা প্রজ্ঞাজনিত অন্য কিছু? যেমন আয়তন ও প্রতিষ্ঠা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ, ইহাও কি সেইরূপই স্বতন্ত্র কোন পদার্থ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] না, তাহা নহে; তবে কি? হে সম্রাট্, উহা বাক্‌ই, প্রজ্ঞা বাকের অতিরিক্ত নহে। ভাল, বাক্যকেই প্রজ্ঞা বলা হইতেছে কিরূপে? হে সম্রাট্, যে হেতু বাক্য দ্বারাই বন্ধুকে জানা যায়—'ইনি আমাদের বন্ধু' বলিলে, তাহাকে বন্ধু বলিয়া জানিতে পারা যায়; সেইরূপ, ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইষ্ট (যাগলব্ধ ধর্ম্মসমূহ), হুত—হোমোৎপন্ন ধর্ম্মসমূহ, আশিত (অন্নদানোৎপন্ন ধর্ম্ম), পায়িত পেয়দ্রব্য প্রদান জনিত ধর্ম্ম, ইহ জন্ম, পরজন্ম এবং সমস্ত ভূত, এই বাক্যের সাহায্যেই জানা যায়। হে সম্রাট্, অতএব বাক্‌ই ব্রহ্ম। যিনি এই তত্ত্ব জানিয়া বাগ্‌ব্রহ্মের উপাসনা করেন, বাক্য কখনও সেই বাগ্‌ব্রহ্মবিদ্

(১) তাৎপর্য্য—অব্যাকৃত অর্থ—অপঞ্চীকৃত। প্রথম আকাশাদি পঞ্চভূত অবিমিশ্রিত—বিশুদ্ধভাবে উৎপন্ন হয়, সেই অবস্থায় উহাদিগকে অব্যাকৃত বলা হয়। আকাশাদি ভূত সমূহ পরে পরস্পরের সহিত সম্মিশ্রিত (পঞ্চীকৃত) হয়। পঞ্চীকৃত ভূতসমূহই লোকের ব্যবহারে আইসে।

পুরুষকে পরিত্যাগ করে না, এবং সমস্ত ভূতবর্গ ইহাকে উপহার প্রদান করে; তিনি এই শরীরেই দেবত্ব লাভ করেন, এবং দেহপাতের পর দেবতাতে মিলিত হন। ৩

বিদেহাধিপতি জনক বলিলেন—আমি এই বিদ্যার মূল্যস্বরূপ হস্তিতুল্য বৃষযুক্ত সহস্র গো তোমাকে প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আমার পিতা মনে করিতেন যে, শিষ্যকে উপদেশ না দিয়া অর্থাৎ শিষ্যকে কৃতার্থ না করিয়া, তাহার নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিবে না। অভিপ্রায় এই যে, আমার পিতার যাহা অভিমত, আমারও তাহাই মত ॥২৪২॥২॥

যদেব তে কশ্চিদব্রবীত্তচ্ছৃণবামেতি ব্রবীতু উদঙ্কঃ শৌল্বায়নঃ প্রাণো বৈ ব্রহ্মেতি, যথা মাতৃমান্ পিতৃমা-নাচার্য্যবান্ ব্রুয়াৎ তথা তচ্ছৌল্বায়নোঽব্রবীৎ—প্রাণো বৈ ব্রহ্মেত্যপ্রাণতো হি কিং স্যাদিত্যব্রবীত্তু তে তস্যায়-তনং প্রতিষ্ঠাম্? ন মেঽব্রবীদিতি, একপাদ্বা এতৎ সম্রা-ড়িতি, স বৈ নো ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য। প্রাণ এবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা প্রিয়মিত্যেনদুপাসীত, কা প্রিয়তা যাজ্ঞবল্ক্য, প্রাণ এব সম্রাড়িতি হোবাচ, প্রাণস্য বৈ সম্রাট্ কামায়াযাজ্যং যাজয়ত্যপ্রতিগৃহ্যস্য প্রতিগৃহ্ণাত্যপি, তত্র বধাশঙ্কং ভবতি, যাং দিশমেতি প্রাণস্যৈব সম্রাট্ কামায়, প্রাণো বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম। নৈনং প্রাণো জহাতি, সর্ব্বাণ্যেনং ভূতান্য-ভিক্ষরন্তি, দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি, য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে; হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ, সহোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি ॥২৪৩॥৩॥

অন্বয়ার্থঃ। [যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুনরাহ— হে সম্রাট্,] কশ্চিৎ (আচার্য্যঃ) যৎ এব (তত্ত্বং) তে (তুভ্যম্) অব্রবীৎ; তৎ শৃণবাম ইতি। [জনক আহ—] শৌল্বায়নঃ (শুল্বস্যাপত্যং পুমান্) উদঙ্কঃ (তন্নামকঃ আচার্যঃ) মে (মহ্যং) অব্রবীৎ—প্রাণঃ বৈ ব্রহ্ম-ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] মাতৃমান্

পিতৃমান্ আচার্য্যবান্ (ঈদৃশগুণসম্পন্ন আচার্য্যঃ) যথা ব্রূয়াৎ (কথয়েৎ), শৌল্বায়নঃ তথা তৎ অব্রবীৎ—প্রাণঃ ব্রহ্মেতি। [যুক্তঞ্চৈতৎ]— হি (যস্মাৎ) অপ্রাণতঃ (প্রাণব্যাপারমকুর্ব্বতঃ প্রাণরহিতস্য) কিং স্যাৎ? (ন কিমপীত্যর্থঃ)। হে সম্রাট্, তু (পুনঃ) তস্য আয়তনং প্রতিষ্ঠাং চ তে (তুভ্যম্) অব্রবীৎ? [আচার্য্যঃ]। [জনক আহ—] মে (মহ্যং) ন অব্রবীৎ ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] হে সম্রাট্, একপাদ্ বৈ এতৎ (পাদত্রয়রহিতং পাদমাত্রং ব্রহ্মণ এতদিত্যর্থঃ)। [জনক আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, সঃ (তদ্বিজ্ঞানবান্ ত্বং) বৈ (এব) মে (মহ্যং) ব্রূহি। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] প্রাণ এব আয়তনং, আকাশঃ প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়ঃ), প্রিয়মিতি এনং (প্রাণব্রহ্ম) উপাসীত। [জনক আহ—] প্রিয়তা কা? হে সম্রাট্, প্রাণএব ইতি হ যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ; হে সম্রাট্, প্রাণস্য কামায় (প্রাণতৃপ্ত্যর্থং) বৈ অযাজ্যং (যাজনানর্হং) যাজয়তি, অপ্রতিগৃহ্যস্য (যস্মাৎ প্রতিগ্রহো ন কর্ত্তব্যঃ, তস্মাদপি) প্রতিগৃহ্ণাতি (দ্রব্যাদিকং স্বীকরোতি); তথা প্রাণস্যৈব কামায় (তৃপ্তয়ে) যাং দিশং এতি (গচ্ছতি), তত্র (তস্যাং দিশি) বধাশঙ্কং (বধাশঙ্কা—মরণ-ত্রাসঃ) ভবতি; [অতঃ] হে সম্রাট্, প্রাণঃ বৈ পরমম্ ব্রহ্ম। যঃ এবং বিদ্বান্ (জানন্ সন্) এতৎ (প্রাণব্রহ্ম) উপাস্তে; এনং (উপাসকং) প্রাণঃ ন জহাতি (অস্য অকাল-মৃত্যুর্ন ভবতি); সর্ব্বাণি ভূতানি এনং অভিক্ষরন্তি (উপহরন্তি) [পূর্ব্ববৎ], দেবঃ ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি। বৈদেহঃ জনক উবাচ হ— [বিদ্যানিষ্ক্রয়ার্থং] হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামি ইতি। যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ হ—শিষ্যং অননুশিষ্য [শিষ্যাৎ] ন হরেত ইতি মে পিতা অমন্যত; [মমাপি তদেব মতমিতি ভাবঃ]॥ ২৪৩॥ ৩

মূলানুবাদ। [পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্য জনককে জিজ্ঞাসা করিলেন—] অপর কোন আচার্য্য তোমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। [জনক বলিলেন—] উদঙ্কনামক শৌল্বায়ন —শুল্বের পুত্র আমাকে বলিয়াছেন যে, প্রাণই ব্রহ্ম; [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] মাতৃমান্ পিতৃমান্ ও আচার্য্যোপদিষ্ট আচার্য্য যেরূপ বলিয়া থাকেন, শৌল্বায়ন উদঙ্কও তোমাকে ঠিক সেইরূপই প্রাণ-ব্রহ্মের উপদেশ দিয়াছেন; কেন না, যে ব্যক্তি প্রাণহীন,

তাহার ঐহিক বা পারলৌকিক কোন কার্য্যই নিষ্পন্ন হয় না। কিন্তু হে সম্রাট্, তোমাকে সেই প্রাণব্রহ্মের আয়তন (শরীর) ও আশ্রয়ের উপদেশ দিয়াছেন কি? [জনক বলিলেন—] না, তাহা আমাকে বলেন নাই; আপনি যখন জানেন, তখন আপনিই আমাকে তাহা বলুন। [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] প্রাণ ইহার আয়তন, আকাশ ইহার প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়, ইহাকে 'প্রিয়' বলিয়া উপাসনা করিবে। [জনক জিজ্ঞাসা করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য,] এই প্রিয়তা কি? [যাজ্ঞবল্ক্য] বলিলেন—হে সম্রাট্, প্রাণই প্রিয়তা, (তদতিরিক্ত কিছু নহে); কেননা, লোকে এই প্রাণের পরিতৃপ্তিসাধনের জন্যই অযাজ্য-যাজন করে, অপ্রতিগ্রাহ্য লোকের নিকট প্রতিগ্রহ করে, এবং যেদিকে যায়, সেই দিকেই আপনার অনিষ্টাশঙ্কা করে,—এ সমস্তই প্রাণের প্রিয়তার ফল; অতএব, হে সম্রাট্, প্রাণই পরমব্রহ্ম। যে লোক এই প্রকারে প্রাণব্রহ্ম অবগত হইয়া উপাসনা করে, প্রাণ কখনই [অসময়ে] তাহাকে ত্যাগ করে না; এবং সমস্ত ভূত ইহাকে উপহার প্রদান করে; সে ব্যক্তি এই দেহেই দেবত্ব লাভ করে, এবং দেহপাতের পর সেই দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। বিদেহাধিপতি জনক বলিলেন, আমি তোমাকে হস্তিতুল্য বৃষসমন্বিত সহস্র গো দান করিতেছি। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—আমার পিতার অভিমত এই যে, শিষ্যকে কৃতার্থ না করিয়া তাহার নিকট কিছু গ্রহণ করিবে না; [আমারও তাহাই মত] ॥২৪৩।৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদেব তে কশ্চিদব্রবীৎ—উদঙ্কো নামতঃ, শুল্বস্যাপত্যং শৌল্বায়নোঽব্রবীৎ—প্রাণো বৈ ব্রহ্মেতি, প্রাণো বায়ুর্দেবতা। পূর্ব্ববৎ। প্রাণ এবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা; উপনিষৎ—প্রিয়মিত্যেনদুপাসীত। কথং পুনঃ প্রিয়ত্বম্? প্রাণস্য বৈ, হে সম্রাট্, কামায় প্রাণস্যার্থায় অযাজ্যং যাজয়তি পতিতাদিকমপি; অপ্রতিগৃহ্যস্যাপ্যুগ্রাদেঃ প্রতিগৃহ্নাত্যপি; তত্র তস্যাং দিশি বধনিমিত্তমাশঙ্কং বধাশঙ্কা ইত্যর্থঃ, যাং দিশমেতি তস্করাদ্যাকীর্ণাঞ্চ, তস্যাং দিশি বধাশঙ্কা; তচ্চৈতৎ সর্ব্বং প্রাণস্য প্রিয়ত্বে ভবতি; প্রাণস্যৈব

সম্রাট্ কামায়। তস্মাৎ প্রাণো বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম ; নৈনং প্রাণো জহাতি। সমানমন্যৎ ॥ ২৪৩ ॥ ৩ ॥

টীকা। যথা বাগগ্নির্দেবতা, তথাত্রাপি—প্রাণাদিতি। প্রাণ এবায়তনমিত্যত্র প্রাণশব্দঃ করণবিষয়ঃ। পতিতাদিকমিত্যাদিপদময়কুলীনগ্রহার্থম্। উগ্রো জাতিবিশেষঃ। আদিশব্দেন ম্লেচ্ছগণো গৃহ্যতে। ২৪৩। ৩।

ভাষ্যানুবাদ। "যদেব তে কশ্চিদ্ অব্রবীৎ" [ইত্যাদি প্রশ্ন ; তদুত্তরে জনক বলিলেন—] উদঙ্কনামক শৌল্বায়ন (শুল্বের পুত্র) বলিয়াছেন,—প্রাণই ব্রহ্ম ; পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও প্রাণ অর্থ—বায়ু দেবতা। প্রাণ তাহার আয়তন (শরীর), আকাশ তাহার প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়) ; 'প্রিয়' তাহার উপনিষৎ—রহস্য নাম ; 'প্রিয়' বলিয়াই ইহার উপাসনা করিবে।

প্রাণের প্রিয়ত্ব কিরূপে? হে সম্রাট্, যেহেতু প্রাণের কামনায় অর্থাৎ প্রাণের তৃপ্তির জন্য লোকে অযাজ্য পতিতাদির যাজন করে ; যাহাদের নিকট প্রতিগ্রহ—দানগ্রহণ করিতে নাই, সেই উগ্রাদি জাতির (১) নিকটও প্রতিগ্রহ করিয়া থাকে ; এবং তস্কর ও দস্যুপ্রভৃতিতে পরিপূর্ণ যে কোন দিকে গমন করে, সেই দিকেই আপনার বধাশঙ্কা করিয়া থাকে, অর্থাৎ অনিষ্ট পাতের সম্ভাবনা করিয়া থাকে। হে সম্রাট্, প্রাণই পরম ব্রহ্ম, প্রাণ কখনই তাহাকে [অকালে] ত্যাগ করে না। অন্যাংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্ব শ্রুতির অনুরূপ ॥ ২৪৩ ॥৩

(১) তাৎপর্য্য—উগ্র মিশ্রজাতিবিশেষ। মনু বলিয়াছে—"ক্ষত্রিয়াৎ শূদ্রকন্যায়াং ক্রূরাচারবিহারবান্। ক্ষত্রশূদ্রবপুর্জন্তুরুগ্রো নাম প্রজায়তে॥" (১০ম অঃ, ৯ম শ্লোক)। কুল্লুকভট্ট ইহার ব্যাখ্যাস্থলে, 'শূদ্রকন্যায়া' উৎপন্নম্' বলিয়াছেন ; সুতরাং ইহার মতে উগ্রজাতি অপ্রতিগ্রাহ্য না হওয়াই উচিত, কিন্তু মেধাতিথি ব্যাখ্যাভাগে ওরূপ কোন কথা বলেন নাই ; বরং বচনে 'কন্যা' শব্দের প্রয়োগ থাকায় অবিবাহিতা অর্থই বুঝা যায় ; এরূপ হইলে, ভাষ্যকারের 'অপ্রতিগ্রাহ্যস্যাপি উগ্রাদেঃ' কথা সুসঙ্গত হয়।

যদেব তে কশ্চিদব্রবীত্তচ্ছৃণবামেত্যব্রবীন্মে বর্কুর্বার্ষ্ণশ্চক্ষুর্বৈ ব্রহ্মেতি, যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্ ব্রূয়াৎ তথা তদ্বার্ষ্ণোঽব্রবীচ্চক্ষুর্বৈ ব্রহ্মেত্যপশ্যতো হি 'কিং স্যাদিতি, অব্রবীত্তু তে তস্যায়তনং প্রতিষ্ঠাং, ন মেঽব্রবী-

দিত্যেকপাদ্বা এতৎ সম্রাড়িতি, স বৈ নো ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য, চক্ষুরেবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা সত্যমিত্যেনদুপাসীত, কা সত্যতা যাজ্ঞবল্ক্য চক্ষুরেব সম্রাড়িতি হোবাচ, চক্ষুষা বৈ সম্রাট্ পশ্যন্তমাহুরদ্রাক্ষীরিতি, স আহাদ্রাক্ষমিতি, তৎ সত্যং ভবতি, চক্ষুর্বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম ; নৈনং চক্ষুর্জহাতি সর্ব্বাণ্যেনং ভূতান্যভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবংবিদ্বানেতদুপাস্তে। হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি। ২৪৪।।৪।।

অন্বয়ার্থঃ। [যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুনরপি জনকমাহ—] কশ্চিৎ (আচার্য্যঃ) তে (তুভ্যং) যৎ এব অব্রবীৎ, তৎ শৃণবাম ইতি। [জনক আহ—] বার্ষ্ণঃ (বৃষ্ণস্য অপত্যং) বর্কুঃ মে অব্রবীৎ—চক্ষুঃ বৈ ব্রহ্ম—ইতি। [যুক্তমুক্তমেতৎ—] মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্য্যবান্ [আচার্যঃ] যথা ব্রূয়াৎ, তথা বর্কুঃ তৎ অব্রবীৎ—চক্ষুঃ বৈ ব্রহ্ম ইতি। হি (যতঃ) অপশ্যতঃ (দর্শনশক্তিবিহীনস্য কিং স্যাৎ? (ন কিমপীত্যর্থঃ) ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] তস্য (চক্ষু ব্রহ্মণঃ) আয়তনং প্রতিষ্ঠাং চ তে (তুভ্যং) অব্রবীৎ [আচার্যঃ]? [জনক আহ—] মে (মহ্যং) ন অব্রবীৎ-ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] হে সম্রাট্, এতৎ (চক্ষুর্ব্রহ্ম) বৈ একপাদ্ (পাদত্রয়হীনং ব্রহ্মেত্যর্থঃ)। [জনক আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, সঃ (তদ্বিজ্ঞানবান্ ত্বং) নঃ (অস্মান্) ব্রূহি। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] চক্ষুঃ এব আয়তনং, আকাশঃ প্রতিষ্ঠা, সত্যম্-ইতি (সত্যনাম্না) এনৎ (চক্ষুর্ব্রহ্ম) উপাসীত। [জনক আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, কা সত্যতা? [যাজ্ঞবল্ক্যঃ] উবাচ—হে সম্রাট্, চক্ষুঃ এব ইতি। হে সম্রাট্, চক্ষুষা পশ্যন্তং বৈ আহুঃ—[ত্বম্] অদ্রাক্ষীঃ? (দৃষ্টবান্ অসি কিম্?) ইতি; সঃ (দ্রষ্টা) আহ (কথয়তি)—অদ্রাক্ষম্ (দৃষ্টবান্ অস্মি) ইতি; তৎ (তদুক্তং) সত্যং (অব্যভিচারি) ভবতি; [অতঃ] হে সম্রাট্, চক্ষুঃ বৈ পরমং ব্রহ্ম ইতি। য এবং বিদ্বান্ (জানন্) এতৎ (চক্ষুর্ব্রহ্ম) উপাস্তে, চক্ষুঃ এনং ন জহাতি; সর্ব্বাণি ভূতানি এনং অভিক্ষরন্তি; তথা দেবঃ ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি। বৈদেহঃ জনকঃ উবাচ

হ—হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি। [তৎ শ্রুত্বা] সঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ-অননুশিষ্য হরেত—ইতি মে পিতা অমন্যত ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ॥ ২৪৪॥ ৪॥

মূলানুবাদ। [যাজ্ঞবল্ক্য জনককে জিজ্ঞাসা করিলেন—] অপর কোন আচার্য্য তোমাকে যাহা উপদেশ দিয়াছেন, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। [জনক বলিলেন—] বৃষ্ণের পুত্র বর্কু আমাকে বলিয়াছেন যে, 'চক্ষুঃ বৈ ব্রহ্ম' (চক্ষু হইতেছে ব্রহ্ম) ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—তিনি ঠিক বলিয়াছেন ;] মাতা পিতা ও গুরুর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত আচার্য্য যেরূপ বলিয়া থাকেন, বার্কু ও ঠিক সেইরূপই তোমাকে বলিয়াছেন—'চক্ষুঃ বৈ ব্রহ্ম' ইতি ; কেন না, যে লোক দেখিতে পায় না—চক্ষুহীন, তাহার কোন কার্য্য সাধিত হয়? (কোন কার্য্যই নহে) ; কিন্তু [জিজ্ঞাসা করি, তিনি] তোমাকে উহার আয়তন (শরীর) ও প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়) বলিয়াছেন কি? [জনক বলিলেন—] না—তিনি আমাকে তাহা বলেন নাই। [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] হে সম্রাট্, ইহা ব্রহ্মের এক পাদ বা একাংশ মাত্র, (এখনও অপর তিন পাদ অবিজ্ঞাত রহিয়াছে)। [জনক বলিলেন,] হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি যখন তাহা জান, তখন তুমিই আমাকে তাহা বল। [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] চক্ষু ইহার আয়তন, আকাশ ইহার প্রতিষ্ঠা, 'সত্য' ইহার রহস্য নাম ; অতএব সত্য বলিয়াই ইহার উপাসনা করিবে। [জনক জিজ্ঞাসা করিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই সত্যতা কাহাকে বলে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সম্রাট্, উহা চক্ষুই (তদতিরিক্ত কিছু নহে) ; কেন না, হে সম্রাট্ যে ব্যক্তি চক্ষু দ্বারা দর্শন করিতে সমর্থ, তাহাকে লোকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে যে, তুমি দেখিয়াছ কি? সে ব্যক্তি তদুত্তরে বলিয়া থাকে যে, হাঁ, আমি দেখিয়াছি। তাহার সে কথা সত্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে ; অতএব হে সম্রাট্, চক্ষুই পরম ব্রহ্ম। যে ব্যক্তি এই-রূপ জানিয়া চক্ষু-ব্রহ্মের উপাসনা করে ; চক্ষু কখনও তাহাকে ত্যাগ করে না ; এবং সমস্ত ভূতই তাহাকে উপহার প্রদান করে ;

এবং তিনি এই দেহেই দেবত্ব লাভ করিয়া দেহপাতের পর দেবতার সাযুজ্য লাভ করেন। [এ কথার পর] বিদেহপতি জনক বলিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, আমি তোমাকে হস্তিতুল্য বৃষভযুক্ত সহস্র গো প্রদান করিতেছি। [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আমার পিতা মনে করিতেন যে, শিষ্যকে উপদেশ দ্বারা কৃতার্থ না করিয়া, তাহার নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিবে না; (আমারও তাহাই ইচ্ছা) ॥ ২৪৪॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদেব তে কশ্চিৎ বর্কুরিতি নামতঃ বৃষ্ণস্যাপত্যং বার্ষ্ণঃ অব্রবীৎ চক্ষুর্বৈ ব্রহ্মেতি, আদিত্যো দেবতা চক্ষুষি। উপনিষৎ—সত্যম্। যস্মাৎ শ্রোত্রেণ শ্রুতমনৃতমপি স্যান্নতু চক্ষুষা দৃষ্টম্। তস্মাদ্বৈ সম্রাট্—পশ্যন্ত-মাহুঃ—অদ্রাক্ষীস্ত্বং হস্তিনমিতি, স চেৎ অদ্রাক্ষমিত্যাহ, তৎ সত্যমেব ভবতি। যস্ত্বন্যো ব্রূয়াৎ—অহমশ্রৌষমিতি, তদ্ব্যভিচরতি। যত্তু চক্ষুষা দৃষ্টম্, তদব্যভি-চারিত্বাৎ সত্যমেব ভবতি ॥২৪৪॥৪॥

টীকা। চক্ষুর্ব্রহ্মণঃ সত্যত্বং সাধয়তি—যস্মাদিতি। • উক্তমেবোপপাদয়তি—যস্ত্বিতি। ২৪৪ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ। "যদেব তে কশ্চিৎ" ইত্যাদি। বর্কু নামক, বৃষ্ণের পুত্র—বার্ষ্ণ। 'চক্ষুই ব্রহ্ম' একথার অর্থ এই যে, চক্ষুর অধিদেবতা সূর্য্যঃ। তাহার উপনিষৎ (গোপনীয় নাম হইতেছে)—সত্য; যেহেতু শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা শ্রবণ করা হয়, তাহা অসত্যও হইতে পারে, কিন্তু চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট বস্তু সেরূপ হয় না; সেই হেতু হে সম্রাট্, চক্ষু দ্বারা দর্শনকারীকে লক্ষ্য করিয়া লোকে বলিয়া থাকে যে, তুমি হস্তী দেখিয়াছ? সে যদি বলে হাঁ, আমি দেখিয়াছি; তাহা হইলে, উহা সত্যই হইয়া থাকে; কিন্তু অন্যে যদি বলে, আমি হস্তীর কথা শুনিয়াছি মাত্র; (কিন্তু কখনও দেখি নাই), তাহা হইলে, সে কথা অন্যথাও হইতে পারে; কিন্তু যাহা চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট হয়, তাহার কখনই অন্যথা হয় না, (সত্যই হয় ॥ ২৪৪ ॥ ৪ ॥

যদেব তে কশ্চিদব্রবীচ্ছৃণবামেত্যব্রবীন্মে গর্দ্দভীবি-পীতো ভারদ্বাজঃ শ্রোত্রং বৈ ব্রহ্মেতি, যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্ ব্রূয়াত্তথা তদ্ভারদ্বাজোঽব্রবীচ্ছ্রোত্রং বৈ

ব্রহ্মেত্যশৃণ্বতো হি কিং স্যাদিতি, অব্রবীত্তু তে তস্যা-য়তনং প্রতিষ্ঠাম্, ন মেঽব্রবীদিত্যেকপাদ্বা এতৎ সম্রাড়িতি, স বৈ নো ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য, শ্রোত্রমেবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠাঽনন্ত ইত্যেনদুপাসীত। কাঽনন্ততা যাজ্ঞবল্ক্য দিশ এব সম্রাড়িতি হোবাচ, তস্মাদ্বৈ সম্রাড়পি যাং কাঞ্চ দিশং গচ্ছতি, নৈবাস্যা অন্তং গচ্ছত্যনন্তা হি দিশো দিশো বৈ সম্রাট্ শ্রোত্রং শ্রোত্রং বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম, নৈনং শ্রোত্রং জহাতি সর্ব্বাণ্যেনং ভূতান্যভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি, য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে। হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ, স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি ॥২৪৫॥৫॥

সরলার্থঃ। [যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুনরপি জনকং প্রত্যাহ—] যদেব তে কশ্চিৎ (আচার্য্যঃ) অব্রবীৎ তৎ শৃণবাম ইতি পূর্ব্ববৎ। [জনক আহ—] গর্দ্দভীবিপীতঃ ভারদ্বাজঃ (ভরদ্বাজস্যাপত্যং) মে অব্রবীৎ—শ্রোত্রং (শ্রবণেন্দ্রিয়ং) বৈ ব্রহ্ম ইতি। যথা মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্য্যবান্ ব্রূয়াৎ, তথা তৎ অব্রবীৎ—শ্রোত্রং বৈ ব্রহ্ম ইতি; হি (যস্মাৎ) অশৃণ্বতঃ (শ্রবণম্ অকুর্ব্বতঃ জনস্য) কিং স্যাৎ? (ন কিমপীত্যর্থঃ) ইতি। তু (কিন্তু) তস্য (শ্রোত্রব্রহ্মণঃ) আয়তনং প্রতিষ্ঠাং [চ] তে (তুভ্যং) অব্রবীৎ? [জনক আহ—] ন মে অব্রবীৎ ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] হে সম্রাট্, একপাদ্ বৈ এতৎ (শ্রোত্র-ব্রহ্ম) ইতি। [জনক আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, সঃ (ত্বং) নঃ (অস্মান্) বৈ ব্রূহি। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] শ্রোত্রং এব আয়তনং, আকাশঃ প্রতিষ্ঠা, অনন্ত ইতি এনৎ (শ্রোত্রব্রহ্ম) উপাসীত। [জনক আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, অনন্ততা কা? [যাজ্ঞবল্ক্যঃ] উবাচ হ—হে সম্রাট্, দিশ এব ইতি; তস্মাৎ বৈ সম্রাট্ অপি যাং কাংচ দিশং গচ্ছতি, অস্যাঃ (দিশঃ) অন্তং (সমাপ্তিং) নৈব গচ্ছতি (প্রাপ্নোতি); হি (যস্মাৎ) দিশঃ অনন্তাঃ (অন্তরহিতাঃ); হে সম্রাট্, দিশঃ বৈ (এব) শ্রোত্রং (দিগধিষ্ঠিতং শ্রোত্রমিত্যর্থঃ); হে সম্রাট্, [অতএব] শ্রোত্রং বৈ পরমং ব্রহ্ম। যঃ এবং বিদ্বান্ (জানন্) এতৎ (শ্রোত্রব্রহ্ম)

উপাস্তে ; শ্রোত্রং এনং (বিদ্বাংসং) ন জহাতি ; সর্ব্বাণি ভূতানি এনং অভিক্ষরন্তি ; সঃ দেবঃ ভূত্বা [দেহপাতানন্তরং] দেবান্ অপ্যেতি। [হে যাজ্ঞবল্ক্য,] হস্ত্যৃষভং সহস্রং (গোসহস্রং) দদামি—ইতি হ বৈদেহঃ জনক উবাচ। সঃ যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ হ—মে (মম) পিতা অমন্যত—অননুশিষ্য ন হরেত (শিষ্যাৎ কিঞ্চিদপি ন গৃহ্ণীত) ইতি ; [মমাপি তদভিমতমিতি ভাবঃ] ॥ ২৪৫ ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ। [যাজ্ঞবল্ক্য জিজ্ঞাসা করিলেন—] তোমাকে অপর আচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি। [জনক বলিলেন—] গর্দ্দভীবিপীতনামক ভরদ্বাজপুত্র আমাকে বলিয়াছেন—'শ্রোত্রই ব্রহ্ম'। [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] মাতৃমান্ পিতৃমান্ ও আচার্য্যবান্ গুরু যেরূপ বলিয়া থাকেন ; ভরদ্বাজপুত্রও ঠিক সেইরূপই উপদেশ দিয়াছেন যে, 'শ্রোত্রই ব্রহ্ম' ; কেন না, যে ব্যক্তি শুনিতে পায় না, তাহার কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় ? (কোন কার্য্যই নহে)! [যাজ্ঞবল্ক্য জিজ্ঞাসা করিলেন—] তাহার আয়তন ও প্রতিষ্ঠা তোমাকে বলিয়াছেন কি ? [জনক বলিলেন] না—তাহা আমাকে বলেন নাই। [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] হে সম্রাট্, ইহা ব্রহ্মের একটী পাদ বা অংশ মাত্র। [জনক বলিলেন] হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমিই আমাকে তাহা বল। [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] শ্রোত্রই ইহার আয়তন, আকাশ ইহার প্রতিষ্ঠা এবং 'অনন্ত' ইহার উপনিষৎ ; অতএব 'অনন্ত' বলিয়া ইহার উপাসনা করিবে। হে যাজ্ঞবল্ক্য, সেই অনন্তত্ব কি ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে সম্রাট্, দিক্‌সমূহই অনন্ত ; সেই হেতুই সম্রাট্ও যে কোন দিকে গমন করে, নিশ্চয়ই তিনিও ইহার অন্ত পান না ; কেন না, দিক্‌সমূহ অনন্ত ; সেই দিক্ই শ্রোত্র ; এবং শ্রোত্রই পরম ব্রহ্ম।

যে ব্যক্তি এইরূপ অবগত হইয়া শ্রোত্র-ব্রহ্মের উপাসনা করেন ; শ্রোত্র কখনই তাহাকে ত্যাগ করে না ; সমস্ত ভূত ইহার উদ্দেশে বলি উপহার দেয়, এবং এই দেহেই দেবত্ব লাভ করিয়া দেহপাতের

পর দেবভাব প্রাপ্ত হন। বিদেহপতি জনক বলিলেন—আমি তোমাকে হস্তিতুলা বৃষভযুক্ত সহস্র গো দান করিতেছি। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আমার পিতার অভিমত ছিল এই যে, শিষ্যকে কৃতার্থ না করিয়া কিছু গ্রহণ করিবে না; (আমারও তাহাই মত) ॥ ২৪৫॥৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদেব তে, গর্দ্দভীবিপীতইতি নামতঃ; ভারদ্বাজো গোত্রতঃ। শ্রোত্রং বৈ ব্রহ্মেতি। শ্রোত্রে দিগ্ দেবতা; অনন্ত ইত্যেনদুপাসীত। কা অনন্ততা শ্রোত্রস্য? দিশ এব শ্রোত্রস্যানন্ত্যম্ যস্মাৎ, তস্মাদ্বৈ সম্রাট্, প্রাচীমুদীচীং বা যাং কাঞ্চিদপি দিশং গচ্ছতি, নৈব অস্যা অন্তং গচ্ছতি কশ্চিদপি। অতোঽনন্তা হি দিশঃ, দিশো বৈ সম্রাট্, শ্রোত্রম্; তস্মাদ্দিগানন্ত্যমেব শ্রোত্রস্যানন্ত্যম্ ॥২৪৫॥৫॥

টীকা। দিশামানন্ত্যেঽপি শ্রোত্রস্য কিমায়াতং, তদাহ—দিশো বা ইতি ॥২৪৫॥ ৫॥

ভাষ্যানুবাদ। গর্দ্দভীবিপীতনামক ভারদ্বাজ—ভরদ্বাজগোত্রজ ঋষি—[আমাকে বলিয়াছেন], 'শ্রোত্রই ব্রহ্ম' [এ কথার অভিপ্রায়—] দিক্ই শ্রবণেন্দ্রিয়ের দেবতা। ইহাকে 'অনন্ত' বলিয়া উপাসনা করিবে। শ্রোত্রের অনন্তত্ব কিরূপ? যেহেতু দিক্‌সমূহই শ্রবণেন্দ্রিয়ের আনন্ত্য (অসীমতা); হে সম্রাট্, সেই হেতু পূর্ব্ব, উত্তর কিংবা অন্য যে কোন দিকে গমন করুক না কেন, কেহই সেই দিকের অন্ত পায় না; এই কারণে দিক্‌সমূহ অনন্ত। হে সম্রাট্, দিক্‌সমূহই শ্রোত্র; অতএব দিকের অনন্ততাই শ্রবণেন্দ্রিয়ের অনন্ততা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে ॥ ২৪৫ ॥ ৫ ॥

যদেব তে কশ্চিদব্রবীত্তচ্ছৃণবামেত্যব্রবীন্মে সত্যকামো জাবালো মনো বৈ ব্রহ্মেতি, যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্ ব্রূয়াত্তথা তজ্জাবালোঽব্রবীন্মনো বৈ ব্রহ্মেত্যমনসো হি কিং স্যাদিত্যব্রবীত্তু তে তস্যায়তনং প্রতিষ্ঠাম্, ন মেঽব্রবীদিত্যেকপাদ্বা এতৎ সম্রাড়িতি, স বৈ নো ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য, মন এবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠানন্দ ইত্যেনদুপাসীত, কানন্দতা যাজ্ঞবল্ক্য, মন এব সম্রাড়িতি হোবাচ, মনসা বৈ সম্রাট্ স্ত্রিয়মভিহার্য্যতে তস্যাং

প্রতিরূপঃ পুত্রো জায়তে স আনন্দো। মনো বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম, নৈনং মনো জহাতি সর্ব্বাণ্যেনং ভূতান্যভি- ক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে, হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ, স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যত নাননুশিষ্য হরে- তেতি ॥২৪৬॥৬॥

অন্বয়ার্থঃ। [যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুনরাহ—] যৎ এব তে কশ্চিৎ (আচার্য্যঃ) অব্রবীৎ, তৎ শৃণবাম ইতি। [জনক আহ] জাবালঃ (জবালায়া অপত্যং) সত্যকামঃ (তন্নামক আচার্য্যঃ) অব্রবীৎ—মনঃ বৈ ব্রহ্ম ইতি। যথা মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্য্যবান্ ব্রূয়াৎ, তথা জাবালঃ তৎ অব্রবীৎ—মনঃ বৈ ব্রহ্মেতি। হি (যতঃ) অমনসঃ (মনোবৃত্তিরহিতস্য জনস্য) কিং স্যাৎ? ইতি। তু (পুনঃ) তে (তুভ্যং) তস্য (মনোব্রহ্মণঃ) আয়তনং প্রতিষ্ঠাং (চ) অব্রবীৎ? ইত্যাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। [জনকঃ প্রত্যাহ] মে (মহ্যং) ন অব্রবীৎ ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] হে সম্রাট্, এতৎ (মনো ব্রহ্ম) বৈ একপাদ্ (একাংশমাত্রং ব্রহ্মণঃ)। [জনক আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, সঃ (ত্বং) বৈ নঃ (অস্মান্) ব্রূহি। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] মনঃ এব আয়তনং, আকাশঃ প্রতিষ্ঠা, আনন্দ ইতি [কৃত্বা] এনৎ (মনোব্রহ্ম) উপাসীত। হে যাজ্ঞবল্ক্য, কা আনন্দতা? [যাজ্ঞবল্ক্যঃ] উবাচ হ—হে সম্রাট্, মনঃ এব (আনন্দতা ইত্যর্থঃ); হে সম্রাট্, বৈ (যতঃ) মনসা স্ত্রিয়ং (স্ত্রী) অভিহার্য্যতে (প্রার্থ্যতে); তস্যাং (প্রার্থিতায়াং স্ত্রিয়াং) প্রতিরূপঃ (আত্মানুরূপঃ) পুত্রঃ জায়তে; সঃ (পুত্রঃ) আনন্দঃ (আনন্দকরঃ); অতএব হে সম্রাট্, মনঃ বৈ পরমং ব্রহ্ম। যঃ বিদ্বান্ এতৎ (মনোব্রহ্ম) এবং উপাস্তে, মনঃ এনং (বিদ্বাংসং) ন জহাতি, সর্ব্বাণি ভূতানি এনং অভিক্ষরন্তি; [সঃ] দেবঃ ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি। বৈদেহঃ জনক উবাচ হ—[হে যাজ্ঞবল্ক্য,] হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামি ইতি। সঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ—অননুশিষ্য ন হরেত ইতি মে পিতা অমন্যত। [অন্যৎ সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ] ॥ ২৪৬ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ। যাজ্ঞবল্ক্য পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে সম্রাট্, তোমাকে অপর কোন আচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ

করিতে ইচ্ছা করি। [জনক বলিলেন,] সত্যকামনামক জাবাল (জবালার পুত্র) আমাকে বলিয়াছেন যে, মনই ব্রহ্ম। মাতা পিতা ও আচার্য্যের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত আচার্য যেরূপ বলিয়া থাকেন, জাবালও ঠিক সেইরূপই মনোব্রহ্মের উপদেশ দিয়াছেন; কারণ, যাহার মন নাই, তাহার কোন কার্য্যই হইতে পারে না; কিন্তু তিনি তাহার 'আয়তন' ও 'প্রতিষ্ঠা' বলিয়াছেন কি? [জনক বলিলেন,] না, তাহা আমাকে বলেন নাই। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] হে সম্রাট্, ইহা হইতেছে ব্রহ্মের একটী মাত্র পাদ, (আরো তিন পাদ তোমার জ্ঞাতব্য রহিয়াছে)। [জনক বলিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমিই আমাকে তাহা বল। [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] মনই আয়তন, আকাশ তাহার প্রতিষ্ঠা, ইহাকে 'আনন্দ' বলিয়া উপাসনা করিবে। [জনক জিজ্ঞাসা করিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই আনন্দতা কি? [যাজ্ঞবল্ক্য] বলিলেন—হে সম্রাট্, মনই; কেন না, মনের সাহায্যেই অভিমত স্ত্রীকে প্রার্থনা করা হইয়া থাকে; এবং তাহাতে আত্মানুরূপ পুত্র জন্মলাভ করে; সেই পুত্রই আনন্দ—আনন্দের কারণ হয়; অতএব হে সম্রাট্, ইহাই পরম ব্রহ্ম; যে বিদ্বান্ ইহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, মন কখনই তাহাকে ত্যাগ করে না; সমস্ত ভূত তাঁহাকে উপহার প্রদান করে; এবং তিনি দেবতা হইয়া দেহ-পাতের পর দেব-সাযুজ্য লাভ করেন। বিদেহপতি জনক বলি-লেন—তোমাকে আমি হস্তিতুল্য বৃষভযুক্ত সহস্র গো প্রদান করিতেছি। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে সম্রাট্, আমার পিতা মনে করিতেন—শিষ্যকে কৃতার্থ না করিয়া কিছু গ্রহণ করিবে না, (আমারও তাহাই অভিমত) ॥ ২৪৬ . ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সত্যকাম ইতি নামতঃ, জবালায়া অপত্যং জাবালঃ। চন্দ্রমা মনসো দেবতা, আনন্দ ইত্যুপনিষৎ; যস্মান্মন এবানন্দঃ, তস্মান্মনসা বৈ সম্রাট্, স্ত্রিয়মভিকাময়মানোঽভিহার্য্যতে প্রার্থয়তেইত্যর্থঃ। তস্যাং যাং স্ত্রিয়মভিকাময়মানোঽভিহার্য্যতে, তস্যাং প্রতিরূপঃ অনুরূপঃ

পুত্রো জায়তে; স আনন্দহেতুঃ পুত্রঃ; স যেন মনসা নির্ব্বর্ত্ত্যতে, তন্মন আনন্দঃ ॥২৪৬॥৬॥

টীকা। তথাপি কথমানন্দত্বং মনসঃ সম্ভবতি, তত্রাহ—জ যেনেতি ॥ ২৪৬ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ। জবালার পুত্র জাবাল ঋষি 'সত্যকাম' নামে প্রসিদ্ধ। চন্দ্র হইতেছেন মনের দেবতা। আনন্দ তাহার 'উপনিষদ্'; যেহেতু মনই আনন্দ (আনন্দের কারণ); সেই হেতু, হে সম্রাট্, পুরুষ স্ত্রীকামনায় প্রার্থনা করিয়া থাকে; অতএব যে স্ত্রীকে কামনা করিয়া অভিহার বা প্রার্থনা করিয়া থাকে, সেই স্ত্রীতে প্রতিরূপ কামনানুরূপ) পুত্র জন্ম লাভ করে; সেই পুত্রই আনন্দের হেতুভূত (আনন্দকর) হয়। সেই পুত্র যে মনের দ্বারা নিষ্পাদিত হয়, সেই মন নিশ্চয়ই আনন্দ স্বরূপ ॥ ২৪৬ ॥ ৬ ॥

যদেব তে কশ্চিদব্রবীত্তচ্ছৃণবামেত্যব্রবীন্মে বিদগ্ধঃ শাকল্যো হৃদয়ং বৈ ব্রহ্মেতি, যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্ ব্রূয়াৎ তথা তচ্ছাকল্যোঽব্রবীদ্ হৃদয়ং বৈ ব্রহ্মেত্যহৃদয়স্য হি কিং স্যাদিত্যব্রবীত্তু তে তস্যায়তনং প্রতিষ্ঠাম্, ন মেঽব্রবীদিত্যেকপাদ্বা এতৎ সম্রাড়িতি, স বৈ নো ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য, হৃদয়মেবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা স্থিতিরিত্যেনদুপাসীত, কা স্থিততা যাজ্ঞবল্ক্য, হৃদয়মেব সম্রাড়িতি হোবাচ, হৃদয়ং বৈ সম্রাট্ সর্ব্বেষাং ভূতানাং প্রতিষ্ঠা হৃদয়ে হ্যেব সম্রাট্ সর্ব্বাণি ভূতানি প্রতিষ্ঠিতানি ভবন্তি, হৃদয়ং বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম, নৈনং হৃদয়ং জহাতি সর্ব্বাণ্যেনং ভূতান্যভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে, হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ, স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি ॥ ২৪৭॥৭॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি চতুর্থাধ্যায়স্য প্রথমং ব্রাহ্মণম্ ॥৪॥১॥

সরলার্থঃ। [যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুনরপি আহ—] যৎ এব তে কশ্চিৎ অব্রবীৎ, তৎ শৃণবাম ইতি। [জনক আহ—] বিদগ্ধঃ (পণ্ডিতঃ)

শাকল্যঃ মে অব্রবীৎ,—হৃদয়ং বৈ ব্রহ্ম ইতি। যথা মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্য্যবান্ (পুরুষঃ) ব্রূয়াৎ, তথা শাকল্যঃ তৎ অব্রবীৎ—হৃদয়ং ব্রহ্ম ইতি। হি (যস্মাৎ) অহৃদয়স্য (হৃদয়রহিতস্য) কিং স্যাৎ? ইতি; তু (পুনঃ) তে (তুভ্যং) তস্য (হৃদয়-ব্রহ্মণঃ) আয়তনং প্রতিষ্ঠাং চ অব্রবীৎ? [জনক আহ—] মে (মহ্যং) ন অব্রবীৎ ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] হে সম্রাট্, এতৎ বৈ একপাদ্ (ব্রহ্মণ একাংশমাত্রম্) ইতি। [জনক আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, সঃ (বিদ্বান্ ত্বং) নঃ (অস্মান্) ব্রূহি [ইতি]। [যাজ্ঞবল্ক্যঃ] আহ—] হৃদয়ম্ এব আয়তনং, আকাশঃ প্রতিষ্ঠা; স্থিতিরিতি এনৎ (হৃদয়-ব্রহ্ম) উপাসীত। [জনক আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, কা স্থিততা? [যাজ্ঞবল্ক্যঃ] উবাচ হ—হে সম্রাট্, হৃদয়ম্ এব (স্থিততা ইত্যর্থঃ)। হে সম্রাট্, হৃদয়ং বৈ (এব) সর্ব্বেষাং ভূতানাম্ আয়তনম্, হে সম্রাট্, হৃদয়ং বৈ সর্ব্বেষাং ভূতানাং প্রতিষ্ঠা, হে সম্রাট্, হৃদয়ে হি এব সর্ব্বাণি ভূতানি প্রতিষ্ঠিতানি ভবন্তি; হে সম্রাট্, হৃদয়ং বৈ পরমং ব্রহ্ম। যঃ বিদ্বান্ এতৎ (হৃদয়ং) এবং (যথোক্তেন প্রকারেণ) উপাস্তে, হৃদয়ং এনং (বিদ্বাংসং) ন জহাতি, সর্ব্বাণি ভূতানি এনং অভিক্ষরন্তি; [সঃ] দেবঃ ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি। বৈদেহঃ জনকঃ উবাচ হ—হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামি ইতি। সঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ [উবাচ হ—] অননুশিষ্য ন হরেত ইতি মে পিতা অমন্যত; [মমাপি তথৈব মতমিত্যভিপ্রায়ঃ। অন্যৎ সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ] ॥২৪৭॥৭॥

মূলানুবাদ। যাজ্ঞবল্ক্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—অপর কোন আচার্য্য তোমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। [জনক বলিলেন—] বিদগ্ধ (পণ্ডিত) শাকল্য আচার্য্য আমাকে বলিয়াছেন—হৃদয়ই ব্রহ্ম; মাতা পিতা ও আচার্য্যোপদিষ্ট গুরু যেরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন, শাকল্যও সেইরূপই বলিয়াছেন যে, হৃদয়ই ব্রহ্ম; কেন না, অহৃদয়ের কোন কার্য্য হইতে পারে? ভাল, তিনি তোমাকে তাহার আয়তন ও প্রতিষ্ঠা বলিয়াছেন কি? না—তিনি তাহা আমাকে বলেন নাই। হে সম্রাট্, ইহা ব্রহ্মের একটী মাত্র পাদ। [জনক বলিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি আমাকে তাহা বল। [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] হৃদয়ই ইহার আয়তন, আকাশ ইহার প্রতিষ্ঠা, 'স্থিতি' বলিয়া ইহার উপাসনা করিবে। [জনক বলিলেন—] হে

যাজ্ঞবল্ক্য, স্থিততা কি ? [যাজ্ঞবল্ক্য] বলিলেন—হে সম্রাট্, হৃদয়ই [স্থিততা]; কারণ, হে সম্রাট্, হৃদয়ই সমস্ত ভূতের আয়তন, হৃদয়ই সমস্ত ভূতের প্রতিষ্ঠা, হে সম্রাট্, হৃদয়েই সমস্ত ভূত অবস্থিতি করে ; অতএব হে সম্রাট্, হৃদয়ই পরম ব্রহ্ম। হে সম্রাট্, যে বিদ্বান্ এইরূপে ইহার উপাসনা করে, হৃদয় কখনই তাহাকে ত্যাগ করে না ; সমস্ত ভূত তাহার জন্য উপহার প্রদান করে, এবং তিনি এই দেহেই দেবত্ব লাভ করিয়া দেহপাতের পর দেবসাযুজ্য লাভ করেন। বিদেহাধিপতি জনক বলিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, আমি তোমাকে হস্তিতুল্য বৃষভযুক্ত সহস্র গো দান করিতেছি। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আমার পিতা মনে করিতেন যে, শিষ্যকে কৃতার্থ না করিয়া কিছু গ্রহণ করিতে নাই, (আমারও তাহাই মত) ॥২৪৬॥৮॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে প্রথম ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যা ॥৪॥১॥

•

শাঙ্করভাষ্যম্। বিদগ্ধঃ শাকল্যঃ—হৃদয়ং বৈ ব্রহ্মেতি। হৃদয়ং বৈ সম্রাট্, সর্ব্বেষাং ভূতানামায়তনম্ ; নামরূপকর্ম্মাত্মকানি হি ভূতানি হৃদয়াশ্রয়াণীত্যবোচাম শাকল্যব্রাহ্মণে হৃদয়প্রতিষ্ঠানি চেতি। তস্মাদ্ হৃদয়ে হ্যেব, সম্রাট্, সর্ব্বাণি ভূতানি প্রতিষ্ঠিতানি ভবন্তি। তস্মাদ্ হৃদয়ং স্থিতিরিত্যুপাসীত। হৃদয়ে চ প্রজাপতির্দ্দেবতা ॥২৪৭॥৭॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি চতুর্থাধ্যায়স্য প্রথম-ব্রাহ্মণভাষ্যম্ ॥৪॥১॥

টীকা। কথং হৃদয়স্য সর্ব্বভূতায়তনত্বং তৎপ্রতিষ্ঠাত্বং চ, তদাহ—নামরূপেতি। তস্মাদিতি শাকল্যব্রাহ্মণপরামর্শঃ। ভূতানাং হৃদয়প্রতিষ্ঠত্বে ফলিতমাহ—তস্মাদ্ হৃদয়মিতি ॥ ২৪৭ ॥ ৭ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং চতুর্থাধ্যায়স্য প্রথমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৪ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ। বিদগ্ধ শাকল্য [বলিয়াছেন যে,] হৃদয়ই ব্রহ্ম। হে সম্রাট্, হৃদয়ই সমস্ত ভূতের আয়তন। নাম রূপ ও কর্ম্মাত্মক ভূতনিবহ যে, হৃদয়াশ্রিত এবং হৃদয়ে অবস্থিত, একথা আমরা পূর্ব্বে শাকল্য ব্রাহ্মণে প্রতি-

পাদন করিয়াছি। অতএব হে সম্রাট্, সমস্ত ভূত হৃদয়েই প্রতিষ্ঠিত আছে অতএব হৃদয়কে 'স্থিতি' বলিয়া (স্থিতিগুণসম্পন্ন বলিয়া) উপাসনা করিবে হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইতেছেন প্রজাপতি (ব্রহ্মা) ॥২৪৭॥৭॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে প্রথম ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৪ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্।

জনকো হ বৈদেহঃ কূর্চ্চাদুপাবসর্পন্নুবাচ নমস্তেঽস্তু যাজ্ঞবল্ক্যানু মা শাধীতি, স হোবাচ যথা বৈ সম্রাট্ মহান্তমধ্বানমেষ্যন্ রথং বা নাবং বা সমাদদীতৈবমেবৈতাভিরুপনিষদ্ভিঃ সমাহিতাত্মাস্যেবং বৃন্দারক আঢ্যঃ সন্নধীতবেদ উক্তোপনিষৎক ইতো বিমুচ্যমানঃ ক্ব গমিষ্যসীতি, নাহং তদ্ভগবন্ বেদ যত্র গমিষ্যামীত্যথ বৈ তেঽহং তদ্বক্ষ্যামি যত্র গমিষ্যসীতি, ব্রবীতু ভগবানিতি ॥২৪৮॥১॥

অন্বয়ার্থঃ। বৈদেহঃ (বিদেহপতিঃ) জনকঃ কূর্চ্চাৎ (আসনবিশেষাৎ) [উত্থায়] উপ (যাজ্ঞবল্ক্যসমীপং) অবসর্পন্ (শিষ্যভাবেন গচ্ছন্) উবাচ হ—হে যাজ্ঞবল্ক্য, তে (তুভ্যং) নমঃ (নমস্কারঃ) অস্তু; মা (মাং) অনুশাধি (শিক্ষয়) ইতি। সঃ (যাজ্ঞবল্ক্যঃ) উবাচ (জনকম্ উক্তবান্) হ—হে সম্রাট্, যথা মহান্তং (দূরগামিনং) অধ্বানং (পন্থানং) এষ্যন্ (গমিষ্যন্) [জনঃ] রথং বা নাবং (নৌকাং) বা সমাদদীত (উপায়ত্বেন গৃহ্নীয়াৎ); এবম্ (তদ্বৎ) এব এতাভিঃ (উক্তাভিঃ) উপনিষদ্ভিঃ [উক্তলক্ষণানি ব্রহ্মাণি উপাসীনঃ ত্বং] সমাহিতাত্মা (সমাহিতচিত্তঃ) অসি (ভবসি); এবং (ন কেবলং সমাহিতাত্মা, অপিতু) বৃন্দারকঃ (দেববৎ পূজ্যঃ), আঢ্যঃ (ধনাধিপঃ), অধীতবেদঃ (বেদবিৎ), উক্তোপনিষৎকঃ (আচার্য্যেভ্যঃ লব্ধোপনিষদ্বিদ্যঃ চ ত্বং) ইতঃ (অস্মাৎ দেহাৎ) বিমুচ্যমানঃ (দেহং পরিত্যজন্) ক্ব (কস্মিন্ স্থানে) গমিষ্যসি? ইতি। [জনক আহ—] হে ভগবন্, (পূজনীয়), অহং তৎ (দেহপাতানন্তরগন্তব্যস্থানং) ন বেদ (ন জানামি) ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] অহং তে (তুভ্যং) তৎ বক্ষ্যামি (কথয়িষ্যামি), যত্র গমিষ্যসি ইতি। [জনক আহ—] ভগবান্ (পূজনীয়ঃ ভবান্) ব্রবীতু (তৎ মাম্ উপদিশতু) ইতি ॥ ২৪৮ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ। বিদেহাধিপতি জনক আপনার আসন হইতে উঠিয়া শিষ্যভাবে যাজ্ঞবল্ক্যের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে

যাজ্ঞবল্ক্য, আপনার উদ্দেশ্যে নমস্কার; আপনি আমাকে শিক্ষাপ্রদান করুন। এ কথার পর যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সম্রাট্, লোকে দূরগামী পথে যাইবার জন্য যেরূপ রথ বা নৌকা সংগ্রহ করিয়া থাকে; আপনিও তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতিক্রমে উপাসনা করতঃ সমাহিতচিত্ত হইয়াছেন; অর্থাৎ আপনি এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু করিয়াছেন, সে সমস্ত কেবল সাধারণ উপায় মাত্র, কিন্তু কোনটীই সিদ্ধিক্ষেত্র নহে। আপনি এইরূপে লোকপূজ্য ঐশ্বর্য্যশালী, বেদবিৎ ও উপনিষদ্-রহস্য অবগত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু এই দেহত্যাগের পর কোথায় যাইবেন, [তাহা জানেন কি ?]। [জনক বলিলেন---] হে ভগবন্, দেহত্যাগ করিয়া যেখানে যাইব, তাহা আমি জানি না। অনন্তর [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] আপনি যেখানে যাইবেন, তাহা আমি আপনাকে বলিয়া দিতেছি। [জনক বলিলেন,] পূজনীয় আপনি তাহা উপদেশ করুন ॥ ২৮৮॥১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। জনকো হ বৈদেহঃ। যস্মাৎ সবিশেষণানি সর্ব্বাণি ব্রহ্মাণি বিজানাতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ, তস্মাদাচার্য্যত্বং হিত্বা জনকঃ কূর্চ্চাদাসনবিশেষাদুত্থায়, উপ সমীপম্ অবসর্পন্ পাদয়োর্নিপতন্নিত্যর্থঃ, উবাচ উক্তবান্, নমস্তে তুভ্যম্ অস্ত,হে যাজ্ঞবল্ক্য; অনু মা শাধি অনুশাধি মামিত্যর্থঃ। ইতিশব্দো বাক্যপরিসমাপ্ত্যর্থঃ। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—যথা বৈ লোকে, হে সম্রাট্, মহান্তং দীর্ঘমধ্বানম্ এষ্যন্ গমিষ্যন্, রথং বা স্থলেন গমিষ্যন্, নাবং বা জলেন গমিষ্যন্ সমাদদীত,এবমেব এতানি ব্রহ্মাণি এতাভিরুপনিষদ্ভির্যুক্তানি উপাসীনঃ সমাহিতাত্মা অসি,অত্যন্তমেতাভিরুপনিষদ্ভিঃ সংযুক্তাত্মাঽসি; ন কেবলমুপনিষৎসমাহিতঃ, এবং বৃন্দারকঃ পূজ্যশ্চ, আঢ্যশ্চেশ্বরঃ ন দরিদ্র ইত্যর্থঃ। অধীতবেদঃ অধীতো বেদো যেন স ত্বম্ অধীতবেদঃ উক্তাশ্চোপনিষদ আচার্য্যৈস্তুভ্যম্, স ত্বমুক্তোপনিষৎকঃ; এবং সর্ব্ববিভূতিসম্পন্নোঽপি সন্ ভয়মধ্যস্থ এব—পরমাত্মজ্ঞানেন বিনা অকৃতার্থ এব তাবদিত্যর্থঃ যাবৎ পরং ব্রহ্ম ন বেৎসি; ইতঃ অস্মাদ্দেহাদ্বিমুচ্যমান এতাভিঃ, নৌরথস্থানীয়াভিঃ সমাহিতঃ ক কস্মিন্ গমিষ্যসি কিং বস্তু প্রাপ্স্যসীতি। নাহং তদ্বস্তু ভগবন্ পূজাবন্, বেদ জানে,—যত্র গমিষ্যামীতি। অথ যদ্যেবং ন জানীষে যত্র গতঃ কৃতার্থঃ স্যাঃ, অহং বৈ

তে তুভ্যং তদ্বক্ষ্যামি, যত্র গমিষ্যসীতি। ব্রবীতু ভগবানিতি, যদি প্রসন্নো মাং প্রতি। শৃণু—॥২৪৮॥১॥

টীকা। পূর্ব্বস্মিন্ ব্রাহ্মণে কানিচিদুপাসনানি জ্ঞানসাধনান্যুক্তানি। ইদানীং ব্রহ্মণ বৈদেহস্য আগমাদিদ্বারা আচার্য্যং ব্রাহ্মণান্তরমবতারয়তি—জনকো হেতি। রাজ্ঞো জ্ঞানিত্বাভিমানে শিষ্যত্ববিরোধিত্বপনীতে মুনিং প্রতি তস্য শিষ্যবেনোপসত্তিং দর্শয়তি—যস্মাদিতি। নমস্কারোক্তেরন্দেশ্যমুপলক্ষয়তি—অনু মেতি। অভীষ্টমনুশাসনং কর্ত্তুং প্রাচীনজ্ঞানস্য ফলাভাসহেতুত্বোক্তিদ্বারা পরমফলহেতুরাত্মজ্ঞানমেবেতি বিবক্ষিত্বা তত্র রাজ্ঞো জিজ্ঞাসামাপাদয়তি—স হেত্যাদিনা। যথোক্তগুণসম্পন্নশ্চেদহং, তর্হি কৃতার্থত্বান্ন মে কর্ত্তব্যমস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—এবমিতি। যাজ্ঞবল্ক্যো রাজ্ঞো জিজ্ঞাসামাপাদ্য পৃচ্ছতি—ইত ইতি। পরবস্তুবিষয়ে গন্তেরযোগাৎ প্রশ্নবিষয়ঃ বিবক্ষিতঃ সঙ্ক্ষিপতি—কিং বস্ত্বিতি। রাজ্ঞা স্বকীয়মজ্ঞত্বমুপেত্য শিষ্যত্বে স্বীকৃতে প্রত্যুক্তিমবতারয়তি—অথেতি। তস্যা পেক্ষিতমর্থশব্দসূচিতং পূরয়তি যদ্বেৎস্যমিতি আত্মাপনয়নসূচিতমিতি শঙ্কাং বারয়তি—যদাতি। প্রসাদাভিমুখ্যমাত্মনঃ সূচয়তি—শৃণ্বিতি। ২৪৮॥১॥

ভাষ্যানুবাদ। "জনকঃ হ বৈদেহঃ" ইত্যাদি। যেহেতু যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি সমস্ত ব্রহ্মতত্ত্ব ও তদ্গত বিশেষভাব সমুদয় অবগত আছেন, সেই হেতুই জনক মহারাজ আপনার আচার্য্যভাব পরিত্যাগ করিয়া—কূর্চ্চাসন হইতে উঠিয়া সমীপে উপস্থিত হইলেন অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্যের চরণে নিপতিত হইলেন, এবং বলিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, তোমাকে নমস্কার, এখন তুমি আমাকে উপদেশ প্রদান কর। শ্রুতির 'ইতি' শব্দটী জনকের বাক্যসমাপ্তিদ্যোতক। যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া বলিলেন—হে সম্রাট্, ব্যবহার-জগতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন লোককে দীর্ঘ পথ যাইতে হইলে, যদি স্থলপথে যাইবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে সে যেমন রথ অবলম্বন করে, আর যদি জলপথে যাইতে হয়, তাহা হইলে যেমন নৌকার আশ্রয় গ্রহণ করে; পূর্ব্বোক্ত উপনিষদ্-সহযোগে নানাবিধ ব্রহ্মোপাসনা করতঃ তুমিও ঠিক সেইরূপই সমাহিতাত্মা হইয়াছ, অর্থাৎ উক্ত উপনিষদ্‌সমূহ-যোগে তুমি অত্যন্ত সংযতচিত্তমাত্র হইয়াছ; কেবল যে, উপনিষদেই সমাহিত-চিত্ত হইয়াছ, তাহা নহে, পরন্তু বৃন্দারক—লোকপূজ্য; আঢ্য ধনৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন, অর্থাৎ দারিদ্র্যরহিত, এবং অধীতবেদ—বেদবিদ্যাও অবগত হইয়াছ। তাহার পর আচার্য্যগণও তোমাকে বেদসার—উপনিষদ্ উপদেশ করিয়াছেন। তুমি এই প্রকারে সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যসমন্বিত হইয়াও ভয়ের মধ্যেই বর্ত্তমান রহিয়াছ, অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের অভাবে ততক্ষণ তুমি নিশ্চয়ই

অকৃতার্থ, যতক্ষণ পরব্রহ্ম অবগত না হইতেছ। [ভাল, জিজ্ঞাসা করি,] নৌকা ও রথস্থানীয় ঐ সমস্ত উপনিষদে সমাহিতচিত্ত তুমি জান কি?—এই দেহ হইতে বিমুক্ত হইয়া অর্থাৎ দেহত্যাগের পর কোথায় গমন করিবে?—কোন বস্তু প্রাপ্ত হইবে?।

[জনক বলিলেন—] হে ভগবন্—পূজনীয়, আমি তাহা জানি না, যেখানে আমাকে যাইতে হইবে। যেখানে যাইয়া কৃতার্থ হইবে, তাহা যদি তুমি না জান, তবে আমিই তোমাকে তাহা বলিব—তুমি ইতঃপর যেখানে গমন করিবে। [জনক বলিলেন—] আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনিই আমাকে তাহা উপদেশ দিন। [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—বলিতেছি,] শ্রবণ কর—॥২৪৮॥১॥

ইন্ধো হ বৈ নামৈষ যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষস্তং বা এতমিন্ধং সন্তমিন্দ্র ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণৈব, পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষঃ ॥ ২৭ ॥২॥

সরলার্থঃ। এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) ইন্ধঃ (ইন্ধনামা) হ; [কঃ?] যঃ অয়ং ("চক্ষুঃ বৈ ব্রহ্ম" ইত্যুক্তঃ) দক্ষিণে অক্ষন (অক্ষিণি) [বিশেষেণ অবস্থিতঃ] পুরুষঃ। ইন্ধং (দীপ্তিমত্বাৎ প্রত্যক্ষং) সন্তং, তং এতং (পুরুষং) ইন্দ্র-ইতি পরোক্ষেণ (পরোক্ষবস্তুবাচিনা ইন্দ্র-শব্দেন) এব আচক্ষতে (কথয়ন্তি) [তত্ত্বদর্শিনঃ]; [কুতঃ?] হি (যস্মাৎ) দেবাঃ পরোক্ষপ্রিয়াঃ (পরোক্ষার্থকং নাম প্রিয়ং যেষাং, তে তথোক্তাঃ) ইব (সম্ভাবনায়াম্) [সন্তঃ] প্রত্যক্ষদ্বিষঃ (প্রত্যক্ষনামগ্রহণং দ্বিষন্তি ইত্যর্থঃ) ॥২৪৯॥২॥

মূলানুবাদ। এই যে, দক্ষিণ চক্ষুতে সন্নিহিত পুরুষ, ইনি ইন্ধ নামে প্রসিদ্ধ, অর্থাৎ দীপ্তিগুণ থাকায় ইহার নাম হইতেছে ইন্ধ; ইনি ইন্ধ হইলেও অর্থাৎ প্রত্যক্ষবোধক ইন্ধনামে প্রসিদ্ধ হইলেও তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ ইহাকে পরোক্ষবোধক ইন্দ্র নামেই নির্দেশ করিয়া থাকেন; কারণ, দেবতারা যেন, পরোক্ষ নাম গ্রহণেই সন্তোষ লাভ করেন, এবং প্রত্যক্ষভাবে নাম গ্রহণকে বিদ্বেষ করিয়া থাকেন ॥২৪৯॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইন্ধো হ বৈ নাম। ইন্ধ ইত্যেবংনামা, যঃ চক্ষুর্বৈ ব্রহ্মেতি পুরোক্ত আদিত্যান্তর্গতঃ পুরুষঃ, স এষঃ, যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ অক্ষণি

বিশেষেণ ব্যবস্থিতঃ, স চ সত্যনামা, তং বৈ এতং পুরুষং ; দীপ্তিগুণত্বাৎ প্রত্যক্ষং নামাস্য ইন্ধ ইতি ; তমিন্ধং সন্তম্ ইন্দ্র ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ। যস্মাৎ পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষঃ প্রত্যক্ষনামগ্রহণং দ্বিষন্তি। এবং ত্বং বৈশ্বানরমাত্মানং সম্পন্নোঽসি ॥ ২৪৯ ॥ ২ ॥

টীকা। বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞানুবাদেন তুরীয়ং ব্রহ্ম দর্শয়িতুকামো বিশ্বমনুবদতি—ইন্ধ ইতি। কোঽসাবিন্ধনামেতি চেৎ তমাহ—যশ্চক্ষুরিতি। অধিদৈবতং পুরুষমুক্ত্বাঽধ্যাত্মং তং দর্শয়তি—যোঽয়মিতি। এতত্ পূর্ব্বস্মিন্নপি ব্রাহ্মণে প্রস্তুতমাহ—স চেতি। প্রকৃতে পুরুষে বিদ্বুষাং সম্মতিমাহ—তং বা এতমিতি। ইন্ধত্বং সাধয়তি—দীপ্তীতি। প্রত্যক্ষস্য পরোক্ষেণাখ্যানে হেতুমাহ—যস্মাদিতি ॥ ২৪৯ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ। 'ইন্ধো হ বৈ নাম' ইতি। পূর্ব্বে 'চক্ষুঃ বৈ ব্রহ্ম' ইত্যাদি বাক্যে আদিত্যমণ্ডলান্তর্গত যে পুরুষের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার প্রসিদ্ধ নাম ইন্ধ ; আবার অধ্যাত্ম দক্ষিণ চক্ষুতে বিশেষরূপে বিদ্যমান যে পুরুষ, তাহার প্রসিদ্ধ নাম—সত্য ; প্রত্যক্ষগ্রাহ্য দীপ্তিগুণসম্পন্ন বলিয়া সেই এই পুরুষ 'ইন্ধ' নামে প্রসিদ্ধ হইলেও, ঋষিগণ ইঁহাকে পরোক্ষবাচী 'ইন্দ্র' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন ; কারণ, দেবগণ পরোক্ষ নাম গ্রহণেই যেন সন্তুষ্ট, এবং প্রত্যক্ষবিদ্বেষী, অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে নাম গ্রহণ করিলে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হন। [হে জনক,] এইরূপে তুমি বৈশ্বানর আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়াছ(১) ॥ ২৪৯ ॥ ২ ॥

(১) তাৎপর্য্য—তুরীয় ব্রহ্মের স্বরূপ প্রদর্শন করা এখানে শ্রুতির অভিপ্রেত ; কিন্তু প্রথমেই তাহা প্রদর্শন করা অসম্ভব মনে করিয়া শ্রুতি প্রথমে ব্রহ্মের সগুণভাব—বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞের স্বরূপ প্রদর্শন করতঃ অবশেষে তুরীয় ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিবেন। তন্মধ্যে এখানে 'বিশ্ব' সংজ্ঞক ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ হইয়াছে।

ইহারও আবার দুইটী ভাব—এক অধিদৈবত, দ্বিতীয় অধ্যাত্ম, তন্মধ্যে আদিত্যান্তর্গত পুরুষ হইতেছেন অধিদৈবত, আর দক্ষিণাক্ষিগত পুরুষ হইতেছেন অধ্যাত্ম। অধিদৈবত পুরুষের নাম—ইন্ধ ; আর অধ্যাত্ম পুরুষের নাম সত্য।

ইন্ধ অর্থ—দীপ্তিবিশিষ্ট ; আদিত্যগত দীপ্তি প্রত্যক্ষগ্রাহ্য ; আর ইন্দ্র অর্থ—ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ; আলোচ্য পুরুষগত ঐশ্বর্য্য প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নহে, শাস্ত্রগম্য ; সুতরাং ইন্দ্র শব্দটী পরোক্ষার্থাভিধায়ক। মনে হয়, ব্যবহার জগতে যেমন কোন কোন লোক সোজাসোজি নাম ধরিয়া ডাকিলে অসন্তুষ্ট হয়, ঐশ্বর্য্যজ্ঞাপক নাম করিলেই সুখী হয় ; দেবতাদের অবস্থাও ঠিক তদনুরূপ।

অথৈতদ্বামেঽক্ষণি পুরুষরূপমেষাস্য পত্নী বিরাট্, তয়োরেষ সংস্তাবো য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশোঽথৈনয়োরেতদন্নং য এষো-

ন্তহৃর্দয়ে লোহিতপিণ্ডোঽথৈনয়োরেতৎ প্রাবরণং যদেতদন্তর্হৃদয়ে জালকমিবাথৈনয়োরেষা সৃতিঃ সঞ্চরণী, যৈষা হৃদয়াদূর্দ্ধা নাড্যুচ্চরতি, যথা কেশঃ সহস্রধা ভিন্ন এবমস্যৈতা হিতা নাম নাড্যোঽন্তর্হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতা ভবন্ত্যেতাভির্ব্বা এতদাস্রবদাস্রবতি তস্মাদেষ প্রবিবিক্তাহারতর ইবৈব ভবত্যস্মাচ্ছারীরাদাত্মনঃ ॥ ২৫০ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ। অথ (প্রকারান্তরে) বামে অক্ষণি (অক্ষিণি) [যৎ] এতৎ পুরুষরূপম্, এষা (এষঃ বামাক্ষিপুরুষঃ) অস্য (বিশ্বপুরুষস্য) পত্নী (ভোগ্যা অন্নরূপা) বিরাট্ (বিরাট্ সংজ্ঞকঃ পুরুষঃ); তয়োঃ (ইন্দ্রস্য ইন্দ্রাণ্যাঃ চ) এষঃ সংস্তাবঃ (যত্র দ্বৌ মিলিত্বা অন্যোন্যং সংস্তবং কুর্ব্বাতে, সঃ); [কঃ সঃ?] যঃ এষঃ অন্তর্হৃদয়ে হৃদয়মধ্যে আকাশঃ (ছিদ্রং)। অথ এনয়োঃ (ইন্দ্রস্য ইন্দ্রাণ্যাঃ চ) এতৎ (বক্ষ্যমাণং) অন্নং (রক্ষাহেতুঃ); [কিং তৎ?] যঃ এষঃ অন্তর্হৃদয়ে লোহিতপিণ্ডঃ (ভুক্তান্নস্য সূক্ষ্মঃ পরিণামবিশেষঃ)। অথ এনয়োঃ (ইন্দ্রস্য ইন্দ্রাণ্যাঃ চ) এতৎ (বক্ষ্যমাণং) প্রাবরণম্ (আচ্ছাদনম্); [কিং তৎ?] যৎ এতৎ অন্তর্হৃদয়ে জালকম্ ইব (জালবৎ শিরাসন্ততিঃ); অথ এনয়োঃ এষা সঞ্চরণী (গমনাগমনোপায়ঃ) সৃতিঃ (পন্থাঃ পদ্ধতিঃ); [এষা কা?] যা এষা নাড়ী হৃদয়াৎ ঊর্দ্ধা (ঊর্দ্ধমুখী সতী) উচ্চরতি (উদ্গচ্ছতি); [কীদৃশী সা?] সহস্রধা ভিন্নঃ কেশঃ যথা (সহস্রভাগ-বিভক্তকেশবৎ) অস্য (শরীরস্য) 'হিতা' নাম (হিতেতি নাম্না প্রসিদ্ধাঃ) নাড্যঃ অন্তর্হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতাঃ ভবন্তি। এতৎ (অন্নং) আস্রবৎ (গলৎ) এতাভিঃ (নাড়ীভিঃ) বৈ আস্রবতি (গচ্ছতি—রসাদিভাবমাপদ্যতে)। তস্মাৎ (অন্নস্য সূক্ষ্মভাগ-পরিপোষিতত্বাৎ হেতোঃ) এষঃ (তৈজসঃ আত্মা) অস্মাৎ শারীরাৎ আত্মনঃ (পূর্ব্বোক্তং বৈশ্বানরাখ্যম্ আত্মানম্ অপেক্ষ্য) প্রবিবিক্তাহারতরঃ (প্রবি-বিক্তাহারঃ—দেহপিণ্ডঃ, অয়ং তু তস্মাদপি সূক্ষ্মতরাহার ইত্যর্থঃ) ইব ভবতি ॥ ২৫০ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ। আর এই যে, বাম চক্ষুতে পুরুষ আছেন, তিনি পূর্ব্বোক্ত দক্ষিণাক্ষিস্থিত ইন্দ্রনামক পুরুষের পত্নী অর্থাৎ ভোগ্য—অন্ন স্বরূপ বিরাট্; ইহাই সেই ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর সংস্তাব,

(সংস্তাব অর্থ—যাহাতে উভয়ে উভয়ের স্তুতি করে); তাহা এই হৃদয়ান্তর্গত আকাশ। উক্ত ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর ইহাই অন্ন,—যাহা এই হৃদয়মধ্যে স্থিত লোহিতপিণ্ড; এই লোহিত-পিণ্ডটী (ভুক্ত অন্নের সূক্ষ্ম পরিণতি); ইহাই ইহাদের উভয়ের প্রাবরণ বা আচ্ছাদন, যাহা এই হৃদয়মধ্যে জালের ন্যায় শিরাসমূহ; এবং ইহাই তাহাদের সঞ্চরণের পথ, যাহা এই হৃদয়প্রদেশ হইতে উর্দ্ধগামিনী নাড়ী; একটী কেশকে সহস্রভাগে বিভক্ত করিলে যেরূপ হয়, ঠিক সেইরূপ সূক্ষ্ম এই হিতানামক নাড়ীসমূহও দেহপিণ্ডের হৃদয়মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। যে সময় অন্নরস ক্ষরিত হয়, তখন এই সমস্ত নাড়ীপথেই ক্ষরিত হয়; সেই জন্যই এই শারীর—পূর্ব্বোক্ত বিশ্বনামক শরীরময় আত্মা অপেক্ষা, এই তৈজসসংজ্ঞক আত্মা অতিশয় সূক্ষ্মবিষয়ভোগী বলিয়াই যেন প্রতীত হয় ॥ ২৫০ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথৈতস্যামেঽক্ষণি পুরুষরূপম্, এষাস্য পত্নী—যং ত্বং বৈশ্বানরমাত্মানং সম্পন্নোঽসি, তস্যাস্য ইন্দ্রস্য ভোক্তুর্ভোগ্যৈষা পত্নী, বিরাট্ অন্নং ভোগ্যত্বাদেব। তদেতদন্নঞ্চ অত্তা চ একং মিথুনং স্বপ্নে। কথম্? তয়োরেষঃ—ইন্দ্রাণ্যা ইন্দ্রস্য চ এষ সংস্তাবঃ, সম্ভূয় যত্র সংস্তবং কুর্ব্বাতে অন্যোন্যম্, স এষ সংস্তাবঃ। কোঽসৌ? য এষোঽন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ—হৃদয়স্য মাংসপিণ্ডস্য মধ্যে অন্তর্হৃদয়ে অথৈনয়োরেতৎ বক্ষ্যমাণম্ অন্নং ভোজ্যং স্থিতিহেতুঃ; কিন্তৎ? য এষোঽন্তর্হৃদয়ে লোহিতপিণ্ডঃ—লোহিত এব পিণ্ডাকারাপন্নো লোহিতপিণ্ডঃ। অন্নং জগ্ধং দ্বেধা পরিণমতে—যৎ স্থূলং, তদধো গচ্ছতি; যদন্যৎ, তৎ পুনরগ্নিনা পচ্যমানং দ্বেধা পরিণমতে—যো মধ্যমো রসঃ, স লোহিতাদিক্রমেণ পাঞ্চভৌতিকং পিণ্ডং শরীরমুপচিনোতি; যোঽণিষ্ঠো রসঃ, স এষ লোহিতপিণ্ড ইন্দ্রস্য লিঙ্গাত্মনো হৃদয়ে মিথুনীভূতস্য, যং তৈজসমাচক্ষতে; স তয়োরিন্দ্রেন্দ্রাণ্যোঃ হৃদয়ে মিথুনীভূতয়োঃ সূক্ষ্মাসু নাড়ীষনুপ্রবিষ্টঃ স্থিতিহেতুর্ভবতি, তদেতদুচ্যতে—অথৈনয়োরেতদন্নমিত্যাদি। ১

কিঞ্চান্যৎ; অথৈনয়োরেতৎ প্রাবরণম্; ভুক্তবতোঃ স্বপতোশ্চ প্রাবরণং ভবতি লোকে, তৎসামান্যং হি কল্পয়তি শ্রুতিঃ; কিং তদিহ প্রাবরণম্?

যদেতদন্তর্হৃদয়ে জালকমিব অনেকনাড়ীছিদ্রবহুলত্বাৎ জালকমিব। অথৈনয়োরেষা স্মৃতিঃ মার্গঃ, সঞ্চরতোঽনয়েতি সঞ্চরণী, স্বপ্নাজ্জাগরিতদেশাগমনমার্গঃ। কা সা স্মৃতিঃ? যা এষা হৃদয়াৎ হৃদয়দেশাদ্ ঊর্দ্ধাভিমুখী সতী উচ্চরতি নাড়ী। তস্যাঃ পরিমাণমিদমুচ্যতে—যথা লোকে কেশঃ সহস্রধা ভিন্নোঽত্যন্তসূক্ষ্মো ভবতি, এবং সূক্ষ্মা অস্য দেহস্য সম্বন্ধিন্যো হিতা নাম—হিতা ইত্যেবং খ্যাতা নাড্যঃ, তাশ্চান্তর্হৃদয়ে মাংসপিণ্ডে প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তি; হৃদয়াদ্বিপ্ররূঢ়াস্তাঃ সর্ব্বত্র কদম্বকেসরবৎ এতাভির্নাড়ীভিরত্যন্তসূক্ষ্মাভিরেতদন্নম্ আস্রবৎ গচ্ছৎ আস্রবতি গচ্ছতি। তদেতদ্দেবতাশরীরম্ অনেনান্নেন ধাতুভূতেনোপচীয়মানং তিষ্ঠতি। ২

তস্মাৎ—যস্মাৎ স্থূলেনান্নেনোপচিতঃ পিণ্ডঃ, ইদন্তু দেবতাশরীরং লিঙ্গং সূক্ষ্মেণান্নেনোপচিতম্ তিষ্ঠতি, পিণ্ডোপচয়করমপ্যন্নং প্রবিবিক্তমেব মূত্রপুরীষাদিস্থূলমপেক্ষ্য, লিঙ্গস্থিতিকরং তু অন্নং ততোঽপি সূক্ষ্মতরম্ অতঃ প্রবিবিক্তাহারঃ পিণ্ডঃ, তস্মাৎপ্রবিবিক্তাহারাদপি প্রবিবিক্তাহারতর এষ লিঙ্গাত্মা ইবৈব ভবতি, অস্মাচ্ছরীরাৎ শরীরমেব শারীরম্, তস্মাচ্ছারীরাদাত্মনঃ বৈশ্বানরাৎ—তৈজসঃ সূক্ষ্মান্নোপচিতো ভবতি ॥ ২৫০ ॥৩॥

টীকা। একস্যৈব বৈশ্বানরস্যোপাসনার্থং প্রাগ্ দক্ষিণাক্ষিস্থত্বেনাক্ষী চেতি মিথুনং কল্পয়তি—অথৈতস্যেতি। প্রাগুক্তকথনানন্তর্য্যার্থোঽথশব্দঃ। এতন্মিথুনং জাগরিতে বিবক্ষিতং, তদেবৈকং স্বপ্নে তৈজসশব্দবাচ্যমিত্যাহ—তদেতদিতি। তস্যাধিষ্ঠানং তৈজসস্যেত্যুক্ত্বা পৃচ্ছতি—কথমিতি। কিং তস্য স্থানং পৃচ্ছ্যতে? অন্নং বা? প্রাবরণং বা? মার্গো বা? ইতি বিকল্প্যাদ্যং প্রত্যাহ—তয়োরিতি। সংস্তবং সঙ্গতিমিতি যাবৎ; দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ—অথেতি। অন্নাদিবিবেকেন তৈজসস্বরূপস্য বক্তব্যত্বাদিত্যথশব্দার্থঃ। লোহিতপিণ্ডঃ সূক্ষ্মান্নরসং ব্যাখ্যাতুং তৎকিতস্যান্নস্য ভাগবিভাগমাহ—অন্নমিতি। যদন্তঃপুনরিত্যত্র যোজনীয়ম্। তত্রেত্যধ্যাহৃত্য যো মধ্যম ইত্যাদিগ্রন্থো যোজ্যঃ। উপাধ্যুপহিতয়োরেকত্বমাশ্রিত্যাহ—যং তৈজস মাহ। তস্যান্নমুপপাদয়তি—স তয়োরিতি। ব্যাখ্যাতেঽর্থে বাক্যস্থাবিভাবয়ত্বমাহ—তদেতদিতি। ১

যদি প্রাবরণং পৃচ্ছ্যতে, তত্রাহ—কিঞ্চান্যদিতি। ভোগস্থানান্তরমথশব্দার্থঃ। প্রাবরণপ্রদর্শনস্য প্রয়োজনমাহ—ভুক্তবতোরিতি। ইত্যেতি ভোক্তৃভোগ্যয়োরিন্দ্রেন্দ্রাণ্যোরুক্তিঃ। হৃদয়জালকয়োরাধারাধেয়ত্বমবিবক্ষিতং, তচৈত্রব তত্ত্বাবাৎ। মার্গশ্চেৎ পৃচ্ছ্যতে, তত্রাহ—অথেতি। নাড়ীভিঃ শরীরং ব্যাপ্তস্যান্নস্য প্রয়োজনমাহ—তদেতদিতি। ২

তস্মাদিত্যাদিবাক্যমাদায় ব্যাচষ্টে—যস্মাদিতি। তথাপি প্রবিবিক্তাহার ইত্যেব বক্তব্যে প্রবিবিক্তাহারতর ইতি কস্মাদুচ্যতে? তত্রাহ—পিণ্ডেতি। যস্মাদিত্যস্যাপেক্ষিতঃ

কথয়তি—অত ইতি। শারীরাদিতি শ্রূয়তে, কথং শরীরাদিত্যুচ্যতে; তত্রাহ—শরীরমেবেতি। উক্তমর্থং সঙ্ক্ষেপোপসংহরতি—আত্মন ইতি ।২৫০।৩।

ভাষ্যানুবাদ। তাহার পর, এই যে, বামচক্ষুতে পুরুষ আছেন, তিনি ইঁহার পত্নী অর্থাৎ তুমি পূর্ব্বশ্রুত্যুক্ত যে বৈশ্বানর আত্মাকে লাভ করিয়াছ, সেই ইন্দ্রনামক ভোক্তার ইহা ভোগ্যরূপা পত্নী বিরাট্স্বরূপ অন্ন; ভোগ্য বলিয়াই ইহাকে অন্ন বলা হইল। স্বপ্নাবস্থায় উক্ত ভোক্তা ও ভোগ্য এতদুভয়ের সম্মিলনে এক মিথুনীভাব সম্পন্ন হয়। কিরূপে হয়?—উক্ত ইন্দ্রাণী ও ইন্দ্রের ইহাই সংস্তাব—যাহাতে উভয়ে সম্মিলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের স্তুতিগান করিয়া থাকে, তাহাকে সংস্তাব বলে। এখানে সেই সংস্তাব কি? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] যাহা এই হৃদয়মধ্যবর্ত্তী আকাশ, [তাহাই সংস্তাব; [—এখানে 'অন্তর্হৃদয়ে' অর্থ হৃদয়নামক মাংসপিণ্ডের মধ্যে। উক্ত উভয়ের ইহাই হইতেছে অন্ন—অর্থাৎ রক্ষার হেতুভূত ভোগ্য; ইহা কি? যাহা এই হৃদয়মধ্যবর্ত্তী লোহিতপিণ্ড অর্থাৎ পিণ্ডাকার লোহিত খণ্ড। অভিপ্রায় এই যে, ভুক্ত অন্ন দুইভাগে পরিণত হয়,—যাহা স্থূলভাগ, তাহা অধোগামী হয়, আর যাহা সূক্ষ্মভাগ, তাহাও জাঠরাগ্নি দ্বারা পরিপাক পাইয়া দুইভাগে পরিণত হয়,—যাহা মধ্যম ভাগ—স্থূলও নয়, সূক্ষ্মও নয়, এমন রসভাগ, সেই রসভাগই লোহিতাদি পরম্পরাক্রমে পাঞ্চভৌতিক দেহের পরিপুষ্টি সাধন করে। আর যাহা সূক্ষ্মতম রস, তাহাই হৃদয়স্থ মিথুনীভূত লিঙ্গসংজ্ঞক ইন্দ্রের—পণ্ডিতগণ যাহাকে 'তৈজস' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, তাহার লোহিতপিণ্ড। এই লোহিতপিণ্ডই সূক্ষ্ম নাড়ীপথে প্রবেশপূর্ব্বক হৃদয়গত মিথুনীভূত ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর স্থিতি সাধন করিয়া থাকে। ১

আরও এক কথা,—ইহাই তাহাদের উভয়ের প্রাবরণ,—ব্যবহারজগতে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা ভোজন করে ও নিদ্রা যায়, তাহাদের গাত্রে আবরণবস্ত্র থাকে; শ্রুতি ইহাদের সম্বন্ধেও সেইরূপ অবস্থা পরিকল্পনা করিতেছেন। এখানে সেই প্রাবরণটা কি? অন্তর্হৃদয়ে—হৃদয়াভ্যন্তরে যে, জালের মত নাড়ী আছে, তাহা;—নাড়ীর সংখ্যা অনেক, এবং সে সমস্ত নাড়ীর ছিদ্ররন্ধ্রও বহু; এইজন্য নাড়ীসমষ্টিকে জালের সদৃশ বলা হইয়াছে। তাহার পর, এই হৃদয়স্থ ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর, ইহাই সংচরণী

স্থিত ; 'সঞ্চরণী' অর্থ—যাহা দ্বারা যাতায়াত করা হয়, অর্থাৎ ইহাই তাহাদের স্বপ্নাবস্থা হইতে জাগ্রৎ-অবস্থায় আসিবার পথ। সেই পথটী কি? উক্ত হৃদয়প্রদেশ হইতে যে নাড়ীটী ঊর্দ্ধমুখে উদ্গত, সেই নাড়ী। সেই নাড়ীর পরিমাণ এইরূপ বলা হইতেছে—জগতে একটা কেশকে সহস্রভাগে বিভক্ত করিলে, তাহা যেমন অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয়, ঠিক তেমনি ; এই দেহগত হিতানামে প্রসিদ্ধ নাড়ীসমূহও অতিশয় সূক্ষ্ম, সেই সূক্ষ্ম নাড়ীগুলি আবার হৃদয়মধ্যবর্ত্তী উক্ত মাংসপিণ্ডের মধ্যে সন্নিবিষ্ট থাকে ; শেষে কদম্ব-কুসুমের কেশররাশির ন্যায় ঐ নাড়ীসমূহ হৃদয় হইতে নির্গত হইয়া সর্ব্বদেহে প্রসৃত হইয়া থাকে। ভুক্ত অন্ন যখন অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ সমস্ত সূক্ষ্ম নাড়ীপথেই গমন করিয়া থাকে। এই যে, দেবতা-শরীর, তাহা রজ্জুস্বরূপ ঐ অন্ন দ্বারা পরিরক্ষিত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, (নচেৎ শরীর বিনষ্ট হইয়া যাইত)। ২

সেইহেতু—যেহেতু দৃশ্যমান দেহপিণ্ড উপভুক্ত স্থূল অন্ন দ্বারা বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু লিঙ্গাত্মক সূক্ষ্ম দেবতাশরীরটী সূক্ষ্ম অন্নরসে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তাহার পর, দেহপিণ্ডের পরিবর্দ্ধক অন্ন স্থূল হইলেও মূত্রপুরীষাদির তুলনায় সূক্ষ্মই বটে, কিন্তু লিঙ্গশরীরের পুষ্টি ও স্থিতিসাধন যে অন্ন, তাহা তদপেক্ষাও অধিক সূক্ষ্ম ; এই হেতু দেহপিণ্ড সাধারণতঃ প্রবি-বিক্তাহার ; এই লিঙ্গাত্মক দেহ যেন সেই প্রবিবিক্তাহার (সূক্ষ্মগ্রাহী) দেহপিণ্ড অপেক্ষাও অধিকতর প্রবিবিক্তাহার (সূক্ষ্মতরাহার) বলিয়া প্রতীত হয় ; অভিপ্রায় এই যে, বৈশ্বানরসংজ্ঞক এই শারীর আত্মা—শরীর অপেক্ষা সূক্ষ্মতর অন্নে উপচিত হইয়া থাকে ॥২৫০॥৩॥

তস্য প্রাচী দিক্ প্রাঞ্চঃ প্রাণাঃ, দক্ষিণাদিগ্ দক্ষিণে প্রাণাঃ, প্রতীচী দিক্ প্রত্যঞ্চঃ প্রাণা উদীচী দিগুদঞ্চঃ প্রাণাঃ, ঊর্দ্ধা দিগূর্দ্ধাঃ প্রাণাঃ, অবাচী দিগবাঞ্চঃ প্রাণাঃ, সর্ব্বা দিশঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ, স এষ নেতি নেত্যাত্মাহগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেহশীর্য্যো নহি শীর্য্যতেহসঙ্গো নহি সজ্যতেহসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যত্যভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোহসীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। স হোবাচ জনকো

বৈদেহোঽভয়ন্ত্বা গচ্ছতাদ্ যাজ্ঞবল্ক্য; যো নো ভগবন্নভয়ং বেদয়সে, নমস্তেঽস্ত্বিমে বিদেহা অয়মহমস্মি ॥ ২৫১ ॥ ৪ ॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥৪॥২॥

অন্বয়ার্থঃ। অস্য (তৈজসবং প্রাপ্তস্য বিদুষঃ) প্রাচী (পূর্ব্বা) দিক্, প্রাঞ্চঃ (প্রাগ্‌গমনশীলাঃ) প্রাণাঃ; দক্ষিণা দিক্ দক্ষিণে (দক্ষিণ-দিগ্‌গামিনঃ) প্রাণাঃ; প্রতীচী (পশ্চিমা) দিক্ প্রত্যঞ্চঃ (পশ্চিমাভি-মুখাঃ) প্রাণাঃ; উদীচী (উত্তরা) দিক্ উদঞ্চঃ প্রাণাঃ, ঊর্দ্ধা দিক্ ঊর্দ্ধাঃ প্রাণাঃ; অবাচী দিক্ অবাঞ্চঃ প্রাণাঃ; সর্ব্বাঃ দিশঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ। সঃ এষঃ (যথোক্তগুণসম্পন্নঃ) নেতি নেতি (নেতি নেতীতিনিষেধপর্য্যন্ত-ভূমিঃ) আত্মা অগৃহ্যঃ নহি গৃহ্যতে, অশীর্য্যঃ নহি শীর্য্যতে; অসঙ্গঃ নহি সজ্যতে; অসিতঃ, ন ব্যথতে; ন রিষ্যতি। হে জনক, [ত্বং] বৈ অভয়ং (জন্মমরণাদিভয়রহিতং ব্রহ্ম) প্রাপ্তঃ অসি (ভবসি) ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ। স বৈদেহঃ জনকঃ উবাচ হ—হে ভগবন্ যাজ্ঞ-বল্ক্য, যঃ ত্বং নঃ (অস্মান্) অভয়ং ব্রহ্ম বেদয়সে (জ্ঞাপয়সি), তং ত্বা (ত্বাং) অভয়ং গচ্ছতাৎ (গচ্ছতু; সর্ব্বথা ভয়রহিতো ভবেত্যর্থঃ)। তে (তুভ্যং) নমঃ (নমস্কারঃ) অস্তু, ইমে বিদেহাঃ (বিদেহাখ্যজনপদাঃ) অয়ং অহং (চ) [তব অধীনঃ] অস্মি ॥২৫১॥৪॥

মূলানুবাদ। বৈশ্বানরভাব হইতে ক্রমে তৈজসভাবাপন্ন সেই বিদ্বানের পূর্ব্বদিক্ হইতেছে অগ্রগামী প্রাণ; দক্ষিণ দিক্ হইতেছে দক্ষিণদিক্‌বর্ত্তী প্রাণ; পশ্চিম দিক্ হইতেছে পশ্চিমদিগ্-বর্ত্তী প্রাণ; উত্তর দিক্ হইতেছে উত্তরদিক্‌গামী প্রাণ; ঊর্দ্ধ-দিক্ হইতেছে ঊর্দ্ধদিগ্‌বর্ত্তী প্রাণ; অধোদিক্ হইতেছে অধোগামী প্রাণ; এবং সাধারণ দিক্ সমূহ হইতেছে সর্ব্বপ্রাণ। [পূর্ব্বে 'নেতি নেতি'রূপে] উক্ত সেই এই আত্মা অগ্রাহ্য, কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় না; অশীর্য্য—কোনরূপে শীর্ণ হয় না; অসঙ্গ—কোথাও আসক্ত হয় না; অসিত (অনবরুদ্ধ); কিছু দ্বারা আবদ্ধ হয় না, এবং কোনরূপে হিংসাও প্রাপ্ত হয় না। যাজ্ঞবল্ক্য

বলিলেন—হে জনক, তুমি অভয় (জন্ম মরণাদি ভয় নিবারক ব্রহ্ম) প্রাপ্ত হইয়াছ। এ কথায় বিদেহপতি জনক বলিলেন—হে পূজনীয় যাজ্ঞবল্ক্য, যে তুমি আমাকে অভয় ব্রহ্ম-স্বরূপ বুঝাইতেছ, সেই তোমাকেও অভয় ব্রহ্ম প্রাপ্ত হউক, অর্থাৎ আমার ন্যায় তুমিও অভয় ব্রহ্ম লাভ কর। তোমার উদ্দেশ্যে নমস্কার করি; এই সমস্ত বিদেহ দেশ এবং এই আমি তোমার [অধীন] আছি ॥২৫॥৪॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ ॥ ৪ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌। স এষ হৃদয়ভূতস্তৈজসঃ সূক্ষ্মভূতেন প্রাণেন বিধ্রিয়মাণঃ প্রাণ এব ভবতি, তস্মাচ্চ বিদুষঃ ক্রমেণ বৈশ্বানরাৎ তৈজসং প্রাপ্তস্য হৃদয়াত্মানমাপন্নস্য হৃদয়াত্মনশ্চ প্রাণাত্মানমাপন্নস্য প্রাচী দিক্ প্রাঞ্চঃ প্রাগ্‌গতাঃ প্রাণাঃ; তথা দক্ষিণা দিক্ দক্ষিণে প্রাণাঃ; তথা প্রতীচী দিক্ প্রত্যঞ্চঃ প্রাণাঃ, উদীচী দিক্ উদঞ্চঃ প্রাণাঃ; ঊর্দ্ধা দিক্ ঊর্দ্ধাঃ প্রাণাঃ; অবাচী দিক্ অবাঞ্চঃ প্রাণাঃ; সর্ব্বা দিশঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ; এবং বিদ্বান্ ক্রমেণ সর্ব্বাত্মকং প্রাণমাত্মত্বেনোপগতো ভবতি, তং সর্ব্বাত্মানং প্রত্যগাত্মন্যুপসংহৃত্য দ্রষ্টুর্হি দ্রষ্টৃভাবং নেতি নেত্যাত্মানং তুরীয়ং প্রতিপদ্যতে; যমেব বিদ্বান্ অনেন ক্রমেণ প্রতিপদ্যতে। স এষ নেতি নেত্যাত্মেত্যাদি ন রিষ্যতীত্যন্তং ব্যাখ্যাতমেতৎ। অভয়ং বৈ জন্মমরণাদিনিমিত্তভয়শূন্যম্, হে জনক, প্রাপ্তোঽসি—ইতি এবং কিল উবাচ উক্তবান্ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। তদেতদুক্তম্—অথ বৈ তেঽহং তদ্ বক্ষ্যামি, যত্র গমিষ্যসীতি। স হোবাচ জনকো বৈদেহঃ—অভয়মেব ত্বা ত্বামপি গচ্ছতাদ্‌গচ্ছতু, যস্ত্বং নঃ অস্মান্, হে ভগবন্ পূজাবন্ যাজ্ঞবল্ক্য, অভয়ং ব্রহ্ম বেদয়সে জ্ঞাপয়সি প্রাপিতবান্ উপাধিকৃতাজ্ঞানব্যবধানাপনয়নেনেত্যর্থঃ। কিমন্যৎ অহং বিদ্যানিষ্ক্রয়ার্থং প্রযচ্ছামি, সাক্ষাদাত্মানমেব দত্তবতে; অতো নমস্তেঽস্তু; ইমে বিদেহাঃ তব, যথেষ্টং ভুঞ্জ্যতাম্; অয়ঞ্চাহমস্মি দাসভাবে স্থিতঃ; যথেষ্টং মাং রাজ্যঞ্চ প্রতিপদ্যস্বেত্যর্থঃ ॥২৫॥৪॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যে চতুর্থাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৪ ॥ ২ ॥

টীকা। তস্য প্রাচী দিগিত্যাদ্যবতারয়িতুং ভূমিকাং করোতি—স এষ ইতি। প্রাণশব্দোক্তাৎ প্রত্যগাত্মা প্রাজ্ঞো গৃহ্যতে। এবং ভূমিকাং কৃত্বা বাক্যমাদায় ব্যাকরোতি——[illegible]। তৈজসঃ প্রাপ্তস্তেত্যাদি ব্যাখ্যানং হৃদয়াত্মানমাপন্নস্যেতি। উক্তমর্থং

দক্ষিণ্যাহ—এবং বিদ্বানিতি। বিশ্বস্য বাগাদিতাভিমানিনস্তৈজসে তস্য চ সর্ব্বাভি-মানিনঃ সুষুপ্তাভিমানিনি প্রাজ্ঞে ক্রমেণান্তর্ভাবং জানন্নিত্যর্থঃ। স এষ নেতি নেত্যাদে-ত্যাদেস্তুর্য্যিকাং করোতি—তং সর্ব্বাত্মানমিতি। তত্র বাক্যমবতার্য্য পূর্ব্বোক্তং ব্যাখ্যানং স্মারয়তি—যমেষ ইতি। তুরীয়াদপি প্রাপ্তব্যমন্তরমস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—অভ-য়মিতি। গন্তব্যং বস্ত্বাদীত্যুপক্রম্যাবস্থাত্রয়াতীতং তুরীয়মুপদিশন্নাত্মান্ পৃষ্টঃ কোবিদা-য়ানাচষ্ট ইতি স্মাগবিষয়তাং নাতিবর্ত্তেতেত্যাশঙ্ক্যাহ—তদেতদিতি। বিদ্যায়া দক্ষি-ণান্তরাভাবমভিপ্রেত্যাহ—স হোবাচেতি। কথং পুনরস্য দ্বিতস্য নষ্টস্য বাহ্য-প্রাণপবিত্যাশঙ্ক্যাহ—উপাধীতি। পর্য্যাধিকং দক্ষিণান্তরং সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্য তদ্যোক্ত-বিদ্যাস্বরূপবং নাস্তীত্যাহ—কিমন্যদিতি। বস্তুতো দক্ষিণান্তরাভাবমুক্ত্বা প্রতীতিমাশ্রি-ত্যাহ—অত ইতি। অক্ষরার্থমুক্ত্বা বাক্যার্থমাহ—যথেষ্টমিতি। ২৫১। ৪।

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং চতুর্থাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্। ৪। ২।

ভক্ষ্যানুবাদ। এই যে, এই হৃদয়স্বরূপ তৈজস, ইহা সূক্ষ্ম প্রাণ দ্বারা বিশেষভাবে বিধৃত হইয়া প্রকৃতপক্ষে প্রাণই হয়; অর্থাৎ প্রাণ-রূপেই পর্য্যবসিত হয়; সেই যে, এই বিদ্বান্, যিনি বৈশ্বানরভাব (স্থূলভাব) হইতে ক্রমে তৈজসত্ব প্রাপ্ত হৃদয়াত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া হৃদয়াত্মক হইয়াছেন; তাহার পূর্ব্ব দিক্ হইতেছে পূর্ব্বদিগ্‌গামী প্রাণ; পশ্চিম দিক্ পশ্চিমভাগবর্ত্তী প্রাণ; উত্তর দিক্ উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী প্রাণ; ঊর্দ্ধ দিক্ ঊর্দ্ধগামী প্রাণ; অধোদিক্ অধোগামী প্রাণ; এবং সমস্ত দিক্ সমষ্টিভূত প্রাণ। এবম্বিধ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ ক্রমে ক্রমে সর্ব্বাত্মক প্রাণকে আত্মারূপে লাভ করেন; সেই সর্ব্বাত্মা প্রাণকেও আবার পরমাত্মাতে পর্য্যবসিত করিয়া, পশ্চাৎ 'নেতি নেতি' রূপে তুরীয় (বিশ্ব, বৈশ্বানর ও তৈজস অপেক্ষা চতুর্থ) আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 'স এষ নেতি নেতি' ইত্যাদি হইতে 'ন রিষ্যতি' পর্য্যন্ত অংশ পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

হে জনক, তুমি অভয়—জন্মমরণাদিজনিত ভীতিশূন্য (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হইয়াছ—এই কথা যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন। এই কথাই পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, 'তুমি মৃত্যুর পর যেখানে গমন করিবে, তাহা তোমাকে বলিব' ইতি। তখন বিদেহাধিপতি জনক বলিলেন—ভগবন্ হে যাজ্ঞবল্ক্য, যে তুমি আমাদিগকে অভয় ব্রহ্ম বলিয়াছ, উপাধিকৃত অজ্ঞানজ ব্যবধান অর্থাৎ অব্রহ্মভাব অপনয়নপূর্ব্বক প্রকৃত ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত করিয়াছ, সেই তোমাকেও অভয় ব্রহ্ম প্রাপ্ত হউক; অধিক কি, তুমি যখন আমাকে সাক্ষাৎ

আমাকে প্রদান করিয়াছ, তখন তোমাকে আমি বিতার মূল্যস্বরূপ আর কি প্রদান করিতে পারি ; অতএব তোমার উদ্দেশে আমার নমস্কার হউক ; এই বিদেহদেশ তোমার যথেষ্ট উপভোগ্য হউক , আর এই আমিও তোমার দাসরূপে আছি ; এই রাজ্য এবং আমাকে তুমি ইচ্ছামত গ্রহণ কর ॥২৫১॥৫॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥৪॥২॥

তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্।

আভাসভাষ্যম্। জনকং হ বৈদেহং যাজ্ঞবল্ক্যো জগামেত্যস্যাভিসম্বন্ধঃ। বিজ্ঞানময় আত্মা সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম সর্ব্বান্তরঃ পর এব—"নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা, নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। স এব ইহ প্রবিষ্টঃ বদনাদিলিঙ্গঃ অস্তি ব্যতিরিক্ত ইতি মধুকাণ্ডে অজাতশত্রুসংবাদে প্রাণাদিকর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বপ্রত্যাখ্যানেনাধিগতোঽপি সন্, পুনঃ প্রাণনাদিলিঙ্গমুপন্যস্য ঔষস্তপ্রশ্নে প্রাণনাদিলিঙ্গো যঃ সামান্যেনাধিগতঃ "প্রাণেন প্রাণিতি" ইত্যাদিনা, "দৃষ্টের্দ্রষ্টা" ইত্যাদিনা অলুপ্তশক্তিস্বভাবোঽধিগতঃ। ১

তস্য চ পরোপাধিনিমিত্তঃ সংসারঃ—যথা রজ্জূষর-শুক্তিকা-গগনাদিষু সর্পোদক-রজতমলিনত্বাদি পরোপাধ্যধ্যারোপণনিমিত্তমেব, ন স্বতঃ; তথা; নিরুপাধিকো নিরুপাখ্যঃ 'নেতি নেতি' ইতি ব্যপদেশ্যঃ সাক্ষাদপরোক্ষাৎ সর্ব্বান্তর আত্মা ব্রহ্ম অক্ষরম্ অন্তর্যামী প্রশাস্তা ঔপনিষদঃ পুরুষঃ বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেত্যধিগতম্। ২

তদেব পুনরিন্ধসংজ্ঞঃ প্রবিবিক্তাহারঃ; ততোঽন্তর্হৃদয়ে লিঙ্গাত্মা প্রবিবিক্তাহারতরঃ; ততঃ পরেণ জগদাত্মা প্রাণোপাধিঃ; ততোঽপি প্রবিলাপ্য জগদাত্মানমুপাধিভূতং রজ্জ্বাদাবিব সর্পাদিকং বিদ্যয়া, "স এব নেতি নেতি" ইতি সাক্ষাৎসর্ব্বান্তরং ব্রহ্মাধিগতম্। এবমভয়ং পরিপ্রাপিতো জনকঃ যাজ্ঞবল্ক্যেন আগমতঃ সঙ্ক্ষেপতঃ। অত্র চ জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ততুরীয়াণ্যুপন্যস্তানি অন্যপ্রসঙ্গেন—ইন্ধঃ, প্রবিবিক্তাহারতরঃ, সর্ব্বে প্রাণাঃ, স এব নেতি নেতীতি। ৩

ইদানীং জাগ্রৎস্বপ্নাদিদ্বারেণৈব মহতা তর্কেণ বিস্তরতোঽধিগমঃ কর্ত্তব্যঃ; অভয়ং প্রাপয়িতব্যম্; সদ্ভাবশ্চাত্মনো বিপ্রতিপত্ত্যাশঙ্কানিরাকরণদ্বারেণ—ব্যতিরিক্তত্বং শুদ্ধত্বম্ স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বম্ অলুপ্তশক্তিস্বরূপত্বং নিরতিশয়ানন্দস্বাভাব্যম্ অদ্বৈতত্বঞ্চ অধিগন্তব্যমিতি ইদমারভ্যতে। আখ্যায়িকা তু বিদ্যাসম্প্রদান-গ্রহণবিধিপ্রকাশনার্থা, বিদ্যাস্তুতয়ে চ বিশেষতঃ, বরদানাদিসূচনাৎ। ৪

আভাসভাষ্য-টীকা। পূর্ব্বস্মিন্ ব্রাহ্মণে আচার্য্যাদিবাদ্য তত্ত্বং নির্দ্ধারিতং, সম্প্রতি ব্রাহ্মণান্তরমবতার্য্য তত্র পূর্ব্বেণ সম্বন্ধং প্রতিজানীতে—জনকমিতি। তস্যায় বৃত্তং

তৃতীয়ে বৃত্তং কীর্ত্তয়তি—বিজ্ঞানময় ইতি। তদ্ব্রহ্ম সাক্ষাদপরোক্ষাৎ সর্ব্বান্তর আত্মা, স পর এব বিজ্ঞানময় আত্মেত্যত্র হেতুমাহ—মায়ী ইতি। বিজ্ঞানময়ঃ পর এবেত্যত্র বাক্যান্তরং পঠতি—স এষ ইতি। মধ্যাদিত্যাদাবুক্তমনুবদতি—বদনাদীতি। তাভ্যাং প্র-সর্ববসনুক্ত চাতুর্বিধ্যমর্থমনুবদতি—অস্তীতি। যদি মধুকাণ্ডে গার্গ্যকাশ্যসংবাদে প্রাণাদীনাং কর্ত্তৃত্বাদিনিরাকরণেন তেভ্যো ব্যতিরিক্তোঽস্তি বিজ্ঞানাত্মেতি সোঽধিগতস্তর্হি কিমিতি পঞ্চমে তৎসদ্ভাবো ব্যুৎপাদ্যতে, তত্রাহ—পুনরিতি। যদ্যপি বিজ্ঞানময়সদ্ভাবশ্চতুর্থে স্থিত-স্তথাপি পুনরৌষস্ত্যে প্রশ্নে যঃ প্রাণেন প্রাণিতীত্যাদিনা প্রাণাদিলিঙ্গমুপন্যস্য তল্লিঙ্গসমাঃ সাধাত্মেনাধিগতঃ, ন দৃষ্টের্দ্রষ্টেত্যাদিনা কূটস্থদৃষ্টিস্বভাবো বিশেষতো নিশ্চিতস্তথা চ পঞ্চমেঽপি তদ্ব্যুৎপাদনমুচিতমিত্যর্থঃ। ৮

আত্মা কূটস্থদৃষ্টিস্বভাবশ্চেৎ কথং তস্য সংসারস্তত্রাহ—তস্য চেতি। অজ্ঞানং তৎ-কার্য্যং চান্তঃকরণাদি পরোপাধিশব্দার্থঃ। সংসারস্যাত্মন্যৌপাধিকত্বে দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। দার্ষ্টান্তিকস্যানেকরূপত্বাদনেকদৃষ্টান্তোপাদানমিত্যভিপ্রেত্য দার্ষ্টান্তিকমাহ—তথেতি। যথোক্তদৃষ্টান্তানুসারেণাত্মন্যপি পরোপাধিঃ সংসার ইতি যাবৎ। সোপাধিকস্যাত্মনঃ সংসা-রিত্বমুক্ত্বা নিরুপাধিকস্য নিত্যমুক্তত্বমাহ—নিরুপাধিক ইতি। নিরুপাখ্যত্বং বাচাং মনসাং চাগোচরত্বম্। কথং তর্হি তত্রাগমপ্রামাণ্যং, তত্রাহ—নেতি নেতীতিব্যপদেশ্য ইতি। কহোলপ্রশ্নোক্তমনুস্মরতি—সাক্ষাদিতি। অক্ষরব্রাহ্মণোক্তং স্মারয়তি—অক্ষরমিতি। অন্তর্যামিব্রাহ্মণোক্তং স্মারয়তি—অন্তর্যামীতি। শাকল্যব্রাহ্মণোক্ত-মনুসন্ধাপয়তি—ঔপনিষদ ইতি। ২

পাঞ্চমিকমর্থমিথমনূদ্যাতীতে ব্রাহ্মণদ্বয়ে বৃত্তমনুভাষতে—তদেবেতি। যৎ সাক্ষাদপ-রোক্ষাৎসর্ব্বান্তরং ব্রহ্ম, তদেবাধিগমনোপায়বিশেষোপদর্শনপুরঃসরং পুনরধিগতমিতি সম্বন্ধঃ। ষষ্ঠাচার্য্যব্রাহ্মণার্থং সংক্ষিপ্য কূর্চ্চব্রাহ্মণার্থং সংক্ষিপতি—ইন্ধ ইত্যাদিনা। ইন্ধস্য বিশেষণং প্রবিবিক্তাহার ইতি। হৃদয়েঽন্তর্যো লিঙ্গাত্মা স ততো বৈশ্বানরাদিন্ধাৎ প্রবিবিক্তা-হারতর ইতি যোজনা। বিশ্বতৈজসাবুক্ত্বা প্রাজ্ঞতুর্য্যৌ প্রদর্শয়তি—ততঃ পরেণেতি। ততস্মাদ্বিশ্বাত্তৈজসাচ্চ পরেণ ব্যবস্থিতো যো জগদাত্মা প্রাণোপাধিরব্যাকৃতাখ্যঃ প্রাজ্ঞ-স্ততোঽপি তদপ্যুপাধিভূতং জগদাত্মানং কেবলে প্রতীচি বিদ্বান্ প্রবিলাপ্য স এব নেতি নেতীতি তুরীয়ং ব্রহ্ম তদধিগতমিতি সম্বন্ধঃ। বিদ্বদুপাধিবিলাপনে দৃষ্টান্তমাহ—রজ্জ্বাদাবিতি। অভয়ং বৈ জনকেত্যাদাবুক্তমনুবদতি—এবমিতি। কূর্চ্চব্রাহ্মণোক্ত-মর্থমনুভাষিতং সংক্ষিপ্যাহ—অত্র চেতি। অঙ্গপ্রসঙ্গেনোপাসনানাং ক্রমমুক্তিফলপ্রদর্শন-প্রসঙ্গেনেতি যাবৎ। তেষামুপন্যাসমেবাভিনয়তি—ইন্ধ ইত্যাদিনা। ৩

বৃত্তমনূদ্যোত্তরব্রাহ্মণস্য তাৎপর্য্যমাহ—ইদানীমিতি। আদিশব্দঃ সুষুপ্তিতুরীয়-সংগ্রহার্থঃ। তর্কস্য মহত্ত্বং চতুর্বিধদোষরাহিত্যেনাবাধিতত্বম্। অধিগমস্তস্যৈব প্রত্যক্ষস্য ব্রহ্মণ ইতি শেষঃ। কর্ত্তব্য ইতীদমিদানীমারভ্যত ইতি সম্বন্ধঃ। কিমিদং ব্রহ্মণোঽধিগমস্য কর্ত্তব্যত্বং নাম, তদাহ—অন্বয়মিতি। অধিগমস্যাবান্তরমাহ—অজ্ঞাতস্যেতি।

প্রাগপি সম্ভাবনয়াধিগতত্বংকিমর্থং পুনস্তদর্থোব প্রযত্যতে, তত্রাহ—বিপ্রতিপত্তীতি। বাহ্যানাং বিপ্রতিপত্ত্যা নাস্তিকশঙ্কায়াং তন্নিরাসদ্বারাত্মনঃ সদ্ভাবোঽধিগন্তব্য ইত্যর্থঃ। আত্মনোঽস্তিত্বেঽপি কেচিদ্দেহাদৌ তদন্তর্ভাবমভ্যুপয়ন্তি, তান্ প্রত্যাহ—ব্যতিরিক্তত্ব-মিতি। দেহাদিব্যতিরিক্তোঽপ্যাত্মা কর্তা ভোক্তা চেত্যেকে, ভোক্তৈব কেবলমিত্যপরে, তান্ প্রত্যুক্তম্—শুদ্ধত্বমিতি। তস্য স্বরূপলক্ষণং প্রত্যাচষ্টে—স্বয়ং জ্যোতিষ্ট্বমিতি। তত্র কূটস্থদৃষ্টিস্বভাবত্বং হেতুমাহ—অলুপ্তেতি। এতেন বিজ্ঞানস্য গুণত্বপক্ষোঽপি প্রত্যুক্তো বেদিতব্যঃ। যে ঘানন্দমাত্মগুণমাহুস্তান্ প্রত্যাহ—নিরতিশয়েতি। আত্মনঃ সপ্রপঞ্চত্ব-পক্ষং প্রত্যাদিশতি—অদ্বৈতত্বং চেতি।

ব্রাহ্মণতাৎপর্য্যমভিধায়াখ্যায়িকা-তাৎপর্য্যমাহ—আখ্যায়িকা ত্বিতি। বিদ্যায়াঃ সম্প্রদানং শিষ্যস্তস্য গ্রহণবিধিঃ শ্রদ্ধাদিপ্রকারস্তস্য প্রকাশনার্থেয়মাখ্যায়িকেতি যাবৎ। প্রয়োজনান্তরং তস্যা দর্শয়তি—বিদ্যেতি। কথং কুর্মতো। বিশেষতো বিদ্যায়াঃ স্তুতিরত্র লক্ষ্যতে, তত্রাহ—বরেতি। কামপ্রশ্নাখ্যস্য বরস্য যাজ্ঞবল্ক্যেন রাজ্ঞে দত্তত্বাত্তেন চাবসরে ব্রহ্মজ্ঞানস্যৈব পৃষ্টত্বাদনেন বিধিনা বিদ্যাস্তুতেঃ সূচনাৎ সাপ্যত্র বিবক্ষিতেত্যর্থঃ। ৪

আভাসভাষ্যানুবাদ। অতীত দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের সহিত 'জনকং হ বৈদেহং যাজ্ঞবল্ক্যো জগাম' ইত্যাদি তৃতীয় ব্রাহ্মণের সম্বন্ধ কথিত হইতেছে—"নান্যদ্ অতোঽস্তি দ্রষ্টা, নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা গিয়াছে যে, বিজ্ঞানময় জীবাত্মা প্রকৃতপক্ষে সাক্ষাৎ প্রত্যক্‌রূপী সর্ব্বান্তর পরমাত্মাই বটে। তাহার পর, মধুকাণ্ডে অজাতশত্রু-সংবাদে সেই আত্মাই দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট ও বচন-শ্রবণাদি ক্রিয়া দর্শনে দেহাতিরিক্তরূপে অনুমানগম্য এবং আপাতপ্রতীত প্রাণনাদিক্রিয়ার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি ধর্ম্মের নিরাসপূর্ব্বক যথার্থরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে; কিন্তু উষস্তের প্রশ্নে আবার সামান্যরূপে অবগত সেই আত্মারই—"প্রাণেন প্রাণিতি" ইত্যাদি ও "দৃষ্টের্দ্রষ্টা" ইত্যাদি বাক্যে বিশেষরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, কোন অবস্থাতেই তাহার জ্ঞান-প্রকাশশক্তি বিলুপ্ত হয় না। ১

আরও বলা হইয়াছে যে, যেমন আগন্তুক দোষবশতঃ রজ্জুতে সর্প, ঊষরভূমিতে উদক, শুক্তিতে রজত ও গগনে মালিন্য আরোপিত হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ সমস্ত ধর্ম্ম উহাদের স্বাভাবিক নহে, তেমনি অলুপ্তশক্তি সেই আত্মার যে, সংসার—জন্ম মরণ ও সুখদুঃখাদি সম্বন্ধ, সে সমুদয়ও উপাধিকৃত—অন্যের সহিত সম্বন্ধবশত উৎপন্ন, কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ নহে। তাহা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, আত্মা স্বভাবতঃ নিরুপাধিক, নির্ব্বিশেষ, 'নেতি নেতি'রূপে নিষেধমুখে নির্দ্দেশযোগ্য, সাক্ষাৎ প্রত্যক্‌রূপী, সর্ব্বান্তর,

অন্তর্যামী, সর্ব্বশাসনকর্ত্তা, উপনিষৎপ্রতিপাদ্য অক্ষর পুরুষ এবং বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। ২

সেই আত্মাকেই আবার ইন্দ্র সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া, তাহার সূক্ষ্ম বিষয়োপভোগ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তদপেক্ষাও সূক্ষ্মবিষয়গ্রাহী হৃদয়মধ্যে নিহিত লিঙ্গাত্মার স্বরূপ কথিত হইয়াছে; পরে তদপেক্ষাও উত্তম প্রাণোপাধিসমন্বিত জগদাত্মার কথা বলা হইয়াছে; শেষে অবিদ্যাপ্রসূত রজ্জুগত সর্পের ন্যায় উপাধিভূত জগদাত্মভাব জ্ঞানবলে বিলীন করিয়া "স এষ নেতি নেতি" বলিয়া সাক্ষাৎ সর্ব্বান্তর্যামী ব্রহ্মতত্ত্ব বিশেষিত করা হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি এইরূপে শাস্ত্রোপদেশানুসারে জনককে সংক্ষেপতঃ অভয় ব্রহ্ম বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। এখানে ইন্দ্র, প্রবিবিক্তাহারতর ও প্রাণব্যূহের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে এবং 'স এষ নেতি নেতি' বাক্যে প্রসঙ্গক্রমে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্ত ও তুরীয় আত্মারও স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে।৩

এখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি অবস্থানুসারে তর্ক দ্বারা ও বিশেষভাবে তাহাকে জানিতে হইবে, অভয় লাভ করাইতে হইবে, এবং যত রকম আশঙ্কা উত্থিত হইতে পারে, তাহা খণ্ডন করিয়া দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মার সদ্ভাব, শুদ্ধত্ব, (সদা পাপপুণ্যশূন্যত্ব, স্বপ্রকাশত্ব, অলুপ্তশক্তিস্বভাবত্ব, সর্ব্বাতিশয় আনন্দরূপত্ব এবং অদ্বিতীয়ত্ব জ্ঞাপন করিবার জন্য এই প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে। কিরূপে বিদ্যাদান করিতে হয়, কিরূপে বিদ্যা গ্রহণ করিতে হয়, তাহা জ্ঞাপনের জন্য আখ্যায়িকার অবতারণা করা হইয়াছে; বিশেষতঃ বরদান প্রভৃতি কার্য্য হইতে বুঝা যায় যে, বিদ্যার মহিমা কীর্ত্তন করাও আখ্যায়িকার আর একটী প্রধান উদ্দেশ্য। ৪

জনকং হ বৈদেহং যাজ্ঞবল্ক্যো জগাম, স মেনে ন বদিষ্য ইত্যথ হ যজ্জনকশ্চ বৈদেহো যাজ্ঞবল্ক্যশ্চাগ্নিহোত্রে সমূদাতে, তস্মৈ হ যাজ্ঞবল্ক্যো বরং দদৌ, স হ কামপ্রশ্নমেব বব্রে, তং হাস্মৈ দদৌ, তং সম্রাড়েব পূর্ব্বং প্রপচ্ছ ॥ ২৫২ ॥ ১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। যাজ্ঞবল্ক্যঃ বৈদেহং জনকং জগাম হ। সঃ (যাজ্ঞবল্ক্যঃ) [গচ্ছন্] মেনে (চিন্তিতবান্)—ন বদিষ্যে (রাজ্ঞা অজিজ্ঞাসিতঃ সন্ কিমপি ন কথয়িষ্যামি ইত্যর্থঃ) ইতি। অথ (তথাপি) যৎ বৈদেহঃ জনকঃ যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ অগ্নিহোত্রে সমূদাতে (বিচারিতবন্তৌ); [তস্য কারণমেতৎ—]

যাজ্ঞবল্ক্যঃ হ (ঐতিহ্যে) তস্মৈ (জনকায়) বরং দদৌ ; সঃ (জনকঃ) হ কামপ্রশ্নং (ইচ্ছানুরূপং প্রশ্নং) বব্রে (প্রার্থিতবান্) ; [যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ] অস্মৈ (জনকায়) তং (কামপ্রশ্নরূপং বরং) দদৌ ; [অতঃ] সঃ সম্রাট্ (জনকঃ) এব পূর্ব্বং (প্রথমং) তং পপ্রচ্ছ (পৃষ্টবান্) ॥২৫২॥২॥

মূলানুবাদ। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি কোন সময়ে বিদেহপতি জনকের নিকট গিয়াছিলেন ; তিনি যাইবার সময় মনে মনে স্থির করিলেন—আমি কিছুই বলিব না ; তথাপি যে, বিদেহপতি জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য অগ্নিহোত্র যজ্ঞসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন, [তাহার কারণ—] ইতঃপূর্ব্বে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি জনক মহারাজকে একটী বর প্রদান করিয়াছিলেন ; তাহাতে তিনি কামপ্রশ্নই প্রার্থনা করিয়াছিলেন ; যাজ্ঞবল্ক্যও তাহাকে সেই বরই দিয়াছিলেন ; এই জন্য সম্রাট্ জনকই প্রথমে প্রশ্ন করিয়াছিলেন ॥২৫১॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। জনকং হ বৈদেহং যাজ্ঞবল্ক্যো জগাম। স চ গচ্ছন্ এবং মেনে চিন্তিতবান্—ন বদিষ্যে কিঞ্চিদপি রাজ্ঞে, গমনপ্রয়োজনং তু যোগক্ষেমার্থম্। ন বদিষ্য ইত্যেবংসঙ্কল্পোঽপি যাজ্ঞবল্ক্যঃ যদ্ যৎ জনকঃ পৃষ্টবান্, তৎ তৎ প্রতিপেদে ; তত্র কো হেতুঃ সঙ্কল্পিতস্যান্যথাকরণে—ইত্যত্রাখ্যায়িকামাচষ্টে।

পূর্ব্বত্র কিল জনক-যাজ্ঞবল্ক্যয়োঃ সংবাদ আসীদগ্নিহোত্রে নিমিত্তে ; তত্র জনকস্যাগ্নিহোত্রবিষয়ং বিজ্ঞানমুপলভ্য পরিতুষ্টো যাজ্ঞবল্ক্যঃ তস্মৈ জনকায় হ কিল বরং দদৌ। স চ জনকো হ কামপ্রশ্নমেব বরং বব্রে বৃতবান্ ; তঞ্চ বরং হাস্মৈ দদৌ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ; তেন বরপ্রদানসামর্থ্যেন অব্যাচিখ্যাসুমপি যাজ্ঞবল্ক্যং তূষ্ণীংস্থিতমপি সম্রাড়েব জনকঃ পূর্ব্বং পপ্রচ্ছ। তত্রৈবানুক্তিঃ, ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ কর্ম্মণা বিরুদ্ধত্বাৎ ; বিদ্যায়াশ্চ স্বাতন্ত্র্যাৎ,—স্বতন্ত্রা হি ব্রহ্মবিদ্যা সহকারিসাধনান্তরনিরপেক্ষা পুরুষার্থসাধনেতি চ ॥ ২৫২ ॥ ১ ॥

টীকা। তাৎপর্য্যমেবমুক্ত্বা ব্যাখ্যামক্ষরাণামারভতে—জনকমিত্যাদিনা। সংবাদং ন করোমীতি ব্রতং চেৎ, কিমিতি গচ্ছতীত্যাশঙ্ক্যাহ—গমনেতি। উত্তরমাহ—যোগেতি। অথ হেত্বান্তরবতারয়তি—নেত্যাদিনা। অত্রোত্তরমেবেতি শেষঃ। পূর্ব্বত্রেতি কর্ম্মকাণ্ডোক্তিঃ। যদগ্নিহোত্রপ্রকরণে কামপ্রশ্নো বরো দত্তশ্চেৎ কিমিতি তত্রৈবাব্যাখ্যাপ্রশ্নপ্রতিবচনে নারচিতাতাং, তত্রাহ—তত্রৈবেতি। কর্ম্মনিরপেক্ষায়া ব্রহ্মবিদ্যায়া

মোক্ষহেতুত্বাদপি কর্মপ্রকরণে তদনুক্তিরিত্যাহ—বিদ্যায়াশ্চেতি। সর্বাপেক্ষাধিকরণ-ন্যায়াৎ তস্যাঃ কর্মাঙ্গবিত্বাশঙ্ক্যাহ—স্বতন্ত্রা হীতি। সা হি মোক্ষসাধনে ফলে বা কর্মাণ্যপেক্ষতে? নাদ্যোহনুপপত্তেঃ। ন দ্বিতীয়ঃ, স্বত এব তস্যা জ্ঞানকার্যাপেক্ষেতি। তদবিরোধাদিত্যুক্তিপ্রত্যাহ—সহকারীতি। ইত্যাদ্যাহ্ হেতোরুক্তিঃ স্বাদুক্তিরিতি সম্বন্ধঃ ॥ ২৫২ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ। পুরাকালে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বিদেহাধিপতি জনকের সমীপে গিয়াছিলেন। তিনি যাইতে যাইতে এইরূপ মনে করিয়াছিলেন —চিন্তা করিয়াছিলেন—আমি রাজাকে কিছুই বলিব না, অর্থাৎ আমার গমনের প্রয়োজন যে, যোগক্ষেম, তাহা তাহাকে বলিব না (১)। যাজ্ঞবল্ক্য যে, 'আমি বলিব না' এইরূপ স্থিরসঙ্কল্প হইয়াও, জনক মহারাজ তাহাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি সে সমস্তের উত্তর দিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের পূর্ব্বসঙ্কল্প পরিত্যাগের কারণ যে কি, তাহা জানাইবার নিমিত্ত এই আখ্যায়িকার অবতারণা করিতেছেন।

ইতঃপূর্ব্বে জনক ও যাজ্ঞবল্ক্যের অগ্নিহোত্র নামক যজ্ঞসংবন্ধে কথোপকথন হইয়াছিল ; তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি অগ্নিহোত্র যজ্ঞবিষয়ে জনকের উত্তম বিজ্ঞান দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া জনককে বর দিতে সম্মত হন ; জনক তখন কাম-প্রশ্নই ইচ্ছানুযায়ী বররূপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন ; যাজ্ঞবল্ক্যও তাহাকে সেই বরই প্রদান করিয়াছিলেন। সেইরূপ বর প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়াই এখন যাজ্ঞবল্ক্য কোন তত্ত্ব ব্যাখ্যান করিতে ইচ্ছা না করিলেও—চুপ করিয়া থাকিলেও সম্রাট্ নিজেই তাঁহাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন। পূর্ব্বে যে, অগ্নিহোত্র যজ্ঞপ্রসঙ্গেই এ তত্ত্ব বলেন নাই কেন, তাহার কারণ—ব্রহ্মবিদ্যা স্বভাবতই কর্ম্মের বিরোধী বা প্রতিকূল, এবং স্বতন্ত্রভাবে বিজ্ঞেয় ; কারণ, ব্রহ্মবিদ্যা স্বতন্ত্রভাবে—অপর কোনও সাধনের সাহায্য না লইয়াই পুরুষার্থ সাধন করিয়া থাকে ॥ ২৫২ ॥ ১ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য কিংজ্যোতিরয়ং পুরুষ ইতি, আদিত্যজ্যোতিঃ সম্রাড়িতি হোবাচ, আদিত্যেনৈব জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতীত্যেবমেবৈতদযাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২৫৩ ॥ ২ ॥

(১) তাৎপর্য্য—'যোগ' অর্থ—অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি ; 'ক্ষেম' অর্থ—প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ করা। যাজ্ঞবল্ক্যের জনকসমীপে গমনের প্রধান উদ্দেশ্য—এই যোগক্ষেম লাভ।

অন্বয়ার্থঃ। ইদানীং জনকস্য প্রশ্নং প্রকটীকর্তুমাহ—যাজ্ঞবল্ক্যে-ত্যাদি। হে যাজ্ঞবল্ক্য, অয়ং পুরুষঃ (ব্যবহারিকঃ জীবঃ) কিংজ্যোতিঃ? (যেন জ্যোতিষা ব্যবহরতি, কিং তজ্জ্যোতিঃ?) ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্যঃ] উবাচ হ—হে সম্রাট্, আদিত্যজ্যোতিঃ (আদিত্যেন জ্যোতিষা ব্যবহরতী-ত্যর্থঃ) ইতি। অয়ং পুরুষঃ আদিত্যেন (চক্ষুষোঽনুগ্রাহকেন) জ্যোতিষা এব আস্তে (ব্যবহারে বর্ত্ততে), পল্যয়তে (ক্ষেত্রাদৌ পরিভ্রমতি), কর্ম (ব্যাপারং) কুরুতে, বিপল্যেতি (প্রত্যাগচ্ছতি) ইতি। [এবমুক্তঃ জনক আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, এবম্ এব (ত্বয়া যদুক্তম্, তৎ তথৈবেত্যর্থঃ) ॥২৫৩॥২॥

মূলানুবাদ। [এখন জনকের প্রশ্ন বলা হইতেছে—জনক জিজ্ঞাসা করিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, 'এই যে হস্তপদাদিযুক্ত ব্যব-হারিক পুরুষ, এই পুরুষ কোন জ্যোতির সাহায্যে ব্যবহার সম্পা-দন করিয়া থাকে? [যাজ্ঞবল্ক্য] বলিলেন—হে সম্রাট্, আদিত্য-রূপ জ্যোতির সাহায্যে। এই পুরুষ আদিত্য জ্যোতির সাহায্যেই ব্যবহার সম্পাদন করে—নানাস্থানে গমন করে,' তথা হইতে আগমন করে, এবং আবশ্যক কর্ম্ম নিষ্পাদন করে। [জনক বলিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে, অর্থাৎ তুমি যাহা বলিলে, তাহা সেইরূপই সত্য ॥ ২৫৩ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। হে যাজ্ঞবল্ক্যেত্যেবং সম্বোধ্য অভিমুখীকরণায়; কিংজ্যোতিরয়ং পুরুষ ইতি—কিমস্য পুরুষস্য জ্যোতিঃ, যেন জ্যোতিষা ব্যবহরতি, সোঽয়ং কিংজ্যোতিঃ? অয়ং প্রাকৃতঃ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতরূপঃ শিরঃ-পাণ্যাদিমান্ পুরুষঃ পৃচ্ছ্যতে—কিময়ং স্বাবয়বসঙ্ঘাত-বাহ্যেন জ্যোতিরন্তরেণ ব্যবহরতি? আহোস্বিৎ স্বাবয়বসঙ্ঘাতমধ্যপাতিনা জ্যোতিষা জ্যোতিঃকার্য্যম্ অয়ং পুরুষো নির্ব্বর্ত্তয়তি? ইত্যেতদভিপ্রেত্য পৃচ্ছতি। কিঞ্চাতঃ—যদি ব্যতিরিক্তেন যদি বা অব্যতিরিক্তেন জ্যোতিষা জ্যোতিঃকার্য্যং নির্ব্বর্ত্তয়তি? শৃণু তত্র কারণম্।—যদি ব্যতিরিক্তেনৈব জ্যোতিষা জ্যোতিঃকার্য্যনির্ব্বর্ত্তকত্বমস্য স্বভাবো নির্দ্ধারিতো ভবতি, ততোঽদৃষ্টজ্যোতিঃকার্য্যবিষয়েঽপ্যনুমাস্যামহে, ব্যতিরিক্তজ্যোতির্নিমিত্তমেবেদং কার্য্যমিতি; অথাব্যতিরিক্তেনৈব স্বাত্মনা জ্যোতিষা ব্যবহরতি, ততঃ অপ্রত্যক্ষেঽপি জ্যোতিষি জ্যোতিঃকার্য্যদর্শনে অব্যতিরিক্তমেব জ্যোতিরনুমেয়ম্। অথানিয়ম এব—ব্যতিরিক্তমব্যতিরিক্তং

বা জ্যোতিঃ পুরুষস্য ব্যবহারহেতুঃ, ততোঽনধ্যবসায় এব জ্যোতির্বিষয়ে—ইত্যেবং মন্বানঃ পৃচ্ছতি জনকো যাজ্ঞবল্ক্যং—"কিংজ্যোতিরয়ং পুরুষ ইতি ।১

নন্বেবম্ অনুমানকৌশলে জনকস্য কিং প্রশ্নেন ? স্বয়মেব কস্মান্ন প্রতিপদ্যতে, ইতি ; সত্যমেতৎ ; তথাপি লিঙ্গলিঙ্গিসম্বন্ধবিশেষাণামত্যন্তসৌক্ষ্ম্যাৎ দুরব-বোধতাং মন্যতে বহূনামপি পণ্ডিতানাম্, কিমুতৈকস্য ; অতএব হি ধর্ম্মসূক্ষ্ম-নির্ণয়ে পরিষদ্ব্যাপার ইষ্যতে, পুরুষবিশেষশ্চাপেক্ষ্যতে—দশাবরা পরিষৎ, ত্রয়ো বৈকো বেতি ; তস্মাদ্যদ্যপ্যনুমানকৌশলং রাজ্ঞস্তথাপ্যত্র যুক্তো যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রষ্টুম্, বিজ্ঞানকৌশলতারতম্যোপপত্তেঃ পুরুষাণাম্ । ২

অথবা শ্রুতিঃ স্বয়মেব আখ্যায়িকাব্যাজেন অনুমানমার্গমুপন্যস্য অস্মান্ বোধয়তি পুরুষমতিমনুসরন্তী । যাজ্ঞবল্ক্যোঽপি জনকাভিপ্রায়াভিজ্ঞতয়া ব্যতিরিক্তমাত্মজ্যোতির্বোধয়িষ্যন্ জনকং ব্যতিরিক্তপ্রতিপাদকমেব লিঙ্গং প্রতিপেদে, যথা—প্রসিদ্ধম্ আদিত্যজ্যোতিঃ সম্রাড়িতি হোবাচ । কথম্ ? আদিত্যেনৈব স্বাবয়বসঙ্ঘাতব্যতিরিক্তেন চক্ষুষোঽনুগ্রাহকেণ জ্যোতিষা অয়ং প্রাকৃতঃ পুরুষ আস্তে উপবিশতি, পল্যয়তে পর্য্যেতি ক্ষেত্রমরণ্যং বা, তত্র গত্বা কর্ম্ম কুরুতে, বিপল্যেতি বিপর্য্যেতি চ যথাগতম্ । অত্যন্তব্যতিরিক্তজ্যোতিষ্ট্ব-প্রসিদ্ধতাপ্রদর্শনার্থমনেকবিশেষণম্ ; বাহ্যানেকজ্যোতিঃপ্রদর্শনঞ্চ লিঙ্গস্যাব্যভি-চারিত্বপ্রদর্শনার্থম্ । এবমেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২৫৩ ॥ ২ ॥

টীকা । যাজ্ঞবল্ক্যব্রতশঙ্কে হেতুমুক্ত্বা জনকস্য প্রশ্নমুত্থাপয়তি—হে যাজ্ঞ-বল্ক্যেতি । অক্ষরার্থমুক্ত্বা প্রশ্নবাক্যে বিবক্ষিতমর্থমাহ—কিমর্থমিত্যাদিনা । সংঘাতো যথোক্তপুরুষবিষয়ঃ । জ্যোতিঃকার্য্যবিন্যাসনাদিব্যবহারোক্তিঃ । ইত্যেতদিতি কল্পদ্বয়ং পরামৃশ্যতে । পক্ষদ্বয়েঽপি ফলং পৃচ্ছতি—কিং চেতি । সপ্তম্যর্থে তসিঃ । উত্তরমাহ—শৃণ্বিতি । তত্রেতি পক্ষদ্বয়োক্তিঃ । কারণং কল্পমিতি যাবৎ । প্রথমপক্ষ-মনূদ্য স্বপক্ষসিদ্ধিফলমাহ—যদীত্যাদিনা । যস্ত্রী পুরুষমধিকরোতি । যত্র কারণভূতং জ্যোতির্ন দৃশ্যতে, তৎকার্য্যং স্বাসনাদ্যুপলভ্যতে, তত্রাপি বিষয়ে স্বপ্নাদাবিতি যাবৎ । অনুমানমেবাভিনয়তি—ব্যতিরিক্তেনেতি । বিমতমতিরিক্তজ্যোতিরধীনং ব্যবহারত্বাৎ সম্মতবদিত্যর্থঃ ।

পক্ষান্তরমনূদ্য লোকায়তপক্ষসিদ্ধিফলমাহ—অথেত্যাদিনা । অপ্রত্যক্ষেঽপীতি-ব্যতিরিক্তমিতি শেষঃ । কল্পনান্তরমাহ—অথেতি । অস্মিন্নং ব্যাকরোতি—ব্যতি-রিক্তমিতি । তস্মিন্ পক্ষে ব্যবহারহেতৌ জ্যোতিষ্যনিশ্চয়াত্তদ্বিকারো ব্যবহারোঽপি ন নৈয়ত্যমাপদ্যেতেত্যাহ—তত ইতি । ব্যাখ্যাতং প্রশ্নমুপসংহরতি—ইত্যেবমিতি । ১

ভাষ্যানুবাদ। জনক যাজ্ঞবল্ক্যের বুদ্ধি আকর্ষণের জন্য সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই পুরুষ (ব্যবহারিক জীব) কিং-জ্যোতি? অর্থাৎ এই পুরুষের সেই জ্যোতিটী কি, যে জ্যোতির সাহায্যে ব্যবহার নির্ব্বাহ করিয়া থাকে? এখানে লোকপ্রসিদ্ধ দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিভূত হস্ত-মস্তকাদিযুক্ত পুরুষের সম্বন্ধে প্রশ্ন হইতেছে যে, এই পুরুষ কি স্বীয় অবয়ব-সমষ্টির অতিরিক্ত অপর কোনও জ্যোতির সাহায্যে ব্যবহার করিয়া থাকে? অথবা স্বীয় অবয়বান্তর্গত কোন জ্যোতির সাহায্যেই জ্যোতির কার্য্য (আলোকের কার্য্য) নির্ব্বাহ করিয়া থাকে? এই অভিপ্রায়ে জনকের প্রশ্ন। এই প্রশ্নের ফল কি?—পুরুষ যদি অবয়বাতিরিক্ত জ্যোতি দ্বারা জ্যোতির কার্য্য নির্ব্বাহ করে, যদিবা অনতিরিক্ত জ্যোতি দ্বারাই জ্যোতির কার্য্য নির্ব্বাহ করে, তাহাতে বিশেষ কি? তাহার ফল শ্রবণ কর—যদি ব্যতিরিক্ত জ্যোতি দ্বারা জ্যোতির কার্য্য নির্ব্বাহ করাই পুরুষের স্বভাব হয়, তাহা হইলে, যেখানে কোন জ্যোতিঃপদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় না, অথচ জ্যোতির কার্য্য—প্রকাশন মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সে স্থলেও, আমরা তাহা অতিরিক্ত জ্যোতির কার্য্য বা ফল বলিয়াই অনুমান করিতে পারি; আর যদি অব্যতিরিক্ত—শরীরমধ্যবর্ত্তী জ্যোতি দ্বারা ব্যবহার করাই পুরুষের স্বভাব হয়, তাহা হইলেও, অদৃষ্ট জ্যোতির স্থানেও, জ্যোতির কার্য্য দর্শন করিয়া, অনতিরিক্ত জ্যোতির অনুমান করিতে পারি। আর যদি কোন নিয়মই না থাকে—যথাসম্ভব অতিরিক্ত ও অনতিরিক্ত উভয়-প্রকার জ্যোতিই পুরুষের ব্যবহার-নির্ব্বাহের হেতু হয়, তাহা হইলেও জ্যোতি বা প্রকাশের সম্বন্ধে কোন একটা স্থিরনিশ্চয় সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না; এইরূপ সংশয়-সমাকুল হইয়া জনক মহারাজ প্রশ্ন করিতেছেন যে, "কিংজ্যোতিঃ অয়ং পুরুষঃ ইতি। ১

ভাল কথা, জনকের যদি এতটাই অনুমান কৌশল থাকে, তাহা হইলে আর প্রশ্নের প্রয়োজন কি?—নিজেই তত্ত্ব নিরূপণ করেন না কেন? হাঁ, এ কথা সত্যই বটে; কিন্তু তাহা হইলেও, হেতু-হেতুমদ্ভাবঘটিত সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তিনিরূপণ এতই দুরূহ যে, সমবেত বহু পণ্ডিতের পক্ষেও তাহা নিতান্ত নির্ব্বোধ্য বলিয়া মনে হয়, একজনের পক্ষে আর কথা কি? এই কারণেই কোনও সূক্ষ্ম ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপণস্থলে জ্ঞানিগণ পরিষদ্ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া থাকেন; এবং ধর্ম্মনিরূপক ব্যক্তির গুণগত

উৎকর্ষের অপেক্ষা করিয়া থাকেন—যেমন দশজন বিজ্ঞ ব্যক্তিকে লইয়া, অথবা একজনকে লইয়াও বিচার-সভা সংঘটিত হইয়া থাকে; অভিপ্রায় এই যে, বিশিষ্টগুণসম্পন্ন হইলে একজন ব্যক্তি দ্বারাও ধর্ম্মনিরূপণ হইতে পারে, তদপেক্ষা হীনগুণ হইলে তিন জন, আর তদপেক্ষাও হীনগুণ হইলে, সভার দশজন সভ্যের আবশ্যক হয় (১)। অতএব বুঝিতে হইবে, যদিও রাজা জনকের অনুমান-নৈপুণ্য থাকুক, তথাপি যাজ্ঞবল্ক্যের জিজ্ঞাসা করা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে;—কারণ বিভিন্ন ব্যক্তির অনুমান-কৌশল বিভিন্ন প্রকার—উৎকর্ষাপকর্ষযুক্ত। ২

অথবা, শ্রুতি নিজেই মানববুদ্ধির বা লোকব্যবহারের অনুবর্ত্তিনী হইয়া স্বয়ংই আখ্যায়িকাচ্ছলে অনুমানপ্রণালী প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে তত্ত্বোপদেশ দিতেছেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও মহারাজ জনকের অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত থাকায় দেহাতিরিক্ত আত্মজ্যোতিঃ বুঝাইবার জন্য, জনকের প্রতি দেহাতিরিক্ত জ্যোতির অস্তিত্বজ্ঞাপক হেতুর উপন্যাস করিয়া বলিলেন—হে সম্রাট্, আদিত্য একটী প্রসিদ্ধ জ্যোতিঃ। কিরূপ? না, চক্ষুর অনুগ্রাহক অর্থাৎ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সহকারী। কারণ—দেহাতিরিক্ত আদিত্য জ্যোতির সাহায্যে এই প্রাণিসমুদায় উপবেশন করিয়া থাকে, ক্ষেত্র বা অরণ্যাদি স্থানে গমন করিয়া থাকে, সেখানে যাইয়া কর্ম্ম করে, এবং যে ভাবে গিয়াছিল, সেই ভাবেই প্রত্যাগমন করে। ব্যবহারনিষ্পাদক জ্যোতিঃপদার্থটী যে দেহাবয়ব হইতে অত্যন্ত পৃথক্, ইহা জ্ঞাপন করিবার জন্য এখানে বহু বিশেষণ বা অনেকগুলি কার্য্যের উল্লেখ করা হইয়াছে। বাহ্য বহুজ্যোতিঃ প্রদর্শনের অভিপ্রায় এই যে, উক্ত হেতুনিচয় অব্যভিচারী অর্থাৎ উল্লিখিত জ্যোতিঃসমূহই যে, ব্যবহার সম্পাদনের অব্যভিচারী সাধন ইহা জানান। জনক বলিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে ২॥

(১) তথাপি—মনু বলিয়াছেন 'একোঽপি বেদবিদ্ধর্ম্মং যং ব্যবস্যেদ্দ্বিজোত্তমঃ। স বিজ্ঞেয়ঃ পরো ধর্ম্মো নাজ্ঞানামুদিতোঽযুতৈঃ। দশাবরা বা পরিষদ্ যং ধর্ম্মং পরিকল্পয়েৎ। ত্র্যবরা বাপি বৃত্তস্থা তং ধর্ম্মং ন বিচালয়েৎ' ইতি। অর্থাৎ যাঁহারা যথাবিধি বেদ ও বেদাঙ্গ অবগত হইয়াছেন, শ্রুতার্থপ্রত্যক্ষকারী সেই সকল ব্রাহ্মণ 'শিষ্ট' পদবাচ্য। তাদৃশ গুণসম্পন্ন দশ জন সদস্যযুক্ত অথবা তিনজন সদস্যযুক্ত অথবা একজন সদস্যযুক্ত ধর্ম্মসভাও যাহা ধর্ম্ম বলিয়া নিরূপণ করেন, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম; সেরূপ ধর্ম্মসম্বন্ধে আর পুনর্ব্বার বিচার করিবে না। এখানে বুঝিতে হইবে যে, গুণাধিক্য হইলে একজন, তদপেক্ষা হীন-গুণস্থলে তিনজন, আর তাহা অপেক্ষাও হীনগুণ হইলে দশ জন সদস্যের আবশ্যক হয়।

অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইতি চন্দ্রমা এবাস্য জ্যোতির্ভবতীতি, চন্দ্রমসৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতীত্যেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২১৪ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ। [জনকঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, আদিত্যে অস্তমিতি (সতি) অয়ং পুরুষঃ কিংজ্যোতিঃ এব [ভবতি]? ইতি, [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] [তদা] চন্দ্রমাঃ (চন্দ্রঃ) এব অস্য (পুরুষস্য) জ্যোতিঃ ভবতি ইতি। [তদা] অয়ং (পুরুষঃ) চন্দ্রমসা জ্যোতিষা এব আস্তে,, পল্যয়তে, কর্ম্ম কুরুতে, বিপল্যেতি ইতি। [জনক আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, এতৎ এবম্ এব ইতি॥ ২৫৪ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ। [পুনশ্চ জনক জিজ্ঞাসা করিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, আদিত্য জ্যোতির অস্তময়ে (অভাবে) এই ব্যবহারী পুরুষ কোন জ্যোতিদ্বারা ব্যবহার করিয়া থাকে? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] তখন চন্দ্রই তাহার জ্যোতিঃস্বরূপ হয়; চন্দ্ররূপ জ্যোতির সাহায্যেই তখন এই পুরুষ স্থিতিলাভ করে, গমন করে, কর্ম্ম করে, এবং স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করে। [জনক বলিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা ঠিক এইরূপই বটে ॥২৫৪॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তথাস্তমিতে আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইতি। চন্দ্রমা এবাস্য জ্যোতিঃ ॥২৫৪॥৩॥

টীকা। ।২৫৪।৩।

ভাষ্যানুবাদ। হে যাজ্ঞবল্ক্য, আদিত্য জ্যোতি অস্তমিত হইলে, কোন পদার্থটী এই পুরুষের জ্যোতিঃস্বরূপ হয়? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] তখন চন্দ্রই তাহার জ্যোতিস্বরূপ হইয়া থাকে ॥২৫৪॥৩॥

অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্যস্তমিতে কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইত্যগ্নিরেবাস্য জ্যোতির্ভবতীত্যগ্নিনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতীত্যেবমেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২৫৫ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। [জনকঃ পপ্রচ্ছ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, আদিত্যে অস্তমিতে, চন্দ্রমসি (চন্দ্রে চ) অস্তমিতে (সতি) অয়ং পুরুষঃ কিংজ্যোতিঃ এব ? ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] [তদা] অগ্নিঃ (দীপালোকাদিঃ) এব অস্য জ্যোতিঃ (বস্তুপ্রকাশকঃ) ভবতি ইতি ; অয়ং পুরুষঃ অগ্নিনা জ্যোতিষা এব আস্তে, পল্যয়তে, কর্ম্ম কুরুতে, বিপল্যেতি-ইতি। [জনক আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, এতৎ এবং এবম্ এব ইতি ॥ ২৫৫ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ। জনক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, সূর্য্য ও চন্দ্র অস্তমিত হইলে পর, এই পুরুষ (দেহী) কোন জ্যোতি অবলম্বন করে ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] তখন অগ্নিই তাহার জ্যোতি হয় ; তখন অগ্নিরূপ জ্যোতির সাহায্যেই লোকে স্থিতি লাভ করে, অভীষ্ট স্থানে গমন করে, কর্ম্ম করে, এবং কর্ম্মান্তে প্রত্যাগমন করে। [জনক বলিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে ॥ ২৫৫ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অস্তমিতে আদিত্যে, চন্দ্রমস্যস্তমিতে অগ্নির্জ্যোতিঃ ॥২৫৫॥৪॥

টীকা। ॥২৫৫॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ। আদিত্য অস্তমিত হইলে এবং চন্দ্র অস্তমিত হইলে অগ্নিই পুরুষের জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া থাকে ॥ ২৫৫ ॥ ৪ ॥

অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্যস্তমিতে শান্তেঽগ্নৌ কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইতি, বাগেবাস্য জ্যোতির্ভবতীতি, বাচৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতীতি, তস্মাদ্বৈ সম্রাড়পি যত্র স্বঃ পাণির্ন বিনির্জ্ঞায়তেঽথ যত্র বাগুচ্চরত্যুপৈব তত্র ন্যেতীতি, এবমেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২৫৬ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। [জনকঃ পপ্রচ্ছ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, আদিত্যে অস্তমিতে, চন্দ্রমসি অস্তমিতে, অগ্নৌ চ শান্তে (নির্ব্বাণং গতে সতি) অয়ং পুরুষঃ কিংজ্যোতিঃ এব ? ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] বাক্ এব অস্য জ্যোতিঃ ভবতি ইতি ; [তদা] অয়ং পুরুষঃ বাচা (বাক্যরূপেণ) জ্যোতিষা এব আস্তে, পল্যয়তে, কর্ম্ম কুরুতে, বিপল্যেতি ইতি ; হে সম্রাট্, তস্মাৎ

(বাগ্‌জ্যোতিষ্ট্বাৎ) বৈ (এব) যত্র (যস্মিন্ দেশে কালে বা) স্বঃ (স্বীয়ঃ পাণিঃ অপি ন বিনির্জ্ঞায়তে (প্রত্যক্ষীক্রিয়তে), অথ (তদা) যত্র (যস্মিন্ স্থানে) বাক্ উচ্চরতি (শব্দঃ প্রকাশতে), তত্র এব উপন্যেতি (নিশ্চয়েন উপগচ্ছতি) ইতি ; [জনক আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, এতৎ এবমেব ইতি ॥২৫৬॥৫

মূলানুবাদ। [জনক জিজ্ঞাসা করিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, সূর্য্য ও চন্দ্র অস্তমিত হইলে, এবং অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে এই পুরুষ কোন জ্যোতির সাহায্যে ব্যবহার করে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, তখন বাক্যই ইহার জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া থাকে; তখন বাক্যরূপ জ্যোতি দ্বারাই ব্যবহার করে, গমনাগমন করে এবং কর্ম্ম করে। হে সম্রাট্, এই কারণেই, যে সময় [অন্ধকারে] নিজের হস্তপদাদি দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই সময় যেখানে শব্দ উচ্চারিত হয়, লোকে সেখানেই সত্বর উপস্থিত হইয়া থাকে। [জনক বলিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে ॥ ২৫৬ ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। শান্তেঽগ্নৌ বাক্ জ্যোতিঃ; বাগিতি শব্দঃ পরিগৃহ্যতে, শব্দেন বিষয়েণ শ্রোত্রমিন্দ্রিয়ং দীপ্যতে; শ্রোত্রেন্দ্রিয়ে সম্প্রদীপ্তে মনসি বিবেক উপজায়তে, তেন মনসা বাহ্যাং চেষ্টাং প্রতিপদ্যতে "মনসা হ্যেব পশ্যতি, মনসা শৃণোতি" ইতি ব্রাহ্মণে। কথং পুনর্বাগ্‌জ্যোতিরিতি, বাচো জ্যোতিষ্ট্বমপ্রসিদ্ধমিত্যত আহ—তস্মাদ্বৈ সম্রাট্, যস্মাদ্বাচা জ্যোতিষা অনুগৃহীতোঽয়ং পুরুষো ব্যবহরতি, তস্মাৎ প্রসিদ্ধমেতদ্বাচো জ্যোতিষ্ট্বম্; কথম্? অপি—যত্র যস্মিন্ কালে প্রাবৃষি প্রায়েণ মেঘান্ধকারে সর্ব্বজ্যোতিঃপ্রত্যস্তময়ে স্বোঽপি পাণিঃ হস্তো ন বিস্পষ্টং নির্জ্ঞায়তে, অথ তস্মিন্ কালে সর্ব্বচেষ্টানিরোধে প্রাপ্তে বাহ্যজ্যোতিষোঽভাবাৎ যত্র বাগুচ্চরতি, শ্বা বা ভষতি, গর্দ্দভো বা রৌতি, উপৈব তত্র ন্যেতি—তেন শব্দেন জ্যোতিষা শ্রোত্রমনসোর্নৈরন্তর্য্যং ভবতি; তেন জ্যোতিষা কার্য্যং বাক্ প্রতিপদ্যতে; তেন বাচা জ্যোতিষা উপন্যেত্যেব—উপগচ্ছত্যেব তং সন্নিহিতো ভবতীত্যর্থঃ। তত্র চ কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতি।২

তত্র বাগ্‌জ্যোতিষো গ্রহণং শব্দাদীনামুপলক্ষণার্থম্। গন্ধাদিভিরপি হি ঘ্রাণাদিষ্বনুগৃহীতেষু প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যাদয়ো ভবন্তি; তেন তৈরপ্যনুগ্রহো ভবতি কার্য্যকরণসংঘাতস্য। এবমেবৈতদ্‌যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২৫৬ ॥ ৫ ॥

টীকা। ইত্যাদি বাগেবেতি—বাগিতীতি। শব্দস্য জ্যোতিষ্ট্বং সাধয়তি পাত-
দিকাঃ করোতীতি—শব্দেনেতি। তদীয়দবকাশাদাহ—শ্রোত্রেতি। তর্হি বিবেকা-
কারণাভাবে মনো কিং স্যাদিত্যাহ—তেনেতি। তত্র প্রমাণমাহ—মনসা হীতি।
এবং প্রাতিভিক্যাং কৃত্বা বাচো জ্যোতিষ্ট্বসাধনার্থং পৃচ্ছতি—কথমিতি। কা পুনরত্রানুপ-
পত্তিরত আহ—বাচ ইতি। তত্রাভিধেয়বাক্যাদ্বয়প্রত্যয়োপলব্ধ্যা ব্যাকরোতি—অত ইত্যাদে-
স্ত্যাদিনা। প্রসিদ্ধবাক্যাপূর্বকং পৃচ্ছতি—কথমিত্যাদিনা। উপলব্ধ্যাদি
যাচতে—তেন শব্দেনেতি। জ্যোতিষ্কার্য্যং ব্যবহারলক্ষণকার্য্যমিতি যাবৎ।
তত্র বাগ্জ্যোতিষ ইত্যত্র ইত্যত্র চতুর্থপর্য্যায়ঃ সমর্থঃ। কিমিতি প্রকারঃ শব্দেনোপ-
লক্ষ্যতে, তত্রাহ—শব্দাদিভিরিতি। প্রাণাদয়ঃ প্রাপ্যতে—এবমেবেতি। তথাপি
প্রায়শো তত্র প্রবৃত্তির্নির্বাহকত্বাদৌপচারিকং জ্যোতিষ্ট্বমিতি শেষঃ॥ ১০৭॥ ৫।

ভাষ্যানুবাদ। অগ্নি অস্তমিত হইলে পর, বাক্ হয় জ্যোতিঃ-স্বরূপ। এখানে 'বাক্' অর্থে শব্দ বুঝিতে হইবে। প্রথমতঃ শব্দ দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয় প্রদীপ্ত হয়, শ্রবণেন্দ্রিয় প্রদীপ্ত হইলে পর, মনেতে বিবেক (কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য) জ্ঞান উপস্থিত হয়; তখন সেই মনের সাহায্যে বাহিরে চেষ্টা (কার্য্য) করিতে থাকে; 'মনঃ দ্বারা দর্শন করে, মনদ্বারা শ্রবণ করে', এই 'ব্রাহ্মণ' বাক্যও এ বিষয়ে প্রমাণ।

ভাল, বাক্ (শব্দ) জ্যোতিঃস্বরূপ হয় কিরূপে? - বাক্যের যে, জ্যোতিঃ-স্বরূপতা, তাহা ত কোথাও প্রসিদ্ধ নাই? তদুত্তরে বলিতেছেন—হে সম্রাট্, যে হেতু ব্যবহারী পুরুষ বাক্যরূপ জ্যোতির অনুগ্রহ লাভ করিয়া আবশ্যকীয় ব্যবহার নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, সেই হেতু বাক্যের এই জ্যোতিঃ-স্বরূপত্ব সুপ্রসিদ্ধই বটে; কি প্রকারে?—যে সময়ে—বর্ষাকালে, সে সময় প্রায়শই অন্ধকারময় ঘনঘটায় সমস্ত জ্যোতিঃপদার্থ অভিভূত—অদৃশ্য হইয়া যায়, তখন নিজের হাতটী পর্য্যন্ত সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয় না; সেই সময় বাহিরে অন্য কোনও জ্যোতি না থাকায় লোকের সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার বিলুপ্ত হই-বার উপক্রম হয়; তখন যেখানে বাক্য উচ্চারিত হয়—শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়,— কুকুরে চীৎকার করে, অথবা গর্দ্দভে শব্দ করে, লোক সেখানেই যাইয়া উপস্থিত হয়; সেই শব্দময় জ্যোতির সহিত মন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের গাঢ় সম্বন্ধ সংঘটিত হয়; তাহাতেই সেই শব্দ-জ্যোতির কার্য্যকারিতা হইয়া থাকে; সেই শব্দরূপ জ্যোতি দ্বারাই লোক সমীপগত হয়, অর্থাৎ শব্দ-স্থলে উপস্থিত হয়। সেখানে উপস্থিত হইয়া কর্ম্ম করে, ও ইতস্ততঃ গমনাগমন করে।৫

এখানে বাক্-জ্যোতির কথা হইতে গন্ধাদি-জ্যোতির কথাও গ্রহণ করিতে হইবে; কেননা, গন্ধাদি গুণের সহিত ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলেও লোকের যথাযোগ্য প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি হইয়া থাকে; অতএব বাক্যের ন্যায় গন্ধাদি গুণসমূহ দ্বারা ও দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতের উপকার সংঘটিত হইয়া থাকে। [জনক বলিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে ॥ ২৫৬ ॥ ৫ ॥

অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্যস্তমিতে শান্তেঽগ্নৌ শান্তায়াং বাচি কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইতি, আত্মৈবাস্য জ্যোতির্ভবতীত্যাত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতীতি ॥ ২৫৭ ॥ ৬ ॥

সন্দলাৰ্থঃ। [পুনশ্চ জনকঃ পপ্রচ্ছ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, আদিত্যে অস্তমিতে, চন্দ্রমসি অস্তমিতে, অগ্নৌ শান্তে, বাচি [চ শান্তায়াং সত্যাং; অত্র বাক্পদং ঘ্রাণাদীনামপি উপলক্ষণম্।] অয়ং পুরুষঃ কিংজ্যোতিঃ এব [ভবতি] ইতি; [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—], [তদা] আত্মা (দেহাদিব্যতিরিক্তং চৈতন্যং) এব অস্য (পুরুষস্য) জ্যোতিঃ ইতি। [অতঃ] অয়ং আত্মনা এব জ্যোতিষা আস্তে, পল্যয়তে, কর্ম্ম কুরুতে, বিপল্যেতি ইতি, [অন্যৎ সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ] ॥ ২৫৭ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ। [পুনশ্চ জনক জিজ্ঞাসা করিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, আদিত্য অস্তমিত হইলে, চন্দ্র অস্তমিত হইলে, অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে এবং বাক্ প্রভৃতি বাহ্য জ্যোতি প্রশমিত হইলে, কোন বস্তু এই পুরুষের জ্যোতিঃ হয়? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] আত্মাই তখন ইহার জ্যোতিঃস্বরূপ হয়; তখন এই পুরুষ আত্ম-জ্যোতির সাহায্যেই বৃত্তিলাভ করে, কর্ম্ম করে এবং গমনাগমন করে ইতি ॥২৫৭॥৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। শান্তায়াং পুনর্ব্বাচি, গন্ধাদিষপি চ শান্তেষু বাহেষ্বনুগ্রাহকেষু, সর্ব্বপ্রবৃত্তিনিরোধঃ প্রাপ্তোঽস্য পুরুষস্য। এতদুক্তং ভবতি— জাগ্রদ্বিষয়ে বহির্মুখানি করণানি চক্ষুরাদীনি আদিত্যাদিজ্যোতির্ভিরনু-গৃহ্যমাণানি যদা, তদা স্ফুটতরঃ সংব্যবহারোঽস্য পুরুষস্য ভবতীতি, এবং

তাবৎ জাগরিতে স্বাবয়বসঙ্ঘাতব্যতিরিক্তেনৈব জ্যোতিষা জ্যোতিঃকার্য্যসিদ্ধি-রস্য পুরুষস্য দৃষ্টা ; তস্মাৎ তে বয়ং মন্যামহে—সর্ব্ববাহ্যজ্যোতিঃপ্রত্যস্তময়েঽপি স্বপ্ন-সুষুপ্তিকালে জাগরিতে চ, তাদৃগবস্থায়াং স্বাবয়বসঙ্ঘাতব্যতিরিক্তে-নৈব জ্যোতিঃকার্য্যসিদ্ধিরস্যেতি। দৃশ্যতে চ স্বপ্নে জ্যোতিঃকার্য্যসিদ্ধিঃ—বন্ধুসঙ্গমন-বিয়োগদর্শনং দেশান্তরগমনাদি চ ; সুষুপ্তাচ্চোত্থানম্—'সুখমহমস্বাপ্সম্, ন কিঞ্চিদবেদিষম্' ইতি ; তস্মাদস্তি ব্যতিরিক্তং কিমপি জ্যোতিঃ।১

কিং পুনস্তজ্জ্যোতির্ভবতীতি ? উচ্যতে,—আত্মৈবাস্য জ্যোতির্ভবতীতি। আত্মেতি কার্য্যকরণস্বাবয়বসঙ্ঘাতব্যতিরিক্তং কার্য্যকরণাব-ভাসকম্ আদিত্যাদি-বাহ্যজ্যোতির্বৎ স্বয়মন্যেনানবভাস্যমানমভিধীয়তে জ্যোতিঃ ; অন্তঃস্থং চ তৎ, পারিশেষ্যাৎ কার্য্যকরণব্যতিরিক্তং তদিতি তাবৎ সিদ্ধম্। যচ্চ কার্য্যকরণব্যতিরিক্তং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতানুগ্রাহকং চ জ্যোতিঃ, তদান্তরঞ্চ চক্ষুরাদিকরণৈরুপলভ্যমানং দৃষ্টম্ ; ন তু তথা তচ্চক্ষুরাদিভিরুপল-ভ্যতে আদিত্যাদিজ্যোতির্বৎ পরতঃ ; কার্য্যন্তু জ্যোতিষো দৃশ্যতে যস্মাৎ, তস্মাৎ আত্মনৈবায়ং জ্যোতিষা অস্তে পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতীতি ; তস্মাৎ ন-মন্তঃস্থং জ্যোতিরিত্যবগম্যতে। কিঞ্চ, আদিত্যাদিজ্যোতির্বিলক্ষণং তদভৌ-তিকং চ ; স এব হেতুর্যচ্চক্ষুরাদ্যগ্রাহ্যত্বমাদিত্যাদিবৎ ২

ন, সমানজাতীয়েনৈবোপকারদর্শনাৎ—যদাদিত্যাদিবিলক্ষণং জ্যোতিরা-ন্তরং সিদ্ধমিতি এতদসৎ ; কস্মাৎ ? উপক্রিয়মাণসমানজাতীয়েনৈবাদিত্যাদি-জ্যোতিষা কার্য্যকরণসঙ্ঘাতস্য ভৌতিকেনৈবোপকারঃ ক্রিয়মাণো দৃশ্যতে ; যথাদৃষ্টঞ্চেদমনুমেয়ম্, যদি নাম কার্য্যকরণাদর্থান্তরং তদুপকারকং আদি-ত্যাদিবজ্জ্যোতিঃ, তথাপি কার্য্যকরণসঙ্ঘাতসজাতীয়মেবানুমেয়ম্, কার্য্যকরণ-সঙ্ঘাতোপকারকত্বাৎ, আদিত্যাদিজ্যোতির্বৎ। যৎ পুনরন্তঃস্থত্বাদপ্রত্যক্ষত্বাচ্চ বৈলক্ষণ্যমুচ্যতে, তৎ চক্ষুরাদিজ্যোতির্ভিরনৈকান্তিকম্ ; যতোঽপ্রত্যক্ষাণ্য-ন্তঃস্থানি চ চক্ষুরাদিজ্যোতীংষি ভৌতিকান্যেব ; তস্মাত্তব মনোরথমাত্রম্—বিলক্ষণমাত্মজ্যোতিঃ সিদ্ধমিতি।৩

কার্য্যকরণসঙ্ঘাত-ভাবভাবিত্বাচ্চ সঙ্ঘাতধর্ম্মত্বমনুমীয়তে জ্যোতিষঃ। সামান্যতোদৃষ্টস্য চানুমানস্য ব্যভিচারিত্বাদপ্রামাণ্যম্ ; সামান্যতোদৃষ্টবলেন হি ভবান্ আদিত্যাদিব্যতিরিক্তং জ্যোতিঃ সাধয়তি কার্য্যকরণেভ্যঃ। নচ প্রত্যক্ষমনুমানেন বাধিতুং শক্যতে ; অয়মেব তু কার্য্যকরণসঙ্ঘাতঃ প্রত্যক্ষং

পশ্যতি শৃণোতি মনুতে বিজানাতি চ; যদি নাম জ্যোতিরন্তরমুপকারকং স্যাৎ আদিত্যাদিবৎ, ন তদাত্মা স্যাৎ জ্যোতিরন্তরম্, আদিত্যাদিবদেব। য এব তু প্রত্যক্ষং দর্শনাদিক্রিয়াং করোতি, স এবাত্মা স্যাৎ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতঃ, নান্যঃ, প্রত্যক্ষাবরোধেঽনুমানস্যাপ্রামাণ্যাৎ ॥৪

ননু অয়মেব চেৎ দর্শনাদিক্রিয়াকর্তা আত্মা সঙ্ঘাতঃ, কথমবিকলস্যৈবাস্য দর্শনাদিক্রিয়াকর্তৃত্বং কদাচিদ্ভবতি কদাচিন্নেতি? নৈষ দোষঃ, দৃষ্টত্বাৎ; ন হি দৃষ্টেঽনুপপন্নং নাম; ন হি খদ্যোতে প্রকাশাপ্রকাশকত্বেন দৃশ্যমানে কারণান্তরমনুমেয়ম্; অনুমেয়ত্বে চ কেনচিৎ সামান্যাৎ সর্ব্বং সর্ব্বত্রানুমেয়ং স্যাৎ; তচ্চানিষ্টম্; ন চ পদার্থস্বভাবো নাস্তি; নহি অগ্নেরুষ্ণত্বাদ্য-মন্যনিমিত্তং, উদকস্য বা শৈত্যম্। প্রাণিধর্ম্মাধর্ম্মাদ্যপেক্ষমিতি চেৎ; প্রাণি-ধর্ম্মাদেনিমিত্তান্তরাপেক্ষস্বভাবপ্রসঙ্গঃ; অস্ত্বিতি চেৎ; ন; তদনবস্থা-প্রসঙ্গঃ; স চানিষ্টঃ ॥৫

ন, স্বপ্নস্মৃত্যোঃ দৃষ্টস্যৈব দর্শনাৎ,—যদুক্তং স্বভাববাদিনা দেহস্যৈব দর্শনাদিক্রিয়া, ন ব্যতিরিক্তস্যেতি; তন্ন, যদি হি দেহস্যৈব দর্শনাদিক্রিয়া, স্বপ্নে দৃষ্টস্যৈব দর্শনং ন স্যাৎ; অন্ধঃ স্বপ্নে পশ্যন্ দৃষ্টপূর্ব্বমেব পশ্যতি, ন শাকদ্বীপাদিগতমদৃষ্টপূর্ব্বম্; ততশ্চৈতৎ সিদ্ধং ভবতি—যঃ স্বপ্নে পশ্যতি দৃষ্ট-পূর্ব্বং বস্তু, স এব পূর্ব্বং বিদ্যমানে চক্ষুষ্যদ্রাক্ষীৎ, ন দেহ ইতি; দেহ-শ্চেদ্ দ্রষ্টা, স যেনাদ্রাক্ষীৎ তস্মিন্নুদ্ধৃতে চক্ষুষি স্বপ্নে তদেব দৃষ্টপূর্ব্বং ন পশ্যেৎ; অস্তি চ লোকে প্রসিদ্ধিঃ—পূর্ব্বং দৃষ্টং ময়া হিমবতঃ শৃঙ্গম্ অদ্যাহং স্বপ্নেঽ-দ্রাক্ষম্—ইত্যুদ্ধৃতচক্ষুষামন্ধানামপি; তস্মাদনুদ্ধৃতেঽপি চক্ষুষি যঃ স্বপ্নদৃক্, স এব দ্রষ্টা, ন দেহ ইত্যবগম্যতে ॥৬

তথা স্মৃতৌ দ্রষ্টৃস্মর্ত্রোরেকত্বে সতি, য এব দ্রষ্টা, স এব স্মর্তা; যদা চৈবং, তদা নিমীলিতাক্ষোঽপি স্মরন্ দৃষ্টং যদ্রূপং, তদ্ দৃষ্টবদেব পশ্য-তীতি। তস্মাদ্ যন্নিমীলিতং, তন্ন দ্রষ্টৃ; যন্নিমীলিতে চক্ষুষি স্মরৎ রূপং পশ্যতি, তদেবচ অনিমীলিতেঽপি চক্ষুষি দ্রষ্টৃ আসীদিত্যবগম্যতে। মৃতে চ দেহে অবিকলস্যৈব চ রূপাদিদর্শনাভাবাৎ—দেহস্যৈব দ্রষ্টৃত্বে মৃতেঽপি দর্শনাদি-ক্রিয়া স্যাৎ; তস্মাৎ যদপায়ে দেহে দর্শনং ন ভবতি, যদ্ভাবে চ ভবতি, তৎ দর্শনাদিক্রিয়াকর্তৃ, ন দেহ ইত্যবগম্যতে ॥৭

চক্ষুরাদীন্যেব দর্শনাদিক্রিয়াকর্তৃণীতি চেৎ; ন; যদহমদ্রাক্ষং, তৎ স্পৃশামীতি ভিন্নকর্তৃকত্বে প্রতিসন্ধানানুপপত্তেঃ। মনস্তর্হীতি চেৎ; ন, মনসো-

ঽপি বিষয়ত্বাৎ রূপাদিবৎ দ্রষ্টৃত্বানুপপত্তিঃ। তস্মাদন্তঃস্থং ব্যতিরিক্তমাদিত্যাদিবদিতি সিদ্ধম্।৮

যদুক্তং—কার্য্যকরণসঙ্ঘাত-সমানজাতীয়মেব জ্যোতিরন্তরমনুমেয়ম্। আদিত্যাদিভিস্তৎসমানজাতীয়ৈরেবোপক্রিয়মাণত্বাদিতি; তদসৎ; উপকার্য্যোপকারকভাবস্থানিয়মদর্শনাৎ। কথম্? পার্থিবৈরিন্ধনৈঃ পার্থিবসমানজাতীয়ৈস্তৃণোলপাদিভিরগ্নেঃ প্রজ্বলনোপকারঃ ক্রিয়মাণো দৃশ্যতে; ন চ তাবত তৎসমানজাতীয়ৈরেব অগ্নেঃ প্রজ্বলনোপকারঃ সর্ব্বত্রাগ্নেরঃ স্যাৎ; যেনোদকেনাপি প্রজ্বলনোপকারো ভিন্নজাতীয়েন বৈদ্যুতস্যাগ্নেঃ জাঠরস্য চ ক্রিয়মাণো দৃশ্যতে; তস্মাদুপকার্য্যোপকারকভাবে সমানজাতীয়াসমানজাতীয়নিয়মো নাস্তি;—কদাচিৎ সমানজাতীয়া মনুষ্যা মনুষ্যৈরেবোপক্রিয়ন্তে, কদাচিৎ স্থাবরপশ্বাদিভিশ্চ ভিন্নজাতীয়ৈঃ। তস্মাদহেতুঃ—কার্য্যকরণসঙ্ঘাতসমানজাতীয়ৈরেবাদিত্যাদিজ্যোতির্ভিরুপক্রিয়মাণত্বাদিতি।৯

যৎ পুনরাথ—চক্ষুরাদিভিরাদিত্যাদিজ্যোতির্ব্বদ্ দৃষ্টত্বাদিতি—অয়ং হেতুর্জ্যোতিরন্তরস্যান্তঃস্থত্বং বৈলক্ষণ্যঞ্চ ন সাধয়তি, চক্ষুরাদিভিরনৈকান্তিকত্বাদিতি; তদসৎ, চক্ষুরাদিকরণেভ্যোঽন্যত্বে সতীতি হেতোর্বিশেষণোপপত্তেঃ। কার্য্যকরণসঙ্ঘাতধর্ম্মত্বং জ্যোতিষইতি যদুক্তং, তন্ন, অনুমানবিরোধাৎ—আদিত্যাদিজ্যোতির্ব্বৎ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতাদর্থান্তরং জ্যোতিরিতি হ্যনুমানমুক্তম্; তেন বিরুধ্যতে ইয়ং প্রতিজ্ঞা—কার্য্যকরণসঙ্ঘাতধর্ম্মত্বং জ্যোতিষ ইতি। তদ্ভাবভাবিত্বং ত্বসিদ্ধম্, মৃতে দেহে জ্যোতিষোঽদর্শনাৎ ১০

সামান্যতো দৃষ্টস্যানুমানস্যাপ্রামাণ্যে সতি পানভোজনাদিসর্ব্বব্যবহারলোপপ্রসঙ্গঃ; স চানিষ্টঃ; পানভোজনাদিষু হি ক্ষুৎপিপাসাদিনিবৃত্তিমুপলব্ধবতস্তৎসামান্যাৎ পানভোজনাদ্যুপাদানং দৃশ্যমানং লোকে ন প্রাপ্নোতি; দৃশ্যতেহি উপলব্ধপানভোজনাঃ সামান্যতঃ পুনঃ পানভোজনাদ্যৈঃ ক্ষুৎপিপাসাদিনিবৃত্তিম্ অনুমিন্বন্তস্তাদর্থ্যেন প্রবর্ত্তমানাঃ।১১

যদুক্তম্—অয়মেব তু দেহো দর্শনাদিক্রিয়াকর্ত্তেতি, তৎ প্রথমমেব পরিহৃতম্,—স্বপ্নস্বয়োর্দ্দেহাদর্থান্তরভূতো দ্রষ্টেতি। অনেনৈব জ্যোতিরন্তরস্যানাত্মত্বমপি প্রত্যুক্তম্। যৎ পুনঃ খদ্যোতাদেঃ কাদাচিৎকং প্রকাশাপ্রকাশকত্বং; তদসৎ, পক্ষাদ্যবয়ব-সঙ্কোচবিকাশনিমিত্তত্বাৎ প্রকাশাপ্রকাশকত্বস্য। যৎ পুনরুক্তম্—ধর্ম্মাধর্ম্ময়োরবস্তুং কল্পনাভূতং স্বভাবোঽভ্যুপগন্তব্য ইতি;

শব্দবাদিতি ন্যায়েন শব্দতে—মন ইতি। আতুর্জ্যাদিসাধনোপপত্তেঃ সংঘাতেতরবাত্রিতি ন্যায়েন পরিহরতি—স মনসোঽসীতি। দেহাদেরনাত্মত্বে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। আত্মজ্যোতিঃ সঙ্ঘাতাদিতি শেষঃ। ৮

পরোক্তমনুবদতি—যদ ক্রমিতি। অনুগ্রাহ্যসজাতীয়মনুগ্রাহকমিত্যত্র হেতুমাহ—আদিত্যাদিভিরিতি। উপকার্য্যোপকারকত্বে সাজাত্যনিয়মং দূষয়তি—তদসদিতি। অনিয়মদর্শনমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমুদাহরতি—কথং পার্থিবৈরিতি। উপলাঃ পাষাণম্। পার্থিবত্বাদ্যিঃ প্রত্যুপকারকত্বনিয়মং বারয়তি—ন চেতি। তাবতা পার্থিবে-নাশ্মোপক্রিয়মাণত্বদর্শনেনেতি যাবৎ। ঔদকসমানজাতীয়ৈরিতি তচ্ছব্দঃ পার্থিববিষয়ঃ। তত্র হেতুমাহ—যেনেতি।

দর্শিতমর্থং নিগময়তি—তস্মাদিতি। উপকার্য্যোপকারকভাবে সাজাত্যনিয়মবদুপ-কার্য্যোপকারকভাবেঽপি বৈজাত্যনিয়মো নাস্তীত্যর্থঃ। ইতরেতরোপকার্য্যোপকারকত্বে সাজাত্য-নিয়মাভাবমুদাহরণান্তরেণ দর্শয়তি—কদাচিদিতি। অশ্মনাগ্নিনা বাপ্রেকপলাশ্মাপ-সভাবপকার্য্যোপকারকত্বে বৈজাত্যনিয়মোঽপি নাস্তীতি মধ্যোপসংহরতি—তস্মাদিতি। উক্তনিয়মদর্শনং তচ্ছব্দার্থঃ। অহেতুরাত্মজ্যোতিষঃ সঙ্ঘাতেন সমানজাতীয়তায়ামিতি শেষঃ। ৯

অনুগ্রাহকমনুগ্রাহ্যসজাতীয়মনুগ্রাহকত্বাদিত্যাদিতাবিজ্ঞাপাত্তম্। সংপ্রত্যতীন্দ্রিয়ত্বহেতো-রনৈকান্ত্যং পরোক্তমনূদ্য দূষয়তি—যৎ পুনরিত্যাদিনা। বিমতং জ্যোতিঃ-সঙ্ঘাতধর্ম্মস্তদ্ভাবভাবিত্বাদ্রূপাদিবদিত্যুক্তমনূদ্য নিরাকরোতি—কার্য্যেতি। অনুমান-বিরোধমেব সাধয়তি—আদিত্যাদীতি। কালাত্যয়াপদেশমুক্ত্বা হেত্বসিদ্ধিং দোষান্তর-মাহ—তদ্ভাবেতি। অদর্শনাদিতি চ্ছেদঃ। ১০

যৎপুনর্বিশেষেঽনুপলম্ভাতঃ সামান্যে সিদ্ধসাধ্যতেত্যনুমানদূষণমভিপ্রেত্য সামান্যতো দৃষ্টঞ্চেত্যাদ্যুক্তং তদ্দূষয়তি—সামান্যতো দৃষ্টস্যেতি। বিশেষতোঽদৃষ্টস্যেত্যপি দ্রষ্টব্যম্। কিমিত্যনুমানাপ্রামাণ্যে সর্ব্বব্যবহারহানিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—পানেতি। তৎ-সামান্যাৎ পানভোজনব্যাদিসাদৃশ্যাদিতি যাবৎ। পানভোজনসাদৃশ্যাদানং দৃষ্টমানমিত্যুক্তং বিশদয়তি—দৃশ্যতে হীতি। তাদর্থ্যেন ক্ষুৎপিপাসাদিনিবৃত্ত্যপায়ভোজনপানাদ্যর্থ-ত্বেনেতি যাবৎ। ১১

দেহস্যৈব দ্রষ্টৃত্বমিত্যুক্তমনূদ্য পূর্ব্বোক্তং পরিহারং স্মারয়তি—যদুক্তমিত্যাদিনা। জ্যোতিরন্তরমাদিত্যাদিবদনাত্মেত্যুক্তং প্রত্যাহ—অনেনেতি। সঙ্ঘাতাদেরন্তর্বহিরা-করণেনেতি যাবৎ। দেহস্য কাদাচিৎকং দর্শনাদিমত্ত্বং স্বাভাবিকমিত্যত্র পরোক্তং দৃষ্টান্তমনূদ্য নিরাচষ্টে—যৎপুনরিত্যাদিনা। সিদ্ধান্তিনাপি স্বভাববাদস্য কচি-দেষ্টব্যত্বমুপদিষ্টমনূদ্য দূষয়তি—যৎপুনরিতি। ধর্ম্মাদের্যদি হেত্বন্তরাধীনং ফলদাতৃত্বং, তদা হেত্বন্তরস্যাপি হেত্বন্তরাধীনং ফলদাতৃত্বমিত্যনবস্থেত্যুক্তং প্রত্যাহ—এতেনেতি। সিদ্ধান্তবিরোধপ্রসঙ্গেনেতি যাবৎ। লোকায়তমতাসত্ত্বে স্বপক্ষমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। ২০৭। ৩।

ভাষ্যানুবাদ। বাক্ প্রশান্ত হইলে অর্থাৎ শব্দ নিবৃত্তি হইলে; এখানে বুঝিতে হইবে, ব্যবহারনির্ব্বাহের অনুকূল গন্ধ প্রভৃতি সমস্ত বাহ্য জ্যোতিঃ প্রশান্ত হইলে পর, এই পুরুষের সর্ব্বপ্রকার ব্যাপারই নিবৃত্ত হইয়া যায়; অভিপ্রায় এই যে, জাগ্রৎকালে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নিচয় যে সময় আদিত্যাদি জ্যোতির সাহায্য লাভ করে, সে সময় লোকের ব্যবহার উত্তমরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে আমরা দেখিয়াছি যে, জাগ্রৎকালে পুরুষের যে সমস্ত ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়, সে সমস্ত নিজের দেহাবয়বের অতিরিক্ত বাহ্য জ্যোতির সাহায্যেই হইয়া থাকে; অতএব আমরা মনে করিতে পারি যে,জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি সময়ে যখন সমস্ত জ্যোতিঃপদার্থ অন্তর্মিত হইয়া যায়, সেই অবস্থায়ও নিজের দেহাদি সংঘাতের অতিরিক্ত অপর কোনও জ্যোতিঃ দ্বারাই জ্যোতির কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। দেখিতেও পাওয়া যায়—স্বপ্নাবস্থায় বন্ধুর সহিত সংযোগ ও বিয়োগ এবং দেশান্তরে গমনাদি কার্য্য আলোক সাপেক্ষ হইয়া থাকে। সুষুপ্তি অবস্থা হইতে উত্থানের পর 'আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই' এইরূপে তৎকালানুভূত বিষয়ের স্মরণ হইতে দেখা যায়; [সুষুপ্তি কালে কোনও জ্যোতি না থাকিলে তাৎকালিক সুখ ও অজ্ঞানের অনুভব হইতে পারে না, এবং অনুভব না হইলে তাহার স্মৃতিও সম্ভবপর হয় না।] অতএব ব্যবহার-নির্ব্বাহের জন্য দেহাবয়বাতিরিক্ত অন্য কোনও জ্যোতি নিশ্চয়ই আছে।১

[ভাল, জিজ্ঞাসা করি—] বাক্ নিবৃত্তির পর, যাহা জ্যোতিঃস্বরূপ হয়, সে পদার্থটা কি? হাঁ, বলা হইতেছে—তখন আত্মাই ইহার স্বরূপ জ্যোতিঃ হইয়া থাকে; এখানে আত্মা-শব্দে তাহারই নির্দ্দেশ হইয়াছে, যাহা—দেহেন্দ্রিয়াদি অবয়বসমষ্টির অতিরিক্ত, অথচ দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতেরই প্রকাশক, এবং বহির্জগতে দৃশ্যমান আদিত্য প্রভৃতি জ্যোতির ন্যায় নিজে অপরের দ্বারা প্রকাশিত হয় না, এইরূপ একটী জ্যোতিঃ। সেই জ্যোতিটী যখন দেহাভ্যন্তরস্থ (অবাহ্য), তখন তাহা যে, দেহাবয়বাতিরিক্ত, ইহাও ফলে ফলে সিদ্ধই হইল; কেন না, দেহেন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত যে সমস্ত জ্যোতিঃ দেহেন্দ্রিয়াদির উপকার সম্পাদন করিয়া থাকে, দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সমস্ত জ্যোতিঃপদার্থই চক্ষুঃপ্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে; আর ইহা কিন্তু আদিত্যাদি জ্যোতির অভাবে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষগোচর হয় না; কেবল সেই জ্যোতিষীর কার্য্য মাত্র

দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব বুঝা যাইতেছে যে, এই জ্যোতিটী (আত্মা) অন্তঃস্থই শরীর মধ্যগতই বটে; বিশেষতঃ সেই হেতুই—আদিত্যাদি জ্যোতিগুলিকে যেরূপ চক্ষুদ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা সেরূপ ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না; ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ইহা আদিত্য প্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ একটী অভৌতিক জ্যোতিঃ (২)।

না—একথা হইতে পারে না; কারণ, সমানজাতীয় পদার্থের মধ্যেই উপকার্য্যোপকারকভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আদিত্য প্রভৃতি জ্যোতিঃ-পদার্থের বিলক্ষণ (অন্তরূপ) অনাত্মক জ্যোতিঃ যে, সিদ্ধ হইল বলা হইয়াছে; সে কথা ও উত্তম কথা নহে; কি কারণ? যে হেতু আদিত্য প্রভৃতি জ্যোতিও ভৌতিক পদার্থ এবং তাহাদের প্রকাশনীয় দেহাদি পদার্থগুলিও ভৌতিক, সুতরাং প্রকাশক আদিত্যাদি জ্যোতিঃ, আর তৎপ্রকাশ্য দেহাদি বস্তু উভয়ই ভৌতিকরূপে একজাতীয় পদার্থ; সুতরাং একজাতীয় পদার্থের মধ্যেই যে, উপকার্য্যোপকারক ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এখানেও দৃষ্টানুসারেই অনুমান করিতে হইবে;—যদি নিতান্তই দেহেন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত অথচ আদিত্যাদির ন্যায় দেহেন্দ্রিয়াদির উপকারসাধক স্বতন্ত্র কোনও জ্যোতির অস্তিত্ব কল্পনা করিতেই হয়, তাহা হইলেও, উপকার্য্য-দেহেন্দ্রিয়াদি-সংঘাতের তুল্যজাতীয় ভৌতিক জ্যোতিরই অনুমান করিতে হইবে, (বিলক্ষণ জ্যোতির নহে); কারণ, ঐ জ্যোতিঃ পদার্থটীও দেহে-ন্দ্রিয়-সংঘাতেরই উপকারক; অতএব উহা আদিত্যাদির ন্যায় তজ্জাতীয় পদার্থ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। আরও যে, বলা হইয়াছে—দেহেন্দ্রিয়াদির অনুগ্রাহক এই জ্যোতিঃপদার্থটী যখন অভ্যন্তরস্থ এবং অপ্রত্যক্ষও বটে; তখন উহার বৈলক্ষণ্য থাকাই উচিত হয়; সে কথাও সঙ্গত হয় না; কারণ, চক্ষুঃ প্রভৃতি জ্যোতিঃ স্থানেই ঐ নিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। কেন না, চক্ষুঃ প্রভৃতি জ্যোতিঃসমূহও অভ্যন্তরস্থ অপ্রত্যক্ষ ও ভৌতিক পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব আদিত্যাদি জ্যোতির বিজাতীয় আত্মজ্যোতির

(১) তাৎপর্য্য—বেদান্তমতে সূর্য্য ও অগ্নি প্রভৃতি পদার্থগুলিও সূক্ষ্ম জড় ভূত হইতে সমুৎপন্ন; সুতরাং জড় পদার্থ; কিন্তু আত্মজ্যোতিঃ ভৌতিক নহে, এই জন্ত ভাষ্যকার 'অভৌতিক' বিশেষণ ব্যবহার করিয়াছেন।

সাধনা কেবল তোমার মনোরথ বা মানসিক কল্পনামাত্র. (কিন্তু উহা কখনই বাস্তবিক নহে)।৩

বিশেষতঃ দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতের সদ্ভাবে সদ্ভাব বলিয়াও আত্মজ্যোতিকে দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতের ধর্ম্ম বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে না; কারণ, 'সামান্যতো দৃষ্ট' নামক অনুমান কখনই অব্যভিচারী হয় না (১); সুতরাং উহা নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণও হইতে পারে না; অথচ তুমি সেই 'সামান্যতো দৃষ্ট' অনুমানের সাহায্যেই আদিত্যাদি-জ্যোতির দৃষ্টান্তানুসারে দেহেন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত জ্যোতির সাধনা করিতেছ; [সুতরাং উহা অসিদ্ধ]। বিশেষতঃ অনুমান দ্বারা কখনই প্রত্যক্ষের বাধা ঘটাইতে পারা যায় না; দেখিতে পাওয়া যায়—এই দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দর্শন, শ্রবণ ও মননাত্মক বিশেষ বিজ্ঞান লাভ করিয়া থাকে; আদিত্যাদির ন্যায় অপর কোনও জ্যোতি যদি ইহার প্রত্যক্ষাদি বিষয়ে উপকার বা সাহায্য করিত, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, দেহেন্দ্রিয়াদির উপকারক আদিত্যাদি জ্যোতিঃ যেমন আত্মা নহে, তেমনি তোমার এই অতিরিক্ত জ্যোতিঃপদার্থটিও নিশ্চয়ই আত্মা হইতে পারে না; পরন্তু যাহা প্রত্যক্ষতঃ দর্শনাদি ক্রিয়া করিয়া থাকে, সেই দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতই আত্মা হইতে পারে, অপর কেহ হইতে পারে না; কেন না, প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ অনুমান কখনই প্রমাণ নহে।৪

ভাল কথা, সাক্ষাৎসম্বন্ধে দর্শনাদি ক্রিয়া নিষ্পাদক এই দেহসংঘাতই যদি প্রকৃত আত্মা হয়, তাহা হইলে, দেহের অবিকল অবস্থায়ও যে দর্শনাদি ক্রিয়া কখনও হয় কখনও হয় না—তাহার কারণ কি? দেহের

(১) তাৎপর্য্য—অনুমান সাধারণতঃ ত্রিপ্রকার—(১) পূর্ব্ববৎ, (২) শেষবৎ ও (৩) সামান্যতো দৃষ্ট। তন্মধ্যে কারণ দৃষ্টে যে, তৎকার্য্যের অনুমান, তাহা 'পূর্ব্ববৎ', কার্য্য দর্শনে যে, তৎকারণের অনুমান, তাহা 'শেষবৎ', আর প্রত্যক্ষমূলক সাধারণ নিয়ম বা ব্যাপ্তি অনুসারে যে, অপ্রত্যক্ষ বস্তুর অনুমান, তাহা সামান্যতো দৃষ্ট। (ইহার অন্যপ্রকার ব্যাখ্যাও আছে, কিন্তু তাহা বড়ই জটিল; এইজন্য পরিত্যক্ত হইল)। উদাহরণ—যেমন (১) গম্ভীর নীলবর্ণ নবমান মেঘ দর্শনে ভবিষ্যৎ বৃষ্টির অনুমান; (২) নদীর জলবৃদ্ধি দর্শনে পর্ব্বতে বৃষ্টি হওয়ার অনুমান; (৩) কার্য্য মাত্রেরই এক জন কর্ত্তা দেখা যায়; এই জগৎও একটা কার্য্য বা জন্য পদার্থ; সুতরাং ইহারও একজন কর্ত্তা আছে; যিনি এই জগতের কর্ত্তা, তিনিই ঈশ্বর; অথবা ক্রিয়ামাত্রই করণ-সাধ্য; আমাদের রূপরসাদিবিষয়ক জ্ঞানও ক্রিয়া, সুতরাং তাহারও একটা কারণ থাকা আবশ্যক; রূপরসাদি জ্ঞানের যাহা করণ তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়।

স্বভাবসিদ্ধ প্রকাশ-ধর্ম্মটীর ত সর্ব্বদাই উপলব্ধি হওয়া সম্ভব হয়। না, ইহাও দোষাবহ হয় না; কেন না, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ; প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিষয়ে কোনরূপ আপত্তি চলে না; কারণ, খদ্যোতের যে, প্রকাশ ও অপ্রকাশ, তদুভয়ই প্রত্যক্ষসিদ্ধ; সুতরাং তদ্বিষয়ে আর কোন প্রকার কারণ কল্পনার আবশ্যক হয় না; আর যদি সেরূপ স্থলেও অনুমান করিতে হয়, তাহা হইলে, যে কোন একটা সাধারণ ধর্ম্ম লইয়া (দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া) সর্ব্বত্রই অনুমান করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা ত কাহারো বাঞ্ছনীয় নহে। তাহার পর, জাগতিক বস্তুগুলির যে, স্বভাবগত বৈষম্য নাই, একথাও বলা যায় না;—অগ্নির স্বাভাবিক উষ্ণতা কিংবা জলের শীতলতা যে, অন্য কোনও কারণ হইতে উৎপন্ন হয় তাহা নহে; পরন্তু উহা উভয়ের স্বভাবসিদ্ধ (নিত্যসিদ্ধ); প্রাণিগণের ধর্ম্মাধর্ম্ম যে, ঐ উষ্ণতা ও শীতলতা সমুৎপাদন করে, তাহাও বলিতে পারা যায় না: কারণ, তাহা হইলে ধর্ম্মাধর্ম্মের ঐরূপ গুণ-সমুৎপাদনেও অপর কারণের কল্পনা করিতে হয়। যদি বল, তাহাই হউক; তাহা হইলে, 'অনবস্থা' দোষ আসিয়া পড়ে; তাহাও বাঞ্ছনীয় নহে; অতএব বস্তুগত স্বভাবসিদ্ধ শক্তির অপলাপ করা যুক্তিসঙ্গত হয় না। ৫

না, একথাও বলা যায় না; কারণ, স্বপ্নাবস্থায় ও স্মরণসময়ে পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুরই জ্ঞান হইয়া থাকে। ইতঃপূর্ব্বে স্বভাববাদী যে, বলিয়াছিলেন,—দর্শনাদি ক্রিয়াগুলি দেহেরই ধর্ম্ম, তদতিরিক্তের (আত্মার) নহে; সে কথাও উপপন্ন হয় না; কেননা, দর্শনাদি ক্রিয়াগুলি যদি দেহেরই ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে, স্বপ্নসময়ে কেবল পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুরই দর্শন হইত না; বিশেষতঃ অন্ধ ব্যক্তি যখন স্বপ্ন দর্শন করে, তখন সে পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুই দর্শন করিয়া থাকে, কিন্তু [যাহা কখনও দেখে নাই, এরূপ অপ্রসিদ্ধ] শাকদ্বীপাদিগত কোনও অদ্ভুত বস্তু দেখে না।

একথা হইতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, স্বপ্ন সময়ে যে, ব্যক্তি পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তু দর্শন করিয়া থাকে, পূর্ব্বে সেই ব্যক্তিই চক্ষু দ্বারা বস্তু দর্শন করিয়াছিল, কিন্তু দেহ করে নাই। দেহই যদি দর্শনের যথার্থ কর্ত্তা হইত, তাহা হইলে, সেই দেহ, যে চক্ষুর সাহায্যে দর্শন করিয়াছিল, সেই চক্ষু উৎপাটিত হইলে, স্বপ্নে কখনই সেই পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তু দর্শন করিতে সমর্থ হইত না। আর জগতে এরূপ প্রসিদ্ধিও আছে যে, যাহারা অন্ধ হইয়াছে,

তাহারাও বলিয়া থাকে—'আমি পূর্ব্বে (চক্ষু থাকিতে) হিমালয়ের যে শৃঙ্গ দর্শন করিয়াছিলাম, আজ স্বপ্নেও তাহা দর্শন করিয়াছি'; অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে যে, চক্ষু নষ্ট হইবার পূর্ব্বেও, যে দ্রষ্টা ছিল, এখন চক্ষু না থাকা অবস্থায়ও সেই-স্বপ্নদ্রষ্টা, কিন্তু দেহ নহে।৬

এইরূপে দর্শন ও স্মরণের এককর্তৃকত্ব সিদ্ধ হইলে বলা যাইতে পারে যে, যিনি দ্রষ্টা, তিনিই স্মর্ত্তা (স্মরণের কর্ত্তা)। এইরূপ সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়াই, যখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কোন বিষয় স্মরণ করিতে থাকে, তখনও —পূর্ব্বে যাহা দর্শন করিয়াছিল, তাহাই দর্শন করিতে থাকে, কিন্তু নূতন কিছু দেখে না; অতএব বুঝা যাইতেছে যে, যাহা নিমীলিত-নেত্র (মুদ্রিতচক্ষু দেহ), তাহা প্রকৃত দ্রষ্টা নহে; পরন্তু চক্ষুর্মুদ্রিত করিলেও যিনি স্মরণপূর্ব্বক দর্শন করিয়া থাকেন, চক্ষুর অমুদ্রণ কালেও, তাহাই যথার্থ দ্রষ্টা ছিল, চক্ষু নহে। বিশেষতঃ মৃত দেহে যখন, অন্য কোনও বিকার ঘটে নাই, তখনও রূপাদি বিষয়ের দর্শন হয় না; কিন্তু দেহ দ্রষ্টা হইলে মৃতদেহেও দর্শনাদি ক্রিয়া হইতে পারিত; অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে যে, যাহার অভাবে শরীরে দর্শন হয় না, অথচ যাহার সদ্ভাবে দর্শন হয়, তাহাই দর্শনাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা, কিন্তু দেহ নহে।৭

চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহকেই যদি দর্শনাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা বলিয়া মনে কর, তাহাও সঙ্গত হয় না; কারণ, কর্ত্তা এক না হইলে—'যে আমি দর্শন করিয়াছিলাম, সেই আমিই এখন স্পর্শ করিতেছি' এইরূপ প্রতিসন্ধান বা স্মরণ উপপন্ন হয় না। যদি বল, তাহা হইলে মনই কর্ত্তা হউক; তাহাও বলিতে পার না; কেন না, রূপ-রসাদির ন্যায় মনও বিষয়-শ্রেণীভুক্ত (দৃশ্য); সুতরাং তাহারও দ্রষ্টৃত্ব সঙ্গত হয় না; অতএব আদিত্যাদি জ্যোতিঃপদার্থের ন্যায় দেহেন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত শরীরমধ্যস্থ দ্রষ্টার অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে।৮

আরও যে বলা হইয়াছে—সমানজাতীয় আদিত্যাদি পদার্থ দ্বারা যখন তৎসমানজাতীয় পদার্থেরই উপকার হইতে দেখা যায়, তখন দেহেন্দ্রিয়াদির উপকারক স্বতন্ত্র জ্যোতিঃপদার্থটীকেও দেহেন্দ্রিয়াদির সমানজাতীয় বলিয়াই অনুমান করিতে হইবে, তদ্বিজাতীয় নহে; সে কথাও ভাল হয় না; কারণ, জগতে উপকার্য্যোপকারকভাবের কোন নিয়ম নাই, অর্থাৎ সমানজাতীয় পদার্থই যে, সমানজাতীয় পদার্থের উপকারক হইবে, বিজাতীয় পদার্থ উপকারক হইবেই না, এরূপ কোনও নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি

বল কেন? দেখ, পার্থিব কাষ্ঠ ও তৎসমানজাতীয় তৃণাদি দ্বারা [ভিন্নজাতীয়] অগ্নির প্রজ্বলনের উপকার হইতে দেখা যায়; সুতরাং অগ্নির প্রজ্বলনে সর্ব্বত্রই তৎসমানজাতীয় পদার্থ দ্বারা উপকারের অনুমান করিতে পারা যায় না; বিশেষতঃ জল দ্বারাও বৈদ্যুতিক ও জঠরগত অগ্নির উপকার হইতে দেখা যায়; অথচ জল ত আর অগ্নির বা কাষ্ঠের সমানজাতীয় পদার্থ নহে। অতএব উপকার্য্যোপকারকভাব স্থলে সমানজাতীয় বা অসমানজাতীয় বস্তুর কোনও নিয়ম নাই,—কখন বা সমানজাতীয় মনুষ্যগণ তৎসমানজাতীয় মনুষ্যদ্বারা উপকৃত হইয়া থাকে, কখনও বা ভিন্নজাতীয় স্থাবর বা পশু প্রভৃতি দ্বারাও উপকৃত হইয়া থাকে; অতএব নিশ্চয়ই দেহেন্দ্রিয়াদির সমানজাতীয় আদিত্যাদি জ্যোতিঃপদার্থ দ্বারা উপকার দর্শনে তাহাকেই যে, হেতুরূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে তাহাও হেতুরূপে গ্রহণযোগ্য নয়। ৯

আরো যে, বলিয়াছ—আদিত্যপ্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থকে যেমন চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়, অন্তরস্থ জ্যোতিটীত সেইরূপ প্রত্যক্ষ করা যায় না। হাঁ, কেবল এই 'অদৃশ্যত্ব'রূপ হেতুতেই যে, অন্য জ্যোতিঃপদার্থের অন্তরত্ব ও বৈলক্ষণ্য প্রমাণ করিতেছে, তাহা নহে; অভিপ্রায় এই যে, আদিত্যাদি জ্যোতিঃপদার্থগুলি যেরূপ বাহিরে বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়, দেহপ্রকাশক জ্যোতিকে যখন সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না, এই হেতুতেই যে, সেই জ্যোতিকে আদিত্যাদি জ্যোতিঃপদার্থ হইতে অন্যপ্রকার ও অভ্যন্তরে অবস্থিত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা নহে; কারণ, চক্ষুঃ প্রভৃতির স্থলেই এ নিয়মের ব্যভিচার দেখিতে পাওয়া যায়। না, একথাও ভাল হয় নাই; কারণ, 'চক্ষুঃ প্রভৃতি সাধনাতিরিক্ত স্থলে' এইরূপ বিশেষণ যোগ করিলেই ঐ হেতুটীর অসাধনতা দোষ খণ্ডিত হইতে পারে; অভিপ্রায় এই যে, যদিও চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়েতে উক্ত নিয়মের ব্যভিচার দেখিতে পাওয়া যায় সত্য, তথাপি চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ভিন্ন সাধন স্থলেই ঐরূপ নিয়ম চলিবে,—এইরূপ একটী বিশেষণ যোগ করিলেই উক্ত হেতুটী অসিদ্ধ হইবে না। তাহার পর, উক্ত জ্যোতিকে যে, দেহের ধর্ম্ম বা গুণ বলা হইয়াছে, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, ঐকথা অনুমানবিরুদ্ধ; তুমি ইতঃপূর্ব্বে আদিত্যাদি জ্যোতির দৃষ্টান্তানুসারে দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে স্বতন্ত্র জ্যোতির অনুমান করিয়াছ, এখন সেই অনুমানের সহিত তোমার এই প্রতিজ্ঞা—উক্ত জ্যোতিকে দেহেন্দ্রিয়-ধর্ম্ম বলিয়া নির্দেশ করা বিরুদ্ধ

হইতেছে। তাহার পর, তদ্ভাবভাবিত্ব—দেহসদ্ভাবে জ্যোতির সদ্ভাব, আর দেহের অভাবে অভাব, একথাও অসিদ্ধ ; কারণ, মৃতদেহেতে জ্যোতি দেখিতে পাওয়া যায় না ; অভিপ্রায় এই যে, জ্যোতির্বিজ্ঞান যদি দেহেরই ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে মৃত্যুর পরও দেহেতে জ্যোতির প্রত্যক্ষ হইত ; তাহা যখন হয় না, তখন নিশ্চয়ই দেহ ও জ্যোতির তদ্ভাবভাবিত্ব নাই। ১০

বিশেষতঃ 'সামান্যতো দৃষ্ট' অনুমানের প্রত্যক্ষদৃষ্ট বস্তুতে নির্ণীত নিয়মানুসারে যে, তজ্জাতীয় অপ্রত্যক্ষ বস্তুর অনুমান, তাহার) প্রামাণ্য যদি স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে, নিত্যপ্রয়োজনীয় পান-ভোজনাদি ব্যবহারও বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে ; তাহা ত কাহারও বাঞ্ছনীয় নহে। দেখ, একবার জল পান করিয়া যাহার পিপাসা নিবৃত্তি হইয়াছে, এবং একবার ভোজন করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই ব্যক্তির যে, দ্বিতীয়বার পিপাসা বা ক্ষুধা উপস্থিত হইলে পূর্ব্বানুভব অনুসারে পুনর্ব্বার জলপানে ও অন্নভোজনে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহা আর হইতে পারে না ; অথচ সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহারা একবার পান-ভোজনের ফল অনুভব করিয়াছে, পুনর্ব্বার ক্ষুধা পিপাসা উপস্থিত হইলেই, তাহারা পূর্ব্বসাদৃশ্যে সেই পান-ভোজন দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তির অনুমান করত, ক্ষুধা-পিপাসা নিবৃত্তির জন্য পান-ভোজনে প্রবৃত্ত হইতেছে (১)। ১১

আরও যে, বলা হইয়াছে—এই স্থূল দেহই দর্শনাদি-ক্রিয়ার কর্ত্তা, (তদতিরিক্ত কর্ত্তা নাই) ; সে কথা প্রথমেই—স্বপ্ন ও স্মৃতিজ্ঞানের যিনি দ্রষ্টা বা অনুভবকর্ত্তা, তিনি দেহ হইতে স্বতন্ত্র ইত্যাদি স্থলেই খণ্ডিত হইয়াছে। ঐ স্বতন্ত্র জ্যোতিঃপদার্থটীকে যে, অনাত্মা বলিয়া আশঙ্কা করা হইয়াছিল, একথায় তাহাও প্রত্যাখ্যাত হইল। পুনশ্চ যে, খদ্যোত প্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থের সাময়িক প্রকাশ ও অপ্রকাশকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাও সুসঙ্গত হয় নাই ; কারণ, খদ্যোতের যে, ঐরূপ সাময়িক

---

(১) তাৎপর্য্য—অনুমান তিন প্রকার (১) পূর্ব্ববৎ, (২) শেষবৎ, (৩) সামান্যতো দৃষ্ট, তন্মধ্যে কতকগুলি বস্তুর সাধারণ অবস্থা দেখিয়া যে, তজ্জাতীয় অপ্রত্যক্ষ বস্তুর সম্বন্ধেও সেইরূপ অবস্থা প্রভৃতির অনুমান, তাহা 'সামান্যতো দৃষ্ট' অনুমান। যেমন—বহুদিন ক্ষুধার সময় আহার করিলে ক্ষুধা নিবৃত্তি হইতে দেখা গিয়াছে, তাহা দেখিয়া এইরূপ ধারণা হইয়াছে যে, আহারই ক্ষুধা নিবৃত্তির উপায় ; তাহার পর, যখনই ক্ষুধা হয়, তখনই পূর্ব্বধারণানুসারে আহার করিতে চেষ্টা আইসে, ইহা 'দৃষ্ট' সামান্যতো 'অনুমানের ফল'।

প্রকাশাপ্রকাশ; পক্ষপ্রভৃতি অবয়বের সঙ্কোচন ও প্রসারণই তাহার কারণ; সুতরাং উহা তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ নহে। আরো যে, বলা হইয়াছে—ধর্ম্মাধর্ম্মের স্বভাবসিদ্ধ ফল-দানশক্তি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ভাল, তাহা স্বীকার করিলে ত তোমারই সিদ্ধান্ত ব্যাহত হইয়া পড়ে। এইরূপ বিরোধ সম্ভাবিত হয় বলিয়াই তোমার আশঙ্কিত অনবস্থা-দোষও নিরস্ত হইল। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, দেহাদির অতিরিক্ত স্বতন্ত্র একটী জ্যোতিঃ পদার্থ অন্তরে অবস্থিত আছে॥ ২৫৭॥ ৬॥

কতম আত্মেতি, যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি—ধ্যায়তীব লেলায়তীব। স হি স্বপ্নো ভূত্বেমং লোকমতিক্রামতি মৃত্যো-রূপাণি॥২৫৮॥৭॥

সরলার্থঃ। জনকঃ প্রাগুক্তে আত্মনি জাতসংশয়ঃ সন্ পৃচ্ছতি—] কতম ইত্যাদি। হে যাজ্ঞবল্ক্য, ত্বদুক্তঃ জ্যোতিঃস্বরূপঃ] আত্মা কতমঃ? (শরীরেন্দ্রিয়বুদ্ধ্যাদিষু মধ্যে কঃ?) ইতি; [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] প্রাণেষু (দেহেন্দ্রিয়াদিষু মধ্যে) হৃদি (বুদ্ধৌ) অন্তঃ (অন্তঃস্থং) জ্যোতিঃ (প্রকাশস্বভাবঃ) যঃ অয়ং (প্রত্যক্ষযোগ্যঃ) বিজ্ঞানময়ঃ (বিজ্ঞানপ্রচুরঃ) পুরুষঃ, [স এতদুক্ত আত্মা]; সঃ বিজ্ঞানময় আত্মা সমানঃ (বুদ্ধিসদৃশঃ—বুদ্ধিতাদাত্ম্যাভিমানী সন্) উভৌ লোকৌ (ইহলোক-পরলোকৌ) অনুসঞ্চরতি (ক্রমেণ ভ্রমতি); [অত এব] ধ্যায়তীব (ধ্যানং করোতীব), লেলায়তীব (অতিমাত্রং চলতি ইব, ন তু স্বতঃ ধ্যায়তি, ন বা লেলায়তীতি ভাবঃ)। তথা সঃহি (বুদ্ধ্যা যুক্তঃ সন্) স্বপ্নঃ ভূত্বা (স্বপ্নব্যাপারং সম্পাদয়ন্) ইমং লোকং (জাগরিতলক্ষণং) মৃত্যোঃ (কর্ম্মাবিদ্যাদেঃ) রূপাণি (দেহেন্দ্রিয়াদীনি—তল্লক্ষণভাবং) অতিক্রামতি (অতীত্য স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপেণ তিষ্ঠতি ইত্যর্থঃ)॥ ২৫৮॥ ৭॥

অনুবাদ। [জনক জিজ্ঞাসা করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য,] দেহেন্দ্রিয় বুদ্ধি প্রভৃতি প্রাণবর্গের মধ্যে [তোমার কথিত] আত্মা কোন্‌টী? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] দেহেন্দ্রিয়াদি প্রাণবর্গের মধ্যে, এই যে, হৃদয়ের (বুদ্ধির) অভ্যন্তরস্থ জ্যোতিঃস্বরূপ বিজ্ঞানময় পুরুষ,

[ইহাই সেই আত্মা।] সেই বিজ্ঞানময় পুরুষ সমান হইয়া—বুদ্ধির সদৃশ ভাবাপন্ন হইয়া ক্রমে উভয় লোকে—ইহ লোকে ও পর লোকে সঞ্চরণ করিয়া থাকে ; [এবং বুদ্ধির সাম্য লাভ করায়] মনে হয়—যেন ধ্যানই করিতেছে ; যেন স্পন্দনই করিতেছে, (প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আত্মার নিজের ধ্যান বা স্পন্দন নাই)। বুদ্ধি-সাম্যগত সেই আত্মা স্বপ্নাবস্থা লাভ করিয়া মৃত্যুর অধিকারভুক্ত এই লোক ও পরলোক-উভয় লোক অতিক্রম করিয়া স্বীয় জ্যোতিঃস্বরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ২৫০ ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদ্যপি ব্যতিরিক্তত্বাদি সিদ্ধং, তথাপি সমানজাতীয়ানুগ্রাহকত্বদর্শননিমিত্তভ্রান্ত্যা করণানামেবান্যতমো ব্যতিরিক্তো বেত্যবিবেকতঃ পৃচ্ছতি—কতম ইতি ; ন্যায়সূক্ষ্মতায়া দুর্বিজ্ঞেয়ত্বাদুপপদ্যতে ভ্রান্তিঃ। অথবা, শরীরব্যতিরিক্তে সিদ্ধেঽপি করণানি সর্ব্বাণি বিজ্ঞানবন্তি ইব, বিবেকত আত্মনোঽনুপলব্ধত্বাৎ ; অতোঽহং পৃচ্ছামি—কতম আত্মেতি ; কতমোঽসৌ দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনঃসু, যস্ত্বয়োক্ত আত্মা, যেন জ্যোতিষা আস্ত ইত্যুক্তম্। ১

অথবা, যোঽয়মাত্মা ত্বয়াভিপ্রেতো বিজ্ঞানময়ঃ, সর্ব্বে ইমে প্রাণা বিজ্ঞানময়া ইব, এষু প্রাণেষু কতমঃ—যথা সমুদিতেষু ব্রাহ্মণেষু সর্ব্ব ইমে তেজস্বিনঃ, কতম এতেষু ষড়ঙ্গবিদিতি। পূর্ব্বস্মিন্ ব্যাখ্যানে কতম আত্মেত্যেতাবদেব প্রশ্নবাক্যম্ ; 'যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ' ইতি প্রতিবচনম্ ; দ্বিতীয়ে তু ব্যাখ্যানে 'প্রাণেষু' ইত্যেবমন্তং প্রশ্নবাক্যম্। অথবা সর্ব্বমেব প্রশ্নবাক্যং—'বিজ্ঞানময়ো হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ কতমঃ' ইত্যেতদন্তম্। যোঽয়ং বিজ্ঞানময় ইত্যেতস্য শব্দস্য নির্দ্ধারিতার্থবিশেষবিষয়ত্বম্। কতম আত্মেতীতিশব্দস্য প্রশ্নবাক্যপরিসমাপ্ত্যর্থত্বং ব্যবহিতসম্বন্ধমন্তরেণ যুক্তমিতি কৃত্বা কতম আত্মেত্যেবমন্তমেব প্রশ্নবাক্যম্। যোঽয়মিত্যাদি পরং সর্ব্বমেব প্রতিবচনমিতি নিশ্চীয়তে। ২

যোঽয়মিত্যাত্মনঃ প্রত্যক্ষত্বান্নির্দ্দেশঃ ; বিজ্ঞানময়ো বিজ্ঞানপ্রায়ো বুদ্ধিবিজ্ঞানোপাধিসম্পর্কাবিবেকাদ্বিজ্ঞানময় ইত্যুচ্যতে - বুদ্ধিবিজ্ঞানযুক্ত এব হি যস্মাদুপলভ্যতে—রাহুরিব চন্দ্রাদিত্যসংযুক্তঃ। বুদ্ধির্হি সর্ব্বার্থ-করণম্

তমসীব প্রদীপঃ পুরোঽবস্থিতঃ, "মনসা হ্যেব পশ্যতি মনসা শৃণোতি" ইতি হ্যুক্তম্; বুদ্ধিবিজ্ঞানালোকবিশিষ্টমেব হি সর্বং বিষয়জাতমুপলভ্যতে—পুরোঽবস্থিতপ্রদীপালোকবিশিষ্টমিব তমসি; দ্বারমাত্রাণি তু অন্যানি করণানি বুদ্ধেঃ; তস্মাত্তেনৈব বিশেষ্যতে—বিজ্ঞানময় ইতি। ৩

যেষাং পরমাত্মবিজ্ঞপ্তিবিকার ইতি ব্যাখ্যানম্, তেষাং 'বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ' ইত্যাদৌ বিজ্ঞানময়শব্দস্য অন্যার্থদর্শনাদ্ অশ্রৌতার্থতাবসীয়তে। সন্দিগ্ধশ্চ পদার্থোঽন্যত্র নিশ্চিতপ্রয়োগদর্শনান্নির্ধারয়িতুং শক্যঃ, বাক্যশেষাৎ নিশ্চিতত্বাৎবলাদ্বা; সধীরিতি চোত্তরত্র পাঠাৎ "হৃদ্যন্তঃ" ইতি বচনাদ্ বুদ্ধ্যং বিজ্ঞানপ্রায়ত্বমেব। ৪

প্রাণেষ্বিতি ব্যতিরেকপ্রদর্শনার্থ সপ্তমী—যথা বৃক্ষেষু পাষাণ ইতি সামীপ্যলক্ষণা; প্রাণেষু হি ব্যতিরেকাব্যতিরেকতা সন্দিহ্যত আত্মনঃ; প্রাণেষু প্রাণেভ্যো ব্যতিরিক্ত ইত্যর্থঃ। যো হি যেষু ভবতি, স তদ্ব্যতিরিক্তো ভবত্যেব, যথা পাষাণেষু বৃক্ষঃ। ৫

হৃদি—তত্রৈতৎ স্যাৎ, প্রাণেষু প্রাণজাতীয়ৈব বুদ্ধিঃ স্যাদিতি অত আহ—হৃদ্যন্তরিতি। হৃচ্ছব্দেন পুণ্ডরীকাকারো মাংসপিণ্ডঃ, তাৎস্থ্যাদ্ বুদ্ধির্হৃৎ, তস্মাৎ হৃদি বুদ্ধৌ। অন্তরিতি বুদ্ধিবৃত্তিব্যতিরেকপ্রদর্শনার্থম্। জ্যোতিঃ—অবভাসাত্মকত্বাৎ আত্মা উচ্যতে। তেন হি অবভাসকেনাত্মনা জ্যোতিষা আস্তে, পল্যয়তে, কর্ম কুরুতে, চেতনাবানিব হ্যয়ং কার্য্যকরণপিণ্ডঃ—যথাদিত্যপ্রকাশস্থো ঘটঃ, যথা বা মরকতাদির্মণিঃ ক্ষীরাদিদ্রব্যপ্রক্ষিপ্তঃ পরীক্ষণায় আত্মচ্ছায়মেব তৎ ক্ষীরাদি দ্রব্যং করোতি, তাদৃগেতদাত্মজ্যোতিঃ বুদ্ধেরপি হৃদয়াৎ সূক্ষ্মত্বাৎ হৃদ্যন্তঃস্থমপি হৃদয়াদিকং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতং চ একীকৃত্য আত্মজ্যোতিশ্ছায়ং করোতি, পারম্পর্য্যেণ সূক্ষ্মস্থূলতারতম্যাৎ সর্বান্তরতমত্বাৎ। ৬

বুদ্ধিস্তাবৎ স্বচ্ছত্বাদানন্তর্য্যাচ্চাত্মচৈতন্যজ্যোতিঃপ্রতিচ্ছায়া ভবতি, তেন হি বিবেকিনামপি তত্রাত্মাভিমানবুদ্ধিঃ প্রথমা; ততোঽপ্যানন্তর্য্যান্মনসি চৈতন্যাবভাসতা বুদ্ধিসম্পর্কাৎ; তত ইন্দ্রিয়েষু মনঃসংযোগাৎ; ততোঽনন্তরং শরীরে ইন্দ্রিয়সম্পর্কাৎ। এবং পারম্পর্য্যেণ কৃৎস্নং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতমাত্মা চৈতন্যস্বরূপজ্যোতিষা অবভাসয়তি; তেন হি সর্বস্য লোকস্য কার্য্যকরণসঙ্ঘাতে তদ্বৃত্তিষু চ অনিয়তাত্মাভিমানবুদ্ধিঃ যথাবিবেকং জায়তে। তথা চ ভগবতোক্তং গীতাসু,—

"যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥"

"যদাদিত্যগতং তেজঃ" ইত্যাদি চ, "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্" ইতি চ কাঠকে। "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্, তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ইতি চ। "যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ" ইতি চ মন্ত্রবর্ণঃ। তেনায়ং হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃপুরুষঃ—আকাশবৎ সর্ব্বগতত্বাৎ পূর্ণ ইতি পুরুষঃ। নিরতিশয়ঞ্চাস্য স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বম্, সর্ব্বাবভাসকত্বাৎ স্বয়মন্যানবভাস্যত্বাচ্চ। স এব পুরুষঃ স্বয়মেব জ্যোতিঃস্বভাবঃ, যং ত্বং পৃচ্ছসি—কতম আত্মেতি। ৭

বাহ্যানাং জ্যোতিষাং সর্ব্বকরণানুগ্রাহকাণাং প্রত্যস্তময়ে অন্তঃকরণদ্বারেণ হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃপুরুষ আত্মা অনুগ্রাহকঃ করণানামিত্যুক্তম্। যদাপি বাহ্যকরণানুগ্রাহকাণামাদিত্যাদিজ্যোতিষামভাবঃ, তদাপি আদিত্যাদিজ্যোতিষাং পরার্থত্বাং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতস্যাচৈতন্যে স্বার্থানুপপত্তেঃ স্বার্থজ্যোতিষ আত্মনোঽনুগ্রহাভাবেঽয়ং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতো ন ব্যবহারায় কল্পতে; আত্মজ্যোতিরনুগ্রহেণৈব হি সর্ব্বদা সর্ব্বসংব্যবহারঃ। "যদেতদ্ধৃদয়ং মনশ্চৈতৎ সংজ্ঞানম্" ইত্যাদি শ্রুত্যন্তরাৎ; সাভিমানো হি সর্ব্বঃ প্রাণিসংব্যবহারঃ; অভিমানহেতুং চ মরকতমণিদৃষ্টান্তেনাবোচাম। ৮

যদ্যপ্যেবমেতৎ, তথাপি জাগ্রদ্বিষয়ে সর্ব্বকরণগোচরত্বাদাত্মজ্যোতিষো বুদ্ধ্যাদিবাহ্যাভ্যন্তরকার্য্যকরণব্যবহারসন্নিপাতব্যাকুলত্বাৎ শক্যতে তজ্জ্যোতিরাত্মাখ্যং মুঞ্জেষীকাবৎ নিষ্কৃষ্য দর্শয়িতুম্—ইত্যতঃ স্বপ্নে নিদর্শয়িষুঃ প্রক্রমতে—স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি। যঃ পুরুষঃ স্বয়মেব জ্যোতিরাত্মা, স সমানঃ সদৃশঃ সন্; কেন? প্রকৃতত্বাৎ সন্নিহিতত্বাচ্চ হৃদয়েন। 'হৃদি' ইতি চ হৃদয়বাচ্যা বুদ্ধিঃ প্রকৃতা, সন্নিহিতা চ, তস্মাত্তয়ৈব সামান্যম্। ৯

কিং পুনঃ সামান্যম্? অশ্বমহিষবদ্বিবেকতোঽনুপলব্ধিঃ; অবভাস্যা বুদ্ধিঃ অবভাসকং তদাত্মজ্যোতিঃ, আলোকবৎ; অবভাস্যাবভাসকয়োর্বিবেকতোঽনুপলব্ধিঃ প্রসিদ্ধা। বিশুদ্ধত্বাদ্ধ্যালোকোঽবভাস্যেন সদৃশো ভবতি; যথা রক্তমেব ভাসয়ন্ আলোকো রক্তসদৃশো রক্তাকারো ভবতি। যথা হরিতং নীলং লোহিতং চ অবভাসয়ন্নালোকস্তৎসমানো ভবতি, তথা বুদ্ধিমবভাসয়ন্ বুদ্ধিদ্বারেণ কৃৎস্নং ক্ষেত্রমবভাসয়তীত্যুক্তম্, মরকতমণিনিদর্শনেন। তেন সর্ব্বেণ সমানো বুদ্ধিসামান্যদ্বারেণ; 'সর্ব্বময়ঃ' ইতি চ অতএব বক্ষ্যতি। ১০

তেনাসৌ কুতশ্চিৎ প্রবিভজ্য মুঞ্জেষীকাবৎ স্বেন জ্যোতীরূপেণ দর্শয়িতুং ন শক্যতে—ইতি সর্ব্বব্যাপারং তত্রাধ্যারোপ্য নামরূপগতং, জ্যোতির্ধর্ম্মঞ্চ নামরূপয়োঃ, নামরূপে চাত্মজ্যোতিষি, সর্ব্বো লোকো মোমুহ্যতে—অয়মাত্মা নায়মাত্মা, এবংধর্ম্মা নৈবংধর্ম্মা, কর্ত্তাঽকর্ত্তা, শুদ্ধোঽশুদ্ধঃ, বদ্ধো মুক্তঃ, স্থিতো গত আগতঃ, অস্তি নাস্তীত্যাদিবিকল্পৈঃ। অতঃ সমানঃ সন্ উভৌ লোকৌ প্রতিপন্নপ্রতিপত্তব্যৌ ইহলোকপরলোকৌ উপাত্তদেহেন্দ্রিয়াদিসঙ্ঘাতত্যাগোপাদানসন্তানপ্রবন্ধশতসন্নিপাতৈরনুক্রমেণ সঞ্চরতি। ধীসাদৃশ্যমেবোভয়লোকসঞ্চরণহেতুর্ন স্বত ইতি।১১

তত্র নামরূপোপাধিসাদৃশ্যং ভ্রান্তিনিমিত্তং যৎ, তদেব হেতুর্ন স্বত ইত্যেতদুচ্যতে—যস্মাৎ স সমানঃ সন্ উভৌ লোকাবনুক্রমেণ সঞ্চরতি—তদেতৎ প্রত্যক্ষমিত্যেতদ্দর্শয়তি—যতো ধ্যায়তীব ধ্যানব্যাপারং করোতীব চিন্তয়তীব, ধ্যানব্যাপারবতীং বুদ্ধিং স তৎস্থেন চিৎস্বভাবজ্যোতীরূপেণাবভাসয়ন্ তৎসদৃশস্তৎসমানঃ সন্ ধ্যায়তীব, আলোকবদেব। অতো ভবতি চিন্তয়তীতি ভ্রান্তির্লোকস্য, ন তু পরমার্থতো ধ্যায়তি। তথা লেলায়তীব অত্যর্থং চলতীব, তেষ্বেব করণেষু বুদ্ধ্যাদিষু বায়ুষু চ চলৎসু, তদবভাসকত্বাত্তৎসদৃশং তদিতি লেলায়তীব, ন তু পরমার্থতশ্চলনধর্ম্মকং তদাত্মজ্যোতিঃ।১২

কথং পুনরেতদবগম্যতে, তৎসমানত্বভ্রান্তিরেবোভয়লোকসঞ্চরণাদিহেতুর্ন স্বতঃ—ইত্যস্যার্থস্য প্রদর্শনায় হেতুরুপদিশ্যতে—স আত্মা হি যস্মাৎ স্বপ্নো ভূত্বা—স যয়া ধিয়া সমানঃ সা ধীর্যদ্যদ্ভবতি, তত্তদসাবপি ভবতীব; তস্মাদ্ যদাসৌ স্বপ্নো ভবতি স্বাপবৃত্তিং প্রতিপদ্যতে ধীঃ, তদা সোঽপি স্বপ্নবৃত্তিং প্রতিপদ্যতে; যদা ধীর্জিজাগরিষতি, তদাঽসাবপি; অত আহ—স্বপ্নো ভূত্বা স্বপ্নবৃত্তিমবভাসয়ন্ ধিয়ঃ স্বাপবৃত্ত্যাকারো ভূত্বা ইমং লোকং জাগরিতব্যবহারলক্ষণং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতাত্মকং লৌকিকশাস্ত্রীয়ব্যবহারাস্পদম্ অতিক্রামতি অতীত্য ক্রামতি। বিবিক্তেন স্বেনাত্মজ্যোতিষা স্বপ্নাত্মিকাং ধীবৃত্তিমবভাসয়ন্নবতিষ্ঠতে যস্মাৎ, তস্মাৎ স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব এবাসৌ, বিশুদ্ধঃ সন্ কর্ত্তৃক্রিয়াকারকফলশূন্যঃ পরমার্থতঃ, ধীসাদৃশ্যেন তু উভয়লোকসঞ্চারাদিসংব্যবহারভ্রান্তিহেতুঃ। মৃত্যো রূপাণি—মৃত্যুঃ কর্ম্মাবিদ্যাদিঃ, ন তস্যান্যদ্রূপং স্বতঃ, কার্য্যকরণান্যেবাস্য রূপাণি। অতস্তানি মৃত্যো রূপাণ্যতিক্রামতি ক্রিয়াফলাশ্রয়াণি।১৩

ননু নাস্ত্যেব ধিয়া সমানম্ অন্তর্দ্ধিয়োঽবভাসকমাত্মজ্যোতিঃ ধীব্যতিরে-

কেণ, প্রত্যক্ষেণ বানুমানেন বা অনুপলম্ভাৎ,—যথা অস্মা তৎকাল এব দ্বিতীয়া ধীঃ। যত্র অবভাস্যাবভাসকয়োরন্যত্বেঽপি বিবেকানুপলম্ভাৎ সাদৃশ্যমিতি ঘটা-দ্যালোকয়োঃ,—তত্র ভবতু অন্যত্বেনালোকস্যোপলম্ভাদ্‌ঘটাদেঃ, সংশ্লিষ্টয়োঃ সাদৃশ্যং ভিন্নয়োরেব; ন চ তথেহ ঘটাদেরিব ধিয়োঽবভাসকং জ্যোতিরন্তরং প্রত্যক্ষেণ বা অনুমানেন বোপলভামহে; ধীরেব হি চিৎস্বরূপাবভাসকত্বেন স্বাকারা বিষয়াকারা চ; তস্মান্নানুমানতো নাপি প্রত্যক্ষতো ধিয়োঽবভাসকং জ্যোতিঃ শক্যতে প্রতিপাদয়িতুং ব্যতিরিক্তম্। ১৪

যদপি দৃষ্টান্তরূপমভিহিতম্—অবভাস্যাবভাসকয়োর্ভিন্নয়োরেব ঘটাদ্যালো-কয়োঃ সংযুক্তয়োঃ সাদৃশ্যমিতি, তত্রাভ্যুপগমমাত্রমস্মাভিরুক্তম্; ন তু তত্র ঘটা-দ্যবভাস্যাবভাসকৌ ভিন্নৌ; পরমার্থতস্তু ঘটাদিরেবাবভাসাত্মকঃ সালোকঃ, অন্যোঽন্যো হি ঘটাদিরুৎপদ্যতে। বিজ্ঞানমাত্রমেব সালোকঘটাদিবিষয়াকারমব-ভাসতে; যদৈবম্, তদা ন বাহ্যো দৃষ্টান্তোঽস্তি, বিজ্ঞানস্বলক্ষণমাত্রত্বাৎ সর্ব্বস্য। এবং তস্যৈব বিজ্ঞানস্য গ্রাহ্যগ্রাহকাকারতা-মলং পরিকল্প্য, তস্যৈব পুনর্বিশুদ্ধিং পরিকল্পয়ন্তি। তদ্ গ্রাহ্যগ্রাহকবিনির্মুক্তং বিজ্ঞানং স্বচ্ছীভূতং ক্ষণিকং ব্যব-তিষ্ঠত ইতি কেচিৎ। তস্যাপি শান্তিং কেচিদিচ্ছন্তি। তদপি বিজ্ঞানং সংবৃতং গ্রাহ্যগ্রাহকাংশবিনির্মুক্তং শূন্যমেব, ঘটাদিবাহ্যবস্তুবদিত্যপরে মাধ্য-মিকা আচক্ষতে। ১৫

সর্ব্বা এতাঃ কল্পনা বুদ্ধিবিজ্ঞানাবভাসকস্য ব্যতিরিক্তস্যাত্ম-জ্যোতিষোঽপহ্নবাদস্য শ্রেয়োমার্গস্য প্রতিপক্ষভূতা বৈদিকস্য। তত্র যেষাং বাহ্যোঽর্থোঽস্তি, তান্ প্রত্যুচ্যতে—ন তাবৎ স্বাত্মাবভাসকত্বং ঘটাদেঃ; তমস্যবস্থিতো ঘটাদিস্তাবন্ন কদাচিদপি স্বাত্মনাবভাস্যতে, প্রদীপাদ্যালোক-সংযোগেন তু নিয়মেনৈবাবভাস্যমানো দৃষ্টঃ সালোকো ঘটইতি—সংশ্লিষ্টয়োরপি ঘটালোকয়োরন্যত্বমেব, পুনঃ পুনঃ সংশ্লেষে বিশ্লেষে চ বিশেষদর্শনাদ্ রজ্জুঘটয়োরিব; অন্যত্বে চ ব্যতিরিক্তাবভাসকত্বম্; ন স্বাত্মনৈব স্বমাত্মানম-বভাসয়তি। ১৬

নমু প্রদীপঃ স্বাত্মানমেবাবভাসয়ন্ দৃষ্ট ইতি—ন হি ঘটাদিবৎ প্রদীপদর্শনায় প্রকাশান্তরমুপাদদতে লৌকিকাঃ; তস্মাৎ প্রদীপঃ স্বাত্মানং প্রকাশয়তি; ন, অবভাস্যত্বাবিশেষাৎ—যদ্যপি প্রদীপোঽন্যস্যাবভাসকঃ স্বয়মবভাসাত্মকত্বাৎ, তথাপি ব্যতিরিক্তচৈতন্যাবভাস্যত্বং ন ব্যভিচরতি, ঘটাদিবদেব; যদা চৈবম্, তদা ব্যতিরিক্তাবভাস্যত্বং তাবদবশ্যম্ভাবি। নমু যথা ঘটঃ চৈতন্যাবভাস্যত্বেঽপি

ব্যতিরিক্তমালোকান্তরমপেক্ষতে, নত্বেবং প্রদীপোঽন্যমালোকান্তরমপেক্ষতে; তস্মাৎ প্রদীপোঽন্যাবভাস্যোঽপি সন্নাত্মানং ঘটং চ অবভাসয়তি।১৭

ন; স্বতঃ পরতো বা বিশেষাভাবাৎ,—যথা চৈতন্যাবভাস্যত্বং ঘটস্য, তথা প্রদীপস্যাপি চৈতন্যাবভাস্যত্বমবিশিষ্টম্। যত্তূচ্যতে—প্রদীপ আত্মানং ঘটঞ্চাব-ভাসয়তীতি, তদসৎ; কস্মাৎ? যদাত্মানং নাবভাসয়তি তদা কীদৃশঃ স্যাৎ; নহি তদা প্রদীপস্য স্বতো বা পরতো বা বিশেষঃ কশ্চিদুপলভ্যতে; স হ্যবভাস্যো ভবতি, যস্যাবভাসক-সন্নিধাবসন্নিধৌ চ বিশেষ উপলভ্যতে; ন হি প্রদীপস্য স্বাত্মসন্নিধিরসন্নিধির্বা শক্যঃ কল্পয়িতুম্; অসতি চ কাদাচিৎকে বিশেষে, আত্মানং প্রদীপঃ প্রকাশয়তীতি মৃষৈবোচ্যতে।১৮

চৈতন্যগ্রাহ্যত্বন্তু ঘটাদিভিরবিশিষ্টং প্রদীপস্য। তস্মাদ্বিজ্ঞানস্যাত্মগ্রাহ্যগ্রাহ-কত্বে ন প্রদীপো দৃষ্টান্তঃ। চৈতন্যগ্রাহ্যত্বং চ বিজ্ঞানস্য বাহ্যবিষয়ৈরবিশিষ্টম্; চৈতন্যগ্রাহ্যত্বে চ বিজ্ঞানস্য, কিং গ্রাহ্যবিজ্ঞানগ্রাহ্যত্বমেব? কিং বা গ্রাহকবিজ্ঞান-গ্রাহ্যতা?—ইতি, তত্র সন্দিহ্যমানে বস্তুনি, যোঽন্যত্র দৃষ্টো ন্যায়ঃ, স কল্পয়িতুং যুক্তঃ,ন তু দৃষ্টবিপরীতঃ; তথা চ সতি যথা ব্যতিরিক্তেনৈব গ্রাহকেণ বাহ্যানাং প্রদীপানাং গ্রাহ্যত্বং দৃষ্টম্, তথা বিজ্ঞানস্যাপি চৈতন্যগ্রাহ্যত্বাৎ প্রকাশকত্বে সত্যপি প্রদীপবদ্ ব্যতিরিক্তচৈতন্যগ্রাহ্যত্বং যুক্তং কল্পয়িতুম্, নতু স্বেনৈব গ্রাহ্যত্বম্; যশ্চান্যো বিজ্ঞানস্য গ্রহীতা, স আত্মা জ্যোতিরন্তরং বিজ্ঞানাৎ।

তদানবস্থেতি চেৎ; ন, গ্রাহ্যত্বমাত্রং হি তদ্গ্রাহকস্য বস্ত্বন্তরত্বে লিঙ্গমুক্তং ন্যায়তঃ; ন ত্বেকান্ততো গ্রাহকত্বে তদ্গ্রাহকান্তরাস্তিত্বে বা কদাচিদপি লিঙ্গং সম্ভবতি; তস্মান্ন তদনবস্থাপ্রসঙ্গঃ।১৯

বিজ্ঞানস্য ব্যতিরিক্তগ্রাহ্যত্বে করণান্তরাপেক্ষায়ামনবস্থেতি চেৎ; ন, নিয়মাভাবাৎ,—ন হি সর্ব্বত্রায়ং নিয়মো ভবতি; যত্র বস্ত্বন্তরেণ গৃহ্যতে বস্ত্বন্ত-রম্, তত্র গ্রাহ্যগ্রাহকব্যতিরিক্তং করণান্তরং স্যাদিতি নৈকান্তেন নিয়ন্তুং শক্যতে, বৈচিত্র্যদর্শনাৎ; কথম্? ঘটস্তাবৎ স্বাত্মব্যতিরিক্তেনাত্মনা গৃহ্যতে; তত্র প্রদীপাদিরালোকো গ্রাহ্যগ্রাহকব্যতিরিক্তং করণম্; ন হি প্রদীপাদ্যালোকো ঘটাংশশ্চক্ষুরংশো বা; ঘটবচ্চক্ষুর্গ্রাহ্যত্বেঽপি প্রদীপস্য, চক্ষুঃপ্রদীপব্যতিরেকেণ বাহ্যমালোকস্থানীয়ং ন কিঞ্চিৎ করণান্তরমপেক্ষতে; তস্মান্নৈব নিয়ন্তুং শক্যতে—যত্র যত্র ব্যতিরিক্ত-গ্রাহ্যত্বম্, তত্র তত্র করণান্তরং স্যাদেবেতি। তস্মাদ্বিজ্ঞানস্য ব্যতিরিক্তগ্রাহকগ্রাহ্যত্বে ন করণদ্বারানবস্থা, নাপি গ্রাহকদ্বারা কদাচিদপ্যু-পপাদয়িতুং শক্যতে। তস্মাৎ সিদ্ধং বিজ্ঞানব্যতিরিক্তমাত্মজ্যোতিরন্তরমিতি।২০

নন্বু নাস্ত্যেব বাহ্যোঽর্থো ঘটাদিঃ প্রদীপো বা বিজ্ঞানব্যতিরিক্তঃ ; যদ্ধি যদ্ব্যতিরেকেণ নোপলভ্যতে, তৎ তাবন্মাত্রং বস্তু দৃষ্টম্,—যথা স্বপ্নবিজ্ঞান-গ্রাহ্যং ঘটপটাদি বস্তু ; স্বপ্নবিজ্ঞানব্যতিরেকেণানুপলম্ভাৎ স্বপ্নঘটপ্রদীপাদেঃ স্বপ্নবিজ্ঞানমাত্রতাবগম্যতে, তথা জাগরিতেঽপি ঘটপ্রদীপাদের্জাগ্রদ্বিজ্ঞান-ব্যতিরেকেণানুপলম্ভাৎ জাগ্রদ্বিজ্ঞানমাত্রতৈব যুক্তা ভবিতুম্ ; তস্মান্নাস্তি বাহ্যোঽর্থো ঘটপ্রদীপাদিঃ, বিজ্ঞানমাত্রমেব তু সর্ব্বম্। তত্র যদুক্তং, বিজ্ঞানস্য ব্যতিরিক্তাবভাস্যত্বাদ্বিজ্ঞানব্যতিরিক্তমস্তি জ্যোতিরন্তরং ঘটাদেরিবেতি, তন্মিথ্যা, সর্ব্বস্য বিজ্ঞানমাত্রত্বে দৃষ্টান্তাভাবাৎ।২১

ন ;—যাবত্তাবদভ্যুপগমাৎ ; ন তু বাহ্যোঽর্থো ভবতৈকান্তেনৈব নাভ্যুপগম্যতে ; নন্বু ময়া নাভ্যুপগম্যত এব ; ন, বিজ্ঞানং ঘটঃ প্রদীপ ইতি চ শব্দার্থ-পৃথক্ত্বং যাবৎ, তাবদপি বাহ্যমর্থান্তরমবশ্যমভ্যুপগন্তব্যম্ ; বিজ্ঞানাদর্থান্তরং বস্তু ন চেদভ্যুপগম্যতে, বিজ্ঞানং ঘটঃ পট ইত্যেবমাদীনাং শব্দানামেকার্থত্বে পর্য্যায়শব্দত্বং প্রাপ্নোতি ; তথা সাধনানাং ফলস্য চৈকত্বে সাধ্যসাধনভেদোপ-দেশশাস্ত্রানর্থক্যপ্রসঙ্গঃ, তৎকর্ত্তুরজ্ঞানপ্রসঙ্গো বা।২২

কিঞ্চান্যৎ, বিজ্ঞানব্যতিরেকেণ বাদিপ্রতিবাদি-বাদদোষাভ্যুপগমাৎ ; ন হি আত্মবিজ্ঞানমাত্রমেব বাদিপ্রতিবাদিবাদঃ, তদ্দোষো বা অভ্যুপগম্যতে, নিরাকর্ত্তব্যত্বাৎ প্রতিবাদ্যাদীনাম্ ; ন হি আত্মীয়ং বিজ্ঞানং নিরাকর্ত্তব্যমভ্যুপ-গম্যতে, স্বয়ং বাত্মা কস্যচিৎ ; তথা চ সতি সর্ব্বসংব্যবহারলোপপ্রসঙ্গঃ। ন চ প্রতিবাদ্যাদয়ঃ স্বাত্মনৈব গৃহ্যন্তে—ইত্যভ্যুপগমঃ ; ব্যতিরিক্তগ্রাহ্যা হি তে অভ্যুপগম্যন্তে ; তস্মাৎ তদ্বৎ সর্ব্বমেব ব্যতিরিক্তগ্রাহ্যং বস্তু, জাগ্রদ্বিষয়ত্বাৎ, জাগ্রদ্বস্তু-প্রতিবাদ্যাদিবদিতি সুলভো দৃষ্টান্তঃ—সন্তানান্তরবৎ, বিজ্ঞানান্তর-বচ্চেতি। তস্মাদ্বিজ্ঞানবাদিনাপি ন শক্যং বিজ্ঞানব্যতিরিক্তং জ্যোতি-রন্তরং নিরাকর্ত্তুম্।২৩

স্বপ্নে বিজ্ঞানব্যতিরেকাভাবাদযুক্তমিতি চেৎ ; ন, অভাবাদপি ভাবস্য বস্ত্বন্তরত্বোপপত্তেঃ,—ভবতৈব তাবৎ স্বপ্নে ঘটাদিবিজ্ঞানস্য ভাবভূতত্বমভ্যুপ-গতম্ ; তদভ্যুপগম্য তদ্ব্যতিরেকেণ ঘটাদ্যভাব উচ্যতে ; স বিজ্ঞানবিষয়ো ঘটাদিঃ যদ্যভাবো যদি বা ভাবঃ স্যাৎ, উভয়থাপি ঘটাদিবিজ্ঞানস্য ভাবভূতত্ব-মভ্যুপগতমেব ; ন তু তন্নিবর্ত্তয়িতুং শক্যতে, তন্নিবর্ত্তকন্যায়াভাবাৎ। এতেন সর্ব্বস্য শূন্যতা প্রত্যুক্তা ; প্রত্যগাত্মগ্রাহ্যতা চাত্মনোঽহমিতি মীমাংসকপক্ষঃ প্রত্যুক্তঃ।২৪

যত্তূক্তম্, সালোকোঽন্যশ্চান্যশ্চ ঘটো জায়ত ইতি; তদসৎ, ক্ষণান্তরেঽপি 'স এবায়ম্' ইতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। সাদৃশ্যাৎ প্রত্যভিজ্ঞানং, কৃত্তোত্থিত-কেশনখাদিষ্বিবেতি চেৎ; ন, তত্রাপি ক্ষণিকত্বস্যাসিদ্ধত্বাৎ জাত্যেকত্বাচ্চ। কৃত্তেষু পুনরুত্থিতেষু চ কেশনখাদিষু কেশনখত্বজাত্যেকত্বাৎ কেশ-নখত্বপ্রত্যয়স্তন্নিমিত্তোঽভ্রান্ত এব; নহি দৃশ্যমান-লূনোত্থিতকেশনখাদিষু ব্যক্তিনিমিত্তঃ স এবেতি প্রত্যয়ো ভবতি; কস্যচিদ্দীর্ঘকালব্যবহিতদৃষ্টেষু চ তুল্যপরিমাণেষু তৎকালীনবালাদিতুল্যা ইমে কেশ-নখাদ্যা ইতি প্রত্যয়ো ভবতি, নতু ত এবেতি; ঘটাদিষু পুনর্ভবতি স এবেতি প্রত্যয়ঃ; তস্মান্ন সমো দৃষ্টান্তঃ।২৫

প্রত্যক্ষেণ হি প্রত্যভিজ্ঞায়মানে বস্তুনি তদেবেতি, ন চান্যত্বমনুমাতুং যুক্তম্, প্রত্যক্ষাবরোধে লিঙ্গস্যাভাসোপপত্তেঃ; সাদৃশ্যপ্রত্যয়ানুপপত্তেশ্চ জ্ঞানস্য ক্ষণিকত্বাৎ; একস্য হি বস্তুদর্শিনো বস্ত্বন্তরদর্শনে সাদৃশ্যপ্রত্যয়ঃ স্যাৎ, ন তু বস্তুদর্শ্যেকো বস্ত্বন্তরদর্শনায় ক্ষণান্তরমবতিষ্ঠতে, বিজ্ঞানস্য ক্ষণিকত্বাৎ, সকৃদ্বস্তুদর্শনেনৈব ক্ষয়োপপত্তেঃ। তেনেদং সদৃশমিতি হি সাদৃশ্যপ্রত্যয়ো ভবতি, তেনেতি দৃষ্টস্মরণং, ইদমিতি বর্ত্তমান-প্রত্যয়ঃ; তেনেতি দৃষ্টং স্মৃত্বা যাবদিদমিতি বর্ত্তমানং ক্ষণকালমবতিষ্ঠেত, ততঃ ক্ষণিকবাদহানিঃ।২৬

অথ তেনেত্যেবোপক্ষীণঃ স্মার্ত্তঃ প্রত্যয়ঃ, ইদমিতি চান্য এব বার্ত্তমানিকঃ প্রত্যয়ঃ ক্ষীয়তে, ততঃ সাদৃশ্যপ্রত্যয়ানুপপত্তিঃ —তেনেদং সদৃশমিতি, অনেকদর্শিন একস্যাভাবাৎ; ব্যপদেশানুপপত্তিশ্চ—দ্রষ্টব্যদর্শনেনৈবোপক্ষয়াদ্বিজ্ঞানস্যেদং পশ্যাম্যদোঽদ্রাক্ষমিতি ব্যপদেশানুপপত্তিঃ, দৃষ্টবতো ব্যপদেশক্ষণানবস্থানাৎ। অথাবতিষ্ঠেত, ক্ষণিকবাদহানিঃ। অথাদৃষ্টবতো ব্যপদেশঃ সাদৃশ্যপ্রত্যয়শ্চ, তদানীং জাত্যন্ধস্যেব রূপবিশেষব্যপদেশস্তৎসাদৃশ্যপ্রত্যয়শ্চ, সর্ব্বমন্ধপরম্পরেতি প্রসজ্যেত সর্ব্বজ্ঞশাস্ত্রপ্রণয়নাদি; নচৈতদিষ্যতে অকৃতাভ্যাগম-কৃতবিপ্রনাশ-দোষৌ তু প্রসিদ্ধতরৌ ক্ষণবাদে।২৭

দৃষ্টব্যপদেশহেতুঃ পূর্ব্বোত্তরসহিত এক এব হি শৃঙ্খলাবৎ প্রত্যয়ো জায়ত ইতি চেৎ, তেনেদং সদৃশমিতি চ; ন, বর্ত্তমানাতীতয়োর্ভিন্নকালত্বাৎ; তত্র বর্ত্তমানপ্রত্যয় একঃ শৃঙ্খলাবয়বস্থানীয়োঽতীতশ্চাপরঃ, তৌ প্রত্যয়ৌ ভিন্নকালৌ তদুভয়প্রত্যয়বিষয়স্পৃক্ চেৎ শৃঙ্খলাপ্রত্যয়ঃ, ততঃ ক্ষণদ্বয়ব্যাপিত্বাদেকস্য বিজ্ঞানস্য পুনঃ ক্ষণবাদহানিঃ। মম-তবতাদিবিশেষানুপপত্তেশ্চ সর্ব্বসংব্যবহারলোপপ্রসঙ্গঃ। ২৮

সর্ব্বস্য চ স্বসংবেদ্যবিজ্ঞানমাত্রত্বে বিজ্ঞানস্য চ স্বচ্ছাবয়োধাবভাসমাত্রস্বাভাব্যাভ্যুপগমাৎ, তদ্দর্শিনশ্চান্যস্যাভাবেঽনিত্যদুঃখশূন্যানাত্মত্বাদ্যনেককল্পনানুপপত্তিঃ। নচ দাড়িমাদেরিব বিরুদ্ধানেকাংশবত্ত্বং বিজ্ঞানস্য, স্বচ্ছাবভাসস্বাভাব্যাদ্ বিজ্ঞানস্য। অনিত্যদুঃখাদীনাং বিজ্ঞানাংশত্বে চ সতি অনুভূয়মানত্বাদ্ ব্যতিরিক্তবিষয়ত্বপ্রসঙ্গঃ। অথানিত্যদুঃখাদ্যাত্মৈকত্বমেব বিজ্ঞানস্য, তদা তদ্বিয়োগাদ্বিশুদ্ধিকল্পনানুপপত্তিঃ; সংযোগিমলবিয়োগাদ্ধি বিশুদ্ধির্ভবতি, যথা আদর্শপ্রভৃতীনাম্; ন তু স্বাভাবিকেন ধর্ম্মেণ কস্যচিদ্ বিয়োগো দৃষ্টঃ; নহি অগ্নেঃ স্বাভাবিকেন প্রকাশেনৌষ্ণ্যেন বা বিয়োগো দৃষ্টঃ। যদপি পুষ্পগুণানাং রক্তত্বাদীনাং দ্রব্যান্তরযোগেন বিয়োজনং দৃশ্যতে, তত্রাপি সংযোগপূর্ব্বত্বমনুমীয়তে বীজভাবনয়া পুষ্পফলাদীনাং গুণান্তরোৎপত্তিদর্শনাৎ; অতো বিজ্ঞানস্য বিশুদ্ধিকল্পনানুপপত্তিঃ। ২৯

বিষয়বিষয্যাভাসত্বঞ্চ যন্মলং পরিকল্প্যতে বিজ্ঞানস্য, তদপ্যন্যসংসর্গাভাবাদনুপপন্নম্; নহি অবিদ্যমানেন বিদ্যমানস্য সংসর্গঃ স্যাৎ, অসতি চান্যসংসর্গে, যো ধর্ম্মো যস্য দৃষ্টঃ, স তৎস্বভাবত্বান্ন তেন বিয়োগমর্হতি, যথাগ্নেরৌষ্ণ্যম্, সবিতুর্বা প্রভা। তস্মাদনিত্যসংসর্গেণ মলিনত্বং তদ্বিশুদ্ধিশ্চ বিজ্ঞানস্যেতীয়ং কল্পনা অন্ধপরম্পরৈব প্রমাণশূন্যেত্যবগম্যতে। ৩০

যদপি তস্য বিজ্ঞানস্য নির্ব্বাণং পুরুষার্থং কল্পয়ন্তি, তত্রাপি ফলাশ্রয়ানুপপত্তিঃ; কণ্টকবিদ্ধস্য হি কণ্টকবেধজনিতদুঃখনিবৃত্তিঃ ফলং, ন তু কণ্টকবিদ্ধমরণে তদ্দুঃখনিবৃত্তিফলস্যাশ্রয় উপপদ্যতে; তদ্বৎ সর্ব্বনির্ব্বাণে, অসতি চ ফলাশ্রয়ে, পুরুষার্থকল্পনা ব্যর্থৈব। যস্য হি পুরুষশব্দবাচ্যস্য সত্ত্বস্যাত্মনো বিজ্ঞানস্য চার্থঃ পরিকল্প্যতে, তস্য পুনঃ পুরুষস্য নির্ব্বাণে, কস্যার্থঃ পুরুষার্থ ইতি স্যাৎ। যস্য পুনরস্ত্যনেকার্থদর্শী বিজ্ঞানব্যতিরিক্ত আত্মা তস্য দৃষ্টস্মরণদুঃখসংযোগবিয়োগাদি সর্ব্বমেবোপপন্নম্ অন্যসংযোগনিমিত্তং কালুষ্যং, তদ্বিয়োগনিমিত্তা চ বিশুদ্ধিরিতি। শূন্যবাদিপক্ষস্তু সর্ব্বপ্রমাণবিপ্রতিষিদ্ধ ইতি তন্নিরাকরণায় নাদরঃ ক্রিয়তে ॥২৫৮॥৭।

টীকা। নত্বাত্মজ্যোতিঃ সঙ্ঘাতাদ্ব্যতিরিক্তং স্বয়ং চেতি সাধিতং, তথা চ কথং কতম আত্মেতি পৃচ্ছ্যতে তত্রাহ—যদ্যপীতি। অনুগ্রাহ্যেণ দেহাদিনা সমানজাতীয়ত্বাদিত্যাত্মনুগ্রাহকত্বদর্শনাদিনিমিত্তাদনুগ্রাহকত্বাবিশেষাদাত্মজ্যোতিরপি সমানজাতীয়ঃ দেহাদিনেতি ভ্রান্তির্ভবতি, তদেতি যাবৎ। অবিবেকিনো নিকৃষ্টবুদ্ধ্যাভাবাদিত্যর্থঃ। ব্যতিরেকস্যাপ্যুক্তত্বাত্তু দর্শিতত্বাৎ কুতো ভ্রান্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন্যায়েতি। ভ্রান্তিনিমিত্তাবিবেককৃতং প্রশ্নমুক্ত্বা প্রকারান্তরেণ প্রশ্নমুত্থাপয়তি—অথবেতি। প্রশ্নাক্ষরাণি ব্যাচষ্টে—কতমো-

নিরাত্মতাসবলম্বং শঙ্কতে চেৎ তত্রাহ—অন্যত্র চেতি। করণানামন্যাবাণিকরণান্তর-
নিত্যপদংবদতি—তস্মাদিতি। ৩০

করণানামনুপপত্তি—যদপীতি। উপপাদিতনির্বাণপক্ষাৎ। দূষয়তি—তত্রাপীতি। ফলাভাবেঽপি ফলং স্যাদিতি চেত্তত্রাহ—কণ্টকেতি। বার্ত্তিককৃৎ নিবৃণোতি—যস্তু হীতি। নহু তথাঽপি বস্তুতোঽস্ত্যবস্থাত্ত্বস্য কেনচিদপি সংযোগবিয়োগয়ো-রযোগাৎ কথিতাসম্ভবে মোক্ষাসম্ভবাদি তুল্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যস্তু পুনরিতি। যদ্যপি পূর্বং যস্য বস্তুতোঽসম্বন্ধীক্রিয়তে তথাপি ক্রিয়াকারকফলভেদস্যাবিদ্যাধ্যস্ততয়া তস্য সর্ববিধ্যবহারসম্ভবাৎ ন সাম্যমিতি ভাবঃ। নহু বাহ্যার্থবাদো বিজ্ঞানবাদশ্চ নিরাকৃতৌ শূন্য-বাদো নিরাকর্তব্যোঽপি কথায় নিরাক্রিয়তে তত্রাহ—শূন্যবাদীতি। সমস্তং বস্তুতঃ সত্যেন ভাবাৎ মানানাং চ সর্বেষাং সবিষয়ত্বাৎ শূন্যস্য চাবিষয়ত্বাৎ প্রাপ্তাভাবেন নিরাকরণা-নর্হত্বাদিত্যর্থঃ চ শূন্যবাদিনৈব বিষয়নিরাকরণোক্তা শূন্যতাপত্তাত্ত চ দূষণাদূষণয়োঃ সর্বশূন্যবাদোপাত্তবাদিনশ্চ সত্যাসত্যোত্তমনুপপত্তেঃ সংবৃত্তেশ্চাপ্রমাতাবা৷সত্তবাত্তদাশ্রয়ত্বে চ শূন্যস্য স্বরূপহানাদিরিত্যর্থঃ চঃসংবৃতিবাধ্যাবাভিজ্ঞতাবনিরাসাযোগঃ ক্রিয়তে তৎসিদ্ধং বুদ্ধ্যাদিভিরিক্তঃ নিত্যানিত্যস্তত্ত্ব স্বতঃ কূটস্থস্বয়ংজ্যোতিরিতি ভাবঃ। ২০৮। ৭।

ভাষ্যানুবাদ। ইতঃপূর্ব্বে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে, যদিও আত্মার দেহাতিরিক্ততা সিদ্ধ হইয়াছে সত্য, তথাপি জগতে যখন সমানজাতীয় পদার্থসমূহের মধ্যেই অনুগ্রাহ্য-অনুগ্রাহকভাব দৃষ্ট হয়, তখন সহজেই ভ্রম উপস্থিত হইতে পারে যে, উক্ত আত্মা কি চক্ষুঃ প্রভৃতি করণ-বর্গেরই অন্যতম (একটী)? অথবা ভিন্ন? ইহা স্থির করিতে না পারিয়া জনক মহারাজ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'কতমঃ' ইতি। সূক্ষ্মতানিবন্ধন—বিষয়টী সহজ বুদ্ধিগম্য নয়; এই কারণে এ বিষয়ে ভ্রম হওয়া সম্ভবপরই বটে। অথবা, আত্মা দেহ হইতে পৃথক্, ইহা প্রমাণিত হইলেও, চক্ষুঃ প্রভৃতি সমস্ত 'করণ'ই যেন চৈতন্যসম্পন্ন বলিয়াই প্রতীত হইয়া থাকে, অথচ সে সমুদয় হইতে আত্মার বিবেক বা পার্থক্যও বুঝিতে পার যায় না; এই জন্য, অর্থাৎ এই সংশয় দূরীকরণের নিমিত্ত আমি (জনক) জিজ্ঞাসা করিতেছি—"কতম আত্মা" ইতি। তুমি যে আত্মার কথা বলিয়াছ, [জিজ্ঞাসা করি—] দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন—ইহাদের মধ্যে সেই জ্যোতির্ম্ময় আত্মা কোনটী?—যে জ্যোতির সাহায্যে পুরুষ ব্যবহার নিষ্পাদন করিয়া থাকে—বলা হইয়াছে। ১

অথবা, তুমি এই যে আত্মাকে বিজ্ঞানময় বলিয়া মনে করিয়াছ;—অভি-প্রায় এই যে, যেমন বলা হইয়া থাকে—'এখানে যে সমুদয় ব্রাহ্মণ উপস্থিত

বলিলে পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ—বৃক্ষ ও পাষাণের সামীপ্য মাত্র বোধ করায়, ইহাও ঠিক তদ্রূপ। সাধারণতঃ সংশয় হইয়া থাকে যে, আত্মা ইন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্ কিংবা অপৃথক্ ; তাই শ্রুতি বলিয়া দিতেছেন যে, আত্মা কখনই প্রাণ বা ইন্দ্রিয় নহে ; পরন্তু সে সমুদয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু। ইহা যুক্তিযুক্তও বটে ; যে পদার্থ অপর যে সমুদয় পদার্থের মধ্যে বর্ত্তমান থাকে, সে পদার্থটী নিশ্চয়ই সে সমুদয় পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র ; যেমন 'পাষাণে স্থিত বৃক্ষ'। ৫

'হৃদি' ইত্যাদি। পুনশ্চ এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, প্রাণে স্থিত আত্মা প্রাণ-সজাতীয় বুদ্ধিও হইতে পারে ; সেই আশঙ্কা অপনয়নের নিমিত্ত বলিলেন—'হৃদি—অন্তঃ' ইতি। এখানে হৃৎ অর্থ পদ্মাকার মাংসখণ্ড ; বুদ্ধি তাহার মধ্যে অবস্থান করে; এই জন্য উহা হৃৎপদবাচ্য, সুতরাং 'হৃদি' অর্থ—বুদ্ধিতে। আত্মা যে, বুদ্ধির বৃত্তিবিশেষ নহে, ইহা জ্ঞাপনের জন্য বলা হইয়াছে—'অন্তঃ' ইতি। বুদ্ধিবৃত্তি বুদ্ধিরই অবস্থাবিশেষ ; সুতরাং তাহা 'অন্তঃস্থ' হইতে পারে না। 'জ্যোতিঃ' শব্দের অর্থ—স্বয়ংপ্রকাশস্বভাব ; সুতরাং জ্যোতিঃশব্দে স্বপ্রকাশ আত্মা অভিহিত হইয়াছে। ব্যবহারিক পুরুষ সেই প্রকাশশীল আত্ম-জ্যোতির সাহায্যে স্থিতি লাভ করে, গমন করে, কর্ম্ম করে ; কেন না, সূর্য্যালোকের মধ্যবর্ত্তী ঘট যেমন প্রকাশাত্মকের ন্যায় হয়, অথবা পরীক্ষার জন্য মরকত মণিকে দুগ্ধের মধ্যে নিক্ষেপ করিলে, সেই দুগ্ধ যেমন মরকত মণির সমান আভাযুক্ত দেখায়, তেমনি এই আত্ম জ্যোতিও হৃদয় অপেক্ষাও অতি সূক্ষ্মত্ব নিবন্ধন হৃদয়ের মধ্যে থাকিয়াও, হৃদয় ও দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিকে এক সঙ্গে স্বীয় জ্যোতিঃপ্রভায় উদ্ভাসিত করিয়া থাকে ;—সর্ব্বাপেক্ষা অভ্যন্তরস্থ বলিয়া স্থূল-সূক্ষ্মভাবের তারতম্যানুসারে পরম্পরা-সম্বন্ধে চেতনের ন্যায় করিয়া থাকে। ৬

বুদ্ধি বস্তুটী স্বভাবতই স্বচ্ছ এবং আত্মার অতি সন্নিহিত ; এই কারণে উহা আত্মচৈতন্যজ্যোতির ঠিক অনুরূপ হইয়া থাকে ; সেই জন্যই বিবেকিগণেরও—যাহারা আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্য অবগত আছেন, তাহাদেরও ঐ বুদ্ধিতে প্রথমে আত্মাভিমান হইয়া থাকে ; পরে বুদ্ধির সন্নিহিত মনেতে—বুদ্ধিসম্পর্কবশতই আত্ম-চৈতন্যজ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইয়া থাকে ; অনন্তর মনের সহিত সম্পর্ক থাকায় ইন্দ্রিয়সমূহে আত্মচৈতন্যের সমুদ্ভাসন ঘটে ; তাহার পর, ইন্দ্রিয়-সম্পর্কিত শরীর পর্য্যন্ত সমস্তই আত্মচৈতন্য জ্যোতিঃ দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে ; এইরূপ পরম্পরা সম্বন্ধক্রমে আত্মা

স্বীয় চৈতন্যজ্যোতিঃ দ্বারা সমস্ত দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতটীকে প্রকাশ করিয়া রাখে (১)। এই কারণেই নিজ নিজ বিবেকবিজ্ঞানের তারতম্যানুসারে দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতে এবং তাহাদের বিভিন্ন প্রকার ব্যাপারে অনিয়মিতভাবে আত্মাভিমান হইয়া থাকে; অর্থাৎ লোকের বিবেকবুদ্ধির তারতম্যানুসারে আত্মাভিমানেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে; এই জন্যই সকলের একাকার অভিমান দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বয়ং ভগবান্‌ও এইরূপ কথাই গীতাতে বলিয়াছেন—'হে ভরতবংশসম্ভব অর্জ্জুন, একই সূর্য্য যেমন সমস্ত জগৎ প্রকাশ করেন, তেমনি একই ক্ষেত্রী—ক্ষেত্রসংজ্ঞক দেহের অধিপতি আত্মা সমস্ত দেহসংঘাতকে প্রকাশ করিয়া থাকে; এবং সূর্য্য, চন্দ্র ও অন্যান্যজ্যোতিঃ পদার্থ, যে জ্যোতির সাহায্যে নিখিল জগৎ প্রকাশ করিয়াথাকে; জানিও, তাহা আমারই জ্যোতিঃ' ইত্যাদি। কঠোপনিষদে আছে—'তিনি নিত্য পদার্থসমূহেরও নিত্য—নিত্যত্ব-স্থাপক, এবং সমস্ত চেতনেরও চেতন—চৈতন্যসম্পাদক', 'তিনি প্রকাশ পাইতেছেন বলিয়াই অন্য সমস্ত পদার্থ তদনুগত থাকিয়া প্রকাশ পাইতেছে, এবং তাঁহার দীপ্তিতেই সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত হইতেছে' অন্য মন্ত্রে আছে 'সূর্য্য যাঁহার তেজে তেজীয়ান্ হইয়া উত্তাপ দিতেছেন' ইতি। উক্ত প্রকার প্রমাণনিচয়ে হৃদয়াভ্যন্তরস্থ উক্ত জ্যোতির অস্তিত্ব প্রমানিত হইতেছে ৭

[অতঃপর 'পুরুষ' কথার অর্থ কথিত হইতেছে—] পুরুষ—আত্মা

(১) তাৎপর্য্য—বুদ্ধি পদার্থটী স্বভাবতই স্বচ্ছ, এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্মার ভোগ সম্পাদন করিয়া থাকে; এই জন্য প্রথমে বুদ্ধিতেই আত্ম-চৈতন্য প্রতিফলিত হয়, তজ্জন্যই বুদ্ধিতে আত্মবুদ্ধিও উৎপন্ন হয়; তাহার পরেই মনের সহিত আত্মার সম্বন্ধ; সেই কারণে বুদ্ধির সাহায্যে মনেতে প্রকাশ ও আত্ম-ভ্রান্তি উৎপন্ন হয়; তাহার পরই ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ, মনই তাহার সংযোজক; এই জন্য ইন্দ্রিয়েতেও চৈতন্যের (জ্যোতির) আভাস হয় এবং আত্মবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, এইরূপে ক্রমে স্থূলদেহে পর্য্যন্ত আত্মভ্রান্তি হইয়া থাকে। একথাটা এইরূপে বুঝিলে ভাল হয়,—বুদ্ধিই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্মার ভোগ সম্পাদন করে; কিন্তু মন গ্রাহ্য বিষয় উপস্থাপিত না করিলে, বুদ্ধি ভোগ সম্পাদনে সমর্থ হয়না; সুতরাং সে মনের সাহায্য চাহে; ইন্দ্রিয়গণ বাহির হইতে বিষয় আনিয়া না দিলে মনও কিছু করিতে পারে না; কাজেই মনকে ইন্দ্রিয়াপেক্ষিত বলিতে হয়; ইন্দ্রিয়গণও দেহের আশ্রয় না লইয়া কিছু করিতে পারে না; এই জন্য ইন্দ্রিয়গণ দেহসাপেক্ষ; এইরূপে সাক্ষাৎ-পরম্পরা ক্রমে আত্মচৈতন্যের বুদ্ধিপ্রভৃতিতে যথাসম্ভব অধ্যাস হইয়া থাকে।

সর্ব্বদাই আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী; এইজন্য পূর্ণ; পূর্ণ বলিয়া পুরুষ-পদবাচ্য। এই আত্মার যে, স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্ব (স্বপ্রকাশকত্ব), তাহা নিরতিশয়—যাহা অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না; কারণ, এই আত্মাই দেহসংঘাতে সর্ব্বপদার্থাবদ্যোতক, অথচ নিজে অন্যের প্রকাশ্য নহে। সেই এই পুরুষ স্বয়ংই প্রকাশস্বভাব, যাহার কথা তুমি 'কতম আত্মা' বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছ।৭

কর্ম্মসাধন সমস্ত করণবর্গের অনুগ্রাহক বা সামর্থ্যোদ্দীপক আদিত্যাদি বাহ্যজ্যোতিঃপদার্থসমূহ যে সময় অস্তমিত হয়, সে সময় হৃদয়মধ্যবর্ত্তী জ্যোতিঃ পুরুষ আত্মাই অন্তঃকরণ দ্বারা ঐ সমস্ত করণবর্গের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে; এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আর যে সময়ে আদিত্যপ্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থ বর্ত্তমান থাকে, সে সময়ও, আদিত্যাদি জ্যোতিঃপদার্থসমূহ যখন পরার্থ—পরকে প্রকাশ করাই তাহাদের প্রধান প্রয়োজন, তখন দেহেন্দ্রিয়সংঘাতের চৈতন্য না থাকায় তাহার কোন স্বার্থ সাধিত হইতে পারে না; সুতরাং স্বার্থজ্যোতিঃপদার্থ আত্মার অনুগ্রহ লাভ না করিলে অচেতন দেহেন্দ্রিয়সংঘাত কোন ব্যবহার সম্পাদনেই সমর্থ হইতে পারে না; কেন না, 'এই যে, বুদ্ধি ও মন, ইহারাই জ্ঞানসাধন' ইত্যাদি শ্রুত্যন্তর হইতে জানা যায় যে, জগতে যে কোন প্রকার ব্যবহার হয়, আত্মজ্যোতির অনুগ্রহই তাহার মূল। ব্যবহারমাত্রই অভিমান সহকৃত; সেই অভিমানের হেতু যে, কি, তাহা মরকতমণির দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্ব্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে।৮

যদিও আত্ম-জ্যোতিঃপ্রভাবেই সমস্ত লোকব্যবহার নিষ্পন্ন হয় বটে, তথাপি আত্ম-জ্যোতিঃ কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয় নয় এবং তৎকালে দেহাশ্রিত বাহ্য ও আন্তর করণবর্গের বিভিন্নপ্রকার ব্যবহারে ব্যাকুল থাকায়, মুঞ্জ-নামক তৃণ হইতে তাহার ঈষীকাকে (গর্ভপত্র) যেমনপৃথক্ করিয়া দেখান যায়, আত্মজ্যোতিকে ঠিক সেরূপভাবে পৃথক্ করিয়া প্রদর্শন করা সম্ভব হয় না; এই কারণে স্বপ্নাবস্থায় (ইন্দ্রিয়গণ নিরতব্যাপার থাকায়) পৃথক্ভাবে আত্মজ্যোতিঃ প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে উপক্রম করিতেছেন—'সেই পুরুষ সমানভাবে থাকিয়াই উভয়লোকে সঞ্চরণ করিয়া থাকে'। [ইহার অর্থ এই যে,] যে পুরুষ নিজে জ্যোতিঃস্বরূপ, সেই পুরুষ সমান অর্থাৎ সদৃশ হইয়া—কাহার সদৃশ হইয়া? না, হৃদয়ের প্রসঙ্গ থাকায় এবং নিকটে

হৃদয়-শব্দ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, হৃদয়ের সদৃশ হইয়া উভয় লোকে সঞ্চরণ করে। এখানে সন্নিহিত ও প্রস্তাবিত 'হৃদয়' অর্থ বুদ্ধি।৯

ভাল, জিজ্ঞাসা করি, এখানে সাদৃশ্যটা কিরূপ? [উত্তর—] অশ্ব ও মহিষকে যেরূপ পৃথক্ বলিয়া জানা যায়, বুদ্ধি ও পুরুষকে সেরূপ পৃথক্ করিয়া জানিতে না পারা। দেখ, বুদ্ধি হইতেছে প্রকাশ্য, আর আত্মা হইতেছে আলোকের ন্যায় তাহার প্রকাশক; প্রকাশ্য ও প্রকাশকের যে পার্থক্য-প্রতীতি না হওয়া, তাহা সুপ্রসিদ্ধ; আলোক পদার্থটা স্বভাবতই বিশুদ্ধ বা উজ্জ্বল; এই কারণে সে স্বদীয় প্রকাশ্য ঘটাদির সহিত সমানরূপ ধারণ করিয়া থাকে, যেমন আলোক যখন রক্তবর্ণ বস্তু প্রকাশ করিতে থাকে, তখন সেই রক্তাকার প্রকাশ্য বস্তুর সদৃশ—রক্তাকার ধারণ করে; এবং যেমন সবুজ নীল ও লোহিত বস্তু প্রকাশ করিতে যাইয়া সেই সেই বস্তুর সমানাকার প্রাপ্ত হয়, তেমনি আত্মাও বুদ্ধিকে প্রকাশ করিতে যাইয়া বুদ্ধিদ্বারা আবার সমস্ত শরীরকেও প্রকাশ করিয়া থাকে; পূর্ব্বে মরকত মণির দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। আত্মা এইরূপে প্রথমে বুদ্ধির তুল্যাকার প্রাপ্ত হয়, পরে সেই বুদ্ধির সহযোগে অপর সমস্ত বস্তুর সহিতও সমানাকার ধারণ করিয়া থাকে; এই কারণেই শ্রুতি তাহাকে 'সর্ব্বময়' বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন।১০

এই কারণেই মুঞ্জা হইতে যেরূপ ঈষীকা (গর্ভপত্র) পৃথক্ করিয়া প্রদর্শন করা যায়, আত্মজ্যোতিকে সেরূপ সর্ব্বপদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়া তাহার নিজস্ব জ্যোতিঃস্বরূপে প্রদর্শন করিতে পারা যায় না; এইজন্য সকল লোকে নামরূপগত সমস্ত ব্যাপার (ক্রিয়া প্রভৃতি) তাহাতে আরোপ করিয়া এবং জ্যোতির ধর্ম্মকেও নামরূপে আরোপ করিয়া, শেষে সাক্ষাৎ নাম ও রূপকেও আত্মজ্যোতিতে অধ্যারোপ করিয়া বারংবার মোহ প্রাপ্ত হয়—এটা আত্মা, ওটা আত্মা নয়; এ সমস্ত আত্মার ধর্ম্ম, না, এ সমস্ত তাহার ধর্ম্ম নয়; কর্ত্তা, অকর্ত্তা; শুদ্ধ, অশুদ্ধ; বদ্ধ, মুক্ত; স্থিত, গত, আগত; অস্তি (আছে), নাস্তি (নাই) ইত্যাদি বাক্যে নিজ নিজ ব্যামোহ বিবৃত করিয়া থাকে; এই জন্যই বলা হইতেছে যে, আত্মা সমান হইয়া—বুদ্ধিসাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়া উপস্থিত দেহেন্দ্রিয়াদির সংঘাতের পরিত্যাগ ও শরীরান্তরের গ্রহণাদি ব্যাপার পরম্পরাক্রমে উভয় লোকে—বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ লোকে অর্থাৎ ইহলোক ও

পরলোকে গমনাগমন করিয়া থাকে। আত্মার যে, উভয় লোকে সঞ্চরণ, বুদ্ধি সাদৃশ্য-প্রাপ্তিই তাহার কারণ, কিন্তু উহা তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে। ১১

ফলতঃ নামরূপাত্মক উপাধির সহিত তাহার যে, ভ্রান্তি জনিত সাম্য প্রাপ্তি, তাহাই যে, সঞ্চরণের হেতু, কিন্তু স্বভাব হেতু নহে; তাহাই 'সমানঃ সন্ উভৌ লোকৌ অনুসঞ্চরতি' কথায় ব্যক্ত করা হইতেছে। তাহার ঐরূপ সঞ্চরণ যে, অনুভবসিদ্ধ, এখন তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—যেহেতু আত্মা যেন ধ্যানই করে অর্থাৎ যেন ধ্যান-ব্যাপারই করিতেছে—চিন্তাই করিতেছে; বুঝিতে হইবে যে, প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিই ধ্যানাত্মক ক্রিয়া করে, আত্মা বুদ্ধিপ্রতিফলিত স্বীয় চৈতন্য দ্বারা তাহাকে প্রকাশ করিতে যাইয়া নিজেও তৎ-সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া—যেন 'ধ্যানই করিতেছে' বলিয়া প্রতীত হয়; পূর্ব্ব কথিত আলোকই ইহার দৃষ্টান্ত; এই কারণেই লোকের ভ্রান্তি হইয়া থাকে যে, আত্মা যেন চিন্তা করিতেছে; বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু আত্মা কখনও ধ্যান বা চিন্তা করে না। এইরূপ মনে হয় যে, আত্মা যেন খুব চলিতেছে অর্থাৎ স্পন্দিত হইতেছে। উক্ত বুদ্ধি ও করচরণাদি যখন স্পন্দমান হইতে থাকে, তখন আত্মা সে সমুদয়কে প্রকাশ করিতে যাইয়া তাহাদের সাদৃশ্যলাভ করে; এইজন্যই, যেন স্পন্দিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে স্পন্দন বা প্রচলিত হওয়া সেই আত্মজ্যোতির ধর্ম্ম বা স্বভাব নহে। ১২

ভাল, ইহা কিরূপে অবগত হইলে যে, আত্মার বুদ্ধ্যাদি-সাম্যজনিত ভ্রান্তিই তাহার উভয় লোকে সঞ্চরণের হেতু, কিন্তু উহা তাহার স্বাভাবিক নহে? এই বিষয়টী বুঝাইবার নিমিত্ত বলিতেছেন যে, যেহেতু সেই আত্মা স্বপ্ন হইয়া-আত্মা বুদ্ধিসাম্যপ্রাপ্ত হওয়ায় সেই বুদ্ধি যাহা যাহা হয় অর্থাৎ যে যে আকারে আকারিত হয়, এই পুরুষও যেন সেই সেই আকারেই আকারিত হয়। অতএব বুঝিতে হইবে যে, এই বুদ্ধির যে সময় স্বপ্ন হয় অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থা হয়, সে সময় ঐ পুরুষও স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হয়; বুদ্ধি যখন জাগরিত হইতে ইচ্ছা করে, তখন এই পুরুষও তাহাই করে; এই কারণে বলিতেছেন—স্বপ্ন হইয়া—যেহেতু বুদ্ধিগত স্বপ্নবৃত্তি প্রকাশ করিতে করিতে স্বাপ্নবৃত্তির আকারে আকারিত হইয়া লৌকিক ও শাস্ত্রীয় দেহেন্দ্রিয়সম্বন্ধ জাগ্রদ্ব্যবহার অতিক্রম করিয়া স্বীয় আত্মজ্যোতির সাহায্যে স্বপ্নময় বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রকাশ করতঃ অবস্থান করে, সেই হেতু এই

পুরুষ স্বভাবতই স্বপ্রকাশ, এবং প্রকৃতপক্ষে কর্তৃত্ব, ক্রিয়া, কারক ও ফলের সহিত সম্বন্ধশূন্য বিশুদ্ধ; কেবল বুদ্ধিসাদৃশ্যই পুরুষের উভয় লোকে সঞ্চরণ-ভ্রান্তি সমুৎপাদন করিয়া থাকে। শ্রুতির 'মৃত্যুরূপাণি' অর্থ—মৃত্যু অর্থ কর্ম ও অবিদ্যা প্রভৃতি; মৃত্যুর অন্য কোনও স্বাভাবিক রূপ নাই; কার্য্যকরণ-সমুদয়ই তাহার আশ্রয়; অতএব ঐ পুরুষ স্বপ্ন সময়ে ক্রিয়া ও তৎফলাশ্রয় ঐ সমস্ত মৃত্যুরূপ অতিক্রম করিয়া থাকে। ১৩

[এখন বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের আপত্তি হইতেছে যে,]ভাল. বুদ্ধির অনুরূপ অপর কোন পদার্থই ত নাই, যাহাকে বুদ্ধি-প্রকাশক আত্মজ্যোতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? কারণ, যেমন এক বুদ্ধির সময় তদতিরিক্ত দ্বিতীয় বুদ্ধি অনুভূত হয় না, তেমনি বুদ্ধির অতিরিক্ত তাদৃশ অপর পদার্থও প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা জানিতে পারা যায় না। আর যে, প্রকাশ্য ঘটাদি, ও তৎপ্রকাশক আলোক স্বরূপতঃ বিভিন্ন পদার্থ হইলেও, পার্থক্য-প্রতীতি না হওয়ার দরুণ, প্রকাশ্য ও প্রকাশকের সাদৃশ্য প্রাপ্তি হইয়া থাকে, সেখানে হয় হউক, [কোন আপত্তি নাই]; কারণ, সেখানে ঘটাদি হইতে আলোকের পার্থক্য প্রতীতিসিদ্ধ; সুতরাং পরস্পর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পদার্থদ্বয়েরই সাদৃশ্য হইতে পারে; কিন্তু এখানে ত আমরা সেরূপ ঘটাদির অবভাসক আলোকের ন্যায় বুদ্ধির প্রকাশক অপর কোনও জ্যোতিঃপদার্থ প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা উপলব্ধি করিতেছি না; পরন্তু চৈতন্যাবভাসকরূপে বুদ্ধিরই স্বাকার (চেতনাকার) ও বিষয়াকার দ্বিবিধ বৃত্তি দেখিতে পাইতেছি। অতএব অনুমান কিংবা প্রত্যক্ষ দ্বারা যে, বুদ্ধির অবভাসক অতিরিক্ত কোনও জ্যোতির অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতে পারা যায় না, একথা সত্য নহে। ১৪

আর দৃষ্টান্তস্থলে যে, তোমরা বলিয়াছ—প্রকাশ্য-প্রকাশকভাবাপন্ন স্বরূপতঃ বিভিন্ন ঘটাদি ও আলোক যখন সংযুক্ত হয়, তখনই তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে; বুঝিতে হইবে,সেখানেও আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা কেবল অভ্যুপগম মাত্র (১); বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু অবভাস্য ঘটাদি

(১) তাৎপর্য্য—অভ্যুপগমবাদ অর্থ—যাহা নিজের অভিমত নয়, এরূপ পরকীয় সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লওয়া। দর্শনশাস্ত্রে এরূপ অভ্যুপগমবাদের যথেষ্ট ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। অভ্যুপগমবাদন্যায়ে পরের কথা স্বীকার করিলেও তাহা স্বসম্মত বলিয়া ধর্ত্তব্য নহে; সুতরাং সাদৃশ্য সঙ্ঘটনের কথায় এখন আপত্তি করা দোষাবহ হয় নাই।

ও তদবভাসক আলোক পরস্পর ভিন্ন দুইটী স্বতন্ত্র পদার্থ নহে; ঘটাদি পদার্থগুলিই প্রকাশাত্মক আলোকময়; [প্রত্যেক ক্ষণেই] স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঘটাদি পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, [আবার পরক্ষণেই তাহাদের বিনাশ হইয়া যায়।] একমাত্র বিজ্ঞানই আলোকসমন্বিত ঘটাদি বিষয়াকারে প্রকাশ পাইতে থাকে। ইহাই যখন সিদ্ধান্ত, তখন আর বিজ্ঞানাতিরিক্ত কোন প্রকার বাহ্য দৃষ্টান্তও সম্ভব হয় না; কেন না দৃশ্যমান সমস্ত পদার্থই একমাত্র বিজ্ঞানাত্মক বা বুদ্ধিবিজ্ঞানের পরিণতি; অতএব একই বিজ্ঞানের গ্রাহ্য-গ্রাহকভাব রূপ মল পরিকল্পনা করিয়া তাহারই আবার পরিশুদ্ধি (নির্বিষয়ত্ব) কল্পনা করা হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, সেই বিজ্ঞানই গ্রাহ্যগ্রাহকভাব হইতে নির্মুক্তির পর স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হইয়া ক্ষণিকরূপে -প্রতিক্ষণে উৎপত্তি-ধ্বংসশীল হইয়া অবস্থান করিতে থাকে, কেহ কেহ আবার সেই ক্ষণিক বিজ্ঞানেরও প্রশমন ইচ্ছা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ অপর সম্প্রদায় (মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ) বলিয়া থাকেন যে, অবিদ্যাত্মক সেই বিজ্ঞানও গ্রাহ্যগ্রাহক-ভাবরহিত হইয়া বাহ্যবস্তুর ন্যায় শূন্যে পর্য্যবসিত হয়, তাহার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না (১)। ১৫

[এখন প্রতিপক্ষের আপত্তির উত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন—] উপরে যে সমস্ত কল্পনা-কৌশল প্রদর্শিত হইল, সে সমস্তই বুদ্ধি-প্রকাশের অতিরিক্ত আত্মজ্যোতির অপলাপ করে বলিয়া, নিশ্চয়ই বেদবিহিত এই মোক্ষমার্গের প্রতিকূল। তন্মধ্যে যাহারা বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করে, এখন প্রথমে তাহাদের মতবাদ নিরাস করা হইতেছে—ঘটাদি পদার্থগুলি যখন অন্ধকারে অবস্থিতি করে, তখন আপনি আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে না; পরন্তু দীপাদি আলোক-সংযোগেই সেই ঘটাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে।

(১) তাৎপর্য্য—বৌদ্ধমত অনেক ভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে এখানে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের আপত্তি প্রথমে উত্থাপন করা হইয়াছে; পরে মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের কথাও বলা হইয়াছে। বিজ্ঞানবাদীরা বলেন—বাহিরে দৃশ্যমান কোন পদার্থই সত্য নহে; আন্তর বুদ্ধিবিজ্ঞানই একমাত্র সত্য; সেই বুদ্ধিবিজ্ঞানই অবিদ্যাবশতঃ বাহিরে পৃথক্ বস্তু বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে; কিন্তু বিজ্ঞান ও বিষয়ের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ নাই; তথাপি অবিদ্যাপ্রভাবে গ্রাহক বিজ্ঞান ও তাহার গ্রাহ্য বিষয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য বোধ হইয়া থাকে। এই বাহ্য বিষয়াকারে পরিণতি নিবৃত্তিই জীবের মুক্তি; কিন্তু মাধ্যমিক বৌদ্ধেরা বলেন যে, সেই ক্ষণিক বিজ্ঞানও পরিণামে শূন্যাকারে পর্য্যবসিত হইয়া যায়; শূন্যই আত্মার যথার্থ তত্ত্ব।

সর্ব্বত্রই যখন এই নিয়ম দেখা যায়, তখন ঘটাদি পদার্থকে নিশ্চয়ই স্বপ্রকাশ বলা যাইতে পারে না; অতএব আলোক ও ঘট সংশ্লিষ্ট বা সম্মিলিত অবস্থায়ও পরস্পর পৃথক্ পদার্থই বটে। বিশেষতঃ যখনই আলোকের সহিত ঘটের সংযোগ ঘটে, তখনই রজ্জু ও ঘটের যেরূপ পার্থক্য, সেইরূপ উহাদেরও পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়; [কিন্তু অভিন্ন হইলে কখনই এরূপ হইত না।] আলোক যখন ঘট হইতে পৃথক্ বস্তু, তখন উহার পৃথক্ পদার্থাবভাসকত্বও সিদ্ধ হইল; বিশেষতঃ নিজে ত নিজকে কখনই প্রকাশ করিতে পারে না; [তাহা হইলে কর্ম্মকর্তৃবিরোধ উপস্থিত হয়]।১৬

ভাল, দেখা যায়—প্রদীপ ত আপনাকেও প্রকাশ করিয়া থাকে;—ঘটাদি দর্শনের জন্য যেমন আলোকের আবশ্যক হয়, প্রদীপ দর্শনের জন্য ত সেরূপ কেহ কখনও অন্য আলোকের অপেক্ষা করে না; অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রদীপ নিজকেও প্রকাশ করিয়া থাকে। না—একথাও হইতে পারে না; কারণ, ইহাতেও প্রদীপের অবভাস্যতাংশের কোন ব্যাঘাত ঘটিতেছে না,—প্রদীপ যদিও স্বয়ং প্রকাশস্বভাব বলিয়া অন্যের অবভাসক হউক, তথাপি ঘটাদির ন্যায় প্রদীপও যে, অতিরিক্ত চৈতন্যাবভাস্য, এ অংশে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই। এইরূপই যখন ব্যবস্থা, তখন আলোকেরও ব্যতিরিক্তাবভাস্যত্ব অবশ্যই স্বীকার্য্য। ভাল কথা, ঘটাদি-পদার্থগুলি যদিও চৈতন্য-প্রকাশ্য হউক, তথাপি তাহারা অতিরিক্ত আলোকের অপেক্ষা করে কিন্তু দীপ তাহা করে না; সুতরাং প্রদীপ বস্তুটী চৈতন্য-প্রকাশ্য হইলেও, সে যে আপনাকে ও ঘটাদি অপর বস্তুকে প্রকাশ করিয়া থাকে, [ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে]।১৭

না—একথাও হইতে পারে না; কারণ, এস্থলে স্বতঃ বা পরতঃ প্রকাশ স্বীকার করিলেও কোন বিশেষ নাই—ঘট যেমন চৈতন্য-প্রকাশ্য, তেমনি আলোকও যে, চৈতন্য-প্রকাশ্য, এই অংশ সমানই রহিল; [সুতরাং প্রদীপ নিজকে প্রকাশ করে, বলিলেও তাহার চৈতন্য-প্রকাশ্যত্ব ব্যাহত হয় না]। আর প্রদীপ যে, আপনাকে ও ঘটকে প্রকাশ করিয়া থাকে—বলা হইয়াছে, তাহাও উত্তম কথা নহে; কারণ? সে যদি আপনাকেও প্রকাশ করিত; [বল দেখি,] তাহা হইলে প্রদীপ যে সময় আপনাকে প্রকাশ না করে, সে সময় তাহার কিরূপ রূপ থাকিতে পারে?—সে সময় [যে সময় আপনাকে প্রকাশ না করে, সে সময়] স্বতঃ কিংবা পরতঃ তাহার স্বগত কিছুমাত্র

বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায় না ; তাহার কারণ এই যে, সেই পদার্থই অবভাস্য বা প্রকাশ্য হইয়া থাকে, যাহার—প্রকাশক পদার্থের সন্নিধানে ও অসন্নিধানে কোনপ্রকার পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় ; অথচ প্রদীপের পক্ষে সেই প্রদীপেরই সন্নিধান বা অসান্নিধ্য কখনই কল্পনা করা যাইতে পারে না ; যখন প্রদীপের স্বরূপগত কিছুমাত্র বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন তুমি যে, বলিতেছ—'প্রদীপ আপনাকে প্রকাশ করে,' একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।১৮

বিশেষতঃ ঘটাদি পদার্থসমূহ যেরূপ চৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত হয়, বুদ্ধি-বিজ্ঞানও ঠিক সেইরূপই চৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত হয়, উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই ; সুতরাং একই বুদ্ধি-বিজ্ঞানের গ্রাহ্য-গ্রাহকভাব প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে যে, প্রদীপের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, প্রকৃত পক্ষে তাহাও দৃষ্টান্তই নহে ; অতএব অন্যান্য পদার্থের ন্যায় বুদ্ধিবিজ্ঞানেরও চৈতন্যভাস্যত্ব তুল্য। বুদ্ধি-বিজ্ঞান যদি চৈতন্যদ্বারাই প্রকাশ্য হয়, তাহা হইলেও, [জিজ্ঞাসা করি—] গ্রাহ্য বিজ্ঞানই চৈতন্যগ্রাহ্য ? কিংবা গ্রাহক বিজ্ঞান ?—ইত্যাদি সংশয়স্থলে, ব্যবহারসিদ্ধ নিয়মেরই অনুসরণ করিতে হইবে, কিন্তু ব্যবহার-বিরুদ্ধ কল্পনা করা কখনই সঙ্গত হইবে না, তাহা হইলে, বাহ্য প্রদীপাদি পদার্থকে যেরূপ তদতিরিক্ত অপর পদার্থ (চৈতন্য) দ্বারা প্রকাশিত হইতে দেখা গিয়াছে, তদ্রূপ বিজ্ঞান যখন চৈতন্যগ্রাহ্যই বটে, তখন তাহা প্রকাশ-স্বভাব-সম্পন্ন হইলেও, প্রদীপের ন্যায় সেই বিজ্ঞানেরও চৈতন্য-গ্রাহ্যত্ব কল্পনা করাই যুক্তিযুক্ত ; কিন্তু অনন্যগ্রাহ্যতা (স্বপ্রকাশকতা) কল্পনা করা কখনই যুক্তিসঙ্গত হয় না (১)। বিজ্ঞান যেমন গ্রাহ্য ঘটাদি হইতে স্বতন্ত্র, তদ্রূপ স্বয়ং বিজ্ঞানও তদতিরিক্ত যাহার সাহায্যে গৃহীত হয়, তাহাই

(১) তাৎপর্য্য—ঘটাদি বাহ্যবস্তু মাত্রই বুদ্ধিগ্রাহ্য ; বুদ্ধি ও ঘটাদি পদার্থ এক নহে - স্বতন্ত্র ; ইহা হইতে এইরূপ একটা নিয়ম নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে যে, যতকিছু গ্রাহ্য পদার্থ আছে, সে সমুদয়ই অতিরিক্ত পদার্থদ্বারা গৃহীত বা প্রকাশিত হয় : আবার বুদ্ধি-বিজ্ঞানও অনুভবের বিষয়ীকৃত হইয়া থাকে ; সুতরাং তাহাও গ্রাহ্য-শ্রেণীভুক্ত ; অতএব তাহাও নিশ্চয়ই বিজ্ঞানাতিরিক্ত কোন পদার্থের প্রকাশ্য হইবে ; যাহা সেই বুদ্ধিবিজ্ঞানের প্রকাশক, তাহাই চৈতন্য জ্যোতিঃ—আত্মা। ইহা দ্বারা—বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ যে, বুদ্ধিবিজ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব স্বীকার করিয়া আপত্তি উত্থাপন করিয়া আত্মচৈতন্য জ্যোতির অসদ্ভাবের আশঙ্কা করিয়াছিল, তাহা খণ্ডিত হইল।

বিজ্ঞানের অতিরিক্ত আত্মস্বরূপ জ্যোতিঃ। ভাল কথা, [ঘটাদি-গ্রাহক বুদ্ধিবিজ্ঞানও যদি তদতিরিক্ত চৈতন্ত-গ্রাহ্য হয় ;] তাহা হইলে ত অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয় ? না, সে দোষ এখানে হয় না ; কেন না ; আমরা যুক্তি অনুসারে, বুদ্ধি-বিজ্ঞানের গ্রাহ্যতাকেই কেবল তদ্‌গ্রাহক অতিরিক্ত বস্তু-সত্তার (চৈতন্তসত্তার ; অনুমাপক হেতুরূপে উল্লেখ করিয়াছি মাত্র, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু, তাহা যে, কেবলই গ্রাহক, কিংবা তাহারও অপর কোন গ্রাহক থাকিতে পারে, এ বিষয়ে কখনও কোন প্রকার হেতুর সম্ভাবনা করা হয় নাই ; কাজেই সে সম্বন্ধে অনবস্থা দোষও আসিতে পারে না (১) ।১৯

এখন আপত্তি হইতে পারে যে, বিজ্ঞান যদি তদতিরিক্ত চৈতন্ত দ্বারাই গৃহীত হয়, তাহা হইলে, তৎপ্রকাশনের জন্তও আবার অপর কোনও করণ । সহায়ের আবশ্তক হইতে পারে ; অপর কোন করণের অপেক্ষা থাকিলেই, পুনশ্চ সেই অনবস্থা দোষেরই সম্ভাবনা হইয়া পড়ে। না—এ পক্ষে অনবস্থা দোষ হয় না ; কারণ ? যেহেতু এরূপ কোন নিয়ম নাই—অর্থাৎ এরূপ কোনও অব্যভিচারী নিয়ম নাই যে, যেখানেই এক বস্তু অপর বস্তু দ্বারা গৃহীত বা প্রকাশিত হয়, সেখানেই গ্রাহ্য ও গ্রাহকের অতিরিক্ত কোন করণ থাকিবেই থাকিবে ; বিশেষতঃ ওরূপ অব্যভিচারী নিয়ম করাও সম্ভব হয় না ; কারণ, বস্তু-স্বভাব বিচিত্রাকার, একরূপ নহে। কিপ্রকার ? দেখ, ঘট একটী বস্তু, সে আপনার অতিরিক্ত আত্মা । জীব দ্বারা প্রকাশিত হয় ; সে স্থলে গ্রাহ্য ঘট ও তদ্‌গ্রাহক আত্মা, এতদুভয়ের অতিরিক্ত প্রদীপাদি আলোক হয়—তাহার করণ (দর্শনের উপায় ; প্রদীপাদি আলোক ত কখনই ঘটের অংশও নয়, কিংবা

(১) তাৎপর্য্য ঘটাদি বাহ্য পদার্থের প্রকাশক বুদ্ধিবিজ্ঞানও যদি তদতিরিক্ত আত্ম-চৈতন্য দ্বারা প্রকাশ্য হয়, তাহা হইলে, আত্ম-চৈতন্য-প্রকাশের জন্যও আবার অপর জ্যোতির সদ্ভাব কল্পনা করা আবশ্যক ; এইরূপে তাহার প্রকাশক, তাহার প্রকাশক—ইত্যাকার অনবস্থাদোষ আসিতে পারে। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, আমরা যুক্তি ও দৃষ্টান্ত বলে, তদ্‌গ্রাহক বা বুদ্ধি-প্রকাশক ও বুদ্ধি যে, এক পদার্থ নহে, ইহা প্রতিপাদনের নিমিত্তই বুদ্ধিবিজ্ঞানের গ্রাহ্যতাকে হেতুরূপে উল্লেখ করিয়াছি ; কিন্তু সেখানে আমরা এমন কোনও কথাই বলি নাই যে, চৈতন্য জ্যোতিটী কেবলই প্রকাশক, অথবা তাহারও গ্রাহক অপর পদার্থ আছে—ইত্যাদি ; কাজেই ঐ কথায় পূর্ব্বোক্ত অনবস্থা দোষ ঘটিতে পারে না।

চক্ষুরও অংশ নয়; সেই প্রদীপও আবার ঘটাদিরই মত চক্ষুর গ্রাহ্য; কিন্তু চক্ষু প্রদীপপ্রকাশনের জন্য আলোকস্থলবর্ত্তী প্রদীপাদির ন্যায় অপর কোনও বাহ্য করণ বা সহায়ের অপেক্ষা করে না; অতএব কখনই এরূপ নিয়ম করা যাইতে পারে না যে, যেখানে যেখানে কোন বস্তু অতিরিক্ত পদার্থের গ্রাহ্য হইবে, সেই সেই স্থলে নিশ্চয়ই একটী অতিরিক্ত করণ থাকিবেই থাকিবে। অতএব বিজ্ঞান স্বতন্ত্র গ্রাহকের গ্রাহ্য হইলেও, সে স্থলে করণাপেক্ষায় কিংবা অতিরিক্ত গ্রাহকাপেক্ষায় অনবস্থা-দোষের সম্ভাবনা করিতে পারা যায় না; সুতরাং বুদ্ধিবিজ্ঞানের অতিরিক্ত আত্মজ্যোতির অস্তিত্বই প্রমাণিত হইল। ২০

[অতঃপর বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন—] ভাল, বিজ্ঞানের অতিরিক্ত ঘট বা প্রদীপাদি নামে ত কোন পদার্থই নাই, অর্থাৎ বাহিরে ঘট বা প্রদীপাদি বলিয়া যে সমস্ত পদার্থ অনুভূত হয়, সে সমুদয় বুদ্ধিবিজ্ঞানের অতিরিক্ত নহে; বুদ্ধিবিজ্ঞানই বাহ্যবস্তুরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র। জগতে দেখিতে পাওয়া যায়—যাহার ব্যতিরেকে যাহার প্রতীতি না হয়, তাহা তৎস্বরূপই বটে; যেমন স্বপ্নজ্ঞান দৃষ্ট ঘট-পটাদি পদার্থ। স্বপ্নদৃষ্ট ঘট ও প্রদীপাদি পদার্থগুলি যেমন কেবলই তৎকালীন বিজ্ঞানের পরিণাম, স্বপ্নবিজ্ঞানের অতিরিক্ত উহাদের সত্তাপ্রতীতি হয় না, তেমনি জাগরণসময়েও ঘট ও প্রদীপাদি যে সমস্ত বস্তু প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়, জাগ্রৎ-বিজ্ঞান ব্যতীত অর্থাৎ বুদ্ধিবিজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে ঐ সমস্ত বস্তুর প্রতীতি হয় না বলিয়া, উহারাও জাগ্রৎ-বিজ্ঞান-স্বরূপই বটে, তদতিরিক্ত নহে; অতএব বহির্দৃষ্ট ঘট ও প্রদীপাদি বলিয়া কোন পদার্থই সত্য নহে; একমাত্র বিজ্ঞানই (বুদ্ধিবৃত্তিই) সর্ব্বময়। এই বৌদ্ধ সিদ্ধান্তের উপর যে, বলা হইয়াছে—ঘটাদির ন্যায় বিজ্ঞানও যখন স্বতন্ত্র-প্রকাশ্য, অর্থাৎ ঘটাদি যেমন প্রদীপাদি দ্বারা প্রকাশিত হয়, তেমনি বিজ্ঞানও অপর পদার্থের প্রকাশ্য হইবে; সুতরাং বিজ্ঞানকে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত তদতিরিক্ত অন্য একটী জ্যোতির অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। না, একথাও যুক্তিসহ নহে; কারণ, সমস্তই যদি বিজ্ঞানাত্মক হয়—তদতিরিক্ত কোন বস্তুই না থাকে, তাহা হইলে বিজ্ঞানের পর-প্রকাশ্যত্ব বিষয়ে দৃষ্টান্ত কোথায়? । ২১

[এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন — না—তোমার একথা সঙ্গত হয় না;

কারণ, তুমি ত একেবারেই বাহ্য পদার্থ অস্বীকার করিতেছ না; হাঁ, আমি ত একেবারেই বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছি; না—তুমি সে কথা বলিতে পার না; কেন না, বিজ্ঞান. ঘট ও প্রদীপ ইত্যাদি শব্দ ও অর্থভেদের জন্য যতটুকু আবশ্যক, অন্ততঃ তোমাকে ততটুকুও বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য পদার্থ স্বীকার করিতেই হইবে। যদি বিজ্ঞানাতিরিক্ত বস্তুই না থাকে, তাহা হইলে বিজ্ঞান, ঘট, পট—ইত্যাদি শব্দগুলি পর্য্যায় (একার্থক) শব্দমধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়ে। এইরূপ, ফল ও ফলসাধন এক হইলে (বিজ্ঞানাত্মক হইলে) তোমাদের সাধ্য (ফল) ও সাধনের বিভাগ-প্রদর্শক শাস্ত্রগুলিও নিরর্থক হইয়া পড়ে, অথবা ঐ সমস্ত শাস্ত্রকর্ত্তাদিগের অজ্ঞতাও সম্ভাবিত হয়; [অতএব বিজ্ঞানাতিরিক্ত বস্তু নাই, একথা বলিতে পার না]। ২২

আরো এক কথা. বিজ্ঞানের অতিরিক্ত বাদি-প্রতিবাদীর বাদ (আলোচনাবিশেষ) ও তাহার দোষ প্রদর্শনের ব্যবস্থা স্বীকার করাতেও [বিজ্ঞানকে আত্মা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে]; কেন না, শুধু আত্ম-বিজ্ঞানকেই বাদী ও প্রতিবাদী এবং তাহাদের বাদকথা বা দোষ বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না; কারণ, প্রতিবাদী প্রভৃতির পক্ষে তাদৃশ বাদদোষ অপনয়ন করিতে হয়; অথচ কেহই আপনাকে (বিজ্ঞানকে) আপনার প্রত্যাখ্যানযোগ্য বলিয় স্বীকার করে না, বা করিতে পারে না; তাহা হইলে জগতে লোকব্যবহারই বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। আর এ কথাও কেহ স্বীকার করে না যে, প্রতিবাদী প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ কেবল নিজেই নিজকে বাদ-প্রতিবাদরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে; কেন না, যাহারা বাদ-প্রতিবাদে নিযুক্ত থাকে, তাহাদের বাদ-প্রতিবাদ ভাবকে, অপরেও গ্রহণ করিয়া থাকে, ইহা [তোমারও] স্বীকার্য্য; অতএব জাগ্রৎকালীন বস্তুসমূহ যে. জাগ্রৎবস্তু বলিয়াই. তদতিরিক্ত বস্তুর (বিজ্ঞানের) বিষয়ীভূত হয়. এবিষয়ে দৃষ্টান্তও সুলভ—সহজেই ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—যেমন আপনার বিজ্ঞানপ্রবাহ, এবং যেমন অপরের বিজ্ঞান(১)। অতএব উল্লিখিত বিজ্ঞানবাদীও বুদ্ধিবিজ্ঞানের অতিরিক্ত জ্যোতির অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না। ২৩

(১) তাৎপর্য্য—বস্তুমাত্রই অপর বস্তুর বিষয়ীভূত হইয়া থাকে, এই নিয়মানুসারে যদিও জাগ্রৎ-অবস্থায় যে সমস্ত বস্তু দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, সে সমস্তও অপর কোনও বস্তুর প্রকাশ

যদি বল, স্বপ্নসময়ে বিজ্ঞানাতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব না থাকায় উক্ত সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না; না, সে কথাও বলিতে পার না, কেন না, যেহেতু অভাব হইতেও ভাব পদার্থের (তৎকালীন দৃষ্ট পদার্থের) বিজ্ঞানাতিরিক্ত বস্তুত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, স্বপ্নকালীন ঘটাদি-বিজ্ঞানের অর্থাৎ ঘটাদি বস্তুরূপে প্রকাশমান বিজ্ঞানের যে, ভাবরূপতা (বস্তুত্ব), তাহা ত তুমিই স্বীকার করিয়াছ; অগ্রে তাহা স্বীকার করিয়া এখন আবার বিজ্ঞানাতিরিক্ত ঘটাদির অসদ্ভাব বলিতেছ; [সুতরাং তোমার কথা যোক্তি-বিরুদ্ধ হইতেছে।] বুদ্ধিবিজ্ঞানের বিষয়ীভূত ঘটাদি বিষয়সমূহ যদি অবস্তু অভাবই হয়, অথবা যদি ভাবস্বরূপই হয়, উভয় পক্ষেই উহাদের ভাবরূপতাই স্বীকার করা হইল; তাহার বাধক যখন কোন যুক্তি প্রমাণ নাই, তখন পূর্ব্বস্বীকৃত ভাবরূপত্ব কিছুতেই বারণ করিতে পার না। এই কথায় সর্ব্বশূন্যত্ববাদও খণ্ডিত হইল; এবং মীমাংসকেরা যে, বলেন— আত্মা অহমাকারেই গ্রাহ্য হইয়া থাকে; তাহাদের সে কথাও উক্ত যুক্তিতেই নিরস্ত হইল। ২৪

আরও যে, বলা হইয়াছে—আলোকসংযোগে নূতন নূতন ঘট উৎপন্ন হইয়া থাকে; সে কথাও উত্তম কথা নহে; কারণ, পূর্ব্বদৃষ্ট ঘটাদি বস্তুকে সময়ান্তরে দেখিলেও 'ইহা সেই ঘটই বটে' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে; [কিন্তু প্রতিক্ষণে নূতন নূতন ঘটের উৎপত্তি ও ধ্বংস স্বীকার করিলে উক্ত প্রকার প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না]। যদি বল, ছেদনের পর পুনরুত্থিত কেশ নখ প্রভৃতিতে যেরূপ সাদৃশ্যমূলক প্রত্যভিজ্ঞা বা অভেদ প্রতীতি হইয়া থাকে, ঘটাদির প্রত্যভিজ্ঞাও সেইরূপ; না সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, কেশ-নখাদিরও ক্ষণিকত্ব অসিদ্ধ, অর্থাৎ কেশ-নখাদিও যে, ক্ষণিক বস্তু, তাহা ত কোন প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয় নাই; সুতরাং সে সমুদয় তোমার ক্ষণিক বাদের অনুকূল দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, জাতিগত একত্বই উহাদের প্রত্যভিজ্ঞার কারণ; অর্থাৎ প্রথমতঃ কেশ-নখাদি ক্ষণিকই নহে, দ্বিতীয়তঃ ছিন্ন কেশ ও উৎপন্ন কেশ উভয়ই যখন একজাতীয়,

---

হইতে পারে, কিন্তু তাগ্রৎকালীন কোন বিষয়ই গ্রাহ্য হইতে পারে না; বিজ্ঞানপ্রবাহ বা এক একটী বিজ্ঞানকে ইহার দৃষ্টান্তরূপে ধরিতে পারা যায় যে, একটী বিজ্ঞানপ্রবাহ যেমন তদতিরিক্ত বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবে, তেমনি প্রত্যেকটী বিজ্ঞানই অতিরিক্ত বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবে সেই যে অতিরিক্ত বিজ্ঞান, তাহাই আত্মজ্যোতিঃস্বরূপ, তাহা হইতে ভিন্ন নহে।

তখন সেই জাতিগত একত্ব ধরিয়া কেশ-নখাদির প্রত্যভিজ্ঞা-ব্যবহার বিরুদ্ধ হয় না ; সুতরাং তদ্বিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞান নিশ্চয়ই ভ্রান্ত ; কেন না, পূর্ব্বছিন্ন কেশ-নখাদি উৎপত্তির পর পুনর্ব্বার প্রত্যক্ষগোচর হইলে, উহাদের সম্বন্ধে, 'ইহা সেই কেশ ও সেই নখই বটে' এইরূপ যে, প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞান জন্মে, —ঐ সমস্ত কেশ বা নখ তাহার কারণ নহে, [পরন্তু কেশত্ব ও নখত্ব জাতিই তাহার কারণ]। দীর্ঘকাল পরে, পূর্ব্বদৃষ্টানুরূপ কেশ-নখাদি দৃষ্টিগোচর হইলে, লোকের এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে যে, 'এই কেশ ও নখসমূহ সেই পূর্ব্বদৃষ্ট কেশ-নখাদির তুল্য', কিন্তু 'ইহারাই সেই কেশ নখাদি' এরূপ প্রতীতি কাহারো কখনও হয় না ; অথচ ঘটাদির স্থলে 'ইহা সেই ঘটাদিই বটে' এইরূপ অভেদ প্রতীতি প্রত্যহই। সমানভাবে সকলেরই হইয়া থাকে ; অতএব কেশ নখাদির দৃষ্টান্ত ঠিক ক্ষণিকবাদের অনুকূল হইতেছে না। ২৫

অপিচ, প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা বস্তুর অভেদ-প্রত্যভিজ্ঞান হবে, কখনই তাহার ভেদগ্রাহক অনুমান করা যাইতে পারে না ; কারণ, প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ স্থলে অনুমানের জন্য যে হেতুর প্রয়োগ করা হয়, বাস্তবিক পক্ষে তাহা নির্দ্দোষ হেতু নহে উহা হেত্বাভাস মাত্র। তাহার পর, জ্ঞান নিজে যখন ক্ষণিক, তখন তদ্বিষয়ে সাদৃশ্য প্রতীতিও হইতে পারে না ; কারণ, একই বস্তুদর্শী ব্যক্তি যদি ক্ষণান্তরে তত্তুল্য অপর বস্তু দর্শন করে, তখনই তাহার সাদৃশ্য প্রতীতি হইয়া থাকে, কিন্তু তোমার মতে বিজ্ঞান যখন ক্ষণিক, তখন পূর্ব্ববস্তুদর্শী (বিজ্ঞান) ব্যক্তি ত আর পরক্ষণ পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিতে পারে না, এক-বার একটা বস্তু দর্শন করিয়াই ক্ষণিক বিজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায় ; সুতরাং পূর্ব্বের সহিত তুলনা করিবে কে ? 'ইদং তেন সদৃশম্'—'ইহা তাহার সদৃশ' এইরূপ প্রতীতির নাম সাদৃশ্য প্রতীতি ; তন্মধ্যে 'তেন' পদে হইতেছে পূর্ব্বানুভূতের স্মরণ, আর 'ইদম্' পদে হইতেছে—দৃশ্যমান বস্তুর বর্ত্তমানত্ব প্রতীতি ; এখন 'তেন' বলিয়া অতীতকালীন বস্তুর স্মরণ করিয়া যদি 'ইদম্'- বর্ত্তমানত্ব জ্ঞান পর্য্যন্ত [বুদ্ধিবিজ্ঞান] বিদ্যমান থাকে—স্বীকার কর, তাহা হইলে তোমার ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদই ব্যাহত হইয়া যায়। ২৬

আর যদি বল, শুধু 'তেন' জ্ঞানমাত্রই স্মরণ জ্ঞান ; বর্ত্তমানত্ববোধক 'ইদম্' জ্ঞানটা তাহা হইতে স্বতন্ত্র ; একথা বলিলেও, পূর্ব্বাপরকালীন বিভিন্ন-বস্তুদর্শী এক জন কর্ত্তা না থাকায় 'ইহা অমুকের সদৃশ' এইরূপ সাদৃশ্যবোধ

হইতে পারে না। বিশেষতঃ [তোমার মতে] সাদৃশ্য-ব্যবহারই সঙ্গত হয় না; ক্ষণিক বিজ্ঞান যখন দর্শনযোগ্য বস্তুর দর্শনমাত্রেই বিধ্বস্ত হইয়া যায়, তখন 'আমি ইহা দেখিতেছি, অমুকটা দেখিয়াছি' ইত্যাদি ব্যবহারেও (পূর্ব্বাপর পরামর্শেরও) উপপত্তি হয় না; কারণ, পূর্ব্বদ্রষ্টা বিজ্ঞান উক্তপ্রকার শব্দ ব্যবহার সময় পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে না; আর যদি বল, ততক্ষণ পর্য্যন্তই বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলেও ক্ষণিকবাদ রক্ষা পায় না। যদি বল, যে বিজ্ঞান দেখে নাই, সেই বিজ্ঞানেরই ঐরূপ শব্দ-ব্যবহার ও সাদৃশ্যপ্রতীতি হইয়া থাকে; তাহা হইলেও, অন্ধের রূপাবশেষ জ্ঞানের ন্যায় এই সাদৃশ্যাদি ব্যবহার এবং তোমাদের সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধদেবকর্ত্তৃক প্রণীত শাস্ত্র প্রভৃতি সমস্তই 'অন্ধপরম্পরা' মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়ে; অথচ তোমরাও তাহা স্বীকার কর না। তাহার পর, ক্ষণভঙ্গবাদে (ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদে) যে, কৃতনাশ ও অকৃত-সমাগমনামক দুইটা দোষ উপস্থিত হয়, তাহা ত সুপ্রসিদ্ধই আছে। ২৭

যদি বল, শৃঙ্খল যেমন অনেকাবয়ববিশিষ্ট হইয়াও একত্ব প্রতীতির বিষয় হয়, তেমনি পূর্ব্বপশ্চাদ্ভাবে যে সমুদয় প্রত্যয় বা বুদ্ধিবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সে সমুদয়ের সহিত সম্মিলিত একটী মাত্র প্রত্যয়ই 'ইহা এক, অমুক এক' ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহার নিষ্পাদন করিয়া থাকে; এবং সেই একত্ব প্রত্যয়ের বলেই 'ইহা অমুকের সদৃশ' এইরূপ সাদৃশ্য-ব্যবহার হইয়া থাকে; না—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, বর্ত্তমান ও অতীত বস্তুদ্বয় স্বভাবতই বিভিন্নকাল বর্ত্তী; তন্মধ্যে একটী বর্ত্তমান—যাহা শৃঙ্খলের অবয়ব-স্থানবর্ত্তী, আর অপর প্রত্যয়টী অতীত; ঐ উভয় প্রত্যয়ই ভিন্নকালস্থায়ী। এখন ঐ উভয়বিধ প্রতীতির যাহা বিষয়, উক্ত শৃঙ্খল-প্রত্যয় যদি তাহাকেই অবগাহন করে, তাহা হইলে ঐ বিজ্ঞান ক্ষণদ্বয়ব্যাপক হওয়ায় পুনশ্চ তোমার অভিমত ক্ষণিকবাদের ব্যাঘাত ঘটিল; অধিকন্তু 'তোমার, আমার' ইত্যাদি বিশেষ ব্যবহারের অনুপপত্তি নিবন্ধন লৌকিক সমস্ত-ব্যবহারও বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল। ২৮

বিশেষতঃ সমস্ত বস্তুই যদি স্বসংবেদ্য স্বীয় বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া বিজ্ঞানাত্মক হয়, তাহা হইলে, বিজ্ঞানকে যখন স্বভাবস্বচ্ছ প্রকাশমাত্র স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, তখন, তদ্দর্শী অন্য কেহ না থাকায় তোমার — — —বিজ্ঞানের গ্রাহ্যগ্রাহক ও অনেকরূপত্ব প্রভৃতি নানাবিধ কল্পনা

সে সমস্তও কিছুতেই উপপন্ন হয় না। বলিতে পার, দাড়িম্ব ফল যেরূপ অনেকাংশবিশিষ্ট হইয়াও একত্ব-প্রতীতির বিষয় হয়, তদ্রূপ বিজ্ঞানও বিরুদ্ধ অনেকাংশবিশিষ্ট হইয়া একত্ব প্রতীতির বিষয় হইতে পারে; না, তাহাও হইতে পারে না; কারণ, [তোমাদের মতে] বিজ্ঞান পদার্থটী হইতেছে স্বচ্ছ প্রতীতিমাত্র স্বরূপ; [সুতরাং তাহার সম্বন্ধে অনেকাংশ কল্পনা হইতেই পারে না]। তাহার পর, অনিত্য দুঃখাদিকেও বিজ্ঞানেরই অংশ বলিয়া স্বীকার করিতে পার না, কারণ, তাহা হইলে, দুঃখাদি বিষয়সমূহও যখন অনুভূতির বিষয়, তখন দুঃখাদি বিষয়কে বিজ্ঞানাতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার করাই আবশ্যক হইতেছে। যদি বল, অনিত্য দুঃখাদিই বিজ্ঞানের স্বরূপ; তাহা হইলেও, সেই দুঃখাদির অভাবে বিজ্ঞানের বিশুদ্ধি কল্পনা সঙ্গত হইতে পারে না; কেন না, যে সমস্ত মল বা দোষ সংযোগী (অস্বাভাবিক—আগন্তুক), সেই সমুদয় মলের বিয়োগেই বস্তুর বিশুদ্ধি হইয়া থাকে; যেমন—আগন্তুক ধূলি প্রভৃতি মলের বিয়োগে দর্পণের বিশুদ্ধি হইয়া থাকে, [তেমনি]; কিন্তু যাহা যাহার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, তাহার সহিত কখনও তাহার বিয়োগ হইতে পারে না, এবং কুত্রাপি সেরূপ দেখিতেও পাওয়া যায় না; স্বভাবসিদ্ধ প্রকাশ ও উষ্ণতারহিত অগ্নি কোথাও কাহারো দৃষ্টিগোচর হয় নাই এবং হইবেও না। তবে যে, অন্য দ্রব্যের সংযোগে পুষ্পের স্বভাবসিদ্ধ লৌহিত্যাদি গুণের বিয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানেও ঐ সমস্ত গুণ সংযোগজন্য বলিয়াই অনুমিত হইয়া থাকে; কেন না, দেখিতে পাওয়া যায়,—দ্রব্যবিশেষ দ্বারা ভাবনা দিলে পুষ্পে ও ফলে অন্যপ্রকার গুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে; কাজেই বলিতে হইবে যে, উক্ত ক্ষণিকবাদে বিজ্ঞানের বিশুদ্ধি-কল্পনা রক্ষা করা সম্ভবপর হয় না। ২৯

তাহার পর, তোমরা যে, 'বিষয়-বিষয়িভাবে প্রতিভাসমান বিজ্ঞানের অসত্যতা-প্রতীতিকেই' বিজ্ঞান-মল বলিয়া কল্পনা করিয়া থাক; [বিজ্ঞানাতিরিক্ত পদার্থ না থাকায়,] বিজ্ঞানের সহিত অপরের সম্বন্ধ সম্ভাবনা না হওয়ায় তাহাও উপপন্ন হয় না; যাহা অবিদ্যমান—অসত্য, তাহার সহিত বিদ্যমান সত্য পদার্থের সম্বন্ধ হইতেই পারে না। যদি অন্য পদার্থের সহিত সম্বন্ধেরই সম্ভাবনা না রহিল, তবে, যাহার যেরূপ ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার তাহাই স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; সুতরাং

অগ্নির উষ্ণতা ও আদিত্যের প্রকাশ যেরূপ কস্মিন্ কালেও অগ্নি ও আদিত্য হইতে বিযুক্ত হয় না, তদ্রূপ বিজ্ঞানেরও ঐ স্বাভাবিক ধর্ম্মের বিয়োগ হওয়া কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না; অতএব তোমাদের যে, 'আগন্তুক বস্তুসম্বন্ধ বশতঃ বিজ্ঞানের মালিন্য ও তাহার বিয়োগে পরিশুদ্ধি' কল্পনা, বেশ বুঝা যাইতেছে যে, তাহা অপ্রামাণিক 'অন্ধপরম্পরা' ভিন্ন আর কিছুই নহে(১)। ৫০

ইহার উপর, তাহারা যে, সেই বিজ্ঞানেরই নির্ব্বাণকে (পরিসমাপ্তিকে) পুরুষার্থ (পুরুষের প্রার্থনীয় মোক্ষ) বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে, তাহাতেও সেই নির্ব্বাণরূপ ফলের আশ্রয় বা ফলভাগী মিলে না। দেখ, যাহার শরীরে কণ্টক বিদ্ধ হয়, সেই কণ্টকবিদ্ধ পুরুষের মৃত্যু হইলে, সে কখনই সেই কণ্টক-বেধজনিত দুঃখ-নিবৃত্তিরূপ ফলের আশ্রয় হইতে পারে না; এইরূপ বিজ্ঞানরূপী পুরুষের সম্পূর্ণ নাশ হইলে এবং উক্ত ফলের আশ্রয়ও কেহ না থাকিলে, উক্ত পুরুষার্থ কল্পনা নিশ্চয়ই বিফল বা অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। কারণ, [তোমার মতে] পুরুষ-শব্দবাচ্য যে, প্রাগুক্ত বিজ্ঞানরূপী আত্মার প্রয়োজনকে পুরুষার্থ বলিয়া কল্পনা করা হইতেছে, সেই পুরুষপদবাচ্য বিজ্ঞানের নির্ব্বাণ বা উচ্ছেদ হইয়া গেলে পর, কোথায়, কাহার অর্থ প্রয়োজনটী; 'পুরুষার্থ' বলিয়া অভিহিত হইবে? পক্ষান্তরে, যাহার মতে বহু বিষয়দর্শী বিজ্ঞানাতিরিক্ত আত্মা আছে, তাহার মতে প্রত্যক্ষ ও স্মরণের বিষয়ীভূত দুঃখনিদানের সহিত সংযোগ-বিয়োগাদি সমস্তই উপপন্ন হয়, অপর পদার্থের সংসর্গে মালিন্য ও তাহার বিয়োগে বিশুদ্ধি, ইত্যাদি সমস্ত কথাই সঙ্গত হয়, [কিন্তু বিজ্ঞানবাদে তাহার কোনটাই উপপন্ন হয় না]। তাহার পর শূন্যবাদী বৌদ্ধের মতটা ত সর্ব্বপ্রমাণবিরুদ্ধ; সুতরাং এখানে তাহার প্রতিষেধ বা খণ্ডনের জন্য আর পৃথক্ যত্ন করা হইল না॥ ২৫৮॥ ৭॥

স বা অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরমভিসম্পদ্যমানঃ পাপ্মভিঃ সংসৃজ্যতে, স উৎক্রামন্ ম্রিয়মাণঃ পাপ্মনো বিজহাতি ॥২৫৯॥৮॥

অন্বয়ার্থঃ। সঃ (পূর্ব্বোক্তঃ) অয়ং (বিজ্ঞানময়ঃ) পুরুষঃ বৈ (অবধারণে) জায়মানঃ—শরীরম্ অভিসম্পদ্যমানঃ (অভিনব-দেহেন্দ্রিয়-সমষ্টিম্ আদদানঃ সন্) পাপ্মভিঃ (পাপৈঃ) সংসৃজ্যতে (সংযুজ্যতে),

করিবে, সেই উভয় লোকদ্বয়ের সদ্ভাবে ত কোন প্রমাণ নাই? স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়; সুতরাং তদ্বিষয়ে সংশয়ের কোন কারণ নাই; কিন্তু ইহলোক ও পরলোক ত কেহই প্রত্যক্ষ করিতে পারে না; অতএব [মনে হয়,] উক্ত স্বপ্ন ও জাগরণাবস্থাই যথাক্রমে ইহলোক ও পরলোক-পদবাচ্য. [তদতিরিক্ত লোকদ্বয়ের সদ্ভাবে কোনই প্রমাণ নাই]। তদুত্তরে বলা হইতেছে—

তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ, সন্ধ্যং তৃতীয়ংস্বপ্নস্থানম্, তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদঞ্চ পরলোকস্থানং চ। অথ যথাক্রমোঽয়ং পরলোকস্থানে ভবতি তমাক্রমমাক্রম্যোভয়ান্ পাপ্মন আনন্দাংশ্চ পশ্যতি। স যত্র প্রস্বপিত্যস্য লোকস্য সর্ব্বাবতো মাত্রামপাদায় স্বয়ং বিহত্য স্বয়ং নির্ম্মায় স্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষা প্রস্বপিত্যত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবতি ॥২৬০॥৯॥

সরলার্থঃ। [সম্প্রতি পুরুষস্য ইহপরলোকসম্বন্ধমেব সমর্থয়িতুমাহ—তস্যেত্যাদি]। তস্য (পূর্ব্বোক্তস্য) এতস্য (হৃদয়াবস্থিতস্য) পুরুষস্য বৈ দ্বে এব স্থানে (অবস্থে) ভবতঃ। [কে তে? ইত্যাহ—] ইদং (বর্ত্তমানজন্মরূপং) চ পরলোক-স্থানং (পরজন্ম) চ, তৃতীয়ং চ সন্ধ্যং স্বপ্নস্থানম্। তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্ (বর্ত্তমানঃ সন্) এতে (উক্তে) উভে স্থানে ইদং (বর্ত্তমানং জন্ম) চ পরলোকস্থানং চ পশ্যতি।

অথ (প্রশ্নে—কথং পশ্যতীত্যর্থঃ); অয়ং পুরুষঃ পরলোকস্থানে (পরলোকনিমিত্তম্) যথাক্রমঃ (আক্রামতি অনেন ইতি আক্রমঃ—আশ্রয়ঃ—বিদ্যা-কর্ম্ম-পূর্ব্বপ্রজ্ঞাত্মকঃ, স যাদৃশঃ অস্য পুরুষস্য,—যথাক্রমঃ যাদৃশসাধনসম্পন্নঃ) ভবতি, তং (আক্রমং) আক্রম্য (অবলম্ব্য) উভয়ান্ পাপ্মনঃ (পাপফলানি দুঃখানি) আনন্দান্ (পুণ্যফলানি সুখানি) চ পশ্যতি। (যথোক্তঃ পুরুষঃ) যত্র (যস্মিন্ কালে) প্রস্বপিতি (সন্ধ্যং স্থানং প্রাপ্নোতি), [তদা] সর্ব্বাবতঃ (পাপ্মসংসর্গকারণীভূত-ভূতভৌতিক-মাত্রাসম্পন্নস্য) অস্য লোকস্য (জাগরিতাবস্থায়াঃ) মাত্রাং (একদেশং সংস্কারং) অপাদায় (গৃহীত্বা), স্বয়ং বিহত্য (দেহং বোধরহিতং কৃত্বা), স্বয়ং নির্ম্মায়

(বাসনাময়ং স্বপ্নদেহং বিরচ্য) স্বেন (স্বকীয়েন) ভাসা (প্রাহকরণেণ প্রকাশেন) স্বেন জ্যোতিষা (তৎপ্রকাশকেন আত্মচৈতন্যেন) [প্রজ্বলিতঃ সন্] প্রস্বপিতি (স্বপ্নাবস্থাং প্রতিপদ্যতে)। অত্র (স্বপ্নাবস্থায়াং) অয়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ স্বপ্রকাশচিৎস্বরূপঃ) ভবতি ॥ ২৬০ ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ। এই যথোক্ত পুরুষের দুইটী মাত্র স্থান (ভোগভূমি) আছে—বর্তমান জন্ম বা ইহলোক ও পরলোক; এতদতিরিক্ত সন্ধ্যা—জাগ্রৎ ও স্বপ্নের মধ্যবর্ত্তী তৃতীয় একটী স্থান আছে; তাহার নাম—স্বপ্নস্থান। উক্ত পুরুষ সেই সন্ধ্যাস্থানে বর্ত্তমান থাকিয়া ইহলোক (বর্ত্তমান জন্ম) ও পরলোক, এই উভয় স্থান দেখিতে পায়। কিরূপে দেখিতে পায়? তদুত্তরে বলিতেছেন—এই পুরুষ পরলোকের নিমিত্ত এখানে যেরূপ সাধন (জ্ঞান, কর্ম্ম প্রভৃতি) সঞ্চয় করে, সে সমুদয়কে অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ তদনুসারে পাপফল দুঃখ ও পুণ্যফল আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। সে যখন স্বপ্নাবস্থা লাভ করে, সে সময়, ভূতভৌতিক বিকারসম্পন্ন এই লোকের অর্থাৎ জাগরিত স্থানের একাংশ সংস্কারমাত্র গ্রহণ করিয়া, নিজেই দেহকে সংজ্ঞাহীন করিয়া, এবং নিজেই বাসনাময় অপর দেহ ও দৃশ্য রচনা করিয়া, প্রকাশময় স্বীয় চৈতন্যকে নিজ নিত্য চৈতন্য দ্বারা প্রকাশ করত স্বপ্নাবস্থা অনুভব করিতে থাকে। এই সময়েই পুরুষ স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া থাকে ॥ ২৬০ ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তস্যৈতস্য পুরুষস্য বৈ দ্বে এব স্থানে ভবতঃ, ন তৃতীয়ং চতুর্থং বা। কে তে? ইদং চ যৎ প্রতিপন্নং বর্ত্তমানং জন্ম শরীরেন্দ্রিয়বিষয়বেদনাবিশিষ্টং স্থানং প্রত্যক্ষতোঽনুভূয়মানম্; পরলোক এব স্থানং পরলোকস্থানম্, তচ্চ শরীরাদিবিয়োগোত্তরকালানুভাব্যম্। নমু স্বপ্নোঽপি পরলোকঃ, তথা চ সতি দ্বে এবেত্যবধারণমযুক্তম্; ন; কথং তর্হি? সন্ধ্যং তৎ, ইহলোক-পরলোকয়োর্যঃ সন্ধিস্তস্মিন্ ভবং সন্ধ্যম্, যৎ তৃতীয়ং, তৎ স্বপ্নস্থানম্; তেন স্থানদ্বিত্বাবধারণম্; ন হি গ্রামযোঃ সন্ধিঃ তাবেব গ্রামাবপেক্ষ্য তৃতীয়ত্বং পরিগণনমর্হতি। কথং পুনস্তস্য পরলোকস্থানস্যাস্তিত্বমবগম্যতে, যদপেক্ষ্য স্বপ্নস্থানং সন্ধ্যং ভবেৎ? যতস্তস্মিন্ সন্ধ্যে স্বপ্নস্থানে তিষ্ঠন্ ভবন্ বর্ত্ত-

স্থানঃ এতে উভে স্থানে পশ্যতি। কে তে উভে? ইহক পরলোকস্থানং চ। তস্মাৎ স্তঃ স্বপ্ন-জাগরিতব্যতিরেকেণোক্তৌ লোকৌ, যৌ ধিয়া সমানঃ সন্নু-সঞ্চরতি জন্মমরণসন্তানপ্রবন্ধেন। ১

কথং পুনঃ স্বপ্নে স্থিতঃ সন্নুভৌ লোকৌ পশ্যতি—কিমাশ্রয়ঃ কেন বিধিনা—ইত্যুচ্যতে? অথ কথং পশ্যতীতি শৃণু,—যথাক্রমঃ আক্রামত্যনেনেতি আক্রম আশ্রয়োঽবষ্টম্ভ ইত্যর্থঃ, যাদৃশ আক্রমোঽস্য, সোঽয়ং যথাক্রমঃ; অয়ং পুরুষঃ পরলোকস্থানে প্রতিপত্তব্যে নিমিত্তে যথাক্রমো ভবতি, তাদৃশেন পরলোক-প্রতিপত্তিসাধনেন বিদ্যাকর্ম্মপূর্ব্বপ্রজ্ঞালক্ষণেন যুক্তো ভবতীত্যর্থঃ। তমা-ক্রমং পরলোকস্থানায়োন্মুখীভূতং প্রাপ্তাঙ্কুরীভাবমিব বীজং তমাক্রমম্ আক্রম্যাবষ্টভ্যাশ্রিত্য উভয়ান্ পশ্যতি। বহুবচনং ধর্ম্মাধর্ম্মফলানেকত্বাৎ, উভয়প্রকারানিত্যর্থঃ। কাংস্তান্?—পাপ্মনঃ পাপফলানি, ন তু পুনঃ সাক্ষাদেব পাপ্মনাং দর্শনং সম্ভবতি, তস্মাৎ পাপফলানি দুঃখানীত্যর্থঃ। আনন্দাংশ্চ ধর্ম্মফলানি সুখানীত্যেতৎ; তানুভয়ান্ পাপ্মন আনন্দাংশ্চ পশ্যতি জন্মান্তরদৃষ্টবাসনা-ময়ান্; যানি চ প্রতিপত্তব্য-জন্মবিষয়াণি ক্ষুদ্রধর্ম্মাধর্ম্মফলানি ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রযুক্তো দেবতানুগ্রহাদ্বা পশ্যতি। ২

তৎ কথমবগম্যতে পরলোকস্থানভাবি তৎপাপ্মসন্দর্শনং স্বপ্নে ইতি; উচ্যতে—যস্মাদিহ জন্মন্যননুভূতমপি পশ্যতি বহু, ন চ স্বপ্নো নামাপূর্ব্বং দর্শনম্, পূর্ব্বদৃষ্টস্মৃতির্হি স্বপ্নঃ প্রায়েণ; তেন স্বপ্নজাগরিতস্থানব্যতিরেকেণ স্ত উভৌ লোকৌ। ৩

যদ্ আদিত্যাদি-বাহ্যজ্যোতিষ অভাবে অয়ং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতঃ পুরুষঃ যেন ব্যতিরিক্তেনাত্মনা জ্যোতিষা ব্যবহরতীত্যুক্তম্, তদেব নাস্তি, যদাদিত্যাদিজ্যোতিষামভাবগমনম্; যত্রেদং বিবিক্তং স্বয়ং জ্যোতিরুপলভ্যেত; যেন সর্ব্বদৈবায়ং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতঃ সংসৃষ্ট এবোপলভ্যতে; তস্মাদসৎসমঃ অসন্নেব বা স্বেন বিবিক্তস্বভাবেন জ্যোতীরূপেণাত্মেতি। অথ ক্বচিদ্বিবিক্তঃ স্বেন জ্যোতীরূপেণোপলভ্যতে, বাহ্যাধ্যাত্মিকভূতভৌতিকসংসর্গশূন্যঃ, ততো যথোক্তং সর্ব্বং ভবিষ্যতীত্যেতদর্থমাহ—। ৪

স যঃ প্রকৃত আত্মা, যত্র যস্মিন্ কালে প্রস্বপিতি প্রকর্ষেণ স্বাপমনুভবতি, তদা কিমুপাদানঃ কেন বিধিনা স্বপিতি—সন্ধ্যং স্থানং প্রতিপদ্যত ইতি;—উচ্যতে দৃষ্টস্য লোকস্য জাগরিতলক্ষণস্য সর্ব্বাবতঃ,—সর্ব্বমবতীতি সর্ব্বাবান্ অয়ং লোকঃ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতো বিষয়বেদনাসংযুক্তঃ, সর্ব্বাবত্ত্বং ব্যাখ্যাতমন্নত্রয়প্রকরণে

ভোগোপরমণাদি ন বিহন্যতে, তত্রাহ—স্বাপয়িত্বে হীত্যাদিনা। নির্মাণবিষয়ং দর্শয়তি—বাসনাময়মিতি। যথা মায়াবী মায়াময়ং দেহং নির্মিমীতে, তথমিত্যাহ—মায়াময়মিবেতি। কথং পুনরাত্মনো যথোক্তদেহনির্মাণকর্তৃত্বং কর্মকৃতত্বাত্তন্নির্মাণস্যেত্যাশঙ্ক্যাহ—নির্মাণমপীতি। যেন ভাসেত্যত্রেথং ভাসে তৃতীয়া। করণে তৃতীয়াং ব্যাবর্তয়তি—ভা হীতি। তত্রেতি স্বপ্নোক্তিঃ। যথোক্তান্তঃকরণবৃত্তিবিষয়েণ প্রকাশমানত্বেঽপি স্বভাসো ভবতু করণত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ভা তত্রেতি। যেন জ্যোতিষেতি কর্তরি তৃতীয়া। অপনেষ ইত্যাদিবিষয়ঃ। কোঽয়ং প্রকাশো নাম, তত্রাহ—যদেবমিতি। বিবিক্তবিশেষণং বিবৃণোতি—বাহ্যেতি।

স্বপ্নে স্বয়ং জ্যোতিরাত্মেত্যুক্তম্ আক্ষিপতি—নন্বস্মিন্নিতি। বাসনাপরিগ্রহস্তঃকরণবৃত্তিরূপস্য বিষয়তয়া বেদ্যবেদকভাবেঽবিবেকস্য স্বপ্নে স্বয়ং জ্যোতিষ্ট্বমিতি সমাধত্তে—নৈষ দোষ ইতি। দৃষ্টান্তং বাসনাপরিগ্রহস্য বিষয়তত্বাপেক্ষয়া স্বয়ং জ্যোতিষ্ট্বমিতি সমর্থয়িতুমাহ—তেনেতি। বাসনানাং বিষয়ত্বেনেতি যাবৎ। তদেব ব্যতিরেকমুখেনা(পা)হ—নহীতি। যথা সুষুপ্তিকালে বাহ্য বস্তু তাবে স্বয়ং জ্যোতিষ্ট্বমাত্মা দর্শয়িতুং ন শক্যতে, তথা স্বপ্নেঽপি তদাত্মন স্বয়ং জ্যোতিষ্ট্ব ক্রতা বাসনানাং বিষয়ত্বং প্রদর্শিতমিত্যাহ। ভবতু স্বপ্নে বিষয়ানাং বিষয়ত্বম্, তথাপি কথং স্বয়ং জ্যোতিরাত্মা শক্যতে বিবিক্তো দর্শয়িতুমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদেতি পুনরিতি। অবস্থাদ্বয়গতাস্তঃ বাসনাত্মকমন্তঃকরণমিতি শেষঃ। সপ্তাবস্থায়ামাত্মনোঽবভাসকাত্মভাবে ফলিতমাহ—তেনেতি॥ ২১০॥ ৯॥

ভাষ্যানুবাদ। পূর্বোক্ত এই পুরুষের দুইটী মাত্র স্থান আছে; তৃতীয় বা চতুর্থ স্থান নাই; সেই দুইটী স্থান কি কি? একটী স্থান হইতেছে এই বর্তমান জন্ম— যাহা শরীর ইন্দ্রিয় বিষয় ও তদনুভবসমন্বিতরূপে প্রত্যক্ষ করা হইতেছে; অপরটী পরলোক স্থান, অর্থাৎ পরলোকরূপ স্থান, দেহেন্দ্রিয়াদি বিয়োগের পর যাহা অনুভব করিতে হইবে। ভাল কথা, স্বপ্নও ত একটী পরলোকস্থান মধ্যেই গণনীয়; সুতরাং 'দুইটী মাত্র স্থান' এইরূপে অবধারণ করা সঙ্গত হয় কিরূপে? না—তাহা স্বতন্ত্র কোন লোক বা স্থান নহে; তবে কি? তাহা (স্বপ্ন) সন্ধ্য স্থান; ইহলোক ও পরলোকের মধ্যবর্তী যে স্থান, তাহা হইতে যাহার উৎপত্তি, সেই স্থানের নাম সন্ধ্য; ইহাই তৃতীয় স্বপ্ন স্থান; সুতরাং তাহার নাম সন্ধ্য। "দ্বে এব স্থানে ভবতঃ" বলিয়া যে, জীবস্থানের দ্বিত্বাবধারণ, তাহা অসঙ্গত হয় নাই; কেন না, দুই গ্রামের মধ্যবর্তী সন্ধিস্থান কখনই সেই গ্রামদ্বয়ের অতিরিক্ত তৃতীয় স্থান বলিয়া কখনই পরিগণিত হয় না। ভাল, যে পরলোক স্থানকে অপেক্ষা করিয়া স্বপ্ন স্থানটী সন্ধ্য (মধ্যবর্তী) হইতে পারে, সেই পরলোক স্থানের অস্তিত্ব জানা যায় কি উপায়ে? এবং যে জীব সন্ধিক্ষেত্রে অবস্থান করত এই উভয় স্থান অব-

লোকন করিয়া থাকে, সেই স্থান দুইটী বা কি কি? উত্তর—] ইহা এবং পর-লোকস্থান, অর্থাৎ বর্ত্তমান জন্ম আর পরজন্ম। অতএব স্বপ্ন ও জাগরণ ভিন্নও অপর দুইটী লোক বা স্থান আছে; পুরুষ বুদ্ধি-সারূপ্য লাভ করত জন্ম-মরণপ্রবাহ পরম্পরা ক্রমে সেই উভয়লোকে সঞ্চরণ করিয়া থাকে। ১

ভাল কথা পুরুষ স্বপ্নাবস্থায় অবস্থান করত কিরূপে উভয় লোক অব-লোকন করে? তখন তাহার আশ্রয়ই বা কি? এবং দর্শনের প্রণালীই বা কি? হাঁ, সেখানে কিরূপে দর্শন করে, তাহা বলা হইতেছে শ্রবণ কর; যাহার সাহায্যে বা যাহাকে ভর করিয়া আক্রমণ (কার্য্য সাধন) করা যায়, তাহার নাম আক্রম—আশ্রয়; সেই আক্রমটী যে পুরুষের যেরূপ, সেই পুরুষকে 'যথাক্রম' বলা হইয়া থাকে। পুরুষ পরলোক পাইবার জন্য এখানে 'যথাক্রম' হয়, অর্থাৎ পরলোক প্রাপ্তির উপায়ভূত বিদ্যা কর্ম্ম ও পূর্ব্বপ্রজ্ঞা-রূপ যাদৃশ সহায় সম্পন্ন হয়, অঙ্কুরীভাবপ্রাপ্ত বীজের ন্যায় সেই আক্রমও যখন পরলোক স্থানের নিমিত্ত উন্মুখ হয়—পুরুষকে পরলোকে লইয়া যাইবার জন্য সচেষ্ট হয়, তখন সেই আক্রম বা সাধনরাশিকে অবলম্বন করিয়া—ভর করিয়া উভয়লোক (ইহলোক ও পরলোক) নিরীক্ষণ করিতে থাকে। তৎকালে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিবিধ বৈচিত্র্য তাহার দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে; এই জন্য 'উভয়' শব্দে বহুবচন যোগ করা হইয়াছে; 'উভয়ান্' অর্থ—উভয় প্রকার বুঝিতে হইবে। সেই উভয় প্রকার কি কি? না, পাপরাশি অর্থাৎ পাপের ফল সমূহ; পাপ সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ হয় না; এই জন্য এখানে 'পাপ' অর্থে পাপফল দুঃখ বুঝিতে হইবে; আর বিবিধ আনন্দ,অর্থাৎ পুণ্যের ফল সুখসমূহ; জন্মান্তরানুভূত বাসনাময় অর্থাৎ পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মসঞ্চিত সংস্কারা-ত্মক সেই পাপ ও পুণ্যের ফল দুঃখ ও সুখ সমূহ সন্দর্শন করিতে থাকে; এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের সাহায্যে কিংবা দেবতার অনুগ্রহবলে ভবিষ্যৎজন্মে, যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মাধর্ম্ম ফল অনুভব করিতে হইবে, সে সমস্তও প্রত্যক্ষ করিতে থাকে (১)। ২

(১) জীব যখন বর্ত্তমান দেহ ত্যাগ করিয়া যাইবার উদ্যোগ করে, তখন তাহার পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞান ও কর্ম্মসংস্কারগুলি ভাবী দেহ সমুৎপাদনের নিমিত্ত জাগরিত হয়। বীজ যেমন বৃক্ষ উৎপা-দনের পূর্ব্বে অঙ্কুরিত হয়, তেমনি পরলোকসাধন জ্ঞানকর্ম্মও তখন ফলোন্মুখ হয়। বীজের

ভাল, স্বপ্নাবস্থায় যে, পরলোকভাবী পাপ ও আনন্দ সন্দর্শন হইয়া থাকে, ইহা জানা যায় কিসে? তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, যেহেতু ইহজন্মে যাহা অনুভবগোচর হয় নাই বা হইবার নহে, এরূপ বহু বিষয় স্বপ্নমধ্যে দর্শন হইয়া থাকে; অথচ যাহা কস্মিন্‌কালেও অনুভূত হয় নাই, এরূপ বস্তু দর্শনকে কেহই 'স্বপ্ন' বলিয়া নির্দ্দেশ করে না। অধিকন্তু স্বপ্নও পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থের স্মরণ মাত্র; অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থা ছাড়া আরও দুইটী লোক (ইহলোক ও পরলোক) নিশ্চয়ই আছে। ৯

পুনশ্চ শঙ্কা হইতেছে যে, দেহেন্দ্রিয়াদি সঙ্ঘাতাত্মক এই পুরুষ আদিত্যাদি বাহ্যজ্যোতির অভাবেও, অতিরিক্ত যে আত্মজ্যোতির সাহায্যে ব্যবহার সম্পাদন করিয়া থাকে, বলা হইয়াছে; প্রকৃতপক্ষে তাহার সেরূপ অবস্থা একান্ত অসম্ভব। যে অবস্থায় আদিত্যাদি জ্যোতির সম্পূর্ণ অভাব—বিনাশপ্রাপ্ত হয় ও যে অবস্থায় বাহ্যজ্যোতিঃ-বিরহিত স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ উপলব্ধি হইতে পারে, এবং এই দেহেন্দ্রিয়সংঘাত যাহার সহিত নিতান্ত অবিযুক্তরূপে প্রতীতিগোচর হইতে পারে? অতএব আত্মার যে বিবিক্ত-স্বভাব জ্যোতিঃস্বরূপের কথা বলা হইয়াছে, তাহা অসত্যতুল্য অথবা অসত্যই বটে। যদি কোনও অবস্থায় বাহ্য বা আধ্যাত্মিক ভূত-ভৌতিক জ্যোতির সম্বন্ধ রহিত হইয়া স্বতন্ত্রভাবে স্বীয় জ্যোতিঃস্বরূপ উপলব্ধিগোচর হইতে পারে, তাহা হইলেই পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কথা সঙ্গত হইতে পারে; এখন এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—॥

যে আত্মার কথা বলা হইয়াছে, সেই আত্মা যে সময় উত্তমরূপে স্বপ্ন (নিদ্রা) প্রণালী অবলম্বন করিয়া স্বপ্নানুভব-গোচর সর্ব্বাবৎ লোককে [এখানে 'সর্ব্বাবতঃ' কথার অর্থ এইরূপ—] সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারকে রক্ষা করে বলিয়া বিষয়ানুভূতসমন্বিত কার্য্যকরণসমষ্টিরূপ ইহলোকই 'সর্ব্বাবৎ'; বর্ত্তমান-লোকই যে, 'সর্ব্বাবৎ' তাহা ইতঃপূর্ব্বে অন্নত্রয়প্রকরণে "অথো অয়ং বা

অঙ্কুরাবস্থা যেমন বীজ ও বৃক্ষ ভাবের সন্ধিস্থল—যাহাতে বীজ ও বৃক্ষ উভয়েরই কিঞ্চিৎ ছবি দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি স্বপ্নস্থানীয় প্রায়ণাবস্থাও ঠিক তেমনি ইহলোক ও পরলোকের সন্ধিক্ষেত্র; সেখানে বর্ত্তমান জন্মের ও ভবিষ্যৎ জন্মের উভয় অবস্থাই প্রতীতিগোচর হইতে থাকে। যেমন জাগরণ ও সুষুপ্তি অপেক্ষা স্বপ্নাবস্থা তৃতীয়, তেমনি ইহলোক ও পরলোক অপেক্ষা সন্ধ্য স্থানটী (প্রায়ণাবস্থাটি) তৃতীয়; উভয় স্থানের মধ্যে থাকাতেই সন্ধিস্থান হয়; সুতরাং সন্ধিস্থানটী এই উভয় স্থানেরই অংশ কিন্তু অতিরিক্ত কিছু নহে।

আত্মা" ইত্যাদি বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে। অথবা সমস্তের কারণীভূত সর্ব্ব-প্রকার ভূতভৌতিক মাত্রা (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দ স্পর্শাদি বিষয়) বিদ্যমান থাকে বলিয়া, ইহলোক হইতেছে—'সর্ব্ববৎ'; 'সর্ব্ববৎ' শব্দ হইতেই 'সর্ব্বাবৎ' পদ নিষ্পন্ন করা হইয়াছে; সুতরাং সর্ব্বাবৎ লোক অর্থ—জাগরিতাবস্থা; তাহার মাত্রা—অবয়ব অর্থাৎ কতিপয় অংশ গ্রহণ করিয়া—বর্ত্তমান জন্মের সংস্কারসমন্বিত হইয়া, পুরুষ নিজেই নিজের দেহকে নিপাতিত—সংজ্ঞাহীন করিয়া—, [অভিপ্রায় এই যে, জাগরণ সময়ে আদিত্য প্রভৃতি বাহ্য জ্যোতিঃ পদার্থ যে, চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের উপকার সাধন করে, দৈহিক ব্যবহার সম্পাদনই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য. সেই দৈহিকব্যাপারনিচয়ও আবার আত্মার ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলভোগেরই নিমিত্ত; আত্মীয় সেই কর্ম্ম-রাশির বিরাম হইলেই, এই দেহে ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল সুখ দুঃখাদি-সম্ভোগেরও বিরাম বা নিবৃত্তি হইয়া যায়; এই কারণে আত্মাকে এই দেহের বিহন্তা নিহন্তা) বলা হইতেছে। ৫

পুনশ্চ নিজেই নির্ম্মাণ করিয়া ঐন্দ্রজালিক যেমন মায়াময় দেহ নির্ম্মাণ করে, তেমনি বাসনাময় পূর্ব্বসংস্কারানুরূপ স্বপ্নদেহ নির্ম্মাণ করিয়া—পুরুষের ঐরূপ স্বপ্নদেহ স্বীয় পূর্ব্বসংস্কারানুসারে হইয়া থাকে; পুরুষই সেই কর্ম্মের কর্ত্তা; এই জন্য স্বপ্নদেহ নির্ম্মাণে পুরুষের কর্তৃত্ব বলা হইয়াছে। তাহার পর স্বীয় দীপ্তি দ্বারা বিষয় গ্রহণরূপ প্রমাণ দ্বারা—সর্ব্ববিধ বাসনা-বিশিষ্ট অন্তঃকরণবৃত্তির প্রকাশন দ্বারা অন্তঃকরণের বৃত্তিই তখন সর্ব্বপ্রকার বাসনাসহকারে গ্রাহ্যবিষয়রূপে প্রকাশ পাইতে থাকে; এই কারণে উহাকে 'স্বয়ং ভাঃ' (দীপ্তি স্বরূপ) বলা হইয়াছে। বিষয়াত্মক সেই স্বস্বরূপ দীপ্তি এবং তৎপ্রকাশক নির্ম্মাণ বা অবিমিশ্র নিত্য সৎস্বরূপ জ্যোতিঃপ্রভাবে ঐ বাসনাময় প্রকাশ্যকেও প্রকাশ করত স্বপ্নানুভব করিয়া থাকে। পুরুষের যে, এইরূপ বৃত্তি বা অবস্থান, তাহাই তাহার প্রকৃষ্ট স্বপন বা নিদ্রা বলিয়া কথিত হয়। এই স্বপ্নাবস্থায় পুরুষ (জীব) নিজেই নির্ম্মল বা অবিমিশ্র জ্যোতিঃস্বরূপ হয়, অর্থাৎ তখন জ্যোতির্ম্ময় আত্মার সহিত বাহ্য বা আধ্যাত্মিক কোনরূপ ভূত ও ভৌতিক জ্যোতির সম্পর্ক থাকে না। ৬

[এবিষয়ে আপত্তি হইতেছে এই যে,] স্বপ্নসময়ে পুরুষ যখন জাগ্রদবস্থার বিষয়সমূহই গ্রহণ করে, তখন তৎসম্পর্কলাভ, সে সময় স্বয়ং জ্যোতিঃ হয়

কিরূপে? [উত্তর—] না—ইহা দোষাবহ হয় না; কারণ, পুরুষের যে, জাগ্রৎকালীন বিষয়গ্রহণ, তাহাও তাহার বিষয় স্বরূপই [প্রকাশ্যই]; প্রকাশের সহিত যে, প্রকাশকের ভেদ, ইহা ত স্বতঃ সিদ্ধ; সুতরাং সেই সময়েই পুরুষকে স্বয়ং জ্যোতিঃ স্বরূপে প্রদর্শন করিতে পারা যায়; নচেৎ স্বপ্নসময়ের ন্যায় কোন [বিষয়—প্রকাশ্য] থাকিলে, তাহার স্বয়ংজ্যোতিঃ স্বভাব প্রদর্শন করিতে পারা যায় না। ১

পরন্তু সেই বাসনাময়ী দীপ্তিই যখন বিষয়রূপে (আত্মপ্রকাশ্যরূপে) উপলব্ধিগোচর হয়, তখনই চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদির সম্পর্করহিত নিত্য প্রকাশময় কোষনিঃসৃত অসির ন্যায়, সেই আত্মজ্যোতিও স্বস্বরূপে (সর্ব্বাবভাসকরূপে) লোকের প্রতীতিগোচর হইয়া থাকে; এই জন্যই 'এই সময়ে উক্ত পুরুষ স্বয়ং জ্যোতিঃ হয়' উক্তি যুক্তিযুক্ত হইল ॥ ২৮০। ৯ ॥

অথ ভাষ্যানুবাদঃ।—ননু কথং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ? যেন জাগরিতে ইব গ্রাহ্যগ্রাহকাদিলক্ষণঃ সর্ব্বো ব্যবহারো দৃশ্যতে চক্ষুরাদ্যনুগ্রাহকাপ্যাদিত্যাদ্যালোকাদ্যৈশ্চ দৃশ্যতে, যথা জাগরিতে; তত্র কথং বিশেষাবধারণং ক্রিয়তে—অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতিরিতি।

উচ্যতে—বৈলক্ষণ্যাৎ স্বপ্নদর্শনস্য, জাগরিতে হি ইন্দ্রিয়-বুদ্ধি-মন-আলোকাদিব্যাপারসঙ্কীর্ণমাত্মজ্যোতিঃ; ইহ তু স্বপ্নে ইন্দ্রিয়াভাবাৎ তদনুগ্রাহকাদিত্যাদ্যালোকাভাবাচ্চ বিবিক্তং কেবলং ভবতি তস্মাদ্বিলক্ষণম্। ননু তথৈব বিষয়া উপলভ্যন্তে স্বপ্নেঽপি, যথা জাগরিতে; তত্র কথমিন্দ্রিয়াভাবাদ্বৈলক্ষণ্যমুচ্যতে? ইতি। শৃণু—

টীকা। বস্তুতঃ স্বপ্নে স্বয়ং জ্যোতিষ্ট্বমেতি, তৎ প্রকাশ্যাভাবেনাভিব্যক্তি—সম্ভবতি। ব্যবহারে বিশেষাভাবযুক্তং চোদ্যং দূষয়তি—উচ্যত ইতি। বৈলক্ষণ্যং স্ফুটয়তি—জাগরিতে হীতি। যদ্যপি স্বপ্নে সর্ব্বাপি বিষয়বত্তা স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বং বিঘাতীতি ভাবঃ।

(১) তাৎপর্য্য—অভিপ্রায় এই যে, অন্যত্র প্রতিফলন ব্যতিরেকে কোন জ্যোতিঃপদার্থই দেখিতে পাওয়া যায় না। উদাহরণ—যেমন সূর্য্যালোক; আকাশে সূর্য্যরশ্মি বিদ্যমান থাকিলেও দেখা যায় না, অথচ কোন স্বচ্ছ পদার্থে পতিত হইবামাত্র, অনায়াসে তাহা বুঝিতে পারা যায়; এইরূপে আত্মজ্যোতিরও প্রতিফলনযোগ্য কোন বিষয় না থাকিলে স্পষ্টানুভূতি হইতে পারে না।

উক্তং বৈলক্ষণ্যং প্রতীতিমাশ্রিত্যাক্ষিপতি—নন্বিতি। ন তত্রেত্যাদিবাক্যং ব্যাচক্ষাণ উত্তরমাহ—শৃণ্বিতি।

আভাস-ভাষ্যানুবাদ। এবিষয়ে আপত্তি এই যে, এই পুরুষ স্বপ্নসময়ে স্বয়ং জ্যোতিঃ (অন্য জ্যোতির সম্পর্করহিত) হয় কিরূপে? যেহেতু জাগরণ সময়ের ন্যায়, স্বপ্নসময়েও গ্রাহ্য গ্রাহকাদি সমস্ত ব্যবহারই বিদ্যমান থাকে? জাগরণকালে যেমন চক্ষুঃ প্রভৃতির উপকারকারী আদিত্যাদি জ্যোতিঃ বিদ্যমান থাকে, স্বপ্নসময়েও ঠিক তেমনি সমস্ত বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব 'এসময়ে (স্বপ্নসময়ে) এই পুরুষ স্বয়ং জ্যোতিঃ হয়', এরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করা হইল কিরূপে?

হাঁ, ইহার পরিহার বলা হইতেছে,—জাগরণ অপেক্ষা স্বপ্নদর্শনের যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে; জাগরণসময়ে আত্মজ্যোতিঃ স্বভাবতই ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, মন ও বাহ্য আলোকাদি ক্রিয়ার সহিত সঙ্কীর্ণ (সংমিশ্রিত) থাকে; কিন্তু স্বপ্নসময়ে উক্ত ইন্দ্রিয়াদি কিছুই থাকে না—বিরতব্যাপার হইয়া যায়, এবং আদিত্যাদি বাহ্য আলোকেরও অভাব থাকে; এই জন্য পুরুষ সে সময় বিবিক্ত হইয়া পড়ে; সুতরাং স্বপ্ন ও জাগরণের মধ্যে যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে। ভাল কথা, জাগ্রৎ সময়ে যেরূপ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা বিষয় রাশি অনুভব করা হইয়া থাকে, স্বপ্নসময়েও যখন সেইরূপই সমস্ত অনুভব করা হয়, তখন (তৎকালে) ইন্দ্রিয়ের অভাব বলা যায় কিরূপে? সুতরাং বৈলক্ষণ্যও বলা যাইতে পারে না? [হাঁ, কিরূপে বৈলক্ষণ্য বলা যাইতে পারে, তাহা বলিতেছি,]শ্রবণ কর—

ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্ত্যথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে, ন তত্রানন্দা মুদঃ প্রমুদো ভবন্ত্যানন্দান্ মুদঃ প্রমুদঃ সৃজতে, ন তত্র বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যো ভবন্ত্যথ বেশান্তান্ পুষ্করিণীঃ স্রবন্তীঃ সৃজতে, স হি কর্তা ॥২৬১॥১০॥

সরলার্থঃ। স্বপ্নদৃষ্টানাং বৈতথ্যং বক্তুমাহ—ন তত্র ইত্যাদি। তত্র (স্বপ্নে) রথাঃ (দৃশ্যমানাঃ রথপ্রভৃতয়ঃ) ন, রথযোগাঃ (রথে যুজ্যন্তে নিবধ্যন্তে যে, তে অশ্বাদয়ঃ) ন, পন্থানশ্চ ন ভবন্তি (সন্তি); অথ (পুনঃ)

রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে (নির্ম্মাতি) [স্বপ্নদর্শীতি শেষঃ]; [তথা] তত্র আনন্দাঃ (অভীষ্টবস্তুদর্শনজন্যাঃ), মুদঃ (অভীষ্টবস্তুলাভজন্যাঃ), প্রমুদঃ (অভীষ্টবস্তুভোগজন্যাশ্চ) ন ভবন্তি; অথ আনন্দান্, মুদঃ, প্রমুদঃ সৃজতে [স্বপ্নদর্শীতি শেষঃ]; তথা তত্র বেশান্তাঃ (ক্ষুদ্রজলাশয়াঃ), পুষ্করিণ্যঃ, স্রবন্ত্যঃ (নদ্যশ্চ) ন ভবন্তি; অথ বেশান্তান্, পুষ্করিণীঃ, স্রবন্তীঃ সৃজতে। [কস্তত্র রথাদিসৃষ্টিকর্তা? ইত্যাহ—] হি (নিশ্চয়ে) সঃ (স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষ এব) কর্তা (স্বপ্নে রথাদীনাং নির্ম্মাতা ইত্যর্থঃ) ॥ ২৬১ ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ। [স্বপ্নসময়ে দৃশ্যমান বস্তুসমূহের কল্পিতত্ব প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—] সেই স্বপ্নে রথ নাই, রথে যোজিত অশ্বাদি নাই, এবং গমনোপযোগী পথও নাই; অথচ রথ, অশ্বাদি ও পথ নির্ম্মাণ করে; এইরূপ, স্বপ্নে আনন্দ মুদ ও প্রমুদ সমূহ নাই, অথচ সে সমুদয় সৃষ্টি করে; এবং সেই সময় বেশান্ত, পুষ্করিণী ও নদী সমূহ নাই, অথচ সে সমুদয় সৃষ্টি করে। [এ সমস্ত সৃষ্টির কর্তা কে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] সেই স্বপ্নদর্শী পুরুষই রথাদি সৃষ্টির কর্তা, অর্থাৎ ঐ সমস্ত তাহার পূর্ব্বতন সংস্কার-প্রসূত। ২৬১ ॥ ১০ ॥

শাঙ্কর টীকা। ন তত্র বিষয়াঃ স্বপ্নে রথাদিলক্ষণাঃ; তথা ন রথযোগাঃ—রথেষু যুজ্যন্ত ইতি রথযোগাঃ অশ্বাদয়ঃ তত্র ন বিদ্যন্তে; ন চ পন্থানঃ রথমার্গা ভবন্তি। অথ রথান্ রথযোগান্ পথশ্চ সৃজতে স্বয়ম্। কথং পুনঃ সৃজতে রথাদিসাধনানাং বৃক্ষাদীনামভাবে? উচ্যতে—ননূক্তম্ “অস্য লোকস্য সর্ব্বাবতো মাত্রামপাদায় স্বয়ং বিহত্য স্বয়ং নির্ম্মায়” ইতি; অন্তঃকরণ-বৃত্তিঃ অস্য লোকস্য বাসনা মাত্রা, তামপাদায়, রথাদিবাসনারূপান্তঃকরণবৃত্তিঃ তদুপলব্ধিনিমিত্তেন কর্ম্মণা চোদ্যমানা দৃশ্যত্বেন ব্যবতিষ্ঠতে; তদুচ্যতে— “স্বয়ং নির্ম্মায়” ইতি; তদেবাহ “রথাদীন্ সৃজতে” ইতি; ন তু তত্র করণং বা, করণানুগ্রাহকাণি বা আদিত্যাদিজ্যোতীংষি, তদবভাস্যা বা রথাদয়ো বিষয়া বিদ্যন্তে; তদ্বাসনামাত্রন্তু কেবলং তদুপলব্ধিকর্ম্মনিমিত্তচোদিতোদ্ভূতান্তঃকরণবৃত্ত্যাশ্রয়ং দৃশ্যতে। তদ্যস্য জ্যোতিষো দৃশ্যতে অলুপ্তদৃশঃ, তদাত্মজ্যোতিরত্র কেবলম্ অসিরিব কোশাদ্বিবিক্তম্। ১

তথা ন তত্রানন্দাঃ সুখবিশেষাঃ, মুদঃ হর্ষাঃ পুত্রাদিলাভনিমিত্তাঃ, প্রমুদঃ ত এব প্রকর্ষোপেতাঃ; অথ চানন্দাদীন্ সৃজতে। তথা ন তত্র বেশান্তাঃ পল্বলাঃ, পুষ্করিণ্যস্তড়াগাঃ, স্রবন্ত্যঃ নদ্যো ভবন্তি, অথ বেশান্তাদীন্ সৃজতে বাসনা-মাত্ররূপান্। যস্মাৎ স হি কর্তা, তদ্বাসনাশ্রয়চিত্তবৃত্ত্যুদ্ভবনিমিত্তকর্ম-হেতুত্বে-নেতি অবোচাম তস্য কর্তৃত্বম্; ন তু সাক্ষাদেব তত্র ক্রিয়া সম্ভবতি, তত্র সাধনাভাবাৎ; ন হি কারকমন্তরেণ ক্রিয়া সম্ভবতি; ন চ তত্র হস্তপাদাদীনি ক্রিয়াকারকাণি সম্ভবন্তি; যত্র তু তানি বিদ্যন্তে জাগরিতে, তত্র আত্মজ্যোতি-রবভাসিতৈঃ কার্যকরণৈঃ রথাদিবাসনাশ্রয়ান্তঃকরণবৃত্ত্যুদ্ভবনিমিত্তং কর্ম নির্বর্ত্যতে; তেনোচ্যতে—স হি কর্তেতি।

তদুক্তম্—‘আত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম কুরুতে’ ইতি; তত্রাপি ন পরমার্থতঃ স্বতঃ কর্তৃত্বং চৈতন্যজ্যোতিষঃ অবভাসকত্বব্যতিরেকেণ—যৎ চৈতন্যাত্মজ্যোতিষা অন্তঃকরণদ্বারেণ অবভাস্যত্বং কার্যকরণানি তদব-ভাসিতানি কর্মসু ব্যাপ্রিয়ন্তে কার্যকরণানি; তত্র কর্তৃত্বমুপচর্যত আত্মনঃ। যদুক্তং “ধ্যায়তীব লেলায়তীব” ইতি, তদেবানূদ্যতে—স হি কর্তেতি হেতুবচনেন ॥ ২৬১ ॥ ১০ ॥

টীকা। প্রতীতিং ঘটয়তি—তথেতি। যথা রথাদিবাসনারূপতা—কথং পুনরিতি। বাসনাময়ী সৃষ্টিঃ স্বপ্নদ্রষ্টুরিত্যাহ—উচ্যত ইতি। তদুপলব্ধৃত্বসম্বন্ধেনেত্যত্র তচ্ছব্দেন বাসনাত্মিকা মনোবৃত্তিরেবোক্তা। উক্তমেব প্রপঞ্চয়তি—ন স্বচ্যাদিনা। তদুপলব্ধি-র্বাসনোপলব্ধিমত্র যৎ কর্ম নিমিত্তং, তেন চোদিতা যোদ্ভূতান্তঃকরণবৃত্তিগ্রাহিকাবস্থা, তদাশ্রয়ং তদ্বাহকং তদ্বাসনারূপঃ দৃশ্যত ইতি যোজনা। তথাপি স্বয়মাত্মজ্যোতিঃ স্বপ্নে কেবলং সিধ্যতি, তত্রাহ—তদ্যস্মেতি। যথা কোশাদসির্নিষ্কৃষ্টো ভবতি, তথা দৃশ্যাদ্ বুদ্ধের্বিবিক্তমাত্মজ্যোতিরিতি কেবলত্বং সাধয়তি—অপি রথেতি। ১

তথা রথাদ্যভাববদিতি যাবৎ। সুখান্যেব বিশেষ্যন্তে ইতি বিশেষাঃ, স্বপ্নমাত্রভাবীত্যর্থঃ। তথৈবেত্যানন্দাদ্যভাবো দৃষ্টান্তিতঃ। অতীতাংশে সমাংশে পক্ষলক্ষণেনোচ্যতে। স হি কর্তে-ত্যত্র হি-শব্দার্থো যস্মাদিত্যুক্তস্তস্মাৎ সৃজতীতি শেষঃ। কুতোঽস্য কর্তৃত্বং সহকার্যভাবা-দিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদ্বাসনেতি। তচ্ছব্দেন বেশান্তাদিগ্রহণম্। রথাদিবাসনাধারচিত্ত-পরিণামহেতোরুদ্ভবতি যৎ কর্ম তস্য স্বপ্নাধ্যাসনিমিত্তত্বেনেতি যাবৎ। মুখ্যং কর্তৃত্বং বারয়তি—নত্বিতি। তদেতি যথোক্তিঃ। সাধনাভাবেঽপি স্বপ্নে ক্রিয়া কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। তর্হি স্বপ্নে কারকাণ্যপি ভবিষ্যন্তি, নেত্যাহ—ন চেতি। তর্হি পূর্বোক্ত-মপি কর্তৃত্বং কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যত্র ত্বিতি। উক্তেঽর্থে বাক্যোপক্রমমনুকূলয়তি—তদুক্তমিতি। উপক্রমে মুখ্যং কর্তৃত্বমিব ঔপচারিকমিতি বিশেষমাশঙ্ক্যাহ—তত্রা-

নীতি। [illegible] [illegible] কর্তৃত্বযোগ্যতা [illegible] বিষয়ং স্বত্বার্থঃ। [illegible] [illegible] [illegible] বেদান্তাদিবোধিতবাসনা পুরুষকৃতি [illegible] স্বয়ং নির্ম্মায় [illegible] হেত্বর্থমিতি। স্বপ্নে রথাদিদৃষ্টিরিতি শেষঃ। [illegible]

ভাষ্যানুবাদ। জাগ্রদবস্থা হইতে স্বপ্নাবস্থার পার্থক্য এই যে, স্বপ্নে তৎকালীন দর্শনযোগ্য রথাদি বিষয় বিদ্যমান নাই; সেইরূপ রথযোগ— রথে যে সকলকে সংযোজিত করা হয়, সেই রথবাহী অশ্ব প্রভৃতিও সেখানে নাই; এবং রথের গমনোপযোগী পথসমূহও নাই; অথচ সেই সমস্ত রথ, রথযোগ ও পথসমূহ সৃষ্টি করে। রথাদি-নির্ম্মাণের উপকরণ কাষ্ঠাদির অভাবে সৃষ্টি করে কিরূপে? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে— পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সর্ব্বপ্রকার উপকরণসম্পন্ন এই জাগরণাবস্থার মাত্রা (সংস্কার) সংগ্রহ করে। এবং নিজেই শরীরকে একবার নিহত করিয়া ও পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করিয়া ইত্যাদি। [অভিপ্রায় এই যে, জাগ্রদবস্থার বাসনাসমূহ লইয়া বাসনাময়ী অন্তঃকরণবৃত্তি নিজেই তদুপলব্ধির বাসনা উপলব্ধির। কারণীভূত প্রাক্তন কর্ম্মপ্রভাবে পরিচালিত হইয়া তৎকাল-দৃষ্ট রথাদিরূপে [illegible] 'স্বয়ং নির্ম্মায়' ইত্যাদি কথায় ঐ অভিপ্রায়ই প্রকাশ করা হইয়াছে।] এখানে রথাদির সৃষ্টিবোধক বাক্যও সেই ভাবেরই অভিব্যক্তি করিতেছে মাত্র। বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু সেখানে করণ— চক্ষুঃ প্রভৃতি, কিংবা চক্ষুঃ প্রভৃতির অনুগ্রাহক সূর্য্যাদি তেজ বা তৎপ্রকাশ্য রথাদি বিষয় কিছুই বিদ্যমান থাকে না; কেবল জ্ঞান-বাসনা বা মানস-সংস্কারই অন্তঃকরণকে আশ্রয় করিয়া রথের উপলব্ধিজনক প্রাক্তন কর্ম্ম-প্রভাবে প্রাদুর্ভূত হইয়া দর্শনপথে উপস্থিত হয়; নিত্য প্রকাশশীল জ্যোতির্ম্ময় আত্মা এখানে কোশ-নির্ম্মুক্ত অসির ন্যায় স্বয়ংজ্যোতিরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে মাত্র। ১

সে সময়ে যেমন রথাদি থাকে না তেমনি আনন্দ— সুখবিশেষ, মুদ্— পুত্রাদি প্রিয় বস্তু লাভজনিত হর্ষ, এবং প্রমুদ্— প্রিয় বস্তু লাভে নিরতিশয় সুখ, ইহার কিছুই থাকে না; অথচ সেই আনন্দ প্রভৃতি সমস্তই নির্ম্মাণ করে; এইরূপ সেখানে বেশান্ত— ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়, পুষ্করিণী অর্থাৎ তড়াগ (দিঘী), কিংবা স্রবন্তী— নদীসমূহও নাই; অথচ বাসনাময় (সংস্কারাত্মক) বেশান্ত প্রভৃতি

সৃষ্টি করে ; যেহেতু তিনিই (আত্মাই) কর্ত্তা। [তাহার কর্ত্তৃত্ব কি প্রকার ?] এ আপত্তির উত্তরে পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে, যেহেতু ঐ সমস্ত বাসনার আশ্রয়ভূত অন্তঃকরণে যে, বিবিধ বৃত্তির বিকাশ হয়, জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মই তাহার একমাত্র নিমিত্ত ; এই জন্যই তাহাতে কর্ত্তৃত্ব আরোপিত হয় ; কিন্তু তাহার পক্ষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন ক্রিয়াসম্পাদনই সম্ভব হয় না ; কারণ, সেখানে ক্রিয়ানিষ্পাদক কোনরূপ সাধনসামগ্রী বর্ত্তমান থাকে না ; সাধনাভাবে কখনও কোনরূপ ক্রিয়া হইতে পারে না। ক্রিয়া-নিষ্পাদক হস্ত-পদাদি কোন সাধনই (কারকই) সেখানে বিদ্যমান থাকে না সত্য, কিন্তু যে জাগরণ দশায় ঐ সমস্ত দেহেন্দ্রিয়াদি বিদ্যমান থাকে, সেই জাগরণদশায় আত্মজ্যোতি দ্বারা এরূপ কর্ম্ম নিষ্পাদিত হইয়া থাকে যে, ঐ সমস্ত কর্ম্মজ সংস্কার মনোমধ্যে সন্নিবিষ্ট থাকিয়া স্বপ্নসময়ে তদনুরূপ বৃত্তি সমুৎপাদন করিয়া দেয় ; এই নিমিত্ত 'স হি কর্ত্তা' বলিয়া তাহার কর্ত্তৃত্ব অবধারিত করা হইয়াছে। ২

ইতঃপূর্ব্বে 'পুরুষ আত্মজ্যোতিঃপ্রভাবেই বৃত্তি লাভ করে, কর্ম্ম করে এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আইসে' ইত্যাদি বাক্যে এ কথাই উক্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সেখানেও আত্মা স্বীয় জ্ঞানজ্যোতি দ্বারা অন্তঃকরণাদিকে সমুদ্ভাসিত করিয়া কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে বলিয়াই তাহাতে কর্ত্তৃত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, কিন্তু সত্যাসত্য বাস্তবিক কর্ত্তৃত্ব বলা হয় নাই। অভিপ্রায় এই যে, যেহেতু আত্মজ্যোতিঃ অন্তঃকরণ দ্বারা দেহেন্দ্রিয়াদিকে উদ্ভাসিত করে, এবং দেহেন্দ্রিয়াদি সাধনসমূহ উদ্ভাসিত হইয়াই নানা বিধ কর্ম্মে ব্যাপৃত হইয়া থাকে, সেই হেতুই আত্মার কর্ত্তৃত্ব-ব্যবহার হইয়া থাকে। অন্য শ্রুতিতেও একথা বলা হইয়াছে ; যথা—'[আত্মা] যেন ধ্যান করে, যেন স্পন্দনই করে' ইত্যাদি। আত্মার অকর্ত্তৃত্ব স্থাপনের নিমিত্ত এখানে সেই 'ধ্যায়তি' শ্রুতিরই অনুবাদ করা হইয়াছে ॥ ২৬১ ॥ ১০ ॥

তদেতে শ্লোকা ভবন্তি,—

স্বপ্নেন শারীরমভিপ্রহত্যাসুপ্তঃ সুপ্তানভিচাকশীতি।
শুক্রমাদায় পুনরৈতি স্থানং হিরণ্ময়ঃ পৌরুষ একহংসঃ ॥
২৬২॥১১॥

সম্বন্ধার্থঃ। তৎ (তস্মিন্ যথোক্তে বিষয়ে) এতে (বক্ষ্যমাণাঃ)

এ বিষয়ে নিম্ন লিখিত শ্লোক (মন্ত্রসমূহ) আছে—হিরণ্ময় অর্থাৎ সুবর্ণময় বস্তুর ন্যায় উজ্জ্বল—স্বাভাবিক চৈতন্য-জ্যোতিঃসম্পন্ন, একহংস—একাকীই গমন করে বলিয়া—একহংস, অর্থাৎ একই আত্মা জাগ্রৎ, স্বপ্ন, ইহলোক ও পরলোকাদি স্থানে গমন করে বলিয়া 'একহংস'-পদবাচ্য পুরুষ (জীব) স্বপ্নাবস্থা দ্বারা শরীরকে প্রহত—নিশ্চেষ্টভাবাপন্ন করিয়া, অথচ স্বভাবসিদ্ধ দর্শনশক্তি প্রভৃতি গুণগুলি অবিলুপ্ত থাকায় নিজে সুপ্ত না হইয়া, সুপ্ত বিষয়-সমূহকে—স্বীয় অন্তঃকরণবৃত্তি আশ্রয় করিয়া বাসনারূপে অভিব্যক্ত, অথচ নিজ নিজ স্বরূপে অনভিব্যক্ত বাহ্য ও আধ্যাত্মিক সমস্ত বিষয়রাশি অবিলুপ্ত স্বীয় জ্ঞানশক্তিপ্রভাবে দর্শন করিয়া থাকে, অর্থাৎ সেই সমস্ত বাসনাময় বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকে (১)। আবার শুক্র শুভ্র (উজ্জ্বল) জ্যোতির্ম্ময় ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিচয় গ্রহণ করিয়া কর্ম্ম করিবার জন্য পুনশ্চ জাগ্রৎ অবস্থায় আগমন করিয়া থাকে ॥ ২৬২ ॥ ১১

প্রাণেন রক্ষন্নবরং কুলায়ং বহিষ্কুলায়াদমৃতশ্চরিত্বা। স ঈয়তেঽমৃতো যত্র কামং হিরণ্ময়ঃ পুরুষ একহংসঃ ॥ ৬৩॥১২॥

অন্বয়ার্থঃ। অমৃতঃ (মরণধর্ম্মা) একহংসঃ সঃ হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ (জীবঃ) প্রাণেন (পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকেন) অবরং (নিকৃষ্টং মলমূত্রাস্থনেকাশুচি-ময়ত্বাৎ অশুদ্ধম্) কুলায়ং (বাসনীড়ং শরীরং) রক্ষন্ (পরিপালয়ন্), [স্বয়ং] অমৃতঃ (মরণরহিতঃ—স্বরূপেণ বর্ত্তমান এব) কুলায়াৎ (শরীরাৎ) বহিঃ (পরিত্যাগা শরীরে অনাসক্তঃ) অমৃতঃ (স্বয়ম্ অবিকৃত এব তিষ্ঠন্) যত্র (যত্র যত্র বিষয়ে কামং অভিলাষঃ), [তত্র তত্র] ঈয়তে (গচ্ছতি) ॥২৬৩॥১২॥

মূলানুবাদ। মরণরহিত একহংস সেই হিরণ্ময় পুরুষ পঞ্চ-বৃত্তিবিশিষ্ট প্রাণ দ্বারা, নিকৃষ্ট বাসস্থান শরীরকে রক্ষা করত নিজে

(১) তাৎপর্য্য—জীব জাগরণ সময়ে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সমুদয় বিষয় উপভোগ বা সম্পাদন করে, সে সমুদয়ের সূক্ষ্ম সংস্কাররাশি হৃদয়পটে থাকিয়া যায়, কিন্তু সে সমুদয় সংস্কার নিজ নিজ কার্য্য হইতে বিরত থাকায়, অথবা জাগ্রৎব্যাপারের ন্যায় স্পষ্টতঃ উপলব্ধি না হওয়ায় এখানে 'সুপ্ত' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মচৈতন্যরূপী জীবের চৈতন্য কখনও বিলুপ্ত হয় না; এই জন্য মন্ত্রদ্রষ্টা জীবকে 'অসুপ্ত' বলা হইয়াছে; বিশেষতঃ জীবচৈতন্য যদি সুপ্ত—লুপ্তচৈতন্য হইত, তাহা হইলে স্বপ্নদৃষ্টবস্তু দেখিত কে?।

শরীরের বাহিরে বিচরণ করিয়া অর্থাৎ শরীরে অনাসক্তভাবে অবস্থান করিয়া, যেখানে ইচ্ছা, সেখানে গমন করে ॥২৬২॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তথা প্রাণেন পঞ্চবৃত্তিনা, রক্ষন্ পরিপালয়ন্, অন্যথা মৃতভ্রান্তিঃ স্যাৎ; অবরং নিকৃষ্টম্ অনেকাশুচিসঙ্ঘাতত্বাদত্যন্তবীভৎসম্, কুলায়ং নীড়ং শরীরম্, স্বয়ং তু বহিরমৃতঃ কুলায়াৎ, চরিত্বা—যদ্যপি শরীরস্থ এব স্বপ্নং পশ্যতি, তথাপি তৎসম্বন্ধাভাবাৎ তৎস্থ ইব আকাশঃ বহিশ্চরিত্বে-ত্যুচ্যতে; অমৃতঃ স্বয়মমরণধর্মা, ঈয়তে গচ্ছতি। যত্র কামম্ যত্র যত্র কামঃ বিষয়েষু উদ্ভূতবৃত্তির্ভবতি, তং তং কামং বাসনারূপেণোদ্ভূতং গচ্ছতি ॥ ২৬৩ ॥ ১২ ॥

টীকা। অবরম্ [illegible] প্রাণেন শরীরস্য [illegible] মৃতভ্রান্তিঃ [illegible] শরীরস্য [illegible] তৎসম্বন্ধাভাবাৎ [illegible] বহিশ্চরিত্বা—তৎস্থ ইত্যাদি। ৬০। ১২।

ভাষ্যানুবাদ। সেইরূপ [উক্ত আত্মা] প্রাণাদি পঞ্চপ্রকার বৃত্তিবিশিষ্ট প্রাণ দ্বারা অবর নিকৃষ্ট অর্থাৎ অনেক প্রকার অশুচিদ্রব্যসমবায়ে সমুৎপন্ন বলিয়া অত্যন্ত বীভৎস কুলায়কে—জীব পক্ষীর বাসস্থান শরীরকে রক্ষা করিয়া(১) থাকে; (আত্মা শরীর ত্যাগ করিলে) লোকের মৃতভ্রান্তি উৎপন্ন হইত; অথচ নিজে এই শরীরের বাহিরে বিচরণ করিয়া এবং নিজে মৃত্যুরহিত থাকিয়া—যেখানে কামনা অর্থাৎ যে যে বিষয়ে তাহার মনোবৃত্তি বা অভিলাষ উৎপন্ন হয়, পূর্বসংস্কার স্বরূপে প্রাদুর্ভূত সেই সেই বিষয়ে গমন করিয়া থাকে। আত্মা যদিও শরীরমধ্যে থাকিয়াই স্বপ্ন দর্শন করে সত্য, তথাপি আকাশ যেরূপ শরীরে থাকিয়াও শরীরে থাকে

(১) তাৎপর্য্য—শরীরের বীভৎসতা অন্যত্র শাস্ত্রকথায় অভিহিত হইয়াছে। যথা—

"স্থানাদ্বীজাদুপষ্টম্ভান্নিঃস্যন্দান্নিধনাদপি।

কায়মাধেয়শৌচত্বাৎ পণ্ডিতা হ্যশুচিং বিদুঃ॥"

(পাতঞ্জলদর্শনের বাচস্পতিমিশ্রকৃত টীকা)

নিম্নলিখিত কারণে পণ্ডিতগণ এই স্থূল শরীরকে অশুচি বলিয়া মনে করেন। উৎপত্তিস্থান জননী জরায়ু; বীজ—শুক্র শোণিত; উপষ্টম্ভ—অস্থি প্রভৃতি; নিঃস্যন্দ—মল মূত্রাদি নিঃসরণ; এবং নিধন—মৃত্যু; উক্ত অবস্থা ও বস্তু সাক্ষাৎ বা পরম্পরাসম্বন্ধে অপবিত্রতার কারণ; অতএব স্থূল শরীর কখনই উৎকৃষ্টের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া থাকিতে পারে না; এই জন্য বীভৎস।

না—নির্লিপ্ত, সেইরূপ সে সময়ে দেহের সহিত আত্মার অভিমানাত্মক সম্বন্ধ থাকে না বলিয়া "বহিশ্চরিত্বা" বলা হইয়াছে ॥ ২৬৩ ॥ ১২ ॥

স্বপ্নান্ত উচ্চাবচমীয়মানো রূপাণি দেবঃ কুরুতে বহুনি। উতেব স্ত্রীভিঃ সহ মোদমানো জক্ষদুতেবাপি ভয়ানি পশ্যন্ ॥ ১৩ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। দেবঃ (দ্যুতিমান্ জীবঃ) স্বপ্নান্তে (স্বপ্নস্থানে) উচ্চাবচম্ (উচ্চং উৎকৃষ্টং দেবাদিভাবম্, অবচং অপকৃষ্টং পশ্বাদিভাবম্) ঈয়মানঃ (প্রাপ্নুবন্ সন্) স্ত্রীভিঃ সহ উত মোদমানঃ (প্রীতিম্ অনুভবন্) ইব (ইবশব্দঃ অবাস্তবত্বদ্যোতকঃ), জক্ষৎ উত অপি—বয়স্যৈরপি সহ হসন্) ইব, তথা ভয়ানি (ভয়ানকানি) অপি পশ্যন্ [ইব] বহুনি রূপাণি (দৃশ্যানি) কুরুতে (নির্মিমীতে) ॥ ২৬৪ ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ। স্বতঃ প্রকাশসম্পন্ন জীব স্বপ্নসময়ে উত্তমাধম বিবিধ রূপ ধারণ করত [কখনও] যেন রমণীগণের সহিত আমোদই করিয়া থাকে; [কখনও] যেন [বয়স্যগণের সঙ্গে] হাস্যই করিয়া থাকে; [আবার কখনও] যেন ভয়ানক ব্যাঘ্রাদি দর্শন করে; এইরূপে বহুপ্রকার দৃশ্য বস্তু নির্মাণ করিয়া থাকে ॥ ২৬৪ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ, স্বপ্নান্তে স্বপ্নস্থানে, উচ্চাবচম্ উচ্চং দেবাদিভাবম্, অবচং তির্যগাদিভাবং নিকৃষ্টম্, তদুচ্চাবচং, ঈয়মানঃ গম্যমানঃ প্রাপ্নুবন্, রূপাণি, দেবঃ দ্যোতনাবান্, কুরুতে নির্বর্তয়তি—বাসনারূপাণি বহুনি অসংখ্যেয়ানি। উত অপি, স্ত্রীভিঃ সহ মোদমান ইব, জক্ষদিব হসন্নিব বয়স্যৈঃ; উত ইব অপি ভয়ানি—বিভেত্যেভ্য ইতি ভয়ানি—সিংহব্যাঘ্রাদীনি পশ্যন্নিব ॥ ২৬৪ ॥ ১৩ ॥

টীকা। স্বপ্নস্থং বিশেষয়ন্নাহ কিঞ্চেতি। উচ্চাবচং বিবক্ষিত্বা তেন তেনা-ত্মনা দেবৈরিব স্বয়ং গম্যমান ইতি যাবৎ ॥ ২৬৪ ॥ ১৩

ভাষ্যানুবাদ। আর চ দেব— স্বাভাবিক প্রকাশসম্পন্ন জীব স্বপ্নান্তে অর্থাৎ স্বপ্নসময়ে উচ্চাবচ -উচ্চ অর্থ -উৎকৃষ্ট দেবতাদিরূপ, অবচ অর্থ নিকৃষ্ট পশু পক্ষি প্রভৃতি ভাব প্রাপ্ত করত বাসনাময় (ভাবনাত্মক) বহু অসংখ্য দৃশ্য বস্তু সম্পাদন করিয়া থাকে। [তাহাই বিশেষ করিয়া প্রদর্শন করিতেছেন—] যেন রমণীগণের সহিত আমোদই অনুভব করে, যেন

বন্ধুবর্গের সঙ্গে হাস্যই করে, এবং যেন বহুবিধ ভয় অর্থাৎ যাহাদিগের নিকট হইতে ভয় হয়, সেই সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি অবলোকন করে ॥২৬৪॥১৩॥

আরামমস্য পশ্যন্তি ন তং পশ্যতি কশ্চনেতি। তং নায়তং বোধয়েদিত্যাহুঃ। দুর্ভিষজ্যং হাস্মৈ ভবতি যমেষ ন প্রতিপদ্যতে। অথো খল্বাহুর্জাগরিতদেশ এবাস্যৈষ ইতি, যানি হ্যেব জাগ্রৎ পশ্যতি তানি সুপ্ত ইতি, অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবতি; সোঽহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায় ব্রূহীতি ॥ ৪।৩ ।১৪॥

অন্বয়ার্থঃ। অস্য (আত্মনঃ) আরামং (বাসনাসম্পাদিতাং ক্রীড়াং ব্যাপারমাত্রং) পশ্যন্তি [সর্ব্বে জনাঃ], কশ্চন (কশ্চিদপি) তং (আত্মানং) ন পশ্যতি (আত্মনঃ বিবিক্তং রূপং ন জানাতীত্যর্থঃ) ইতি। [অস্যার্থে লোকপ্রসিদ্ধিমাহ— তং (সুপ্তং পুরুষং) আয়তং (সহসা) ন বোধয়েৎ (জাগরিতং কুর্য্যাৎ) ইতি আহুঃ কথয়ন্তি চিকিৎসকাদয়ঃ। অত্র হেতুমাহ] এষঃ (আত্মা) যং ইন্দ্রিয়দ্বারদেশং ন প্রতিপদ্যতে (যদি কদাচিৎ ত্বরয়া প্রবোধ্যমানঃ আত্মা ইন্দ্রিয়াণি স্বস্বগোলকদেশং ন প্রবেশয়েৎ, বিপর্য্যয়েণ বা প্রবেশয়েৎ, তদা) অস্মৈ (অস্য জনায়) দুর্ভিষজ্যং (দুষ্করং ভিষক্-কর্ম্ম) ভবতি হ (প্রসিদ্ধৌ. দুঃখেন চিকিৎসনীয়োঽন্ধো বধিরো ভবতীতি ভাবঃ)। অথো (অপি) খলু (প্রসিদ্ধৌ) আহুঃ (কথয়ন্তি) [জনাঃ]—অস্য (সুপ্তস্য) এষঃ বর্ত্তমানঃ জাগরিতদেশঃ এব (জাগরিতো যো দেশঃ, স এব অস্য দেশ ইত্যর্থঃ);—পুরুষঃ জাগ্রৎ (প্রবুদ্ধঃ সন্) যানি (বস্তূনি) এব হি পশ্যতি, সুপ্তঃ (নিদ্রিতঃ সন্) তানি তৎসংস্কারপ্রসূতানি (বস্তূনি এব) [পশ্যতি]; অত্র (স্বপ্নদশায়াং) অয়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ ভবতি ইতি। [এবং প্রবোধ্যমানঃ জনকঃ যাজ্ঞবল্ক্যমাহ—] সঃ (এবং প্রবোধিতঃ) অহং ভগবতে পূজনীয়ায় তুভ্যং সহস্রং দদামি; অতঃ ঊর্দ্ধং (অতঃপরং) বিমোক্ষায় (মোক্ষোপায়ং) ব্রূহি (কথয়) ইতি ॥২৬৫॥১৪॥

মূলানুবাদ। সাধারণ লোকে এই আত্মার আরাম অর্থাৎ চেষ্টামাত্রই দর্শন করিয়া থাকে, কিন্তু কেহই ইহার স্বরূপ দর্শন করে না। চিকিৎসকগণ বলিয়া থাকেন যে, নিদ্রিত ব্যক্তিকে হঠাৎ

জাগরিত করিবে না; কারণ, ঐরূপ হইলে, আত্মা যে যে ইন্দ্রিয়কে যে যে স্থান হইতে আহরণ করিয়া নিদ্রিত হইয়াছিল, সহসা জাগরণের দরুণ যদি দেবাৎ সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে নিজ নিজ স্থানে প্রেরণ করিতে না পারে, তাহা হইলে শরীরে অপ্রতিক্রিয় রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

লোকে আরও বলিয়া থাকে . . এই সুপ্ত ব্যক্তির যে, এই স্বপ্নস্থান, ইহা জাগরিতদেশই বটে, অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায় যে বিষয় যেরূপভাবে দর্শন করিয়াছে, এখন ঠিক সেই প্রভাবে সেই সমস্ত বিষয়ই অনুভব করিতেছে; এই স্বপ্নাবস্থায় পুরুষ স্বয়ংজ্যোতিরূপে প্রকাশ পায়। [এইরূপ উপদেশ লাভে পরিতুষ্ট জনক মহারাজ যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন—] আপনার নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত আমি পূজনায় আপনাকে সহস্র সহস্রসংখ্যক গো বা স্বর্ণমুদ্রা দান করিতেছি, অতঃপর মোক্ষলাভের উপায় উপদেশ করুণ ইতি ॥২৬৫॥১৪॥

শাং ভাষ্যম্। আরামম্ আরমণম্ আক্রীড়াম্ অনেন নির্ম্মিতাং বাসনারূপাম্, অস্যাত্মনঃ পশ্যন্তি সর্ব্বে জনাঃ—গ্রামং নগরং স্ত্রিয়ম্ অন্নাদ্যমিত্যাদি বাসনানির্ম্মিতম্ আক্রীড়নরূপম্; ন তং পশ্যতি তং ন পশ্যতি কশ্চন! কষ্টং ভো বর্ত্ততে অত্যন্ত-বিবিক্তং দৃষ্টিগোচরাপন্নমপি—অহো ভাগহীনতা লোকস্য! যং শক্যদর্শনমপি আত্মানং ন পশ্যতি, ইতি লোকং প্রতি অনুক্রোশং দর্শয়তি শ্রুতিঃ। অত্যন্তবিবিক্তঃ স্বয়ং জ্যোতিরাত্মা স্বপ্নে বর্ত্তত ইত্যভিপ্রায়ঃ। ১

তং নায়তং বোধয়েদিত্যাহুঃ প্রসিদ্ধমপি লোকে বিদ্যতে—স্বপ্নে আত্মজ্যোতিষো ব্যতিরিক্তত্বে। কাসৌ? আয়তং সুপ্তম্, আয়তং সহসা ভৃশং, ন বোধয়েৎ—ইত্যাহুঃ এবং কথয়ন্তি চিকিৎসকাদয়ো জনা লোকে নূনং তে পশ্যন্তি জাগ্রদ্দেহাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারতোঽপসৃত্য কেবলো বাহ্যবর্ত্তত ইতি, যত আহুঃ—তং নায়তং বোধয়েদিতি। তত্র চ দোষং পশ্যন্তি—ভৃশং হ্যসৌ বোধ্যমানঃ তানীন্দ্রিয়দ্বারাণি সহসা প্রতিবোধ্যমানঃ ন প্রতিপদ্যত ইতি। তদেতদাহ দুর্ভিষজ্যং হাস্মৈ ভবতি—যমেষ ন প্রতিপদ্যত ইতি। যম্ ইন্দ্রিয়দ্বারদেশম্—যস্মাদ্দেশাৎ শুক্রমাদায়াপসৃতঃ, তমিন্দ্রিয়দেশম্, এষ আত্মা পুনর্ন প্রতিপদ্যতে, কদাচিদ্ ব্যত্যাসেনেন্দ্রিয়মাত্রাঃ প্রবেশয়তি, তত আন্ধ্যবাধির্য্যা-

তদেতদাহেত্যাদিনা। পুনরপ্রতিপত্তৌ দোষপ্রসঙ্গং দর্শয়তি—কদাচিদিতি। বাহ্যাসম্প্রবেশস্য কার্য্যং দর্শয়ন্ ভুক্তিবৈদ্যাদিত্যাদি ব্যাচষ্টে—তত্র ইতি। উক্তাং প্রসিদ্ধিমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। ২

স্বপ্নমনূদ্য মতান্তরমুত্থাপয়তি—অথো খল্বিত্যাদিনা। ইতিশব্দো যস্মাদর্থে। তদেব মতান্তরং স্ফোরয়তি—সেত্যাদিনা। উক্তমঙ্গীকৃত্য ফলং পৃচ্ছতি—যদ্যেবমিতি। স্বপ্নো জাগরিতদেশ ইত্যেবং যদীষ্যতে কিং স্যাদিতি প্রশ্নার্থঃ। ফলং প্রতিজ্ঞায় প্রকটয়তি—শৃণ্বিতি। মতান্তরোপন্যাসস্য স্বমতবিরোধিত্বমাহ—ইত্যত্র ইতি। স্বপ্নস্য জাগ্রদ্দশাত্বং দূষয়তি—তদসদিতি। তত্র জাগ্রদ্দেশত্বাভাবে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। স্বপ্নে বাহ্যজ্যোতিঃসম্ভবো নাস্তীত্যত্র প্রমাণমাহ—তদুক্তমিতি। বাহ্যজ্যোতিরভাবেঽপি স্বপ্নে ব্যবহারদর্শনাত্তত্র স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বমাত্মনস্তু যথাকামিদ্ধ্যমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। ৩

কথং পুনর্বিদ্যায়াঃ মুক্তয়াঃ নহস্রদানবচনমিত্যাশঙ্ক্য বৃত্তং কীর্ত্তয়তি—স্বয়ং জ্যোতিরিতি। মৃত্যোঃ রূপাণ্যতিক্রামতীত্যত্র চ কার্য্যকরণব্যতিরিক্তত্বমাত্মনো দর্শিতমিত্যাহ—অতিক্রামতীতি। লোকদ্বয়সঞ্চারেণাপ্যুক্তমনুবদতি—ক্রমেণেতি। আদিশব্দস্তদ্দেহাদিবিষয়ঃ। স্থানদ্বয়সঞ্চারেণাপ্যুক্তমনুবদতি—তথেতি। ইহলোকপরলোকাভ্যামিবেতি যাবৎ। লোকদ্বয়ে স্থানদ্বয়ে চ ক্রমসঞ্চারমনূক্তবর্দ্ধাশ্রয়মাহ—তত্র চেতি। আত্মনঃ স্বয়ং জ্যোতিষো দেহাদিব্যতিরিক্তস্য নিত্যস্য জ্ঞাপিতত্বাদিতি তচ্ছব্দার্থঃ। কামপ্রশ্নস্য নির্ণীতত্বাদিমোক্ষং ব্রূহীতি শঙ্কাং বারয়তি—বিমোক্ষশ্চেতি। মোক্ষাবোধস্য হেতুরিতি যাবৎ। নত্ব স এব প্রাগুক্তো নাসৌ বক্তব্যোঽস্তি, তত্রাহ—তদুপযোগীতি। অথানন্তরপ্রশ্নপ্রত্যুক্তিঃ। তাদর্থ্যং পদার্থজ্ঞানস্য বাক্যার্থজ্ঞানশেষত্বমিতি যাবৎ। পদার্থস্য বাক্যার্থবিষয়ত্বং স্ফুটয়তি—তদেকদেশ এবেতি। কামপ্রশ্নো নাদ্যাপি নির্ণীত ইত্যত্রোক্তবাক্যং সমর্থয়িতুমাহ—অত ইতি। কামপ্রশ্নস্যানির্ণীতত্বাদিতি যাবৎ। তেনাপেক্ষিতেন হেতুনেত্যর্থঃ। বিমোক্ষশব্দস্য সম্যগ্জ্ঞানবিষয়ত্বং স্ফুটয়তি—যেনেতি। সম্যগ্জ্ঞানপ্রাপ্তৌ গুরুপ্রসাদস্য প্রাধান্যং দর্শয়তি—তৎপ্রসাদাদিতি। নত্ব বিমোক্ষপদার্থো নির্ণীতোঽন্যথা সহস্রদানমাকস্মিকং প্রসজ্যেত চ আহ—বিমোক্ষেতি। ২৬৫। ১৪।

ভাষ্যানুবাদ। এই আত্মার আরাম—অর্থাৎ জাগ্রৎসংস্কার-সমুৎপন্ন ক্রীড়া—গ্রাম, নগর, স্ত্রী বা ভোজনীয় অন্ন প্রভৃতি রূপ ক্রীড়ন বা বিলাসমাত্র সকল লোকে অবলোকন করিয়া থাকে, কিন্তু কেহই তাহাকে দর্শন করে না। এই উপলক্ষে শ্রুতি জনসাধারণকে লক্ষ্য করিয়া খেদ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—অহো বড়ই কষ্ট—লোকসমূহ বড়ই ভাগ্যহীন! অত্যন্ত বিবিক্ত বা বিশুদ্ধরূপে দৃষ্টিগোচরে উপস্থিত হইলেও—দর্শনযোগ্য

হইলেও আত্মাকে যে, দর্শন করে না, ইহা ভাগ্যহীনতারই লক্ষণ। অভিপ্রায় এই যে, স্বপ্নসময়ে আত্মা অন্তঃকরণাদি হইতে পৃথক্ হইয়া স্বয়ংজ্যোতিঃ-স্বরূপে প্রকাশিত হয়। ১

'তং ন আয়তং বোধয়েৎ'—ইত্যাহুঃ ইতি। স্বপ্নসময়ে আত্মজ্যোতিঃ যে, অপর সমস্ত হইতে পৃথক্ হইয়া থাকে, এবিষয়ে লোকপ্রসিদ্ধিও আছে। সেই লোকপ্রসিদ্ধিটী কি? সংসারে চিকিৎসক প্রভৃতি অভিজ্ঞ লোকেরা এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, তাহাকে—সুপ্ত পুরুষকে সহসা যেন জাগরিত করিবে না, অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে জাগরিত করিবে। যেহেতু তাঁহারা এইরূপ বলেন, [সেই হেতু বেশ বুঝা যায় যে,] সুপ্ত পুরুষ জাগ্রদ্দেহ হইতে চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গোলকস্থান হইতে সরিয়া বাহিরে থাকে, অর্থাৎ তখন ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারের সহিত তাহার সম্পর্ক থাকে না; এই কারণেই তাঁহারা বলেন যে, হঠাৎ একেবারে জাগরিত করিবে না। তাহাতে যে, কি অনিষ্ট হয়, তাহাও তাঁহারা দেখিতে পান—হঠাৎ একেবারে জাগরিত করিলে সুপ্ত পুরুষ অত সত্বর যথাযথভাবে ইন্দ্রিয়স্থানসমূহ—ইন্দ্রিয়ের গোলকসমূহ প্রাপ্ত না হইতে পারে; এই অভিপ্রায়েই 'দুর্ভিষজ্যং হাস্মৈ ভবতি', ইত্যাদি বাক্যে বিবৃত করা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ের যে দ্বারদেশকে, অর্থাৎ স্বপ্নারম্ভসময়ে যে স্থান হইতে ঐন্দ্রিয়িক শক্তি লইয়া সরিয়া পড়ে, ক্ষিপ্রতাবশতঃ ইন্দ্রিয়েরা সেই প্রবেশপথ প্রাপ্ত না হইতে পারে, অথবা সময়বিশেষে বিপরীতভাবেও (এক ইন্দ্রিয়পথে অপর ইন্দ্রিয়কেও) প্রবেশিত করিতে পারে; তাহার ফলে অন্ধতা ও বধিরতা প্রভৃতি রোগ প্রাপ্তির সম্ভাবনা হয়, এবং তখন সেই দেহের চিকিৎসা অতিশয় কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে; অতএব লোকপ্রসিদ্ধি অনুসারেও স্বপ্নসময়ে আত্মার স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপত্ব প্রতীত হইতেছে। বিশেষতঃ জীব স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুসম্বন্ধ বা দেহাভিমান অতিক্রম করে; সেই কারণেও আত্মা স্বপ্নে স্বয়ংজ্যোতিঃ হইয়া থাকে। ২

অপর পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন—ইহার (সুপ্ত পুরুষের) এই যে দেশ (স্বপ্নাবস্থা), ইহা জাগরিতদেশই বটে—অর্থাৎ সন্ধ্য স্বপ্নাবস্থাটী ইহলোক ও পরলোক হইতে অতিরিক্ত স্বতন্ত্র কোন অবস্থা নহে, তবে কি না, ইহা ইহলোকই বটে অর্থাৎ জাগ্রৎ অবস্থায় যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা লইয়াই স্বপ্ন; [এই জন্য ইহাকে জাগরিতদেশ বলা হইয়াছে]। ভাল, এইরূপই যদি হয়, তাহাতেই বা কি হয়? হাঁ, ইহাতে যাহা হয়, শ্রবণ কর—এই স্বপ্ন যদি

জাগরিতদেশই হয়, তাহা হইলে এই আত্মা তখনও দেহেন্দ্রিয়াদির সম্বন্ধ-রহিত হইতে পারে না, পরন্তু সে সমুদয়ের সহিত মিশ্রিতই থাকিতে পারে; সুতরাং তৎকালেও আত্মা স্বয়ং জ্যোতিঃ নহে; এইরূপে আত্মার স্বয়ং জ্যোতিঃ-স্বভাবত্ব খণ্ডনের নিমিত্ত অপর পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, আত্মার যে, এই স্বপ্ন, ইহা জাগরণেরই অন্তর্গত (স্বতন্ত্র অবস্থা নহে)। তাহারা একথার অনুকূলে এইরূপ হেতুও প্রদর্শন করিয়া থাকেন যে, যেহেতু সাধারণ লোকে জাগ্রৎঅবস্থায় হস্তী প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ অবলোকন করে, স্বপ্নসময়েও ঠিক সেই সমস্ত পদার্থই দর্শন করিয়া থাকে, তদতিরিক্ত কেহ কোনও পদার্থ দর্শন করে না। না—এ কথা উত্তম কথা নহে; যেহেতু তখন ইন্দ্রিয়গণ বিরতব্যাপার হয়; ইন্দ্রিয়সমূহ যখন স্ব স্ব কার্য্য হইতে বিরত বা নিবৃত্ত হয়, তখনই লোকে স্বপ্ন দর্শন করে; কাজেই সে সময় [চক্ষুরাদি] অপর কোনও জ্যোতির সম্বন্ধ থাকা সম্ভব হয় না। 'সেখানে রথ নাই, রথযোগ নাই' ইত্যাদি বাক্যেও এ কথাই উক্ত হইয়াছে। এই সমস্ত কারণে বলিতে হইবে যে, এ সময় আত্মা নিশ্চয়ই স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ হয়। ৩

উক্ত স্বপ্নাবস্থার উদাহরণ দ্বারা স্বয়ং জ্যোতিঃ আত্মার অস্তিত্ব প্রদর্শিত হইল, এবং তৎকালে যে, কর্ম্মময় মৃত্যুর অধিকার অতিক্রম করে, তাহাও প্রদর্শিত হইল। একই আত্মা ক্রমশঃ ইহলোক ও পরলোকে সঞ্চরণ করিলেও ইহলোক ও পরলোক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্; অধিকন্তু ক্রমশঃ বিভিন্ন অবস্থায় সঞ্চরণ করে বলিয়া নিত্যও বটে; এই তত্ত্ব [যাজ্ঞবল্ক্য] জনককে বুঝাইয়া দিলেন। এই কারণে জনক মহারাজ প্রাপ্ত বিদ্যার মূল্য স্বরূপ সহস্র সুবর্ণ দানে প্রস্তুত হইয়া বলিলেন—ভগবন্, আপনার নিকট হইতে আমি যথোক্ত প্রকার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, পূজনীয় আপনাকে সহস্র দান করিতেছি। মুক্তিই আমার অভিলষিত প্রশ্ন; আপনি যাহা যাহা বলিয়াছেন, সে সমুদয়ও মোক্ষলাভেরই উপযোগী; সুতরাং আমার অভিলষিত প্রশ্নেরই একদেশ বা অংশ মাত্র; অতএব আপনাকে অনুরোধ করিতেছি যে, আমি যাহাতে সমস্ত কামপ্রশ্ন শ্রবণে মোক্ষ লাভ করিতে পারি, আপনার অনুগ্রহে যাহাতে সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারি, অতঃপর সেই মোক্ষ তত্ত্বই বলুন। জনক মহারাজ যে, সহস্র দান করিতেছেন; [বুঝিতে হইবে] মুক্তি পদার্থের একাংশ নির্ণয়ই তাহার হেতু, অর্থাৎ কামপ্রশ্নের একাংশ নিরূপণ করাতেই জনকমহারাজ সহস্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন॥২৬৫॥১৪॥

আভাস ভাষ্যম্। যৎ প্রস্তুতম্ আত্মৈবাস্য জ্যোতিরিত্যাত্ম-ইতি, তৎ প্রত্যক্ষতঃ প্রতিপাদিতম্—অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবতি ইতি স্বপ্নে। যত্তূক্তম্—স্বপ্নো ভূত্বেমং লোকমতিক্রামতি মৃত্যো রূপাণি ইতি, তত্রৈ-তদাশঙ্ক্যতে—মৃত্যো রূপাণ্যেবাতিক্রামতি, ন মৃত্যুম্; প্রত্যক্ষং হ্যেতৎ—স্বপ্নে কার্য্যকরণব্যাবৃত্তস্যাপি ভয়ত্রাসাদিদর্শনম্; তস্মান্নূনং নৈবায়ং মৃত্যুমতি-ক্রামতি; কর্ম্মণো হি মৃত্যোঃ কার্য্যং ভয়ত্রাসাদি দৃশ্যতে; যদি চ মৃত্যুনা বদ্ধ এবায়ং স্বভাবতঃ, ততো বিমোক্ষো নোপপদ্যতে, ন হি স্বভাবাৎ কশ্চিদ্বি-মুচ্যতে। অথ স্বভাবো ন ভবতি মৃত্যুঃ, ততস্তস্মান্মোক্ষ উপপদ্যতে; যথাসৌ মৃত্যুরাত্মীয়ো ধর্ম্মো ন ভবতি, তথা প্রদর্শনায় অত ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায় ব্রূহীত্যেবং জনকেন পর্য্যনুযুক্তো যাজ্ঞবল্ক্যস্তদ্দিদর্শয়িষয়া প্রববৃতে—

টীকা। উত্তরকণ্ডিকাবতারার্থং বৃত্তং কীর্ত্তয়তি—যৎপ্রস্তুতমিতি। আত্মৈব জ্যোতিরিত্যাত্মনঃ স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বং প্রতিজ্ঞাতং, তদত্রায়মিত্যাদিনা প্রত্যক্ষতঃ স্বপ্নে প্রতিপাদিতমিত্যর্থঃ। বৃত্তমনূদ্য চোদ্যমুত্থাপয়তি—যত্তূক্তমিতি। মৃত্যু-নাতিক্রামতীত্যত্র হেতুমাহ—প্রত্যক্ষং হীতি। ইষ্টাপত্তিনিরাসার্থঃ। তথাপি কুতো মৃত্যুং নাতিক্রামতীত্যত আহ—তস্মাদিতি। কার্য্যস্য কারণমন্তরেণানুপপত্তে-রিতি যাবৎ। উক্তমুপপাদয়তি—কর্ম্মণো হীতি। অতঃ স্বপ্নং গতো মৃত্যুং কর্ম্মাখ্যং নাতিক্রামতীতি শেষঃ। মা তর্হি মৃত্যোরতিক্রমো ভূৎ, কো দোষঃ, তত্রাহ—যদি চেতি। স্বভাবাদপি মৃত্যোর্বিমুক্ত্যনুপপত্তেঃ—ন হীতি। উক্তং হি—

"ন হি স্বভাবো ভাবানাং ব্যাবর্ত্তেতৌষ্ণ্যবদ্ রবেঃ" ইতি।

কথং তর্হি মোক্ষোপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—অথেতি। এষা চ শঙ্কা প্রাগেব রাজ্ঞা কৃতেতি দর্শয়ন্নুত্তরমুত্থাপয়তি—যথেত্যাদিনা। তদ্দিদর্শয়িষয়েত্যত্র মৃত্যোরতিক্রমণং গৃহ্যতে।

আভাসভাষ্যানুবাদ। ইতঃ পূর্ব্বে "আত্মৈবাস্য জ্যোতিঃ আস্তে" বলিয়া যে কথার অবতারণা করা হইয়াছিল; স্বপ্নাবস্থা অবলম্বন করিয়া "অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্ভবতি" ইত্যাদি বাক্যে তাহা প্রত্যক্ষের সাহায্যে প্রতিপাদন করা হইয়াছে; অতঃপর আশঙ্কা হইতেছে যে, 'জীব স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যু রূপ কর্ম্মসমূহ অতিক্রম করে', এই বাক্যে কেবল মৃত্যুর রূপসমূহ অতিক্রমণ করিবার কথাই কথিত হইয়াছে, কিন্তু মৃত্যু অতিক্রমের কোন কথা বলা হয় নাই। আর প্রত্যক্ষতও দেখা যায় যে, স্বপ্নসময়ে জীব দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত নির্লিপ্ত থাকিলেও, তখন তাহার হর্ষ, বিষাদাদি অবস্থা প্রকাশ পাইয়া থাকে; অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে যে,

জীব নিশ্চয়ই তখনও মৃত্যুকে অতিক্রম করে না। এখানে মৃত্যু অর্থ কর্ম্ম; হর্ষ বিষাদ প্রভৃতি অবস্থাগুলি যে, মৃত্যুরূপ কর্ম্মেরই ফল, তাহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। আর জীব যদি স্বভাবতই মৃত্যু দ্বারা আবদ্ধ হয়, তাহা হইলেও তাহার মুক্তির সম্ভাবনা থাকে না; মৃত্যু তাহার স্বভাবসিদ্ধ না হইলেই, মোক্ষ সম্ভবপর হয়; এই জন্য মৃত্যু যে জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইতে পারে না, তাহা প্রদর্শনার্থ জনক মহারাজ যাজ্ঞবল্ক্যকে অতঃপর মোক্ষোপদেশের জন্য নিয়োগ করিলে পর, যাজ্ঞবল্ক্য তাহা প্রদর্শন করিবার ইচ্ছায় প্রবৃত্ত হইলেন—

স বা এষ এতস্মিন্ সম্প্রসাদে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ। পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যাদ্রবতি স্বপ্নায়ৈব, স যত্তত্র কিঞ্চিৎ পশ্যত্যনন্বাগতস্তেন ভবত্যসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ ইতি, এবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য। সোঽহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায়ৈব ব্রূহীতি ॥ ২৬ ॥ ১৫ ॥

সম্বন্ধার্থঃ। ইদানীং [জনকাভিমতমোক্ষপ্রদর্শনার্থং যাজ্ঞবল্ক্য আহ— 'স বা এষঃ' ইতি। সঃ (স্বপ্নে স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপেণ প্রদর্শিতঃ) এষঃ (প্রকৃতঃ পুরুষঃ) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) এতস্মিন্ (যথোক্তে) সম্প্রসাদে (স্বপ্নে) রত্বা (প্রিয়সন্দর্শনেন রতিম্ অনুভূয়) চরিত্বা (অনেকধা বিহৃত্য) পুণ্যং চ পাপং চ (পুণ্যপাপফলং সুখদুঃখরূপম্) দৃষ্ট্বা (অনুভূয়) পুনঃ প্রতিন্যায়ম্ (স্বপ্নাগমনবৈপরীত্যক্রমেণ) প্রতিযোনি (যথাস্থানম্) স্বপ্নায় (স্বপ্নস্থানায়) এব আদ্রবতি (সম্যক্ গচ্ছতি)। সঃ (স্বপ্নদর্শী পুরুষঃ) তত্র (স্বপ্নে) যৎ কিঞ্চিৎ পশ্যতি, তেন (স্বপ্নকৃতশুভাশুভকর্ম্মফলেন) অনন্বাগতঃ (অসম্বদ্ধঃ) ভবতি। [কুতঃ?] হি (যতঃ) অয়ং পুরুষঃ অসঙ্গঃ (সদা পুণ্যপাপশূন্যঃ); ইতি [এবং প্রবোধিতঃ জনক আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, এতৎ এবম্ এব (ত্বয়া যদুক্তম্, তৎ তথৈবেত্যর্থঃ)। সঃ অহং ভগবতে (পূজনীয়ায় তুভ্যম্) সহস্রং দদামি; অতঃ ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায় এব ব্রূহি ইতি (ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ) ॥২৬॥১৫॥

মূলানুবাদ। সেই এই স্বয়ং জ্যোতিঃ পুরুষ উক্ত সংপ্রসাদ অবস্থায় (সুষুপ্তে) প্রিয়জনের সহিত রমণ ও পরিভ্রমণ করিয়া এবং পুণ্য ও পাপের ফল সুখদুঃখ উপভোগ করিয়া পুনঃ স্বপ্নসন্দর্শনের

উদ্দেশ্যে বিলোমক্রমে স্বস্থানাভিমুখে প্রতিগমন করে। স্বপ্নদর্শী পুরুষ স্বপ্নে যাহা কিছু দর্শন করে, (স্বপ্ন ত্যাগের সময়) তাহা দ্বারা লিপ্ত হয় না; কারণ, এই পুরুষ হইতেছে—অসঙ্গ বা নির্লেপ। একথা শুনিয়া জনক বলিলেন—হাঁ, যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা ঠিক সেই রূপই বটে। আমি মহাশয়কে সহস্র প্রদান করিতেছি; অতঃপর বিমুক্তির কথাই বলুন ॥ ২৩॥১৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স বৈ প্রকৃতঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ পুরুষ এষঃ, যঃ স্বপ্নে দর্শিতঃ; এতস্মিন্ সংপ্রসাদে—সম্যক্ প্রসীদত্যস্মিন্নিতি সম্প্রসাদঃ; জাগরিতে দেহেন্দ্রিয়ব্যাপারশতসন্নিপাতজং হিত্বা কালুষ্যং তেভ্যো বিপ্রমুক্তঃ ঈষৎ প্রসীদতি স্বপ্নে; ইহ তু সুষুপ্তে সম্যক্ প্রসীদতীত্যতঃ সুষুপ্তং সম্প্রসাদ উচ্যতে; "তীর্ণো হি তদা সর্ব্বান্ শোকান্" ইতি, "সলিল একো দ্রষ্টা" ইতি হি বক্ষ্যতি সুষুপ্তস্থমাত্মানম্; স বৈ এষ এতস্মিন্ সম্প্রসাদে ক্রমেণ সম্প্রসন্নঃ সন্ সুষুপ্তে স্থিত্বা। কথং সম্প্রসন্নঃ? স্বপ্নাৎ সুষুপ্তং প্রবিবিক্ষুঃ স্বপ্নাবস্থ এব, রত্বা রতিমনুভূয় মিত্রবন্ধুজনদর্শনাদিনা, চরিত্বা বিহৃত্য অনেকধা চরণফলং শ্রমমুপলভ্যেত্যর্থঃ; দৃষ্ট্বৈব ন কৃত্বেত্যর্থঃ, পুণ্যঞ্চ পুণ্যফলং, পাপঞ্চ পাপফলম্; ন তু পুণ্যপাপয়োঃ সাক্ষাদ্দর্শনমস্তীত্যুক্তদোষাৎ; তস্মান্ন পুণ্যপাপাভ্যামনুবদ্ধঃ; যো হি করোতি পুণ্যপাপে, স তাভ্যামনুবধ্যতে, ন হি দর্শনমাত্রেণ তদনুবদ্ধঃ স্যাৎ; তস্মাৎ স্বপ্নো দৃষ্ট্বা মৃত্যুমতিক্রামত্যেব, ন মৃত্যুরূপাণ্যেব কেবলম্; অতো ন মৃত্যোরাত্মস্বভাবত্বাশঙ্কা। ১

মৃত্যুশ্চেৎ স্বভাবোঽস্য, স্বপ্নেঽপি কুর্য্যাৎ; ন তু করোতি, স্বভাবশ্চেৎ ক্রিয়া স্যাৎ, অনির্ম্মোক্ষ্যৈব স্যাৎ; ন তু স্বভাবঃ, স্বপ্নে অভাবাৎ; অতো বিমোক্ষোঽস্যোপপদ্যতে মৃত্যোঃ পুণ্যপাপাভ্যাম্। ননু জাগরিতে অস্য স্বভাব এব,—ন, বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিকৃতং হি তৎ; তচ্চ প্রতিপাদিতং সাদৃশ্যাৎ "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" ইতি। তস্মাদেকান্তেনৈব স্বপ্নে মৃত্যুরূপাতিক্রমণাৎ ন স্বাভাবিকত্বাশঙ্কা অনির্ম্মোক্ষতা বা। ২

তত্র 'চরিত্বা' ইতি চরণফলং শ্রমমুপলভ্যেত্যর্থঃ। ততঃ সম্প্রসাদানুভবোত্তর-কালং পুনঃ প্রতিন্যায়ং যথান্যায়ং যথাগতম্—নিশ্চিত আয়ো ন্যায়ঃ; অয়নম্ আয়ঃ নির্গমনম্, পুনঃ পূর্ব্বগমনবৈপরীত্যেন যদাগমনং স প্রতিন্যায়ঃ,—পুনরাগচ্ছ-

তীত্যর্থঃ। প্রতিযোনি যথাস্থানম্; স্বপ্নস্থানাদ্ধি সুষুপ্তং প্রতিপন্নঃ সন্ যথাস্থানমেব পুনরাগচ্ছতীতি। প্রতিযোন্যাদ্রবতি স্বপ্নায়ৈব। ৩

ননু স্বপ্নে ন করোতি পুণ্যপাপে, তয়োঃ ফলমেব পশ্যতীতি কথমবগম্যতে? যথা জাগরিতে, তথা করোত্যেব স্বপ্নেঽপি, তুল্যং হ্যদর্শনমুভয়ত্র ; অত আহ—স আত্মা যৎকিঞ্চিৎ তত্র স্বপ্নে পশ্যতি পুণ্যপাপফলম্, অনন্বাগতঃ অননুবদ্ধঃ তেন দৃষ্টেন ভবতি, নৈবানুবদ্ধো ভবতীতি। যদি হি স্বপ্নে কৃতমেব তেন স্যাৎ, তেনানুবধ্যেত, স্বপ্নাদুত্থিতোঽপি সমন্বাগতঃ স্যাৎ ; ন চ তল্লোকে স্বপ্নকৃত-কর্ম্মণা অন্বাগতত্বপ্রসিদ্ধিঃ ; ন হি স্বপ্নকৃতেনাগসা আগস্কারিণমাত্মানং মন্যতে কশ্চিৎ ; ন চ স্বপ্নদৃশ আগঃ শ্রুত্বা লোকস্তং গর্হতি পরিহরতি বা ; অতোঽনন্বাগত এব তেন ভবতি ; তস্মাৎ স্বপ্নে কুর্ব্বন্নিবোপলভ্যতে ; ন ক্রিয়াঽস্তি পরমার্থতঃ। "উতেব স্ত্রীভিঃ সহ মোদমানঃ" ইতি শ্লোক উক্তঃ। আখ্যাতারশ্চ স্বপ্নস্য সহ ইবশব্দেনাচক্ষতে, হস্তিনোঽদ্য ঘটীকৃতা ধাবন্তীব ময়া দৃষ্টা ইতি, অতো ন তস্য কর্তৃত্বমিতি। ৪

কথং পুনরস্যাকর্তৃত্বমিতি,—কার্য্যকরণৈর্মূর্ত্তৈঃ সংশ্লেষো মূর্ত্তস্য, স তু ক্রিয়াহেতুর্দৃষ্টঃ। ন হি অমূর্ত্তঃ কশ্চিৎ ক্রিয়াবান্ দৃশ্যতে ; অমূর্ত্তশ্চাত্মা, অতোঽসঙ্গঃ ; যস্মাচ্চ অসঙ্গোঽয়ং পুরুষঃ, তস্মাদনন্বাগতস্তেন স্বপ্নদৃষ্টেন। অত এব ন ক্রিয়াকর্তৃত্বমস্য কথঞ্চিদুপপদ্যতে ; কার্য্যকরণসংশ্লেষেণ হি কর্তৃত্বং স্যাৎ ; স চ সংশ্লেষঃ সঙ্গোঽস্য নাস্তি ; যতোঽসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ ; তস্মাদমৃতঃ। এবমেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্য। সোঽহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায়ৈব ব্রূহি। মোক্ষপদার্থৈকদেশস্য কর্ম্মাবিবেকস্য সম্যগ্দর্শিতত্বাৎ অত ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায়ৈব ব্রূহীতি ॥ ২৬৬ ॥ ১৫ ॥

বেদকস্য পরিশুদ্ধার্থত্বমুপেত্য স্বপ্নকার্য্যমাহ প্রকৃত ইতি। এতদবস্থানুস্যূতং ব্যাকরোতি—এষ ইতি। সম্প্রসাদে স্থিত্বা সুষুপ্তিকালমিতি শেষঃ। সুষুপ্তং সম্প্রসাদং সাধয়তি—জাগরিত ইত্যাদিনা। তত্র বাক্যশেষমনুকূলয়তি—তীর্ণো হীতি। অত্র সম্প্রসাদঃ সুষুপ্তং স্যাৎ, তথাপি কিমায়াতমিত্যত আহ—স বা ইতি। পূর্ব্বোক্তেন ক্রমেণ সম্প্রসাদে সুষুপ্তে স্থিত্বা সম্পন্নঃ সন্ বুদ্ধান্ত উক্রামতীত্যর্থঃ। উক্তমর্থমুপপাদয়িতুমাকাঙ্ক্ষামাহ—কথমিতি। রথেত্যাদি বাক্যং হুর্ব্বন্ পরিহরতি—স্বপ্নাদিতি। পুণ্যপাপফলয়োর্যথাক্রতার্থত্বমাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। অনেনাভ্যোক্তয়ান্ পাপান্ আনন্দাংশ্চ পশ্যতীত্যর্থেতি শেষঃ। পুণ্যপাপয়োর্দর্শনমেব, ন করণমিত্যত্র ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। তৎ দ্রষ্টুরপি তদনুবন্ধঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাতিপ্রসঙ্গাদ্মৈবমিত্যাহ—যো হীত্যাদিনা। পুণ্যপাপাভ্যামাত্মনোঽসংস্পর্শে ফলিতমাহ তস্মাদিতি। ১

মৃত্যোরতিক্রমণে কিং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অতো নেতি। মৃত্যোরস্বভাবত্বং দর্শয়তি—মৃত্যুশ্চেদিতি। ইষ্টাপত্তিমাশঙ্ক্যাহ—ন ত্বিতি। অনন্বাগতবাক্যাদনন্বাক্যাচ্চেত্যর্থঃ। মোক্ষশাস্ত্রপ্রামাণ্যাদপি মৃত্যোরস্বভাবত্বমিত্যাহ—স্বভাবশ্চেদিতি। ইতশ্চ মৃত্যুঃ স্বভাবো ন ভবতীত্যাহ—ন ত্বিতি। অভাবাদিতি চ্ছেদঃ। তস্যাঃ স্বভাবত্বে লব্ধমর্থং কথয়তি—অত ইতি। মৃত্যুমেব ব্যাচষ্টে—পুণ্যপাপাভ্যামিতি। স্বপ্নে মৃত্যোঃ স্বভাবত্বাভাবেঽপি জাগ্রদবস্থায়াং কর্তৃত্বমাত্মনঃ স্বভাবতঃ, তথা চ নিয়মেন তস্য মৃত্যোরতিক্রমো ন সিধ্যতীতি শঙ্কতে—নন্বিতি। ঔপাধিকত্বাৎ কর্তৃত্বস্য স্বাভাবিকত্বাভাবাদাত্মনো মৃত্যোরতিক্রমঃ সম্ভবতীতি পরিহরতি—নেতি। কথমৌপাধিকত্বং কর্তৃত্বস্য সিদ্ধবদুচ্যতে, তত্রাহ—তচ্চেতি। ধ্যায়তীবেত্যাদৌ সাদৃশ্যবাচকাদিবশব্দাদৌপাধিকত্বং কর্তৃত্বস্য প্রাগেব দর্শিতমিত্যর্থঃ। জাগরিতেঽপি কর্তৃত্বস্য স্বাভাবিকত্বাভাবে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। মৃত্যোঃ স্বাভাবিকত্বাশঙ্কাভাবকৃতং ফলমাহ—অনির্মোক্ষতা বেতি। বাশব্দো নঞনুকর্ষণার্থঃ। ২

পুণ্যং চ পাপং চেত্যেতদন্তং বাক্যং ব্যাখ্যায় পুনরিত্যাদি ব্যাচষ্টে—তত্রেতি। স্বপ্নান্তাখ্যায় সুষুপ্তিমনুভূয়োত্তরকালমিতি যাবৎ। স্থানাৎ স্থানান্তরপ্রাপ্তাবভ্যাসং বক্তুং পুনঃশব্দঃ. প্রতিন্যায়মিত্যস্যাবয়বার্থমুক্ত্বা বিবক্ষিতমর্থমাহ—পুনরিতি। সংপ্রসাদাদূর্দ্ধ্বমিতি যাবৎ। জাগরিতাৎ স্বপ্নং ততঃ সুষুপ্তং গচ্ছতীতি পূর্ব্বাগমনং, ততো বৈপরীত্যেন সুষুপ্তাৎ স্বপ্নং জাগরিতং বা গচ্ছতীতি যদাগমনং, স প্রতিন্যায়ঃ। তমেব সংক্ষিপতি—যথেতি। যথাস্থানমাদ্রবতীত্যেতদ্বিবৃণোতি—স্বপ্নস্থানাদিতি। উক্তেঽর্থে বাক্যং পাতয়তি—প্রতিযোনীতি। কিমর্থং যথাস্থানমাগমনং, তদাহ—স্বপ্নায়েতি। ৩

স যদিত্যাদিবাক্যস্য ব্যাবর্ত্ত্যামাশঙ্কামাহ—নন্বিতি। তত্র বাক্যমুত্তরত্বেনাবতার্য্য ব্যাকরোতি—অত আহেতি। অনন্বাগত ইত্যস্যার্থং স্ফুটয়তি—নৈবেতি। স যদিত্যাদিবাক্যস্যাক্ষরার্থমুক্ত্বা তাৎপর্য্যমাহ—যদি হীতি। তেনাত্মনেতি যাবৎ। স্বপ্নে কৃতং কর্ম্ম পুনস্তেনেত্যুক্তম্। অন্বন্ধে দোষমাহ—স্যাদিতি। ইষ্টাপত্তিমাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। স্বপ্নকৃতেন কর্ম্মণা জাগ্রদবস্থস্য পুরুষস্যান্বাগতত্বপ্রসিদ্ধিরিতি যদুচ্যতে, তন্ন ব্যবহারভূমৌ সম্প্রতিপন্নমিত্যর্থঃ। স্বপ্নদৃষ্টেন জাগ্রৎকালস্য ন সঙ্গতিরিত্যত্র স্বানুভবং দর্শয়তি—ন হীতি। যথোক্তেঽনুভবে লোকস্যাপি সম্মতিং দর্শয়তি—ন চেতি। তত্র ফলিতমাহ—অত ইতি। কথং তর্হি স্বপ্নে কর্তৃত্বপ্রতীতিস্তত্রাহ তস্মাদিতি। স্বপ্নস্যাভাসত্বাচ্চ ন তত্র বস্তুতোঽস্তি ক্রিয়েত্যাহ—উভেবেতি। তদাভাসত্বে লোকপ্রসিদ্ধিমনুকূলয়তি—আখ্যাতারশ্চেতি। স্বপ্নস্যাভাসত্বে ফলিতমাহ—অত ইতি। ৪

অনন্বাগতবাক্যং প্রতিজ্ঞারূপং ব্যাখ্যায়াসঙ্গবাক্যং হেতুরূপমবতারয়িতুমাকাঙ্ক্ষামাহ—কথমিতি। মূর্ত্তস্য মূর্ত্তান্তরেণ সংযোগে ক্রিয়োপলম্ভাদমূর্ত্তস্য তদভাবাদাত্মনশ্চামূর্ত্তত্বেনাসংযোগাৎ ক্রিয়াযোগাদকর্তৃত্বসিদ্ধিরিত্যুত্তরং হেতুবাক্যার্থকথনপূর্ব্বকং কথয়তি—কার্য্য-

করণৈরিত্যাদিনা। আত্মনোঽসঙ্গত্বেনাকর্তৃত্বমুক্তং সমর্থয়তে—অত এবেতি। অতঃশব্দার্থং বিশদয়তি—কার্য্যেত্যতি। ক্রিয়াবত্ত্বাভাবে জন্মমরণাদিরাহিত্যং কৌটস্থ্যং ফলতীত্যাহ—তস্মাদিতি। কর্মপ্রবিবেকমুক্তমঙ্গীকরোতি—এবমিতি। তৎপ্রবিবিক্তাত্মজ্ঞানে দার্ঢ্যং সূচয়তি—সোঽহমিতি। নৈরাকাঙ্ক্ষ্যং ব্যাবর্ত্তয়তি—অত ইতি। কথং তর্হি সংপ্রদানমিত্যাশঙ্ক্যাহ—মোক্ষেতি। কামপ্রবিবেকবিষয়নিয়োগমতিপ্রেত্য পুনরনুক্রামতি—অত ঊর্দ্ধমিতি। ২৬৬। ১৫।

ভাষ্যানুবাদ। স্বপ্নে প্রদর্শিত সেই যে, এই স্বয়ংজ্যোতিঃ পুরুষ, সেই পুরুষ এই সম্প্রসাদে—পুরুষ যেখানে সম্পূর্ণরূপে প্রসন্নতা লাভ করে, তাহার নাম সম্প্রসাদ; অভিপ্রায় এই যে, জাগ্রৎ অবস্থায় দৈহিক ও ঐন্দ্রিয়িক বহুবিধ ব্যাপারসম্পর্ক থাকায় পুরুষে মলিনতা উপস্থিত হয়, স্বপ্নাবস্থায় দেহেন্দ্রিয়-সম্পর্ক নষ্ট হইয়া যায়; পুরুষ তখন সেই মালিন্য পরিত্যাগ করিয়া অল্পমাত্র প্রসন্নতা লাভ করে; কিন্তু এই সুষুপ্তি সময়ে পুরুষ সম্পূর্ণরূপে প্রসন্নতা লাভ করে; এই জন্য সুষুপ্তি অবস্থাকে 'সম্প্রসাদ' বলা হইয়া থাকে। পরেও 'তখন (সুষুপ্তি সময়ে) হৃদয়গত সমস্ত দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হয়', 'সবিলাস একই আত্মা দর্শন করিয়া থাকে', ইত্যাদি স্থলে সুষুপ্ত আত্মার ঐরূপ রূপ প্রদর্শন করিবেন। সেই এই পুরুষ কিরূপে ক্রমশঃ সম্প্রসন্নতা লাভ করে, [তদুত্তরে বলিতেছেন,] সুষুপ্তিদশায় প্রবেশার্থী জীব প্রথমতঃ স্বপ্নাবস্থায়ই রমণ করিয়া বন্ধু ও স্বজন সন্দর্শন প্রভৃতি দ্বারা তৃপ্তি অনুভব করে; পরে বিচরণ করিয়া অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় বিচরণের ফল বহুবিধ শ্রম বা ক্লেশ উপলব্ধি করিয়া, পুণ্য ও পাপের ফল মাত্র সংদর্শন করে; কিন্তু তখন কোন প্রকার পুণ্য বা পাপ কার্য্য অনুষ্ঠান করে না; সেই জন্য পুণ্য ও পাপে লিপ্তও হয় না; কারণ, যে লোক পুণ্য বা পাপ অনুষ্ঠান করে, সেই লোকই পুণ্য ও পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু কেবল দর্শনের দরুণ কেহই পুণ্য ও পাপে নিবদ্ধ হয় না। পুণ্য ও পাপের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দর্শন করা সম্ভব হয় না বলিয়া, এখানে পুণ্য ও পাপ-শব্দে পুণ্য ও পাপের ফল মাত্র বুঝিতে হইবে। অতএব স্বপ্নসময়ে যে, কেবল মৃত্যুর রূপমাত্রই অতিক্রম করে, তাহা নহে, পরন্তু সাক্ষাৎ মৃত্যুকেও অতিক্রম করে। ১

এই কারণে, মৃত্যুকে আত্মার স্বভাবসিদ্ধ বলিয়াও আশঙ্কা করা চলে না; কেন না, মৃত্যু যদি আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে স্বপ্নেও তাহা বিদ্যমান থাকিত; অথচ তাহা কখনও বিদ্যমান থাকে না। পক্ষান্তরে, মৃত্যু-

রূপিণী ক্রিয়া ইহার স্বভাব হইলে, কস্মিন্ কালেও তাহা হইতে আত্মার মুক্তি সম্ভব হইত না; অতএব উহা আত্মার স্বভাব নহে; এই জন্যই পুণ্য ও পাপ হইতে আত্মার বিমোক্ষ উপপন্ন হয়। ভাল, [স্বপ্নাবস্থায় না হউক,] জাগ্রদবস্থায়ত উহা নিশ্চয়ই আত্মার স্বভাব হইতে পারে; না—সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, জাগ্রদবস্থায় যে কর্ম্মময় মৃত্যুর সম্বন্ধ হয়, বুদ্ধিপ্রভৃতি উপাধির সহিত সম্বন্ধই তাহার কারণ; "ধ্যায়তীব" ইত্যাদি বাক্যেই তাহার সাদৃশ্যমূলকত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অতএব স্বপ্নসময়ে সম্পূর্ণরূপে মৃত্যুরূপী কর্ম্মের সম্বন্ধ অতিক্রম করে বলিয়া মৃত্যুকে আত্মার স্বাভাবিক বলিয়া সম্ভাবনা করাও চলে না, এবং তন্নিবন্ধন মুক্তিরও অসম্ভাবনা হয় না। ২

সেখানে (স্বপ্নস্থানে) বিচরণ করিয়া শ্রমফল ক্লান্তি অনুভব করিয়া, তাহার পর সম্প্রসাদ অনুভবের পর, পুনর্ব্বার প্রতিন্যায়ে অর্থাৎ যেরূপে সুষুপ্তিতে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার বিপরীত ক্রমে—পূর্ব্বগমনের বিপরীত ক্রমে গমনকে 'প্রতিন্যায়' বলে; সেই নিয়মে পুনর্ব্বার আগমন করে। 'প্রতিযোনি' অর্থাৎ যথাস্থানে; প্রথমে স্বপ্নস্থান হইতে সুষুপ্তি দশা প্রাপ্ত হয়; সুষুপ্তি দশা প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার সেই স্বপ্নস্থানের উদ্দেশ্যেই যথানিয়মে প্রতি-গমন করিয়া থাকে। ৩

এখন আপত্তি হইতেছে এই যে জীব যে, স্বপ্নসময়ে পুণ্য বা পাপ করে না; কেবল পুণ্য ও পাপের ফল মাত্র ভোগ করিয়া থাকে, ইহা কিপ্রকারে জানা যায়? জাগরণাবস্থায় যেমন কর্ম্মানুষ্ঠান করে, স্বপ্নসময়েও ঠিক তেমনি কর্ম্ম করিয়া থাকে; কারণ, দর্শন-কার্য্যটী উভয় স্থলেই তুল্য, কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। এতদুত্তরে বলিতেছেন—সেই স্বপ্নদর্শী আত্মা, সে সময়ে—স্বপ্ন-সময়ে পুণ্য ও পাপফল যাহা কিছু দর্শন করে, সেই স্বপ্নদৃষ্ট পুণ্য ও পাপে অসংস্পৃষ্ট থাকে, অর্থাৎ সে নিশ্চয়ই সেই পুণ্য-পাপে লিপ্ত হয় না। জীব যদি স্বপ্নসময়ে সত্য সত্যই পুণ্য বা পাপ করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে স্বকৃত পুণ্য ও পাপে সংস্পৃষ্ট হইত, এবং স্বপ্ন হইতে উত্থানের পরও ঐ পুণ্য ও পাপ তাহার অনুসরণ করিত; কিন্তু জগতে স্বপ্নকৃত কর্ম্ম যে, কাহারো অনুসরণ করে, ইহা কোথাও প্রসিদ্ধ নাই; এবং স্বপ্নকৃত অপরাধে কেহই আপনাকে অপরাধী বলিয়া মনে করে না; অতএব স্বপ্নকৃত কর্ম্ম কাহারো অনুগমন করে না; এই জন্যই বলিতে হইবে যে, স্বপ্নে বাস্তবিক পক্ষে কোন ক্রিয়া সম্বন্ধ থাকে না, তথাপি, যেন করিতেছে বলিয়া প্রতীতি হয় মাত্র; পূর্ব্বেও যেন

স্ত্রীগণের সহিত আমোদ করিতেছে' এইরূপ একটী শ্লোক (সংক্ষিপ্তার্থক বাক্য) উক্ত হইয়াছে। আর যাহারা স্বপ্নরহস্য বলেন, তাহারাও [স্বপ্ন-দৃশ্যের অসত্যতা জ্ঞাপনার্থ] 'ইব' শব্দের সহযোগে স্বপ্নের কথা বলিয়া থাকেন, 'আমি আজ স্বপ্নে দেখিয়াছি—হস্তিসমূহ যেন দলবদ্ধ হইয়া ধাবিত হইতেছে'। এই জন্যই স্বপ্নদর্শী আত্মার কর্তৃত্ব নাই। ৩

কেন যে, আত্মার কর্তৃত্ব নাই, [তাহা বলিতেছেন,] সাধারণতঃ মূর্ত্ত বা পরিচ্ছিন্ন দেহেন্দ্রিয়ের সঙ্গে অপর মূর্ত্ত পদার্থেরই সংশ্লেষ বা সম্বন্ধ হইয়া থাকে; সেই সম্বন্ধই ক্রিয়া-নিষ্পত্তির হেতুরূপে জগতে দৃষ্ট হইয়াছে; পক্ষান্তরে কোন অমূর্ত্ত পদার্থে কোনরূপ ক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হয় না। আলোচ্য আত্মা-পদার্থটীও অমূর্ত্ত অপরিচ্ছিন্ন বা নিরবয়ব; সুতরাং অসঙ্গ; যেহেতু এই পুরুষ অসঙ্গ; সেই হেতুই স্বপ্নকৃত পুণ্য বা পাপ তাহার অনুসরণ করে না; তজ্জন্যই কোন প্রকারে ইহার কর্তৃত্বও উপপন্ন হয় না; কেন না, দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সংশ্লেষ বা সম্পর্ক বশতই কর্তৃত্ব ব্যবহার হইয়া থাকে; সেই সংশ্লেষরূপ সঙ্গ ইহার (পুরুষের) নাই। পুরুষ যেহেতু অসঙ্গ, সেই হেতুই অমৃত (কর্ম্মময় মৃত্যু রহিত) (১)। [ইহা শ্রবণ করিয়া জনক বলিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে; আপনার উপদেশপ্রাপ্ত আমি আপনাকে সহস্র প্রদান করিতেছি; অতঃপরও মুক্তিসাধনেরই উপদেশ করুন। আত্মা যে, কর্ম্মসংস্পর্শশূন্য, ইহা হইতেছে মুক্তিপদার্থের একাংশ মাত্র; তাহা যখন যথাযথরূপে প্রদর্শিত হইল, তখন অতঃপর সাক্ষাৎ মুক্তিরই উপদেশ করুন ইতি ॥২৬৬॥১৫॥

স বা এষ এতস্মিন্ স্বপ্নে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যাদ্রবতি বুদ্ধান্তায়ৈব। স যত্তত্র কিঞ্চিৎ পশ্যত্যনন্বাগতস্তেন ভবত্যসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ ইত্যেবমেবৈতদ্‌যাজ্ঞবল্ক্য। সোঽহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায়ৈব ব্রূহীতি ॥২৬৭॥ ১৬॥

---

(১) তাৎপর্য্য—সঙ্গ অর্থ সংযোগ বটে, কিন্তু সাধারণ সংযোগ নহে; পরন্তু যেরূপ সংযোগের ফলে সংযুক্ত বস্তুতে কোনরূপ ধর্ম্মান্তর উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সংযোগ। যেমন পদ্ম পত্র জলে থাকিয়াও আর্দ্র হয় না বলিয়া, তাহাকে অসঙ্গ বলা হয়, তেমন পুরুষও বিকৃত হয় না বলিয়া অসঙ্গ।

অন্বয়ার্থঃ। অকর্তৃত্বে হেতুতয়োক্তম্ অসঙ্গত্বমেব দ্রঢ়য়িতুমাহ—"স বৈ" ইত্যাদি। সঃ (উক্তলক্ষণঃ) এষঃ (প্রকৃতঃ) পুরুষঃ (দেহাত্মভিমানী জীবঃ) বৈ এতস্মিন্ (প্রকৃতে) স্বপ্নে রত্বা (রমণং কৃত্বা), চরিত্বা, পুণ্যং চ পাপং চ দৃষ্ট্বা এব পুনঃ বুদ্ধান্তায় এব প্রতিন্যায়ং প্রতিযোনি আদ্রবতি। সঃ (স্বপ্নদর্শী পুরুষঃ) তত্র (স্বপ্নে) যৎ কিঞ্চিৎ পশ্যতি, তেন অনন্বাগতঃ ভবতি; [কুতঃ ?] হি (যতঃ) অয়ং পুরুষঃ অসঙ্গঃ ইতি। [জনক আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, সঃ অহং ভগবতে সহস্রং দদামি ; অতঃ ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায় এব ব্রূহি ইতি, [ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ] ॥ ২৬৭ ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ। সেই এই পুরুষ উক্ত স্বপ্নাবস্থায় রমণ ও পরিভ্রমণ করিয়া এবং পুণ্য ও পাপের ফল সুখ দুঃখ অনুভব করিয়া বুদ্ধান্তের জন্য—জাগ্রদবস্থা লাভের নিমিত্ত পুনরায় নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাগমন করে। পুরুষ স্বপ্ন সময়ে যাহা কিছু দর্শন করে, তাহা তাহার অনুসরণ করে না, অর্থাৎ পুরুষ স্বপ্নকৃত পুণ্য পাপে লিপ্ত হয় না ; কারণ, এই পুরুষ স্বভাবতঃ অসঙ্গ বা নির্লেপ। একথা শুনিয়া জনক বলিলেন—ইহা এইরূপই বটে ; আমি ইহার বিনিময়ে পূজনীয় আপনাকে সহস্র প্রদান করিতেছি ; আপনি ইহার পর মুক্তির কথাই বলুন ॥ ২৬৭ ॥ ১৬ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। তত্র "অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" ইত্যসঙ্গতা অকর্তৃত্বে হেতুরুক্তঃ। উক্তঞ্চ পূর্ব্বম্—কর্ম্মবশাৎ স ঈয়তে যত্র কামমিতি ; কামশ্চ সঙ্গঃ ; অতোঽসিদ্ধো হেতুরুক্তঃ—"অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" ইতি। নত্বেতদস্তি ; কথং তর্হি ? অসঙ্গ এবেত্যেতদুচ্যতে—স বা এষ এতস্মিন্ স্বপ্নে, স বৈ এষ পুরুষঃ সম্প্রসাদাৎ প্রত্যাগতঃ স্বপ্নে রত্বা চরিত্বা যথাকামং দৃষ্ট্বৈব পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চেতি সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ। বুদ্ধান্তায়ৈব জাগরিতস্থানায়। তস্মাদসঙ্গ এবায়ং পুরুষঃ ; যদি স্বপ্নে সঙ্গবান্ স্যাৎ কামী, ততস্তৎসঙ্গজৈর্দোষৈর্বুদ্ধান্তায় প্রত্যাগতো লিপ্যেত ॥ ২৬৭ ॥ ১৬ ॥

টীকা। উত্তরকণ্ডিকাব্যাবর্ত্ত্যাং শঙ্কামাহ—তত্রেতি। পূর্ব্বকণ্ডিকা সপ্তম্যর্থঃ। ভবত্বকর্তৃত্বহেতুরসঙ্গত্বং, কিং তাবতেত্যাশঙ্ক্যাহ—উক্তঞ্চেতি। পূর্ব্বং শ্লোকোপন্যাসদশায়ামিতি যাবৎ। কর্ম্মবশাৎ স্বপ্নহেতুকর্ম্মসামর্থ্যাদিত্যর্থঃ। আত্মনঃ স্বপ্নে কামকর্ম্মসম্বন্ধেঽপি কিমিতি নাসঙ্গত্বং, তত্রাহ—কামশ্চেতি। হেত্বসিদ্ধিং পরিহরতি—ন

সিদ্ধিতি। ন চেদ্ধেতোরসিদ্ধত্বং, তর্হি কথং তৎসিদ্ধিরিতি পৃচ্ছতি—কথমিতি। হেতু-সমর্থনার্থমুত্তরগ্রন্থমুত্থাপয়তি—অসঙ্গ ইতি। প্রতিযোগ্যাগ্রবর্ত্তীত্যেতদন্তং সর্ব্বমিত্যুক্তম্। স্বপ্নে কর্তৃত্বাভাবপ্রত্যেকার্থঃ। উক্তমসঙ্গত্বং ব্যতিরেকমুখেন(৭) বিশদয়তি—যদীতি। সঙ্গবানিত্যস্য ব্যাখ্যানং—কামীতি। তৎসঙ্গজৈস্তত্র স্বপ্নে বিষয়াবশেষেষু কামাখ্য-সঙ্গবশাদ্বুৎপন্নৈরপরাধৈরিতি যাবৎ। ন তু লিপ্যতে, প্রায়শ্চিত্তবিধানস্যাপি স্বপ্নসূচিতাশুভা-শঙ্কানিবর্হণার্থত্বাৎ বস্তুবৃত্তানুসারিত্বাভাবাদিতি শেষঃ ॥ ২৬৭ ॥ ১৬ ।

ভাষ্যানুবাদ। ইতঃ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, আত্মার অকর্তৃত্বের প্রতি,তাহার অসঙ্গত্বই হেতু অর্থাৎ যে হেতু পুরুষ অসঙ্গ – নির্লেপ, সেই হেতুই তাহার কর্তৃত্ব হইতে পারে না। পূর্ব্বেও একথা উক্ত হইয়াছে যে, প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে, যে বিষয়ে কামনা (ইচ্ছা) হয়, পুরুষ সেই বিষয়েই গমন করে। কাম অর্থই সঙ্গ, সুতরাং [অকর্তৃত্বের প্রতি যে, অসঙ্গো হি অয়ং পুরুষঃ,] এইহেতু প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা অসিদ্ধ ; [তদুত্তরে বলিতেছেন—] না—হেতুর অসিদ্ধত্ব দোষ ঘটে না ; কেন ঘটে না ? যে হেতু শ্রুতি তাহার অসঙ্গত্বই প্রতিপাদন করিতেছেন—"স বা এষঃ" ইত্যাদি। সেই এই পুরুষ, যিনি সুষুপ্তি অবস্থা হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন ; স্বপ্নাবস্থায় ইচ্ছানুসারে রমণ ও পরিভ্রমণ করিয়া এবং পুণ্য ও পাপ দর্শন করিয়া—ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্ব শ্রুতির মত। বুদ্ধান্তের (জাগরিতস্থানের) উদ্দেশ্যে [প্রতিগমন করে]; অতএব অনন্বাগত প্রভৃতি কথায় অবধারিত হইতেছে যে, পুরুষ নিশ্চয়ই অসঙ্গ ; কেননা, পুরুষ যদি স্বপ্নাবস্থায় সঙ্গবান্—কামনাবিশিষ্টই হইত, তাহা হইলে জাগরিতাবস্থায় প্রত্যাগমনের পরেও নিশ্চয়ই স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের সঙ্গজনিত পাপপুণ্য দ্বারা অবশ্যই লিপ্ত হইত ; তাহা যখন হয় না, তখন পুরুষ নিশ্চয়ই অসঙ্গ ; অতএব অকর্তৃত্বের প্রতি প্রযুক্ত অসঙ্গত্ব-হেতুটি কোনমতেই অসিদ্ধ হইতেছে না ॥২৬৭।১৬॥

আভাস ভাষ্যম্। যথাসৌ স্বপ্নে অসঙ্গত্বাৎ স্বপ্নপ্রসঙ্গজৈর্দোষৈ-র্জাগরিতে প্রত্যাগতো ন লিপ্যতে, এবং জাগরিতসঙ্গজৈরপি দোষৈর্ন লিপ্যত এব বুদ্ধান্তে। তদেতদুচ্যতে,—

আভাসভাষ্যানুবাদ। এই পুরুষ অসঙ্গত্বনিবন্ধন জাগ্রদবস্থায় প্রত্যাগত হইয়া যেমন স্বপ্নকালীন ব্যবহারজনিত কোন দোষে লিপ্ত হয় না, তেমনি জাগ্রদবস্থায়ও অবস্থাকৃত কোন দোষে লিপ্ত হয় না; এখন সেই কথাই বলা হইতেছে—

স বা এষ এতস্মিন্ বুদ্ধান্তে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যাদ্রবতি স্বপ্নান্তায়ৈব ॥২৬৮॥১৭

অন্বয়ার্থঃ। সঃ এষঃ (পুরুষঃ) বৈ এতস্মিন্ বুদ্ধান্তে (জাগ্রদবস্থায়াং) রত্বা চরিত্বা পুণ্যং চ পাপং চ দৃষ্ট্বা এব স্বপ্নান্তায় এব পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোনি আদ্রবতি। (অন্যৎসর্ব্বং পূর্ব্ববৎ) ॥ ২৬৯ ॥ ১৭ ॥

মূলানুবাদ। এই সেই পুরুষ বুদ্ধান্তে—জাগ্রদবস্থায় রমণ ও পরিভ্রমণ করিয়া এবং পুণ্য ও পাপ দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার স্বপ্নান্তের (স্বপ্নাবস্থার) উদ্দেশ্যে প্রতিন্যায় ও প্রতিযোনি ধাবিত হয় ॥ ২৬৯ ॥ ১৭ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। স বৈ এষ এতস্মিন্ বুদ্ধান্তে জাগরিতে রত্বা চরিত্বেত্যাদি পূর্ব্ববৎ। যৎ তত্র বুদ্ধান্তে কিঞ্চিৎ পশ্যতি, অনন্বাগতস্তেন ভবতি, অসঙ্গো হি অয়ং পুরুষ ইতি। ননু দৃষ্ট্বৈবেতি কথমবধার্য্যতে? করোতি চ তত্র পুণ্যপাপে, তৎফলঞ্চ পশ্যতি; ন, কারকাবভাসকত্বেন কর্তৃত্বোপপত্তেঃ। "আত্মনৈবায়ং জ্যোতিষা আস্তে" ইত্যাদিনা আত্মজ্যোতিষাবভাসিতঃ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতো ব্যবহরতি, তেনাস্য কর্তৃত্বমুপচর্য্যতে, ন স্বতঃ কর্তৃত্বম্; তথাচোক্তম্ "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" ইতি বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিকৃতমেব, ন স্বতঃ; ইহ তু পরমার্থাপেক্ষয়া উপাধিনিরপেক্ষমুচ্যতে—দৃষ্ট্বৈব পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ, ন কৃত্বেতি; তেন ন পূর্ব্বাপরব্যাঘাতাশঙ্কা। যস্মাৎ স্বরূপাধিকঃ পরমার্থতো ন করোতি, ন লিপ্যতে ক্রিয়াফলেন। তথা চ ব্যাসেন ভগবতোক্তম্,—

"অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।

শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে" ॥ ইতি। ১

তথা সহস্রদানস্য কামপ্রবিবেকস্য দর্শিতত্বাৎ,; তথা "স বা এষ এতস্মিন্ স্বপ্নে" "স বা এষ এতস্মিন্ বুদ্ধান্তে" ইত্যেতাভ্যাং কণ্ডিকাভ্যামসঙ্গতৈব প্রতিপাদিতা। যস্মাদ্ বুদ্ধান্তে কৃতেন স্বপ্নান্তং গতঃ সম্প্রসন্নোঽসম্বদ্ধো ভবতি তৈক্ষ্ণ্যাদিকার্য্যাদর্শনাৎ, তস্মাৎ ত্রিষপি স্থানেষু স্বতোঽসঙ্গ এবায়ম্; অতোঽমৃতঃ স্থানত্রয়ধর্ম্মবিলক্ষণঃ। ২

প্রতিযোন্যাদ্রবতি স্বপ্নান্তায়েতি সম্প্রসাদায়েত্যর্থঃ। দর্শনবৃত্তেঃ স্বপ্নস্য

স্বপ্নশব্দেনাভিধানদর্শনাৎ, অস্বপ্নেন চ বিশেষণোপপত্তেঃ ; “এতস্মা অন্তায় ধাবতি” ইতি চ স্বপ্নান্তং দর্শয়িষ্যতি। যদি পুনরেবমুচ্যতে, স্বপ্নান্তে রত্বা চরিত্বা ‘এতাবুভাবন্তাবনুসঞ্চরতি—স্বপ্নান্তঞ্চ বুদ্ধান্তঞ্চ’ ইতিদর্শনাৎ ‘স্বপ্নান্তায়ৈব’ ইত্যত্রাপি দর্শনবৃত্তিরেব স্বপ্ন উচ্যতে ইতি, তথাপি ন কিঞ্চিৎ দুষ্যতি ; অসঙ্গতা হি সিষাধয়িষিতা সিধ্যত্যেব ; যস্মাজ্জাগরিতে দৃষ্ট্বৈব পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ রত্বা চরিত্বা চ স্বপ্নান্তমাগতঃ ন জাগরিতদোষেণানুগতো ভবতি ॥২৬৯॥১৭॥

টীকা। উক্তমর্থং দৃষ্টান্তীকৃত্য জাগরিতেঽপি নির্লেপত্বমাত্মনো দর্শয়তি—স যথেত্যাদিনা। তত্র প্রথমবাক্যং ব্যাচষ্টে—তদেতদিতি। জাগ্রদবস্থায়ামুক্তকর্তৃত্বাভিনয়িত—সম্প্রতি। তত্র কশ্চিৎ কর্তৃত্ববাদ্যাহ—নেত্যাদিনা। তদেব বিবৃণোতি—ন্যায়ানৈসেনেতি। যতোঽকর্তুঃ বাক্যোপক্রমঃ সংবাদয়তি—তথা চেতি। বাক্যার্থং সংগৃহ্নাতি—প্রত্যাদেতীতি। কর্তৃত্বমিতি শেষঃ। নযৌপাধিকং কর্তৃত্বং পূর্বমুক্তমিত্যনেন ও প্রত্যক্ষত্বে পূর্বাপরবিরোধঃ স্যাদিত্যাহ চ—ইহ ত্বিতি। উপাধিনিরপেক্ষঃ কর্তৃত্বাভাব ইতি শেষঃ। হেতুমুক্তং হেতুং স্ফুটয়তি—যস্মাদিতি। জাগরো লেপা-ভাবে স্বপ্নবাক্যমপি প্রমাণয়তি—তথা চেতি।

অবস্থাত্রয়েঽপ্যাত্মনস্তদ্ধর্মাসত্ত্বঃ সম্বন্ধঃ সিদ্ধঃ চেৎ, বিবোধকপদার্থস্য বিপরীতত্বাৎ অনন্তস্য নৈরাকাঙ্ক্ষ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদেবেতি। যথা লৌকিকস্যেনস্য কর্মবিবেকস্য দর্শিতত্বাৎ পুরুষস্য সত্ত্বপ্রধানমুক্তং, তথাপি তদেকদেশস্য কামবিবেকস্য দর্শিতত্বাৎ ইত্যাদি, ন তু কামপ্রশ্নস্য নির্ণীতত্বাদিত্যর্থঃ। বিমোক্ষপ্রশ্নসম্বন্ধিকর্মাপেক্ষঃ সংগৃহ্নাতি—তথেত্যাদিনা। যথা প্রকৃতোক্তিকল্প কর্মবিবেকঃ প্রতিপাদিতস্তথৈব বাবৎ। কতিপয়ান্ত্রিতার্থ সংক্ষেপোপপত্তিরিতি—যস্মাদিতি। অবস্থাত্রয়েঽপ্যাত্মনঃ কিং সিধ্যতি তদাহ—অত ইতি। প্রতীকমাদায় স্বপ্নান্তশব্দার্থমাহ—প্রতিযোনীতি। কথং পুনরস্য স্বপ্নবিষয়ত্ব-মত আহ—দর্শনবৃত্তেরিতি। দর্শনং বাসনাময়ং তস্য বৃত্তিঃ স্থিতিরিতি ব্যুৎপত্ত্যা স্বপ্নো দর্শনবৃত্তি-স্তস্য স্বপ্নশব্দেনৈব সিদ্ধান্তশব্দবৈয়র্থ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ স্বপ্ন ইতি ব্যুৎপত্ত্যা স্বপ্নান্তশব্দেন সুষুপ্তগ্রহে সত্যান্তশব্দেন স্বপ্নস্য ব্যাবৃত্ত্যাপত্তেরত্র সুষুপ্তস্থানমেব স্বপ্নান্তশব্দিতমিত্যর্থঃ। তত্রৈব বাক্যশেষানুগুণ্যমাহ—এতস্মা ইতি। স্বপ্নান্তশব্দস্য স্বপ্নে প্রয়োগদর্শনাদিত্যপি তত্রৈব তেন গ্রহণমিতি পক্ষান্তরমুপাদায়াঙ্গীকরোতি—যদীত্যাদিনা। সিষাধয়িষিতার্থসত্ত্বে হেতুমাহ—যস্মাদিতি। ১৬। ১৭।

ভাষ্যানুবাদ। সেই এই পুরুষ এই বুদ্ধান্তে—জাগ্রদবস্থায় রমণ ও পরিভ্রমণ করিয়া ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায়। সেই পুরুষ এই জাগ্রদবস্থায় যাহা কিছু দর্শন করে, তাহা দ্বারা অনুবদ্ধ হয় না ; কারণ, এই পুরুষ অসঙ্গ। ভাল, ‘পুরুষ কেবল দর্শন করিয়াই’ এইরূপ অবধারণ করা

হইতেছে কি রূপে? বস্তুতই ত পুণ্য ও পাপ করে, এবং তাহার ফল সুখ দুঃখও ভোগ করিয়া থাকে। না—এ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ? যেহেতু চক্ষুঃ প্রভৃতি কারকনিচয়ের প্রকাশকত্ব নিবন্ধনই পুরুষেরও কর্তৃত্ব উপপন্ন হইতে পারে; অভিপ্রায় এই যে, 'আত্মজ্যোতির প্রভাবেই ব্যবহার করিয়া থাকে' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, এই দেহেন্দ্রিয় সমষ্টি আত্মজ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়াই সমস্ত ব্যবহার নিষ্পাদন করিয়া থাকে; এই কারণে আত্মাতে কর্তৃত্ব ধর্ম আরোপিত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কর্তৃত্ব নাই; ঐ কর্তৃত্ব তাহার স্বভাবসিদ্ধ নহে। 'ধ্যায়তীব লেলায়তীব' ইত্যাদি শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে যে, বুদ্ধ্যাদি উপাধিজনিতই আত্মার কর্তৃত্ব, কিন্তু স্বভাবতঃ নহে। এখানে উপাধিকৃত ঔপচারিক ভাব পরিত্যাগ করিয়া, শুদ্ধ পারমার্থিক অবস্থা মাত্র লইয়াই বলা হইতেছে যে, পুণ্য ও পাপ শুধু দর্শন করিয়া, কিন্তু অনুষ্ঠান করিয়া নহে; সুতরাং পূর্ব্বাপর বিরোধের কোন সম্ভাবনা রহিল না। কেন না, উপাধি সম্পর্ক রহিত পুরুষ প্রকৃতপক্ষে কিছুই করে না; করে না বলিয়াই ক্রিয়াফলেও লিপ্ত হয় না। স্বয়ং ভগবান্‌ও এইরূপই বলিয়াছেন—'হে কুন্তিনন্দন, সর্ব্ববিকাররহিত এই পরমাত্মা যেহেতু অনাদি ও নির্গুণ, সেই হেতু ক্রিয়াসাধন শরীরের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়াও কর্ম্ম করে না; সুতরাং তাহাতে লিপ্তও হয় না' ইতি। ১

পূর্ব্বে কর্ম্মবিবেক প্রদর্শনে যেমন সহস্রদান উক্ত হইয়াছে, তেমনি এখানে মোক্ষোদ্দেশে কামবিবেক অর্থাৎ আত্মা যে, কোনপ্রকার কামনা বা তৎফলে লিপ্ত নহে, তাহা প্রদর্শিত হওয়ায় সহস্র দান করা হইতেছে; [কিন্তু এখনও জনকের অভিলষিত মোক্ষতত্ত্ব নির্ণীত হয় নাই]। পূর্ব্বোক্ত "স বা এষ এতস্মিন্ স্বপ্নে" ও "স বা এষ এতস্মিন্ বুদ্ধান্তে" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বয়ে আত্মার অসঙ্গত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। যেহেতু স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাগত আত্মা বুদ্ধান্তে (জাগ্রদবস্থায়) কৃত কর্ম্ম বা ভাবনা দ্বারা সংস্পৃষ্ট হয় না; প্রকৃত চৌর্য্যাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না; সেই হেতুই এই পুরুষ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই স্থানত্রয়েই অসঙ্গ; অসঙ্গত্ব নিবন্ধনই অমৃত; অমৃত অর্থ—উক্ত স্থানত্রয়ের যাহা ধর্ম্ম বা অবস্থা, তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ। ২

স্বপ্নান্তের—সংপ্রসাদের উদ্দেশ্যে পূর্ব্ববৎ প্রতিযোনিক্রমে ধাবিত হয়;

পূর্ব্বে সাক্ষাৎ স্বপ্নশব্দেও দর্শনাত্মক স্বপ্ন অভিহিত হওয়ায় এখানে 'স্বপ্নান্ত' শব্দে সুষুপ্তি অবস্থাই বুঝিতে হইবে; সেই জন্য 'অন্ত' (স্বপ্নান্ত) শব্দ দ্বারা বিশেষিত করাও সুসঙ্গত হইতেছে; ইহার পরেও, 'এই অন্তের অভিমুখে ধাবিত হয়' শ্রুতিতে স্পষ্টতঃ অন্ত-শব্দেই সুষুপ্তির উল্লেখ করিবে। আর যদি এইরূপ ব্যাখ্যা কর যে, 'স্বপ্নান্তে—স্বপ্নে রমণ ও পরিভ্রমণ করিয়া' ও 'স্বপ্নায় (স্বপ্ন) ও বুদ্ধায়, এই উভয় অন্তে—অর্থাৎ অবস্থায় যথাক্রমে সঞ্চরণ করে', এই দুই স্থানে স্বপ্ন অর্থে অন্ত শব্দের প্রয়োগ দর্শনে বুঝা যাইতেছে যে, 'স্বপ্নান্তায় এব' এই স্থলেও দর্শনাত্মক স্বপ্নাবস্থারই উল্লেখ করা হইয়াছে। হাঁ, এরূপ ব্যাখ্যা করিলেও কিছুমাত্র দোষ হইতেছে না; কারণ, আমাদের সিদ্ধান্তিত যাহা সাধন বা প্রমাণ করিতে অভিপ্রেত, সেই অসঙ্গ স্বভাবসিদ্ধই হইতেছে; যে হেতু জাগ্রদবস্থায় কেবল পুণ্য ও পাপের ফল দর্শন করিয়া, রমণ ও পরিভ্রমণের পর স্বপ্নান্তে উপস্থিত হইয়া জাগ্রৎ অবস্থার দোষে বা গুণে লিপ্ত হয় না; [সেই হেতু পুরুষের অসঙ্গত্বসিদ্ধির কোনও বাধা ঘটিতেছে না]। ॥ ৬৯ ॥১৭॥

। অভাসভাষ্যম্। এবমযং পুরুষ আত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃ কার্য্যকরণবিলক্ষণস্তৎপ্রযোজকাভ্যাং কামকর্ম্মভ্যাং বিলক্ষণঃ, যস্মাদসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ, অসঙ্গত্বাদিত্যয়মর্থঃ "স বা এষ এতস্মিন্ সম্প্রসাদে" ইত্যাদিভিস্তিসৃভিঃ কণ্ডিকাভিঃ প্রতিপাদিতঃ। অত্রাসঙ্গতৈবাত্মনঃ কুতঃ? যস্মাৎ জাগরিতাৎ স্বপ্নং, স্বপ্নাচ্চ সম্প্রসাদং, সম্প্রসাদাচ্চ পুনঃ স্বপ্নং ক্রমেণ বুদ্ধান্তং জাগরিতম্, বুদ্ধান্তাচ্চ পুনঃ স্বপ্নান্তমিত্যেবমনুক্রমসঞ্চারেণ স্থানত্রয়স্য ব্যতিরেকঃ সাধিতঃ। পূর্ব্বকোপন্যস্তোঽয়মর্থঃ—"স্বপ্নো ভূত্বেমং লোকমতিক্রামতি মৃত্যো রূপাণি" ইতি। তং বিস্তরেণ প্রতিপাদ্য কেবলং দৃষ্টান্তমাত্রমবশিষ্টং তদ্বক্ষ্যামীত্যারভ্যতে।—

অভাসভাষ্যানুবাদ।—এইরূপে 'স বৈ এষ এতস্মিন্ সম্প্রসাদে' ইত্যাদি তিনটী শ্রুতি দ্বারা এই বিষয় প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, এই পুরুষ-পদবাচ্য আত্মা দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকার, এবং অসঙ্গ; অসঙ্গ বলিয়াই দেহেন্দ্রিয়াদি-নিষ্পাদ্য কাম-কর্ম্ম হইতেও বিলক্ষণ; তন্মধ্যে আত্মার অসঙ্গত্বধর্ম্মটী প্রমাণ করা যায় কিসে? [তদুত্তরে বলিতেছেন,] যে হেতু জাগরণ হইতে স্বপ্ন, স্বপ্ন হইতে সংপ্রসাদ (সুষুপ্তি), সম্প্রসাদ

হইতে পুনর্ব্বার স্বপ্ন, স্বপ্ন হইতে বুদ্ধান্ত (জাগরণ), এবং জাগরণ হইতে আবার অপর স্বপ্ন, এইরূপে ক্রমশঃ সঞ্চরণ প্রদর্শন দ্বারা স্থানান্তর হইতে আত্মার ব্যতিরেক বা অসঙ্গত্ব প্রমাণ করা হইয়াছে। তৎপূর্ব্বেও এই বিষয়েরই উল্লেখ রহিয়াছে; যথা 'স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুর রূপ ইহলোক অতিক্রম করে' ইত্যাদি; সেখানেই ইহা বিস্তারিতরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে; কেবল তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত মাত্র প্রদর্শন করিতে বাকি রহিয়াছে; এখন তাহাই বলিতে হইবে; এই জন্য পরবর্ত্তী শ্রুতি আরব্ধ হইতেছে—

তদ্‌যথা মহামৎস্য উভে কূলে অনুসঞ্চরতি পূর্ব্বঞ্চাপরঞ্চৈবমেবায়ং পুরুষ এতাবুভাবন্তাবনুসঞ্চরতি স্বপ্নান্তঞ্চ বুদ্ধান্তঞ্চ ॥ ২১০ ॥ ১৮ ॥

সরলান্বয়ঃ। আত্মনঃ অসঙ্গত্বং দৃষ্টান্তবলেন সমর্থয়ন্নাহ "তৎ যথা" ইতি। [তৎ তত্র আত্মনঃ অসঙ্গত্ববিষয়ে অয়ং দৃষ্টান্তঃ—] যথা মহামৎস্যঃ (মহান্ স্রোতসা অহার্য্যঃ মৎস্যঃ) উভে কূলে পূর্ব্বং চ অপরং চ (কূলং) অনুসঞ্চরতি (ক্রমেণ গচ্ছতি), এবম্ এব (মহামৎস্যবৎ এব) অয়ং পুরুষঃ এতৌ উভৌ অন্তৌ—[কৌ তৌ?] স্বপ্নান্তং (জাগরণম্) চ, বুদ্ধান্তং (স্বপ্নং) চ অনুসঞ্চরতি (ক্রমেণ গচ্ছতি ইত্যর্থঃ) ॥২১০॥১৮॥

মূলানুবাদ। কথিত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন বৃহৎ মৎস্য নদীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় তীরে যথাক্রমে সঞ্চরণ (গমনাগমন) করিয়া থাকে, ঠিক তেমনই এই পুরুষও স্বপ্নান্ত (জাগ্রদবস্থা) ও বুদ্ধান্ত (স্বপ্নাবস্থা,) এই উভয় অন্তে (অবস্থায়) যথাক্রমে সঞ্চরণ করিয়া থাকে। ॥ ২১০ ॥ ১৮ ॥

ওঁ শাঙ্কর-ভাষ্যম্। তৎ তত্র এতস্মিন্ যথাপ্রদর্শিতে অর্থে দৃষ্টান্তোঽয়মুপাদীয়তে,—যথা লোকে মহামৎস্যঃ—মহাংশ্চাসৌ মৎস্যশ্চ নাদেয়েন স্রোতসা অহার্য্য ইত্যর্থঃ, স্রোতশ্চ বিষ্টম্ভয়তি স্বচ্ছন্দচারী, উভে কূলে নদ্যাঃ পূর্ব্বঞ্চাপরঞ্চ অনু ক্রমেণ সঞ্চরতি; সঞ্চরন্নপি কূলদ্বয়ং তন্মধ্যবর্ত্তিনোদকস্রোতোবেগেন ন পরবশীক্রিয়তে; এবমেবায়ং পুরুষ এতাবুভৌ অন্তৌ অনুসঞ্চরতি; কৌ তৌ?—স্বপ্নান্তঞ্চ বুদ্ধান্তঞ্চ। দৃষ্টান্তপ্রদর্শনফলং তু মৃত্যু-

রূপঃ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতঃ সহ তৎপ্রযোজকাভ্যাং কামকর্ম্মভ্যাম্ অনাত্মধর্ম্মঃ, অসংক্তাত্মা তস্মা বিলক্ষণঃ—ইতি বিবক্ষিতো ব্যাখ্যাতম্ ॥ ২১০ ॥ ১৮ ॥

টীকা। [illegible] একাকেন [illegible]—এতস্মিন্নিতি। [illegible] [illegible] [illegible] ভবতীতি। [illegible] সপ্তম্যর্থঃ। [illegible] তু [illegible] এবং [illegible] [illegible]—পূর্ব্বাপরমিতি। [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]—অক্ষরমপীতি। কিং পুনস্তু ইত্যেব [illegible], তত্র—দৃষ্টান্তমিতি। ২১০ ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ। এখানে যে বিষয়ের উপদেশ করা হইল, তদ্বিষয়ে এই একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে,—তদ্যথা মহামৎস্য বৃহৎ মৎস্য অর্থাৎ যে মৎস্য নদীর স্রোতোবেগে চালিত না হয়, বরং নিজে স্রোতকে কম্পিত করিতে সমর্থ হয়—এমন স্বচ্ছন্দগতিশীল মৎস্য যেরূপ নদীর উভয় কূলে—পূর্ব্ব ও পশ্চিম তীরে ক্রমশঃ গমনাগমন করে; উভয় তীরে সঞ্চরণ করিলেও যেমন নদীগত স্রোতোবেগের বশীভূত হয় না, ঠিক সেইরূপ উক্ত পুরুষও এই উভয় অন্তে যথাক্রমে সঞ্চরণ করিয়া থাকে। সেই দুইটী অন্ত কি কি? না, স্বপ্নান্ত ও বুদ্ধান্ত অর্থাৎ স্বপ্ন ও জাগরণাবস্থা। উক্ত দৃষ্টান্ত-প্রদর্শনের ফল এই যে, পূর্ব্বোক্ত দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতরূপ মৃত্যু এবং দেহেন্দ্রিয়াদির প্রবর্ত্তক কাম ও কর্ম্ম, এ সমস্তই অনাত্ম-ধর্ম্ম—আত্মার ধর্ম্ম নহে; এই আত্মা দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার। পূর্ব্বেই ইহা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে ॥২১০॥১৮॥

আভাসভাষ্যম্। অত্র চ স্থানত্রয়ানুসঞ্চারেণ স্বয়ংজ্যোতিষ আত্মনঃ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতব্যতিরিক্তস্য কামকর্ম্মভ্যাং বিবিক্ততা উক্তা; যতো নায়ং সংসারধর্ম্মবান্, উপাধিনিমিত্তমেব অস্য সংসারিত্বমবিদ্যাধ্যারোপিতমিত্যেষ সমুদায়ার্থ উক্তঃ। তত্র চ জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তস্থানানাং ত্রয়াণাং বিপ্রকীর্ণরূপ উক্তঃ, ন পুঞ্জীকৃত্যৈকত্র দর্শিতঃ—যস্মাৎ জাগরিতে সসঙ্গঃ সমৃত্যুঃ সকার্য্যকরণসঙ্ঘাত উপলক্ষ্যতেঽবিদ্যয়া; স্বপ্নে তু কামসংযুক্তো মৃত্যু-রূপবিনির্ম্মুক্ত উপলভ্যতে; সুষুপ্তে পুনঃ সম্প্রসন্নোঽসঙ্গো ভবতীতি অসঙ্গতাপি দৃশ্যতে, একবাক্যতয়া তু উপসংহ্রিয়মাণং ফলং নিত্যমুক্তবুদ্ধশুদ্ধস্বভাবতা অস্য ন একত্র পুঞ্জীকৃত্য প্রদর্শিতেতি, তৎপ্রদর্শনায় কণ্ডিকা আরভ্যতে।

সুষুপ্তে হ্যেবংরূপতাস্য বক্ষ্যমাণা ইতি, তদ্বা অস্যৈতদতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্মাভয়ং রূপমিতি। যস্মাদেবংরূপং বিলক্ষণং সুষুপ্তং প্রবিবিক্ষিতমিতি, তৎকথমিত্যাহ; দৃষ্টান্তেনাস্যার্থস্য প্রকটীভাবো ভবতীতি তত্র দৃষ্টান্ত উপাদীয়তে,—

আভাসভাষ্য টীকা। জেববাক্যাবতারয়িতুং বৃত্তং কীর্ত্তয়তি—অত্র চেতি। পূর্ব্বসন্দর্ভঃ সপ্তম্যর্থঃ। দেহদ্বয়েন সম্প্রযোজকেন সম্বন্ধোহসম্বন্ধে ফলিতমাহ অত ইতি। কথং তর্হি তত্র সংসারিত্বধীরিত্যাশঙ্ক্যাহ—উপাধীতি। ঔপাধিকত্বাপি কুতস্ত্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অবিদ্যেতি। বৃত্তমনূদ্যোত্তরগ্রন্থমবতারয়িতুং ভূমিকামাহ—তত্রেতি। স্থানত্রয়সম্বন্ধিত্বেন বিপ্রকীর্ণং বিভিন্নং রূপমস্যেত্যাত্মা তথা। পুঞ্জীকৃত্য সংক্ষেপং সর্ব্বং বিশেষণমাদায়েতি যাবৎ। একত্রেতি বাক্যোক্তিঃ। তৎ কেন? অধুনা তদাত্মনোহত্র বিবক্ষিতা-বোক্তিরিত্যাহ—যস্মাদিতি। সমস্তবাক্যের স্থানত্রয়স্য বিধাস্যঃ পরমতি—জাগ্রদ্যেতি। স্বপ্নবাক্যে বিবক্ষিতাস্য সঙ্কোচমাহ—স্বপ্নে চেতি। ইতি স্বপ্নবাক্যে তৎসন্দর্ভে ত্যাহ—সুষুপ্তে পুনরিতি। এতেনাবিদ্যাবিরোধাকোন প্রতিভাতীতি ভাবঃ। এবং সাংবিকং কৃত্বা জেববাক্যামাদত্তে—এতদ্বাক্যোত্তরমেতি। পূর্ব্ববাক্যানাং নামিতি শেষঃ। কুত্র তর্হি যথোক্তস্বরূপং পুঞ্জীকৃত্য প্রদর্শ্যতে, তত্রাহ সুষুপ্তে হীতি। তস্মাদপ্ত্যমিত্যা-বিদ্যারহিতত্বাৎ। সা চ সুষুপ্তে কেবলং সত্যাং নাস্তিত্বাৎ তাদৃশীতি দ্রষ্টব্যম্। যস্মাৎ সুষুপ্তে যথোক্তস্বাত্মরূপং বক্ষ্যতে, তস্মাদিতি যাবৎ। এবংরূপমিত্যোতদেব প্রকটয়তি—বিলক্ষণমিতি। কার্য্যকরণবিনির্ম্মুক্তং কামকর্ম্মাবিদ্যারহিতমিত্যর্থঃ। স্থানদ্বয়ং হিত্বা কথং সুষুপ্তং প্রবেষ্টুমিচ্ছতীতি পৃচ্ছতি—তৎ কথমিতি। স্বপ্নাদৌ দুঃখানুভবাত্তত্ত্যাগেন সুষুপ্তং প্রাপ্নোতীত্যাহ—আহেতি। যদ্যপি শ্রুতিঃ স্থানদ্বয়ত্যাগমুক্তবতী, তথাপি কিং দৃষ্টান্তবচনেনেত্যাশঙ্ক্যাহ—দৃষ্টান্তেনেতি। অস্যার্থস্য সুষুপ্তিপ্রাপ্তিরূপস্যেত্যেতৎ। স এবার্থস্তত্রেতি সপ্তম্যর্থঃ।

আভাসভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্ব শ্রুতিতে, জাগ্রৎ স্বপ্ন প্রভৃতি অবস্থাত্রয়ে আত্মার গমনাগমন প্রদর্শন দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, অবস্থাত্রয়েই আত্মা স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ এবং দেহেন্দ্রিয়সমষ্টি হইতে স্বতন্ত্র ও কাম কর্ম্ম দ্বারা অসংস্পৃষ্ট। আত্মার সংসার-ধর্ম্মটী স্বাভাবিক নহে, ঔপাধিক ; উপাধি-সম্বন্ধই তাহার সংসার-গমনের কারণ ; অবিদ্যাই তাহার উপাধি ; অবিদ্যা দ্বারাই তাহাতে সংসার-ধর্ম্ম আরোপিত হয় ; এই সমুদয় বিষয় অভিহিত হইয়াছে ; বিশেষতঃ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই স্থানত্রয়ের পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখপূর্ব্বক আত্মার স্বরূপও পৃথক্ পৃথক্ ভাগে উক্ত হইয়াছে ; কিন্তু এক স্থানে একত্রিত করিয়া প্রদর্শিত হয় নাই ; কেন

না, জাগ্রদবস্থায় অবিদ্যাপ্রভাবে আত্মার সঙ্গ, মৃত্যু ও দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়াই যেন প্রতীতি হয়; সুষুপ্তি অবস্থায় আবার সঙ্গরহিত সম্যক্ প্রসন্নতাও দৃষ্ট হয়; এই জন্য তাহার অসঙ্গত্বও দেখা যায়; কিন্তু ঐ সমস্ত বাক্যের একবাক্যতা বা তাৎপর্য্যাবধারণের সঙ্কলিত ফলস্বরূপ যে, নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত স্বভাব, তাহা একত্র সঙ্কলন করিয়া প্রদর্শন করা হয় নাই; তৎপ্রদর্শনের অভিপ্রায়েই এই কণ্ডিকা (শ্রুতি) আরব্ধ হইতেছে।

ইহাই যে, আত্মার স্বাভাবিক রূপ, তাহা—'ইহাই তাহার অপহতপাপ, ও অভয় অচিন্ত্য স্বরূপ' ইত্যাদি বাক্যে প্রতিপাদিত হইবে। আত্মা যে, এবংবিধ বিলক্ষণ সুষুপ্তিকালীন রূপে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা কিরূপে সম্ভবপর হয়, দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা পরিস্ফুট হইতে পারে; এই জন্য, তৎপ্রদর্শনার্থ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে—

তদ্যথাস্মিন্নাকাশে শ্যেনো বা সুপর্ণো বা বিপরিপত্য শ্রান্তঃ সংহত্য পক্ষৌ সংলয়ায়ৈব ধ্রিয়তে, এবমেবায়ং পুরুষ এতস্মা অন্তায় ধাবতি, যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি। ২৭১॥ ১৯।

সম্বন্ধার্থঃ। তৎ তত্র- যথোক্তে অর্থে [অয়ং দৃষ্টান্তঃ প্রদর্শ্যতে—] যথা শ্যেনঃ (পক্ষিবিশেষঃ) বা সুপর্ণঃ (যঃ কশ্চিৎ পক্ষী) বা, অস্মিন্ (ভৌতিকে) আকাশে বিপরিপত্য (বিহৃত্য) শ্রান্তঃ (শ্রমযুক্তঃ সন্) পক্ষৌ সংহত্য (পক্ষ-বিস্তারং কৃত্বা) সংলয়ায় (সংলীয়তে অস্মিন্ ইতি সংলয়ঃ—আশ্রয়-নীড়ং, তস্মৈ) ধ্রিয়তে (স্বয়মেব ধার্য্যতে); এবম্ এব (শ্যেনাদিবদ্ এব) অয়ং পুরুষঃ এতস্মৈ অন্তায় (সুষুপ্তিস্থানায়) ধাবতি; যত্র (যস্মিন্ অন্তে) সুপ্তঃ সন্ কংচন (কমপি) কামং ন কাময়তে (প্রার্থয়তে), কংচন রূপং ন পশ্যতি। [জীবঃ জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃ বিহৃত্য শ্রান্তঃ সন্, তচ্ছ্রমাপনোদনায় সুষুপ্তি-স্থানং প্রবিশতীতি ভাবঃ]॥ ২৭১॥ ১৯॥

মূলানুবাদ। [পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে,] শ্যেন কিংবা সাধারণ পক্ষী যেমন আকাশমণ্ডলে পরিভ্রমণ করত পরিশ্রান্ত হইয়া পক্ষদ্বয় প্রসারিত করিয়া স্বীয় আশ্রয়-নীড়াভিমুখে গমনে প্রবৃত্ত

হয়, ঠিক তেমনি এই পুরুষও এই অন্তে (সুষুপ্তিস্থানে) প্রবেশের জন্য ধাবিত হয়,—যেখানে [গমন করিয়া] কোন ভোগ্য বিষয় কামনা করে না, এবং কোনরূপ বস্তু দেখে না। ২৭১ ॥ ১৯ ॥

ও **শাঙ্করভাষ্যম্।**—তৎ যথা,—অস্মিন্নাকাশে ভৌতিকে, শ্যেনো বা, সুপর্ণো বা, সুপর্ণশব্দেন ক্ষিপ্রঃ শ্যেন উচ্যতে, যথা আকাশেঽস্মিন্ বিহৃত্য বিপরিপত্য শ্রান্তঃ নানাপরিপতনলক্ষণেন কর্ম্মণা পরিখিন্নঃ, সংহত্য পক্ষৌ সঙ্গময্য সম্প্রসার্য্য পক্ষৌ, সম্যক্ লীয়তেঽস্মিন্নিতি সংলয়ঃ নীড়ঃ, নীড়ায়ৈব ধ্রিয়তে স্বাত্মনৈব ধার্য্যতে স্বয়মেব; যথা অয়ং দৃষ্টান্তঃ, এবমেব অয়ং পুরুষঃ এতস্মা এতস্মৈ অন্তায় ধাবতি। অন্তশব্দবাচ্যস্য বিশেষণং—যত্র যস্মিন্নন্তে সুপ্তঃ, ন কঞ্চন ন কঞ্চিদপি কামং কাময়তে; তথা ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি।

'ন কঞ্চন কামম্' ইতি স্বপ্নবুদ্ধান্তয়োরবিশেষেণ সর্ব্বঃ কামঃ প্রতিষিধ্যতে, 'কঞ্চন' ইত্যবিশেষিতাভিধানাৎ, তথা 'ন কঞ্চন স্বপ্নম্' ইতি জাগরিতেঽপি যদ্দর্শনম্, তদপি স্বপ্নং মন্যতে শ্রুতিঃ; অত আহ—ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতীতি। তথা চ শ্রুত্যন্তরম্—"তস্য ত্রয় আবসথাস্ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ" ইতি। যথা দৃষ্টান্তে পক্ষিণঃ পরিপতনজ-শ্রমাপনুত্তয়ে স্বনীড়োপসর্পণম্, এবং জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃ কার্য্যকরণ-সংযোগজ ক্রিয়াফলৈঃ সংযুজ্যমানস্য, পক্ষিণঃ পরিপতনজ ইব, শ্রমো ভবতি; তচ্ছ্রমাপনুত্তয়ে স্বাত্মনো নীড়মায়তনং সর্ব্বসংসারধর্ম্মবিলক্ষণং সর্ব্বক্রিয়াকারক-ফলায়াসশূন্যং স্বমাত্মানং প্রবিশতি। ২৭১॥ ১৯॥

টীকা। পরমাত্মাকাশ-ব্যাবৃত্ত্যর্থং ভৌতিকবিশেষণম্। মহাকায়ো মন্দবেগঃ শ্যেনঃ, সুপর্ণস্তু বেগবানল্পবিগ্রহ ইতি ভেদঃ। ধারণে সৌকর্য্যং বক্তুং স্বয়মেবেত্যুক্তম্। স্বপ্নজাগরিতয়ো-রবসানমন্তশব্দার্থঃ ব্রহ্ম। তথা ন কঞ্চন স্বপ্নমিতি স্বপ্নজাগরিতয়োরবিশেষেণ সর্ব্বং দর্শনং নিষিধ্যত ইতি শেষঃ। স্বপ্নবিশেষণাৎ স্বপ্নদর্শননিষেধেঽপি কুতো জাগ্রদ্দর্শনং নিষিধ্যতে, তত্রাহ—জাগরিতেঽপীতি। কথমর্থতঃ সতোঽস্বপ্নত্ব ইত্যাশঙ্ক্য বিশেষণ-সামর্থ্যাদিত্যাহ—অত আহেতি। জাগরিতস্যাপি স্বপ্নত্বে শ্রুত্যন্তরং সমাদধাতি—তথা চেতি। দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োর্বিবক্ষিতমংশং দর্শয়তি—যথেত্যাদিনা। সংযুজ্যমানস্য ক্ষেত্রজ্ঞস্যেতি শেষঃ। সর্ব্বসংসারধর্ম্মবিলক্ষণমিতি বিশেষণং ব্যাচষ্টে সর্ব্বেতি। ২৭১ ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ। [পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—] যেমন এই আকাশমণ্ডলে শ্যেন কিম্বা সাধারণ পক্ষী,—সুপর্ণ শব্দে দ্রুতগামী পক্ষী

বৃকায়(১), তাহারা যেমন এই আকাশে বিহার করিয়া—ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করত পরিশ্রান্ত হইয়া—নানাভাবে উড্ডীন ক্রিয়া দ্বারা কাতর হইয়া, পক্ষদ্বয় প্রসারিত করত—যেখানে সম্যক্‌রূপে অবস্থিতি করে, সেই নিজ নিবাস নীড়ের উদ্দেশে নিজেই নিজকে ধারণ করে অর্থাৎ নিজ নীড়াভিমুখে যাইতে প্রবৃত্ত হয়; এই দৃষ্টান্তটী যেরূপ, ঠিক সেইরূপই এই পুরুষ এই (পূর্ব্বোক্ত) অন্তের (সুষুপ্তির দিকে) ধাবিত হয়। এখানে 'অন্ত' শব্দ যাহাকে বুঝাইয়াছে, তাহাই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—যে অন্তে (অবস্থায় সুষুপ্তিতে) সুপ্ত হইয়া, জীব কোনও বিষয়ে কামনাও করে না, এবং কোন প্রকার স্বপ্নও দেখে না।

কোন প্রকার কাম্য বিষয় কামনা করে না, এ কথায় সাধারণতঃ স্বপ্ন ও জাগরণ উভয় অবস্থার কামনাই নিষিদ্ধ হইতেছে; কারণ, শ্রুতিতে 'কঞ্চন' বলিয়া সাধারণভাবে উল্লেখ রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত 'ন কঞ্চন স্বপ্নং' এই বাক্য হইতে বুঝা যাইতেছে যে, জাগ্রৎকালেও যে বিষয়দর্শন, শ্রুতি তাহাও স্বপ্ন বলিয়াই মনে করেন; এই অভিপ্রায়েই শ্রুতি বলিয়াছেন যে, 'কোনপ্রকার স্বপ্নই দেখে না'। ইহার অনুকূলে অন্য শ্রুতিও রহিয়াছে—'তাহার (জীবের) তিনটী বাসস্থান (অবস্থা), এবং তিন প্রকার স্বপ্ন' ইতি। দৃষ্টান্তস্থলে যেমন পক্ষীর ইতস্ততঃ পরিভ্রমণজনিত শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত নিজ নীড়াভিমুখে গমন হয়, তেমনি জীবেরও দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সংযোগজনিত নানাবিধ ক্রিয়াফলের সহিত সম্বন্ধবশতঃ পক্ষীর মতই পরিশ্রম হইয়া থাকে; সেই পরিশ্রম নিবৃত্তির নিমিত্ত আপনার আশ্রয়স্থান সর্ব্বপ্রকার সংসারসম্বন্ধশূন্য এবং সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া কারক ও ফলসম্ভূত ক্লেশসম্বন্ধ রহিত স্বীয় আত্মায় [স্বরূপাবস্থায়] প্রবেশ করে ॥ ২৭১ ॥ ১৯ ॥

০ আভাস-ভাষ্যম্।—যদি অস্যায়ং স্বভাবঃ—সর্ব্বসংসারধর্ম্মশূন্যতা, পরোপাধিনিমিত্তকাস্য সংসারধর্ম্মিত্বম্; যন্নিমিত্তকাস্য পরোপাধিকৃতং সংসারধর্ম্মিত্বং, সা চাবিদ্যা; তস্যা অবিদ্যায়াঃ কিং স্বাভাবিকত্বম্? আহোস্বিৎ কামকর্ম্মাদিবদাগন্তুকত্বম্? যদি চাগন্তুকত্বং, ততো বিমোক্ষ উপপদ্যতে;

(১) তাৎপর্য্য—আনন্দগিরি শ্যেন ও সুপর্ণ শব্দের এইরূপ অর্থভেদ বলিয়াছেন, ক্ষুদ্রকায় অথচ মৃদুগামী পক্ষীর নাম শ্যেন; আর বৃহৎকায় দ্রুতগামী পক্ষীর নাম—সুপর্ণ।

তস্যাশ্চাগন্তুকত্বে কা উপপত্তিঃ, কথং বা নাত্মধর্ম্মোঽবিদ্যেতি — সর্ব্বানর্থবীজভূতায়া অবিদ্যায়াঃ সতত্ত্বাবধারণার্থং পরা কণ্ডিকা আরভ্যতে ॥

আভাস-ভাষ্যানুবাদ। এই পুরুষের যদি এইরূপই স্বভাব হয় যে, কোন প্রকার সংসারধর্ম্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই, এবং তাহার যে, সংসারধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ, অপরাপর উপাধি-সম্বন্ধই তাহার কারণ; যাহার দরুণ তাহার পরোপাধিকৃত সংসারধর্ম্ম উপস্থিত হয়, সেই মূল কারণটী হইতেছে অবিদ্যা। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই অবিদ্যা কি ইহার স্বাভাবিক? অথবা কাম ও কর্ম্ম প্রভৃতির ন্যায় আগন্তুক? (অস্বাভাবিক?)। যদি আগন্তুক হয়, তাহা হইলেই পুরুষের বিমুক্তি সম্ভব হয়; কিন্তু সেই অবিদ্যা যে, আগন্তুক, তাহার যুক্তি কি? প্রকারান্তরে, উহা আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্মই বা না হয় কেন? এই আশঙ্কায় সর্ব্বপ্রকার অনর্থের বীজভূত অবিদ্যার যথার্থ স্বরূপ নিরূপণার্থ পরবর্ত্তী শ্রুতি আরব্ধ হইতেছে।

তা বা অস্যৈতা হিতা নাম নাড্যো যথা কেশঃ সহস্রধা ভিন্নস্তাবতাণিম্না তিষ্ঠন্তি; শুক্লস্য নীলস্য পিঙ্গলস্য হরিতস্য লোহিতস্য পূর্ণাঃ। অথ যত্রৈনং ঘ্নন্তীব জিনন্তীব হস্তীব বিচ্ছায়য়তি গর্ত্তমিব পততি। যদেব জাগ্রদ্ভয়ং পশ্যতি, তদত্রাবিদ্যয়া মন্যতেঽথ যত্র দেব ইব রাজেবাহমেবেদং সর্ব্বোঽস্মীতি মন্যতে, সোঽস্য পরমো লোকঃ ॥ ২৭২ ॥ ২০ ॥

সরলার্থঃ। অস্য (হস্তমস্তকাদিসম্পন্নপুরুষস্য) তাঃ (লোকপ্রসিদ্ধাঃ) এতাঃ হিতাঃ নাম (হিতা-নাম্না প্রসিদ্ধাঃ) নাড্যঃ—কেশঃ সহস্রধা (সহস্রভাগেন ভিন্নঃ সন্) যথা (যাবৎপরিমাণঃ—অতি সূক্ষ্মঃ ভবতি), [তথা] শুক্লস্য নীলস্য, পিঙ্গলস্য, হরিতস্য, লোহিতস্য পূর্ণাঃ (তত্তদ্বর্ণরসসমন্বিতাঃ) তিষ্ঠন্তি (বর্ত্তন্তে)। [স্বপ্নসময়ে চ বাসনাবিশিষ্টং সূক্ষ্মম্ শরীরং তত্র বর্ত্ততে]। অথ (এবঞ্চ সতি) যত্র (স্বপ্নসময়ে) এনং (স্বপ্নদর্শিনং) ঘ্নন্তি ইব, জিনন্তি ইব (বশীকুর্ব্বন্তি ইব) [শত্রবঃ], [স্বয়ং চ] (গর্ত্তং জীর্ণকূপাদিকং) পততি ইব [ইতি মন্যতে; কিং বহুনা,] যৎ এব জাগ্রদ্ ভয়ং (জাগরিতাবস্থায়াং যদেব ভয়ানকং কিঞ্চিৎ); পশ্যতি; অত্র অবিদ্যয়া তৎ [প্রত্যক্ষমিব] মন্যতে,—অথ যত্র দেব ইব, রাজা ইব, অহম্ এব ইদং সর্ব্বং

(সর্ব্বাত্মকঃ) অস্মি ইতি মন্যতে, সঃ (সর্ব্বাত্মভাবঃ) অস্য (আত্মনঃ) পরমঃ (প্রকৃষ্টঃ) লোকঃ (দর্শনম্) ॥২৭২॥২০॥

মূলানুবাদ। এই পুরুষের হিতা নামে প্রসিদ্ধ এই সমস্ত নাড়ী আছে; একটী কেশকে সহস্রভাগে বিভক্ত করিলে যেরূপ সূক্ষ্ম হয়, উহাদের পরিমাণও সেইরূপই সূক্ষ্ম; উহারা শুক্ল, পীত, নীল, পিঙ্গল ও হরিতবর্ণরসযুক্ত। এইরূপে যে অবস্থায় (স্বপ্নাবস্থায়) [শত্রুগণ] ইহাকে যেন হত্যা করিতেছে, যেন বশীভূতই করিতেছে, হস্তী যেন তাড়া করিতেছে; অথবা নিজে যেন গর্ত্তে পড়িতেছে। ফল কথা, জাগ্রৎসময়ে যে সমুদয় ভয়ঙ্কর রূপ দর্শন করে, অজ্ঞানজনিত ভ্রান্তি বশতঃ তখন সে সমুদয়কে বর্ত্তমান বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে। এইরূপ যে সময়ে, আমি যেন দেবতা, যেন রাজা, অধিক কি, আমি যেন সর্ব্বাত্মক, এইরূপ মনে করে; (বুঝিতে হইবে,) তাহাই (সেই সর্ব্বাত্মভাবই) এই স্বপ্নদর্শী আত্মার যথার্থ স্বরূপ ॥২৭২॥২০॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—তা বৈ, অস্য শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণস্য পুরুষস্য এতাঃ হিতা নাম নাড্যঃ, যথা কেশঃ সহস্রধা ভিন্নঃ, তাবতা তাবৎপরিমাণেনাণিম্না অণুত্বেন তিষ্ঠন্তি; তাশ্চ শুক্লস্য রসস্য নীলস্য পিঙ্গলস্য হরিতস্য লোহিতস্য পূর্ণাঃ, এতৈঃ শুক্লত্বাদিভী রসবিশেষৈঃ পূর্ণা ইত্যর্থঃ। এতে চ রসানাং বর্ণবিশেষাঃ বাতপিত্তশ্লেষ্মণামিতরেতরসংযোগ-বৈষম্যবিশেষাদ্বিচিত্রা বহবশ্চ ভবন্তি।১

তাসু এবংবিধাসু নাড়ীষু সূক্ষ্মাসু বালাগ্রসহস্রভেদপরিমাণাসু শুক্লাদিরস-পূর্ণাসু সকলদেহব্যাপিনীষু সপ্তদশকং লিঙ্গং বর্ত্ততে; তদাশ্রিতাঃ সর্ব্বা বাসনা উচ্চাবচসংসারধর্ম্মানুভবজনিতাঃ; তৎ লিঙ্গং বাসনাশ্রয়ং সূক্ষ্মত্বাৎ স্বচ্ছং স্ফটিক-মণিকল্পং নাড়ীগতরসোপাধি-সংসর্গবশাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রেরিতোদ্ভূতবৃত্তিবিশেষং স্ত্রীরথ-হস্ত্যাদ্যাকারবিশেষৈঃ বাসনাদিভিঃ প্রত্যবভাসতে। অথৈবং সতি, যত্র যস্মিন্ কালে কেচন শত্রবঃ অন্যে বা তস্করা মামাগত্য ঘ্নন্তীতি মৃষৈব বাসনা নিমিত্তঃ প্রত্যয়োঽবিদ্যাখ্যো জায়তে, তদেতদুচ্যতে—এনং স্বপ্নদৃশং ঘ্নন্তীবেতি। তথা জিনন্তীব বশং কুর্ব্বন্তীব; ন কেচন ঘ্নন্তি, নাপি বশীকুর্ব্বন্তি, কেবলং তু অবিদ্যাবাসনোদ্ভবনিমিত্তং ভ্রান্তিমাত্রম্; তথা হস্তীবৈনং বিচ্ছাययतি বিচ্ছা-

দয়তি বিদ্রাবয়তি ধাবয়তীবেত্যর্থঃ ; গর্ত্তমিব পততি—গর্ত্তং জীর্ণকূপাদিকমিব পতন্তমাত্মানমুপলক্ষয়তি ; তাদৃশী হ্যস্য মৃষা বাসনা উদ্ভবতি অত্যন্ত নিকৃষ্টা অধর্ম্মোদ্ভাসিতান্তঃ-করণবৃত্ত্যাশ্রয়া, দুঃখরূপত্বাৎ। কিং বহুনা যদেব জাগ্রৎ ভয়ং পশ্যতি, হস্ত্যাদি লক্ষণম্, তদেব ভয়রূপম্ অত্রাস্মিন্ স্বপ্নে বিনৈব হস্ত্যাদিরূপং ভয়ম্ অবিদ্যাবাসনয়া মৃষৈবোদ্ভূতয়া মন্যতে। ২

অথ পুনর্যত্রাবিদ্যা অপকৃষ্যমাণা, বিদ্যা চোৎকৃষ্যমাণা—কিংবিষয়া কিংলক্ষণা চেত্যুচ্যতে—অথ পুনর্যত্র যস্মিন্ কালে দেব ইব স্বয়ং ভবতি, দেবতাবিষয়া বিদ্যা যদোদ্ভূত জাগরিতকালে, তদা উদ্ভূতয়া বাসনয়া দেবমিবাত্মানং মন্যতে, স্বপ্নেঽপি তদুচ্যতে—দেব ইব, রাজেব রাজ্যস্থোঽভিষিক্তঃ, স্বপ্নেঽপি রাজাহমিতি মন্যতে রাজবাসনাবাসিতঃ। এবমত্যন্তপ্রক্ষীয়মাণা অবিদ্যা, উদ্ভূতা চ বিদ্যা সর্ব্বাত্মবিষয়া যদা, তদা স্বপ্নেঽপি তদ্ভাবভাবিত অহমেবেদং সর্ব্বমস্মীতি মন্যতে। স যঃ সর্ব্বাত্মভাবঃ, সোঽস্যাত্মনঃ পরমো লোকঃ পরম আত্মভাবঃ স্বাভাবিকঃ। যত্তু সর্ব্বাত্মভাবাদর্ব্বাক্ বালাগ্রমাত্রমপ্যন্যত্বেন দৃশ্যতে—নাহমস্মীতি, তদবস্থা অবিদ্যা ; তয়া অবিদ্যয়া যে প্রত্যুপস্থাপিতা অনাত্মভাব লোকাঃ, তে অপরমাঃ স্থাবরান্তাঃ ; তান্ সংব্যবহারবিষয়ান্ লোকান্ অপেক্ষ্য অয়ং সর্ব্বাত্মভাবঃ সমস্তোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ, সোঽস্য পরমো লোকঃ। ৩

তস্মাদপকৃষ্যমাণায়ামবিদ্যায়াম্ বিদ্যায়াঞ্চ কাষ্ঠাং গতায়াং সর্ব্বাত্মভাবো মোক্ষঃ ; যথা স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বং স্বপ্নে প্রত্যক্ষত উপলভ্যতে, তদ্বৎ, বিদ্যাফলম্ উপলভ্যত ইত্যর্থঃ। তথা অবিদ্যায়ামপ্যুৎকৃষ্যমাণায়াং তিরোধীয়মানায়াঞ্চ বিদ্যায়ামবিদ্যায়াঃ ফলং প্রত্যক্ষত উপলভ্যতে—“অথ যত্রৈনং ঘ্নন্তীব জিনন্তীব” ইতি। তে এতে বিদ্যাবিদ্যাকার্য্যে—সর্ব্বাত্মভাবঃ পরিচ্ছিন্নাত্মভাবশ্চ ; বিদ্যয়া শুদ্ধয়া সর্ব্বাত্মা ভবতি, অবিদ্যয়া চাসর্ব্বো ভবতি, অন্যতঃ কুতশ্চিৎ প্রবিভক্তো ভবতি, যতো বিভক্তো ভবতি, তেন বিরুধ্যতে ; বিরুদ্ধত্বাৎ হন্যতে জীয়তে বিচ্ছাদ্যতে চ ; অসর্ব্ববিষয়ত্বে চ ভিন্নত্বাদেতদ্ ভবতি সমস্তস্য সন্ কুতো ভিদ্যতে, যেন বিরুধ্যেত ; বিরোধাভাবাৎ কেন হন্যতে, জীয়তে, বিচ্ছাদ্যতে চ। ৪

অত ইদমবিদ্যায়াঃ সতত্ত্বমুক্তং ভবতি—সর্ব্বাত্মানং সন্তমসর্ব্বাত্মত্বেন গ্রাহয়তি আত্মনোঽন্যদবস্তুরমবিদ্যমানং প্রত্যুপস্থাপয়তি, আত্মানমসর্ব্বমাপাদয়তি ; ততস্তদ্বিষয়ঃ কামো ভবতি ; যতো ভিদ্যতে কামতঃ, ক্রিয়ামুপাদত্তে, ততঃ ফলম্—তদেতদুক্তম্, বক্ষ্যমাণং চ “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর

ইতরং পশ্যতি" ইত্যাদি। ইদমবিদ্যায়াঃ সতত্ত্বং সহ কার্য্যেণ প্রদর্শিতম্; বিদ্যায়াশ্চ কার্য্যং সর্ব্বাত্মভাবঃ প্রদর্শিতঃ অবিদ্যায়া বিপর্য্যয়েণ। সা চাবিদ্যা ন আত্মনঃ স্বাভাবিকধর্ম্মঃ—যস্মাৎ বিদ্যায়াম্ উৎকৃষ্যমাণায়াম্ স্বয়মপচীয়মানা সতী কাষ্ঠাং গতায়াং বিদ্যায়াং পরিনিষ্ঠিতে সর্ব্বাত্মভাবে সর্ব্বাত্মনা নিবর্ত্ততে—রজ্জ্বামিব সর্পজ্ঞানং রজ্জুনিশ্চয়ে। তচ্চোক্তম্—"যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদি; তস্মান্নাত্মধর্ম্মোঽবিদ্যা; ন হি স্বাভাবিকস্যোচ্ছিত্তিঃ কদাচিদপ্যুপপদ্যতে সবিতুরিবৌষ্ণ্যপ্রকাশয়োঃ। তস্মাত্তস্য মোক্ষ উপপদ্যতে ॥ ২১২ ॥ ২০ ॥ ✓

টীকা। কেনাকারেণাত্মনঃ সৌক্ষ্ম্যং স্বপ্নদৃষ্টিস্থানীং নাড়ীস্বরূপং স্বয়ং বক্তুং গোপয়তি—যদেতি। পরঃ সহস্রাদিব্যাখ্যাতি। অনন্তরঃ কথং দুঃখাদিসম্বন্ধমনুভবতোতাৎ—যস্মিনিত্যং চেতি। সিদ্ধান্তিপ্রাপ্তস্য পূর্ব্ববাদী বিকল্পয়তি—তস্মা ইতি। আগন্তুকস্বাভাবিকত্বম্। অন্তে মোক্ষানুপপত্তিং বিবক্ষিত্বাহ—যদি চেতি। অস্তু তর্হি দ্বিতীয়ো মোক্ষোপপত্তেরিত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্যাশ্চেতি। সা তুর্বিজ্ঞানতারতম্যেন স্বাভাবিকত্যাহ—কথমিতি। তদুক্তমেবোক্তং সম্ভূতাপত্তি—সর্ব্বাসমর্থেতি। তাসাং পরমসূক্ষ্মত্বং দৃষ্টান্তেন দর্শয়তি—যথেতি। বহুবর্ণরসস্ত বর্ণবিশেষপ্রাপ্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—তাভেতি। ভুক্তান্নস্য পরিণামবিশেষো বাতবাহুল্যো নীলো ভবতি পিত্তাধিক্যে হরিতঃ সাম্যে চ ধাতূনাং লোহিত ইতি তেষাং মিথঃ সংযোগবৈষম্যাৎ তৎসাম্যাচ্চ বহুবর্ণতারসা ভবন্তি, তদ্বশাত্তাসাং নাড়ীনামপি তাদৃশো বর্ণো জায়তে।

> 'অরুণাঃ শিরা বাতবহা নীলাঃ পিত্তবহাঃ শিরাঃ।
>
> অসৃগ্বহাস্তু রোহিণ্যো গৌর্য্যঃ শ্লেষ্মবহাঃ শিরাঃ॥'
>
> ইতি সৌশ্রুতে দর্শনাদিত্যর্থঃ। ১

নাড়ীস্বরূপং নিরূপ্য তত্র জাগরিতে লিঙ্গশরীরস্থিতিমস্য দর্শয়তি—তাস্বিতি। এবং বিদ্যাবিদ্যাদৈস্বব বিবরণং সূক্ষ্মাণিত্যাদি। পঞ্চ ভূতানি দশেন্দ্রিয়াণি প্রাণোঽন্তঃকরণমিতি সপ্তদশকম্। জাগরিতে লিঙ্গশরীরস্য স্থিতিমুক্ত্বা ইদানীং তৎস্থিতিমাহ—তস্মিন্নিতি। বিবক্ষিতাং স্বপ্নস্থিতিমুক্ত্বা জ্ঞাতান্যপি যোজয়তি—অথেত্যাদিনা। স্বপ্নে দৃশ্যাদিনিমিত্ত বশাদ্ বিদৈব লিঙ্গং নানাকারমবভাসতে, তৎ মিথ্যাজ্ঞানং লিঙ্গাস্থগতমূলাবিদ্যাকার্য্যত্বাৎ অবিদ্যেতি স্থিতে সতীত্যস্যার্থমাহ - এবং সতীতি। তস্মিন্ কালে স্বপ্নদর্শনং বিদ্যেবিতি শেষঃ। ইব শব্দার্থমাহ সেত্যাদিনা। উক্তোদাহরণেন সমুচ্চিতোদাহরণান্তরমাহ—তথেতি। গর্ত্তাদিপতনপ্রতীতৌ হেতুমাহ তাদৃশী হীতি। তাদৃশমবিদ্যয়তি—অত্যন্তেতি। যথোক্তবাসনাপ্রভবং কথং পতনাদেরবস্তুবিত্যাশঙ্ক্যাহ—রজ্জ্বেতি। ২

ভাষ্যানুবাদ। 'তা বৈ' ইত্যাদি। হস্তমস্তকাদিসম্পন্ন এই পুরুষের 'হিতা' নামে প্রসিদ্ধ এই সমস্ত নাড়ী আছে; সহস্রভাগে বিভক্ত কেশের যেমন পরিমাণ, উহারা ঠিক সেই পরিমাণে অণু বা সূক্ষ্ম; সেগুলি আবার শুক্ল, নীল, পিঙ্গল, হরিত ও লোহিত বর্ণ রসে পরিপূর্ণ অর্থাৎ শুক্লাদি বিশেষ বিশেষ রসে পরিপূর্ণ। রসগত এই সমস্ত বিভাগও আবার বাত পিত্ত ও শ্লেষ্মার পরস্পর সংযোগবৈচিত্র্যনিবন্ধন বিচিত্র ও বহুপ্রকার হইয়া থাকে। ১

এবংবিধ—কেশাগ্রের সহস্রভাগের সমপরিমাণ সূক্ষ্ম ও শুক্লাদি রসপূর্ণ দেহব্যাপী উক্ত নাড়ীসমূহের অভ্যন্তরে সপ্তদশ অবয়বসম্পন্ন লিঙ্গশরীর অবস্থান করে (১); উত্তমাধম সংসারধর্ম্মের অনুভূতি-প্রসূত যত বাসনা বা সংস্কার আছে, সে সমুদয় বাসনা উক্ত লিঙ্গ শরীর আশ্রয় করিয়া থাকে। বাসনারাশির আশ্রয়ভূত উক্ত লিঙ্গশরীরও আবার স্বচ্ছতা নিবন্ধন স্ফটিক মণির ন্যায় নির্ম্মল; কিন্তু আশ্রয়ভূত নাড়ী-নিহিত রসরূপ উপাধির সম্বন্ধবশতঃ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের প্রেরণায় তাহাতে বিভিন্নাকার বৃত্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে; তন্নিবন্ধন সেই লিঙ্গ শরীরই স্ত্রী, রথ, হস্তী প্রভৃতি নানাপ্রকার বাসনা-যোগে প্রতিভাত হইতে থাকে। এইপ্রকার অবস্থায়, যে সময় কোন শত্রু-দল কিংবা তস্করগণ আসিয়া আমাকে মারিতেছে—পূর্ব্বসংস্কারানুসারে কেবল অবিদ্যাত্মক এইরূপ যে, মিথ্যা প্রতীতি হইয়া থাকে, তাহাই কথিত হইতেছে—এই স্বপ্নদর্শীকে যেন বধই করিতেছে, এবং বশীভূতই করিতেছে; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু কেহই বধ করিতেছে না, কিংবা বশীভূতও করিতেছে না; পরন্তু অবিদ্যা-সংস্কার অভিব্যক্ত হওয়ায় ঐরূপ ভ্রান্তি জন্মে মাত্র। এইরূপ, হস্তীই যেন ইহাকে বিদ্রাবিত করিতেছে; এবং আপনাকে যেন গর্ত্ত-জীর্ণ কূপ প্রভৃতিতে পতনোন্মুখ বলিয়া মনে করিতেছে; কেন না, সে সময়ে তাহার অত্যন্ত নিকৃষ্ট ঐরূপ মিথ্যা

---

(১) তাৎপর্য্য।—লিঙ্গ শরীরের সপ্তদশ অবয়ব এইরূপ—

"পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতম্।
শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তৎ লিঙ্গমুচ্যতে।" (পঞ্চদশী)

অর্থাৎ প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান, এই পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়বে নির্ম্মিত 'সূক্ষ্ম শরীরের' নাম লিঙ্গশরীর। স্থূল দেহের অভ্যন্তরে এই সূক্ষ্ম শরীর থাকে; ইহাই আত্মার আশ্রয় ও ভোগসাধন।

বাসনাই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে ; ঐরূপ বাসনা অতিশয় দুঃখকর ; ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে,ঐ সমস্ত বাসনার আশ্রয়ভূত অন্তঃকরণ তখন অপর দ্বারা প্রচালিত থাকে। অধিক কি, জাগরণ দশায় হস্তি প্রভৃতি যে কিছু ভয়ানক বস্তু দর্শন করিয়া থাকে, এই স্বপ্নসময়ে সেই সমুদয় ভয়ানিক প্রাণী বিদ্যমান না থাকিলেও, প্রাদুর্ভূত অবিদ্যা বাসনাবশে কেবলই মিথ্যাত্মক সেই সমুদয় ভয়াবহ প্রাণীর দর্শন করিতে থাকে। ২

আবার যে সময়ে অবিদ্যা দুর্ব্বল হয়, আর বিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞান প্রবল হয়,— সেই বিদ্যার বিষয় ও স্বরূপ কিরূপ, তাহা বলিতেছেন—যে সময়ে, নিজে যেন দেবতাই হয়, [অভিপ্রায় এই যে,] জাগ্রদবস্থায় যখন দেবতাবিষয়ক বিদ্যা উদ্ভূত হয়, তখন সেই প্রাদুর্ভূত বাসনা প্রভাবে স্বপ্নেও আপনাকে যেন দেবতা বলিয়াই মনে করে ; সেইকথাই বলা হইতেছে,—যেন দেবতাই ; যেন রাজাই, রাজা অর্থ রাজ্যে স্থিত অর্থাৎ রাজ্যে অভিষিক্ত. জাগ্রদবস্থায় রাজ-ভাবে ভাবিত থাকায় স্বপ্নেও সে 'আমি রাজা' এইরূপ মনে করিয়া থাকে। এইরূপ যে সময় অবিদ্যা অত্যন্ত ক্ষীয়মাণ হয়, আর সর্ব্বাত্মবিষয়ক বিদ্যা প্রাদুর্ভূত হয়, সে সময় তদ্ভাবিত-চিত্ত থাকায় স্বপ্নদর্শী মনে করে যে, 'আমিই সর্ব্বাত্মক ; সেই যে, সর্ব্বাত্মভাব, তাহাই আত্মার পরম লোক অর্থাৎ স্বাভাবিক আত্মভাবঃ এই সর্ব্বাত্মভাব, লাভের পূর্ব্বে যে, অতি স্বল্প-মাত্রও ভেদদর্শন,— 'আমি ব্রহ্ম নহে' ইত্যাকার জ্ঞান, সেই অবস্থাই অবিদ্যা ; সেই অবিদ্যার প্রভাবে যে সমস্ত অনাত্মভাবময় লোক উপস্থাপিত হয়, ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সে সমুদয় লোকই (দৃশ্যই) অপরম বা অস্বাভাবিক। লোক-ব্যবহারসিদ্ধ সে সমুদয় লোক অপেক্ষা করিয়া এই যথোক্ত সর্ব্বাত্মভাবই পূর্ণ ও বাহ্যাভ্যন্তরভাবরহিত ; এবং তাহাই আত্মার পরম স্বভাবসিদ্ধ লোক (অবস্থা)। ৩

অতএব অবিদ্যা যে সময় হীনবল হয়, এবং বিদ্যা উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, সে সময় বিদ্যাফল—সর্ব্বাত্মভাবরূপ মোক্ষ নিশ্চয়ই তাহার, স্বপ্নদশায় স্বয়ংজ্যোতির্ভাব প্রত্যক্ষের ন্যায় প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধিগোচর হইতে থাকে। এই প্রকার, যে সময় অবিদ্যা উৎকর্ষ লাভ করিতে থাকে, আর বিদ্যা অন্তর্হিত হইতে থাকে, সে সময় অবিদ্যার ফলও প্রত্যক্ষতই উপলব্ধিগোচর হইতে থাকে ; যেমন—'ইহাকে যেন বধই করিতেছে, যেন ইহাকে বশীভূতই করিতেছে' ইত্যাদি। এই সর্ব্বাত্মভাব আর পরিচ্ছিন্নাত্মভাব, এ দুইটী

হইতেছে—বিদ্যা ও অবিদ্যার দুই প্রকার কার্য্য; তন্মধ্যে বিশুদ্ধ বিদ্যা-প্রভাবে হয়—সর্ব্বাত্মা, আর অবিদ্যা প্রভাবে হয়—অসর্ব্বাত্মা অর্থাৎ অপর যে কোন পদার্থ হইতেই পৃথগ্‌ভূত হয়। যে পদার্থ হইতে বিভক্ত বা পৃথগ্‌ভূত হয়, তাহার সহিত বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন হয়; বিরুদ্ধ বলিয়াই অপরের দ্বারা হত হয়, বশীকৃত হয় এবং বিদ্রাবিত হয়। যে সময় অসর্ব্বভাব হয়, সে সময়ে তিন্নত্ব নিবন্ধনই ঐ সমস্ত ঘটিয়া থাকে; কিন্তু যখন সর্ব্বাত্মভাবাপন্ন হয়, তখন কোন পদার্থ হইতেই ভিন্নত্ব হয় না, যাহার সহিত তাহার বিরোধ ঘটিতে পারে; বিরোধ না থাকিলে কে বধ করিবে, কে বশীভূত করিবে, কেই বা বিদ্রাবিত করিবে?

ইহা হইতে অবিদ্যার প্রকৃত তত্ত্ব এইরূপ বলা হইতেছে যে, অবিদ্যা, সর্ব্বাত্মক আত্মাকেও অসর্ব্বাত্মকরূপে বুঝাইয়া দেয়, আত্মাতিরিক্ত কোন বস্তু বিদ্যমান না থাকিলেও সম্মুখে উপস্থাপিত করে, এবং আত্মাকে অসর্ব্বভাবে ভাবিত করে; তাহার পর সেই বিষয়ে কামনা উপস্থিত করে; কামনাতে অপর পদার্থ হইতে আপনার ভিন্নতা উপলব্ধি করে; কামনার পর ক্রিয়া করিতে থাকে; ক্রিয়া হইতে ফলভোগ হয়, ইহাই এখানে বলা হইল; পরেও বলা হইবে—'যখন দ্বৈতের ন্যায় হয়, তখনই অপরে অপরকে দর্শন করিয়া থাকে' ইত্যাদি। অবিদ্যার এইপ্রকার প্রকৃত তত্ত্ব ও তাহার কার্য্য প্রদর্শিত হইল, এবং তাহারই বিপরীতভাবে বিদ্যার কার্য্য সর্ব্বাত্মভাবও বর্ণিত হইল, অবিদ্যা ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, এবং বিদ্যার চরমোৎকর্ষ সহযোগে সর্ব্বাত্মভাব সুব্যবস্থিত হইলে, রজ্জুসর্প স্থলে রজ্জু জ্ঞানে যেমন সর্প নিবৃত্ত হইয়া যায়, তেমনি অবিদ্যাও আপনা হইতেই নিবৃত্ত হইয়া থাকে; [কিন্তু অবিদ্যা আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইলে,কখনই তাহা নিবৃত্ত হইত না]। এ কথা অন্যত্রও কথিত হইয়াছে—'যে সময় ইহার (মুমুক্ষুর) সমস্ত জগৎ আত্ম স্বরূপই হইয়া যায়, সে সময় কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে' ইত্যাদি। অতএব অবিদ্যা কখনই আত্মার ধর্ম্ম হইতে পারে না; কেন না, বস্তুসম্বন্ধে স্বভাবের কখনও উচ্ছেদ হইতে পারে না; যেমন সূর্য্যের উষ্ণতা ও প্রকাশ ধর্ম্ম সূর্য্যের সমকালস্থায়ী, ইহাও তেমনি; এই কারণেই সেই অবিদ্যা হইতে আত্মার মোক্ষ উপপন্ন হয় ॥২১॥২০॥

তদ্বা অস্যৈতদতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্মাভয়ংরূপম্। তদ্‌যথা

প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্‌, এবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্‌। তদ্বা অস্যৈতদাপ্তকামমাত্মকামমকামং রূপং শোকান্তরম্‌ ॥ ২৭৩ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। [অতঃপরং সুষুপ্তাবাত্মনঃ ক্রিয়াকারকাদি-সম্বন্ধশূন্যং সর্বাত্মভাবং প্রদর্শয়িতুমুপক্রমতে 'তদ্বৈ' ইত্যাদিনা। অস্য (প্রকৃতস্য আত্মনঃ) তৎ (প্রসিদ্ধং) এতৎ (বক্ষ্যমাণং) অতিচ্ছন্দাঃ (অতিচ্ছন্দং কামাতীতং) অপহতপাপ্ম, অভয়ং রূপং। কিং তৎ? ইত্যাহ—] তৎ (অতিমত্তা রূপং) যথা (যদ্বৎ) প্রিয়য়া (প্রীতিভাজা) স্ত্রিয়া সংপরিষক্তঃ (আলিঙ্গিতঃ পুরুষঃ) বাহ্যং কিঞ্চন (কিমপি) ন বেদ (জানাতি), তথা আন্তরং (দেহান্তর্গতমপি কিঞ্চন) ন [বেদ]; এবম্ এব অয়ং পুরুষঃ (আত্মা) প্রাজ্ঞেন (পরমাত্মনা সহ) সংপরিষক্তঃ বাহ্যং কিঞ্চন ন বেদ, আন্তরং [চ ন বেদ]। অস্য (আত্মনঃ) তৎ এতৎ (যথোক্তপ্রকারং রূপম্‌) আপ্তকামং (স্বব্যতিরিক্ত কাম্যাভাবাৎ পূর্ণকামমিত্যর্থঃ), আত্মকামং (আত্মনি এব—নান্যত্র যস্মিন্ কামঃ যস্মিন্ রূপে, তৎ তথা), [অত এব বস্তুতঃ] অকামং (কাম্যবিষয়াভাবাৎ কামনাশূন্যং), শোকান্তরং (শোকচ্ছিদ্রং শোকরহিতমিতি ভাবঃ) রূপম্‌ (স্বরূপম্‌) ২৭৩।২১।

মূলানুবাদ। এই আত্মার ইহাই (সৌষুপ্ত রূপই) অতিচ্ছন্দা অর্থাৎ সর্বপ্রকার কামনাশূন্য, নিষ্পাপ এবং ভয়বিরহিত রূপ। প্রিয়তমা স্ত্রীর সহিত সর্বতোভাবে আলিঙ্গিত হইয়া, পুরুষ যেমন বাহ্য বা আভ্যন্তর কোন বিষয় জানিতে পারে না, [তন্ময় হইয়া যায়]; ঠিক সেইরূপই এই পুরুষও প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সহিত সংমিলিত হইয়া বাহ্য বা আভ্যন্তর কোন বিষয় জানিতে পারে না। ইহাই এই পুরুষের সেই প্রসিদ্ধ আপ্তকাম (পূর্ণকাম), আত্মকাম অর্থাৎ আত্মাই তাহার একমাত্র কাম্য পদার্থ; সুতরাং বাহ্য ও আভ্যন্তর বিষয় বিষয়ে চিন্তা না থাকায়, ইহাই শোকরহিত রূপ ॥২৭৩॥২১॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। ইদানীং যোঽসৌ সর্ব্বাত্মভাবো মোক্ষো বিদ্যাফলং ক্রিয়াকারকফলশূন্যম্, স প্রত্যক্ষতো নির্দ্দিশ্যতে; যত্রাবিদ্যাকামকর্ম্মাণি ন সন্তি, তদেতৎ প্রস্তুতম্; যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতীতি। তদেতদ্বা অস্য রূপম্, যঃ সর্ব্বাত্মভাবঃ; সোঽস্য পরমো লোক ইত্যুক্তঃ; তদতিচ্ছন্দা অতিচ্ছন্দমিত্যর্থঃ, রূপপরত্বাৎ; ছন্দঃ কামঃ, অতিগতঃ ছন্দো যস্মাৎ রূপাৎ, তদতিচ্ছন্দং রূপম্। অন্যোঽসৌ সান্তঃ ছন্দঃশব্দঃ গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দোবাচী; অয়ন্তু কামবচনঃ; অতঃ স্বরান্ত এব; তথাপি অতিচ্ছন্দা ইতি পাঠঃ স্বাধ্যায়ধর্ম্মো দ্রষ্টব্যঃ; অস্তি চ লোকে কামবচনপ্রযুক্তশ্ছন্দঃশব্দঃ,—স্বচ্ছন্দঃ পরচ্ছন্দ ইত্যাদৌ; অতোঽতিচ্ছন্দমিত্যেবমুপনেয়ং কামবর্জ্জিতমেতদ্রূপমিত্যস্মিন্নর্থে। ১

তথা অপহতপাপ্ম, পাপ্মশব্দেন ধর্ম্মাধর্ম্মাবুচ্যেতে, "পাপ্মভিঃ সংসৃজ্যতে, পাপ্মনো বিজহাতি" ইত্যুক্তত্বাৎ; অপহতপাপ্মা ধর্ম্মাধর্ম্মবর্জ্জিতমিত্যেতৎ। কিঞ্চ, অভয়ম্—ভয়ং হি নাম অবিদ্যাকার্য্যম্, "অবিদ্যয়া ভয়ং মন্যতে" ইতি হ্যুক্তম্; তৎকার্য্যদ্বারেণ কারণপ্রতিষেধোঽয়ম্, অভয়ং রূপমিতি অবিদ্যাবর্জ্জিতমিত্যেতৎ। যদেতদ্বিদ্যাফলং সর্ব্বাত্মভাবঃ, তদেতদ্ অতিচ্ছন্দাপহতপাপ্মাভয়ং রূপম্—সর্ব্বসংসারধর্ম্মবর্জ্জিতম্; অতোঽভয়ং রূপমেতৎ। ইদঞ্চ পূর্ব্বমেবোক্তম্ অতীতানন্তরব্রাহ্মণসমাপ্তৌ, "অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি" ইত্যাগমতঃ; ইহ তু তর্কতঃ প্রপঞ্চিতম্, দর্শিতাগমার্থপ্রত্যয়দার্ঢ্যায়। ২

অয়মাত্মা স্বয়ং চৈতন্যজ্যোতিঃস্বভাবঃ সর্ব্বং স্বেন চৈতন্যজ্যোতিষাবভাসয়তি—স যৎ তত্র কিঞ্চিৎপশ্যতি, রমতে, চরতি, জানাতি চেত্যুক্তম্; স্থিতঞ্চৈতৎ ন্যায়তঃ নিত্যং স্বরূপং চৈতন্যজ্যোতিষ্ট্বমাত্মনঃ। স যদ্যাত্মা অত্রাবিনষ্টশ্চৈতন্যস্বরূপঃ স্বেনৈব রূপেণ বর্ত্ততে; কস্মাদয়ম্ অহমস্মীত্যাত্মানং বা বহির্বা ইমানি ভূতানীতি জাগ্রৎস্বপ্নয়োরিব ন জানাতীতি? অত্রোচ্যতে শৃণু; অত্রাজ্ঞানহেতুং; একত্বমেবাজ্ঞানহেতুঃ; তৎ কথমিতি উচ্যতে—দৃষ্টান্তেন হি প্রত্যক্ষীভবতি বিবক্ষিতোঽর্থ ইত্যাহ—তৎ তত্র যথা লোকে, প্রিয়য়া ইষ্টয়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তঃ সম্যক্ পরিষ্বক্তঃ, কাময়ন্ত্যা কামুকঃ সন্, ন বাহ্যমাত্মনঃ কিঞ্চন কিঞ্চিদপি বেদ—মত্তোঽন্যদ্বস্ত্বিতি, ন চ আন্তরম্—অয়মহমস্মি সুখী দুঃখী চেতি; অপরিষ্বক্তস্তু তয়া প্রবিভক্তো জানাতি সর্ব্বমেব বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চ; পরিষ্বঙ্গোত্তরকালং তু একত্বাপত্তের্ন জানাতি। ৩

হইতে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম করাই যেন বেদের স্বভাব। লোকব্যবহারেও কামনা অর্থে 'ছন্দ' শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে; যেমন—'স্বচ্ছন্দ, পরচ্ছন্দ' ইত্যাদি। অতএব কামনারহিত অর্থে—'অতিচ্ছন্দা' শব্দকে 'অতিচ্ছন্দঃ' রূপে অবশ্যই পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। ১

সেইরূপ, ঐরূপটী অপহতপাপ্মও বটে; পাপ্ম শব্দে ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝায়; যেহেতু অন্যত্রও, 'পাপের সহিত সংসৃষ্ট হয়, সকল পাপ্ম পরিত্যাগ করে' এইরূপ উক্তি রহিয়াছে; সেই হেতু এখানেও 'অপহতপাপ্মন্' শব্দে ধর্ম্মাধর্ম্মবিবর্জ্জিত অর্থ বুঝিতে হইবে। অপিচ, ঐ রূপটী অভয়; অবিদ্যা হইতে ভয়ের উৎপত্তি হয়; এই জন্য অন্যত্র উক্ত আছে যে, 'অবিদ্যা বশতঃ মনে ভয় হইয়া থাকে'; অতএব বুঝিতে হইবে যে, অবিদ্যাকার্য্য ভয়ের নিষেধ দ্বারা, ভয়কারণীভূত অবিদ্যারই নিষেধ করা হইয়াছে; সুতরাং 'অভয় রূপ' অর্থ অবিদ্যাবিবর্জ্জিত রূপ। ইহার প্রকৃত স্বরূপ এই যে, সর্ব্বাত্মভাব, ইহাই অতিচ্ছন্দ অপহতপাপ্ম ও অভয় রূপ; যেহেতু এই রূপটী সর্ব্ববিধ সংসার-ধর্ম্মবর্জ্জিত, সেই হেতুই অভয়। ইতঃপূর্ব্বে অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণের শেষে 'হে জনক, তুমি অভয় প্রাপ্ত হইয়াছ' এই আগম-বাক্যানুসারে পূর্ব্বেই এই অভয় রূপটি প্রদর্শিত হইয়াছে; এখানে আবার সেই আগমোক্ত অর্থই দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য তর্কসহযোগে বর্ণিত হইল। ২

কথিত আত্মা নিজেই স্বভাবসিদ্ধ চৈতন্যজ্যোতিঃসম্পন্ন, স্বীয় চৈতন্যজ্যোতির প্রভাবে অপর সমস্ত বস্তু প্রকাশিত করিয়া থাকে। পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে, 'সেই আত্মা সেখানে যাহা কিছু দর্শন করে, রমণ করে, সঞ্চরণ করে, কিংবা অনুভব করে' ইত্যাদি; আর নিত্য চৈতন্য-জ্যোতিই যে, আত্মার প্রকৃত রূপ, ইহা তর্কের সাহায্যেও পূর্ব্বেই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। সেই আত্মা যদি এই সুষুপ্ত অবস্থায়ও অবিনষ্টস্বরূপেই বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে এই সুষুপ্ত আত্মা জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার ন্যায়, এসময়ও আপনাকে এবং বাহ্য ভূতবর্গকে জানিতে পারে না কেন? হাঁ, অজ্ঞানের কারণ বলিতেছি; শ্রবণ কর; এখানে একত্বই উক্ত অজ্ঞানের প্রধান হেতু; ইহা যে, কিরূপে সম্ভবপর হয়, বলিতেছি। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইলে, বিবক্ষিত (বলিবার অভিপ্রেত) বিষয়টী প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হয়; [এই জন্য দৃষ্টান্ত দ্বারা বলিতেছেন—] কথিত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, জগতে কামাতুর পুরুষ যেমন মনোরমা কামুকা স্ত্রীর সহিত সম্যক্‌রূপে আলিঙ্গিত হইয়া বাহ্যজগতের

কোনও পদার্থ জানে না—তাহা হইতে অতিরিক্ত কোন বস্তু আছে বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে না, এবং আপনার আভ্যন্তরীণ কোন বিষয়ও—'আমি সুখী বা দুঃখী' ইত্যাকারে জানে না, অথচ তাদৃশ স্ত্রীকর্তৃক অনালিঙ্গিত সময়ে পরস্পর বিভাগাবস্থায় বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সমস্ত বিষয়ই জানিতে পারে, কিন্তু আলিঙ্গনের পরে উভয়ের একত্ব বা অবিভক্তভাব ঘটে বলিয়াই তখন জানিতে পারে না। ৩

তেমনই—অর্থাৎ উক্ত দৃষ্টান্তেরই মত, এই পুরুষ—দেহস্বামী জীব, ভূত-মাত্রা (পৃথিব্যাদি ভূতের পরিণাম) দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধ বশতঃ সৈন্ধবখণ্ডের ন্যায় সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকিয়াও, জলে প্রতিফলিত চন্দ্রবিম্বের ন্যায় এই দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হয়; সেই এই পুরুষ অর্থাৎ দেহস্বামী জীব, প্রাজ্ঞের সহিত অর্থাৎ নিজের স্বভাবসিদ্ধ পারমার্থিক পরজ্যোতিৰ্ম্ময় পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত—অব্যবধানে একীভূত হয়; সুতরাং সর্ব্বাত্মভাবাপন্ন হইয়া, বাহ্য অপর কোনও বস্তু, কিংবা আন্তর অর্থাৎ আত্মাতে—আমি সুখী দুঃখী ইত্যাদি ভাব উপলব্ধি করে না। ৮

আত্মার চৈতন্যজ্যোতিঃ স্বভাবসিদ্ধ হইলে, সুষুপ্তি সময়ে কি কারণে সে কিছুই জানিতে পারে না? তোমার এই প্রশ্নের উত্তরে পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে, একত্বই তাহার (অজ্ঞানভাবের) কারণ,—যেমন সমালিঙ্গিত স্ত্রী-পুরুষের হইয়া থাকে, ইহাও তেমনই। ইহা দ্বারা নানাত্মক ভেদ বুদ্ধিই যে, বিশেষ বিজ্ঞানের (পরস্পরের মধ্যে পার্থক বুদ্ধির) একমাত্র নিদান, একথাও প্রকারান্তরে বলাই হইয়াছে। অবিদ্যাই যে সেই নানাত্বের—আত্মাতে ভেদবুদ্ধি উপস্থিতির একমাত্র হেতু, সে কথাও পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে আত্মা যখন অবিদ্যা হইতে সম্পূর্ণ বিবিক্ত বা নির্ম্মুক্ত হয়, তখনই সর্ব্ব বস্তুর সহিত তাহার একত্ব সম্পন্ন হয়; তাহারই ফলে তৎকালে জ্ঞান-জ্ঞেয়াদি বিভাগ বিলুপ্ত হইয়া যায়; সুতরাং তদবস্থায় বিশেষ বিজ্ঞানের উদ্ভব কোথা হইতে হইবে? এবং স্বাভাবিক স্বরূপগত আত্মচৈতন্যে কামেরই বা সম্ভাবনা কোথায়। ৫

যেহেতু এইপ্রকার সর্ব্বৈকত্বই ইহার প্রকৃত রূপ, সেই হেতু স্বয়ংজ্যোতিঃ-স্বভাব এই আত্মার উক্ত রূপটী আপ্তকাম, যেহেতু ইহা সর্ব্বাত্মক, সেই হেতুই সমস্ত কাম্য বিষয় এই রূপের মধ্যে নিহিত আছে; সুতরাং ইহা আপ্তকাম। যাহার নিকট কাম্য বিষয় পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত থাকে, সেই-

অনাপ্তকাম হইয়া থাকে; যেমন জাগ্রৎকালীন দেবদত্তাদির রূপ, অর্থাৎ দেবদত্তাদিনামক ব্যক্তি অনাপ্তকাম; কিন্তু এই সুষুপ্ত আত্মার রূপটী সেরূপ অন্য কোন পদার্থ হইতে বিভক্ত নহে; কাজেই তাহা তখন আপ্তকাম (১)।

[এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে,] অপর পদার্থ হইতে বিভক্ত বা পৃথক্ না হওয়া কি আত্মার স্বতঃসিদ্ধ? অথবা আত্মার সর্ব্বাত্মকভাবজনিত? তদুত্তরে বলিতেছেন—এই আত্মার অতিরিক্ত কোন পদার্থই নাই; কেন নাই? যেহেতু এই আত্মা 'আত্মকাম' অর্থাৎ আত্মাই যাহার কাম বা কাম্য, তাদৃশ আত্মকাম তাহার স্বরূপ অন্যত্র জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়, কামনার বিষয়ীভূত বিষয়গুলি যেন অন্য বা পৃথক্ পদার্থ রূপে বিভক্ত থাকে; কিন্তু এখানে ভেদসমুৎপাদনের কারণীভূত অবিদ্যা বিদ্যমান না থাকায় এই রূপটী আত্মকাম; এবং এই কারণেই ইহা অকাম; কেন না, সে সময়ে কামনার যোগ্য কোন বিষয়ই থাকে না। তাহার পর, ঐ রূপটী শোকান্তর শোকের ছিদ্র—অবকাশ অর্থাৎ দুঃসম্বন্ধ; অথবা 'শোকান্তর' অর্থ শোকের মধ্য, অর্থাৎ উহার অগ্রে ও পশ্চাতে শোকসম্বন্ধ আছে, কেবল মধ্যবর্ত্তী এই স্থানেই শোক সম্বন্ধ নাই; সুতরাং উভয় মতেই উক্ত রূপটী যে অশোক—শোকবর্জ্জিত, তাহা সিদ্ধ হইতেছে ॥২৭৩॥২১॥

অত্র পিতাঽপিতা ভবতি মাতাঽমাতা, লোকা অলোকাঃ, দেবা অদেবাঃ, বেদা অবেদাঃ, অত্র স্তেনোঽস্তেনো ভবতি, ভ্রূণহাঽভ্রূণহা, চাণ্ডালোঽচাণ্ডালঃ পৌল্কসোঽপৌল্কসঃ শ্রমণোঽশ্রমণস্তাপসোঽতাপসোঽনন্বাগতং পুণ্যেনানন্বাগতং পাপেন, তীর্ণো হি তদা সর্ব্বাঞ্ছোকান্ হৃদয়স্য ভবতি ॥২৭৪॥২২॥

(১) তাৎপর্য্য—কামনামাত্রই ভেদসাপেক্ষ; ভেদবুদ্ধিই কামনা জন্মায়; ভেদজ্ঞান যাহার যত প্রবল, তাহার কামনাও তত অধিক; কামী পুরুষ পরের বস্তুরই কামনা করিয়া থাকে; যাহার সেই ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইয়া একত্বে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহার আর কাম্য কিছু থাকে না; আপনাকে কেহ কখনও কামনা করে না; তাই শ্রুতি বলিতেছেন—সুষুপ্তি সময়ে জীব যখন পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়, ভেদবিজ্ঞান অন্তর্হিত হইয়া যায়, তখন তাহার আর কিছুই কাম্য বিষয় থাকে না।

অন্বয়ার্থঃ।—অত্র অস্মিন্ সম্প্রসাদে পিতা (জনকঃ) অপিতা (পিতৃত্বসম্বন্ধশূন্যঃ) ভবতি; তথা মাতা অমাতা (মাতৃত্বসম্বন্ধরহিতা, ভবতি]; [এবং সর্ব্বত্র]; লোকাঃ (কর্ম্মার্জ্জিতাঃ স্বর্গাদয়ঃ) অলোকাঃ, দেবাঃ (কর্ম্মারাধ্যাঃ ইন্দ্রাদয়ঃ) অদেবাঃ, বেদাঃ (কর্ম্মবিধায়কাঃ ঋগাদয়ঃ) অবেদাঃ [ভবন্তি]। অত্র (সুষুপ্তৌ) স্তেনঃ (চৌর্য্যকর্ম্মা ব্রাহ্মণসুবর্ণহর্ত্তা বা) অস্তেনঃ ভবতি; তথা ভ্রূণহা (গর্ভপাতকঃ) অভ্রূণহা, চাণ্ডালঃ (শূদ্রজন্মা) অচাণ্ডালঃ, পৌল্কসঃ (শূদ্রাৎ ক্ষত্রিয়ায়ামুৎপন্নঃ জাতিবিশেষঃ), অপৌল্কসঃ; শ্রমণঃ (পরিব্রাজকঃ) অশ্রমণঃ; তাপসঃ (বানপ্রস্থঃ) অতাপসঃ [ভবতি]; [কিং বহুনা] পুণ্যেন অনন্বাগতং (অসম্বদ্ধং), পাপেন চ অনন্বাগতং [রূপম্]; তদা হি (নিশ্চয়ে) হৃদয়স্য সর্ব্বান্ শোকান্ (দুঃখানি) তীর্ণঃ (উত্তীর্ণঃ) ভবতি ২১।২২।

মূলানুবাদ।—এই সুষুপ্তি সময়ে পিতা অপিতা হন অর্থাৎ পিতার পিতৃত্ব থাকে না; মাতার মাতৃত্ব থাকে না; স্বর্গাদি লোকেরও লোকত্ব (কার্য্যত্ব) থাকে না, কর্ম্মারাধ্য দেবতার দেবত্ব থাকে না, এবং ঋগ্বেদাদি বেদেরও বেদত্ব (বিধায়কত্ব) থাকে না। এখানে স্তেন (চৌর্য্যকারী কিংবা ব্রাহ্মণের স্বর্ণচোর) অস্তেন হয়, ভ্রূণহত্যাকারী অভ্রূণহা, চাণ্ডাল অচণ্ডাল, পৌল্কস (নীচজাতিবিশেষ) অপৌল্কস, শ্রমণ (পরিব্রাজক) অশ্রমণ এবং তাপস (বানপ্রস্থ) ও অতাপস হয়। তখন পুণ্য দ্বারা অসম্বদ্ধ এবং পাপদ্বারাও অসংস্পৃষ্ট; তখন নিশ্চয়ই হৃদয়ের সর্ব্ববিধ শোক অতিক্রম করে অর্থাৎ দুঃখ নির্মুক্ত হয় ॥২৭৪॥২২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। প্রকৃতঃ স্বয়ংজ্যোতিরাত্মা অবিদ্যাকামকর্ম্মবিনির্মুক্ত ইত্যুক্তম্; অসঙ্গত্বাদাত্মন আগন্তুকত্বাচ্চ তেষাং, নৈরপেক্ষ্যাচ্চ; চৈতন্যস্বভাবত্বে সত্যপি একীভাবান্ন জানাতি—স্ত্রীপুংসয়োরেব সম্পরিষক্তয়োরিত্যুক্তম্। তত্র প্রাসঙ্গিকমেতদুক্তম্, কামকর্ম্মাদিবৎ স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বমপি অস্যাত্মনো ন স্বভাবঃ, যস্মাৎ সম্প্রসাদে নোপলভ্যতে, ইত্যাশঙ্কায়াং প্রাপ্তায়াং তন্নিরাকরণায় স্ত্রীপুং-সয়োর্দৃষ্টান্তোপাদানেন বিদ্যমানস্যৈব স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বস্য সুষুপ্তেঽগ্রহণমেকীভাবাদ্ধেতোঃ, ন তু কামকর্ম্মাদিবদাগন্তুকম্, ইত্যেতৎ প্রাসঙ্গিকমভিধায়, যৎ প্রকৃতং তদেবানুবর্ত্তয়তি। অত্র চৈতৎ প্রকৃতম্—

অবিদ্যাকামকর্ম্মবিনির্ম্মুক্তমেতদ্রূপম্, যৎ সুষুপ্তে আত্মনো গৃহ্যতে প্রত্যক্ষত ইতি। তদেতদ্ যথাভূতমেবাভিহিতং সর্ব্বসম্বন্ধাতীতমেতদ্রূপমিতি। ১

যস্মাদত্রৈতস্মিন্ সুষুপ্তস্থানে অতিচ্ছন্দাপহতপাপ্মাভয়মেতদ্রূপম্, তস্মাদত্র পিতা জনকঃ, তস্য চ জনয়িতৃত্বাৎ যৎ পিতৃত্বং পুত্রং প্রতি, তৎ কর্ম্মনিমিত্তম্; তেন চ কর্ম্মণা অসম্বদ্ধোঽয়মস্মিন্ কালে; তস্মাৎ পুত্রসম্বন্ধনিমিত্তস্য কর্ম্মণো বিনির্ম্মুক্তত্বাৎ পিতাপি অপিতা ভবতি। তথা পুত্রোঽপি পিতুরপুত্রো ভবতীতি সামর্থ্যাদ্গম্যতে; উভয়োর্হি সম্বন্ধনিমিত্তং কর্ম্ম তদয়মতিক্রান্তো বর্ত্ততে, অপহতপাপ্মেতি হ্যুক্তম্; তথা মাতা অমাতা, লোকাঃ কর্ম্মণা জেতব্যা জিতাশ্চ; তৎকর্ম্মসম্বন্ধাভাবাৎ লোকা অলোকাঃ; তথা দেবাঃ কর্ম্মাঙ্গভূতাঃ, তৎকর্ম্মসম্বন্ধাত্যয়াৎ দেবা অদেবাঃ; তথা বেদাঃ সাধ্যসাধনসম্বন্ধাভিধায়কাঃ ব্রাহ্মণলক্ষণা মন্ত্রলক্ষণাশ্চ অভিধায়কত্বেন কর্ম্মাঙ্গভূতাঃ অধীতা অধ্যেতব্যাশ্চ কর্ম্মনিমিত্তমেব সম্বধ্যন্তে পুরুষেণ তৎকর্ম্মাতিক্রমণাদেতস্মিন্ কালে বেদা অপ্যবেদাঃ সম্পদ্যন্তে। ২

ন কেবলং শুভকর্ম্মসম্বন্ধাতীতঃ, কিং তর্হি? অশুভৈরপ্যত্যন্তঘোরৈঃ কর্ম্মভিরসম্বদ্ধ এবায়ং বর্ত্তত ইত্যেতমর্থমাহ,—অত্র স্তেনঃ ব্রাহ্মণসুবর্ণহর্ত্তা, ভ্রূণহনা সহ পাঠাদবগম্যতে; স তেন ঘোরেণ কর্ম্মণা এতস্মিন্ কালে বিনির্ম্মুক্তো ভবতি, যেনায়ং কর্ম্মণা মহাপাতকী স্তেন উচ্যতে। তথা ভ্রূণহা অভ্রূণহা, তথা চাণ্ডালঃ, ন কেবলং প্রত্যুৎপন্নেনৈব কর্ম্মণা বিনির্ম্মুক্তঃ, কিং তর্হি? সহজেনাপি অত্যন্তনিকৃষ্টজাতিপ্রাপকেণাপি বিনির্ম্মুক্ত এবায়ম্। চণ্ডালো নাম শূদ্রেণ ব্রাহ্মণ্যামুৎপন্নঃ, চণ্ডাল এব চাণ্ডালঃ, স জাতিনিমিত্তেন কর্ম্মণাসম্বদ্ধত্বাৎ অচাণ্ডালো ভবতি। পৌল্কসঃ, পুল্কসঃ এব পৌল্কসঃ—শূদ্রেণৈব ক্ষত্রিয়ায়ামুৎপন্নঃ, তথা সোঽপ্যপৌল্কসো ভবতি। তথা আশ্রমলক্ষণৈশ্চ কর্ম্মভিরসম্বদ্ধো ভবতীত্যুচ্যতে। শ্রমণঃ পরিব্রাট্, যৎকর্ম্মনিমিত্তো ভবতি, স তেন বিনির্ম্মুক্তত্বাদশ্রমণঃ। তথা তাপসো বানপ্রস্থঃ অতাপসঃ। সর্ব্বেষাং বর্ণাশ্রমাদীনামুপলক্ষণার্থমুভয়োর্গ্রহণম্। ৩

কিং বহুনা, অনন্বাগতং—ন অন্বাগতমনন্বাগতমসম্বদ্ধমিত্যেতৎ। পুণ্যেন শাস্ত্রবিহিতেন কর্ম্মণা; তথা পাপেন বিহিতাকরণ-প্রতিষিদ্ধক্রিয়ালক্ষণেন; রূপপরত্বান্নপুংসকলিঙ্গম্; অভয়ং রূপমিতি হ্যনুবর্ত্ততে। কিং পুনরসম্বন্ধে কারণমিতি তদ্ধেতুরুচ্যতে—তীর্ণঃ অতিক্রান্তঃ, হি যস্মাদেবংরূপঃ, তদা তস্মিন্ কালে সর্ব্বান্ শোকান্, শোকাঃ কামা ইষ্টবিষয়প্রার্থনাঃ; তে হি তদ্বিষয়-

বিয়োগে শোকত্বমাপদ্যন্তে ; ইষ্টং হি বিষয়মপ্রাপ্তং বিযুক্তং চোদ্দিশ্য চিন্তয়ানস্তদ্‌গুণান্ সন্তপ্যতে পুরুষঃ ; অতঃ শোকো রতিঃ কাম ইতি পর্য্যায়াঃ। যস্মাৎ সর্ব্বকামাতীতো হ্যত্রায়ং ভবতি "ন কঞ্চন কামং কাময়তে" "অতিচ্ছন্দা" ইতি হ্যুক্তম্ ; তৎপ্রক্রিয়াপতিতোঽয়ং শোকশব্দঃ কামবচন এব ভবিতুমর্হতি। কামশ্চ কর্ম্মহেতুঃ ; বক্ষ্যতি হি—"স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি ; যৎক্রতুর্ভবতি, তৎ কর্ম্ম কুরুতে" ইতি ; অতঃ সর্ব্বকামাতিতীর্ণত্বাদ্ যুক্তমুক্তম্ 'অনন্বাগতং পুণ্যেন' ইত্যাদি। ৪

হৃদয়স্য—হৃদয়মিতি পুণ্ডরীকাকারো মাংসপিণ্ডঃ, তৎস্থমন্তঃকরণং বুদ্ধিঃ হৃদয়মিত্যুচ্যতে, তাৎস্থ্যাৎ মঞ্চক্রোশনবৎ। হৃদয়স্য বুদ্ধেঃ যে শোকাঃ ; বুদ্ধিসংশ্রয়া হি তে, "কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসে"ত্যাদি "সর্ব্বং মন এব" ইত্যুক্তত্বাৎ। বক্ষ্যতি চ—"কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ" ইতি ; আত্মসংশ্রয়ভ্রান্তাপনোদায় হীদং বচনম্—"হৃদি শ্রিতাঃ", "হৃদয়স্য শোকাঃ" ইতি চ। হৃদয়-করণ-সম্বন্ধাতীতশ্চায়মস্মিন্ কালে অতিক্রামতি মৃত্যো রূপাণীতি হ্যুক্তম্ ; হৃদয়সম্বন্ধাতীতত্বাৎ তৎসংশ্রয়কামসম্বন্ধাতীতো ভবতীতি যুক্ততরং বচনম্। ৫

যেষু বাদিনঃ—হৃদি শ্রিতাঃ কামা বাসনাশ্চ হৃদয়সম্বন্ধিনমাত্মানমুপাসৃত্য উপশ্রয়ন্তি, হৃদয়বিয়োগেঽপি চ আত্মস্থবতিষ্ঠন্তে, পুটতৈলস্থ ইব পুষ্পাদিগন্ধ ইত্যাচক্ষতে ; তেষাং "কামঃ সঙ্কল্পঃ", "হৃদয়ে হ্যেব রূপাণি", "হৃদয়স্য শোকাঃ" ইত্যাদীনাং বচনানামানর্থক্যমেব। হৃদয়করণোৎপাদ্যত্বাদিতি চেৎ ; ন, হৃদি শ্রিতাঃ ইতি বিশেষণাৎ ; ন হি হৃদয়স্য করণমাত্রত্বে 'হৃদি শ্রিতাঃ' ইতি বচনং সমঞ্জসম্, "হৃদয়ে হ্যেব রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানি" ইতি চ। আত্মবিশুদ্ধেশ্চ বিবক্ষিতত্বাৎ হৃচ্ছ্রয়ণবচনং যথার্থমেব যুক্তম্ ; "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" ইতি চ শ্রুত্যন্তরঞার্থাসম্ভবাৎ। ৬

"কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ" ইতি বিশেষণাদন্যাশ্রয়া অপি সন্তীতি চেৎ ; ন, অনাশ্রিতাপেক্ষত্বাৎ। ন চাশ্রয়ান্তরমপেক্ষ্য 'যে হৃদি' ইতি বিশেষণম্, কিং হি ? যে হৃদ্যনাশ্রিতাঃ কামাঃ, তানপেক্ষ্য বিশেষণম্। যে তু অপ্ররূঢ়া ভবিষ্যাঃ, ভূতাঃ প্রতিপক্ষতো নিবৃত্তাঃ, তে নৈব হৃদি শ্রিতাঃ ; সম্ভাব্যন্তে চ তে ; অতো যুক্তং তানপেক্ষ্য বিশেষণম্—যে প্ররূঢ়া বর্ত্তমানাদিবিষয়ে, তে সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে ইতি। ৭

তথাপি বিশেষণানর্থক্যমিতি চেৎ ; ন, তেষু যত্নাধিক্যাৎ, হেয়ার্থত্বাৎ ; ইতরথা অশ্রুতমনিষ্টঞ্চ কল্পিতং স্যাৎ আত্মাশ্রয়ত্বং কামানাম্। 'ন কঞ্চন কামং

কাময়তে' ইতি প্রাপ্তপ্রতিষেধাদাত্মাশ্রয়ত্বং কামানাম্ শ্রুতমেবেতি চেৎ; ন, "সধীঃ স্বপ্নো ভূত্বা" ইতি পরনিমিত্তত্বাৎ কামাশ্রয়ত্বপ্রাপ্তেঃ, অসঙ্গবচনাচ্চ; ন হি কামাশ্রয়ত্বে অসঙ্গবচনমুপপদ্যতে; সঙ্গশ্চ কাম ইত্যবোচাম। "আত্মকামঃ" ইতি শ্রুতেরাত্মবিষয়োঽস্য কামো ভবতীতি চেৎ; ন, ব্যতিরিক্তকামাভাবার্থত্বাৎ তস্যাঃ। ৮

বৈশেষিকাদিতন্ত্রন্যায়োপপন্নমাত্মনঃ কামাদ্যাশ্রয়ত্বমিতি চেৎ; ন, "হৃদি শ্রিতাঃ" ইত্যাদিবিশেষশ্রুতিবিরোধাদনপেক্ষ্যাস্তা বৈশেষিকাদি-তন্ত্রোপপত্তয়ঃ; শ্রুতিবিরোধে ন্যায়স্যাভাসত্বোপপত্তেঃ। স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বাবাধনাচ্চ; কামাদীনাঞ্চ স্বপ্নে কেবলদৃশিমাত্রবিষয়ত্বাৎ স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বং সিদ্ধং স্থিতঞ্চ বাধ্যেত—আত্মসমবায়িত্বে দৃশ্যত্বানুপপত্তেঃ, চক্ষুর্গতবিশেষবৎ; দ্রষ্টুর্হি দৃশ্যমর্থান্তরভূতম্, ইতি দ্রষ্টুঃ স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বং সিদ্ধম্; তদ্ বাধিতং স্যাৎ, যদি কামাদ্যাশ্রয়ত্বং পরিকল্প্যেত। ৯

সর্বশাস্ত্রার্থবিপ্রতিষেধাচ্চ পরস্যৈকদেশকল্পনায়াং কামাদ্যাশ্রয়ত্বে চ সর্বশাস্ত্রার্থজাতং কুপ্যেত। এতচ্চ বিস্তরেণ চতুর্থেঽবোচাম। মহতা হি প্রযত্নেন কামাদ্যাশ্রয়ত্বকল্পনাঃ প্রতিষেদ্ধব্যাঃ, আত্মনঃ পরেণৈকত্ব-শাস্ত্রার্থসিদ্ধয়ে; তৎকল্পনায়াং পুনঃ ক্রিয়মাণায়াং শাস্ত্রার্থ এব বাধিতঃ স্যাৎ। যথেচ্ছাদীনামাত্মধর্মত্বং কল্পয়ন্তো বৈশেষিকা নৈয়ায়িকাশ্চোপনিষচ্ছাস্ত্রার্থেন ন সঙ্গচ্ছন্তে, তথা ইয়মপি কল্পনা উপনিষচ্ছাস্ত্রার্থবাধনান্নাদরণীয়া ॥ ২০৪ ॥ ২২ ॥

টীকা। অত্র 'পিতাঽপিতা'দিবাক্যমবতারয়িতুং বৃত্তমনুবদতি—প্রকৃত ইতি। অবিদ্যাদিনির্দেশে হেতুমাহ—অসঙ্গত্বাদিতি। যদ্যপি নামরূপবদবিদ্যায়া রূপং তথাপ্যতিবাক্যে নামরূপোপকীর্তি ত্বেবাম্; শ্রীবাক্যাদিনত্বাৎ পরামৃশতি—তত্রেতি। কামাদিবিবেকে দর্শিতে সতীতি যাবৎ। স্বভাবস্থাপায়ো ন সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্য হেতুমাহ—যস্মাদিতি। পরোক্তত্বেন শ্রীবাক্যাবতার্য তৎস্বাংশপর্য্যং পূর্বোক্ত-মনুকীর্তয়তি—সম্যগিতি। বৃত্তমনুক্তোত্তরগ্রন্থমবতারয়তি—ইত্যেতদিতি। স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বস্য স্বাভাবিকত্বমেতচ্ছব্দার্থঃ। প্রাসঙ্গিকং কামাদেরাগন্তুকত্বোক্তিপ্রসঙ্গাদাগতমিতি যাবৎ। প্রকৃতমেব দর্শয়তি—অত্র চেতি। অতিচ্ছন্দাদিবাক্যং সপ্তম্যর্থঃ। প্রত্যক্ষতঃ স্বরূপচৈতন্যবশাৎ যথোক্তাত্মরূপস্য সুষুপ্তে পুরুষস্যানুদিতত্ব পদার্থাদিবর্ণনম্। কামাদি-সম্বন্ধাভাবস্থিতিরপি রূপং কারণবেনৈবেত্যাশঙ্ক্যাহ—তদেতদিতি। প্রকৃতবর্ণনপ্রস্তা-বস্থবাক্যস্থসর্বার্থমাহ—এতস্মিন্নিতি। জনকো জনয়িতা পিতা অপিতা ভবতীতি সম্বন্ধঃ। পিতাঽপিতাঽপিতৃত্বাভাবমুপপাদয়তি—তস্য চেত্যাদিনা। যথাপিতৃ কালে পিতা পুত্রস্যাপিতা ভবতি তথাকালে তথোক্তি। মাতৃত্বস্য প্রতিপাদকঃ পদোক্তীত্যাদ-

এই রূপটী পরিনিষ্পন্ন হয়, সেইহেতু এই সময়ে পিতা—জনক অর্থাৎ পুত্রের প্রতি যে পিতৃত্ব সম্বন্ধ, পুত্রোৎপাদনরূপ কর্ম্মই তাহার নিমিত্ত; সুষুপ্তি সময়ে সেই ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ থাকে না; থাকে না বলিয়াই পিতাও তখন পুত্রর সম্বন্ধের কারণীভূত। জনকত্ব হইতে বিমুক্ত হন; এই কারণে তখন পিতাও অ পিতা হন; একথা হইতে ইহাও বেশ বুঝা যাইতেছে যে, পিতার ন্যায় পুত্রও তখন পিতার অ-পুত্র হয় অর্থাৎ তাহার পুত্রত্ব সম্বন্ধ রহিত হইয়া যায়; কেন না, পিতা ও পুত্র উভয়ের সম্বন্ধই কর্ম্মঘটিত; অপহতপাপ্ম উক্তি হইতে পাওয়া যায় যে, সে সম্বন্ধ তখন তিরোহিত হইয়া যায়; [সুতরাং তখন পিতার প্রতি পুত্রের পুত্রত্বও থাকিতে পারে না]। এইরূপ মাতাও অ মাতা হন, অর্থাৎ পুত্রের প্রতি মাতার মাতৃত্বও তখন রহিত হইয়া যায়; এইপ্রকার, কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গাদি যে সমস্ত লোক জয় করা হইয়াছে বা হইবে, সে সমুদয় কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধবিমুক্ত হওয়ায়, তখন ঐ সমস্ত স্বর্গাদি লোক ও অ লোক হয়; যে সমস্ত দেবতা কর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ, কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ ধ্বংস হওয়ায়, সেই সমস্ত দেবতাও তখন দেবতা থাকেন না, এবং সাধ্য-সাধনসম্বন্ধ প্রতিপাদক সমস্ত বেদ অর্থাৎ অমুক কর্ম্ম দ্বারা অমুক ফল লাভ করা যায়, ইহা প্রতিপাদন করাই যাহাদের উদ্দেশ্য, সেই সমুদয় এবং মন্ত্রাত্মক,—কর্ম্মাঙ্গ-সংবদ্ধ এই উভয়প্রকার বেদই কর্ম্মসম্পাদনার্থ লোকের অতীত ও অধ্যেতব্য হইয়া থাকে; তখন সেই কর্ম্মসম্বন্ধ বিলুপ্ত হইয়া যায়; এই কারণে সে সমস্ত বেদসমূহও অবেদে পরিণত হয়। ২

পুরুষ তখন যে, কেবল শুভকর্ম্মের সম্বন্ধই অতিক্রম করে, তাহা নহে, পরন্তু অত্যন্ত ভয়াবহ অশুভ কর্ম্মের সম্বন্ধ হইতেও তখন নির্ম্মুক্ত হইয়া থাকে; অতঃপর সেই কথাই বলা হইতেছে—এ সময়ে স্তেন অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সুবর্ণাপহারী—যাহার দরুণ মহাপাতকী 'স্তেন' বলিয়া কথিত হয়, সেই চৌর্য্য জনিত পাপ হইতেও বিমুক্ত হয়। এখানে ভ্রূণহত্যাকারীর সহিত এক সঙ্গে পঠিত হইয়াছে বলিয়া 'স্তেন' শব্দে ব্রাহ্মণের সুবর্ণাপহারী বুঝিতে হইবে (১)।

(১) তাৎপর্য্য—ভ্রূণহত্যাকারী মাত্রই মহাপাতকী নহে; পরন্তু ব্রাহ্মণ ভ্রূণহত্যাকারীই মহাপাতকীমধ্যে পরিগণিত হয়; অতএব 'ভ্রূণহা' শব্দেও এখানে ব্রহ্মহত্যাকারী বুঝিতে হইবে মনু বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চ পঞ্চমঃ।"

ভাষ্যকার এই অভিপ্রায়ে 'স্তেন' শব্দের ঐরূপ অর্থ করিয়াছেন।

এইরূপ, এখানে ভ্রূণহত্যাকারীও অভ্রূণহা হয়। কেবল যে উক্ত জন্মকৃত কর্ম্ম হইতেই বিমুক্ত হয়, তাহা নহে; পরন্তু স্বভাবনিকৃষ্ট যোনিতে জন্মের কারণীভূত স্বাভাবিক কর্ম হইতেও নির্ম্মুক্ত হইয়া থাকে। [ইহা জানাইবার জন্য বলিতেছেন—] এখানে চাণ্ডালও চাণ্ডাল থাকে না; শূদ্রকর্তৃক ব্রাহ্মণীর গর্ভে উৎপাদিত সন্তান চণ্ডাল নামে প্রসিদ্ধ; চণ্ডাল ও চাণ্ডাল একই। সে সময় চাণ্ডালত্বপ্রাপক কর্মদ্বারা অসম্বন্ধ হওয়ায়, সেই চাণ্ডাল ও চাণ্ডাল থাকে না। এইরূপ পৌল্কস—পুল্কস অর্থাৎ শূদ্র হইতে ক্ষত্রিয়াগর্ভে জাত যে পুল্কস, সে ও তখন অপুল্কস হয়। এইরূপ আশ্রমসম্বন্ধ যে সমুদায় কর্ম আছে, সে সমুদয় কর্মের সহিত ও যে, তাহার সম্বন্ধাভাব ঘটে, তাহা বলিতেছেন—শ্রমণ অর্থ পরিব্রাজক; যে কর্মযোগে শ্রমণ হয়, সেই কর্মবিমুক্ত হওয়ায় তিনি সেই সময়ও অ-শ্রমণ হন। এইরূপ তাপস বানপ্রস্থও অতাপস হন। যত রকম বর্ণাশ্রম-বিভাগ আছে, তৎ সমস্তেরই অভাব বুঝাইবার নিমিত্ত এখানে শ্রমণ ও তাপসের পৃথক্ উল্লেখ করা হইয়াছে।

অধিকন্তু, তখন শাস্ত্রবিহিত পুণ্য কর্ম এবং বিহিতের অকরণ ও নিষিদ্ধের আচরণ জনিত যে, পাপ হয়, সে পাপেও লিপ্ত হয় না। এখানে 'অনন্বাগতম্' কথাটী 'রূপের' বিশেষণ; এইজন্য ক্লীবলিঙ্গ হইয়াছে; কারণ, এখানেও পূর্ব্বোক্ত 'অভয়ং রূপম্' কথার অনুবৃত্তি হইয়াছে। কি করে পাপাদির সহিত সম্বন্ধ হয় না, এখন তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন—যেহেতু সুপ্ত পুরুষ সেই সময়ে হৃদয়গত সমস্ত শোক অতিক্রম করে, অর্থাৎ শোকবিমুক্ত হয়, এখানে শোক অর্থ—কামনা; অভিলষিত বিষয়বিষয়ে প্রার্থনাই (কামনাই) সেই বিষয়ের বিয়োগে শোকে পরিণত হইয়া থাকে; কেন না, প্রার্থিত বিষয়টি যদি লাভ করা না যায়, কিংবা লাভের পর বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন সেই বিষয়ের উদ্দেশে চিন্তাকুল হইয়া শোক-সন্তাপ অনুভব করিয়া থাকে; এইজন্যই শোক রতি ও কাম, এই তিনটী সমানার্থক শব্দ। পূর্ব্বেও কথিত হইয়াছে যে, পুরুষ এ সময় কোন বিষয় কামনা করে না; এবং 'অতিচ্ছন্দা' হয়; সেই প্রস্তাবান্তর্গত এই 'শোক' শব্দও কামনা-বোধক হওয়াই উচিত; কামনাই কর্ম্মের হেতু অর্থাৎ কর্ম্মে প্রবৃত্তির কারণ; পরেও বলিবেন—'সেই পুরুষ যেরূপ কামনাসম্পন্ন হয়; সেইরূপই সংকল্প করিয়া থাকে, সেই কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করে' ইতি যেহেতু পুরুষ এ সময়ে

সমস্ত কামনার অতীত হয়, সেইহেতু—সর্ব্বপ্রকার কামনা উত্তীর্ণ হওয়ায় 'অনন্বাগতং পুণ্যেন' বলা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। ৪

'হৃদয়স্য' ইতি; হৃদয় অর্থ—পদ্মাকার মাংসপিণ্ড; অন্তঃকরণ বুদ্ধি সেই হৃদয়-পদ্মের মধ্যে অবস্থান করে; এই জন্য—মঞ্চস্থ লোকে শব্দ করিলে যেমন 'মঞ্চ শব্দ করিতেছে' বলা হইয়া থাকে, তেমনি হৃৎপদ্ম-মধ্যগত বুদ্ধিকেও হৃদয় বলা হইয়া থাকে। 'কাম, সংকল্প ও সংশয় ইত্যাদি সমস্তই মনের ধর্ম্ম' এই শ্রুতিবাক্য হইতেও জানা যায় যে হৃদয়ের যে সমস্ত শোক, সে সমস্ত বুদ্ধিরই ধর্ম্ম। ইহার পরেও বলিবেন—'ইহার হৃদয়াশ্রিত যে সমস্ত কাম'; শোক আত্মাশ্রিত আত্মার ধর্ম্ম, এইরূপ ভ্রম হইতে পারে, সেই ভ্রম নিরাসের জন্য এখানে 'হৃদি শ্রিতাঃ' ও হৃদয়স্য শোকাঃ' বলা হইল। পূর্ব্বোক্ত 'মৃত্যুর রূপসমূহ অতিক্রম করে' এই বাক্য দ্বারা জানা যায় যে, সুষুপ্তি সময়ে পুরুষ জ্ঞান-সাধন হৃদয়ের সহিত সম্বন্ধরহিত হয়; জ্ঞান-সাধন সেই হৃদয়ের সম্বন্ধ অতিক্রম করায় হৃদয়াশ্রিত কাম-সম্বন্ধও যে, অতিক্রম করে, এ কথা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত হইতেছে। ৫

কিন্তু যে সমস্ত বাদী বলিয়া থাকেন—হৃদয়াশ্রিত কামনা ও বাসনা-সমূহ, বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধ প্রাপ্ত আত্মায় যাইয়া সম্মিলিত হয়; পুটপাক তৈলে যেমন পুষ্পের অভাবেও পুষ্পগন্ধ থাকিয়া যায়, তেমনি হৃদয়ের ধ্বংস হইলেও তৎসংসৃষ্ট আত্মায় বুদ্ধির ধর্ম্ম কামনা ও তাহার সংস্কাররাশি বিদ্যমান থাকে। তাহাদের মতে 'কাম সঙ্কল্প [ইত্যাদি মনের ধর্ম্ম]', 'রূপসমূহ হৃদয়েই থাকে' এবং 'হৃদয়ের শোক' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যগুলির নিশ্চয়ই আনর্থক্য হইয়া পড়ে। যদি বল, হৃদয়ের সাহায্যে উৎপন্ন হয় বলিয়া [কামাদিকে হৃদয়ের ধর্ম্ম বলা হইয়াছে]; না—সে কথাও বলিতে পার না; কেন না, 'হৃদি শ্রিতাঃ' শ্রুতিতে ঐ কথাটী আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। হৃদয় যদি কামাদির আশ্রয় না হইয়া কেবল করণই অর্থাৎ কামাদি উৎপত্তির কেবলই দ্বার মাত্র হইত, তাহা হইলে, 'হৃদি শ্রিতাঃ' (হৃদয়ে অবস্থিত), এবং 'হৃদয়েই সমস্ত রূপ বিদ্যমান থাকে' এসমস্ত কথা সঙ্গত হইত না; পক্ষান্তরে এখানে আত্মশুদ্ধি প্রতিপাদন করাই যখন শ্রুতির অভিপ্রেত, তখন কামাদিকে হৃদয়গত বলিয়া প্রতিপাদন করাই যুক্তিযুক্ত হয়; কারণ, 'যেন ধ্যানই করিতেছে, যেন স্পন্দনই করিতেছে' এই স্পষ্টার্থক শ্রুতির অন্যপ্রকার অর্থ করা কখনই সম্ভবপর হয় না। ৬

ভাল কথা, এখানে 'হৃদয়াশ্রিত যে সমুদয় কাম' এইরূপ বিশেষোক্তি হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, আত্মাশ্রিতও কতকগুলি কামনা আছে ? না, সেরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না ; কারণ, এখানে অন্য কোনও আশ্রয়কে অপেক্ষা করিয়া উক্ত বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে ; [অভিপ্রায় এই যে,] যে সমুদয় কামনা হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হয় নাই, ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রহিয়াছে, এবং যে সমুদয় কামনা প্রাদুর্ভূত হইবার পর, প্রতিকূল ভাবনার দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে, সে সমুদয় কামনাও নিশ্চয়ই এক সময়ে হৃদয়াশ্রিত ছিল ; এই কারণে এখনও সেগুলির হৃদয়ে সম্ভাবনা হইতে পারিত, সেই সমুদয় সম্ভাবিত কামনাকে অপেক্ষা করিয়া যে সমস্ত কামনা হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া বিষয়বিশেষে বর্ত্তমান আছে, সেই সমুদয় কামনা হইতে বিমুক্ত হয়, এইরূপ বিশেষ বচন যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। ৭

যদি বল, তথাপি বিশেষণের—'হৃদয়ের লোক' এইরূপ বিশেষোক্তির ত কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখা যায় না ? না—সে কথা বলিতে পার না ; কারণ, প্রথমতঃ ঐ সমস্ত কামনার পরিত্যাগ যুক্তি দেখা প্রদর্শন করা ইহার একটী প্রয়োজন ; দ্বিতীয়তঃ শাস্ত্রে ঐরূপ উপদেশ না থাকিলে, একটা অনিষ্টকর কল্পনাও হইতে পারিত ; কামনাসমূহকে আত্মার ধর্ম্ম বলিয়াও কেহ কেহ মনে করিতে পারিত ; অথচ তাহা শ্রুতির অভিপ্রেত নহে ; ঐরূপ বিশেষ বচনে সেই আশঙ্কা নিবারিত হইয়াছে। বলিতে পার যে 'ন কঞ্চন কামং কাময়তে' (কোন কামাই বিষয়ই কামনা করে না,) এই বাক্যে আত্মাতে কামনার নিষেধ থাকায়, কামনাসমূহের আত্মাশ্রিতত্ব ত প্রাপ্তই হইয়াছে ; [সুতরাং অপ্রাপ্ত বলিতেছ কিরূপে ?] না—এরূপ আশঙ্কা করিতে পার না ; সধীঃ স্বপ্নো ভূত্বা' (বুদ্ধির সহযোগে স্বপ্নাবস্থা লাভ করিয়া,) এই বাক্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, আত্মার যে কামাশয়ত্ব, বুদ্ধি-সম্বন্ধই তাহার একমাত্র কারণ। বিশেষতঃ অন্যত্র আত্মাকে অসঙ্গ বলিয়াও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ; আত্মা যদি যথার্থই কামনার আশ্রয় হইত, তাহা হইলে আত্মাকে অসঙ্গ বলিয়া প্রতিপাদন করা কখনই যুক্তিযুক্ত হইত না ; কেন না, সঙ্গ আর কাম যে, একই পদার্থ, এ কথা আমরা অগ্রেই বলিয়াছি। যদি বল, 'আত্মকামঃ' শ্রুতি হইতে আত্মার স্ববিষয়ে কামনার সম্ভাব পাওয়া গিয়াছে ; না—তাহাও পাওয়া যায় নাই ; নিজের অতিরিক্ত বিষয়ে কামনা

নিষেধ করাই ঐ শ্রুতির অভিপ্রেত অর্থ, কিন্তু আত্ম-বিষয়ে কামনার সদ্ভাব প্রতিপাদন করা উহার অর্থ নহে। ৮

যদি বল, বৈশেষিকাদি দর্শনশাস্ত্রে ত আত্মাকেই কামাদি ধর্ম্মের আশ্রয় বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে; না, সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, "হৃদি শ্রিতাঃ" ইত্যাদি স্পষ্টার্থক শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া বৈশেষিকাদি শাস্ত্রোক্ত ঐ সমস্ত যুক্তি উপেক্ষণীয়; কারণ, শ্রুতিবিরুদ্ধ যুক্তিকে অসদ্যুক্তি বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে (১)। বিশেষতঃ শ্রুতির 'স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্ব' বচনও ঐরূপ যুক্তির অনাদরণীয়তা পক্ষে অপর কারণ, অর্থাৎ ঐরূপ যুক্তিকে যদি প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে, শ্রুতি স্বপ্নাবস্থায় আত্মাকে যে, স্বয়ং-জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং কামাদি ধর্ম্মগুলিকেও যে, কেবল চৈতন্যমাত্রাবলম্বী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; সে কথারও ব্যাঘাত হইয়া পড়ে; কারণ, কামাদি যদি আত্মসমবেত—আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে, সেই কামাদিকে শুদ্ধ চৈতন্যমাত্রাবলম্বী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না; চক্ষুরিন্দ্রিয়গত বিশেষ গুণ ইহার দৃষ্টান্ত। দৃশ্য-মাত্রই দ্রষ্টা হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ; এই যুক্তি দ্বারা স্বপ্নসময়ে দ্রষ্টার (আত্মার) স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপত্ব সমর্থন করা হইয়াছে; আত্মাকে কামাদি ধর্ম্মের আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিলে শ্রুতির ঐ সমস্ত কথা বাধিত হইয়া পড়ে। ৯

সমস্ত শাস্ত্রার্থের সহিত বিরোধ সম্ভাবনাও এপক্ষে অপর যুক্তি—আত্মাকে পরমাত্মার একদেশ ও কামাদির আশ্রয় বলিয়া কল্পনা করিলে, অসঙ্গত্বাদি বোধক সমস্ত শাস্ত্রের অর্থ বাধিত হইবার সম্ভাবনা হয়; একথা আমরা ইতঃপূর্ব্বেই বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদন করিয়াছি; এখন বিশেষ যত্নসহকারে আত্মার কামাদি-ধর্ম্ম-সম্বন্ধ প্রতিষেধ করা

(১) তাৎপর্য্য—মীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন যে, 'নিরপেক্ষো রবঃ শ্রুতিঃ' অর্থাৎ শ্রুতিবাক্য নিজের প্রামাণ্য স্থাপনের জন্য অপর কোনও প্রমাণের অপেক্ষা করে না; সুতরাং উহা স্বতঃ প্রমাণ, আর যুক্তি যতই সুদৃঢ় হউক না কেন, অগ্রে তাহার পরীক্ষার আবশ্যক হয়—উহা সত্য কি না; সুতরাং কোন যুক্তিই স্বতঃ প্রমাণ নহে; কাজেই স্বতঃ প্রমাণ শ্রুতির বিরুদ্ধে উপস্থাপিত যুক্তি মাত্রই দুর্ব্বল; দুর্ব্বল ত কখনই প্রবলের বাধা ঘটাইতে পারে না। বিশেষতঃ ঐরূপ যুক্তির ভ্রম প্রদর্শনকরাও অসম্ভব নহে, সুতরাং উহা যুক্তি নহে—যুক্ত্যাভাস—দেখিতে যুক্তির মত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সৎ যুক্তি নহে।

আবশ্যক হইয়াছে; কারণ, তাহা না হইলে জীব যে, পরমাত্মার সহিত অভিন্ন, ইহা সিদ্ধ হয় না; অধিকন্তু আত্মাকে পরমাত্মার একদেশ ও কামাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া কল্পনা করিলে, শাস্ত্রের অভিপ্রেত অর্থই বাধিত হইবার সম্ভব হয়। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ যেমনও ইচ্ছা, যত্ন প্রভৃতি ধর্ম্মগুলিকে আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া কল্পনা করায় উপনিষৎ শাস্ত্রের মুখ্যার্থের সহিত একমত হন না, তেমনি ভর্তৃপ্রপঞ্চের এই কল্পনা ও উপনিষৎ শাস্ত্রের অভিপ্রেত অর্থের বাধা ঘটায় বলিয়া কখনই আদরণীয় হইতে পারে না। (১) ॥ ২৭৪ ॥ ২১

আভাসভাষ্যম্। স্ত্রীপুংসয়োরিবৈকত্বাৎ ন পশ্যতীত্যুক্তম্, স্বয়ংজ্যোতিরিতি চ। স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বং নাম চৈতন্যাত্মস্বভাবতা; যদি হি অগ্ন্যুষ্ণত্বাদিবৎ চৈতন্যাত্মস্বভাব আত্মা, স কথমেকত্বেঽপি হি স্বভাবং জহ্যাৎ — ন জানীয়াৎ? অথ ন জহাতি; কথমিহ সুষুপ্তে ন পশ্যতি? বিপ্রতিষিদ্ধমেতৎ — চৈতন্যম্ আত্মস্বভাবঃ, ন জানাতি চেতি। ন বিপ্রতিষিদ্ধম্, উভয়মপ্যেতদুপপদ্যত এব। কথম্?—

আভাস ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্ব প্রকরণে কথিত হইয়াছে যে, সমালিঙ্গিত স্ত্রী-পুরুষের ন্যায় একত্ব ঘটে বলিয়াই, জীব কিছুমাত্র জানিতে পারে না, এবং সে সময় আত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপে প্রকাশিত থাকে। স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্ব অর্থ—চৈতন্যস্বভাবত্ব। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, চৈতন্যই যদি আত্মার স্বভাব হয়, তাহা হইলে, পরমাত্মার সহিত একত্ব হইলেই বা, সে নিজের—স্বভাব পরিত্যাগ করিবে কিরূপে? এবং সে সময়ে কিছু জানিতেই বা পারে না কেন? যদি নিশ্চয়ই স্বভাব ত্যাগ না করে, তাহা হইলে, সুষুপ্তি সময়ে দেখিতে পায় না কেন? অতএব চৈতন্য আত্মার স্বভাব, অথচ সে সময়ে আত্মা কিছুই জানিতে পারে না, একথা যুক্তিবিরুদ্ধ। না—ইহা বিরুদ্ধ হয় না, এই উভয় কথাই উপপন্ন হয়; কিরূপে? [শ্রুতি তাহা বলিতেছেন—]

(১) তাৎপর্য্য—ন্যায় ও বৈশেষিকমতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা সম্পূর্ণ পৃথক্; পরমাত্মারও কতকগুলি গুণ আছে, এবং জীবাত্মারও কতকগুলি গুণ আছে; তাহার নির্দ্দেশ এইরূপ—

"বুদ্ধ্যাদি ষট্কং সংখ্যাদি পঞ্চকং ভাবনা তথা। ধর্ম্মাধর্ম্মৌ গুণা এতে আত্মনঃ স্যুশ্চতুর্দ্দশ।"
অর্থাৎ বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, সংখ্যা, পরিমাণ, পার্থক্য, সংযোগ, বিভাগ, ভাবনা নামক সংস্কার, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই চতুর্দ্দশটী গুণ আত্মার ধর্ম্ম।

যদ্বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি, নহি দ্রষ্টু-র্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ। ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ॥ ২৭৫ ॥ ২৩।

অন্বয়ার্থঃ। তং (তত্র সুষুপ্তৌ) যৎ বৈ ন পশ্যতি (ন জানাতি) [আত্মা], [বস্তুতঃ] তৎ পশ্যন্ বৈ (এব—জানন্ এব) ন পশ্যতি; [কুতঃ?] অবিনাশিত্বাৎ (ধ্বংসরহিতত্বাৎ হেতোঃ); দ্রষ্টুঃ (পুরুষস্য) দৃষ্টেঃ (জ্ঞানস্য) বিপরিলোপঃ (সম্যক্ অভাবঃ) নহি (নৈব) বিদ্যতে (নিত্যস্য আত্মজ্যোতিষঃ কদাচদপি অভাবো ন ভবতীত্যাশয়ঃ)। [তর্হি কথং ন পশ্যতি, তত্রাহ—] তু (কিন্তু) তৎ (তদা সুষুপ্তৌ) ততঃ (সুষুপ্তাৎ পুরুষাৎ) বিভক্তং (পৃথগ্‌ভূতং) অন্যৎ দ্বিতীয়ং ন অস্তি, যৎ পশ্যেৎ (জানীয়াৎ); [তদানীং দর্শনীয়-দ্বৈতাভাবাৎ ন পশ্যতীতি ভাবঃ]। ২৭৫ ২৩॥

মূলানুবাদ। সুষুপ্তি সময়ে জীব যে দর্শন করে না, [বুঝিতে হইবে,] দেখিয়াও দেখে না; দ্রষ্টার (জীবের) দৃষ্টি বা জ্ঞানস্বভাব অবিনাশী অর্থাৎ ধ্বংসরহিত; সুতরাং কখনও তাহার সম্পূর্ণ অভাব হয় না; পরন্তু, যাহা দর্শন করিবে, এরূপ অতিরিক্ত দ্বিতীয় কোন বস্তু থাকে না; [অতএব সে সময় দর্শন-ব্যবহার থাকে না বলিয়াই যে, তাহার চৈতন্যস্বভাব বিলুপ্ত হয়, তাহা মনে করিতে পারা যায় না]॥ ২৭৫ ॥২৩॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। যদ্বৈ সুষুপ্তে তৎ ন পশ্যতি, পশ্যন্বৈ তৎ তত্র পশ্যন্নেব ন পশ্যতি, যৎ তত্র সুষুপ্তে ন পশ্যতীতি জানীষে, তন্ন তথা গৃহ্নীয়াঃ। কস্মাৎ? পশ্যন্ বৈ ভবতি তত্র।১

নন্বেবং ন পশ্যতীতি সুষুপ্তে জানীমঃ, যতো ন চক্ষুর্বা মনো বা দর্শনে করণং ব্যাপৃতমস্তি; ব্যাপৃতেষু হি দর্শনশ্রবণাদিষু পশ্যতীতি ব্যবহারো ভবতি, শৃণোতীতি বা। ন চ ব্যাপৃতানি করণানি পশ্যামঃ; তস্মান্ন পশ্যত্যেবায়ম্। ন হি; কিন্তর্হি? পশ্যন্নেব ভবতি; কথম্? নহি যস্মাৎ দ্রষ্টুর্দৃষ্টিকর্তুর্যা দৃষ্টিঃ, তস্যা দৃষ্টের্বিপরিলোপঃ বিনাশঃ, সন বিদ্যতে; যথা অগ্নেরৌষ্ণ্যং যাবদগ্নিভাবি, তথা অয়ং আত্মা চ দ্রষ্টা অবিনাশী, অতঃ অবিনাশিত্বাদাত্মনো দৃষ্টিরপি অবিনাশিনী, যাবদ্দ্রষ্টৃভাবিনী হি সা।২

নম্বু বিপ্রতিষিদ্ধমিদমভিধীয়তে,—দ্রষ্টুঃ সা দৃষ্টির্ন বিপরিলুপ্যতে ইতি চ; দৃষ্টিশ্চ দ্রষ্ট্রা ক্রিয়তে; দৃষ্টিকর্তৃত্বাচ্চ দ্রষ্টেত্যুচ্যতে; ক্রিয়মাণা চ দ্রষ্ট্রা দৃষ্টির্ন বিপরিলুপ্যত ইতি চ অশক্যং বক্তুম্। নম্বু ন বিপরিলুপ্যতে ইতি বচনাদবিনাশিনী স্যাৎ; ন, বচনস্য জ্ঞাপকত্বাৎ; ন হি ন্যায়প্রাপ্তো বিনাশঃ কৃতকস্য বচনশতেনাপি বারয়িতুং শক্যতে, বচনস্য যথাপ্রাপ্তার্থজ্ঞাপকত্বাৎ।৩

নৈষ দোষঃ, আদিত্যাদিপ্রকাশকত্ববৎ দর্শনোপপত্তেঃ; যথা আদিত্যাদয়ো নিত্যপ্রকাশস্বভাবা এব সন্তঃ স্বাভাবিকেন নিত্যেনৈব প্রকাশেন প্রকাশয়ন্তি; ন হি অপ্রকাশাত্মানঃ সন্তঃ প্রকাশং কুর্বন্তঃ প্রকাশয়ন্তীত্যুচ্যন্তে; কিং তর্হি? স্বভাবেনৈব নিত্যেন প্রকাশেন। তথায়মপি আত্মা অবিপরিলুপ্তস্বভাবয়া দৃষ্ট্যা নিত্যয়া দ্রষ্টেত্যুচ্যতে। গৌণং তর্হি দ্রষ্টৃত্বম্? ন, এবমেব মুখ্যত্বোপপত্তেঃ; যদি হি অন্যথাপ্যাত্মনো দ্রষ্টৃত্বং দৃষ্টম্, তদাস্য দ্রষ্টৃত্বস্য গৌণত্বম্; ন তু আত্মনোঽন্যো দর্শনপ্রকারোঽস্তি; তদেবমেব মুখ্যং দ্রষ্টৃত্বমুপপদ্যতে, নান্যথা—যথা আদিত্যাদীনাং প্রকাশয়িতৃত্বং নিত্যেনৈব স্বাভাবিকেনাক্রিয়মাণেন প্রকাশেন, তদেব চ প্রকাশয়িতৃত্বং মুখ্যং, প্রকাশয়িতৃত্বান্তরানুপপত্তেঃ। তস্মান্ন দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপ ইতি—ন বিপ্রতিষেধগন্ধোঽপ্যস্তি।৪

নম্বু অনিত্যক্রিয়াকর্তৃবিষয় এব তৃচ্‌প্রত্যয়ান্তস্য শব্দস্য প্রয়োগে দৃষ্টঃ—যথা ছেত্তা ভেত্তা গন্তেতি, তথা দ্রষ্টেত্যত্রাপীতি চেৎ; ন, প্রকাশয়িতেতি দৃষ্টত্বাৎ। ভবতু প্রকাশকেষু অন্যথা অসম্ভবাৎ, ন ত্বাত্মনীতি চেৎ? ন, দৃষ্ট্যবিপরিলোপশ্রুতেঃ। পশ্যামি ন পশ্যামীত্যনুভবদর্শনান্নেতি চেৎ? ন, করণব্যাপারবিশেষাপেক্ষত্বাৎ; উদ্ধৃতচক্ষুষশ্চ স্বপ্নে আত্মদৃষ্টেরবিপরিলোপদর্শনাৎ; তস্মাদবিপরিলুপ্তস্বভাবৈবাত্মনো দৃষ্টিঃ; অতস্তয়া অবিপরিলুপ্তয়া দৃষ্ট্যা স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাবয়া পশ্যন্নেব ভবতি সুষুপ্তে।৫

কথং তর্হি ন পশ্যতীতি? উচ্যতে,—ন তু তদস্তি; কিং তৎ? দ্বিতীয়ং বিষয়ভূতম্; কিংবিশিষ্টম্? ততঃ দ্রষ্টুঃ অন্যৎ অন্যত্বেন বিভক্তং, যৎ পশ্যেৎ যদুপলভেত। যত্তু তদ্বিশেষদর্শনকারণমন্তঃকরণং চক্ষূ রূপং চ, তদবিদ্যয়া অন্যত্বেন প্রত্যুপস্থাপিতমাসীৎ; তৎ এতস্মিন্ কালে একীভূতম্, আত্মনঃ পরেণ পরিষ্বঙ্গাৎ; দ্রষ্টুর্হি পরিচ্ছিন্নস্য বিশেষদর্শনায় করণমন্যত্বেন ব্যবতিষ্ঠতে, অয়ন্তু যেন সর্বাত্মনা সংপরিষ্বক্তঃ—যেন পরেণ প্রাজ্ঞেনাত্মনা প্রিয়য়েব পুরুষঃ; তেন ন

যদ্বৈত্যাদিনা। তথাপ্যসৌ দ্রষ্টৃত্বং নিত্যেনৈব স্বাভাবিকেন চৈতন্যজ্যোতিষা সিধ্যতি, তদেব চ দ্রষ্টৃত্বং মুখ্যং দ্রষ্টৃত্বমাত্মনস্তৎপদস্যেতি শেষঃ। আত্মনো নিত্যদৃষ্টিমত্ত্বে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। ০

তৃজন্তঃ দ্রষ্টৃশব্দমাশ্রিত্য শঙ্কতে—নন্বিতি। অস্যাপ্যনিত্যক্রিয়াকর্তৃবিষয়তৃজন্তশব্দপ্রয়োগ ইতি শেষঃ। তৃজন্তশব্দপ্রয়োগস্যানিত্যক্রিয়াকর্তৃবিষয়ত্বং ব্যভিচারয়ন্নুত্তরমাহ—নেতি। বৈষম্যমাশঙ্কতে—তর্হীতি। আদিত্যাদিষু স্বাভাবিকপ্রকাশেন প্রকাশয়িতৃত্বমস্তু, কাদাচিৎকপ্রকাশেন প্রকাশয়িতৃত্বস্য তেষ্বভাবাৎ, ন ত্বাত্মনি নিত্যা দৃষ্টিরস্তি, তত্র মানাভাবাৎ। তথা চ কাদাচিৎকদৃষ্টেরেব তস্য দ্রষ্টৃত্বমিত্যর্থঃ। প্রতীচশ্চিদ্রূপত্বস্য শ্রৌতত্বাৎ কর্তৃত্বং বিনা প্রকাশয়িতৃত্ববিশিষ্টনিত্যত্বমাহ—ন দৃষ্টেরিতি। কূটস্থদৃষ্টিরাত্মেত্যত্র প্রত্যক্ষবিরোধং শঙ্কতে—পশ্যামীতি। বিবেকোঽমুত্রবস্তু কূটস্থদৃষ্টিরনুগৃহ্যেতি চক্ষুরাদিব্যাপারভাবাভাবাপেক্ষয়া পশ্যামি ন পশ্যামীতি বিয়োগসাক্ষিকত্বাদিত্যুত্তরমাহ—ন করণেতি। আত্মদৃষ্টের্নিত্যত্বে বেদসম্মতিমাহ—উক্তঞ্চেতি। আত্মদৃষ্টের্নিত্যত্বমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। তন্নিত্যত্বোক্তিফলমাহ—অত ইতি। ০

বাক্যান্তরমাকাঙ্ক্ষাপূর্বকমুত্থাপ্য ব্যাচষ্টে—কথমিত্যাদিনা। দ্বিতীয়াদিপদানাং পৌনরুক্ত্যমাশঙ্ক্যার্থভেদং দর্শয়তি যদ্ধীত্যাদিনা। সান্তঃকরণং যৎ পশ্যেদিতি বিশেষদর্শনকারণং প্রমাতৃ, দ্বিতীয়ং তস্মাদন্যচ্চক্ষুরাদি প্রমাণং, রূপাদি চ প্রমেয়ং বিভক্তং, তৎ সর্বং জাগ্রৎস্বপ্নয়োরবিদ্যাপ্রত্যুপস্থিতং সুষুপ্তিকালে কারণমাত্রতাং গতমভিব্যক্তং নাস্তীত্যর্থঃ। তত্র দ্বিতীয়ঃ প্রমাতৃরূপো নাস্তীত্যেতদুপপাদয়তি—আত্মন ইতি। প্রমাতৃরূপঃ পৃথগ্ নাস্তীতি শেষঃ। তথাপি করণব্যাপারকৃতং বিষয়দর্শনমাত্মনঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—চক্ষুরিতি। সুষুপ্তস্যাপি পরিচ্ছিন্নত্বমাশঙ্ক্যাহ—অয়ং ত্বিতি। তস্য পরেণৈকীভাবফলমাহ—তেনেতি। বিষয়েন্দ্রিয়াভাবকৃতং ফলমাহ—তদভাবাদিতি। কিমিতি বিষয়াদ্যভাবাদ্বিশেষদর্শনং নিষিধ্যতে, স্বতোঽপি তস্যাত্মস্বাধীনং কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—করণাদীতি। স্বপ্নজাগরয়োর্বিশেষদর্শনমাত্মকৃতং প্রতিভাতি, তস্য প্রধানত্বাদত আহ—আত্মকৃতমিবেতি। বিশেষদর্শনাভাবমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। প্রমাতৃকরণবিষয়কৃতবিশেষদৃষ্টেরন্যথা চ সুষুপ্তাবভাবাৎ তৎকার্য্যায়া বিশেষদৃষ্টেরপি তত্রাভাবাদিতি যাবৎ। তৎকৃতঃ কামরাগাদ্যাত্মকত্বেন ভ্রান্তিপ্রতিপন্নবিশেষদর্শনাভাবপ্রযুক্তেত্যর্থঃ। ২২। ২৩।

ভাষ্যানুবাদ। পুরুষ সুষুপ্তি সময়ে যে, দেখে না; [বুঝিতে হইবে], সে সময়ে দেখিয়াই দেখে না। অভিপ্রায় এই যে, আত্মা সুষুপ্তি সময়ে যে, দেখে না বলিয়া মনে করিতেছ, তাহা সেরূপ বুঝিও না; কারণ? যেহেতু আত্মা সে সময়েও দ্রষ্টাই থাকে। ১

ভাল, যেহেতু সুষুপ্তি সময়ে দর্শনসাধন চক্ষুঃ কিংবা মনের কোনও

ব্যাপার থাকে না, সেই হেতুই আমরা বুঝিতেছি যে, সুষুপ্তিকালে নিশ্চয়ই দর্শন করে না ; কেন না, চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়নিচয় ব্যাপারশীল (কার্য্যকারী) হইলেই 'দর্শন করিতেছে বা শ্রবণ করিতেছে' এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে ; অথচ কোন ইন্দ্রিয়েরই সে সময়ে কোনরূপ ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায় না ; অতএব এই সুষুপ্ত পুরুষ নিশ্চয়ই দর্শন করে না, বলিতে হইবে ; না—তাহা নহে ; তবে কি না, নিশ্চয়ই দর্শন করে। কিরূপে ? যেহেতু দ্রষ্টার—দর্শন-কর্তার যে দৃষ্টি, সেই দৃষ্টির বিপরিলোপ—বিনাশ কখনও সম্ভব হয় না। অগ্নির উষ্ণতা যেমন অগ্নির সমকালস্থায়ী, তেমনি এই আত্মার দৃষ্টিও অবিনাশী ; অতএব আত্মা অবিনাশী বলিয়াই তাহার দৃষ্টি বা প্রকাশশক্তিও অবিনাশিনী—তাহার সমকালস্থায়িনী।২

ভাল, ইহা ত বড়ই বিরুদ্ধ কথা হইতেছে যে, সেই দৃষ্টিটী দ্রষ্টার ধর্ম্ম, অথচ তাহার বিনাশ হয় না ; একথা সঙ্গত হয় কিরূপে ? দেখিতে পাওয়া যায়, দ্রষ্টা নিজেই তাহার দৃষ্টি সম্পাদন করিয়া থাকে ; দৃষ্টির (জ্ঞানের) কর্তা বলিয়াই তাহাকে দ্রষ্টা বলা হয়। দ্রষ্টা দৃষ্টি সমুৎপাদন করে, অথচ সেই উৎপন্ন দৃষ্টি কখনও বিলুপ্ত হয় না, একথা কিছুতেই বলিতে পারা যায় না। যদি মনে কর, 'বিলুপ্ত হয় না' বলাতেই সেই দৃষ্টির অবিনাশিত্ব সাধিত হইতেছে ; না—সে কথাও বলিতে পার না ; কেন না, বাক্য ত জ্ঞাপক মাত্র, অর্থাৎ যে বস্তু যে প্রকার, তাহা জানাইয়া দেওয়াই বাক্যের কার্য্য ; কিন্তু কোন প্রকার গুণ সমুৎপাদনে তাহার সামর্থ্য নাই। উৎপন্ন বস্তুর যে, বিনাশ, তাহা যুক্তিসিদ্ধ ; শতবচনেও তাহার অন্যথা করিতে পারা যায় না ; কারণ, শুধু যথাযথ বস্তুমাত্র-জ্ঞাপনেই বাক্যের সামর্থ্য।৩

না, এ দোষ হয় না ; আদিত্য প্রভৃতি প্রকাশমান পদার্থের যেরূপ প্রকাশকত্ব ব্যবহার হইয়া থাকে, তদনুসারে এখানেও আত্মার প্রকাশকত্ব ধর্ম্ম উপপন্ন হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, আদিত্য প্রভৃতি প্রকাশমান পদার্থ সমূহ যেমন স্বভাবসিদ্ধ নিত্যপ্রকাশ-সম্পন্ন হইয়াও স্বীয় প্রকাশ দ্বারা অপরকে প্রকাশিত করিয়া থাকে ; কিন্তু তাহারা যে, প্রথমে প্রকাশ-বিহীন থাকিয়া পরে প্রকাশ-শক্তি লাভ করত অপরকে প্রকাশিত করিয়া থাকে, একথা কেহই বলে না ; পরন্তু স্বভাবসিদ্ধ স্বীয় প্রকাশ দ্বারাই তাহার প্রকাশকত্ব-ব্যবহার হইয়া

থাকে ; (১) তেমনি স্বভাবতঃ বিনাশবিহীন নিত্য-সিদ্ধ স্বীয় দৃষ্টিশক্তি দ্বারাই আত্মার দ্রষ্টৃত্ব ব্যবহার হইয়া থাকে। ভাল, তাহা হইলে, তাহার দ্রষ্টৃত্ব বা দর্শনশক্তি ত গৌণ হইতে পারে? না, যেহেতু এইরূপেই দর্শনের মুখ্যার্থত্ব উপপন্ন হয় ; কারণ, আত্মার যদি অন্যপ্রকার দর্শন কোথাও দৃষ্ট হইত, তাহা হইলেই এই দর্শনের গৌণত্ব সম্ভাবনা করা যাইত ; কিন্তু আত্মার অন্যপ্রকার দর্শন ত কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না ; অতএব উক্তপ্রকার দর্শনই আত্মার মুখ্য দর্শন ; অন্যপ্রকার নহে ;—যেমন স্বভাবসিদ্ধ নিত্য প্রকাশ দ্বারা আদিত্য প্রভৃতির প্রকাশকত্ব, এবং তাহাই যেমন তাহাদের প্রকাশকত্ব ; কারণ, অন্যপ্রকার প্রকাশকত্ব তাহাদের সম্ভব হয় না, অতএব 'দ্রষ্টার দৃষ্টি বিলুপ্ত হয় না' এ কথায় বিরোধের গন্ধ মাত্রও নাই।৪

ভাল, যদি বল, অনিত্য ক্রিয়ার কর্তৃত্ব অর্থেই তৃচ্ প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় ; যেমন ছেত্তা (ছেদনের কর্তা), ভেত্তা (ভেদ ক্রিয়ার কর্তা), গন্তা (গমন ক্রিয়ার কর্তা) ইত্যাদি ; তেমনি [তৃচ্-প্রত্যয়ান্ত] 'দ্রষ্টা' প্রয়োগেও অনিত্য দৃষ্টির কর্তৃত্ব অর্থই গ্রহণ করা উচিত? না—তাহা বলিতে পার না ; কারণ, [স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশসম্পন্ন আদিত্য প্রভৃতিতেও] 'প্রকাশয়িত' (প্রকাশনের কর্তা) এইরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যদি বল, প্রকাশক পদার্থে ঐরূপ প্রয়োগ হয় হউক ; কারণ, সেখানে অন্যপ্রকার প্রয়োগের সম্ভব হয় না, কিন্তু আত্মাতে সেরূপ প্রয়োগ হইতে পারে না। না, সে কথাও বলা যায় না ; যেহেতু শ্রুতিতে আত্মদৃষ্টির বিলোপাভাব শ্রুত হইতেছে। যদি বল, 'আমি দর্শন করিতেছি ও দর্শন করিতেছি না,' ইত্যাদি অনুভব অনুসারে বলিতে হইবে যে, দৃষ্টির অবিনশ্বরত্ব

(১) তাৎপর্য্য—আপত্তি হইয়াছিল—দ্রষ্টা বলিলেই দৃষ্টির কর্তাকে—দৃষ্টির উৎপাদককে বুঝায় ; দৃষ্টি সমুৎপাদনে যাহার কর্তৃত্ব নাই, তাহাকে কেহ কখনও দ্রষ্টা বলিতে পারে না। অতএব আত্মার দৃষ্টি যদি স্বতঃসিদ্ধ নিত্য হয়, তাহা হইলে তাহার উৎপাদন বা বিনাশ সম্ভব হয় না ; উৎপাদন সম্ভব না হইলেই, আত্মাকে দৃষ্টির (বা প্রকাশনের) কর্তাও বলিতে পারা যায় না। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—এ আপত্তি সমীচীন হইতেছে না ; দেখ, সূর্য্য, স্বভাবতই স্বপ্রকাশ ; প্রকাশহীন সূর্য্য কেহ কখনও দেখে নাই ; অথচ সকলেই সূর্য্যকে প্রকাশক—প্রকাশের কর্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। সেখানে যেমন প্রকাশ্য বস্তুর সংযোগে—প্রকাশকেও প্রকাশক বলা হয়, তেমনি এখানেও দৃষ্টিস্বরূপ আত্মাকে দ্রষ্টা বলা হয়। "যথা প্রকাশ্যসংযোগাৎ প্রকাশোঽপি প্রকাশকঃ।" (পঞ্চদশী)

কথাটী সত্য নহে; না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, দর্শনসাধন ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারগত বৈলক্ষণ্যই ঐরূপ দর্শন ও অদর্শনের প্রযোজক; যেহেতু, যাহাদের চক্ষু উৎপাটিত হইয়াছে, স্বপ্নসময়ে তাহাদেরও আত্মদৃষ্টির অবিপরিলোপ বা বিদ্যমানতা দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, আত্মার দৃষ্টি বা জ্ঞানশক্তি স্বভাবতঃ অবিপরিলুপ্ত; এইজন্য সুষুপ্তি সময়েও আত্মা সেই স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব অলুপ্ত দৃষ্টি দ্বারা নিশ্চয়ই দর্শন করিতে থাকে।৫

তবে, সে সময়ে দর্শন করে না কেন? হাঁ, তাহার কারণ বলিতেছি—সেখানে ত সেরূপ কোন বস্তু নাই; সেরূপ বস্তু কি? দ্বিতীয় বস্তু অর্থাৎ দৃষ্টির বিষয়ীভূত—যাহা দর্শন করিতে পারা যায়; সেই বিষয়ীভূত বস্তুটী কিরূপ? যাহা দ্রষ্টার অন্য, অর্থাৎ দ্রষ্টার অতিরিক্ত পৃথক্ বস্তু,—যাহা দর্শন করিবে বা দৃশ্য। বিশেষ বিশেষ দর্শনের কারণীভূত যে, অন্তঃকরণ, চক্ষু ও রূপ, পূর্ব্বে অবিদ্যাবশতঃ সে সমুদয় পৃথক্‌রূপে প্রত্যুপস্থাপিত ছিল; এসময়ে (সুষুপ্তিকালে) সে সমুদয় একীভূত হইয়া গিয়াছে; কারণ, আত্মা তখন পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। দ্রষ্টা যখন পরিচ্ছিন্নের মত হয়, তখনই তাহার দর্শনের জন্য অন্তঃকরণ প্রভৃতি করণবর্গের পৃথক্‌ভাবে থাকা আবশ্যক হয়, এ সময়ে সেই দ্রষ্টা সর্ব্বতোভাবে স্বরূপের সহিত—সম্যক্‌রূপে আলিঙ্গিত—প্রিয়া পত্নীর সহিত পুরুষ যেমন আলিঙ্গিত হয়, তেমনি ভাবে স্বস্বরূপ প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সহিত সম্পূর্ণভাবে মিলিত হইয়াছে; সেই কারণে তখন ইন্দ্রিয়সমূহ এবং দৃশ্য বিষয় সমূহও আর পৃথক্‌ভাবে বিদ্যমান নাই; সেই ইন্দ্রিয় ও বিষয় না থাকায় তখন বিশেষ বিশেষ জ্ঞানও হয় না। যাহা-কিছু বিশেষ জ্ঞান, চক্ষুঃপ্রভৃতি করণই তাহার কারণ; আত্মা তাহার কারণ নহে; কেবল অজ্ঞান- বশতঃ আত্মকৃত বলিয়া প্রতীতি হয় মাত্র; অতএব, আত্মার দৃষ্টি বিলুপ্ত হয় বলিয়া যে, মনে হয়, তাহা কেবল অজ্ঞানজনিত ভ্রান্তিমাত্র, (উহা বাস্তবিক সত্য নহে)॥ ২১৫ ॥ ২৩ ॥

যদ্বৈ তন্ন জিঘ্রতি জিঘ্রন্ বৈ তন্ন জিঘ্রতি, ন হি ঘ্রাতুর্ঘ্রাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ, ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যজ্জিঘ্রেৎ॥ ২১৬ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়াৰ্থঃ। তৎ (তদা) যৎ বৈ ন জিঘ্রতি (গন্ধং গৃহ্ণাতি), [বস্তুতঃ] জিঘ্রন্ বৈ (এব) তৎ ন জিঘ্রতি; [যতঃ], ঘ্রাতুঃ (গন্ধগ্রহীতুঃ আত্মনঃ) ঘ্রাতেঃ (গন্ধগ্রহণস্য) বিপরিলোপঃ ন হি (নৈব) বিদ্যতে; [কুতঃ?] অবিনাশিত্বাৎ (বিনাশরহিতত্বাৎ); [তর্হি কুতঃ তস্য ঘ্রাতেরুপলব্ধির্ন ভবতি? তদাহ-] ততঃ (ঘাতুঃ) বিভক্তং (পৃথগ্ভূতং) অন্যৎ দ্বিতীয়ং তু (পুনঃ) তৎ (বস্তু) ন অস্তি, যৎ জিঘ্রেৎ; [বিষয়াভাবাদেব গ্রহণাভাবঃ প্রতীয়তে, ন তু স্বরূপাসত্তয়া ইতি ভাবঃ] ॥২৭৬॥২৪॥

মূলানুবাদ। পুরুষ সুষুপ্তি সময়ে যে, আঘ্রাণ করে না, প্রকৃত পক্ষে আঘ্রাণ করিয়াও তাহা করে না; কেন না, ঘ্রাণকর্তা পুরুষের ঘ্রাণশক্তি কখনও বিলুপ্ত হয় না; কারণ, উহা অবিনাশী বা নিত্য। তখন পুরুষ হইতে পৃথগ্ভূত অন্য দ্বিতীয় কিছু থাকে না, যাহা আঘ্রাণ করিবে; [এই কারণে তখন ঘ্রাণ প্রতীতি হয় না] ॥২৭৬॥২৪॥

যদ্বৈ তন্ন রসয়তে, রসয়ন্ বৈ তন্ন রসয়তে, ন হি রসয়িতু রসয়তের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ, ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যদ্রসয়েৎ ॥ ২৭৭ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়াৰ্থঃ। তৎ (তদা) যৎ বৈ ন রসয়তে (রসগ্রহণং ন করোতি); [বস্তুতস্তু] তৎ (তদা) রসয়ন্ বৈ ন রসয়তে; [যতঃ] রসয়িতুঃ (পুরুষস্য) রসয়তেঃ (রসগ্রহণস্য) বিপরিলোপঃ নহি বিদ্যতে; [কুতঃ?] অবিনাশিত্বাৎ; তৎ (তদা) ততঃ বিভক্তং অন্যৎ দ্বিতীয়ং নাস্তি, যৎ রসয়েৎ ॥২৭৭॥ ২৫॥

মূলানুবাদ। সে সময় পুরুষ যে, রস আস্বাদন করে না, [বুঝিতে হইবে], তখন আস্বাদন করিয়াও আস্বাদন করে না; কেন না, অবিনাশী বলিয়াই রসগ্রহীতা পুরুষের রসাস্বাদন কখনও বিলুপ্ত হয় না; কিন্তু সে সময়ে তাহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় অন্য কোন বস্তু থাকে না, যাহা আস্বাদন করিবে; [এইজন্য তাহার গ্রহণ হয় না] ॥২৭৭॥২৫॥

যদ্বৈ তন্ন বদতি, বদন্ বৈ তন্ন বদতি ন হি বক্তুর্বক্তের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ, ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যদ্বদেৎ ॥ ২৭৮ ॥ ২৬ ॥

সরলার্থঃ। তৎ (তদা) যৎ বৈ ন বদতি, [বস্তুতঃ] বদন্ বৈ তৎ ন বদতি ; [যতঃ], বক্তুঃ বক্তেঃ (বচনস্য) বিপরিলোপঃ ন হি বিদ্যতে ; [কুতঃ ?] অবিনাশিত্বাৎ। ততঃ (বক্তুঃ পুরুষাৎ) বিভক্তং দ্বিতীয়ং অন্যৎ ন অস্তি, যৎ বদেৎ (বাক্যেন প্রকাশয়েৎ) ॥ ২৭৭॥ ৬॥

মূলানুবাদ। সুষুপ্তি সময়ে পুরুষ যে কিছু বলে না; প্রকৃতপক্ষে, সে সময়ে বলিয়াও বলে না। অবিনাশী বলিয়াই বক্তা পুরুষের বচনশক্তি বিলুপ্ত হয় না ; কিন্তু সে সময়ে তাহা হইতে বিভক্ত দ্বিতীয় অন্য কোন বস্তু থাকে না—যাহা বলিতে পারে ; [এই কারণে তখন বলে না] ॥২৭৮॥২৬॥

যদ্বৈ তন্ন শৃণোতি শৃণ্বন্ বৈ তন্ন শৃণোতি, ন হি শ্রোতুঃ শ্রুতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ, ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যচ্ছৃণুয়াৎ ॥ ২৭৯ ॥ ২৭ ॥

সরলার্থঃ। তৎ (তদা) যৎ ন শৃণোতি ; [বস্তুতস্তু], তৎ শৃণ্বন্ বৈ ন শৃণোতি ; [যতঃ] শ্রোতুঃ শ্রুতেঃ (শ্রবণস্য) বিপরিলোপঃ ন হি বিদ্যতে ; [কুতঃ ?] অবিনাশিত্বাৎ ; তু (পুনঃ) তদা ততঃ বিভক্তং দ্বিতীয়ং অন্যৎ নাস্তি, যৎ শৃণুয়াৎ ॥ ২৭৯॥২॥

মূলানুবাদ। পুরুষ তখন যে, শ্রবণ করে না, প্রকৃতপক্ষে সে শ্রবণ করিয়াও শ্রবণ করে না ; কারণ, তাহার শ্রবণশক্তি অবিনাশী। তখন তাহা হইতে বিভক্ত অপর দ্বিতীয় কোন বস্তু থাকে না, যাহা শ্রবণ করিতে পারে ; [এইজন্য তখন শ্রবণ করে না] ॥২৭৯॥২৭॥

যদ্বৈ তন্ন মনুতে মন্বানো বৈ তন্ন মনুতে, ন হি মন্তুর্মতের্বি-

পরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ, ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্য-দ্বিভক্তং যন্মন্বীত ॥ ২৮০ ॥ ২৮ ॥

সরলার্থঃ। তৎ (তদা) যৎ বৈ ন মনুতে; মন্বানঃ বৈ তৎ ন মনুতে; [যতঃ] মন্তুঃ (মননকর্ত্তুঃ) মতেঃ (মননস্য) বিপরিলোপঃ ন হি বিদ্যতে; অবিনাশিত্বাৎ। তৎ (তদা) ততঃ বিভক্তং দ্বিতীয়ং অন্যৎ ন অস্তি, যৎ মন্বীত (মননং কুর্য্যাৎ) ॥২৮০॥২৮॥

মূলানুবাদ। সে সময় পুরুষ যে, মনন করে না; বাস্ত-বিকপক্ষে তখন সে মননশীল থাকিয়াই মনন করে না; কারণ, মননকারী পুরুষের মননশক্তি কখনও বিলুপ্ত হয় না; যেহেতু উহা অবিনাশী; কিন্তু সেখানে তাহার অতিরিক্ত অন্য কোনও দ্বিতীয় বস্তু থাকে না, যাহা মনন করিতে পারে; [এইজন্য তখন তাহার মনন প্রকাশ পায় না] ॥ ২৮০॥২৮॥

যদ্বৈ তন্ন স্পৃশতি স্পৃশন্ বৈ তন্ন স্পৃশতি, ন হি স্প্রষ্টুঃ স্পৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ, ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যৎ স্পৃশেৎ ॥ ২৮১ ॥ ২৯ ॥

সরলার্থঃ। তৎ (তদা) যৎ বৈ ন স্পৃশতি, [বস্তুতঃ] স্পৃশন্ বৈ তৎ ন স্পৃশতি; [যতঃ], স্প্রষ্টুঃ (স্পর্শকারিণঃ পুরুষস্য) স্পৃষ্টেঃ বিপরিলোপঃ ন হি বিদ্যতে; [কুতঃ?] অবিনাশিত্বাৎ। তৎ (তদা) ততঃ বিভক্তং অন্যৎ দ্বিতীয়ং তু ন অস্তি, যৎ স্পৃশেৎ ॥২৮১॥২৯॥

মূলানুবাদ। সুষুপ্তি সময়ে পুরুষ যে, কিছু স্পর্শ করে না, বস্তুতঃ তখনও স্পর্শশক্তিসম্পন্ন থাকিয়াই স্পর্শ করে না; কারণ, স্পর্শকর্ত্তা পুরুষের স্পর্শশক্তি অবিনশ্বর; সুতরাং কখনও তাহার স্পর্শ-শক্তির বিলোপ সম্ভবপর হয় না; তবে সে সময়ে তাহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় অপর কোন বস্তু থাকে না, যাহা স্পর্শ করিতে পারে; [কাজেই তখন স্পর্শব্যবহার হয় না] ॥২৮১॥২৯॥

যদ্বৈ তন্ন বিজানাতি বিজানন্ বৈ তন্ন বিজানাতি, ন হি

বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ, ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যদ্বিজানীয়াৎ ॥ ২৮২ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ার্থঃ। তৎ (তদা) যৎ বৈ ন বিজানাতি, বিজানন্ বৈ তৎ ন বিজানাতি, [যতঃ], বিজ্ঞাতুঃ (পুরুষস্য) বিজ্ঞাতেঃ (জ্ঞানস্য) বিপরিলোপঃ ন হি বিদ্যতে; [কুতঃ?] অবিনাশিত্বাৎ; তৎ (তত্র) তু (পুনঃ) ততঃ বিভক্তং অন্যৎ দ্বিতীয়ং ন অস্তি, যৎ বিজানীয়াৎ; [বিজ্ঞেয়াভাবাৎ বিজ্ঞানাভাব ইত্যভিপ্রায়ঃ] ॥২৮২॥৩০॥

মূলানুবাদ। সে সময়ে পুরুষ যে, বিশেষ জ্ঞান লাভ করে না, অর্থাৎ জানে না, বাস্তবিকপক্ষে তখনও সে বিজ্ঞাতা থাকিয়াই জানে না; কারণ, বিজ্ঞাতার বিশেষ জ্ঞানের কখনও বিলোপ হয় না; যেহেতু উহা অবিনাশী। তবে কিনা, সে সময়ে, তাহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় এমন কোনও বস্তু থাকে না, যাহা বিশেষরূপে জানিতে পারে; [সুতরাং জ্ঞাতব্য বিষয়াভাবেই তাহার বিজ্ঞানাভাব মনে হয় মাত্র] ॥২৮১॥৩০॥

শাঙ্করভাষ্যম্।—সমানমন্যৎ—যদ্বৈ তন্ন জিঘ্রতি, যদ্বৈ তন্ন রসয়তে, যদ্বৈ তন্ন বদতি, যদ্বৈ তন্ন শৃণোতি, যদ্বৈ তন্ন মনুতে, যদ্বৈ তন্ন স্পৃশতি, যদ্বৈ তন্ন বিজানাতীতি। মননবিজ্ঞানয়োর্দৃষ্ট্যাদিসহকারিত্বেঽপি সতি চক্ষুরাদিনিরপেক্ষো ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানবিষয়ব্যাপারো বিদ্যত ইতি পৃথগ্ গ্রহণম্। ১

কিং পুনর্দৃষ্ট্যাদীনাম্ অগ্নেরৌষ্ণ্য-প্রকাশ-জ্বলনাদিবৎ ধর্ম্মভেদঃ? আহোস্বিৎ অভিন্নস্যৈব ধর্ম্মস্য পরোপাধিনিমিত্তং ধর্ম্মান্তরত্বমিতি। অত্র কেচিদ্ ব্যাচক্ষতে—আত্মবস্তুনঃ স্বত এবৈকত্বং নানাত্বং চ,—যথা গোঃ গোদ্রব্যতয়ৈকত্বং, সাস্নাদীনাং ধর্ম্মাণাং পরস্পরতো ভেদঃ; যথা স্থূলেষু একত্বং নানাত্বং চ, তথা নিরবয়বেষু-মূর্ত্তবস্তুষু একত্বং নানাত্বং চানুমেয়ম্; সর্ব্বত্রাব্যভিচারদর্শনাৎ আত্মনোঽপি তদ্বদেব দৃষ্ট্যাদীনাং পরস্পরং নানাত্বম্ আত্মনা চৈকত্বমিতি। ২

ন, অন্যপরত্বাৎ,—ন হি দৃষ্ট্যাদিধর্ম্মভেদপ্রদর্শনপরমিদং বাক্যং 'যদ্বৈ তৎ' ইত্যাদি; কিং তর্হি, যদি চৈতন্যাত্মজ্যোতিঃ, কথং ন জানাতি সুষুপ্তে, নূনমতো

ন চৈতন্যাত্মজ্যোতিষিবিরোধবাশঙ্কাপ্রাপ্তৌ তন্নিরাকরণায়ৈতদারব্ধম্—'যদ্বৈ তৎ' ইত্যাদি। যদস্য জাগ্রৎস্বপ্নয়োশ্চক্ষুরাদ্যনেকোপাধিদ্বারা চৈতন্যাত্মজ্যোতিঃস্বাভাব্যমুপলক্ষিতং দৃষ্ট্যাদ্যভিধেয়ব্যবহারাপন্নম্, সুষুপ্তে উপাধিভেদব্যাপারনিবৃত্তৌ অনুদ্ভাস্যমানত্বাৎ অনুপলক্ষ্যমাণস্বভাবমপি উপাধিভেদেন ভিন্নমিব—যথাপ্রাপ্তানুবাদেনৈব বিদ্যমানত্বমুচ্যতে। তত্র দৃষ্ট্যাদিধর্ম্মভেদকল্পনা বিবক্ষিতার্থানভিজ্ঞতয়া; সৈন্ধবঘনবৎ প্রজ্ঞানৈকরসঘনশ্রুতিবিরোধাচ্চ; "বিজ্ঞানমানন্দং", "সত্যং জ্ঞানং" "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ। শব্দপ্রবৃত্তেশ্চ—লৌকিকী চ শব্দপ্রবৃত্তিঃ—'চক্ষুষা রূপং বিজানাতি, শ্রোত্রেণ শব্দং বিজানাতি, রসনেনান্নস্য রসং বিজানাতি' ইতি চ সর্ব্বত্রৈব চ দৃষ্ট্যাদিশব্দাভিধেয়ানাং বিজ্ঞানশব্দবাচ্যতামেব দর্শয়তি; শব্দপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাণম্। ৩

দৃষ্টান্তোপপত্তেশ্চ—যথা হি লোকে স্বচ্ছস্বাভাব্যযুক্তঃ স্ফটিকঃ, তন্নিমিত্তমেব কেবলং হরিত-নীল-লোহিতাদ্যুপাধিভেদসংযোগাৎ তদাকারত্বং ভজতে, ন চ স্বচ্ছস্বাভাব্যব্যতিরেকেণ হরিতনীললোহিতাদিলক্ষণো ধর্ম্মভেদঃ স্ফটিকস্য কল্পয়িতুং শক্যতে, তথা চক্ষুরাদ্যুপাধিভেদসংযোগাৎ প্রজ্ঞানঘনস্বভাবস্যৈবাত্মজ্যোতিষো দৃষ্ট্যাদিশক্তিভেদ উপলক্ষ্যতে, প্রজ্ঞানঘনস্য স্বচ্ছস্বাভাব্যাৎ স্ফটিকস্বচ্ছস্বাভাব্যবৎ। স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বাচ্চ—যথা চাদিত্যজ্যোতিঃ অবভাস্যভেদৈঃ সংযুজ্যমানং হরিতনীলপীতলোহিতাদিভেদৈরবিভাজ্যং তদাকারাভাসং ভবতি, তথা চ কৃৎস্নং জগৎ অবভাসয়ৎ চক্ষুরাদীনি চ তদাকারং ভবতি। তথা চোক্তম্—"আত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে" ইত্যাদি। ৪

ন চ নিরবয়বস্যানেকাত্মতা শক্যতে কল্পয়িতুম্, দৃষ্টান্তাভাবাৎ। যদপি আকাশস্য সর্ব্বগতত্বাদিধর্ম্মভেদঃ পরিকল্প্যতে, পরমাণ্বাদীনাঞ্চ গন্ধরসাদ্যনেকগুণবত্ত্বম্, তদপি নিরূপ্যমাণং পরোপাধিনিমিত্তমেব ভবতি। আকাশস্য তাবৎ সর্ব্বগতত্বং নাম ন স্বতো ধর্ম্মোঽস্তি; সর্ব্বোপাধিসংশ্রয়াদ্ধি সর্ব্বত্র স্বেন রূপেণ সত্ত্বমপেক্ষ্য সর্ব্বগতত্বব্যবহারঃ; ন হ্যাকাশঃ ক্বচিদ্গতো বা, অগতো বা স্বতঃ; গমনং হি নাম দেশান্তরস্য দেশান্তরেণ সংযোগকারণম্। সা, চ ক্রিয়া নৈবাবিশেষে সম্ভবতি; এবং ধর্ম্মভেদা নৈব সন্ত্যাকাশে। ৫

তথা পরমাণ্বাদাবপি; পরমাণুর্নাম পৃথিব্যা গন্ধঘনায়াঃ পরমঃ সূক্ষ্মোঽবয়বো গন্ধাত্মক এক এব; ন তস্য পুনর্গন্ধবত্ত্বং নাম শক্যতে কল্পয়িতুম্। অথ তস্যৈব রসাদিমত্ত্বং স্যাদিতি চেৎ; ন, তত্রাপি অবাদিসংসর্গনিমিত্তত্বাৎ। তস্মান্ন নিরবয়বস্যানেকধর্ম্মবত্ত্বে দৃষ্টান্তোঽস্তি। এতেন রূপাদিশক্তিভেদানাং

চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্য না লইয়াও উহারা কার্য্য করিতে পারে; এই কারণে ইহাদের পৃথক্ উল্লেখ করা হইয়াছে। ১

এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে এই যে, একই অগ্নির উষ্ণতা, প্রকাশ ও প্রজ্বলন প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি যেরূপ স্বতই ভিন্ন ভিন্ন, পুরুষের উক্ত দর্শন শ্রবণপ্রভৃতিও কি সেইরূপই স্বভাবভিন্ন ধর্ম্ম? অথবা অপর কোনও উপাধির সহিত সম্বন্ধনিবন্ধন এইরূপ ধর্ম্মভেদ ঘটিয়া থাকে? এতদুত্তরে কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন—আত্মার একত্ব ও নানাত্ব উভয়ই স্বভাবসিদ্ধ; যেমন গো-দ্রব্যরূপে সমস্ত গো এক, আবার সাস্নাগলকম্বলাদি ধর্ম্মগুলি সকলেই পরস্পর পৃথক্ স্থূল পদার্থে যেরূপ একত্ব ও নানাত্ব দুইই থাকে, সূক্ষ্ম নিরবয়ব বস্তুতেও তেমনি স্বভাবসিদ্ধ একত্ব ও নানাত্বের অনুমান করা যাইতে পারে; এ নিয়মের কোথাও ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না বলিয়া, স্থূল সূক্ষ্ম পদার্থের ন্যায় আত্মার সম্বন্ধেও দর্শনাদি ধর্ম্মগুলি পরস্পর বিভিন্ন, এবং আত্মারূপে অভিন্ন, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। ২

না, এ কথা বলিতে পারা যায় না; কারণ, উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য অন্যরূপ; দৃষ্টি প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রভেদ প্রদর্শনে যে উক্ত "যদ্বৈ তৎ" ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য, তাহা নহে; তবে কি না, আত্ম যদি চৈতন্যজ্যোতিঃস্বভাব হয়, তবে সুষুপ্তি সময়েও সে দর্শন করে না কেন? অতএব নিশ্চয়ই আত্মা চৈতন্যজ্যোতিঃস্বরূপ নহে; এইরূপ আশঙ্কা সম্ভাবনা করিয়া তন্নিরাসার্থ "যদ্বৈ তৎ" ইত্যাদি বাক্য আরব্ধ হইয়াছে। জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় আত্মার স্বভাবসিদ্ধ চৈতন্যজ্যোতিঃ চক্ষুঃপ্রভৃতি নানাবিধ উপাধির সহযোগে প্রতীতিগোচর হইয়া দর্শন-শ্রবণাদি ব্যবহার লাভ করিয়া থাকে; সুষুপ্তিসময়ে উক্ত চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার বিরত হইয়া যায়; কাজেই তখন চৈতন্য-জ্যোতিঃ প্রকাশ পায় না; কিন্তু তদবস্থায় চৈতন্য স্বভাবটী প্রতিভাসমান না হইলেও, তাহা যে, বিদ্যমান থাকে, ইহাই এখানে প্রকাশ করিয়া বলা হইয়াছে; সুতরাং এ কথাটী ঐ অংশে অনুবাদ মাত্র; অতএব, এখানে যে, দর্শনাদি ধর্ম্মের ভেদ কল্পনা করা, তাহা কেবল শ্রুতির অর্থ বুঝিতে না পারার ফল। বিশেষতঃ ঐরূপ ধর্ম্মভেদ কল্পনাটা 'ব্রহ্ম বিজ্ঞানও আনন্দ স্বরূপ' 'সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ', 'ব্রহ্ম প্রজ্ঞান স্বরূপ', ইত্যাদি—শ্রুতিবিরুদ্ধ, এবং সৈন্ধবখণ্ডের ন্যায় ব্রহ্মের বিজ্ঞানৈকরসরূপত্ব প্রতিপাদক শ্রুতিবিরুদ্ধও বটে।' প্রসিদ্ধ শব্দব্যবহারও এ পক্ষে অনুকূল,—'চক্ষু দ্বারা রূপ জানে',

'শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দ জানে,' এবং 'রসনা দ্বারা রস অনুভব করে' ইত্যাদি লৌকিক শব্দব্যবহারও সর্ব্বত্রই দৃষ্টি-প্রভৃতি শব্দবোধ্য অর্থ সমূহকে বিজ্ঞান শব্দবাচ্য বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে। ৩

এ পক্ষে দৃষ্টান্তও সুসঙ্গত হয়,—জগতে স্বভাবস্বচ্ছ স্ফটিক যেরূপ কেবল স্বচ্ছতা গুণেই শোভিত; অথচ নীল ও লোহিতাদি বিভিন্ন উপাধির সহিত সংযোগ বশতঃ সেই সেই বর্ণ ব্যঞ্জনা করে; প্রকৃত পক্ষে কিন্তু স্বভাবশুভ্র স্ফটিকের স্বাভাবিক স্বচ্ছতাভিন্ন স্বরূপ হরিত, নীল লোহিতাদিরূপ ধর্ম্মভেদ কল্পনা করিতে পারা যায় না; সেইরূপ স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানঘন আত্মজ্যোতির সম্বন্ধেও চক্ষুঃ প্রভৃতি বিভিন্ন উপাধির সম্বন্ধ বশতঃ দর্শন শ্রবণাদি শক্তি-ভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে মাত্র; কারণ, স্ফটিকের স্বাভাবিক স্বচ্ছতার ন্যায়, প্রজ্ঞানঘন আত্মারও স্বচ্ছতাই স্বভাব, [সুতরাং কখনও তাহার পরিবর্ত্তন সম্ভব হয় না] আত্মার স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাবও ইহার অপর কারণ; আদিত্য-জ্যোতি যেরূপ হরিত, পীত, নীল লোহিতাদি রূপভেদে অবিভাজ্য অর্থাৎ বিভাগ যোগ্য না হইয়াও, সম্বন্ধ বশতঃ যেন সেই সেই আকারে উপরঞ্জিত হয়; সেইরূপ আত্মজ্যোতিও সমস্ত জগৎ ও চক্ষুপ্রভৃতি জ্ঞানসাধনকে প্রকাশিত করিতে যাইয়া তাহাদের আকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে; 'এই পুরুষ আত্মজ্যোতি দ্বারাই বিষয় প্রকাশ করতঃ বিদ্যমান আছে' এই শ্রুতিতেও ঐরূপ অভিপ্রায়ই উক্ত হইয়াছে। ৪

বিশেষতঃ নিরাকার পদার্থে কখনও অনেকবিধ আকার কল্পনা করিতে পারা যায় না; কারণ, ঐরূপ কোন দৃষ্টান্ত নাই। নিরবয়ব আকাশে যে, সর্ব্বগতত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের পরিকল্পনা করা হয়, এবং নিরংশ পরমাণু প্রভৃতির যে, গন্ধবত্ত্বাদি বহুবিধগুণ কল্পনা করা হয়, বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, অপরাপর উপাধির সহিত সম্বন্ধই তাহার প্রধান কারণ; কেন না, আকাশের সর্ব্বব্যাপিত্ব বলিয়া কোনও স্বাভাবিক ধর্ম্ম নাই, কিন্তু সর্ব্ব-প্রকার উপাধির সহিত সম্বন্ধ বশতঃ অর্থাৎ জগতের অপরাপর বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকায় সর্ব্বত্রই তাহার সত্তা বা অস্তিত্ব অনুভবগোচর হইয়া থাকে; এই কারণে তাহার সর্ব্বব্যাপিত্ব ব্যবহার হয় মাত্র; কিন্তু আকাশ স্বরূপতঃ কোথায় যায়ও না, কিম্বা কোথা হইতে আইসেও না। গমন হইতেছে এক-স্থানস্থ বস্তুর অপর স্থানে সম্বন্ধের প্রযোজক; সেই গমনরূপ ক্রিয়াটী 'নিরবিশেষে অর্থাৎ যাহার পক্ষে কখনও স্বস্থান ত্যাগ বা স্থানান্তর

প্রাপ্তি সম্ভব হয় না, সেই আকাশে কখনও সম্ভব হয় না, এবং অপরাপর ধর্ম্মগত প্রভেদও তাহাতে থাকিতে পারে না। পরমাণু প্রভৃতির অবস্থাও এইরূপ; পরমাণু অর্থ—গন্ধময়ী পৃথিবীর পরম সূক্ষ্ম অবয়ব; তাহাও গন্ধাত্মকই বটে; সুতরাং গন্ধাত্মক পরমাণুর আবার গন্ধবত্তা (গন্ধযোগ) কখনই কল্পনা করা যাইতে পারে না। যদি বল যে, [গন্ধাত্মক পার্থিব পরমাণুর গন্ধবত্তা বরং না হয়, না হউক, কিন্তু] তাহাতে রসাদি ধর্ম্ম থাকিতে বাধা কি? না, সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, তাহাতে যে, রসাদি গুণযোগ বা রসাদি ধর্ম্মসম্বন্ধ, জল প্রভৃতি অপর পদার্থের সম্বন্ধই তাহার কারণ; [উহা তাহার স্বাভাবিক নহে]। অতএব নিরবয়ব পদার্থের যে, অনেক প্রকার ধর্ম্মসম্বন্ধ আছে বা হইতে পারে, তদ্বিষয়ে কোনও দৃষ্টান্ত নাই। ইহা দ্বারা, পরমাত্মগত দর্শনাদি শক্তির যে, চক্ষু ও রূপাদিভেদে পৃথক্ পৃথক্ পরিণামভেদ কল্পনা, তাহাও নিরস্ত হইল (১)॥ ২৭৬—২৮২॥ ২৪—৩০

যত্র বান্যদিব স্যাৎ তত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যেদন্যোঽন্যজ্জিঘ্রেদন্যোঽন্যদ্রসয়েদন্যোঽন্যদ্বদেদন্যোঽন্যচ্ছৃণুয়াদন্যোঽন্যন্মন্বীতান্যোঽন্যৎ স্পৃশেদন্যোঽন্যদ্বিজানীয়াৎ॥ ২৮৩॥ ৩১॥

সরলার্থঃ। [ইদানীম্ আত্মনো বিশেষদর্শনে নিদানমাহ—'যত্র বৈ' ইত্যাদিনা।] যত্র (অবস্থায়াং জাগরণে স্বপ্নে চ) অন্যৎ ইব (আত্মনঃ পৃথগ্‌ভূতং বস্ত্বন্তরম্ ইব) স্যাৎ (অবিদ্যয়া প্রত্যুপস্থাপিতং ভবেৎ); তত্র (স্বপ্ন-জাগরয়োঃ) অন্যঃ (বিষয়াৎ ভিন্নমিব আত্মানং মন্যমানঃ) অন্যৎ (বিষয়ং) পশ্যেৎ (উপলভেত); তথা, অন্যঃ অন্যৎ জিঘ্রেৎ; অন্যঃ অন্যৎ রসয়েৎ; অন্যঃ অন্যৎ বদেৎ; অন্যঃ অন্যৎ শৃণুয়াৎ; অন্য অন্যৎ মন্বীত; অন্যঃ অন্যৎ স্পৃশেৎ; অন্যঃ অন্যৎ বিজানীয়াৎ; [ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ] ॥২৮৩॥৩১॥

মূলানুবাদ। সর্ব্বাত্মভাবাপন্ন আত্মার বিশেষ দর্শন যে, কেন হয়, এখন তাহা বলা হইতেছে। যে সময় অর্থাৎ স্বপ্ন ও জাগরণাবস্থায় অন্যের মত হয়, অর্থাৎ অবিদ্যাবশতঃ আত্মাতিরিক্ত অপর বস্তুই যেন উপস্থাপিত হয়, তখন অন্যে অন্য বিষয় দর্শন করে; অন্যে অন্য বিষয় আঘ্রাণ করে; অন্যে অন্য বিষয় আস্বাদন করে;

অন্যে অন্য বিষয় বলে ; অন্যে অন্য বিষয় শ্রবণ করে ; অন্যে অন্য বিষয় মনন করে ; অন্যে অন্য বিষয় স্পর্শ করে ; অন্যে অন্য বিষয় বিশেষ ভাবে জানে ॥ ২৮৩ ॥ ৩১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োরিব যৎ বিজানীয়াৎ, তৎ দ্বিতীয়ং প্রবিভক্তম্ অন্যত্বেন নাস্তীত্যুক্তম্ ; অতঃ সুষুপ্তে ন বিজানাতি বিশেষম্। ননু যদি অস্যায়মেব স্বভাবঃ, কিংনিমিত্তমস্য বিশেষবিজ্ঞানং স্বভাবপরিত্যাগেন ? অথ বিশেষবিজ্ঞানমেব স্বভাবঃ কস্মাদেষ বিশেষং ন বিজানাতীতি ? উচ্যতে, শৃণু,—যত্র যস্মিন্ জাগরিতে স্বপ্নে বা অন্যদিবাত্মনো বস্ত্বন্তরমিব অবিদ্যয়া প্রত্যুপস্থাপিতং ভবতি, তত্র তস্মাদবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতাৎ অন্যঃ অন্যমিবাত্মানং মন্যমানঃ অসত্যাত্মনঃ প্রবিভক্তে বস্তুনি, অসতি চাসতি ততঃ প্রবিভক্তে, অন্যঃ অন্যৎ পশ্যেৎ উপলভেত। তচ্চ দর্শিতং স্বপ্নে প্রত্যক্ষতঃ —"ঘ্নন্তীব জিনন্তীব" ইতি। তথা অন্যোঽন্যৎ জিঘ্রেৎ রসয়েৎ বদেৎ শৃণুয়াৎ, মন্বীত স্পৃশেৎ বিজানীয়াদিতি ॥ ২৮২ ॥ ৩১ ॥

টীকা। ঔপাধিকো দৃষ্ট্যাদিভেদো ন বাস্তবোঽতীত্যুপপাদ্য বৃত্তমনুবদতি—জাগ্রদিতি। যত্রেত্যাদ্যুত্তরবাক্যব্যাবর্ত্ত্যামাশঙ্কাং দর্শয়তি—ননিতি। কিমস্য বিশেষবিজ্ঞানরাহিত্যং স্বরূপং, কিং বা বিশেষবিজ্ঞানবত্ত্বম্। আদ্যে জাগ্রৎস্বপ্নয়োরনুপপত্তিঃ। দ্বিতীয়ে সুষুপ্তেরসিদ্ধিরিতি ভাবঃ। প্রতীচশ্চিন্মাত্রজ্যোতিষো বিশেষবিজ্ঞানরাহিত্যমেব স্বরূপং, তথাপি অবিদ্যাকল্পিতবিশেষবিজ্ঞানবত্ত্বমাশ্রিত্যাবস্থাদ্বয়ং সিধ্যতীত্যুত্তরবাক্যবলেনোত্তরমাহ—উচ্যতে ইত্যাদিনা। তচ্চেত্যাদিস্পষ্টং দর্শনমিত্যর্থঃ ॥২৮৩॥৩১॥

ভাষ্যানুবাদ। জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার ন্যায় সুষুপ্তি অবস্থায়ও যাহা জানিতে পারা যায়, এমন আত্মব্যতিরিক্ত কোনও দ্বিতীয় বস্তু সুষুপ্তি সময়ে থাকে না ; এই কারণেই সুষুপ্তি সময়ে পুরুষ কোনও বিষয় জানিতে পারে না ; এ কথা ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, ইহাই (বিশেষ বিজ্ঞানাভাবই) যদি ইহার স্বভাব হয়, তাহা হইলে, [জাগ্রৎ ও স্বপ্নে] বিশেষ জ্ঞান হয় কি কারণে ? আর যদি বিশেষ বিজ্ঞানই ইহার স্বভাবসিদ্ধ হয়, তাহা হইলেই বা [সুষুপ্তি সময়ে] বিশেষ বিজ্ঞান থাকে না কেন ? [যে কারণে এইরূপ হয়] ; তাহা বলা হইতেছে ; শ্রবণ কর, যে সময়ে—জাগরণে কিংবা স্বপ্নে যেন অন্যের মতই হয়, অর্থাৎ আত্মা হইতে স্বতন্ত্র বস্তুই যেন অবিদ্যা দ্বারা উপস্থাপিত হয়, সেই উভয় অবস্থায়,

পুরুষ অবিদ্যা-প্রত্যুপস্থাপিত বস্তু হইতে অন্য অর্থাৎ আত্মা হইতে বিভক্ত অন্য বস্তু না থাকিলেও আপনাকে অন্যের ন্যায় পৃথক্ বস্তু মনে করিয়া, এবং অবিদ্যা-প্রত্যুপস্থাপিত বিষয় হইতে আত্মা পৃথক্ না হইলেও, তখন অন্যে অন্য বস্তু দর্শন করে, উপলব্ধি করে; ইহা ইতঃপূর্ব্বে স্বপ্নাবস্থায় 'যেন হত্যাই করে, যেন বশীভূতই করে' ইত্যাদি বাক্যেও প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপ, অপরে অপরকে আঘ্রাণ করে, আস্বাদন করে, বলে, শ্রবণ করে, মনন করে, স্পর্শ করে, এবং অনুভব করে ॥২৮॥৩১॥

সলিল একো দ্রষ্টাদ্বৈতো ভবত্যেষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়িতি হৈনমনুশশাস যাজ্ঞবল্ক্যঃ এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদে-ষোঽস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপ-জীবন্তি ॥ ১৮৪ ॥ ৩২ ॥

সম্বন্ধার্থ:। তদানীম্ অবিদ্যায়াঃ প্রশান্তত্বেন আত্মনঃ সম্প্রসাদমুপ-সংহরন্ আহ—"সলিলঃ" ইত্যাদি। [অপি চ, তদানীং স পুরুষঃ] সলিলঃ (জলমিব স্বচ্ছঃ), একঃ (দ্বিতীয়রহিতঃ), দ্রষ্টা (আত্মজ্যোতিঃস্বভাবঃ) অদ্বৈতঃ (দ্রষ্টব্যাভাবাৎ দ্বৈতহীনঃ) ভবতি। হে সম্রাট্ (জনক), এষঃ (সম্প্রসাদঃ) ব্রহ্মলোকঃ (ব্রহ্মৈব লোকঃ—ব্রহ্মলোকঃ, সর্ব্বোপাধিপরি-ত্যাগাৎ স্বরূপমাপন্ন ইত্যর্থঃ); অস্য (আত্মনঃ) এষা পরমা গতিঃ (উত্তমা প্রাপ্তিঃ), অস্য এষা পরমা সম্পদ্ (উত্তমা বিভূতিঃ), অস্য এষঃ পরমঃ লোকঃ (সর্ব্বোত্তমং স্থানং), অস্য এষঃ পরমঃ (নিরতিশয়ঃ) আনন্দঃ; অন্যানি ভূতানি (অবিদ্যয়া পৃথক্ত্বেন স্থিতাঃ প্রাণিনঃ) এতস্য আনন্দস্য এব মাত্রাং

(১) ভর্তৃপ্রপঞ্চ নামক একজন ব্যাখ্যাতা বলিয়াছিলেন—পরমাত্মাতে দর্শন শ্রবণাদিরূপ নানাবিধ ক্রিয়ার শক্তি সন্নিবিষ্ট আছে; সেই সমুদয় শক্তিই বিভিন্নাকার বস্তুরূপে পরিণত হইয়া থাকে। যেমন পরমাত্মার দৃক্শক্তি (দর্শনশক্তি) চক্ষুঃ ও চক্ষুর্গ্রাহ্য রূপাকারে পরিণত হইয়া থাকে; এবং ঘ্রাণশক্তি ঘ্রাণেন্দ্রিয়রূপে ও গন্ধরূপে পৃথগ্ভাবে পরিণত হইয়া থাকে; এইরূপ শ্রবণাদিরও পৃথক্ পৃথক্ পরিণাম কল্পিত হইয়া থাকে; কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর সেরূপ পরিণামভেদ স্বীকার করেন না; তিনি দর্শনাদি ভাবগুলিকে পরমাত্মার স্বরূপ বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন, কেবল বাহ্য পদার্থের সম্বন্ধবশতঃ তাহার বিভেদ প্রতীতি হয় মাত্র; কিন্তু স্বরূপতঃ ধর্ম্ম বা গুণগত কোন প্রভেদ আত্মাতে নাই।

(কলাং অংশং) উপজীবন্তি (ভজন্তে), ইতি হ এনং (জনকং) যাজ্ঞবল্ক্যঃ অনুশশাস (উপদিষ্টবান্) ॥ ২৮৪ ॥ ৩২ ॥

মূলানুবাদ। পুনশ্চ সম্প্রসাদকালীন আত্মার স্বরূপ উপসংহার করিয়া বলিতেছেন—'সলিলঃ' ইত্যাদি। [সংপ্রসাদ সময়ে] পুরুষ জলের ন্যায় স্বচ্ছ (নির্ম্মল) হয়, এবং এক অদ্বিতীয় দ্রষ্টা স্বরূপে প্রকটিত হয়।

হে সম্রাট্ জনক, ইহাই আত্মার ব্রহ্মলোক অর্থাৎ ব্রহ্মরূপী আশ্রয়, ইহাই ইহার পরমা গতি (গন্তব্য স্থান), ইহাই ইহার পরম সম্পদ্, ইহাই ইহার সর্ব্বোত্তম লোক, এবং ইহাই ইহার সর্ব্বোত্তম আনন্দ। অবিদ্যাবশতঃ বিভিন্নাকারে প্রকটিত প্রাণিগণ এই পরমানন্দেরই অংশমাত্র উপভোগ করিয়া থাকে: যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি সম্রাট্ জনককে এই প্রকার উপদেশ দিয়াছিলেন ॥২৮৪॥৩২॥

শাঙ্কর ভাষ্যম্। যত্র পুনঃ সা অবিদ্যা স্বপ্নে বস্ত্বন্তরপ্রত্যুপস্থাপিকা শান্তা, তেনান্যত্বেনাবিদ্যাপ্রবিভক্তস্য বস্তুনোঽভাবাৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ জিঘ্রেৎ বিজানীয়াৎ বা; অতঃ স্বেনৈব হি প্রাজ্ঞেনাত্মনা স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাবেন সম্পরিষ্বক্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ, আপ্তকামঃ, আত্মকামঃ, সলিলবৎ স্বচ্ছীভূতঃ—সলিল ইব সলিলঃ, একঃ, দ্বিতীয়স্যাভাবাৎ; অবিদ্যয়া হি দ্বিতীয়ঃ প্রবিভজ্যতে; সা চ শান্তা অত্র, অত একঃ; দ্রষ্টা দৃষ্টেরবিপরিলুপ্তত্বাৎ আত্মজ্যোতিঃস্বভাবায়াঃ; অদ্বৈতঃ দ্রষ্টব্যস্য দ্বিতীয়স্যাভাবাৎ। এতদমৃতম্ অভয়ম্; এষ ব্রহ্মলোকঃ ব্রহ্মৈব লোকঃ ব্রহ্মলোকঃ; পর এবায়মস্মিন্ কালে ব্যাবৃত্তকার্য্যকরণোপাধিভেদঃ স্বে আত্মজ্যোতিষি শান্তসর্ব্বসম্বন্ধো বর্ত্ততে, হে সম্রাট্, ইতি হ এবং হ, এনং জনকম্ অনুশশাস অনুশিষ্টবান্ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—ইতি শ্রুতিবচনমেতৎ। ১

কথং বা অনুশশাস?—এষা অস্য বিজ্ঞানময়স্য পরমা গতিঃ, যাস্ত অন্যা দেহগ্রহণলক্ষণা ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তাঃ, অবিদ্যাকল্পিতাঃ তা গতয়ঃ অতোঽপরমাঃ, অবিদ্যাবিষয়ত্বাৎ; ইয়ন্তু দেবত্বাদিগতীনাং কর্ম্মবিদ্যাসাধ্যানাং পরমা উত্তমা—যঃ সর্ব্বাত্মভাবঃ, যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নান্যৎ শৃণোতি, নান্যৎ বিজানাতীতি। এষৈব চ পরমা সম্পৎ—সর্ব্বাসাং সম্পদাং বিভূতীনাম্ ইয়ং

পরমা, স্বাভাবিকত্বাদস্যাঃ; কৃতকা হি অন্যাঃ সম্পদঃ। তথা এষোঽস্য পরমো লোকঃ; যে অন্যে কর্ম্মফলাশ্রয়া লোকাঃ, তে অস্মাৎ অপরমাঃ, অয়ন্তু ন কেনচন কর্ম্মণা মীয়তে, স্বাভাবিকত্বাৎ। এষোঽস্য পরমো লোকঃ। তথা এষোঽস্য পরম আনন্দঃ; যানি অন্যানি বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধজনিতানি আনন্দজাতানি, তান্যপেক্ষ্য এষোঽস্য পরম আনন্দঃ, নিত্যত্বাৎ; "যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ; যত্র অন্যৎ পশ্যতি অন্যদ্বিজানাতি, তদল্পং মর্ত্ত্যমসুখ্যং সুখম্; ইদং তু তদ্বিপরীতম্; অতএব এষোঽস্য পরম আনন্দঃ। ২

এতস্যৈবানন্দস্য মাত্রাং কলাম্ অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতাং বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধকাল-বিভাব্যাম্ অন্যানি ভূতানি উপজীবন্তি। কানি তানি? তত এবানন্দাৎ অবিদ্যয়া প্রবিভজ্যমানস্বরূপাণি, অন্যত্বেন তানি ব্রহ্মণঃ পরিকল্প্যমানানি অন্যানি সন্তি উপজীবন্তি ভূতানি, বিষয়েন্দ্রিয়সম্পর্কদ্বারেণ বিভাব্যমানাম্ ॥ ২৮৪ ॥ ৩২ ॥

টীকা। পূর্ব্বোক্তস্যোপসংহারার্থং সলিলবাক্যমুত্থাপয়তি—যত্রেত্যাদিনা। তেনাবিদ্যায়াঃ শান্তত্বেনেতি যাবৎ। বস্তুনো দ্বৈতাভাবাৎ তত্রেতি শেষঃ। সুষুপ্তে বিশেষবিজ্ঞানাভাবপ্রযুক্তং ফলমাহ—অত ইতি। পূর্ব্বোক্তবাক্যার্থস্যোক্তত্বং দ্যোতয়িতুং হিশব্দঃ। সংপরিষ্বঙ্গফলং সমস্তত্বমপরিচ্ছিন্নত্বং, তৎফলং সম্প্রসন্নত্বম্। অসম্প্রসাদো হি পরিচ্ছেদপ্রতিভানকৃতঃ। সম্প্রসন্নত্বে হেতুমাহ আপ্তকাম ইতি। তস্যৈব সম্প্রসন্নত্বং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—সলিল ইতি। উক্তেঽর্থে বাক্যাক্ষরাণি যোজয়তি—সলিল ইবেতি। দ্বিতীয়স্যাভাবং স্ফুটয়তি ব্যক্তীকরোতি—অদ্বিতীয়েতি। দ্রষ্টা দৃষ্টেতি বা ছেদঃ। একোঽদ্বৈত ইত্যাদ্যমন্ত্যাংশপর্য্যালোচ্য, তস্য পরমপুরুষার্থত্বং দর্শয়ন্ কূটস্থমাহ—এতদিতি। কিমিতি মধ্যমানামনুপেক্ষ্য কর্ম্মধারয়ো গৃহ্যতে, তত্রাহ—পর এষেতি। অস্মিন্ কালে সুষুপ্তাবস্থায়ামিত্যেতৎ। ১

পরমত্বং সাধয়তি—যান্তীতি। প্রকৃতং সমস্তাত্মভাবং বিশেষবিজ্ঞানরাহিত্যেন বিশিনষ্টি—যত্রেতি। সর্ব্বাত্মভাবাখ্যস্য লোকস্য পরমত্বমুপপাদয়তি—যেঽন্য ইতি। মীয়তে পরিচ্ছিদ্যতে সাধ্যত ইতি যাবৎ। সৌষুপ্তস্য সর্ব্বাত্মভাবস্য পরমানন্দত্বং বিশদয়তি—যানীতি। আত্মনোঽনবচ্ছিন্নানন্দত্বে ছান্দোগ্যশ্রুতিং সংবাদয়তি—যো বৈ ভূমেতি। ২

নন্বৈষয়িকমেকং সুখমাত্মরূপং চাপরমিতি সুখভেদাঙ্গীকারাদপসিদ্ধান্তঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য সুখাসুখভেদেন তদুপপত্তেনৈবমিত্যাহ—যত্রেত্যাদিনা। কিঞ্চ বস্তুতো নাস্ত্যেবাত্মসুখাতিরিক্তং বৈষয়িকং সুখমিত্যাহ—এতস্যেতি। ব্রহ্মাতিরিক্তচৈতন্যাভাবে কাস্থাপজীবকানি ভূতানীত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি—কানীত্যাদিনা। বিভাব্যমানামানন্দস্য মাত্রামিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। ২৮৪। ৩২।

ভাষ্যানুবাদ। যে অবস্থায়—সুষুপ্তি সময়ে বস্তুভেদ-প্রদর্শিকা অবিদ্যা শান্ত—বিরত ব্যাপার হয় অর্থাৎ বস্তুভেদ উপস্থিত করে না; সে সময়ে অবিদ্যা উপস্থাপিত বস্তুভেদ না থাকায়, কে কিসের দ্বারা কাহাকে দেখিবে, আঘ্রাণ করিবে, অথবা চিন্তা করিবে? অতএব সে সময়ে নিজের প্রকৃত স্বরূপ স্বয়ং-জ্যোতিঃস্বভাব প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া এইরূপে প্রকটিত হয়,—ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ ত্যাগ করতঃ সম্প্রসন্ন, আপ্তকাম, আত্মকাম, জলের ন্যায় স্বচ্ছস্বভাব হয়। এখানে 'সলিল' অর্থ—সলিলের মত; দ্বিতীয় বস্তু না থাকায় এক; কারণ অবিদ্যাই দ্বিতীয় বস্তুবিষয়ক ভ্রম উৎপাদন করে; সুষুপ্তি সময়ে সেই অবিদ্যা নির্ব্ব্যাপার হইয়া পড়ে; কাজেই তখন এক; দ্রষ্টা— আত্মজ্যোতিঃস্বরূপ দৃষ্টি কখনও বিলুপ্ত হয় না বলিয়াই দ্রষ্টা; এবং দর্শন যোগ্য দ্বিতীয় কোনও পদার্থ থাকে না বলিয়াই তখন অদ্বৈতরূপে প্রকাশ পায়। ইহা অমৃত ও অভয়; ইহা ব্রহ্মলোক। ব্রহ্মলোক অর্থ ব্রহ্মস্বরূপ লোক; এই সুষুপ্তি সময়ে পুরুষ দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধিভেদ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া এবং সর্ব্ববিধ সম্বন্ধশূন্য হইয়া পরমাত্মস্বরূপ স্বীয় আত্মজ্যোতিরূপে অবস্থান করে; এইরূপে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি জনককে 'সম্রাট্' বলিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক অনুশাসন বা উপদেশ দিয়াছিলেন। ১

কি প্রকার অনুশাসন করিয়াছিলেন? না, এই বিজ্ঞানময় জীবের ইহাই পরমা গতি; ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত শরীর গ্রহণাত্মক অপর যে সমস্ত গতি, সে সমুদয় গতি অবিদ্যা-কল্পিত; সুতরাং পরম বা উৎকৃষ্ট নহে; কারণ, ঐ সমস্ত গতি অবিদ্যাধিকারে স্থিত; কিন্তু যাহা সর্ব্বাত্মভাবময়, যাহাতে অন্য বিষয়ে দর্শন শ্রবণ ও চিন্তা থাকে না, তাহা উপাসনা ও কর্ম্মলভ্য দেবতাদিরূপ গতি অপেক্ষা পরম উত্তম। ইহাই পরমা সম্পদ্, অর্থাৎ যতপ্রকার সম্পদ্ বা ঐশ্বর্য্য আছে, তন্মধ্যে ইহাই সর্ব্বোত্তম; কারণ, এই সম্পদ্ হইতেছে স্বাভাবিক, স্বতঃসিদ্ধ; অপর সমস্ত সম্পদ্ই কৃতক অর্থাৎ ক্রিয়াসাধ্য (অনিত্য)। এইরূপ, ইহাই আত্মার পরম লোক; অপর যে সমুদয় লোক (ভোগস্থান) কর্ম্মফলে লাভ করা যায়, সে সমুদয় লোক এতদপেক্ষা অপরম বা নিকৃষ্ট; কিন্তু এই অবস্থাটী কোন কর্ম্ম দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে; পরন্তু ইহা পুরুষের স্বাভাবিক; এই জন্য ইহা আত্মার পরম লোক। এইরূপ উক্ত অবস্থাই ইহার পরম আনন্দ; বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধজনিত অপর যে সমস্ত [illegible] আনন্দ অপেক্ষা ইহাই আত্মার পরম আনন্দ; কারণ,

ইহা নিত্য ; অপর শ্রুতিতে আছে—'যাহা ভূমা বা মহৎ, তাহাই সুখ' ; পক্ষান্তরে, যেখানে অন্য বস্তু দৃষ্ট হয়, অন্য বস্তু বিজ্ঞাত হয়, তাহা অল্প—মর্ত্ত্য (ক্ষয়শীল) অমুখ্য সুখ ; উক্ত সুখ তাহার বিপরীত ; এই কারণেই ইহা আত্মার পরম আনন্দ। ২

উপরে যে আনন্দের কথা বলা হইল, এই আনন্দের কলা—মাত্রা অর্থাৎ অংশ—যাহা অবিদ্যা দ্বারা উপস্থাপিত হইয়া বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধকালে অনুভবগোচর হইয়া থাকে, সেই আনন্দাংশকে অপরাপর ভূতবর্গ ভোগ করিয়া থাকে ; সেই সমুদয় ভূত কাহারা ? না, যাহারা অবিদ্যা দ্বারা সেই আনন্দ হইতেই বিভক্ত বা পৃথক্ হইয়া রহিয়াছে ; ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র-ভাবাপন্নবৎ সেই সমস্ত ভূত বিষয়েন্দ্রিয়-সম্পর্ক বশতঃ প্রকাশমান আনন্দের অংশ মাত্রা [ভোগ করিয়াথাকে]। ২৮৪। ৩২।

স যো মনুষ্যাণাং রাদ্ধঃ সমৃদ্ধো ভবত্যন্যেষামধিপতিঃ সর্ব্বৈর্ম্মানুষ্যকৈর্ভোগৈঃ সম্পন্নতমঃ স মনুষ্যাণাং পরম আনন্দঃ, অথ যে শতং মনুষ্যাণ মানন্দাঃ স একঃ পিতৄণাং জিতলোকানামানন্দঃ, অথ যে শতং পিতৄণাং জিতলোকানা-মানন্দাঃ স একো গন্ধর্ব্বলোক আনন্দঃ,অথ যে শতং গন্ধর্ব্বলোক আনন্দাঃ, স একঃ কর্ম্মদেবানামানন্দঃ, যে কর্ম্মণা দেবত্বমভিসম্প-দ্যন্তে ; অথ যে শতং কর্ম্মদেবানামানন্দাঃ স এক আজানদেবানা-মানন্দঃ, যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতঃ। অথ যে শত-মাজানদেবানামানন্দাঃ স একঃ প্রজাপতিলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতঃ, অথ যে শতং প্রজাপতিলোক আনন্দাঃ স একো ব্রহ্মলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনো-ঽকামহতঃ, অথৈষ এব পরম আনন্দঃ, এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রা-ড়িতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। সোঽহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায়ৈব ব্রূহীত্যত্র হ যাজ্ঞবল্ক্যো বিভয়াঞ্চকার ; মেধাবী রাজা সর্ব্বেভ্যো মান্তেভ্য উদরৌৎসীদিতি ॥২৮৫॥৩৩॥

অন্বয়ঃ। মনুষ্যাণাং মধ্যে সঃ যঃ (যঃ কশ্চিৎ) রাদ্ধঃ (সমগ্রাবয়ব সম্পন্নঃ) সমৃদ্ধঃ (ঐশ্বর্য্যবান্) অন্যেষা (সজাতীয়ানাম্) অধিপতিঃ (প্রভুঃ) সর্ব্বৈঃ মানুষ্যকৈঃ (মনুষ্যোচিতৈঃ) ভোগৈঃ (ভোগ্যপদার্থৈঃ) সম্পন্নতমঃ (অতিশয়েন সম্পন্নঃ) ভবতি, মনুষ্যাণাং সঃ পরম আনন্দঃ, অথ (অনন্তরং) মনুষ্যাণাং যে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ জিতলোকানাং পিতৃণাম্ এক আনন্দঃ, অথ জিতলোকানাং পিতৃণাং যে শতম্ আনন্দাঃ, স গন্ধর্ব্বলোকে এক আনন্দঃ; অথ গন্ধর্ব্বলোকে যে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ কর্ম্মদেবানাং—যে কর্ম্মণা (যজ্ঞাদিনা) দেবত্বম্ অভিসম্পদ্যন্তে, [তেষাম্] এক আনন্দঃ; অথ কর্ম্মদেবানাং যে শতং আনন্দাঃ, স আজানদেবানাং যশ্চ অবৃজিনঃ (নিষ্পাপঃ) অকামহতঃ (নিষ্কামঃ) শ্রোত্রিয়ঃ (বেদবিৎ) [তস্য চ] এক আনন্দঃ; অথ আজানদেবানাং যে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ প্রজাপতিলোকে একঃ আনন্দঃ; যঃ চ অবৃজিনঃ, অকামহতঃ শ্রোত্রিয়ঃ, [তস্য চ একঃ আনন্দঃ]। অথ প্রজাপতিলোকে যে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ ব্রহ্মলোকে এক আনন্দঃ, যঃ চ অবৃজিনঃ অকামহতঃ শ্রোত্রিয়ঃ, [তস্যচেতিপূর্ব্ববৎ]। অথ (অনন্তরং) যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ :—হে সম্রাট্, এষ এব পরমঃ আনন্দঃ, এষ ব্রহ্মলোকঃ—ইতি। [এতৎ শ্রুত্বা জনক আহ—] সঃ ভবত এবং প্রবোধিতঃ অহং ভগবতে সহস্রং দদামি; অত ঊর্দ্ধং (অতঃপরং) বিমোক্ষায় এব ব্রূহি—ইতি।

অত্র (পুনঃপ্রার্থনায়াম্) যাজ্ঞবল্ক্যঃ বিভয়াঞ্চকার (ভীতঃ বভূব)। [ভয়কারণমাহ] মেধাবী (ধারণক্ষমবুদ্ধিসম্পন্নঃ) রাজা (জনকঃ) সর্ব্বেভ্যঃ অন্তেভ্যঃ (প্রশ্ন-নির্ণয়েভ্যঃ চরমতত্ত্বনির্ণয়ার্থং) মা (মাং) উদরৌৎসীৎ (উপরোধং কৃতবান্), [মদীয়ং সর্ব্বং বিজ্ঞানং জ্ঞাতুমিচ্ছতীতি ভয়ং জাতং যাজ্ঞবল্ক্যস্যেতি ভাবঃ] ॥ ২৮৫ ॥ ৩৩ ।

মূলানুবাদ। মনুষ্যগণের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি সর্ব্ববায়ব-সম্পন্ন, সমৃদ্ধিশালী, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে এবং সর্ব্বপ্রকারে ভোগোপকরণসমন্বিত ও লোকাধিপতি হয়; তাহার যে আনন্দ, তাহাই মনুষ্যগণের পক্ষে পরম আনন্দ; মনুষ্যগণের যে একশত আনন্দ, তাহা আবার জিতলোক (শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম দ্বারা যাহারা পিতৃলোক লাভ করিয়াছেন, সেই) পিতৃগণের পক্ষে এক আনন্দ; জিতলোক পিতৃগণের যে একশত আনন্দ, তাহা আবার গন্ধর্ব্ব-

লোকের পক্ষে একটা মাত্র আনন্দ; আবার সেই গন্ধর্ব্বলোকদিগের যে শত আনন্দ, তাহাই কর্ম্মদেবগণের (যাহারা শুভ কর্ম্ম দ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের) একটা আনন্দ; কর্ম্ম দেবগণের যে শত-গুণিত আনন্দ, তাহাই আবার আজান দেবগণের (যাহারা প্রথমেই দেবতা হইয়া জন্মিয়াছেন, তাহাদের) এবং নিষ্পাপ ও নিষ্কাম শ্রোত্রিয়ের (বেদজ্ঞের), নিকট একটামাত্র আনন্দ; আবার আজান দেবগণের যাহা একশত আনন্দ, তাহাই প্রজাপতিলোকে একটামাত্র আনন্দের তুল্য, এবং যাহারা নিষ্পাপ ও নিষ্কাম শ্রোত্রিয়, তাহাদের পক্ষেও সেইরূপ; প্রজাপতিলোকের যে শত আনন্দ, তাহা আবার ব্রহ্মলোকে এবং নিষ্পাপ ও নিষ্কাম শ্রোত্রিয়ের নিকট একটা মাত্র আনন্দের তুল্য। অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন হে—হে সম্রাট্, ইহাই পরম আনন্দ, ইহাই ব্রহ্মলোক। অনন্তর জনকরাজ বলিলেন—] আমি মহাশয়কে সহস্র গো দানকরিতেছি; আপনি অতঃ-পর মোক্ষোপায়ই উপদেশ করুন। একথায় যাজ্ঞবল্ক্য ভীত হইয়া-ছিলেন; কারণ, মেধাবী রাজা আমাকে সমস্তের শেষ সিদ্ধান্ত বলিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। [রাজা আমার সমস্ত বিদ্যা জানিবার চেষ্টা করিতেছেন—এই মনে করিয়া তিনি ভীত হইয়াছিলেন; কিন্তু নিজের জ্ঞান-দুর্ব্বলতাবশতঃ নহে] ॥২৮॥৩৩॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। যস্ত পরমানন্দস্য মাত্রা অবয়বাঃ ব্রহ্মাদিভি-র্মনুষ্যপর্য্যন্তৈর্ভূতৈরুপজীব্যন্তে, তদানন্দমাত্রাদ্বারেণ মাত্রিণং পরমানন্দ-মধিজিগময়িষন্নাহ,—সৈন্ধবলবণসকলৈরিব লবণশৈলম্। স যঃ কশ্চিৎ মনু-ষ্যাণাং মধ্যে রাদ্ধঃ—সংসিদ্ধোঽবিকলঃ সমগ্রাবয়ব ইত্যর্থঃ, সমৃদ্ধঃ উপ-ভোগোপকরণসম্পন্নঃ ভবতি; কিঞ্চ অন্যেষাং সমানজাতীয়ানাম্ অধিপতিঃ স্বতন্ত্রঃ পতিঃ, ন মাণ্ডলিকঃ; সর্ব্বৈঃ সমস্তৈঃ, মানুষ্যকৈরিতি দিব্যভোগোপ-করণনিবৃত্ত্যর্থম্—, মনুষ্যাণামেব যানি ভোগোপকরণানি, তৈঃ সম্পন্নানা-মপ্যতিশয়েন সম্পন্নঃ সম্পন্নতমঃ, স মনুষ্যাণাং পরম আনন্দঃ। ১

তত্র আনন্দানন্দিনোরভেদনির্দ্দেশাৎ অর্থান্তরভূতত্বমিতোভৎ; পর-

মানন্দস্যৈবেয়ং বিষয়বিষয্যাকারেণ মাত্রা প্রসৃতেতি হি উক্তম্—'যত্র বা অন্যদিব স্যাৎ' ইত্যাদিবাক্যেন ; তস্মাৎ যুক্তোঽয়ং—'পরম আনন্দঃ,' ইত্যভেদনির্দ্দেশঃ। যুধিষ্ঠিরাদিতুল্যো রাজা অত্রোদাহরণম্। দৃষ্টম্ মনুষ্যানন্দম্ আদিং কৃত্বা শতগুণোত্তরোত্তরক্রমেণোন্নীয় পরমানন্দং—যত্র ভেদো নিবর্ত্ততে, তমধিগময়তি। অত্রায়মানন্দঃ শতগুণোত্তরোত্তরক্রমেণ বর্দ্ধমানঃ যত্র বৃদ্ধিকাষ্ঠামনুভবতি—যত্র গণিতভেদো নিবর্ত্ততে, অন্যদর্শন-শ্রবণ মননাভাবাৎ ; তং পরমানন্দং বিবক্ষন্নাহ—অথ যে মনুষ্যাণাম্ এবম্প্রকারাঃ শতমানন্দভেদাঃ, স একঃ পিতৃণাম্ ; তেষাং বিশেষণং -জিতলোকানামিতি। শ্রাদ্ধাদিকর্ম্মভিঃ পিতৄন্ তোষয়িত্বা তেন কর্ম্মণা জিতো লোকো যেষাম্, তে জিতলোকাঃ পিতরঃ, তেষাং পিতৃণাং জিতলোকানাং মনুষ্যানন্দশতগুণীকৃতপরিমাণ এক আনন্দো ভবতি, সোঽপি শতগুণীকৃতো গন্ধর্ব্বলোক এক আনন্দো ভবতি। ১

স চ শতগুণীকৃতঃ কর্ম্মদেবানাম্ এক আনন্দঃ ; অগ্নিহোত্রাদিশ্রৌত-কর্ম্মণা যে দেবত্বং প্রাপ্নুবন্তি, তে কর্ম্মদেবাঃ। ২

তথৈব আজানদেবানাম্ এক আনন্দঃ ; আজানত এব উৎপত্তিত এব যে দেবাঃ, তে আজানদেবাঃ, যশ্চ শ্রোত্রিয়ঃ অধীতবেদঃ অবৃজিনঃ বৃজিনং পাপং, তদ্রহিতঃ যথোক্তকারীত্যর্থঃ। অকামহতঃ বীততৃষ্ণঃ, আজানদেবেভ্যোঽর্ব্বাক্ যাবন্তো বিষয়াঃ, তেষু তস্য চ এবং ভূতস্যাজানদেবৈঃ সমান আনন্দ ইত্যেতদন্বাকৃষ্যতে চ-শব্দাৎ। শতগুণীকৃতপরিমাণঃ প্রজাপতিলোকে এক আনন্দো বিরাট্শরীরে ; তথা তদ্বিজ্ঞানবান্ শ্রোত্রিয়ঃ অধীতবেদশ্চ অবৃজিন ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। তচ্ছতগুণীকৃতপরিমাণ এক আনন্দো ব্রহ্মলোকে হিরণ্যগর্ভাত্মনি ; যশ্চেত্যাদি পূর্ব্ববদেব। ৩

অতঃপরং গণিতনিবৃত্তিঃ ; এষ পরম আনন্দ ইত্যুক্তম্, যস্য চ পরমানন্দস্য ব্রহ্মলোকাদ্যানন্দা মাত্রাঃ—উদধেরিব বিপ্রুষঃ ; এবং শতগুণোত্তরোত্তরবৃদ্ধ্যুপেতা আনন্দাঃ যত্র একতাং যন্তি, যশ্চ শ্রোত্রিয়প্রত্যক্ষঃ অর্থঃ, এষ এব সম্প্রসাদলক্ষণঃ পরম আনন্দঃ, তত্র হি নান্যৎ পশ্যতি, নান্যৎ শৃণোতি ; অতো ভূমা ; ভূমত্বাদমৃতঃ ; ইতরে তদ্বিপরীতাঃ আনন্দাঃ। অত্র চ শ্রোত্রিয়ত্বাবৃজিনত্বে তুল্যে ; অকামহতত্বকৃতো বিশেষ আনন্দশতগুণবৃদ্ধিহেতুঃ। ৪

অত্রৈতানি সাধনানি শ্রোত্রিয়ত্বাবৃজিনত্বাকামহতত্বানি, তস্য তস্যানন্দস্য প্রাপ্ত্যর্থানীত্যভিহিতানি, যথা কর্ম্মাণি অগ্নিহোত্রাদীনি দেবানাং দেবত্বপ্রাপ্তৌ। ৫

তত্র চ শ্রোত্রিয়ত্বাবৃজিনত্বলক্ষণে কর্মণী অধরভূমিষপি সমানে, ইতি নোত্তরানন্দপ্রাপ্তিসাধনে অভ্যুপেয়েতে; অকামহতত্বং তু বৈরাগ্যতারতম্যোপপত্তেরুত্তরোত্তরভূম্যানন্দপ্রাপ্তিসাধনমিত্যবগম্যতে। স এষ পরম আনন্দঃ বিতৃষ্ণ-শ্রোত্রিয়প্রত্যক্ষোঽধিগতঃ। তথা চ বেদব্যাসঃ,—

"যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥" ইতি।

এষ ব্রহ্মলোকঃ, হে সম্রাড়িতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। সোঽহমেবম্ অনুশিষ্টঃ ভগবতে তুভ্যং সহস্রং দদামি গবাম্, অত ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায়ৈব ব্রূহীতি ব্যাখ্যাতমেতৎ।৫

অত্র হ বিমোক্ষায়েত্যস্মিন্ বাক্যে যাজ্ঞবল্ক্যঃ বিভয়াঞ্চকার ভীতবান্। যাজ্ঞবল্ক্যস্য ভয়কারণমাহ শ্রুতিঃ—ন যাজ্ঞবল্ক্যো বক্তৃত্বসামর্থ্যাভাবাদ্ভীতবান্, অজ্ঞানাদ্বা; কিন্তর্হি? মেধাবী রাজা সর্ব্বেভ্যো মা মাম্ অন্তেভ্যঃ প্রশ্ননির্ণয়াবসানেভ্য উদরৌৎসীৎ আবৃণোৎ অবরোধং কৃতবানিত্যর্থঃ; যদ্যৎ ময়া নির্ণীতং প্রশ্নরূপং বিমোক্ষার্থম্, তত্তৎ একদেশত্বেনৈব কামপ্রশ্নস্য গৃহীত্বা পুনঃ পুনর্মাং পর্য্যনুযুঙ্ক্ত এব, মেধাবিত্বাৎ, ইত্যেতদ্ভয়কারণম্,—সর্ব্বং মদীয়ং বিজ্ঞানং কামপ্রশ্নব্যাজেনোপাদিৎসতীতি॥২৮॥৩৩॥

টীকা। স যো মনুষ্যাণামিত্যাদিবাক্যতাৎপর্য্যমাহ যদ্বেতি। যথা দৈহ্যবাদ্রৈবৈঃ দৈহ্যবাচক্রং লোকা বোধয়ন্তি, তথা তস্যানন্দস্য মাত্রা নানাবস্থাবৎপ্রদর্শনদ্বারেণাবধিবদঃ পরমানন্দমধিগময়িতুং মস্ত্রমনস্ত্রো প্রবৃত্ত ইত্যর্থঃ। তাৎপর্য্যমুক্ত্বাক্ষরাণি ব্যাচষ্টে—স যঃ কশ্চিদিত্যাদিনা। রাজত্বমবিকলত্বঃ চেৎ সমৃদ্ধত্বেন পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—সমগ্রেতি। তদেব সমৃদ্ধমণীয়্যাশঙ্ক্য ব্যাকরোতি—উপভোগেতি। অন্তর্ব্বহিঃসম্পত্তিভেদাদপুনরুক্তিরিতি ভাবঃ। ন কেবলমুক্তমেব তস্য বিশেষণং, কিন্তু বিশেষণান্তরং চাস্তীত্যাহ কিঞ্চেতি। বিশেষণ-তাৎপর্য্যমাহ—দিব্যেতি। তদনির্বর্ত্তনে তস্য বক্ষ্যমাণমনুষ্যানন্দত্বং ভাবঃ স্যাদিতি ভাবঃ। অতিশয়েন সম্পন্ন ইতি শেষঃ। ১

অভেদনির্দ্দেশস্য তাৎপর্য্যমাহ—তত্রেতি। প্রকৃতং বাক্যং সপ্তম্যর্থঃ। আত্মনঃ সকাশাদানন্দস্যেতি শেষঃ। ঔপচারিকত্বমভেদনির্দ্দেশস্য ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—পরমানন্দস্যেতি। তত্রৈব বিষয়ত্বং বিবক্ষিতমিতি স্থিতে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। যথোক্তো মনুষ্যো ন দৃষ্টপদমবতরতীত্যাশঙ্ক্যাহ—যুধিষ্ঠিরাদীতি। অথ যে শতং মনুষ্যাণামিত্যাদেস্তাৎপর্য্যমাহ—দৃষ্টমিতি। শতগুণেনোত্তরোত্তরমানন্দস্যোৎকর্ষপ্রদর্শনক্রমেণ পরমানন্দভূম্নীম তদধিগমহেতুত্বাবশেষ প্রবৃত্তেতি সম্বন্ধঃ। পরমানন্দমেব বিশিনষ্টি—যত্রেতি।

বাক্যশেষং তাৎপর্য্যযুক্তঃ প্রস্তুতে পরমানন্দে বিষয়ভূতং প্রমাণমিতি—স এষ ইতি। নিবৃত্তিশব্দকামহতং পরমানন্দপ্রাপ্তিহেতুরিত্যত্র প্রমাণম্বা—তথা চেতি। প্রকৃতং প্রত্যগ্ভূতং পরমানন্দমেব ইতি পরামৃশতি।॥

প্রতিবোধাবী ত্যাগো; তং ব্যাচষ্টে—সোহত্যাদিনা। তথাপি কিং তত্রকারণং, তত্রাহ—মন্যদিতি। যেখাবিদ্যাং প্রজ্ঞাতিশয়শালিবাদিতি যাবৎ। তদেব তত্রকারণং প্রকটয়তি—অসর্বমিতি। ২৮৫ ॥ ৩৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। ব্রহ্মাদি হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্য পর্য্যন্ত জীবগণ যে পরমানন্দের মাত্রা সকল (অংশ সমূহ) ভোগ করিতেছে, সেই আনন্দের মাত্রা দ্বারা তাহার মাত্রী অর্থাৎ মাত্রার মূলভূত পরমানন্দের স্বরূপটী—সৈন্ধবলবণের খণ্ড সমূহ দ্বারা যেমন লবণাচলের স্বরূপাবগতি হয়, তেমন অবগত করাইবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন,—মনুষ্যগণের মধ্যে যে ব্যক্তি রাদ্ধ অর্থাৎ অবিকল—পরিপূর্ণাঙ্গ, এবং সমৃদ্ধ—ভোগবিলাসের বিবিধ উপকরণ সম্পন্ন, অধিকন্তু সমানজাতীয় অন্যান্য ব্যক্তিগণের অধিপতি অর্থাৎ স্বাধীন প্রভু, কিন্তু, মণ্ডলেশ্বর (পৃথিবীশ্বর) নহে, এবং মনুষ্য-লভ্য সর্ব্বপ্রকার ভোগসম্পন্নতম অর্থাৎ যে সমুদয় ভোগোপকরণ কেবল মনুষ্যগণেরই প্রাপ্তি-যোগ্য, সেই সমুদয় ভোগ-সামগ্রীশালী অন্যান্য মনুষ্য অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভোগসামগ্রীপূর্ণ। এখানে 'মানুষ্যকৈঃ' এই বিশেষণ দ্বারা দৈব ভোগের নিবৃত্তি করা হইয়াছে। সেই মনুষ্যগণের মধ্যে যাহা পরম আনন্দ অর্থাৎ যিনি পরমানন্দশালী।

এই বাক্যে যে, আনন্দ ও আনন্দীকে অর্থাৎ আনন্দবান্ ব্যক্তিকেই আনন্দের সঙ্গে অভিন্নরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, উভয়ই এক—কেহই ভিন্ন পদার্থ নহে। পরমানন্দের এই মাত্রাই (অংশই) যে, বিষয় ও বিষয়িভাবে (গ্রাহ্য-গ্রাহক রূপে) বিসৃত হইয়াছে, একথা 'যখন 'ভিন্নেরই মত হয়' ইত্যাদি বাক্যে অভিহিত হইয়াছে। অতএব 'পরম আনন্দঃ' বলিয়া আনন্দ ও আনন্দবানের অভেদ নির্দ্দেশ করা উপযুক্তই হইয়াছে। এক্ষণে সর্ব্বাগ্রে মনুষ্যের প্রত্যক্ষগ্রাহ্য আনন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর শতগুণক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পরমানন্দের অনুমান করিবার পর, যেখানে আনন্দের বিভাগ নিবৃত্ত হইয়া যায়, সেই পরম আনন্দ অনুভবগোচর করাইতেছেন। উক্ত আনন্দ পর পর শতগুণক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া, যেখানে বৃদ্ধির চরম সীমা প্রাপ্ত হয়, যেখানে দর্শন শ্রবণ ও মননের অভাব নিবন্ধন গণিতের ক্রিয়া

গণনাও নিবৃত্ত হইয়া যায়, সেই পরমানন্দের স্বরূপ নিরূপণের অভিপ্রায়ে অতঃপর বলিতেছেন—মনুষ্যগণের যে, এইরূপ শতগুণিত আনন্দ, জিতলোক পিতৃগণের পক্ষে তাহা একটা আনন্দ; জিত লোক অর্থ,—যাহারা শাস্ত্র-বিহিত শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম দ্বারা পিতৃগণকে পরিতুষ্ট করিয়া, সেই লোক জয় করিয়াছেন, সেইপিতৃগণের সম্বন্ধে মনুষ্যগণের শতগুণিত আনন্দ এক আনন্দ হয়; সেই শতগুণিত আনন্দও আবার গন্ধর্ব্বলোকে এক আনন্দ বলিয়া গৃহীত হয় এবং গন্ধর্ব্বলোকের সেই শতগুণিত আনন্দ, তাহাও কর্ম্মদেবগণের এক আনন্দ। কর্ম্মদেব কাহারা? যাঁহারা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম দ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন পূর্ব্বের ন্যায় কর্ম্মদেবগণের শতগুণিত আনন্দও আবার আজান দেবগণের এক আনন্দ। 'আজান' অর্থ—যাঁহারা জান হইতে অর্থাৎ উৎপত্তি কাল হইতেই দেবতা, ফলকথা—যাঁহারা অকৃত্রিম দেবতা, তাঁহারাই আজান দেবতা। কর্ম্মদেব এবং যিনি শ্রোত্রিয়—অধীতবেদ (১) ও অবৃজিন—বৃজিন অর্থ পাপ, তদ্বিহীন এবং অকামহত অর্থাৎ নিস্পৃহ—আজান দেব-গণের অধস্তন যত প্রকার বিষয় আছে, সে সমুদয় বিষয়ে অভিলাষশূন্য; এবম্ভূত সাধুর আনন্দ ও আজানদেবের আনন্দ সমান বা একরূপ। "যশ্চ" এই "চ" হইতে বুঝা যায় যে, তাঁহাদের শতগুণিত আনন্দও প্রজাপতিলোকে অর্থাৎ বিরাট্‌শরীরে এক আনন্দ বলিয়া গৃহীত হয়। এখানেও 'যশ্চ' ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ। পুনশ্চ ইহার শতগুণিত আনন্দ আবার হিরণ্যগর্ভাত্মক ব্রহ্মলোকে একটী আনন্দরূপে গৃহীত হয়। এখানেও 'যশ্চ' ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ। ৩

ইতঃপর গণিত সংখ্যা নিবৃত্তি—সে আনন্দের কোনরূপ সংখ্যা বা পরিমাণ নাই। পূর্ব্বে পরম আনন্দ বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে, সমুদ্রের জলবিন্দুর ন্যায় ব্রহ্মলোকাদিগত আনন্দ তাহার মাত্রা অর্থাৎ কণামাত্র। এই ভাবে উত্তরোত্তর শতগুণ ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আনন্দরাশি যেখানে যাইয়া একত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ এক হইয়া যায়, এবং যাহা শ্রোত্রিয়গণের প্রত্যক্ষসিদ্ধ,

(১) তাৎপর্য্য—শ্রোত্রিয় অর্থ—কেবল বেদবিদ নহে, পরন্তু তাহার লক্ষণ এইরূপ—"একাং শাখাং সকল্পাং বা ষড়্ভিরঙ্গৈরধীত্য বা। ষট্‌কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ।" ইতি।

অর্থাৎ যিনি ছয়টি বেদাঙ্গের সহিত, অন্ততঃ কল্পসূত্রের সহিত একটী বেদশাখা অধ্যয়ন করিয়া ব্রাহ্মণোচিত ষট্‌কর্ম্মে নিরত থাকেন, তাদৃশ ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকে 'শ্রোত্রিয়' বলে।

তাহাই সম্প্রসাদরূপ পরম আনন্দ; তাহাতে অন্য কিছু দর্শন হয় না, অন্য কিছু শ্রবণ করে না; অতএব, তাহা ভূমা মহান্; ভূমা বলিয়াই অমৃত অর্থাৎ অবিনশ্বর; ভূমা ভিন্ন সমস্ত আনন্দই তদ্বিপরীত অর্থাৎ বিনাশশীল। পূর্ব্বোক্ত বিশেষণত্রয়ের মধ্যে শ্রোত্রিয়ত্ব ও "অবৃজিনত্ব" বিশেষণদ্বয় তুল্যার্থক, কিন্তু অকামহতত্বরূপ বিশেষণটী (ধর্ম্মটী) শতগুণ আনন্দের বৃদ্ধিহেতু। ৪

অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সকল যেমন দেবত্বপ্রাপ্তির সাধন, এই স্থানেও উক্ত শ্রোত্রিয়ত্ব, অবৃজিনত্ব ও অকামহতত্বই পূর্ব্বোক্ত সেই সেই আনন্দবিশেষ প্রাপ্তির সাধনরূপে অভিহিত হইয়াছে; তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, শ্রোত্রিয়ত্ব ও অবৃজিনত্বরূপ ধর্ম্মদ্বয় সর্ব্বাবস্থায়ই সমান; এইজন্য উহাদিগকে আর পরবর্ত্তী আনন্দলাভের সাধন বা উপায় বলিয়া স্বীকার করা হয় না; কিন্তু বৈরাগ্যের উৎকর্ষাপকর্ষের কারণ বিধায়, কেবল অকামহতত্ব ধর্ম্মটিই যে, উত্তরাবস্থায়ও আনন্দ প্রাপ্তির সাধন বা উপায়, তাহা বুঝা যাইতেছে। বেদব্যাসও এইরূপ বলিয়াছেন,—'জগতে যাহা কাম-সুখ অর্থাৎ কামোপভোগজনিত সুখ বলিয়া প্রসিদ্ধ, আর যাহা স্বর্গীয় মহৎ সুখ, এই উভয় সুখই তৃষ্ণা-ক্ষয়জনিত সুখের অর্থাৎ বৈরাগ্যসুখের ষোড়শ ভাগের এক ভাগেরও সমান নহে'। অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সম্রাট্, ইহাই সেই ব্রহ্মলোক। তখন সম্রাট্ বলিলেন, এই প্রকারে অনুশাসন প্রাপ্ত আমি পূজনীয় আপনাকে সহস্র গো দান করিতেছি; অতঃপর বিমোক্ষার্থই বলুন; এ সব কথা বিস্তারিতরূপে পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ৫

এখানে "বিমোক্ষায়" এই বাক্য শ্রবণে যাজ্ঞবল্ক্য ভীত হইলেন। শ্রুতি নিজেই যাজ্ঞবল্ক্যের ভয়ের কারণ বলিয়া দিতেছেন,—যাজ্ঞবল্ক্য যে, বলিবার সামর্থ্যাভাবে ভীত হইয়াছিলেন, কিংবা জ্ঞানদুর্ব্বলতা বশতঃ ভীত হইয়াছিলেন, তাহা নহে; তবে কি না, বিচক্ষণ রাজা সমস্ত প্রশ্ন নির্ণয়ের অন্ত বা অবসানের জন্য অর্থাৎ চরম সিদ্ধান্ত বলিবার জন্য আমাকে আবদ্ধ করিতেছেন; তাৎপর্য্য এই যে, আমি বিমোক্ষার্থ যে যে প্রশ্নোত্তর নির্ণয় করিয়া বলিয়াছি, রাজা তৎসমস্তই মোক্ষপ্রশ্নের একদেশরূপে গ্রহণ করিয়া পুনঃ পুনঃ আমাকে প্রশ্ন করিতেছেন, এবং আমার সমস্ত বিজ্ঞান পূর্ব্বোক্ত কাম-প্রশ্নচ্ছলে গ্রহণ করিবার উপক্রম করিতেছেন ॥২৮৫॥৩৩॥

স বা এষ এতস্মিন্ স্বপ্নান্তে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যাদ্রবতি বুদ্ধান্তায়ৈব ॥ ৮ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সঃ বৈ এষঃ (আত্মা) এতস্মিন্ স্বপ্নান্তে (স্বপ্নে) রত্বা চরিত্বা, পুণ্যং (পুণ্যফলং সুখং) চ, পাপং (পাপফলং দুঃখং) চ, দৃষ্ট্বা এব (ন তু কৃত্বা), পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোনি বুদ্ধান্তায় (জাগ্রদবস্থায়ৈ) এব আদ্রবতি [পূর্ব্বং কৃতব্যাখ্যানমেতৎ] ॥ ২৮৬ ॥ ৩৪ ॥

মূলানুবাদ। সেই এই আত্মা এই স্বপ্নাবস্থায় রমণ ও পরিভ্রমণ করিয়া এবং পুণ্য ও পাপের ফল—সুখ ও দুঃখ কেবল দর্শন করিয়া, পুনর্ব্বার জাগ্রদবস্থার জন্য স্বপ্নের বিপরীতক্রমে যথাস্থানে ধাবিত হয় ॥২৮৬॥ ৩৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথ বিজ্ঞানময়ঃ স্বয়ংজ্যোতিরাত্মা স্বপ্নে প্রদর্শিতঃ, স্বপ্নান্তবুদ্ধান্তসঞ্চারেণ কার্য্যকরণব্যতিরিক্ততা কাম-কর্ম্মপ্রবিবেকশ্চ অসঙ্গতয়া মহামৎস্যদৃষ্টান্তেন প্রদর্শিতঃ। পুনশ্চ অবিদ্যাকার্য্যং স্বপ্ন এব দ্রষ্টাবেত্যাবিনা প্রদর্শিতম্; অর্থাদবিদ্যায়াঃ সতত্ত্বং নির্দ্ধারিতম্, অতদ্ধর্ম্মাধ্যারোপণরূপত্বম্ অনাত্মধর্ম্মত্বঞ্চ। তথা বিদ্যায়াশ্চ কার্য্যং প্রদর্শিতং—সর্ব্বাত্মভাবঃ স্বপ্নে এব প্রত্যক্ষতঃ সর্ব্বোঽস্মীতি মন্যতে, সোঽস্য পরমো লোকঃ—ইতি। তত্র চ সর্ব্বাত্মভাবঃ স্বভাবোঽস্য, এবম্ অবিদ্যাকামকর্ম্মাদি-সংসারধর্ম্মসম্বন্ধাতীতং রূপমস্য, সাক্ষাৎ সুষুপ্তে গৃহ্যত ইত্যেতদ্বিজ্ঞাপিতম্। স্বয়ংজ্যোতিরাত্মা এষ পরম আনন্দঃ, এষ বিদ্যায়া বিষয়ঃ, স এষ পরমঃ সংপ্রসাদঃ, সুখস্য চ পরা কাষ্ঠা, ইত্যেতৎ—এবমন্তেন গ্রন্থেন ব্যাখ্যাতম্। ১

তদেতৎ সর্ব্বং বিমোক্ষপদার্থস্য দৃষ্টান্তভূতং বন্ধনস্য চ; তে চ এতে মোক্ষ-বন্ধনে সহেতুকে সপ্রপঞ্চে নির্দ্দিষ্টে বিদ্যাবিদ্যাকার্য্যে, তৎ সর্ব্বং দৃষ্টান্তভূতমেব, ইতি তদ্দার্ষ্টান্তিকস্থানীয়ে মোক্ষ-বন্ধনে সহেতুকে কামপ্রশ্নার্থভূতে ত্বরা বক্তব্যে, ইতি পুনঃ পর্য্যনুযুঙ্‌ক্তে জনকঃ—অত ঊর্দ্ধ্বং বিমোক্ষায়ৈব ব্রূহীতি। ২

তত্র মহামৎস্যবৎ স্বপ্নবুদ্ধান্তাবসঙ্গঃ সঞ্চরত্যেক আত্মা স্বয়ংজ্যোতিরিত্যুক্তম্। যথা চাসৌ কার্য্যকরণানি মৃত্যুরূপাণি পরিত্যজন্ পাদদানশ্চ মহামৎস্যবৎ স্বপ্নবুদ্ধান্তাবনুসঞ্চরতি, তথা জায়মানো ম্রিয়মাণশ্চ তৈরেব

মৃত্যুরূপৈঃ সংসৃজ্যতে বিযুজ্যতে চ, উভৌ লোকাবনুসঞ্চরতীতি সঞ্চরণং স্বপ্নবুদ্ধান্তানুসঞ্চারস্য দার্ষ্টান্তিকত্বেন সূচিতম্; তদিহ বিস্তরেণ সনিমিত্তং সঞ্চরণং বর্ণয়িতব্যমিতি তদর্থোঽয়মারম্ভঃ। তত্র চ বুদ্ধান্তাৎ স্বপ্নান্তময়মাত্মা প্রবেশিতঃ; তস্মাৎ সম্প্রসাদস্থানং মোক্ষদৃষ্টান্তভূতম্; ততঃ প্রচ্যাব্য বুদ্ধান্তে সংসারব্যবহারঃ প্রদর্শয়িতব্য ইতি, তেনাস্য সম্বন্ধঃ। স বৈ বুদ্ধান্তাৎ স্বপ্নান্তক্রমেণ সম্প্রসন্ন এবং, তস্মিন্ সম্প্রসাদে স্থিত্বা ততঃ পুনরীষৎ প্রচ্যুতঃ স্বপ্নে রত্বা চরিত্বেত্যাদি পূর্ববৎ—বুদ্ধান্তায়ৈবাদ্রবতি ॥২৮৬॥১৪।

টীকা। স বা এষ এতস্মিন্নিত্যাদ্যুত্তরগ্রন্থস্য সম্বন্ধং বক্তুং বৃত্তং কীর্তয়তি—অত্রেতি। অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতিরিতীতি বাক্যং সপ্তম্যর্থঃ। বৃত্তবর্ণানুবাদমনুবদতি—স্বপ্নান্তেতি। কার্যকরণব্যতিরিক্তং প্রদর্শিতমিতি সম্বন্ধঃ। উক্তমর্থান্তরমাহ—কামেতি। অথ যদীদং বক্ষ্যমাণাদ্বৃত্তমনুভাবতে—পুনশ্চেতি। কিং তৎকার্যপ্রদর্শনসামর্থ্যা-দির্শাবিতস্যবিদ্যায়াঃ সত্ত্বং, তদাহ—অতঃকর্মেতি। অনাত্মধর্মত্বাদেব চৈতন্যস্বভাবাবিকত্বম্। অবিদ্যাকার্যবিদ্যাকার্যয়োঃ চ মধ্যে সর্বাত্মভাবলক্ষণঃ প্রত্যক্ষত এব প্রদর্শিতমিত্যাহ—তথেতি। সুষুপ্তেঽপি স্বপ্নবদেতদ্দর্শিতমিত্যাহ—এবমিতি। সাক্ষাৎস্বরূপচৈতন্যবশাদিত্যেতৎ। অস্যৈবাশিতস্য সুষুপ্তাবস্থা ন স্যাদিতি ভাবঃ। উক্তং বিদ্যাকার্যং নিগময়তি—এষ ইতি। তদেব বিদ্যাবিষয়ং বিশদয়তি—স এষ ইতি। বৃত্তানুবাদমুপসংহরতি—ইত্যেতদিতি। এবমস্তুৎ প্রশ্নেন ব্রহ্মলোকাদ্যবাক্যোক্তেতি যাবৎ। সোঽহমবিদ্যাদেস্তাং পদ্যমনুবদতি—তস্মেতি। যতো রাজ্ঞোঽর্থঃ বক্তুমেতস্য সহস্রদানে যুক্তা প্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ। অত ঊর্ধ্বমিত্যাদেরিতিপ্রাগনুস্মরতি—তে চেতি। যদ্যপি যথোক্তলক্ষণে মোক্ষ-প্রশ্নে প্রাগেবোপদিষ্টে, তথাপি পুনঃশ্রোতুং সর্বঃ দৃষ্টান্তভূতমেব তদোরিতি যতো রাজা মন্যতে অতো মোক্ষবচনে দার্ষ্টান্তিকভূতে বক্তব্যো যাজ্ঞবল্ক্যেনেতি মত্ত্বানন্তরং প্রশ্নয়তীত্যর্থঃ। ১

বন্ধমোক্ষয়োঃ প্রত্যক্ষত্বেন প্রাগুক্তয়োরপি প্রথমং বন্ধো বর্ণ্যত ইতি বক্তুং বৃত্তান্তং স্মারয়তি—তত্রেতি। দৃষ্টান্তমনূদ্য দার্ষ্টান্তিকস্য বন্ধস্য সূচিতত্বং দর্শয়তি—যথা চেত্যাদিনা। উভৌ লোকা বক্ষ্যে প্রথমানেবংশব্দো দ্রষ্টব্যঃ। বৃত্তমনূদ্যানন্তরপ্রকরণমুত্থাপয়তি—তদিহেতি। অস্যঃ সংসারো সপ্তম্যর্থঃ। সনিমিত্তং কামাদিনা নিমিত্তেন সহিতমিত্যেতৎ। প্রকরণারম্ভমুক্ত্বা সমনন্তরবাক্যস্য ব্যবহিতেন সম্বন্ধমাহ—তত্র চেতি। স বা এষ এতস্মিন্ বুদ্ধান্তে রত্বেত্যাপক্রম্য স্বপ্নান্তায়ৈবেতি বাক্যং সপ্তম্যা পরামৃশ্যতে। স্বপ্নান্তশব্দস্য স্বপ্নবিষয়ত্বমারুহ্যার্থং বিশিনষ্টি—সংপ্রসাদেতি। কথং পুনঃ সম্প্রসন্নস্য সংসারোপবর্ণনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ততঃ ইতি। প্রাগুক্তঃ সপ্তম্যর্থো ব্যবহিতো প্রহত্যেনেতি পরামৃশ্যতে। সমনন্তরমাহ; বক্ষ্যতে। বাক্যস্য ব্যবহিতেন সম্বন্ধমুক্ত্বা তৎকর্মাপি দর্শয়তি—স বৈ

যুক্তত্বাদিতি। যথাক্রমে এবং চরিষ্যত্যাদি সূত্রাত্মাদৈশ্বাহনবতীত্যো চবছং পূর্ববিহিত যোজনা। ২৮১। ৩১।

ভাষ্যানুবাদ। [পূর্বশ্রুতিতে] বিজ্ঞানময় আত্মার স্বপ্নাবস্থায় স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং স্বপ্ন ও জাগরণ অবস্থায় গমনাগমন ক্রমে কার্য্যকরণ (দেহেন্দ্রিয়াদি) হইতে বিভিন্নতা, এবং মহামৎস্যের দৃষ্টান্ত দ্বারা আত্মার অসঙ্গত্ব (নিষ্পাপত্ব) প্রদর্শিত হইয়াছে। পুনশ্চ স্বপ্নেই "যত্রৈব" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা সর্বপ্রকার বিদ্যা ও অবিদ্যাকার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা দ্বারাই অবিদ্যার যাহা তত্ত্ব—অতত্ত্বধর্মাধ্যারোপণ, (অর্থাৎ যাহাতে যাহা নাই, তাহাতে তাহার আরোপণ করা), এবং অনাত্মধর্ম্মত্ব, তাহা ও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এইরূপ, বিদ্যার কার্য্য যে সর্ব্বাত্মভাব তাহাও স্বপ্নাবস্থাতেই 'সর্ব্বোঽহমস্মি' অর্থাৎ আমিই সর্ব্বাত্মক এইরূপ সাক্ষাৎ অনুভবানুসারে প্রদর্শিত হইয়াছে; এই সর্ব্বাত্মভাবই ইহার পরম লোক। উক্ত সর্ব্বাত্মভাবই আত্মার অবিদ্যা, কামনা ও কর্ম্ম প্রভৃতি সর্ব্ববিধ সাংসারিক ধর্ম্ম-সম্বন্ধ-রহিত স্বাভাবিক রূপ এবং সুষুপ্তি সময়ে ইহার প্রত্যক্ষোপলব্ধি হইয়া থাকে, একথাও বিশেষভাবে জ্ঞাপিত হইয়াছে। তাহার পর, এপর্য্যন্ত গ্রন্থভাগে, স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা, ইহাই পরম আনন্দ, ইহা বিদ্যার বিষয়, ইহাই সেই সম্প্রসাদ এবং ইহাই সুখের পরা কাষ্ঠা, এসমস্ত বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ১

পূর্ব্ব শ্রুতিতে ঐ যে সমস্ত বিষয় কথিত হইয়াছে, [বুঝিতে হইবে যে,] সে সমস্ত হইতেছে—বর্ণনীয় মোক্ষ ও বন্ধ পদার্থের দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ স্বরূপ; সেই মোক্ষ ও বন্ধন উভয়ই বিদ্যা ও অবিদ্যার ফলস্বরূপ, অর্থাৎ বিদ্যার ফল—মোক্ষ, আর অবিদ্যার ফল—বন্ধন; এই মোক্ষ ও বন্ধন এবং তাহার হেতুভূত বিদ্যা ও অবিদ্যা বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে; প্রকৃত পক্ষে অপরাপর বিষয় সমূহ এই মোক্ষ ও বন্ধেরই দৃষ্টান্ত মাত্র; এই কারণে তাহার দার্ষ্টান্তিক-স্থলবর্ত্তী [যাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়, তাহাকে দার্ষ্টান্তিক বলে।] কামপ্রশ্নেরবিষয়ীভূত সেই মোক্ষ ও বন্ধন এবং তাহার হেতুদ্বয় তোমাকে অবশ্য বলিতে হইবে; এই জন্য জনক মহারাজ যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রকৃত মোক্ষতত্ত্ব বলিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতেছেন। ২

তন্মধ্যে পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, মহামৎস্যের ন্যায় স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ একই আত্মা অসঙ্গভাবে স্বপ্ন ও জাগরণে সঞ্চরণ করিয়া থাকে। সেখানে এই আত্মা মহামৎস্যের ন্যায় মৃত্যুস্বরূপ দেহেন্দ্রিয়সংঘাতকে একবার

ত্যাগ করত আবার গ্রহণ করত যেমন স্বপ্ন ও জাগরণে সঞ্চরণ করিয়া থাকে, তেমনি জন্ম মরণ সময়েও মৃত্যুরূপ সেই দেহেন্দ্রিয়ের সহিতই সংযুক্ত ও বিযুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপে কথিত উভয় লোকে সঞ্চরণই যে, স্বপ্ন ও জাগরণাবস্থায় ক্রমসঞ্চারের দার্ষ্টান্তিক, তাহার সূচনা করা হইয়াছে। এখানে সেই সঞ্চরণ ও তাহার কারণ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিতে হইবে; এই জন্য পরবর্ত্তী শ্রুতির আরম্ভ হইতেছে। প্রথমতঃ আত্মার জাগ্রদবস্থা হইতে স্বপ্নাবস্থায় প্রবেশ দেখান হইয়াছে; সেই স্বপ্নাবস্থা হইতে আবার মোক্ষের দৃষ্টান্ত মোক্ষের অনুরূপ সম্প্রসাদনামক সুষুপ্তি অবস্থাও প্রদর্শিত হইয়াছে; সেই সুষুপ্তি অবস্থার পর এখন জাগ্রৎকালীন সংসারব্যবহার প্রদর্শন করা আবশ্যক; এইরূপ সম্বন্ধ লইয়া পরবর্ত্তী শ্রুতি আরব্ধ হইয়াছে। সেই এই আত্মা জাগ্রদবস্থা হইতে ক্রমে স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হয়; সেই সুষুপ্তি অবস্থায় অবস্থান করত, সেই অবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ স্খলিত হইয়া, পুনর্ব্বার স্বপ্নাবস্থায় গমন ও পরিভ্রমণ করিয়া, পূর্ব্ববৎ পুনশ্চ জাগ্রদবস্থার দিকে ধাবিত হয় ।২৮৬॥৩৪॥

তদ্যথানঃ সুসমাহিতমুৎসর্জ্জদ্‌যায়াদেবমেবায়ং শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনাম্বারূঢ় উৎসর্জ্জন্ যাতি, যত্রৈতদূর্দ্ধোচ্ছ্বাসী ভবতি ॥ ২৮৭॥৩৫॥

সরলার্থঃ। [জীবস্য স্বপ্নাৎ জাগরপ্রাপ্তিন্যায়েন দেহাৎ দেহান্তরপ্রাপ্তিপ্রকারমাহ—'তদ্যথা' ইত্যাদিনা।] অনঃ (শকটং) সুসমাহিতং (দ্রব্যসম্ভারপূর্ণং সৎ) যথা উৎসর্জ্জৎ (শব্দং কুর্ব্বৎ) যায়াৎ (গচ্ছেৎ), এবম্ এব অয়ং (বর্ণনীয়ঃ) শারীরঃ (শরীরাভিমানী) আত্মা (জীবঃ) প্রাজ্ঞেন (পরমাত্মনা) অন্বারূঢ়ঃ (অধিষ্ঠিতঃ সন্) উৎসর্জ্জন্ (মর্ম্মচ্ছেদবশাৎ দুঃখবেদনয়া কাতরশব্দং কুর্ব্বন্, অথবা বিদ্যমানদেহং পরিত্যজন্) যাতি। [কদা ?] যত্র (যস্মিন্ সময়ে) এতৎ (ইত্থং) ঊর্দ্ধোচ্ছ্বাসী ভবতি (উচ্চৈঃ ঊর্দ্ধশ্বাসবান্ আসন্নমৃত্যুঃ ভবতি ইত্যর্থঃ) ॥২৮৭॥৩৫॥

মূলানুবাদ। [জীব যেমন স্বপ্ন হইতে পুনর্ব্বার জাগরণে যায়, তেমনি এক দেহ হইতে দেহান্তর প্রাপ্তির কথা বর্ণিত হইতেছে—] নানাবিধ দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ শকট যেরূপ শব্দ করিতে করিতে চলিতে

থাকে, ঠিক এইরূপই এক শরীরাভিমানী জীবাত্মাও যখন ঊর্দ্ধশ্বাস উপস্থিত হয়, তখন প্রাজ্ঞসংজ্ঞক পরমাত্মাকর্তৃক অধিষ্ঠিত (পরিচালিত) হইয়া, মর্ম্মান্তিক শব্দ করিতে করিতে চলিয়া যায়; (অথবা উৎসর্জ্জন্ যাতি—এই দেহ ত্যাগ করিয়া যায়) ॥২৮৭॥৩৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইত আরভ্যাস্য সংসারো বর্ণ্যতে,—যথা অয়মাত্মা স্বপ্নান্তাদ্ বুদ্ধান্তমাগতঃ, এবমযম্ অস্মাৎ দেহাৎ দেহান্তরং প্রতিপৎস্যতে, ইত্যাহ অত্র দৃষ্টান্তম্—তৎ তত্র যথা লোকে, অনঃ শকটং, সমাহিতং সুষ্ঠু ভৃশং বা সমাহিতং ভাণ্ডোপস্করণেন উলূখলমুসলশূর্পপিঠরাদিনা অন্নাদ্যেন চ সম্পন্নং সম্ভারেণাক্রান্তমিত্যর্থঃ; তথা ভারাক্রান্তং সৎ উৎসর্জ্জৎ শব্দং কুর্ব্বৎ, যথা যায়াৎ গচ্ছেৎ শাকটিকেনাধিষ্ঠিতং সৎ; এবমেব যথা উক্তো দৃষ্টান্তঃ, অয়ং শারীরঃ শরীরে ভবঃ,—কোহসৌ? আত্মা লিঙ্গোপাধিঃ, যঃ স্বপ্নবুদ্ধান্তাবিব জন্মমরণাভ্যাং পাপ্মসংসর্গবিয়োগলক্ষণাভ্যাম্ ইহলোকপরলোকৌ অনুসঞ্চরতি, যস্য উৎক্রমণম্ অনু প্রাণাদ্যুৎক্রমণম্, সঃ প্রাজ্ঞেন পরেণাত্মনা স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাবেন অন্বারূঢ়ঃ অধিষ্ঠিতঃ অবভাস্যমানঃ, তথা চোক্তম্—"আত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে" ইতি, উৎসর্জ্জন্ যাতি। ১

তত্র চৈতন্যাত্মজ্যোতিষা ভাস্যে লিঙ্গে প্রাণপ্রধানে গচ্ছতি সতি, তদুপাধিরপ্যাত্মা গচ্ছতীব, তথা চ শ্রুত্যন্তরং—"কস্মিন্নহম্" ইত্যাদি, "ধ্যায়তীব" ইতি চ; অত এবোক্তম্,—প্রাজ্ঞেনাত্মনান্বারূঢ় ইতি; অন্যথা প্রাজ্ঞেনৈকীভূতঃ শকটবৎ কথমুৎসর্জ্জন্ যাতি। তেন লিঙ্গোপাধিরাত্মা উৎসর্জ্জন্ মর্ম্মসু নিকৃত্যমানেষু দুঃখবেদনয়া আর্ত্তঃ শব্দং কুর্ব্বন্, যাতি গচ্ছতি। তৎ কস্মিন্ কালে—ইত্যুচ্যতে,—২

যত্রৈতদ্ভবতি, এতদিতি ক্রিয়াবিশেষণম্; ঊর্দ্ধোচ্ছ্বাসী যত্রোর্দ্ধোচ্ছ্বাসিত্বমস্য ভবতীত্যর্থঃ। দৃশ্যমানস্যাপ্যনুবদনং বৈরাগ্যহেতোঃ—ঈদৃশঃ কষ্টঃ খল্বয়ং সংসারঃ, যেনোৎক্রান্তিকালে মর্ম্মসূৎকৃত্যমানেষু স্মৃতিলোপঃ, দুঃখবেদনার্ত্তস্য পুরুষার্থসাধনপ্রতিপত্তৌ চাসামর্থ্যং পরবশীকৃতচিত্তস্য; তস্মাৎ যাবদিয়মবস্থা নাগমিষ্যতি, তাবদেব পুরুষার্থসাধনকর্তব্যতায়াম্ অপ্রমত্তো ভবেৎ—ইত্যাহ কারুণ্যাৎ শ্রুতিঃ ॥২৮৭॥৩৫॥

টীকা। তদেবং স্বপ্নাদেবতি... ন কাময়মান ইত্যাদ্যস্ত সন্দর্ভস্য তাৎপর্য্যং ভণিত্বোত্তরোত্তরমবতারতি—ইত আরভ্যেতি। ...... [illegible]

যোতি—যথেত্যাদিনা। ইত্যত্র দৃষ্টান্তমাহেতি যোজনা। ভাণ্ডোপস্করণেন ভাণ্ড-প্রমুখেন (৭) গৃহোপস্করণেনেতি যাবৎ। তদেবোপস্করণং বিশিনষ্টি—উলূখলেতি। পিঠরং পাকার্থং স্থূলং ভাণ্ডম্। অন্বয়ং দর্শয়িতুং যথাশব্দোঽনূদ্যতে। লিঙ্গবিশিষ্টমাত্মানং বিশিনষ্টি—যঃ স্বপ্নেতি। জন্মমরণে বিশদয়তি—পাপ্মেতি। কার্য্যকরণানি পাপ্মশব্দেনোচ্যন্তে। শারীরস্য প্রাজ্ঞঃ স্বোত্তরতি যস্তেতি। উৎসর্জন্যাতীতি চেৎ, তদাধীকৃতমাত্মনো গমনবিজ্ঞানশক্ত্যাহ—তত্রেতি। লিঙ্গোপাধেরাত্মনো গমনপ্রতীতি-র্মাত্রাবর্ত্তিষ্ণুকৃতিঃ প্রদর্শয়তি—তথা চেতি। উৎসর্জন্নাতীতি ক্রমতমূর্দ্ধ্বার্থমার্ত্তমাত্মনো গন্তুো গমনং কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ধ্যায়তীবেতি চেতি। ঔপাধিকমাত্মনো গমনমিত্যত্র লিঙ্গমাত্মনঃ—অত এবেতি। কথমেতাবতা লিঙ্গোপাধেরাত্মনো গমনং সেধ্যতে, তত্রাহ—অন্যথেতি। ১

প্রয়াণকালং বিশদয়তি—তেনেতি। তং কর্শয়িতার উচ্ছ্বাসোর্দ্ধ্বস্য শব্দবিশেষকরণ-পূর্ব্বকং গমনং সূচ্যতে। এতদূর্দ্ধ্বোচ্ছ্বাসিত্বম্ যদা স্যাৎ তথাবস্থা যস্মিন্ কালে ভবতি, তস্মিন্ কালে জন্মমরণবিজ্ঞানপদার্থে—উচ্যতে ইত্যাদিনা। কিমিতি প্রত্যক্ষমর্থং শ্রুতিরনুবদতি, তত্রাহ—দৃশ্যমানস্যেতি। কথং সংসারস্বরূপানুবাদমাত্রেণ বৈরাগ্যসিদ্ধি-স্তত্রাহ—ঈদৃশ ইতি। উদ্গমনমেব বিশদয়তি—যেনেত্যাদিনা। অনুবাদকৃতেঃতি-প্রাসঙ্গমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। ২৮৭। ৩৫।

ভাষ্যানুবাদ। এই শ্রুতি হইতে আরম্ভ করিয়া জীবের সংসার-ক্রম বর্ণিত হইতেছে। এই জীবাত্মা স্বপ্নাবস্থা হইতে যেরূপ জাগ্রদাবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, ঠিক সেইরূপ, এই আত্মা যে, এক দেহ হইতে অন্য দেহ প্রাপ্ত হইবে; এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—জগতে অনস্—শকট যেমন সুসমাহিত—উত্তমরূপে অথবা অতিশয়রূপে সমাহিত হইয়া, অর্থাৎ বিবিধ ভাণ্ড ও ভাণ্ড-সংস্কারক উদূখল, মুসল, কুলা ও পাকপাত্র প্রভৃতি এবং খাদ্যসামগ্রীতে পূর্ণ হইয়া—দ্রব্যভারে আক্রান্ত এবং শকটচালক দ্বারা পরিচালিত হইয়া শব্দ করিতে করিতে গমন করিয়া থাকে, ঠিক এইরূপ অর্থাৎ উক্ত দৃষ্টান্তের মত, এই শারীর—শরীরাভিমানী—, এই শারীর—কে? না, আত্মা—লিঙ্গ-শরীরোপহিত, যিনি পাপহেতু দেহেন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ বিয়োগাত্মক জন্ম-মরণক্রমে স্বপ্ন ও জাগরণাবস্থার ন্যায় ইহলোকে ও পরলোকে সঞ্চরণ (গমনাগমন) করিয়া থাকে, এবং যাহার দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণা-দিও উৎক্রমণ করিয়া থাকে; সেই আত্মা, স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব প্রাজ্ঞ

পরমাত্মা কর্তৃক অন্বারূঢ়—অধিষ্ঠিত অর্থাৎ প্রকাশিত হইয়া, কাতর শব্দ করিতে করিতে চলিয়া যায়। [আত্মা যে, পরমাত্ম-জ্যোতিঃ দ্বারা প্রকাশিত হয়; অন্যত্রও] এ কথা উক্ত আছে;—যথা 'এই জীবাত্মা আত্মজ্যোতির সাহায্যেই বৃত্তি লাভ করে, এবং যাতায়াত করে' ইতি। ১

[তন্মধ্যে বিশেষ এই যে,] চৈতন্যজ্যোতিঃ-প্রকাশ্য প্রাণপ্রধান (প্রাণ যাহাতে প্রধান, সেই) লিঙ্গ শরীরই দেহ হইতে বহির্গত হয়, তাহাতে লিঙ্গ-দেহোপাধিক আত্মাও যেন গমনই করে বলিয়া মনে হয়, [কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আত্মার স্বতঃ গমন বা আগমন নাই (১); এ বিষয়ে অন্য শ্রুতিও আছে—যথা 'কে উৎক্রমণ করিলে আমি উৎক্রমণ করিব,' এবং 'যেন ধ্যানই করিতেছে,' ইত্যাদি; এই জন্যই এখানে প্রাজ্ঞ পরমাত্মার অধিনায়কতার কথা বলা হইয়াছে; তাহা না হইলে, প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত একীভূত হইলে, শকটের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে চলিয়া যাওয়া সম্ভবপর হয় কিরূপে? এই কারণে [বলিতে হইবে যে,] লিঙ্গশরীরোপাধিযুক্ত আত্মা—[প্রয়াণ সময়ে] মর্মগ্রন্থিসমূহ যখন ছিন্ন হইতে থাকে, তখন সেই দুঃখযাতনায় কাতর হইয়া শব্দ করত দেহ হইতে বহির্গত হয়। কোন সময়ে বহির্গত হয়, তাহা বলা হইতেছে—

যে সময়ে এইরূপ হয়; শ্রুতির 'এতৎ' পদটী 'ভবতি' ক্রিয়ার বিশেষণ। ঊর্দ্ধোচ্ছ্বাসী অর্থ—অধিক পরিমাণে ঊর্দ্ধশ্বাস যুক্ত হয়, অর্থাৎ যে সময়ে ইহার মৃত্যুকালীন ঊর্দ্ধ-উচ্ছ্বাসিত হইয়া থাকে, [সেই সময়ে]। যদিও এ ঘটনা সাধারণের প্রত্যক্ষদৃষ্ট, তথাপি লোকের হৃদয়ে বৈরাগ্য-সমুৎপাদনের নিমিত্ত তাহারই অনুবাদ করা হইয়াছে; [প্রমাণসিদ্ধ বিষয়ের উল্লেখকে 'অনুবাদ' কহে]। অভিপ্রায় এই যে, এই সংসার এমনই কষ্টকর যে, দেহত্যাগের সময়ে, মর্মগ্রন্থিসমূহ যখন ছিন্ন হইতে থাকে, তখন তাহার [কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে] স্মরণশক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়; দুঃখ যাত

(১) তাৎপর্য্য—পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ পদার্থের সমবায়ে লিঙ্গ শরীর নির্মিত হয়; ইহাই আত্মার উপাধি। এই লিঙ্গশরীরে থাকিয়াই আত্মা যাহা কিছু ভোগ করিয়া থাকে। মৃত্যুকালে এই লিঙ্গ শরীরই দেহ হইতে বহির্গত হইয়া অপর স্থূল দেহে প্রবেশ করে; এই কারণে তদুপহিত আত্মারও গমনাগমন কল্পিত হইয়া থাকে; নচেৎ সর্ব্বব্যাপী নিঃসঙ্গ আত্মার পক্ষে ভোগ বা গমনাগমন কিছুই সম্ভব হয় না।

নায় কাতর হইয়াও, চিত্ত নিজের বশে না থাকায়, তখন তাহার হিত-সাধনের চেষ্টাতেও সামর্থ্য থাকে না; অতএব যতক্ষণ এই ভীষণ অবস্থা না আইসে. সেই সময়ের মধ্যেই আপনার প্রকৃত হিতসাধনানুষ্ঠানে অপ্রমত্ত মনোযোগী হইবে; শ্রুতি দয়া করিয়া এই উপদেশ করিতেছেন ॥২৮৭॥৩৫॥

স যত্রায়মণিমাণং ন্যেতি জরয়া বোপতপতা বাণিমানং নিগচ্ছতি, যদ্ যথাম্রং বোদুম্বরং বা পিপ্পলং বা বন্ধনাৎ প্রমুচ্যতে, এবমেবায়ং পুরুষ এভ্যোঽঙ্গেভ্যঃ সংপ্রমুচ্য পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যাদ্রবতি প্রাণায়ৈব ॥২৮৮॥৩৬॥

সম্বন্ধার্থঃ। [অথ কস্মিন্ কালে কিংনিমিত্তম্ ঊর্দ্ধোচ্ছ্বাসী ভবতি, তদাহ—"স যত্র" ইতি।] সঃ (পূর্ব্বোক্তঃ) অয়ং (আত্মা) যত্র (যস্মিন্ কালে) অণিমানং (কার্শ্যং) ন্যেতি সম্যক্ প্রাপ্নোতি; [কিংনিমিত্তম্, তদাহ—] জরয়া (বার্দ্ধক্যেন) বা, উপতপতা (কষ্টদায়কেন রোগাদিনা) বা অণিমানং নিগচ্ছতি নিঃশেষেণ নিশ্চয়েন প্রাপ্নোতি); [তদা ঊর্দ্ধো-চ্ছ্বাসী ভবতীতি ভাবঃ]। তৎ তদা), আম্রং বা, উদুম্বরং বা, পিপ্পলং বা, [এতৎ ত্রয়ং ফলান্তরাণামপি উপলক্ষণম্।] যথা বন্ধাৎ (বৃন্তাৎ) প্রমুচ্যতে (স্খলিতং ভবতি), এবম্ এব অয়ং (আসন্নমৃত্যুঃ) পুরুষঃ, এভ্যঃ অঙ্গেভ্যঃ (চক্ষুঃপ্রভৃতি-দেহাবয়বেভ্যঃ) সংপ্রমুচ্য (নির্গত্য) পুনঃ প্রাণায় এব (প্রাণাদিসাধন-গ্রহণার্থমেব) প্রতিন্যায়ং (যথাগতং—পূর্ব্বগমনবৎ) প্রতিযোনি (জ্ঞানকর্ম্মানুসারেণ বিভিন্নমুৎপত্তিস্থানং) আদ্রবতি (গচ্ছতি); [তদা দেহান্তর-প্রাপ্ত্যর্থং উপাত্তদেহাৎ নির্গচ্ছতীত্যাশয়ঃ] ॥২৮৮॥৩৬॥

মূলানুবাদ। [কোন সময়ে কি কারণে পুরুষের ঊর্দ্ধশ্বাস উপস্থিত হয়, তাহা বলিতেছেন—] সেই এই পুরুষ যে সময়ে কৃশতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ জরা কিংবা সন্তাপকর রোগাদি দ্বারা শুষ্কশরীর হয়, সেই সময়—আম্রফল, কিংবা উদুম্বর (যজ্ঞডুমুর), অথবা অশ্বত্থ-ফল যেমন বৃন্ত হইতে বিচ্যুত হয়, ঠিক তেমনই এই মুমূর্ষু পুরুষ এই সমস্ত দেহাবয়ব হইতে বিমুক্ত হইয়া, পুনর্ব্বার প্রাণাদি সাধন-সমূহ পাইবার নিমিত্ত (প্রতিন্যায়ে অর্থাৎ ইহার পূর্ব্বেও যেরূপে

গমন করিয়াছিল, ঠিক সেইরূপেই (নিজ নিজ কর্ম্মানুযায়ী) উৎপত্তি স্থানের উদ্দেশ্যে ধাবিত হয় ॥২৮৮॥৩৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তদস্যোর্দ্ধোচ্ছ্বাসিত্বং কস্মিন্ কালে, কিংনিমিত্তং, কথং, কিমর্থং বা স্যাৎ, ইত্যেতদুচ্যতে—সোঽয়ং প্রাকৃতঃ শিরঃপাণ্যাদিমান্ পিণ্ডঃ, যত্র যস্মিন্ কালে, অয়ম্, অণিমানম্ অণোর্ভাবম্ অণুত্বং কার্শ্যমিত্যর্থঃ, ন্যেতি নিগচ্ছতি। কিংনিমিত্তম্? জরয়া বা স্বয়মেব কালপক্কফলবৎ জীর্ণঃ কার্শ্যং গচ্ছতি, উপতপতীতি উপতপন্ জ্বরাদিরোগঃ, তেনোপতপতা বা; উপতপ্যমানো হি রোগেণ বিষমাগ্নিতয়া অন্নং ভুক্তং ন জরয়তি, ততোঽন্নরসেনানুপচীয়মানঃ পিণ্ডঃ কার্শ্যমাপদ্যতে; তদুচ্যতে—উপতপতা বেতি, অণিমানং নিগচ্ছতি। যদা অত্যন্তকার্শ্যং প্রতিপন্নো জরাদিনিমিত্তৈঃ, তদা উর্দ্ধোচ্ছ্বাসী ভবতি; যদোর্দ্ধোচ্ছ্বাসী, তদা ভৃশাহিত-সম্ভার-শকটবৎ উৎসর্জ্জন্ যাতি। জরাভিভবঃ, রোগাদিপীড়নম্, কার্শ্যাপত্তিশ্চ শরীরবতোঽবশ্যম্ভাবিন এতেঽনর্থা ইতি বৈরাগ্যায়েদমুচ্যতে। ১

যদা অসৌ উৎসর্জ্জন্ যাতি, তদা কথং শরীরং বিমুঞ্চতীতি দৃষ্টান্ত উচ্যতে—তৎ তত্র যথা আম্রং বা ফলম্, উডুম্বরং বা ফলম্, পিপ্পলং বা ফলম্; বিষমানেকদৃষ্টান্তোপাদানং মরণস্যানিয়তনিমিত্তত্বখ্যাপনার্থম্; অনিয়তানি হি মরণস্য নিমিত্তানি অসঙ্খ্যাতানি চ; এতদপি বৈরাগ্যার্থমেব—যস্মাদয়মনেকমরণনিমিত্তবান্, তস্মাৎ সর্ব্বদা মৃত্যোরাস্যে বর্ত্ততে ইতি। বন্ধনাৎ—বধ্যতে যেন বৃন্তেন সহ, স বন্ধনকারণো রসঃ, যস্মিন্ বা বধ্যতে ইতি বৃন্তমেবোচ্যতে বন্ধনম্; তস্মাৎ রসাদ্ বৃন্তাৎ বা বন্ধনাৎ প্রমুচ্যতে বাতাদ্যনেকনিমিত্তম্; এবমেব অয়ং পুরুষঃ লিঙ্গাত্মা লিঙ্গোপাধিঃ এভ্যোঽঙ্গেভ্যঃ চক্ষুরাদিদেহাবয়বেভ্যঃ—সম্প্রমুচ্য সম্যক্ নির্লেপেন প্রমুচ্য—ন সুষুপ্তগমনকাল ইব প্রাণেন রক্ষন্; কিং তর্হি? সহ বায়ুনা উপসংহৃত্য, পুনঃ প্রতিন্যায়ম্;—পুনঃ-শব্দাৎ পূর্ব্বমপ্যয়ং দেহাদ্দেহান্তরমসকৃৎ গতবান্—যথা স্বপ্নবুদ্ধান্তৌ পুনঃ পুনর্গচ্ছতি, তথা, পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিগমনং যথাগতমিত্যর্থঃ, প্রতিযোনি যোনিং যোনিং প্রতি কর্ম্মশ্রুতাদিবশাৎ আদ্রবতি; কিমর্থম্? প্রাণায়ৈব প্রাণব্যূহায়ৈবেত্যর্থঃ; সপ্রাণ এব হি গচ্ছতি, ততঃ প্রাণায়েতি বিশেষণমনর্থকম্; প্রাণব্যূহায় হি গমনং দেহাদ্দেহান্তরং প্রতি; তেন হ্যস্য কর্ম্মফল-ভোগার্থসিদ্ধিঃ, ন প্রাণসত্তামাত্রেণ। তস্মাত্তাদর্থ্যার্থং যুক্তং বিশেষণম্—প্রাণব্যূহায়েতি ॥২৮৮॥৩৬॥

টীকা। প্রশ্নচতুষ্টয়মনুক্তং তদুত্তরত্বেন স যত্রেত্যাদি বাক্যমাদায় ব্যাকরোতি—তদ্-যেত্যাদিনা। প্রশ্নপূর্ব্বকং কার্য্যনিমিত্তং স্বাভাবিকমাগন্তুকং চেতি দর্শয়তি—কিং নিমিত্তমিত্যাদিনা। কথং জরাদিনা কার্য্যপ্রাপ্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—উপতপ্যমানো হীতি। যথোক্তনিমিত্তবশাৎ কার্য্যপ্রাপ্তিং নিগময়তি—অণিমানমিতি। কস্মিন্ কালে শরীরোৎক্রান্তিরিত্যস্যৈতি প্রশ্নস্যোত্তরমুক্তমা বিধয়া সিদ্ধমিত্যাহ—যদেতি। অবশিষ্টপ্রশ্নত্রয়স্যোত্তরমাহ—যদোর্দ্ধ্বোচ্ছ্বাসীতি। তত্র হি কার্য্যনিমিত্তং সংভৃতশকট-বন্নানাশব্দকরণং স্বরূপং শরীরবিমোক্ষণং চ প্রয়োজনমিত্যর্থঃ। স যত্রেত্যাদিবাক্যার্থনিগমনার্থ-মাহ—তদেতি। ১

তদ্যথেত্যাদিবাক্যং প্রশ্নপূর্ব্বকমাদায় ব্যাচষ্টে—যদেত্যাদিনা। কস্মাৎ বন্ধনাৎ প্রমুচ্যত ইতি সম্বন্ধঃ। কিমিতি বিষয়ানেকত্বেঽপ্যপায়দ্বয়ং বিবক্ষিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—নিয়মেতি। কথং মনুষ্যাদিষু তাদৃশেষ্বপি নিমিত্তানি সম্ভবন্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—অন্নত্যাগেতি। অথ মরণস্যানেকানিমিত্তনিমিত্তবশসংকীর্ত্তনং কুত্রোপযুজ্যতে, তত্রাহ এতদপীতি। তদর্থমরণে সর্ব্বদৈব—যস্মাদিতি। ইত্যা-প্রয়ত্নোপশমিত্যাদি শেষঃ। বৃন্তেন সহ ফলং যেন রসেন সম্বধ্যতে, স রসো বন্ধনকারণত্বাদ্ বন্ধনং, বৃন্তমেব বা বন্ধনং, তস্মিন্ ফলং বধ্যতে রসেনেতি বৃন্তশব্দেন বন্ধনমনেকানিমিত্ত-বশাৎ পুরুষস্য মরণং ভবতি প্রমোক্ষণমিত্যাহ এবমাদিত্যাদিনা। নিয়মাভো-পাধিনেতি চতুর্ভিঃ শরীরসংযোগাত্ ইত্যর্থঃ সংপ্রমুচ্যত ইত্যস্য সম্বন্ধঃ। ২

সম্প্রত্যুৎসর্গস্য তাৎপর্য্যমাহ—নেত্যাদিনা। যদি বৃক্ষফলবিধিবন্মরণাবস্থায়াং প্রাণেন দেহং রক্ষত্যাপ্রবর্ত্তেত, কেন প্রকারেণ তর্হি তদা দেহান্তরং প্রতি গমন-মিত্যাশঙ্ক্যাহ—কিং তর্হীতি। বায়ুনা প্রাণেন সহ করণজাতমুপসংহৃত্যাপ্রবর্ত্তীতি পূর্ব্ববৎ সম্বন্ধঃ। পুনঃ প্রতিন্যায়মিতি প্রতীকমাদায় পুনঃশব্দস্য তাৎপর্য্যমাহ—পুনরি-ত্যাদিনা। তথা পুনরাপ্রবর্ত্তীতি সম্বন্ধঃ। যথা পূর্ব্বমিমং দেহং প্রাপ্তবান্, পুনরপি তথৈব দেহান্তরং গচ্ছতীত্যাহ—প্রতিন্যায়মিতি। দেহান্তরগমনে কারণমাহ—কর্ম্মেতি। ব্রাহ্মণেন পূর্ব্বপ্রজ্ঞা গৃহ্যতে। প্রাণব্যূহায় প্রাণানাং বিশেষাভিব্যক্তি-লাভায়েতি যাবৎ। প্রাণায়েতি শ্রুতিঃ কিমর্থমিত্থং ব্যাখ্যায়তে, তত্রাহ—সপ্রাণ ইতি। এতচ্চ তদন্তরপ্রতিপত্ত্যধিকরণে নির্দ্ধারিতম্। প্রাণায়েতি বিশেষণস্যানর্থক্যাদযুক্তং প্রাণ-ব্যূহায়েতি বিশেষণমিত্যাহ—প্রাণেনেতি। যতঃ প্রাণঃ সহ বর্ত্ততে চেৎ, তাবতৈব ভোগ-সিদ্ধেরলং প্রাণব্যূহেনেত্যাশঙ্ক্যাহ—তেন হীতি। অন্যথা সুষুপ্তিমূর্চ্ছয়োরপি ভোগপ্রসঙ্গে-রিত্যর্থঃ। তাদর্থ্যার্থং প্রাণস্য ভোগং প্রত্যর্থমিতি যাবৎ। ২৮। ৩৬।

ভাষ্যানুবাদ। এই পুরুষের যে, ঐরূপ ঊর্দ্ধশ্বাস, তাহা কোন সময়ে কি কারণে, কি প্রকারে এবং কি উদ্দেশ্যে হয়, এখন তাহা কথিত হইতেছে।—হস্তপদাদিবিশিষ্ট সেই এই পুরুষ অর্থাৎ দেহপিণ্ড, যে সময়

অণিমা—অণুভাব অর্থাৎ কৃশতা প্রাপ্ত হয়; কৃশতাপ্রাপ্তির কারণ কি? [তদুত্তরে বলিতেছেন—] জরা দ্বারা—কালপক্ক ফলের ন্যায় নিজেই জীর্ণ হইয়া কৃশতা লাভ করে; অথবা উপতপৎ—সন্তাপকর জ্বরাদি রোগ দ্বারাও হইতে পারে; কারণ রোগজনিত সন্তাপগ্রস্ত ব্যক্তির অগ্নিবৈষম্য ঘটে; অগ্নিমান্দ্য নিবন্ধন তখন আর ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হইতে পারে না; তাহার ফলে শরীর অন্নরসে পরিপুষ্ট না হইয়া ক্রমশঃ কৃশতা প্রাপ্ত হয়; এই অভিপ্রায় প্রকাশের জন্য বলা হইতেছে—'উপতপতা বা' ইতি। বার্দ্ধক্যাদি নিমিত্ত বশতঃ যখন অত্যন্ত কৃশতা প্রাপ্ত হয়, তখনই পুরুষের ঊর্দ্ধশ্বাস হয়; যখন ঊর্দ্ধশ্বাস হয়, তখন অতি ভারাক্রান্ত শকটের ন্যায় আর্তনাদ করিতে করিতে গমন করে। যাহার শরীর আছে, তাহার পক্ষেই বার্দ্ধক্যের আক্রমণ, রোগযাতনা ও কৃশতাপ্রাপ্তি, এ সমুদয় অনর্থ অবশ্যম্ভাবী; ইহা জানিলে লোকের মনে সহজেই বৈরাগ্য বা অনাসক্তির ভাব আসিতে পারে; এই কারণে এখানে এ সমুদয়ের উল্লেখ করা হইতেছে।১

এই পুরুষ, যে সময়ে শব্দ করিতে করিতে চলিয়া যায়, সে সময় কিরূপে শরীর ত্যাগ করে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত কথিত হইতেছে।—সে বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, আম্রফল, কিংবা উডুম্বর ফল, অথবা পিপ্পল ফল (অশ্বত্থ ফল) যেরূপ বন্ধন হইতে—বন্ধন অর্থ - আম্রাদি ফল যাহা দ্বারা বৃন্তের (বোঁটার) সহিত বাঁধা থাকে, বন্ধনসাধন সেই রস, অথবা ফল যাহাতে বদ্ধ থাকে, সেই বৃন্তই 'বন্ধন' শব্দে অভিহিত হইয়াছে। এ সমস্ত ফল যেমন বন্ধন-শব্দবাচ্য রস বা বৃন্ত হইতে বায়ু প্রভৃতি নানাকারণে বিচ্যুত হইয়া থাকে, তেমনি এই পুরুষ অর্থাৎ লিঙ্গশরীরোপহিত আত্মা ও এই সমস্ত অঙ্গ হইতে—চক্ষুঃ প্রভৃতি দেহাবয়ব হইতে সম্প্রমুক্ত হইয়া—সম্পূর্ণ নিঃশেষভাবে—কিন্তু সুষুপ্তিতে প্রবেশের সময় যেরূপ প্রাণ থাকিয়া যায়, সেরূপ নহে, পরন্তু প্রাণবায়ুর সহিত সমস্ত সংগ্রহ করিয়া—সঙ্গে লইয়া পুনর্ব্বার প্রতিন্যায়ে—এখানে 'পুনঃ'শব্দ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, পুরুষ স্বপ্ন ও জাগরণাবস্থায় প্রবেশের ন্যায় ইতঃ পূর্ব্বেও অনেক বার এক দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করিয়াছে; এখনও আবার 'প্রতিন্যায়ে' অর্থাৎ পূর্ব্বগতির অনুরূপভাবে, প্রতিযোনিতে অর্থাৎ স্বীয় কর্ম্ম ও জ্ঞানানুসারে যেরূপ যোনিতে জন্মলাভ সম্ভব হয়, সেইরূপ যোনিতে গমন করে; কিসের জন্য? না প্রাণের জন্য

অর্থাৎ—প্রাণসমূহের বিশেষরূপে অভিব্যক্তি লাভের জন্য [গমন করে]। পুরুষত প্রয়াণ কালে প্রাণসহকারেই গমন করিয়া থাকে; সুতরাং 'প্রাণায় এব' এই বিশেষোক্তি নিরর্থক হইয়া পড়ে; অতএব বলিতে হইবে যে, এখানে প্রাণ অর্থ—প্রাণসমূহের বিশেষভাবেঅভিব্যক্তি; সেই উদ্দেশ্যেই পুরুষের এক দেহ ছাড়িয়া দেহান্তরে গমন হয়; এবং তাহা দ্বারাই পুরুষের কর্ম্মফল-ভোগরূপ স্বার্থ সুসিদ্ধ হয়, কিন্তু কেবল প্রাণমাত্র বিদ্যমান থাকিলেই হয় না; অতএব ঐপ্রকার অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য 'প্রাণায়ৈব'—এইরূপ বিশেষোক্তি যুক্তিসঙ্গতই বটে। ১

এই শ্রুতিতে যে, আম্র, উদুম্বর ও পিপ্পল, এই বহু দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য মরণের অনিয়তনিমিত্তত্ব অর্থাৎ সকলের পক্ষে যে, একইপ্রকার মৃত্যুকারণ সংঘটিত হইবে, এরূপ কোনও নিয়ম নাই—ইহা জ্ঞাপন করা; কেন না, মরণের কারণ অনিশ্চিত এবং অসংখ্য; ইহাও বৈরাগ্যোৎপাদনার্থই বলা হইয়াছে; যেহেতু মরণের নিমিত্ত বহুপ্রকার, সেইহেতু মনে রাখা উচিত যে, আমরা সর্ব্বদাই মৃত্যুর মুখে পতিত রহিয়াছি; [এইরূপ চিন্তার ফলে লোকের মনে সহজেই বৈরাগ্য আসিতে পারে] ॥২৮৮॥৩৬॥

আভাস ভাষ্যম্। তত্র অস্যেদং শরীরং পরিত্যজ্য গচ্ছতো ন অন্যস্য দেহান্তরস্যোপাদানে সামর্থ্যমস্তি, দেহেন্দ্রিয়বিয়োগাৎ; ন চাস্যেঽস্য ভৃত্যস্থানীয়াঃ, গৃহমিব রাজ্ঞে, শরীরান্তরং কৃত্বা প্রতীক্ষমাণা তিষ্ঠন্তে; অথৈবং সতি কথমস্য শরীরান্তরোপাদানমিতি ?

উচ্যতে।—সর্ব্বং হ্যস্য জগৎ স্বকর্ম্মফলোপভোগসাধনত্বায়োপাত্তম্; স্বকর্ম্মফলোপভোগায় চায়ং প্রবৃত্তো দেহাৎ দেহান্তরং প্রতিপিৎসুঃ; তস্মাৎ সর্ব্বমেব জগৎ স্বকর্ম্মপ্রযুক্তং তৎকর্ম্মফলোপভোগযোগ্যং সাধনং কৃত্বা প্রতীক্ষত এব, "কৃতং লোকং পুরুষোঽভিজায়তে" ইতি শ্রুতেঃ, যথা স্বপ্নাজ্জাগরিতং প্রতিপিৎসোঃ। তৎ কথমিতি লোকপ্রসিদ্ধো দৃষ্টান্ত উচ্যতে—

আভাসভাষ্যটীকা। তদ্‌যথা রাজানমিত্যাদিবাক্যব্যাবর্ত্ত্যামাশঙ্কামাহ—তত্রেতি। মুমূর্ষাবস্থা সপ্তম্যর্থঃ। অথাস্য বহুমসামর্থ্যেঽপি শরীরান্তরকর্ত্তারোঽস্যে ভবিষ্যন্তি, যথা রাজ্ঞো ভৃত্যা গৃহনির্ম্মাতারঃ, তত্রাহ—ন চেতি। অন্যসামর্থ্যমন্যেষাং চানবস্থিতি স্থিতে ফলিতমাহ—অথেতি। তদ্‌যথেত্যাদিবাক্যস্য তাৎপর্য্যং দর্শয়ন্নুত্তরমাহ—উচ্যত ইতি। তবদ্ভুত স্বকর্ম্মফলোপভোগে সাধনত্বসিদ্ধ্যর্থং সর্ব্বং জগদুপাত্তং, তথাপি দেহাদ্দেহান্তরং

প্রতিপিৎসমানস্ত কিমাশ্রিতবিজ্ঞানসাহ—যথাকর্ম্মেতি। স্বকর্ম্মণৈবায় জগদ্বস্তুকর্ম-ফলোপভোগঃসাধনাবিশ্যাস্ত তজ্জন্যস্ত প্রকৃতভোক্তৃবিষয়ো। তত্র প্রমাণমাহ—কৃতমিতি। পুরুষো হি তাত্তৎকর্ম্মানুরূপো ভূতপঞ্চকাদিনা নির্ম্মিতমেব দেহান্তরমভিযানং গচ্ছতি ইতি শ্রুতেরর্থঃ। উক্তমেবার্থং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথেতি। যথা স্বপ্নাজ্জাগরিতস্থানং প্রতি-পত্তুমিচ্ছতঃ শরীরং পূর্ব্বমেব কৃতং নাপূর্ব্বং ক্রিয়তে, তথা দেহাদ্দেহান্তরং প্রতিপিৎসমানস্ত পঞ্চভূতাদিনা কৃতমেব দেহান্তরমিত্যর্থঃ।

আভাসভাষ্যানুবাদ। কথিত বিষয়ে জিজ্ঞাস্য এই যে, পুরুষ যে সময়ে বর্ত্তমান দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, সে সময়ে তাহার অপর দেহ গ্রহণ করিবার সামর্থ্য থাকে না; কারণ, তখন তাহার দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইয়া যায়; অথচ রাজার ভৃত্যগণ যেমন [রাজার গন্তব্য স্থানে অগ্রে যাইয়া] রাজার জন্য গৃহনির্ম্মাণপূর্ব্বক রাজার আগমন প্রতীক্ষা করিতে থাকে, তেমন এই পুরুষের ভৃত্যস্থানীয় এমন অপর কেহই নাই, যাহারা পুরুষের জন্য দেহান্তর নির্ম্মাণপূর্ব্বক পুরুষের আগমন প্রতীক্ষা করিবে; এমত অবস্থায় পরলোকগামী পুরুষের দেহান্তর গ্রহণ করা কিরূপে সম্ভব হয়?

হাঁ, ইহার উত্তর বলা যাইতেছে—এই সমস্ত জগৎই পুরুষের স্বীয় কর্ম্মফল ভোগের সাধনরূপে প্রাপ্ত; সেই পুরুষ স্বীয় কর্ম্মফল উপভোগের নিমিত্তই এক দেহ হইতে দেহান্তরে যাইতে ইচ্ছুক হয়; সুতরাং সমস্ত জগৎই তখন তাহার কর্ম্মদ্বারা পরিচালিত হইয়া, তদীয় কর্ম্মফল ভোগের উপযুক্ত সাধন (শরীরাদি) নির্ম্মাণপূর্ব্বক নিশ্চয়ই প্রতীক্ষা করিতে থাকে। শ্রুতিও একথা বলিয়াছেন—'পুরুষ স্বকৃত লোকেই জন্মলাভ করে' ইতি, উদাহরণ—যেমন স্বপ্নাবস্থা হইতে জাগ্রদবস্থায় প্রবেশের ইচ্ছুক পুরুষের জন্য [ভোগ্য নির্ম্মিত হইয়া থাকে, ইহাও তেমনি] (১)। তাহা যে, কিপ্রকারে হয়, তদ্বিষয়ে লোকপ্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে—

---

(১) জীবগণ যখন জাগ্রদবস্থা হইতে অপগত হইয়া স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় প্রবেশ করে, তখন তাহার বহির্জগতের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ থাকে না; আবার যখন স্বপ্নাবস্থা হইতে জাগ্রদবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইবার পর ভোগ করা আবশ্যক হয়,তখন তাহার ভোগ্য বস্তু যোগায় কে? না, জগৎ; তাহার স্বকীয় কর্ম্ম দ্বারা প্রেরিত হইয়া স্বয়ং জগৎই তাহার উপযুক্ত ভোগ্য সামগ্রী সম্মুখে আনয়ন করিয়া থাকে। এইরূপ—মৃত্যুর পরেও জগৎই জীবের কর্ম্মানুযায়ী ভোগ্য বিষয় সম্পাদন করিয়া থাকে।

তদ্‌যথা রাজানমায়ান্তমুগ্রাঃ প্রত্যেনসঃ সূত-গ্রামণ্যোঽন্নৈঃ পানৈরাবসথৈঃ প্রতিকল্পন্তেঽয়মায়াত্যয়মাগচ্ছতীত্যেবং হৈবং-বিদং সর্ব্বাণি ভূতানি প্রতিকল্পন্ত ইদং ব্রহ্মায়াতীদমাগচ্ছ-তীতি ॥২৮৯॥৩৭॥

সম্বন্ধার্থঃ। তৎ (তত্র বিষয়ে) [অয়ং দৃষ্টান্তঃ—] যথা উগ্রাঃ (ক্রূরকর্ম্মাণঃ, চণ্ডশীলা বা) প্রত্যেনসঃ (তস্করাদিদমনকাঃ), সূত-গ্রামণ্যঃ (সূতাঃ সংকরজাতয়ঃ, গ্রামণ্যঃ গ্রামনায়কাঃ চ) রাজানং আয়ান্তং (আগচ্ছন্তং সন্তং) 'অয়ম্ (রাজা) আয়াতি—অয়ম্ আগচ্ছতি' ইতি (এবং কৃত্বা) অন্নৈঃ পানৈঃ আবসথৈঃ (ভবনৈঃ) চ প্রতিকল্পন্তে (প্রতীক্ষন্তে); এবং হ যথোক্তং এব এবংবিদং (যথোক্ততত্ত্বদর্শিনং)—ইদং ব্রহ্ম আয়াতি, ইদং (ব্রহ্ম) আগচ্ছতি' ইতি [কৃত্বা] সর্ব্বাণি ভূতানি প্রতিকল্পন্তে—(প্রতীক্ষন্তে ইত্যর্থঃ) ॥ ২৮৯ ॥ ৩৭ ॥

মূলানুবাদ। কথিত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, রাজা আসিতেছেন জানিবা মাত্র, দুষ্টদমনকারী উগ্রজাতি, সূত (অশ্বসারথ্যকারী সংকর জাতি) ও গ্রামাধ্যক্ষগণ যেরূপ 'এই রাজা আসিতেছেন—এই রাজা আসিতেছেন' বলিয়া তাহার জন্য নানাপ্রকার অন্নপানীয় ও বাসভবন প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া প্রতীক্ষা করিতে থাকে, ঠিক সেইরূপ 'এই ব্রহ্ম আসিতেছেন—এই ব্রহ্ম আসিতেছেন' মনে করিয়া সমস্ত ভূতবর্গ দেহবিমুক্ত সেই জ্ঞানীর জন্য প্রতীক্ষা করিতে থাকে ॥ ২৮৯ ॥ ৩৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তৎ তত্র, যথা রাজানং রাজ্যাভিষিক্ত-মায়ান্তং স্বরাষ্ট্রে, উগ্রাঃ জাতিবিশেষাঃ ক্রূরকর্ম্মাণো বা, প্রত্যেনসঃ—প্রতি প্রতি এনসি পাপকর্ম্মণি নিযুক্তাঃ প্রত্যেনসঃ তস্করাদি-দণ্ডনাদৌ নিযুক্তাঃ, সূতাশ্চ গ্রামণ্যশ্চ সূত-গ্রামণ্যঃ, সূতাঃ বর্ণসঙ্করজাতিবিশেষাঃ, গ্রামণ্যঃ গ্রামনেতারঃ,পূর্ব্বমেব রাজ্ঞ আগমনং বুদ্ধা অন্নৈর্ভোজ্যভক্ষ্যাদিপ্রকারৈঃ, পানৈঃ মদিরাদিভিঃ, আবসথৈশ্চ প্রাসাদাদিভিঃ প্রতিকল্পন্তে নিষ্পন্নৈরেব প্রতীক্ষন্তে—অয়ং রাজা আয়াতি অয়মাগচ্ছতীত্যেবং বদন্তঃ। যথা অয়ং দৃষ্টান্তঃ, এবং হ এবংবিদং কর্ম্মফলস্য বেদিতারং সংসারিণমিত্যর্থঃ। কর্ম্মফলং হি প্রস্তুতম্, তৎ এবংবিদমেব অধিকৃত্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরকর্ত্তৃণি, করণানুগ্রাহকাণি

চ আদিত্যাদীনি, তৎকর্ম্মপ্রযুক্তানি কৃতৈরেব কর্ম্মফলোপভোগসাধনৈঃ প্রতী-
ক্ষন্তে—ইদং ব্রহ্ম ভোক্তৃ কর্তৃ চাস্মাকমায়াতি, তথা ইদমাগচ্ছতীতি এবমেব
চ কৃত্বা প্রতীক্ষন্ত ইত্যর্থঃ ॥৪৯॥৩৭॥

টীকা। সর্ব্বেষাং ভূতানাং দেহারম্ভং কৃত্বা সংসারিণি পরলোকায় প্রবৃত্তে প্রতীক্ষণং কেন
প্রকারেণেতি প্রশ্নপূর্ব্বকং দৃষ্টান্তং বা ময়ুখাং ব্যাচষ্টে—তং তথেত্যাদিনা। তত্র পাপ-
কর্ম্মণি নিযুক্তানেব দর্শয়তি—উগ্রবানিতি। জাতিবিশেষোঽপি বিবক্ষ্যা গৃহ্যতে।
দণ্ডধারিত্বাদিনিযুক্তা 'ক্ষত্রাচ্ছূদ্রকন্যায়াং ক্রূরাচারঃ' 'ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ সূতঃ' ইতি স্মৃতি
সংস্কৃতঃ সূতশব্দার্থমাহ—বর্ণসঙ্করোক্তি। ভোজ্যভক্ষ্যাদিপ্রকারৈর্হস্ত্যাদিশব্দেন পেয়-
চোষ্যয়োঃ সংগ্রহঃ মদিরাদিভিরিত্যাদিশব্দেন ক্ষীরাদি গৃহ্যতে। পানাদাদিভিরিত্যাদি-
শব্দো গোপুরাদ্যর্থঃ। প্রয়ুক্তার্থঃ। 'এবম্বিদে' পদ্যোরর্থে 'কিমিতি কর্ম্মফলজ্ঞ বেদিতার-
মতি বিবেকোপাদানাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—এবম্বিদং কর্ম্মফলং জানাতি। তৎকর্ম্মপ্রযুক্তানীত্যত্র তৎ-
শব্দঃ সংসারিবিষয়ঃ, সংসারিণো কর্ম্মণে বক্ষ্যমাণত্বাৎ ইত্যেব প্রতিভাসঃ। অন্যানস্তু ব্যা-
খ্যাতার্থঃ। ৪৯। ৩৭।

ভাষ্যানুবাদ। যথোক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এইরূপ,—রাজ্যাভিষিক্ত
রাজা স্বীয় রাজ্যমধ্যে যাইতেছেন [জানিতে পারিয়া,] প্রত্যেনস্—
যাহারা প্রতিনিয়ত পাপকার্য্যে নিরত, সেই চোর প্রভৃতির দণ্ডবিধানে
নিযুক্ত, উগ্রগণ অর্থাৎ উগ্রনামক জাতিবিশেষ, অথবা যাহারা অত্যন্ত
ক্রূরকর্ম্মা, তাহারা এবং সূত ও গ্রামণীগণ, সূত অর্থ—বর্ণসঙ্কর এক-
প্রকার জাতি, আর গ্রামণী অর্থ—গ্রামের নেতা ; তাহারা অগ্রেই রাজার
আগমনবার্ত্তা জানিতে পারিয়া যেমন ভোজ্য ভক্ষ্যাদি নানাপ্রকার অন্ন, মদিরা
প্রভৃতি বিবিধ পানীয় এবং আবসথ—প্রাসাদ (রাজভবন) প্রভৃতি
পূর্ব্ব-সম্পাদিত ভোগ্য পদার্থ দ্বারা 'এই রাজা আসিতেছেন, এই রাজা
আসিতেছেন' বলিয়া প্রতীক্ষা করিতে থাকে।

উক্ত দৃষ্টান্তটী যে প্রকার, ঠিক সেই প্রকার এবংবিদ্‌কে—কর্ম্মফলাভিজ্ঞ
সংসারীকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত ভূতগণ অর্থাৎ শরীর-নির্ম্মাতৃগণ ও ইন্দ্রিয়াধি-
পতি সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাগণ, তাহারই কর্ম্ম দ্বারা প্রেরিত হইয়া পূর্ব্ব-
সম্পাদিত কর্ম্মফলের উপভোগসাধনসমূহ লইয়া প্রতীক্ষা করিতে থাকে—
'আমাদের ভোক্তা ও কর্ত্তা এই ব্রহ্ম আসিতেছেন—এই আসিতেছেন'
এইরূপ করিয়াই অপেক্ষা করিতে থাকেন। এখানে কর্ম্মফলেরই প্রস্তাব
রহিয়াছে ; এই জন্য 'এবংবিদং' কথার 'এবং' শব্দে সেই কর্ম্মফলই

তদ্‌যথা রাজানং প্রযিযাসন্তমুগ্রাঃ প্রত্যেনসঃ সূত-গ্রামণ্যো-ঽভিসমায়ন্ত্যেবমেবেমমাত্মানমন্তকালে সর্বে প্রাণা অভিসমায়ন্তি যত্রৈতদূর্দ্ধ্বোচ্ছ্বাসী ভবতি ॥২৯০॥৩৮॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥৪॥৩

অন্বয়ার্থঃ। [ইদানীং তৎ সহগামিনঃ প্রদর্শয়িতুমাহ—'তদ্‌যথা' ইত্যাদি।] তৎ (তত্র গমনে।) [অত্র দৃষ্টান্তঃ—] প্রত্যেনসঃ উগ্রাঃ, সূত-গ্রামণ্যঃ যথা—রাজানং প্রযিযাসন্তং (প্রয়াতুকামং) [জ্ঞাত্বা স্বয়মেব] অভি-সমায়ন্তি (একীভূতাঃ তমভিমুখে), এবম্ এব (উক্তদৃষ্টান্তবৎ এব), অন্তকালে (মরণসময়ে) যত্র (যস্মিন্ সময়ে এতৎ যথা স্যাৎ, তথা) [এষঃ আত্মা] ঊর্দ্ধোচ্ছ্বাসী ভবতি, [তদা] সর্বে প্রাণাঃ (করণবর্গাঃ) ইমং (দেহান্তর-জিগমিষুম্) আত্মানম্ অভিসমায়ন্তি (মিলিতাঃ সন্তঃ অনুগচ্ছন্তি ইত্যর্থঃ) ॥২৯০॥৩৮॥

মূলানুবাদ। দুষ্টদমনকারী উগ্রজাতি কিংবা সূত ও গ্রামণীগণ যেমন, রাজা যাইতেছেন জানিয়া তাহার অনুগমন করিয়া থাকে, ঠিক সেইরূপ যে সময়ে এই আত্মার ঊর্দ্ধশ্বাস উপস্থিত হয়, সেই সময়ে—মরণকালে, আত্মা দেহ হইতে বহির্গমনের উপক্রম করিবামাত্র সমস্ত প্রাণ—চক্ষুঃপ্রভৃতি করণবর্গ সেই আত্মার অনুগমন করিয়া থাকে ॥ ২৯০ ॥ ৩৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তমেবং জিগমিষুং কে সহ গচ্ছন্তি; যে বা গচ্ছন্তি, তে কিং তৎক্রিয়া-প্রযুক্তাঃ—আহোস্বিৎ তৎকর্মবশাৎ স্বয়মেব গচ্ছন্তি—পর-লোকশরীরকর্তৃণি চ ভূতানীতি। অত্রোচ্যতে দৃষ্টান্তঃ—তদ্‌যথা রাজানং প্রযিযা-সন্তং প্রকর্ষেণ যাতুমিচ্ছন্তম্, উগ্রাঃ প্রত্যেনসঃ সূতগ্রামণ্যঃ, তং যথা অভিসমায়ন্তি অভিমুখ্যেন সমায়ন্তি একীভাবেন তমভিমুখা আয়ন্তি অনাজ্ঞপ্তা এব রাজ্ঞা, কেবলং তজ্জিগমিষাভিজ্ঞাঃ, এবমেবেমমাত্মানং ভোক্তারমন্তকালে মরণ-কালে সর্বে প্রাণাঃ বাগাদয়ঃ অভিসমায়ন্তি—যত্রৈতদূর্দ্ধ্বোচ্ছ্বাসী ভবতীতি ব্যাখ্যাতম্ ॥২৯০॥৩৮॥

টীকা। তদ্যথা রাজানং প্রতিযিয়াসন্তমিত্যাদিবাক্যব্যাবর্ত্ত্যাং চোদ্যমুত্থাপয়তি—তমেবমিতি। বাগাদয়স্তমনুগচ্ছন্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—যে ত্বেতি। তৎক্রিয়াপ্রযুক্তাস্তৎকর্ম্মাপাদিতব্যাপারেণ প্রেরিতাঃ সমাহৃতা ইতি যাবৎ। যানি চ ভূতানি পরলোকশরীরং কুর্ব্বন্তি, যানি বা করণানুগ্রাহকাণ্যাদিত্যাদীনি, তেঽপি যথোক্তপ্রাণপ্রবৃত্তিঃ সর্ব্বস্তি—পরলোকোক্তেঃ। নাস্তঃ, পরলোকার্থং প্রবৃত্তস্য বাগাদিব্যাপারাভাবাদস্যানাহ্বানপক্ষেঃ। ন দ্বিতীয়ঃ, ভোক্তৃকর্ম্মণাপি বাগাদয়শ্চেতনেষু স্বয়ং প্রবৃত্তেরনুপপত্তেরিতি চোদ্যমুক্তমাহ। উভয়থাকোহপ্যযুক্তম্—অতএবেত্যাদিনা। মরণকালমেব বিশিনষ্টি—যত্রেতি। অচেতনানামপি রথাদীনাং চেতনপ্রেরণয়া প্রবৃত্তিদর্শনাৎ বাগাদীনামপি ভোক্তৃকর্ম্মবশাৎ তদাহুতমনুসারেণ প্রবৃত্তিঃ সম্ভবতীতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥ ৩৮ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং চতুর্থাধ্যায়স্য

তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৪ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই আত্মা যে সময়ে এইপ্রকারে পরলোকে প্রস্থান করিতে অভিলাষী হয়, সে সময়ে কাহারা তাহার সহিত গমন করে; এবং যাহারা তাহার সঙ্গে গমন করে, তাহারা কি সেই পুরুষের প্রাক্তন কর্ম্ম দ্বারা প্রেরিত হইয়া গমন করে, অথবা তাহারই কর্ম্মানুসারে উহারা এবং তাহার পারলৌকিক শরীরনির্ম্মাতা ভূতগণ স্বয়ংই তাহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়া থাকে ? এতদুত্তরে দৃষ্টান্ত বলা হইতেছে—

রাজা অন্যত্র যাইতে ইচ্ছুক হইলে পর, প্রত্যেনস্, উগ্র, এবং সূত ও গ্রামণীবৃন্দ যেমন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গমন করে, অর্থাৎ রাজার আদেশ ব্যতিরেকেও কেবল তাহার আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়াই যেমন সকলে একযোগে রাজার অভিমুখে গমন করিয়া থাকে, ঠিক তেমনই অন্তকালে—মৃত্যুসময়ে—যখন ইহার ঊর্দ্ধশ্বাস উপস্থিত হয়, সেই সময়ে সমস্ত প্রাণ অর্থাৎ আত্মার ভোগোপকরণ বাক্ প্রভৃতি এই ভোক্তা আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া তদভিমুখে গমন করিয়া থাকে। "ঊর্দ্ধোচ্ছ্বাসী ভবতি" ইত্যাদি কথা পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥ ২০ ॥ ৩৮ ॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৪ ॥ ৩ ॥

চতুর্থং ব্রাহ্মণম্।

আভাসভাষ্যম্। স যত্রায়মাত্মা। সংসারোপবর্ণনং প্রস্তুতম্; তত্রায়ং পুরুষ এভ্যোঽঙ্গেভ্যঃ সম্প্রমুচ্যেত্যুক্তম্। তৎ সম্প্রমোক্ষণং কস্মিন্ কালে কথং বেতি সবিস্তরং সংসরণং বর্ণয়িতব্যমিত্যারভ্যতে—

আভাসভাষ্যানুবাদ। 'স যত্রায়মাত্মা' ইত্যাদি। সম্প্রতি সংসারাবস্থার বর্ণনা চলিতেছে; তাহাতে বলা হইয়াছে যে, 'এই পুরুষ এই সমস্ত অঙ্গ হইতে বিমুক্ত হইয়া, ইত্যাদি। সেই যে, পুরুষের-দেহ বিমোচন, তাহা কোন সময়ে এবং কি প্রকারে হইয়া থাকে, এখন বিস্তৃতভাবে সেই বিষয় বর্ণনা করিতে হইবে. এই উদ্দেশ্যে পরবর্ত্তী প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে—

স যত্রায়মাত্মাবল্যং ন্যেত্য সম্মোহমিব ন্যেত্যথৈনমেতে প্রাণা অভিসমায়ন্তি, স এতাস্তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানো হৃদয়মেবান্ববক্রামতি; স যত্রৈষ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ পরাঙ্ পর্য্যাবর্ত্ততে ঽথারূপজ্ঞো ভবতি ॥২৯১॥ ১॥

সরলার্থঃ। সঃ (লোকান্তরজিগমিষুঃ) অয়ম্ আত্মা যত্র (মরণকালে) অবল্যং (অবলভাবং দুর্ব্বলতাং ন্যেত্য (নিশ্চয়েন প্রাপ্য) সম্মোহং (সম্মূঢ়তাং) ইব ন্যেতি (নিঃশেষেণ প্রাপ্নোতি); [অত্র ইব-শব্দপ্রয়োগাৎ সম্মোহস্য বাস্তবতাং নিবয়তি]; অথ (অনন্তরং) এতে প্রাণাঃ (চক্ষুঃপ্রভৃতয়ঃ) ইমম্ আত্মানং অভিসমায়ন্তি (অভিগচ্ছন্তি)। সঃ (আত্মা) এতাঃ (প্রকৃতাঃ) তেজোমাত্রাঃ (তৈজসানি করণানি) সমভ্যাদদানঃ (সম্যক্ নির্লেপেন গৃহ্নন্—সমাহরন্) হৃদয়ম্ এব অন্ববক্রামতি (হৃদয়মাত্রে অভিব্যক্তবিজ্ঞানঃ ভবতি)। [তত্র বিশেষমাহ—] যত্র (যস্মিন্ কালে) স এষ চাক্ষুষঃ (চক্ষুরনুগ্রাহকঃ) পুরুষঃ (আদিত্যরূপঃ) পরাক্ (পূর্ব্ব-বৈপরীত্যেন) পর্য্যাবর্ত্ততে (নিবর্ত্ততে), অথ (অতঃপরং) অরূপজ্ঞঃ ভবতি, [চক্ষুরনুগ্রাহকস্যাদিত্যপুরুষস্য নিবৃত্তেঃ তস্য রূপজ্ঞানমপি নিবর্ত্ততে ইতি ভাবঃ] ॥২৯১॥ ১॥

মূলানুবাদ। লোকান্তরে প্রস্থানোদ্যত এই পুরুষ যে সময়ে ... দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত হইয়া সম্মোহ বা বিমূঢ়ভাবই যেন প্রাপ্ত হয়,

তখন চক্ষুঃপ্রভৃতি প্রাণবর্গ এই আত্মার অভিমুখে গমন করে; তখন সেই আত্মা এই সমস্ত তৈজস্ ইন্দ্রিয়বর্গকে সমাহৃত করিয়া হৃৎপিণ্ডে অবস্থান করে। যখন এই চাক্ষুষ পুরুষ অর্থাৎ চক্ষুর অধিদেবতা সূর্য্য স্বকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়, তখন এই পুরুষ আর শ্বেত-পীতাদি রূপ নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না, অর্থাৎ তখন তাহার রূপ দেখিবার শক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়। ২৯১ ॥ ১ ॥

শাঙ্কর ভাষ্যম্। সোঽয়মাত্মা প্রকৃতঃ, যত্র যস্মিন্ কালে, অবল্যম্ অবলভাবম্, নি এত্য গত্বা—যদ্দেহস্য দৌর্বল্যম্, তদাত্মন এব দৌর্বল্যমিত্যুপ-চর্য্যতে—অবল্যং ন্যেত্যেতি। ন হ্যসৌ স্বতঃ অমূর্ত্তত্বাদবলভাবং গচ্ছতি, তথা সংমোহমিব—সংমূঢ়তা সংমোহঃ বিবেকাভাবঃ, সংমোহমিব, ন্যেতি নিগচ্ছতি; ন চাস্য স্বতঃ সংমোহঃ অসংমোহো বা অস্তি, নিত্যচৈতন্যজ্যোতিঃ-স্বভাবত্বাৎ; তেন ইবশব্দঃ—সংমোহমিব ন্যেতীতি। উৎক্রান্তিকালে হি করণো-পসংহারনিমিত্তো ব্যাকুলীভাব আত্মন ইব লক্ষ্যতে লৌকিকৈঃ; তথা চ বক্তারো ভবন্তি—সংমূঢ়ঃ সংমূঢ়োঽয়মিতি। অথ বা উভয়ত ইবশব্দপ্রয়োগো যোজ্যঃ—অবল্যমিব ন্যেত্য, সংমোহমিব ন্যেতীতি; উভয়স্য পরোপাধি-নিমিত্তত্বাবিশেষাৎ, সমানকর্তৃকনির্দ্দেশাচ্চ। ১

অথ অস্মিন্ কালে এতে প্রাণাঃ বাগাদয়ঃ এনমাত্মানম্ অভিসমায়ন্তি; তদাস্য শারীরস্যাত্মনঃ অঙ্গেভ্যঃ সম্প্রমোক্ষণম্। কথং পুনঃ সম্প্রমোক্ষণম্, কেন বা প্রকারেণ আত্মানমভিসমায়ন্তীতি উচ্যতে—স আত্মা এতাঃ তেজোমাত্রাঃ তেজসো মাত্রাস্তেজোমাত্রাঃ তেজোঽবয়বাঃ, রূপাদিপ্রকাশকত্বাৎ চক্ষুরাদীনি করণানীত্যর্থঃ; তা এতাঃ সমভ্যাদদানঃ সম্যক্ নির্লেপেন অভ্যাদদানঃ আভিমুখ্যেন আদদানঃ সংহরমাণঃ, তৎ স্বপ্নাপেক্ষয়া বিশেষণং 'সম্' ইতি। ন তু স্বপ্নে নির্লেপেন সমাদানম্; অস্তি তু আদানমাত্রম্; "গৃহীতা বাক্ গৃহীতং চক্ষুঃ" "অস্য লোকস্য সর্ব্বাবতো মাত্রামপাদায়" "শুক্রমাদায়" ইত্যাদিবাক্যেভ্যঃ। ২

হৃদয়মেব পুণ্ডরীকাকাশম্ অন্ববক্রামতি অন্বাগচ্ছতি, হৃদয়ে অভিব্যক্ত-বিজ্ঞানো ভবতীত্যর্থঃ—বুদ্ধ্যাদিবিক্ষেপোপসংহারে সতি। ন হি তস্য স্বতঃ চলনং বিক্ষেপোপসংহারাদিবিক্রিয়া বা, "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" ইত্যুক্তত্বাৎ; বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিদ্বারৈব হি সর্বা বিক্রিয়া [illegible]

স এতাস্তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদান ইত্যেতদ্বাক্যার্থং [illegible] —স যত্রায়-মিত্যাদিনা। সবিজ্ঞানো ভবতীতি বাক্যশেষমাশ্রিত্য বাক্যার্থমাহ অবল্যমিতি। কথমবলো নিষ্ক্রিয়স্য তেজোমাত্রাদানকর্তৃত্বযোগ্যতা [illegible] । তর্হি তদ্বিবেকেনোপ-সংহর্তৃত্ববৎ তদাদানকর্তৃত্বমপি মুখ্যমেব ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। আদিশব্দেন ক্রিয়াবিশেষঃ সর্বো গৃহ্যতে। কথং তর্হি প্রতীতিঃ কর্তৃত্বাদিপ্রবেশাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—[illegible]। স যত্রেত্যাদি বাক্যস্যাকাঙ্ক্ষাপূর্বকমবতারণং করোতি—কদা পুনরিত্যাদিনা। তত্র পুরুষপদসংহতোক্তং প্রাগেব [illegible]—আদিত্যাদীতি। [illegible] সাম-হতি—[illegible] [illegible] —মরণ-কালে ইতি। [illegible] —ন্যেতীতি। ০

[illegible] চক্ষুরাদি [illegible] সম-হতি—তদেতদিতি [illegible] —পুনরিতি। [illegible] । [illegible] [illegible] তার্কিক—তদেতি। [illegible] —তদেতদাহেতি [illegible] [illegible] ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ। যে আত্মার প্রসঙ্গ চলিয়াছে, সেই আত্মা যে সময়ে অবল্য—অবলভাব (দুর্বলতা) প্রাপ্ত হইয়া যেন সম্মোহই—বিবেকজ্ঞানের অভাবই অর্থাৎ সম্যক্ মূঢ়তাই যেন প্রাপ্ত হয়। এখানে 'অবল্যং ন্যেত্য' কথায় দেহের দুর্বলতাই আত্মার দুর্বলতা বলিয়া আরোপ করা হইতেছে, কারণ, আত্মা যখন অমূর্ত্ত, তখন তাহার পক্ষে স্বাভাবিক দুর্বলতা কখনই সম্ভব হয় না। স্বভাবতঃ নিত্য চৈতন্যজ্যোতিঃস্বরূপ এই আত্মার সম্বন্ধে স্বরূপতঃ কখনই সম্মোহ বা অসম্মোহ কিছুই সম্ভবপর হয় না; এই জন্যই 'ইব' শব্দ—'সম্মোহম্ ইব' প্রযুক্ত হইয়াছে—দেহত্যাগের সময়ে চক্ষুঃ প্রভৃতি করণবর্গ সমাহৃত হয়; তন্নিবন্ধন সাধারণলোকে আত্মারই যেন ব্যাকুলতা মনে করিয়া থাকে; বক্তারাও সেইরূপই বলিয়া থাকে যে, 'এই ব্যক্তি সম্মূঢ়—এই ব্যক্তি সম্মূঢ় (মোহপ্রাপ্ত)'; অথবা 'সম্মোহম্ ইব' এই 'ইব' শব্দটীর উভয় স্থলেই যোজনা করিতে হইবে—'অবল্যম্ ইব ন্যেত্য' (অবলভাবই যেন প্রাপ্ত হইয়া) এবং 'সম্মোহম্ ইব ন্যেতি' (যেন সম্মোহই প্রাপ্ত হয়); কেন না, অবল্য ও সম্মোহ—উভয়ই অপরাপর উপাধি-সম্বন্ধের ফল এবং 'ন্যেত্য' ও 'ন্যেতি' এই উভয়ের একই কর্ত্তা নির্দ্দিষ্ট

অতঃপর এই সমস্ত প্রাণ (বাক্‌প্রভৃতি), প্রয়াণোন্মুখ এই আত্মার অভিমুখে ধাবিত হয়; সেই সময়েই এই দেহাবয়ব সমূহ হইতে জীবাত্মার বহির্গমন হয়। কিরূপে দেহত্যাগ হয়, এবং কিপ্রকারেই বা প্রাণসমূহ আত্মাভিমুখী হয়, এখন তাহা কথিত হইতেছে।—এই আত্মা এই সমুদয় তেজোমাত্রা—তেজের মাত্রা অর্থাৎ তেজের অংশ চক্ষুঃপ্রভৃতি করণবর্গ, রূপাদি বিষয়ের প্রকাশ করে বলিয়া [চক্ষুঃ প্রভৃতির তৈজসত্ব প্রমাণিত হয়] (১); এই সকল তেজোমাত্রা সম্যক্—নির্লেপভাবে আদান করত অর্থাৎ উপসংহৃত করত—স্বপ্নাবস্থা অপেক্ষা বিশেষত্ব সূচনার জন্য এখানে 'সম্' (সম্ অভ্যাদদানঃ) বিশেষণটী প্রযুক্ত হইয়াছে; কেন না, তখন বাগিন্দ্রিয় গৃহীত হয়, চক্ষুঃ গৃহীত নিঃশেষে কৃত হয়; এবং এক্ষণে সমস্ত অবয়ব বিচ্ছিন্ন করিয়া এবং শুক্র (তেজোমাত্রা) লইয়া ইত্যাদি বাক্য হইতে জানা যায় যে, স্বপ্ন সময়েও ইন্দ্রিয় সমূহ সমাহৃত হয় সত্য, কিন্তু নিঃশেষভাবে হয় না; এইজন্য এখানে 'সম্' বিশেষণের প্রয়োগ আবশ্যক হইয়াছে। ২

['হৃদয়ম্ এব অবক্রামতি']। হৃদয়ে—হৃৎপদ্মাকাশে আগমন করে, অর্থাৎ বুদ্ধিপ্রভৃতিজনিত বিক্ষেপ বা চাঞ্চল্য নিবৃত্ত হইলে পর, তখন একমাত্র হৃদয়ে তাহার বিজ্ঞান পরিস্ফুট হয়। "ধ্যায়তীব" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, আত্মার স্বাভাবিক চলন (গমনাগমন) কিংবা বিক্ষেপ ও উপরতিরূপ বিকার নাই; কেবল বুদ্ধিপ্রভৃতি উপাধিসম্বন্ধ বশতই তাহাতে ঐ সমস্ত বিকার আরোপিত হয় মাত্র। আত্মা কোন সময়ে উক্ত তেজোমাত্রা গ্রহণ করে, তাহা কথিত হইতেছে—যে সময়ে সেই এই চাক্ষুষ পুরুষ—চক্ষুর অনুগ্রাহক অর্থাৎ চক্ষুর কার্য্যে সহায়ভূত আদিত্যাংশ—ভোক্তা জীবের প্রাক্তন কর্ম্মদ্বারা প্রেরিত হইয়া, যতকাল দেহধারণ আবশ্যক হয়, ততকাল চক্ষুর প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশপূর্ব্বক বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু মৃত্যু সময় উপস্থিত

(১) তাৎপর্য্য—আত্মার ভোগসাধন করণবর্গের মধ্যে পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চভূতের রাজস ভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; এইজন্য উহারা ক্রিয়াপ্রধান। এইরূপ চক্ষুঃ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহ পঞ্চভূতের সত্ত্বভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এইজন্য উহারা তৈজস, এবং উহাদের কার্য্য হইতেছে রূপাদি বিষয়কে প্রকাশ করা। এইজন্য এখানে ভাষ্যকার 'রূপাদিপ্রকাশকত্বাৎ' এই হেতুর উপন্যাস করিয়াছেন। সত্ত্বগুণের পরিণাম বলিয়াই চক্ষুঃ শ্বেত পীতাদি রূপ প্রকাশ

হইলে, এই ভোক্তার চক্ষুর প্রতি অনুগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় আদিত্যভাব প্রাপ্ত হয়, [সেই সময়ে]।৩

এই কথা অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে—'যে সময়ে এই মৃত পুরুষের বাগিন্দ্রিয় অগ্নিকে, প্রাণ বায়ুকে এবং চক্ষুঃ আদিত্যকে প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি ; আর পুনর্ব্বার যখন নূতন দেহ গ্রহণ করে, তখন এই চাক্ষুষ পুরুষই আবার সেই দেহকে আশ্রয় করিবে। স্বপ্ন এবং প্রবোধকালেও এইরূপ ব্যবস্থা অর্থাৎ স্বপ্নকালে ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তি লয় হয়, প্রবোধ সময়ে আবার প্রাদুর্ভাব হয়। সেই কথাই এখানে বলিতেছেন—এই পুরুষ যে সময়ে দুর্বলতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সম্মোহভাবে জ্ঞানরহিত হয়, এই সময়ে চাক্ষুষ পুরুষ অন্তর্হিত হয়, অর্থাৎ তখন তাহার আর রূপ বিষয়ে জ্ঞান থাকে না ; কারণ, মুমূর্ষু ব্যক্তি তখন কোনপ্রকার রূপ অনুভব করিতে পারে না। এই আত্মা স্বপ্নসময়ের ন্যায় এ সময়েও চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের তেজোমাত্রা গ্রহণ করিয়া থাকে। ২৯১ ॥১॥

একীভবতি ন পশ্যতীত্যাহুরেকীভবতি ন জিঘ্রতীত্যাহুরেকীভবতি ন রসয়ত ইত্যাহুরেকীভবতি ন বদতীত্যাহুরেকীভবতি ন মনুত ইত্যাহুরেকীভবতি ন স্পৃশতীত্যাহুরেকীভবতি ন বিজানাতীত্যাহুঃ, তস্য হৈতস্য হৃদয়স্যাগ্রং প্রদ্যোততে, তেন প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা নিষ্ক্রামতি। চক্ষুষ্টো বা মূর্দ্ধ্নো বাহন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যস্তমুৎক্রামন্তং প্রাণোহনূৎক্রামতি, প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি, সবিজ্ঞানো ভবতি সবিজ্ঞানমেবান্ববক্রামতি। তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চ ॥ ২৯২॥২ ॥

সরলার্থঃ। [অত্র লোকসংবাদম্ অনুকলয়িতুমাহ—'একীভবতি' ইত্যাদি।] [অস্য মুমূর্ষোঃ] একীভবতি ন পশ্যতি (চক্ষুরিন্দ্রিয়ং লিঙ্গদেহে-নাভিন্নং জাতম্, অতঃ দর্শনব্যাপারং ন করোতি) ইতি আহুঃ (কথয়ন্তি) [লৌকিকাঃ] ; তথা একীভবতি, [অতঃ] ন জিঘ্রতি ইতি আহুঃ ; [রসনেন্দ্রিয়ম্] একীভবতি, [অতঃ] ন রসয়তে (রসাস্বাদং ন করোতি) ইতি আহুঃ ; [শ্রবণেন্দ্রিয়ং] একীভবতি ন শৃণোতি, ইতি আহুঃ ; [মনঃ] একীভবতি, ন মনুতে, ইতি আহুঃ ; [ত্বগিন্দ্রিয়ং] একীভবতি, ইতি ন

স্পৃশতি ইতি আহুঃ ; [বুদ্ধিঃ] একীভবতি, ন বিজানাতি, ইতি আহুঃ। [তদানীং] তস্য এতস্য (সর্ব্বেন্দ্রিয়াশ্রয়স্য) হৃদয়স্য অগ্রং (আত্মনির্গমনদ্বারম্) প্রদ্যোততে (আত্মজ্যোতিষা প্রকাশতে) ; এষঃ (প্রকৃতঃ মুমূর্ষুঃ) আত্মা তেন প্রদ্যোতেন (প্রকাশমানহৃদয়াগ্রেণ) নিষ্ক্রামতি (বহির্নির্গচ্ছতি)।

[অথ বহির্গমনে দ্বারভেদমাহ—] চক্ষুষ্টঃ (আদিত্যলোকপ্রাপ্ত্যর্থং চক্ষুষঃ) বা, মূর্দ্ধ্নঃ (ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তয়ে ব্রহ্মরন্ধ্রাৎ), [জ্ঞান-কর্ম্মাদিবিভেদেন] অন্যেভ্যঃ শারীর-দেশেভ্যঃ (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেভ্যঃ উৎক্রামন্তং (বহির্নির্গচ্ছন্তং) তং (আত্মানং) অনু (পশ্চাৎ) প্রাণঃ (পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকঃ) উৎক্রামতি ; প্রাণম্ উৎক্রামন্তং অনু, সর্ব্বে প্রাণাঃ (বাগাদয়ঃ) উৎক্রামন্তি।

[তদাপি আত্মা] সবিজ্ঞানঃ (বাসনাময় বিশেষজ্ঞানসম্পন্নঃ) এব ভবতি ; তথা সবিজ্ঞানং (বিজ্ঞানযুক্তং যথা স্যাৎ, তথা) এব অন্ববক্রামতি (গন্তব্যং স্থানম্ অনুগচ্ছতি)। [তদা] বিদ্যাকর্ম্মণী (বিদ্যা—উপাসনা, কর্ম্ম চ বিহিতপ্রতিষিদ্ধানুষ্ঠানম্, তে), পূর্ব্বপ্রজ্ঞা (প্রাক্তনকর্ম্মফলানুভবজনিতা বাসনা) চ তং (পরলোকপ্রস্থিতং) সমন্বারভেতে (সম্যক্ অনুগচ্ছতঃ) ॥ ২৯২ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ। [এ বিষয়ে লোকপ্রসিদ্ধি প্রদর্শন করিতেছেন—] এবংবিধ মুমূর্ষুকে লক্ষ্য করিয়া লোকে বলিয়া থাকে যে, [এখন ইহার] চক্ষুরিন্দ্রিয় হৃদয়ে যাইয়া একীভূত হইতেছে, অতএব আঘ্রাণ করিতেছে না ; ঘ্রাণেন্দ্রিয় একীভূত হইতেছে ; অতএব দেখিতে পাইতেছে না ; জিহ্বা একীভূত হইতেছে, অতএব রসাস্বাদ করিতে পারিতেছে না ; বাগিন্দ্রিয় একীভূত হইতেছে ; অতএব কথা বলিতেছে না ; শ্রবণেন্দ্রিয় একীভূত হইতেছে ; অতএব শ্রবণ করিতেছে না ; মনঃ একীভূত হইতেছে ; অতএব চিন্তা করিতেছে না ; ত্বগিন্দ্রিয় একীভূত হইতেছে ; অতএব স্পর্শানুভব করিতেছে না ; বুদ্ধি একীভূত হইতেছে ; অতএব বিশেষ জ্ঞান করিতেছে না।

সে সময়ে সেই এই হৃদয়ের অগ্রভাগ অর্থাৎ আত্মা যে পথে নির্গত হইবে, সেই নাড়ীদ্বার আত্মজ্যোতিঃ দ্বারা উদ্ভাসিত হয় ; সেই

হৃদয়াগ্রপথে আত্মা নির্গত হয়। [ভবিষ্যৎ ফলানুসারে বহির্গমনের পথ অনেকপ্রকার হইতে পারে, এখন তাহা বলিতেছেন—] সূর্য্যলোকে যাইতে হইলে চক্ষুঃ-পথে ব্রহ্মলোকে যাইতে হইলে, ব্রহ্মরন্ধ্রপথে, [অন্যান্য স্থানে যাইতে হইলে,] অন্যান্য শরীরাবয়ব দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হয়। আত্মা উৎক্রমণ করিবার সময়, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রাণ উৎক্রমণ করিতে থাকে; প্রাণ উৎক্রমণ করিবার সময়, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া অপর সমস্ত প্রাণ বা ইন্দ্রিয়বর্গ উৎক্রমণ করিতে থাকে। [উৎক্রমণ কালেও] আত্মা বিজ্ঞানসম্পন্নই (জ্ঞান-বাসনাযুক্তই) থাকে, এবং সেই বিজ্ঞান সহকারেই পরলোকে প্রস্থান করে, তখন তাহার ঐহিক উপাসনা ও কর্ম্ম এবং প্রাক্তন জ্ঞানসংস্কারও সঙ্গে সঙ্গে অনুগমন করিতে থাকে ॥ ২৯২ ॥ ২

শাঙ্করভাষ্যম্। একীভবতি করণজাতং স্বেন লিঙ্গাত্মনা, তদৈনং পার্শ্বস্থা আহুঃ পশ্যতীতি; তথা ঘ্রাণদেবতানিবৃত্তৌ ঘ্রাণমেকীভবতিলিঙ্গাত্মনা, তদা ন জিঘ্রতীত্যাহুঃ। সমানমন্যৎ জিহ্বায়াং সোমো বরুণো বা দেবতা, তন্নিবৃত্ত্যপেক্ষয়া ন রসয়তে ইত্যাহুঃ। তথা ন বদতি ন শৃণোতি ন মনুতে ন স্পৃশতি ন বিজানাতীত্যাহুঃ। তদা উপলক্ষ্যতে দেবতানিবৃত্তিঃ, করণানাঞ্চ হৃদয়ে একীভাবঃ। তত্র হৃদয়ে উপসংহৃতেষু করণেষু যোঽন্তর্ব্যাপারঃ, স কথ্যতে,—তস্য হ এতস্য প্রকৃতস্য হৃদয়স্য হৃদয়চ্ছিদ্রস্যেত্যেতৎ, অগ্রং নাড়ীমুখং নির্গমনদ্বারং প্রদ্যোততে, স্বপ্নকাল ইব স্বেন ভাসা তেজোমাত্রাদানকৃতেন, স্বেনৈব জ্যোতিষা আত্মনৈব চ; তেনাত্মজ্যোতিঃ-প্রদ্যোতেন হৃদয়াগ্রেণ, এষ আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ লিঙ্গোপাধিঃ নির্গচ্ছন্ নিষ্ক্রামতি। তথা আথর্ব্বণে —"কস্মিন্ন্বহমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামীতি স প্রাণমসৃজত" ইতি।

তত্র চ আত্মচৈতন্যজ্যোতিঃ সর্ব্বদাভিব্যক্ততরম্, তদুপাধিদ্বারা হ্যাত্মনি জন্মমরণগমনাগমনাদি-সর্ব্ববিক্রিয়ালক্ষণঃ সংব্যবহারঃ, তদাত্মকং হি দ্বাদশবিধং করণম্ বুদ্ধ্যাদি, তৎ সূত্রম্, তৎ জীবনম্, সোঽন্তরাত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ। তেন প্রদ্যোতেন হৃদয়াগ্রপ্রকাশেন নিষ্ক্রমমাণঃ কেন মার্গেণ নিষ্ক্রামতীত্যুচ্যতে—চক্ষুষ্টো বা আদিত্যলোকপ্রাপ্তিনিমিত্তং, জ্ঞানং কর্ম্ম বা যদি স্যাৎ; মূর্দ্ধ্নো বা, ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিনিমিত্তং চেৎ; অন্যেভ্যো

বা শরীরদেশেভ্যঃ শরীরাবয়বেভ্যঃ যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্। তং বিজ্ঞানাত্মানমুৎক্রামন্তং পরলোকায় প্রস্থিতং পরলোকায় উদ্ভূতাকূতমিত্যর্থঃ। ২

প্রাণঃ সর্ব্বাধিকারিস্থানীয়ঃ রাজ্ঞ ইব অনুৎক্রামতি ; তঞ্চ প্রাণমনুৎক্রামন্তম্ বাগাদয়ঃ সর্ব্বে প্রাণা অনুৎক্রামন্তি। যথাপ্রধানান্বাচিখ্যাসেয়ম্, ন তু ক্রমেণ সার্থবদ্গমনমিহ বিবক্ষিতম্। তদা এষ আত্মা সবিজ্ঞানো ভবতি—স্বপ্ন ইব বিশেষবিজ্ঞানবান্ ভবতি কর্ম্মবশাৎ ন স্বতন্ত্রঃ। স্বাতন্ত্র্যেণ হি সবিজ্ঞানত্বে সর্ব্বঃ কৃতকৃত্যঃ স্যাৎ ; নৈব তু তল্লভ্যতে ; অতএবাহ ব্যাসঃ—"সদা তদ্ভাবভাবিতঃ" ইতি ; কর্ম্মণা তু উদ্ভাব্যমানেন অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষাশ্রিত-বাসনাত্মকবিশেষবিজ্ঞানেন সর্ব্বো লোক এতস্মিন্ কালে সবিজ্ঞানো ভবতি ; সবিজ্ঞানমেব চ গন্তব্যম্ অন্ববক্রামতি অনুগচ্ছতি, বিশেষবিজ্ঞানোদ্ভাসিত মেবেত্যর্থঃ। তস্মাৎ তৎকালে স্বাতন্ত্র্যার্থং যোগধর্ম্মানুসেবনম্, পরিসংখ্যা-নাভ্যাসশ্চ, বিশিষ্টপুণ্যোপচয়শ্চ শ্রদ্ধধানৈঃ পরলোকার্থিভিরপ্রমত্তৈঃ কর্ত্তব্য ইতি। সর্ব্বশাস্ত্রাণাং যত্নতো বিধেয়োঽর্থঃ দুশ্চরিতাচ্চোপরমণম্। ৩

ন হি তৎকালে শক্যতে কিঞ্চিৎ সম্পাদয়িতুম্, কর্ম্মণা নীয়মানস্য স্বাতন্ত্র্যাভাবাৎ ; "পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন" ইত্যুক্তেঃ। এতস্য হি অনর্থস্যোপশমোপায়বিধানায় সর্ব্বশাখোপনিষদঃ প্রবৃত্তাঃ ; ন হি তদ্বিহিতোপায়ানুসেবনং মুক্ত্বা আত্যন্তিকোঽস্যানর্থস্যোপশমোপায়োঽস্তি। তস্মাদত্রৈবোপনিষদ্বিহিতোপায়ে যত্নপরৈর্ভবিতব্যমিত্যেষ প্রকরণার্থঃ। ২

শকটবৎ সম্ভৃতসম্ভার উৎসর্জন্ যাতীত্যুক্তম্ ; কিং পুনস্তস্য পরলোকায় প্রবৃত্তস্য পথ্যদনং শাকটিকসম্ভারস্থানীয়ম্, গত্বা বা পরলোকং যদ্ভুঙ্‌ক্তে শরীরাদ্যারম্ভকং চ যৎ, তৎ কিম্—ইত্যুচ্যতে—তং পরলোকায় গচ্ছন্তম্ আত্মানং বিদ্যা-কর্ম্মণী—বিদ্যা চ কর্ম্ম চ বিদ্যাকর্ম্মণী ; বিদ্যা সর্ব্বপ্রকারা—বিহিত, প্রতিষিদ্ধা, অবিহিতা, অপ্রতিষিদ্ধা চ ; তথা কর্ম্ম—বিহিতম্, প্রতিষিদ্ধঞ্চ, অবিহিতম্, অপ্রতিষিদ্ধঞ্চ, সমন্বারভেতে সম্যক্ অন্বারভেতে অন্বালভেতে অনুগচ্ছতঃ ; পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চ—পূর্ব্বানুভূতবিষয়া প্রজ্ঞা পূর্ব্বপ্রজ্ঞা অতীতকর্ম্ম-ফলানুভববাসনেত্যর্থঃ। ৫

সা চ বাসনা অপূর্ব্বকর্ম্মারম্ভে কর্ম্মবিপাকে চ অঙ্গং ভবতি ; তেন অসাবপি অন্বারভতে ; ন হি তয়া বাসনয়া বিনা কর্ম্ম কর্ত্তুং ফলঞ্চোপভোক্তুং শক্যতে ; নহি অনভ্যস্তে বিষয়ে কৌশলমিন্দ্রিয়াণাং ভবতি, পূর্ব্বানুভববাসনাপ্রবৃত্তানাংতু ইন্দ্রিয়াণামিহাভ্যাসম্ অন্তরেণ কৌশলম্

উপপদ্যতে। দৃশ্যতে চ কেষাঞ্চিৎ কাসুচিৎ ক্রিয়াসু চিত্রকর্ম্মাদিলক্ষণাসু বিনৈব ইহ অভ্যাসেন, জন্মত এব কৌশলম্; কাসু চিদত্যন্তসৌকর্য্যযুক্তাস্বপি অকৌশলং কেষাঞ্চিৎ; তথা বিষয়োপভোগেষু স্বভাবত এব কেষাঞ্চিৎ কৌশলাকৌশলে দৃশ্যেতে। ৬

তদেতৎ সর্ব্বং পূর্ব্বপ্রজ্ঞোদ্ভবানুদ্ভবনিমিত্তম্, তেন পূর্ব্বপ্রজ্ঞয়া বিনা কর্ম্মণি বা ফলোপভোগে বা ন কস্যচিৎ প্রবৃত্তিরুপপদ্যতে; তস্মাদেতৎ এয়ং শাকটিকসম্ভারস্থানীয়ং পরলোকপথ্যদনং বিদ্যা-কর্ম্ম-পূর্ব্বপ্রজ্ঞাখ্যম্। যস্মাদ্বিদ্যাকর্ম্মণী পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চ দেহান্তরপ্রতিপত্ত্যুপভোগসাধনম্, তস্মাদ্বিদ্যাকর্ম্মাদি শুভমেব সমাচরেৎ, যথা ইষ্টদেহসংযোগভোগোপভোগৌ স্যাতামিতি প্রকরণার্থঃ ॥ ২৯২॥২ ॥

টীকা। তর্হি লোকোপসংহৃতং চক্ষুরাদ্যুপাধীভূতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—একীতি। উক্তেঽর্থে লোকপ্রসিদ্ধিং দর্শয়তি—তদেতি। চক্ষুষি দর্শিতং ঘ্রাণেঽতিদিশতি—তথেতি। যথা চক্ষুর্দ্দেবতায়া নিবৃত্তৌ লিঙ্গাত্মনা চক্ষুষৈকীভবতি, তথা ঘ্রাণদেবতাংশস্য ঘ্রাণানুগ্রহনিবৃত্তিদ্বারেণাংশিদেবতয়ৈকো লিঙ্গাত্মনা চক্ষুষৈকী ভবতীত্যর্থ। তত্তদনুগ্রাহকবরুণাদিদেবতায়া জিহ্বাদ্যনুগ্রহনিবৃত্তৌ সত্যাং বা লিঙ্গাত্মনৈকতাপেক্ষায়ার্থঃ। তত্তদনুগ্রাহকদেবতাংশস্য তত্র তত্রানুগ্রহনিবৃত্ত্যা তত্তদংশিদেবতাপ্রাপ্তৌ তত্তৎকরণস্য লিঙ্গাত্মনৈকতাং ভবতীত্যভিপ্রেত্যাহ—তথেতি। মরণদশায়াং রূপাদিদর্শনরাহিত্যমর্থদ্বয়সাধকমিত্যাহ—তদেতি। তস্য হৃদয়স্যেত্যাদি বাক্যমুপাদত্তে—তস্যেতি। মুমূর্ষোরিত্যা সপ্তম্যর্থঃ। কেনায়ং প্রদ্যোতো ভবতীত্যপেক্ষায়ামাহ—স্বপ্নেতি। যথা স্বপ্নকালে স্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষা প্রস্বপিতীতি ব্যাখ্যাতম্, তথাত্রাপি তেজোমাত্রাণাং সমাদানং, তৎকৃতেন বাসনারূপেণ স্বেন ভাসা স্বেন চাত্মনা চৈতন্যজ্যোতিষা হৃদয়াগ্রপ্রদ্যোতনমিত্যর্থঃ। তস্যার্থক্রিয়াং দর্শয়তি—তেনেতি। কিমিতি লিঙ্গদ্বারাত্মনো নির্গমনং প্রতিজ্ঞায়তে, তত্রাহ—তথেতি। ১

যদি মরণকালে তেজোমাত্রাদানং ন, তর্হি সদা লিঙ্গোপাধিরাত্মেত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্র চেতি। সপ্তম্যা লিঙ্গমুচ্যতে, সর্ব্বদেতি লিঙ্গসম্ভাবনোক্তিঃ। আত্মোপাধিভূতে লিঙ্গে কিং প্রমাণমিত্যাশঙ্ক্যাত্মনি কূটস্থে সংব্যবহারাদর্শনমিত্যাহ—তদুপাধীতি। চক্ষুরাদিপ্রসিদ্ধিরপি প্রমাণমিত্যাহ—তদাত্মকং হীতি। একাদশবিধং করণমিত্যভ্যুপগমাৎ কুতো দ্বাদশবিধত্বমিত্যাশঙ্ক্য বিশিনষ্টি—বুদ্ধ্যাদীতি। 'বায়ুর্ব্বৈ গৌতম তৎ সূত্রম্' ইত্যাদি শ্রুতিরপি যথোক্তে লিঙ্গে প্রমাণমিত্যাহ—তৎ সূত্রমিতি। জগতো জীবনমপি তত্র মানমিত্যাহ—তজ্জীবনমিতি। 'এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা' ইতি শ্রুতিরপি যথোক্তং লিঙ্গং সাধয়তীত্যাহ—সোঽন্তরাত্মেতি। লিঙ্গোপাধেরাত্মনো যথোক্তপ্রকাশেন মরণকালে হৃদয়াৎ নিষ্ক্রমণে মার্গং প্রশ্নপূর্ব্বকমুত্তরবাক্যেন(ণ)প্রদিশতি—তেনেত্যাদিনা। চক্ষুষ্টো বেতি বিকল্পে নিমিত্তং সূচয়তি—আদিত্যেতি। মূর্দ্ধ্নো বেতি বিকল্পে হেতুমাহ—

ব্রহ্মলোকেতি। তৎপ্রাপ্তিনিমিত্তং চেৎ জ্ঞানং কর্ম্ম বা স্যাদিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। দেহাবয়বান্তরেভ্যো নিষ্ক্রমণে নিয়ামকমাহ—যথেতি। কথং পরলোকায় প্রস্থিতমিত্যুচ্যতে, প্রাণগমনাধীনত্বাৎ বিজ্ঞানাত্মগমনস্যেত্যাশঙ্ক্যাহ—পরলোকায়েতি। ২

নমু জীবস্য প্রাণাদিভিঃ সাধ্যো গতি কথমনুগমনেন ক্রমো বিবক্ষ্যতে, তত্রাহ—যথাপ্রধানেতি। প্রধানমনতিক্রম্য হীয়মব্যাখ্যানেচ্ছা। তথা চ জীবাদেঃ প্রাধান্যাভিপ্রায়েণানুগমনপ্রয়োগো ন ক্রমাভিপ্রায়েণ, দেশকালভেদাভাবাদিত্যর্থঃ। সার্থে সমূহে, ব্যক্তিষু ক্রমেণ গমনং দৃশ্যতে, ন তথা প্রাণাদিষ্বিতি ব্যতিরেকঃ। যদুক্তং হৃদয়াগ্রপ্রদ্যোতনং, তৎ সবিজ্ঞানত্বা প্রকটয়তি—তদেতি। কর্ম্মবশাদিতি বিশেষণং সাধয়তি—নেতি। বিপক্ষে দোষমাহ—স্বাতন্ত্র্যেণেতি। ইষ্টাপত্তিমাশঙ্ক্যাহ—নৈবেতি। মুমূর্ষোরস্বাতন্ত্র্যে মানমাহ—অত এবেতি। কর্ম্মবশাদ্ভবৎ সবিজ্ঞানস্বরূপং স্ফুরতি—কর্ম্মণেতি। অন্তঃকরণস্য বৃত্তিবিশেষো ভাবিদেহবিষয়স্তদাশ্রিতং তদ্রূপং যদাসনাত্মকং বিশেষবিজ্ঞানং তেনেতি যাবৎ। বিজ্ঞানস্য সবিজ্ঞানত্বে সঙ্গার্থসিদ্ধমর্থমাহ—বিজ্ঞানমেবেতি। গন্তব্যস্য সবিজ্ঞানত্বং বিজ্ঞানাশ্রয়ত্বাদিত্যাশঙ্ক্য বিশিনষ্টি—বিশেষেতি। প্রাগেবোৎক্রান্তেঃ সবিজ্ঞানত্বাদিক্রান্তং তস্যোপসংহরতি—তস্মাদিতি। পুণ্যস্য কর্ম্মণ্যনুসারিত্বং তস্য কার্য্যং যোগশিল্পবৃত্তিনিরোধঃ। তস্য ধর্ম্মা যমনিয়মপ্রভৃতয়ঃ তেষামনুসেবনং পুনঃ পুনরাবর্ত্তনম্। পরিসংখ্যানাভ্যাসো বোপাসনানম্। কর্তব্য ইতি প্রকৃতস্থানেষু বিশেষোহর্থ ইতি শেষঃ। ৩

কিঞ্চ পুণ্যোপচয়কর্তব্যতারূপেঽর্থে সঙ্কেতে বিধিকাণ্ডং পর্য্যবসিতমিত্যাহ—সর্ব্বশাস্ত্রাণামিতি। সদসদ্ধাপাদিদুশ্চরিতাদুপরমণং কর্তব্যমিত্যাদিরর্থে নিষেধশাস্ত্রমপি পর্য্যবসিতমিত্যাহ—দুশ্চরিতাচ্চেতি। নমু পুরুষং যথেষ্টচেষ্টাং কৃত্বা মরণকালে সর্ব্বমেতৎ সম্পাদয়িষ্যতে, নেত্যাহ ন হীতি। কর্ম্মণা নীয়মানত্বে মানমাহ—পুণ্য ইতি। তর্হি পুণ্যোপচয়াদেব যথোক্তানর্থনিবৃত্তের্ব্যর্থং তত্ত্বজ্ঞানমিত্যাশঙ্ক্যাহ—এতস্মেতি। উপশমোপায়স্তত্ত্বজ্ঞানং, তস্য বিধানং, প্রকাশনং তদর্থমিতি যাবৎ। দেবতাধ্যানাদ্যনর্থো নিবর্ত্তিষ্যতে, কিং তত্ত্বজ্ঞানেনেত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। তর্বিহিতেতি তচ্ছব্দেন প্রকৃতাঃ সর্ব্বশাখোপনিষদো গৃহ্যন্তে। বিধান্তরেণানর্থস্য সাধিকৌ ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। জ্ঞাপিতঃ সবিজ্ঞানবাক্যেনেতি শেষঃ। ৪

বৃত্তমনূদ্য প্রশ্নপূর্ব্বকমুত্তরবাক্যমবতার্য্য ব্যাচষ্টে শকটবদিত্যাদিনা। বিহিতা বিদ্যা ধ্যানাত্মিকা। প্রতিষিদ্ধা নগ্নস্ত্রীদর্শনাদিরূপা। অবিহিতা ঘটাদিবিষয়া। অপ্রতিষিদ্ধা পথি পতিততৃণাদিবিষয়া। বিহিতং কর্ম্ম যাগাদি। প্রতিষিদ্ধং ব্রহ্মহননাদি। অবিহিতং গমনাদি। অপ্রতিষিদ্ধং নেত্রপক্ষ্মবিক্ষেপাদি। ৫

বিদ্যাকর্ম্মণোরুপভোগসাধনত্বপ্রসিদ্ধেরস্বায়ত্তেঽপি কিমিত্যাদারভতে বাসনেত্যাশঙ্ক্যাহ—সা চেতি। অপূর্ব্বকর্ম্মারম্ভাদাবঙ্গং পূর্ব্ববাসনেত্যত্র হেতুমাহ—ন হীতি। উক্তমেব হেতুমুপপাদয়তি—ন হীত্যাদিনা। ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়েষু কৌশলমনুষ্ঠানে

প্রবোধকং, তচ্চ ফলোপভোগে হেতুঃ। ন চান্তরেণাভ্যাসমিন্দ্রিয়াণাং বিষয়েষু কৌশলং সম্ভবতি। তস্মাদনুষ্ঠানাভ্যাসাধীনমিত্যর্থঃ। তথাপি কথং পূর্ব্ববাসনয়া কর্ম্মানুষ্ঠানাদাবক্ষমিত্যাশঙ্ক্যাহ—পূর্ব্বানুভবেতি। তত্র লোকানুভবং প্রমাণয়তি—দৃশ্যতে চেতি। চিত্রকর্ম্মাদীত্যাদিশব্দেন প্রাসাদনির্ম্মাণাদি গৃহ্যতে। পূর্ব্ববাসনোদ্ভবকৃতং কার্য্যমুক্ত্বা তদভাবকৃতং কার্য্যমাহ—কাসুচিদিতি। রজ্জুনির্ম্মাণাদিষ্বিতি যাবৎ। তত্রোপাদানসৌলভ্যমাহ—তদেতি।

তত্র হেতুত্রয়মাশঙ্ক্য পরিহরতি—তচ্চেতি। কর্ম্মানুষ্ঠানাদৌ পূর্ব্বপ্রজ্ঞায়া হেতুত্বমুপসংহরতি—তেনেতি। সংসারস্বরূপবচনার্থং প্রকরণে—তস্মাদিতি। তত্রৈব তাৎপর্য্যার্থমাহ—যস্মাদিতি ॥২॥

ভাষ্যানুবাদ [মৃত্যু সময়ে] করণসমূহ (ইন্দ্রিয়নিচয়) স্বীয় লিঙ্গদেহের সহিত সম্মিলিত হয়; তখন পার্শ্বস্থ লোকেরা ইহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া থাকে—'এখন দেখিতে পাইতেছে না'; এইরূপ ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও লিঙ্গদেহে মিলিত হয়; তখন বলিয়া থাকে যে, 'আঘ্রাণ করিতেছে না'। অন্যান্য কথার অর্থও তদনুরূপ। জিহ্বার দেবতা হইতেছেন চন্দ্র অথবা বরুণ; তাঁহার নিবৃত্তি হইলে, বলিয়া থাকে যে, 'রসাস্বাদ করিতেছে না'। সেই সময়েই ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাসমূহের নিবৃত্তি ও প্রাণপ্রভৃতি করণসমূহের হৃদয়মধ্যে একীভাব লক্ষিতে পারা যায়। চক্ষুঃপ্রভৃতি করণবর্গ হৃদয়মধ্যে সমাহৃত হইলে পর, দেহাভ্যন্তরে যে সমস্ত ব্যাপার হইতে থাকে, তাহা বলা হইতেছে—তখন সেই এই হৃদয়ের অর্থাৎ হৃদয়স্থিত রন্ধ্রের বা আকাশের অগ্রভাগ—নাড়ীমুখ অর্থাৎ যে স্থান হইতে নাড়ীসমূহ চতুর্দিকে প্রসৃত হইয়াছে, আত্মনির্গমনের দ্বারস্বরূপ সেই নাড়ীমুখটী—স্বপ্ন সময়ে যেরূপ ইন্দ্রিয়শক্তি সমাহরণের ফলে আত্মজ্যোতিঃ দ্বারা উদ্ভাসিত হয়, সেইরূপ স্বীয় আত্মজ্যোতিঃ দ্বারাই উদ্ভাসিত হয়; লিঙ্গশরীরোপাধিযুক্ত বিজ্ঞানময় আত্মা সেই প্রদীপ্ত হৃদয়াগ্র দ্বারা দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। আথর্ব্বণ উপনিষদেও এইরূপ কথা আছে, [—'প্রাণ জিজ্ঞাসা করিল—] কে উৎক্রমণ করিলে অর্থাৎ দেহত্যাগ করিলে, আমি উৎক্রমণ করিব, এবং কে দেহে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে আমি প্রতিষ্ঠিত থাকিব; [এই ব্যবস্থার জন্য] তিনি প্রাণ সৃষ্টি করিলেন' ইতি। ১

সেই হৃদয়মধ্যেই আত্মচৈতন্য-জ্যোতিঃ সর্ব্বসময়ে সমধিক অভিব্যক্ত থাকে, এবং সেই হৃদয়প্রধান সূক্ষ্মশরীররূপ উপাধির সহিত সম্বন্ধ বশতই আত্মার জন্ম, মরণ, গমন ও আগমন প্রভৃতি বিকারাত্মক সর্ব্বপ্রকার

সাংসারিক ব্যহার হইয়া থাকে, বুদ্ধিপ্রভৃতি দ্বাদশপ্রকার করণ বা ভোগ-সাধনও তদাত্মক (ঐ লিঙ্গদেহময়) (১); এবং তাহাই সূত্র (সর্ব্বপ্রাণীতে অনুস্যূত), তাহাই জীবন, এবং তাহাই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের অন্তরাত্মা। আত্মা সেই হৃদয়াগ্র-প্রকাশের সাহায্যে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময় যে যে পথে নির্গত হয়, এখন তাহা বলা হইতেছে—আদিত্যলোক প্রাপ্তির উপযুক্ত জ্ঞান বা কর্ম্ম যদি কাহারও থাকে, তাহা হইলে, সে চক্ষু হইতে ঐ চক্ষুঃ-পথে নিষ্ক্রান্ত হয়; অথবা যদি কাহারও ব্রহ্মলোক লাভের উপযুক্ত সাধন বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে, মূর্দ্ধস্থান হইতে অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র-পথে নিষ্ক্রান্ত হয়; অথবা মুমূর্ষুর জ্ঞান ও কর্ম্মানুসারে অপরাপর দেহাবয়বপথেও [নিষ্ক্রান্ত হয়]। সেই বিজ্ঞানাত্মা জীব যখন উৎক্রমণ করে,—পরলোকের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করে, অর্থাৎ পরলোকে যাইবার নিমিত্ত যখন তাহার অভিলাষ প্রকাশ পায়, তখন, রাজকার্য প্রধান পুরুষের ন্যায়, দৈহিক প্রাণও তাহার সঙ্গেসঙ্গে উৎক্রমণ করে; এবং সেই প্রাণ উৎক্রমণ করিবার সময়ে, বাক্-প্রভৃতি সমস্ত প্রাণই তাহার সঙ্গেসঙ্গে উৎক্রমণ করিয়া থাকে।২

এখানে যাহা বলা হইল, প্রধানের অনুগমন বা অনুসরণ পদ্ধতি জ্ঞাপন করাই তাহার উদ্দেশ্য, কিন্তু দলবদ্ধ ব্যক্তিরা যেরূপ ক্রমশঃ পর পর গমন করিয়া থাকে, সেরূপ গতিক্রম বা পারম্পর্য্য প্রকাশন করা ইহার অভিপ্রেত নহে। সে সময়ে এই আত্মা সবিজ্ঞান হয়, অর্থাৎ স্বপ্নসময়ের ন্যায় সে সময়েও প্রাক্তন কর্ম্মানুসারেই তাহার বিশেষ বিজ্ঞান প্রকাশ পায়, কিন্তু তখন তাহার সেই বিজ্ঞানের কোনরূপ স্বাতন্ত্র্য থাকে না; কারণ, তাৎকালিক বিজ্ঞানে জীবের স্বাধীনতা থাকিলে, জীব নিশ্চয়ই কৃতার্থ হইতে পারিত; কিন্তু সেরূপ ভাব ত কখনও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জন্যই বেদব্যাস বলিয়াছেন—"সদা তদ্ভাবভাবিতঃ" অর্থাৎ 'সর্ব্বদা সেই ভাবে তন্ময় থাকিয়া' ইত্যাদি (১)।

(১) তাৎপর্য্য—বুদ্ধি, মন ও চক্ষুঃ প্রভৃতি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্ প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; এই দ্বাদশপ্রকার করণ অর্থাৎ আত্মার ভোগসাধন ঐ লিঙ্গদেহ মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকে।

(১) তাৎপর্য্য—ভগবদ্গীতায় বেদব্যাস বলিয়াছেন—"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥" ইহার অভিপ্রায়

মৃত্যু সময়ে জীবের কর্ম্মানুসারে অন্তঃকরণমধ্যে বিভিন্নাকার বৃত্তি অভিব্যক্ত হইয়া থাকে; বাসনাময় সেই সবিষয় বিজ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ থাকায় সমস্ত লোকই সে সময় বিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া থাকে, এবং সেই বিজ্ঞানের সহিতই গন্তব্য স্থানে গমন করে, অর্থাৎ মরণসময়ে বিশেষ বিশেষ বাসনাময় জ্ঞান অভিব্যক্ত হইয়া তাহার সম্মুখে যেরূপ গন্তব্য স্থান উদ্ভাসিত করিয়া দেয়, মুমূর্ষু জীব সেই স্থানাভিমুখেই প্রস্থান করিয়া থাকে। অতএব যাহারা পরলোকে হিত চাহে, তাহাদের পক্ষে মৃত্যুসময়ে স্বাতন্ত্র্যলাভের জন্য, প্রথম হইতেই শ্রদ্ধা ও সাবধানতা সহকারে গৃহস্থ যোগনিষেব (যোগানুষ্ঠান), পরিসংখ্যান বা বিবেকাভ্যাস ও উত্তম পুণ্যসঞ্চয় করা একান্ত আবশ্যক, এবং সমস্ত শাস্ত্র বিশেষ আগ্রহসহকারে যাহা হইতে নিবৃত্তির বিশেষ উপদেশ দিয়াছেন, সেই দুষ্কার্য্য হইতে বিরত থাকাও আবশ্যক। ৩

কারণ, মৃত্যুসময়ে স্বীয় কর্ম্মরাশি যখন তাহাকে লইয়া যায়, তখন তাহার কিছুমাত্র স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা থাকে না; সুতরাং সে সময়ে মুমূর্ষু ব্যক্তি কোন মতেই আপনার অভিপ্রায়ানুযায়ী কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না। পূর্ব্বেও কথিত হইয়াছে যে, 'পুণ্য কর্ম্মের ফলে পুণ্যলোক প্রাপ্ত হয়, এবং পাপকর্ম্মের ফলে পাপলোক প্রাপ্ত হয়' ইতি। জীবের সম্ভাবিত এই অনিষ্ট প্রশমনের নিমিত্তই সকলশাখীয় সমস্ত উপনিষৎ আরব্ধ হইয়াছে। উপনিষদ্বিহিত উপায়ানুষ্ঠান ব্যতীত এমন কোনও প্রকৃষ্ট উপায় নাই, যাহা দ্বারা উক্ত অনর্থরাশির আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইতে পারে। অতএব উপনিষৎ শাস্ত্রে, যে উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সকলেরই যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক; ইহাই এই প্রকরণের তাৎপর্য্যার্থ। ৬

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে—বিবিধ দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ শকটের ন্যায় মুমূর্ষু জীব শব্দ করিতে করিতে নিষ্ক্রান্ত হয়; [এখন জিজ্ঞাস্য এই যে,] পরলোকে

এই যে, মানুষ সারা জীবন যে বিষয়ে অনুরাগী থাকিয়া নিরন্তর ভাবনা করে, সেইরূপ তীব্র ভাবনার ফলে মন তন্ময়তা লাভ করে; মৃত্যু সময়ে তাহার সেই চিন্তাই আসিয়া উপস্থিত হয়; এবং মৃত্যুকালীন সেই ভাবনাই মুমূর্ষুর ভবিষ্যৎ গন্তব্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, অর্থাৎ মৃত্যু সময়ে যেরূপ ভাবনা উপস্থিত হয়, পরলোকেও তাহার সেইরূপই জন্ম ও অবস্থা লাভ হইয়া থাকে; অতএব এই শ্রুতিতে যে, প্রয়াণকালীন আত্মাকে 'সবিজ্ঞান' বলা হইয়াছে, তাহা উক্ত ভগবদ্গীতার বাক্যের সহিত তুল্যার্থক।

প্রস্থিত সেই জীবের—শকটারূঢ় দ্রব্যসম্ভারের ন্যায় পাথেয় বা পথে ভোগ্য বস্তু কি? এবং পরলোকে যাইয়া যাহা ভোগ করিবে, ও পরলোকে যাহা দ্বারা তাহার শরীর নির্ম্মিত হইবে, তাহাই বা কি? এখন এ সমুদয় বিষয় বর্ণিত হইতেছে,—আত্মা যখন পরলোকে প্রস্থানোন্মুখ হয়, তখন বিদ্যা, কর্ম্ম ও পূর্ব্বপ্রজ্ঞা তাহার অনুগমন করিয়া থাকে। এখানে বিদ্যা অর্থে—বিহিত, নিষিদ্ধ, অবিহিত ও অনিষিদ্ধ—সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা বুঝিতে হইবে, এবং কর্ম্ম অর্থে—বিহিত, নিষিদ্ধ, অবিহিত ও অনিষিদ্ধ—সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে; আর পূর্ব্বপ্রজ্ঞা অর্থে পূর্ব্বানুভূতবিষয়ক জ্ঞান, অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ম্মের ফলানুভব হইতে মনোমধ্যে যে, বাসনা বা সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহাই বুঝিতে হইবে (১)। ৫

[পূর্ব্বে যে, বাসনাত্মক পূর্ব্বপ্রজ্ঞার কথা উক্ত হইল,] সেই বাসনাই জীবের অদৃষ্ট-জনিত কর্ম্মের এবং কর্ম্মবিপাকের কর্ম্মফল ভোগের প্রারম্ভে অঙ্গ বা সহায়; এই জন্য জীবের প্রয়াণসময়ে সেই বাসনাও সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়া থাকে, কেননা, এই বাসনার সাহায্য ব্যতীত কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে কিংবা ফলভোগ করিতে কেহ কখনও সমর্থ হয় না; কারণ, যে বিষয়ে কখনও অভ্যাস হয় নাই, অর্থাৎ অভ্যাসজনিত সংস্কার নাই, সে বিষয়ে কখনও ইন্দ্রিয়ের পটুতা হইতে পারে না; অথচ পূর্ব্বজন্মকৃত অনুভবানুসারে বিষয়-ক্ষেত্রে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয় সমূহের, ইহ জন্মে অভ্যাস না থাকিলেও যথেষ্ট কৌশল বা পটুতা ঘটিয়া থাকে। দেখিতেও পাওয়া যায়—কোন কোন লোকের ঐহিক অভ্যাস ব্যতীতও চিত্রকর্ম্মাদি কোন কোন ক্রিয়ায়, জন্ম হইতেই পটুতা হইয়া থাকে; আবার কোন কোন লোকের দেখা যায়—অতি সহজসাধ্য কার্য্যেও অত্যন্ত অপটুতা ঘটিয়া থাকে; এইরূপ

(১) তাৎপর্য্য—বিহিত প্রতিষিদ্ধাদি বিদ্যার উদাহরণ এইরূপ—বিহিত বিদ্যা—দেহ আত্মাদি অধ্যাত্মতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান; প্রতিষিদ্ধ—নগ্নস্ত্রীদর্শনাদি; অবিহিত—ঘটপটাদি লৌকিক বস্তুবিষয়ক জ্ঞান; অপ্রতিষিদ্ধ—পার্শ্বস্থ তৃণাদিস্পর্শ। বিহিত কর্ম্ম—যাগযজ্ঞাদি; প্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম—ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি; অবিহিত কর্ম্ম—পরস্ত্রীসংসর্গ প্রভৃতি; অপ্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম—নেত্র সংকোচ-বিকাশাদি। (আনন্দগিরি কৃত টীকা)।

পূর্ব্বপ্রজ্ঞা অর্থ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, বর্ত্তমান জন্মে সেই সমস্ত কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়; সেই ফলানুভব হইতে আবার একপ্রকার বাসনা বা সংস্কারের সৃষ্টি হয়; সেই ফলানুভবজ্ঞান ও বাসনাই এখানে 'পূর্ব্বপ্রজ্ঞা' শব্দের অর্থ।

ইতি আক্রমঃ—অবলম্বনম্) আক্রম্য (গৃহীত্বা) আত্মানম্ (স্বদেহম্) উপসংহরতি (সঙ্কোচয়তি—পশ্চাদ্ভাগং পূর্ব্বভাগে প্রবেশয়তি, এবম্ এব (যথোক্তদৃষ্টান্তবদেব) অয়ম্ (মুমূর্ষুঃ) আত্মা ইদং (বর্ত্তমানং) শরীরং নিহত্য (নিপাত্য)—অবিদ্যাং (মোহং) গময়িত্বা (অচেতনং কৃত্বা), অন্যম্ আক্রমম্ (শরীরান্তরম্) আক্রম্য আত্মানম্ উপসংহরতি (শরীরান্তরে আত্মভাবম্ অবলম্বত ইত্যর্থঃ) ॥২৯৩॥৩॥

মূলানুবাদ। [আত্মার বর্ত্তমান দেহত্যাগের পর শরীরান্তর গ্রহণে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে—] তৃণজলায়ুকা (জোঁক) যেমন পূর্ব্বগৃহীত তৃণের প্রান্তভাগে যাইয়া অপর একটা তৃণ গ্রহণপূর্ব্বক আপনাকে সংহৃত করে অর্থাৎ আপনার পশ্চাদ্ভাগকে সম্মুখের অংশে সন্নিবেশিত করে, ঠিক সেইরূপই এই আত্মাও (মুমূর্ষু জীবও) বর্ত্তমান শরীরটী নিহত করিয়া (ত্যাগ করিয়া) এবং চেতনাশূন্য করিয়া অপর একটা দেহ অবলম্বন করত আপনাকে সেখানে লইয়া যায় ॥২৯৩॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত্রৈতস্মিন্ দেহান্তরসঞ্চারে ইদং নিদর্শনম্।—যথা যেন প্রকারেণ তৃণজলায়ুকা, তৃণজলূকা, তৃণস্য অন্তম্ অবসানং গত্বা প্রাপ্য অন্যং তৃণং তৃণান্তরম্, আক্রমম্ আক্রম্য আশ্রিত্য, আত্মানম্ আত্মনঃ পূর্ব্বাবয়বম্ উপসংহরতি অন্ত্যাবয়বস্থানে, এবমেব অয়ম্ আত্মা—যঃ প্রকৃতঃ সংসারী, ইদং শরীরং পূর্ব্বোপাত্তম্, নিহত্য—স্বপ্নং প্রতিপিৎসুরিব পাতয়িত্বা, অবিদ্যাং গময়িত্বা অচেতনং কৃত্বা স্বাত্মোপসংহারেণ অন্যমাক্রমম্, তৃণান্তরমিব তৃণজলূকা, শরীরান্তরং গৃহীত্বা প্রসারিতয়া বাসনয়া, আত্মানম্ উপসংহরতি—তত্রাত্মভাবমারভতে,—যথা স্বপ্নে দেহান্তরস্থ এব শরীরারম্ভদেশে—আরভ্যমাণে দেহে জঙ্গমে স্থাবরে বা।

তত্র চ কর্ম্মবশাৎ করণানি লব্ধবৃত্তীনি সংহন্যন্তে, বাহ্যঞ্চ কুশমৃত্তিকাস্থানীয়ং শরীরমারভ্যতে। তত্র চ করণব্যূহমপেক্ষ্য বাগাদ্যনুগ্রহায় অগ্ন্যাদিদেবতাঃ সংশ্রয়ন্তে। এষ দেহান্তরারম্ভবিধিঃ ॥২৯৩॥৩॥

টীকা। আধিদৈবিকেন রূপেণ সর্ব্বগতানামপি করণানামাধ্যাত্মিকাধিভৌতিকরূপেণ পরিচ্ছিন্নত্বাৎ তৎপরিবৃত্তস্য গমনং নিয়তমিতি সিদ্ধান্তো দর্শিতঃ। ইদানীং তৃণজলায়ুকাদৃষ্টান্তাৎ

দেহান্তরং গৃহীত্বা পূর্ব্বদেহং মুঞ্চত্যাত্মেতি স্থূলদেহবিশিষ্টস্যৈব পরলোকগমনমিতি পৌরাণিক-প্রক্রিয়াং প্রত্যাখ্যাতুং দৃষ্টান্তবাক্যস্য তাৎপর্য্যমাহ—তদ্যথেত্যাদিনা। দেহনির্গমনাৎ প্রাগবস্থা সপ্তম্যর্থঃ। তত্রৈব মধ্যোক্তা বাসনা স্বরূপা বিদ্যাকর্ম্মনিমিত্তং ভাবিদেহং স্পৃশতি, জীবোঽপি তত্রাভিমানং করোতি, পুনশ্চ পূর্ব্বদেহং ত্যজতি, যথা স্বপ্নে দেবোঽহমিত্যভি-মন্যমানো দেহান্তরস্থ এব ভবতি, তথোৎক্রান্তাবপি, তস্মাৎ ন পূর্ব্বদেহবিশিষ্টস্যৈব পরলোক-গমনমিত্যর্থঃ। আত্মোপসংহারো দেহে পূর্ব্বস্মিন্নভিমানত্যাগঃ। প্রসারিতয়া বাসনয়া শরীরান্তরং গৃহীত্বেতি সম্বন্ধঃ। উপসংহারস্য স্বরূপমাহ—তদেতি। সপ্তম্যর্থং বিবৃণোতি—আরভ্যমাণ ইতি

আরব্ধে দেহান্তরে স্বরূপে স্থিতিং বিকল্পমাহ—তত্র চেতি। কর্ম্মণশ্চ বিদ্যাপূর্ব্বপ্রজ্ঞয়োরুপলক্ষণম্। ননু লিঙ্গদেহস্যাদেবার্থক্রিয়া সিদ্ধেঃ কৃতং স্থূলশরীরেণেত্যাশঙ্ক্য তদ্ব্যতিরেকেণেতরত্রার্থক্রিয়াকারিত্বং নাস্তীতি মত্বাহ বাহ্যেতি। আরব্ধে দেহান্তরে করণেষু দেহত্বাভিমানং করোতীত্যাহ—তদেতি। স্থূলো দেহঃ সপ্তম্যর্থঃ। করণবাহুল্যেনাবস্থিতির্বিবক্ষিতা। ১১৩ ৩।

ভাষ্যানুবাদ। জীবের দেহান্তর-সঞ্চরণের দৃষ্টান্ত এই—তৃণ-জলায়ুকা (জোঁক) যে প্রকার [অবলম্বিত তৃণের অন্তে অর্থাৎ অগ্রভাগে যাইয়া, অবলম্বনযোগ্য অপর তৃণ আশ্রয় করে, এবং পরে আত্মাকে—আপনার পূর্ব্ব ভাগটীকে শেষ অবলম্বনে উপসংহৃত করে, লইয়া যায়), ঠিক এই-রূপই—যে আত্মার প্রস্তাব চলিতেছে, সেই সংসারী জীব পূর্ব্বগৃহীত এই শরীরকে নিহত করিয়া—স্বপ্নাবস্থার ন্যায় নিপাতিত করিয়া, অবিদ্যাগ্রস্ত করিয়া অর্থাৎ স্বীয় আত্মার উপসংহার দ্বারা দেহকে অচেতন করিয়া, জলায়ুকা যেরূপ তৃণান্তর গ্রহণ করে, তদ্রূপ প্রসারিত স্বীয় বাসনা দ্বারা অপর দেহ অবলম্বন করিয়া আত্মার উপসংহার করে, অর্থাৎ সেই দেহে আত্মাভি-মান স্থাপন করে,—স্বপ্নসময়ে যেমন বর্ত্তমান দেহে বর্ত্তমান থাকিয়াই স্বীয় সঙ্কল্পবলে যেখানে স্বাপ্ন শরীর আরব্ধ হয়, সেখানেই অভিমান স্থাপন করে, তেমনই আরভ্যমান স্থাবর জঙ্গম দেহে আত্মভাব স্থাপন করে (১)। ৩

(১) তাৎপর্য্য— স্বপ্নসময়ে স্বপ্নদর্শী স্বদেহে থাকিয়াই স্বীয় সঙ্কল্প দ্বারা দূরদেশে বিবিধ প্রাতিভাসিক দেহ সৃষ্টি করিয়া তৎকালোচিত কার্য্য করিয়া থাকে, মুমূর্ষু জীবও সেইরূপ দেহান্তর প্রাপ্তির পূর্ব্বপর্য্যন্ত এই দেহে থাকিয়াই নিজের জ্ঞান কর্ম্মানুসারে পরজন্মে যেরূপ দেহে যাইতে হইবে, তদনুরূপ প্রবৃদ্ধ বাসনাকে দীর্ঘ দীর্ঘতর করিয়া ভাবিষ্যৎ দেহ প্রাপ্তির স্থানে গমন করে, অর্থাৎ তখন ভাবিষ্যৎ দেহ বিষয়ে তাহার পূর্ব্বসংস্কার একান্তভাবে প্রবুদ্ধ হয়, যেন সেই দেহটি প্রাপ্ত বলিয়াই মনে হয়। তৃণজলায়ুকার দৃষ্টান্ত হইতে এইরূপ দেহান্তর প্রাপ্তিই বুঝিতে হইবে, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেহ প্রাপ্তি নহে।

সেখানে ইন্দ্রিয়গণ প্রাক্তন কর্মশক্তির প্রেরণায় সব্যাপার হইয়া পরস্পর সম্মিলিত হয়, এবং কুশ (খড়) ও মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত মূর্ত্তির ন্যায় একটী বাহ্য শরীর (স্থূল শরীর) সমুৎপন্ন হয়; তাহার পর ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা অগ্নিপ্রভৃতি দেবতাগণ ইন্দ্রিয়সমূহকে সমাহৃত দেখিয়া, বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত সেই ইন্দ্রিয়সংঘাতে পুনঃ অধিষ্ঠিত হয়, ইহাই দেহান্তরসমুৎপত্তির প্রণালী ॥২১৩॥০॥

আভাসভাষ্যম্। তত্র দেহান্তরারম্ভে নিত্যোপাত্তমেবোপাদানম্ উপমৃদ্যোপমৃদ্য দেহান্তরমারভতে? আহোস্বিৎ অপূর্ব্বমেব পুনঃ পুনরাদত্তে?—ইত্যত্রোচ্যতে দৃষ্টান্তঃ—

আভাসভাষ্যের অনুবাদ। এখন শঙ্কা হইতেছে যে, যখন দেহান্তর সমুৎপন্ন হইতে থাকে, তখন কি—যে সমস্ত দেহোপাদান সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে, সেই উপাদানগুলিই চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া অপর নূতন দেহ বিরচিত হয়? অথবা সম্পূর্ণ নূতন উপাদান সংগৃহীত হইয়া থাকে? তদুত্তরে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে—

তদ্‌যথা পেশস্কারী পেশসো মাত্রামপাদায়ান্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং তনুত এবমেবায়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যাঽবিদ্যাং গময়িত্বাঽন্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে—পিত্র্যং বা গান্ধর্ব্বং বা দৈবং বা প্রাজাপত্যং বা ব্রাহ্মং বাঽন্যেষাং বা ভূতানাম্ ॥ ২১৪ ॥ ৪

অন্বয়ার্থঃ। তৎ (তত্র দেহান্তরারম্ভে উপাদানগ্রহণবিষয়ে দৃষ্টান্তঃ প্রদর্শ্যতে—) পেশস্কারী (সুবর্ণকারঃ) যথা পেশসঃ (সুবর্ণস্য) মাত্রাং (অংশং) অপাদায় (গৃহীত্বা) কল্যাণতরং (পূর্ব্বমপেক্ষ্য প্রিয়করং) নবতরং (পূর্ব্বমপেক্ষ্য নূতনং) অন্যৎ রূপং তনুতে (নির্ম্মাতি), এবম্ এব (যথোক্তদৃষ্টান্তবদেব) অয়ং (পরলোকজিগমিষুঃ) আত্মা ইদং (বর্ত্তমানং) শরীরং নিহত্য অবিদ্যাং (অচেতনতাং) গময়িত্বা, পিত্র্যং (পিতৃলোক-গমনোপযোগি) বা, গান্ধর্ব্বং (গন্ধর্ব্বলোকোপযোগি) বা, দৈবং (দেবসম্বন্ধি) বা, প্রাজাপত্যং (প্রজাপতিলোকপ্রাপকং) বা, ব্রাহ্মং (ব্রহ্মলোকপ্রাপকং) বা, অন্যেষাং

ভূতানাং [সম্বন্ধি] বা অন্যৎ নবতরং কল্যাণতরং রূপং (শরীরং) কুরুতে (নির্ম্মাতি ইত্যর্থঃ)। ২৯৪। ৪।

মূলানুবাদ। নূতন দেহারম্ভের উপযোগী উপাদান সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে—] পেশস্কারী (স্বর্ণকার) যেমন পূর্ব্ব-সঞ্চিত সুবর্ণের অংশ লইয়া অপর একটী নূতন রমণীয় রূপ (অলঙ্কার) নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, তেমনই পরলোকে গমনোদ্যত এই আত্মাও বর্ত্তমান দেহটী নিহত ও অচেতন করিয়া, পিতৃলোকে গমনোপযোগী, অথবা গন্ধর্ব্বলোকোপযোগী, কিংবা দেবলোকপ্রাপ্তিযোগ্য, অথবা প্রজাপতিলোকে গমনোপযোগী, কিংবা ব্রহ্মলোকলাভের উপযুক্ত, অথবা অন্যান্য কোন একটী প্রাণিসম্বন্ধী কল্যাণময় অভিনব নূতন শরীর গ্রহণ করে॥ ২৯৪ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তৎ তত্রৈতস্মিন্নর্থে, যথা পেশস্কারী, পেশঃ সুবর্ণম্, তৎ করোতীতি পেশস্কারী সুবর্ণকারঃ, পেশসঃ সুবর্ণস্য মাত্রামপাদায় অপচ্ছিদ্য গৃহীত্বা অন্যৎ পূর্ব্বস্মাৎ রচনাবিশেষাৎ অন্যৎ নবতরমভিনবতরম্ কল্যাণাৎ কল্যাণতরম্ রূপং তনুতে নির্ম্মিনোতি, এবমেব অয়মাত্মেত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

নিত্যোপাত্তান্যেব পৃথিব্যাদীন্যাকাশান্তানি পঞ্চ ভূতানি, যানি "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে" ইতি চতুর্থে ব্যাখ্যাতানি, পেশঃস্থানীয়ানি তান্যেব উপমৃদ্যোপমৃদ্য অন্যদন্যচ্চ দেহান্তরং নবতরং কল্যাণতরং রূপং সংস্থানবিশেষং দেহান্তরমিত্যর্থঃ, কুরুতে—পিত্র্যং বা, পিতৃভ্যো হিতং পিতৃলোকোপভোগযোগ্যমিত্যর্থঃ; গান্ধর্ব্বং গন্ধর্ব্বাণামুপভোগযোগ্যম্; তথা দেবানাং দৈবম্, প্রজাপতেঃ প্রাজাপত্যম্, ব্রহ্মণ ইদং ব্রাহ্ম্যং বা, যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্ অন্যেষাং বা ভূতানাং সম্বন্ধি শরীরান্তরং কুরুত ইত্যভিসম্বধ্যতে॥২৯৪॥৪॥

টীকা। পেশস্কারিবাক্যব্যাবর্ত্ত্যামাশঙ্কামাহ—তত্রেতি। সংসারিণো হি প্রকৃতে দেহান্তরারম্ভে কিমুপাদানমস্তি কিং বা নাস্তি, নাস্তি চেৎ, ন তাবদ্রূপং কার্য্যং সিধ্যেৎ; অস্তি চেৎ, কিং ভূতপঞ্চকমুতান্যৎ? আদ্যেঽপি তন্নিত্যোপাত্তমেব পূর্ব্বপূর্ব্বদেহোপমর্দ্দেনান্যদন্যং দেহমারভতে, কিংবাঽন্যদন্যদ্ভূতপঞ্চকমন্যমন্যং দেহং জনয়তি। নাদ্যঃ, ভূতপঞ্চকস্য তত্তদ্দেহোপাদানত্বে মায়ায়াঃ সর্ব্বকারণত্বস্বীকারবিরোধাৎ। ন দ্বিতীয়ো ভূতপঞ্চকোৎপত্তাবপি কারণান্তরস্য মৃগ্যত্বাত্তস্যৈব দেহান্তরকারণত্বসংভবাত্তয়ো দেহস্য পাঞ্চভৌতিকত্ব-

পৃথিব্যাদিবিরোধাদিতি ভাবঃ। উক্তঞ্চ বাক্যোপক্রমেঽত্রেতি। তদ্দৃষ্টান্তাপেক্ষিতং পূরয়াহ—দৃষ্টান্ত ইতি। অর্থসিদ্ধং ভাগমাপাদ্য ব্যাচষ্টে—যথেত্যাদিনা।
কিং পুনরুপাদানমেতাবতা দেহান্তরারম্ভেঽপ্যপেক্ষ্যত ইতি, তত্রাহ—নিত্যোপাত্তানীতি। পরীবর্ত্যমানকানীতি শেষঃ। তেষামুপাদানকত্বেন পূর্বাপূর্বত্বাক্ষেপে প্রত্যক্ষং দর্শয়তি—যানীতি। দেহবিকল্পে নিয়ামকমাহ—যথাকর্মেতি ॥২০॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই এই কথিত বিষয়ে [দৃষ্টান্ত এই—] পেশস্ অর্থ সুবর্ণ, যে লোক তাহার কাজ করে, সে পেশস্কারী—স্বর্ণকার, সে যেমন সুবর্ণের অংশ গ্রহণ করিয়া, নবতর—পূর্ব্বতন গঠনপ্রণালী হইতে সম্পূর্ণ অভিনব এবং কল্যাণতর অর্থাৎ সুন্দর হইতেও অধিক সুন্দর অন্য একটী রূপ (অলঙ্কার) নির্ম্মাণ করিয়া থাকে ; 'এবম্ এব' ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বশ্রুতির অর্থের অনুরূপ ।১

পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া আকাশ পর্য্যন্ত যে পঞ্চভূত সর্ব্বদাই প্রাপ্ত রহিয়াছে, এবং চতুর্থ অধ্যায়ে "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে" ইত্যাদি বাক্যে যাহাদের কথা বর্ণিত হইয়াছে, সুবর্ণস্থানীয় সেই পঞ্চভূতকেই বারংবার উপমর্দ্দিত করিয়া অন্য অন্য নবতর ও কল্যাণতর রূপ—আকৃতিবিশেষ অর্থাৎ দেহান্তর নির্ম্মাণ করিয়া থাকে ; [সেই দেহটী] পিত্র্য—পিতৃহিতকর অর্থাৎ যেরূপ দেহ দ্বারা পিতৃলোকে উপভোগ সম্পন্ন হইতে পারে, সেইরূপ ; গান্ধর্ব্ব—গন্ধর্ব্বগণের উপভোগযোগ্য; এইরূপ দৈব—দেবগণের উপভোগযোগ্য—প্রাজাপত্য—প্রজাপতির (উপযুক্ত), অথবা ব্রাহ্ম—ব্রহ্মার যোগ্য, কিংবা স্বীয় কর্ম্ম ও জ্ঞান অনুসারে অপরাপর ভূতগণের উপভোগযোগ্য অপর শরীর নির্ম্মাণ করিয়া থাকে ॥২৯॥ ৪

আভাসভাষ্যম্। যৈস্তু বন্ধনসংজ্ঞকা উপাধিভূতাঃ, যৈঃ সংযুক্তস্তন্ময়োঽয়মিতি বিভাব্যতে, তে পদার্থাঃ পুঞ্জীকৃত্য ইহ একত্র প্রতিনির্দ্দিশ্যন্তে।

আভাস ভাষ্যানুবাদ। পরলোকে গমনোদ্যত এই আত্মার যে সমস্ত উপাধি 'বন্ধন' নামে অভিহিত, এবং যাহাদের সংযোগে এই আত্মা তন্ময়—সেই সেই উপাধির সহিত অভিন্ন বলিয়া অনুভূত হয়, এখানে সে সমুদয় বিষয়কে একত্রিত করিয়া প্রদর্শন করা হইতেছে—

স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়শ্চক্ষু-

র্ম্ময়ঃ শ্রোত্রময়ঃ পৃথিবীময় আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়স্তেজো-ময়োঽতেজোময়ঃ কামময়োঽকামময়ঃ ক্রোধময়োঽক্রোধময়ো ধর্ম্মময়োঽধর্ম্মময়ঃ সর্ব্বময়স্তদযদেতদিদম্ময়োঽদোময় ইতি, যথা-কারী যথাচারী তথা ভবতি, সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপো ভবতি, পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন। অথো খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি, স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি, যৎক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে, যৎ কর্ম্ম কুরুতে, তদভিসম্পদ্যতে ॥২৯৫॥৫॥

অন্বয়ার্থঃ। [ইদানীমাত্মোপাধীন্ বিবিচ্য প্রদর্শয়িতুমাহ—'সঃ বৈ' ইত্যাদি।] সঃ অয়ং (সংসারী) আত্মা ব্রহ্ম বৈ (ব্রহ্ম এব), [উপাধিসম্পর্কাৎ পুনঃ] বিজ্ঞানময়ঃ (বিজ্ঞানং বুদ্ধিঃ, তদুপহিতত্বাৎ বিজ্ঞানময়ঃ), মনোময়ঃ (মনউপহিতত্বাৎ মনোময়ঃ), প্রাণময়ঃ, এবং চক্ষুর্ম্ময়ঃ, শ্রোত্রময়ঃ, পৃথিবীময়ঃ, আপোময়ঃ, বায়ুময়ঃ (বায়বীয়শরীরে বায়ুময়ঃ), তথা আকাশময়ঃ, তেজোময়ঃ, অতেজোময়ঃ, কামময়ঃ, অকামময়ঃ, ক্রোধময়ঃ, অক্রোধময়ঃ, ধর্ম্মময়ঃ, অধর্ম্মময়ঃ, সর্ব্বময়ঃ, তৎ এতৎ (যথোক্তংরূপম্ অস্য সিদ্ধম্, অস্যচ্চ—] যৎ (যস্মাৎ) ইদম্ময়ঃ (প্রত্যক্ষতঃ গৃহ্যমাণরূপঃ), [অতঃ] অদোময়ঃ (পরোক্ষময়ঃ); [কিং বহুনা—] যথাকারী (যথা কর্ত্তুং শীলং যস্য, সঃ), যথাচারী (যথা আচরিতুং শীলং যস্য, সঃ) [ভবতি], [সঃ] তথা (স্বস্য কর্ম্মাচারানুসারেণ ফলভাক্) ভবতি—সাধুকারী সাধুঃ ভবতি, পাপকারী পাপঃ ভবতি; [তত্রাপি বিশেষঃ—] পুণ্যেন কর্ম্মণা পুণ্যঃ ভবতি, পাপেন পাপঃ ভবতি।

অথো (কিঞ্চ), খলু (প্রসিদ্ধৌ), আহুঃ (কথয়ন্তি) [লোকাঃ]—অয়ং পুরুষঃ কামময়ঃ এব ইতি; সঃ (পুরুষঃ) যথাকামঃ ভবতি, তৎক্রতুঃ (তাদৃশসংকল্পবান্) ভবতি, যৎক্রতুঃ (যাদৃশসংকল্পবান্) ভবতি, তৎ (সংকল্পিতং) কর্ম্ম কুরুতে; যৎ কর্ম্ম কুরুতে, তৎ অভিসম্পদ্যতে ইত্যর্থঃ॥ ২৯৫ ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ। [এই সংসারী আত্মা যে সমস্ত উপাধিযোগে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়, সে সমুদয়ের নির্দ্দেশ করিতেছেন—] সেই আত্মা

প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মই বটে, [কিন্তু উপাধিযোগে] বিজ্ঞানময় (বুদ্ধির সহিত অভিন্নরূপ) ও মনোময় (মনের সহিত অভিন্নরূপ) হয় ; এই প্রকার প্রাণময়, চক্ষুর্ম্ময়, শ্রোত্রময়, [পার্থিব শরীরে] পৃথিবীময়, [জলীয় শরীরে] আপোময়, বায়ুময়, আকাশময়, তেজোময়, অতেজোময়, কামময়, অকামময়, ক্রোধময়, অক্রোধময়, ধর্ম্মময়, অধর্ম্মময়, সর্ব্বময়, এবং যেহেতু প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য বস্তুময়, সেইহেতু পরোক্ষ-বস্তুময়ও বটে। [ফল কথা,] যেরূপ কর্ম্ম ও আচারের অনুশীলন করে, সেইরূপই হয়,—উত্তম কর্ম্মকারী উত্তম হয়, আর অধম কর্ম্মকারী অধম হয়, পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা পুণ্যবান্ (সুখী) হয়, আর পাপ কর্ম্ম দ্বারা পাপী (দুঃখী) হয়।

লোকেও বলিয়া থাকে যে, এই সংসারী জীব কেবলই কামময় ; সে যেরূপ কামনাশালী হয়, সেইরূপই সংকল্প করে, আবার যেরূপ সংকল্পসম্পন্ন হয়, সেইরূপই কর্ম্মানুষ্ঠান করে, এবং যেরূপ কর্ম্ম করে, ঠিক তদনুরূপ অবস্থাই লাভ করে ॥ ২৯৫ ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স বৈ অয়ম্, যঃ এবং সংসরত্যাত্মা—ব্রহ্মৈব পর এব, যঃ অশনায়াদ্যতীতো বিজ্ঞানময়ঃ ; বিজ্ঞানং বুদ্ধিঃ, তেনোপলক্ষ্যমাণঃ তন্ময়ঃ ; "কতম আত্মেতি, যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" ইতি হি উক্তম্ ; বিজ্ঞানময়ঃ বিজ্ঞানপ্রায়ঃ, যস্মাৎ তদ্ধর্ম্মত্বমস্য বিভাব্যতে, "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" ইতি ; তথা মনোময়ঃ—মনঃসন্নিকর্ষাৎ মনোময়ঃ ; তথা প্রাণময়ঃ, প্রাণঃ পঞ্চবৃত্তিঃ, তন্ময়ঃ, যেন চেতনশ্চলতীব লক্ষ্যতে ; তথা চক্ষুর্ম্ময়ঃ রূপদর্শনকালে, এবং শ্রোত্রময়ঃ শব্দশ্রবণকালে, এবং তস্য তস্যেন্দ্রিয়স্য ব্যাপারোদ্ভবে তত্তন্ময়ো ভবতি।১

এবং বুদ্ধিপ্রাণদ্বারেণ চক্ষুরাদিকরণময়ঃ সন্ শরীরারম্ভকপৃথিব্যাদিভূতময়ো ভবতি; তত্র পার্থিবাদিশরীরারম্ভে পৃথিবীময়ো ভবতি ; তথা বরুণাদিলোকেষু আপ্যশরীরারম্ভে আপোময়ো ভবতি ; তথা বায়ব্যশরীরারম্ভে বায়ুময়ো ভবতি ; তথা আকাশশরীরারম্ভে আকাশময়ো ভবতি ; এবমেতানি তৈজসানি দেবশরীরাণি ; তেষ্বারভ্যমাণেষু তত্তন্ময়ঃ তেজোময়ো ভবতি।

অতো ব্যতিরিক্তানি পশ্বাদিশরীরাণি নরকপ্রেতাদিশরীরাণি চ অতেজো-ময়ানি ; তাদপেক্ষ্য আহ—অতেজোময় ইতি। ২

এবং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতময়ঃ সন্ আত্মা প্রাপ্তব্যং বস্ত্বন্তরং পশ্যন্ ইদং ময়া প্রাপ্তম্, অদো ময়া প্রাপ্তব্যম্—ইত্যেবং বিপরীতপ্রত্যয়তদভিলাষঃ কাম-ময়ো ভবতি। তস্মিন্ কামে দোষং পশ্যতঃ তদ্বিষয়াভিলাষপ্রশমে চিত্তং প্রসন্নমকলুষং শান্তং ভবতি, তন্ময়ঃ অকামময়ঃ ; এবং তস্মিন্ বিহতে কামে কেনচিৎ, স কামঃ ক্রোধত্বেন পরিণমতে, তেন তন্ময়ো ভবন্ ক্রোধময়ঃ। স ক্রোধঃ কেনচিদুপায়েন নিবর্ত্তিতো যদা ভবতি, তদা প্রসন্নমনাকুলং চিত্তং সৎ অক্রোধ উচ্যতে, তেন তন্ময়ঃ। এবং কামক্রোধাভ্যামকামক্রোধাভ্যাঞ্চ তন্ময়ো ভূত্বা ধর্ম্মময়োঽধর্ম্মময়শ্চ ভবতি। নহি কামক্রোধাদিভির্বিনা ধর্ম্মাদিপ্রবৃত্তিরুপপদ্যতে, "যদ্যদ্ধি কুরুতে কর্ম্ম তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্" ইতি স্মরণাৎ ; ধর্ম্মময়োঽধর্ম্মময়শ্চ ভূত্বা সর্ব্বময়ো ভবতি। সমস্তং ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ কার্য্যং যাবৎ কিঞ্চিদ্ব্যাকৃতম্, তৎ সর্ব্বং ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ ফলম্ ; তৎ প্রতিপদ্যমান-স্তন্ময়ো ভবতি। ২

কিং বহুনা, তদেতৎ সিদ্ধমস্য—যৎ অয়ম্ ইদম্ময়ঃ গৃহ্যমাণবিষয়াদিময়ঃ, তস্মাদ্ অয়ম্ অদোময়ঃ ; অদ ইতি পরোক্ষং কার্য্যেণ গৃহ্যমাণেন নির্দ্দিশ্যতে ; অনন্তা হি অন্তঃকরণে ভাবনাবিশেষাঃ ; নৈব তে বিশেষতো নির্দ্দেষ্টুং শক্যন্তে, তস্মিংস্তস্মিন্ ক্ষণে কার্য্যতোঽবগম্যন্তে—ইদমস্য হৃদি বর্ত্ততে, অদোঽস্যেতি। তেন গৃহ্যমাণ-কার্য্যেণ ইদম্ময়তয়া নির্দ্দিশ্যতে—পরোক্ষোঽ-ন্তঃস্থো ব্যবহারঃ—অয়মিদানীমদোময় ইতি। ৩

সঙ্ক্ষেপতস্তু—যথা কর্ত্তুং যথা বা আচরিতুং শীলমস্য, সোঽয়ং যথাকারী যথাচারী, স তথা ভবতি। করণং নাম নিয়তা ক্রিয়া বিধিপ্রতিষেধাদি-গম্যা, আচরণং নাম অনিয়তা ইতি বিশেষঃ। সাধুকারী সাধুর্ভবতীতি যথাকারীত্যস্য বিশেষণম্ ; পাপকারী পাপো ভবতীতি চ যথাচারীত্যস্য। তাচ্ছীল্যপ্রত্যয়োপাদানাৎ, অত্যন্ততাৎপর্য্যতৈব তন্ময়ত্বম্, ন তু তৎকর্ম্ম-মাত্রেণ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেনেতি। পুণ্যপাপকর্ম্মমাত্রেণৈব তন্ময়তা স্যাৎ, ন তু তাচ্ছীল্যমপেক্ষতে ; তাচ্ছীল্যে তু তন্ময়ত্বাতিশয় ইত্যয়ং বিশেষঃ। তত্র কামক্রোধাদিপূর্ব্বকপুণ্যাপুণ্যকারিতা সর্ব্বময়ত্বে হেতুঃ, সংসারস্য কারণম্, দেহাদ্দেহান্তরসঞ্চারস্য চ ; এতৎ-

প্রযুক্তো হি অন্যদন্যদ্দেহান্তরমুপাদত্তে ; তস্মাৎ পুণ্যাপুণ্যে সংসারস্য কারণম্, এতদ্বিষয়ৌ হি বিধিপ্রতিষেধৌ অত্র শাস্ত্রস্য সাফল্যমিতি। ৪

অথো অপি অন্যে বন্ধ-মোক্ষকুশলাঃ আহুঃ—সত্যং, কামাদিপূর্ব্বকে পুণ্যা-পুণ্যে শরীরগ্রহণকারণম্ ; তথাপি কামপ্রযুক্তো হি পুরুষঃ পুণ্যা-পুণ্যে কর্ম্মণী উপচিনোতি ; কামপ্রহাণে তু কর্ম্ম বিদ্যমানমপি পুণ্যাপুণ্যোপচয়-করং ন ভবতি ; উপচিতে অপি পুণ্যাপুণ্যে কর্ম্মণী কামশূন্যে ফলারম্ভকে ন ভবতঃ ; তস্মাৎ কাম এব সংসারস্য মূলম্। তথা চোক্তমাথর্ব্বণে "কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ স কর্ম্মভির্জায়তে তত্র তত্র" ইতি। তস্মাৎকামময় এবায়ং পুরুষঃ ; যদন্যময়ত্বম্, তদকারণং বিদ্যমানমপি, ইত্যতঃ অবধারয়তি—'কামময় এব' ইতি। ৫

যস্মাৎ স চ কামময়ঃ সন্ যাদৃশেন কামেন যথাকামো ভবতি, তৎ-ক্রতুর্ভবতি, স কাম ঈষদভিলাষমাত্রেণাভিব্যক্তো যস্মিন্ বিষয়ে ভবতি, সঃ অবিহন্যমানঃ স্ফুটীভবন্ ক্রতুত্বমাপদ্যতে। ক্রতুর্নাম অধ্যবসায়ঃ নিশ্চয়ঃ—যদনন্তরা ক্রিয়া প্রবর্ত্ততে। যৎক্রতুর্ভবতি—যাদৃক্কামকার্য্যেণ ক্রতুনা যথারূপঃ ক্রতুরস্য, সোঽয়ং যৎক্রতুর্ভবতি, তৎ কর্ম্ম কুরুতে, যদ্বিষয়ঃ ক্রতুঃ, তৎফল-নির্বৃত্তয়ে যদ্ যোগ্যং কর্ম্ম, তৎ কুরুতে নির্ব্বর্ত্তয়তি ; যৎ কর্ম্ম কুরুতে, তদভি-সম্পদ্যতে তদীয়ং ফলমভিসম্পদ্যতে। তস্মাৎ সর্ব্বময়ত্বে অস্য সংসারিত্বে চ কাম এব হেতুরিতি ॥২১৫॥৫॥

টীকা। শরীরারম্ভে বায়াদিকভূতপঞ্চকমুপাদানমিতি বক্তুং ভূতাবয়বানামপি সহৈব গমনমিত্যুক্তম্। ইদানীং স বা অয়মাত্মেত্যাদেস্তাৎপর্য্যমাহ—যেঽয়মাত্মেতি। তানেবো-পাধিভূতান্ পদার্থান্ বিশিনষ্টি—যৈরিতি। ননু পূর্ব্বমপ্যেতে পদার্থা দর্শিতাঃ, কিং পুনস্তৎ-প্রদর্শনেনেত্যাশঙ্ক্যাহ—পুঞ্জীকৃত্যেতি। স বা অয়মাত্মা ব্রহ্মেতি ভাগং ব্যাকুর্ব্বন্নামনো ব্রহ্মৈক্যং বাস্তবং বৃত্তং দর্শয়তি—স বা ইতি। তস্যৈবাবাস্তবং রূপমুপন্যস্যতি—বিজ্ঞানময় ইত্যাদিনা। জ্যোতির্ব্রাহ্মণেঽপি ব্যাখ্যাতং বিজ্ঞানময়মভিনয়াহ—কতম ইতি। কস্মিন্নর্থে ময়ট্ প্রযুজ্যতে তত্রাহ—বিজ্ঞানেনেতি। উক্তে ময়ডর্থে হেতুমাহ—যস্মাদিতি। বুদ্ধ্যেক্যাধ্যাসাত্তদ্ধর্ম্মস্য কর্ত্তৃত্বাদেরাত্মনি প্রতীতিরিত্যত্র মানমাহ—ধ্যায়তীবেতি। মনঃসংনিকর্ষাত্তেন দ্রষ্টব্যতয়া সংবন্ধাদিতি যাবৎ। চক্ষুর্ময়ত্বাদেরুপলক্ষণত্বমঙ্গীকৃত্যাহ—এবমিতি। ১

উক্তময়ত্ব সাধ্যত্বেন ভূতময়ত্বমাহ—এবং বুদ্ধ্যাদীতি। ভূতময়ত্বে সত্যবান্তর-বিশেষমাহ—তত্রেত্যাদিনা। ন চাকাশপরমাণুত্বাবাদাবাশস্ত শরীরানারম্ভকত্বং,

শ্রুতিবিরুদ্ধারম্ভপ্রক্রিয়ানবকাশবাদিত্যভিপ্রেত্যাহ—তথাকাশেতি। কথং পূর্ব্বাধি-করণে কামাদিরহিতত্বমুপলভ্যতে, তত্রাহ—স বা ইতি। কথং ধর্ম্মাদিমত্বং সর্ব্বাত্মত্বে কারণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অসঙ্গমিতি। ২

তত্ত্বমেতদ্বিজ্ঞানেনৈবাহ—কিং বশেতি। বিষয়াঃ শব্দাদিরূপেণাপি প্রত্যক্ষতো গৃহ্যমাণত্বাদিত্যর্থঃ। ইদংসর্ব্বমেবাহং সমকমিত্যাহ—তস্মাদিতি। বিশেষ-তত্ত্বমজ্ঞানোক্তিং বিনা কিমিতি সামান্যোক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—অসঙ্গ হীতি। তৎস্তিথে মানমাহ—তস্মিন্নিতি। অবগতিপ্রকারমভিনয়তি—ইদমস্মোতি। ইদংসর্ব্বমযো-ময়ত্বং চোপসংহরতি—তেনেত্যাদিনা। পরোক্ষং ব্যাকরোতি—অক্ষঃস্থ ইতি। ব্যবহিতবিষয়ব্যবহারস্থানিতি যাবৎ। ইদানীমিত্যাদ্যুপরিষ্টাদপি তেনেতি সংবধ্যতে। পরোক্ষস্বাবধেপাসীমিত্যুক্তং। তৃতীয়ণা চ প্রকৃতো ব্যবহারো নির্দিশ্যতে। ইতিশব্দঃ সর্ব্বময়ত্বোপসংহারার্থঃ। ৩

বিজ্ঞানময়াদিবাক্যার্থং সংক্ষিপতি—সংক্ষেপতস্ত্বিতি। করণচরণযোরৈক্যেন শৌনকত্বাশঙ্ক্যাহ—করণং নামেতি। আদিশব্দঃ শিষ্টাচারসংগ্রহার্থঃ। বাক্যান্তরং শঙ্কোত্তরত্বেনোত্থাপ্য ব্যাচষ্টে—তাস্মীলোত্যাদিনা। কুত্র ভবি ইচ্ছালাভমনুভবতে, তত্রাহ—তাস্মীলো ইতি। পূর্ব্বপক্ষমুপসংহরতি—তত্রে-ত্যাদিনা। কর্ম্মণঃ সংসারকারণত্বমুপসংহরতি এতৎপ্রযুক্তো হীতি। সংসার-প্রযোজকে কর্ম্মণি প্রমাণমাহ—তদ্বিষয়ে হীতি। কথং যথোক্তকর্ম্মবিষয়ং বিধিনিষেধয়োরিত্যাশঙ্ক্যাহ অতএবেতি। ইতিশব্দঃ পূর্ব্বপক্ষসমাপ্ত্যর্থঃ। ৪

সিদ্ধান্তমবতারয়তি—অথো ইতি। সংসারকারণত্বাজ্ঞানস্য প্রাধান্যেন কামঃ সহ-কারীতি স্বসিদ্ধান্তং সমর্থয়তে—সত্যামিত্যাদিনা। কামাভাবেঽপি কর্ম্মণঃ সত্ত্বং দৃষ্ট-মিত্যাশঙ্ক্যাহ—কামপ্রহাণে ত্বিতি। সত্ত্ব কামাভাবেঽপি বিত্যাদ্যনুষ্ঠানাৎ পুণ্যাপুণ্যে সঞ্চীয়েতে, তত্রাহ—উপচিতে ইতি। যো হি পশুপুত্রস্বর্গাদীননভিলষন্নকামঃ সন্ত্-মানঃ তানেব কাময়তে, স তত্তদ্যোগ্যভূমৌ তত্তৎকামসংযুক্তো ভবতীত্যাপস্তম্বশ্রুতেরর্থঃ। শ্রুতিযুক্তিসিদ্ধমর্থং নিগময়তি—তস্মাদিতি। ধর্ম্মাদিমত্ত্বস্যাপি সত্যাদবধারণাদুপপত্তি-মাশঙ্ক্যাহ—যদিতি। ৫

স বা এষ মহানিত্যাদি ব্যাচষ্টে—যস্মাদিত্যাদিনা। যস্মাদিত্যাদ্য তস্মাদিতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। ইতিশব্দো ব্রাহ্মণসমাপ্ত্যর্থঃ। ১২৫। ৭॥

ভাষ্যানুবাদ। যে আত্মা এইরূপে পরলোকে প্রয়াণ করে, সেই আত্মা ব্রহ্মই—পরমাত্মাই—যিনি অশনায়াদি ধর্ম্মের অতীত; সেই আত্মা বিজ্ঞানময়—বিজ্ঞান অর্থ—বুদ্ধি, বুদ্ধিতে লক্ষিত হয় বলিয়া আত্মা বিজ্ঞান-ময়; অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে যে, 'আত্মা কোনটী? না, প্রাণের মধ্যে যাহা এই বিজ্ঞানময়।' বিজ্ঞানময় অর্থ—বিজ্ঞানপ্রায় অর্থাৎ ঠিক বিজ্ঞানেরই মত; যেহেতু

আত্মধর্ম্মরূপে বিজ্ঞানের প্রতীতি হয়, সেই হেতুই ইহার বিজ্ঞানময়ত্ব; শ্রুতি বলিতেছেন, 'যেন ধ্যানই করে, যেন চেষ্টাই করে'। এইপ্রকার মনোময়—মনের সহিত সান্নিধ্য থাকায় আত্মা মনোময় হয়; সেই প্রকার প্রাণময়—প্রাণ অর্থ—পঞ্চবৃত্তি প্রাণ, তাহার সহিত সম্বন্ধ বশতঃ আত্মা তন্ময় হয়; যাহার ফলে চেতন আত্মা ক্রিয়াশীল বলিয়াই যেন প্রতীত হইয়া থাকে; এইরূপ, রূপ দর্শনকালে চক্ষুর্ময় এবং শব্দ শ্রবণ সময়ে শ্রোত্রময় হয়। এই-প্রকার যখন যে ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার প্রাদুর্ভূত হয়, তখন সেই সেই ইন্দ্রিয়ের সহিতই তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়। ১

এইপ্রকার বুদ্ধি ও প্রাণের সাহায্যে আত্মা চক্ষুঃপ্রভৃতি করণবর্গের সহিত তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া, শেষে শরীরোৎপাদক পৃথিবীপ্রভৃতি ভূতময়ও হইয়া থাকে। তন্মধ্যে পার্থিব শরীরোৎপত্তিতে আত্মা পৃথিবীময় হয়; এইরূপ বরুণলোকপ্রভৃতি বিভিন্নস্থানে—জলীয় শরীর সৃষ্টিতে আপোময় হয়; বায়বীয় শরীর সৃষ্টিতে বায়ুময় হয়; এইপ্রকার আকাশাত্মক শরীরোৎপত্তিতে আকাশময়, তৈজস দেবশরীরসৃষ্টিতে তেজোময় হয়, তদ্ভিন্ন পশুপ্রভৃতির শরীর এবং নরক ও প্রেতাদি শরীরও অতেজোময়; সেই সমস্ত দেহকে লক্ষ্য করিয়া অতেজোময় বলা হইয়াছে। ২

এইপ্রকার, আত্মা দেহেন্দ্রিয়সংঘাতের সহিত তন্ময়তা প্রাপ্ত হইবার পর, ভবিষ্যতে যে ভাব লাভ করিবে, জ্ঞানদৃষ্টিতে তাহা অবলোকন করত 'আমি ইহা পাইয়াছি, আমি অমুক ভাব পাইব' এইপ্রকার ভ্রান্তবুদ্ধিবশে তদ্বিষয়ে অভিলাষী হইয়া কামময় হয়। পুরুষের চিত্ত আবার সেই কামনাতেও দোষ দর্শন করিয়া সেই কামনা-দোষের অপগমে প্রসন্ন, কলুষতাশূন্য ও প্রশান্ত হয়; চিত্ত তখন তন্ময়—অকামময় হয়। কোন কারণে যদি সেই কাম বা অভিলাষ ব্যাহত হয়, তাহা হইলে সেই কামই আবার ক্রোধাকারে পরিণত হয়; সেই জন্য তন্ময়তা লাভ করিয়া ক্রোধময় হয়; সেই ক্রোধও আবার যখন কোন উপায়ে নিবারিত হয়, তখন তাহার চিত্ত প্রসন্ন ও অব্যাকুল হওয়ায় অক্রোধময় বলিয়া কথিত হয়; এই জন্য পুরুষ তখন তন্ময় (অক্রোধময়) হয়। এইরূপ কাম ও ক্রোধে এবং অকাম ও অক্রোধে তন্ময়তা লাভ করত পুরুষ ধর্ম্মময় এবং অধর্ম্মময়ও হইয়া থাকে; কেন না, 'লোক যে কোন কর্ম্ম করে, সে সমুদয়ই কামের চেষ্টা বা কামনার ফল' ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য হইতে জানা যায় যে,

কাম ক্রোধাদি ব্যতিরেকে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না। ধর্ম্মময় ও অধর্ম্মময় হইয়া সর্ব্বময় হয়; যাহা কিছু ব্যক্ত জগৎ—জাগতিক পদার্থ, সে সমুদয়ই ধর্ম্মাধর্ম্মের কার্য্য বা ফল, অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলভোগের জন্যই এই দৃশ্যমান জগতের অভিব্যক্তি হইয়াছে; সুতরাং জগৎকে ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল বলা যাইতে পারে; পুরুষ তাহা প্রাপ্ত হইয়া তন্ময় হইয়া থাকে। ৩

আর অধিক কথায় প্রয়োজন কি, পুরুষের এই ভাব চিরপ্রসিদ্ধ; পুরুষ যেহেতু ইদম্ময়—ইন্দ্রিয় যে সমুদয় বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে, তন্ময় হয়, সেই হেতুই পুরুষ অদোময়ও বটে; 'অদস্' অর্থ পরোক্ষ বস্তু, যাহা কার্য্য দেখিয়া জানিতে পারা যায়; কারণ, হৃদয়ের ভাব (চিন্তা বিশেষ) অনন্ত, সে সমুদয়ের বিশেষভাবে নাম নির্দ্দেশ করা সম্ভব হয় না; তবে উপস্থিতমতে বিশেষ বিশেষ কার্য্য দর্শনে বুঝিতে পারা যায় যে, ইহার হৃদয়ে এই ভাব আছে, ইহার হৃদয়ে অমুক ভাব আছে; অতএব প্রতীতি-গোচরাপন্ন কার্য্য দ্বারাই 'ইদম্ময়' রূপে নির্দ্দেশ করা হয়, আর অন্তঃকরণস্থ পরোক্ষব্যবহার-গোচর বস্তুকে 'অদোময়' রূপে প্রকাশ করা হয়। ৪

সংক্ষেপতঃ [বলা যায় যে,] যে পুরুষ যেরূপ কর্ম্ম করিতে বা যেরূপ আচরণ করিতে অভ্যস্ত, সেই পুরুষ যথাকারী ও যথাচারী; তদ্বিষয়ে তিনি স্বীয় কর্ম্ম ও আচারানুরূপ হইয়া থাকেন। [যথাকারী কথার] করণ অর্থ—বিধি-নিষেধ শাস্ত্রগম্য নিয়ত বা অবশ্যকর্ত্তব্য ক্রিয়া, আর চরণ অর্থ—অনিয়ত অর্থাৎ যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য নহে, এরূপ ক্রিয়া; উক্ত ক্রিয়া ও আচারের মধ্যে এইরূপ পার্থক্য রহিয়াছে। 'সাধুকারী সাধুঃ ভবতি' (উত্তম কার্য্যকারী উত্তম হয়), এ কথাটী 'যথাকারী' কথারই বিশেষণ বা অর্থপ্রকাশক মাত্র; এবং 'পাপকারী পাপঃ ভবতি' (পাপকর্ম্মকারী পাপী হয়) এই কথাটীও যথাচারী কথার বিশেষণ। এখানে 'যথাকারী ও যথাচারী' প্রভৃতি বাক্যে তাচ্ছীল্য প্রত্যয় থাকায় (১) আশঙ্কা হইতে পারে যে, অত্যন্ত তৎপরতাই (অত্যন্ত

(১) তাৎপর্য্য—কাহারও স্বভাবসিদ্ধ ক্রিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত কতকগুলি কৃৎপ্রত্যয়ের বিধান আছে; সেই প্রত্যয়গুলিকে তাচ্ছীল্য প্রত্যয় বলে। যেমন সুরা পান করা যাহার স্বভাব, তাহাকে বলে, সুরাপায়ী, প্রাণিহত্যা করা যাহার স্বভাব, তাহাকে বলে 'ঘাতুক' ইত্যাদি। এখানে সাধুকর্ম্ম করাই যাহার স্বভাব, তিনি সাধুকারী; সুতরাং দুই একবার সাধুকর্ম্ম করিলেই সাধুকারী বলিতে পারা যায় না; এই আশঙ্কায় বলিলেন 'পুণ্য' ইত্যাদি।

অভিনিবেশই) তন্ময়ত্ব, শুধু ভাল মন্দ কর্ম্ম মাত্র নহে ; সেই আশঙ্কা নিরাসের নিমিত্ত বলিতেছেন—'পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা পুণ্য (শুভফলভাগী) হয়, আর পাপকর্ম্ম দ্বারা পাপ (নিকৃষ্টফলভাগী) হয়'। বিশেষ এই যে, শুধু পুণ্য ও পাপকর্ম্ম দ্বারাই তন্ময়ত্ব হইতে পারে সত্য, কিন্তু তাহাতে তাঙ্কাল্য হইলে অর্থাৎ সেই পুণ্য ও পাপকর্ম্ম স্বভাবে পরিণত হইলে তন্ময়তার পরিপুষ্টি ঘটিয়া থাকে। কামক্রোধাদি দোষ সহকারে যে, পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান, তাহাই জীবের সর্ব্বময়ত্বের কারণ এবং সংসার প্রাপ্তি ও দেহান্তর সঞ্চরণের কারণ ; কেন না, কামক্রোধাদি সহকৃত কর্ম্মের প্রেরণাবশেই জীব এক দেহের পর অন্য দেহ ধারণ করিয়া থাকে। অতএব পুণ্যাপুণ্যই সংসার-প্রাপ্তির কারণ, বিধি ও নিষেধ শাস্ত্রও এই পুণ্যাপুণ্য বিষয়েই প্রযুক্ত হইয়াছে ; এবং তদ্বিষয়েই শাস্ত্রের সফলতা বা প্রয়োজন। ৫

অপি চ, যাহারা বন্ধ মোক্ষ বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাহারাও বলিয়া থাকেন—যদিও কাম ক্রোধাদি সহকৃত পুণ্য পাপই জীবের শরীর গ্রহণের কারণ সত্য, তথাপি কামনার প্রেরণায়ই লোকে পুণ্য ও পাপ সঞ্চয় করিয়া থাকে ; কামনা পরিত্যাগ করিলে, কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াও পুণ্য বা পাপ জন্মায় না ; পক্ষান্তরে পুণ্যাপুণ্য সঞ্চিত থাকিলেও, যদি কামনারহিত হয়, তাহা হইলে ঐ পুণ্য ও পাপ কোন ফলজনক হয় না, অতএব প্রকৃতপক্ষে কামনাই সংসারের মুখ্য কারণ(১)। আথর্ব্বণ শ্রুতিতেও এই কথা বলা আছে—'যে লোক অভিনিবেশ সহকারে বিবিধ কাম্য বিষয় কামনা করে ; সেই লোক সেই কামনানুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জন্ম গ্রহণ করে' ; অতএব এই পুরুষ অর্থাৎ জীব কামময়ই (কামনাপ্রধানই) বটে ; ইহা ছাড়া যে, অন্যময়তা, তাহা থাকিলেও কোন ফলবিশেষের জনক হয় না ; 'কামময় এব' কথায় ইহাই অবধারিত হইয়াছে। ৬

(১) তাৎপর্য্য—জীবের অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্ম্মই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ ফলের জনক, কামনা তাহার সহকারী কারণ ; কিন্তু কামনা সহকারী হইলেও ফলোৎপাদনে তাহারই প্রাধান্য। তণ্ডুল যেমন অঙ্কুরোৎপত্তির প্রধান কারণ হইয়াও, তুষরহিত হইলে অঙ্কুরোৎপাদনে সমর্থ হয় না ; এই জন্য তুষ নিজে অঙ্কুরোৎপাদক না হইলেও, অঙ্কুরোৎপাদনের প্রধান সহায় ; এইরূপ পুণ্যাপুণ্য কর্ম্ম ফলজনক হইলেও, কামনাই তাহার প্রধান সহায়। কামনার অভাবে কোন কর্ম্মই ফলোৎপাদনে সমর্থ হয় না, এই জন্যই নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিলে তাহা দ্বারা অনুষ্ঠাতা সংসারে আবদ্ধ হয় না।

যেহেতু পুরুষ কামময় হইয়া বিভিন্নরূপ কামনানুসারে যাদৃশ কামনা সম্পন্ন হয়, তাদৃশ সঙ্কল্পবান্ হয়, অর্থাৎ কামনা প্রথমতঃ যে বিষয়ে অতি অল্প মাত্রায় অভিব্যক্ত হয়, পরে তাহাই বিনা বাধায় পরিস্ফুট হইয়া ক্রতুরূপে পরিণত হইয়া থাকে ; ক্রতু অর্থ অধ্যবসায় নিশ্চয়, যাহার পরেই ক্রিয়া আরম্ভ হয়, যে বিষয়ে ক্রতুমান্ হয়, অর্থাৎ যাদৃশ কামনা জনিত ক্রতু দ্বারা পুরুষ যেরূপ ক্রতুসম্পন্ন হয়, সেইরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, যে বিষয়ে ক্রতু হয়, তাহার ফল-সম্পাদনের নিমিত্ত তদুপযুক্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। তাহার পর, যেরূপ কর্ম্ম করে, তদনুরূপ ফল লাভ করিয়া থাকে। [অতএব বুঝা গেল, যে] পুরুষের সর্ব্বময়ত্ব ও সংসারিত্বের প্রতি কামনাই মুখ্য কারণ ॥ ২৯৫ ॥ ৫ ॥

তদেষ শ্লোকো ভবতি,—তদেব সক্তঃ সহ কর্ম্মণৈতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষক্তমস্য। প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ম্। তস্মাল্লোকাৎ পুনরৈত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণ ইতি নু কাময়মানোঽথাকাময়মানো যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামঃ, ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি ॥২৯৬॥৬॥

সম্বন্ধার্থঃ। তৎ (তত্র বিষয়ে) এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) শ্লোকঃ (সংক্ষিপ্তার্থকং বাক্যম্) ভবতি (অস্তি)। [তমেব শ্লোকং নির্দ্দিশতি—] অস্য (পুরুষস্য) লিঙ্গং (সূক্ষ্মং, লিঙ্গশরীরাবয়বং বা) মনঃ, যত্র (যস্মিন্ বিষয়ে) নিষক্তম্ (কামনানুরক্তম্ তন্ময়ম্) [ভবতি], সক্তঃ (আসক্তঃ—) কামনাবান্ পুরুষঃ কর্ম্মণা সহ (কর্ম্মসংস্কারেণ সহ, 'সঃ' ইতি পুরুষবিশেষণং বা) এতৎ (কাম্যং ফলম্) এব এতি (প্রাপ্নোতি)।

অয়ং (সংসারী জীবঃ) ইহ (অস্মিন্ জন্মনি) যৎ কিঞ্চ (যৎ কিমপি কর্ম্ম) করোতি, তস্য কর্ম্মণঃ (কর্ম্মফলস্য) অন্তং (অবসানং) প্রাপ্য, তস্মাৎ (কর্ম্মলব্ধাৎ ভোগস্থানাৎ) পুনঃ অস্মৈ লোকায় (পৃথিবীলোকায়) কর্ম্মণে (কর্ম্ম কর্ত্তুম্) পুনঃ এতি (আগচ্ছতি) ; [কর্ম্মফলভোগায় লোকান্তরং যাতি, তদ্ভোগাবসানে চ পুনঃ কর্ম্মকরণায় এতস্মিন্ লোকে প্রত্যাগচ্ছতীতি ভাবঃ],

ইতি (এবং গত্যাগতৌ) নু (নিশ্চয়ে) কাময়মানঃ (সকামঃ পুরুষ এব) [লভতে]; অথ (অতঃপরম্) অকাময়মানঃ (ফলাকাঙ্ক্ষারহিতঃ পুরুষঃ) [উচ্যতে]—যঃ অকামঃ—নিষ্কামঃ (নাস্তি কামঃ যস্য সঃ), [কথম্ ? যস্মাৎ] আপ্তকামঃ (আপ্তাঃ প্রাপ্তাঃ কামাঃ যেন সঃ), (তদেব কথম্ ? ইত্যাহ—যতঃ] আত্মকামঃ (আত্মৈব তস্য কামাঃ, নান্যঃ, আত্মা তু নিত্যপ্রাপ্ত এব, তস্মাৎ আপ্তকামঃ ইত্যর্থঃ); তস্য (আপ্তকামস্য) প্রাণাঃ ন উৎক্রামন্তি, (দেহত্যাগাৎ পরং ন লোকান্তরং গচ্ছন্তি); [সঃ] ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মস্বরূপ এব) সন্ (ভবন্) ব্রহ্ম অপ্যেতি (অভিন্নতয়া ব্রহ্মণি লীয়তে ইত্যর্থঃ) ॥২৯৬ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ। জীবের পরলোকপ্রাপ্তি সম্বন্ধে এইরূপ একটি শ্লোক আছে—জীবের লিঙ্গ—সূক্ষ্ম অথবা সূক্ষ্মশরীরের অংশ মন যে বিষয়ে নিযুক্ত বা আসক্ত থাকে, সেই কর্ম্মের সংস্কার সহযোগে সেইরূপ ফলই প্রাপ্ত হয়; পুরুষ ইহ লোকে যে কোন শুভাশুভ কর্ম্ম করে, লোকান্তরে সেই কর্ম্মের ফলভোগ শেষ করিয়া, সেই লোক হইতে পুনর্ব্বার কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত ইহলোকে প্রত্যাগমন করে; ইহা হইতেছে কেবল সকাম পুরুষের কথা; অতঃপর কামনারহিত পুরুষের কথা বলা হইতেছে—যে পুরুষ অকাম নিষ্কাম অর্থাৎ ফলাভিলাষশূন্য, এবং নিত্যপ্রাপ্ত আত্মাই তাহার একমাত্র কাম্য হওয়ায়, বাহিরে কোন বিষয়ই তাহার প্রাপ্তব্য থাকে না; এই জন্য তিনি আপ্তকাম, তাহার প্রাণসমূহ উৎক্রমণ করে না, পরন্তু তিনি ব্রহ্ম স্বরূপই বটে; এই জন্য শেষে ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন ॥২৯৬॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তৎ তস্মিন্নর্থে এষ শ্লোকঃ মন্ত্রোঽপি ভবতি। তদেবৈতি তদেব গচ্ছতি। সক্ত আসক্তঃ তত্র উদ্ভূতাভিলাষঃ সন্নিত্যর্থঃ কথমেতি? সহ কর্ম্মণা, যৎ কর্ম্ম ফলাসক্তঃ সন্ অকরোৎ, তেন কর্ম্মণা সহৈব তদেতি—তৎ ফলম্ এতি। কিং তৎ? লিঙ্গং মনঃ—মনঃপ্রধানত্বাৎ লিঙ্গস্য মনঃ লিঙ্গম্ ইত্যুচ্যতে; অথবা লিঙ্গ্যতে অবগম্যতে অবগচ্ছতি যেন, তৎ লিঙ্গম্; তৎ মনঃ যত্র যস্মিন্ নিষক্তম্—নিশ্চয়েন সক্তম্ উদ্ভূতাভিলাষম্, অস্য সংসারিণঃ, তদভিলাষো হি তৎ কর্ম্ম কৃতবান্, তস্মাৎ তস্মিনোঽভিষঙ্গবশাদেব অস্য তেন কর্ম্মণা তৎফলপ্রাপ্তিঃ, তেনৈতৎ সিদ্ধং ভবতি—

কামো মূলং সংসারস্যেতি। অত উৎসন্নকামস্য বিদ্যমানান্যপি কর্ম্মাণি ব্রহ্মবিদো বন্ধ্যাপ্রসবানি ভবন্তি; "পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ" ইতি শ্রুতেঃ। ১

কিঞ্চ, প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণঃ—প্রাপ্য ভুক্ত্বা অন্তম্ অবসানং যাবৎ, কর্ম্মণঃ ফলপরিসমাপ্তিং কৃত্বেত্যর্থঃ। কস্য কর্ম্মণোঽন্তং প্রাপ্যোত্যুচ্যতে—তস্য, যৎ কিঞ্চ ইহ অস্মিন্ লোকে করোতি নির্ব্বর্ত্তয়তি অয়ম্. তস্য কর্ম্মণঃ ফলং ভুক্ত্বা অন্তং প্রাপ্য, তস্মাৎ লোকাৎ পুনঃ ঐতি আগচ্ছতি অস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে—অয়ং হি লোকঃ কর্ম্মপ্রধানঃ, তেনাহ—'কর্ম্মণে' ইতি—পুনঃ কর্ম্মকরণায়; পুনঃ কর্ম্ম কৃত্বা ফলসঙ্গবশাৎ পুনরমুং লোকং যাতি ইত্যেবম্। ইতি নু এবং নু কাময়মানঃ সংসরতি। যস্মাৎ কাময়মান এব এবং সংসরতি, অথ তস্মাৎ, অকাময়মানঃ ন কচিৎ সংসরতি। ফলাসক্তস্য হি গতিরুক্তা; অকামস্য হি ক্রিয়ানুপপত্তেঃ অকাময়মানো মুচ্যতে এব ২

কথং পুনরকাময়মানো ভবতি? যঃ অকামো ভবতি, অসাবকাময়মানঃ। কথমকামতেত্যুচ্যতে—যো নিষ্কামঃ, যস্মান্নির্গতাঃ কামাঃ, সোঽয়ং নিষ্কামঃ। কথং কামা নির্গচ্ছন্তি? য আপ্তকামো ভবতি, আপ্তাঃ কামা যেন, স আপ্তকামঃ। কথমাপ্যন্তে কামাঃ? আত্মকামত্বেন, যস্যাত্মৈব নান্যঃ কাময়িতব্যো বস্ত্বন্তরভূতঃ পদার্থো ভবতি; আত্মৈব অনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন একরসঃ নোর্দ্ধং ন তির্য্যগ্ নাধঃ আত্মনোঽন্যৎ কাময়িতব্যং বস্ত্বন্তরম্—যস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ, শৃণুয়াৎ মন্বীত, বিজানীয়াদ্বা—এবং বিজানন্ কং কাময়েত? জ্ঞায়মানো হি অন্যত্বেন পদার্থঃ কাময়িতব্যো ভবতি, ন চাসাবন্যো ব্রহ্মবিদ আপ্তকামস্যাস্তি। য এবাত্মকামতয়া আপ্তকামঃ, স নিষ্কামঃ অকামঃ, অকাময়মানশ্চেতি মুচ্যতে। ন হি যস্যাত্মৈব সর্ব্বং ভবতি, তস্যানাত্মা কাময়িতব্যোঽস্তি; অনাত্মা চান্যঃ কাময়িতব্যঃ, সর্ব্বঞ্চাত্মৈবাভূদিতি বিপ্রতিষিদ্ধম্। সর্ব্বাত্মদর্শিনঃ কাময়িতব্যাভাবাৎ কর্ম্মানুপপত্তিঃ। ৩

যে তু প্রত্যবায়পরিহারার্থং কর্ম্ম কল্পয়ন্তি ব্রহ্মবিদোঽপি, তেষাং নাত্মৈব সর্ব্বং ভবতি, প্রত্যবায়স্য জিহাসিতব্যস্য আত্মনোঽন্যস্যাভিপ্রেতত্বাৎ। যেন চ অশনায়াদ্যতীতো নিত্যং প্রত্যবায়াসম্বন্ধো বিদিত আত্মা, তং বয়ং ব্রহ্মবিদং ব্রূমঃ। নিত্যমেব অশনায়াদ্যতীতমাত্মানং পশ্যতি; যস্মাৎ চ জিহাসিতব্যমন্যমুপাদেয়ং বা যো ন পশ্যতি, তস্য কর্ম্ম ন শক্যত এব সম্বন্ধুম্। যস্ত অব্রহ্মবিৎ

তস্য ভবত্যেব প্রত্যবায়পরিহারার্থং কর্ম্মেতি ন বিরোধঃ। ততঃ কামাভাবাদ্ অকাময়মানো ন জায়তে, মুচ্যত এব। ৪

তস্য এবমকাময়মানস্য কর্ম্মাভাবে গমনকারণাভাবাৎ, প্রাণা বাগাদয়ঃ, ন উৎক্রামন্তি ন ঊর্দ্ধং ক্রামন্তি দেহাৎ; স চ বিদ্বান্ আপ্তকামঃ, আত্মকামতয়া ইহৈব ব্রহ্মভূতঃ। সর্ব্বাত্মনো হি ব্রহ্মণো দৃষ্টান্তত্বেন প্রদর্শিতমেতদ্রূপম্—"তদ্বা অস্যৈতদাপ্তকামমাত্মকামমকামং রূপম্" ইতি; তস্য হি দার্ষ্টান্তিকভূতোঽয়মর্থ উপসংহ্রিয়তে 'অথাকাময়মানঃ' ইত্যাদিনা। ৫

স কথমেবম্ভূতো মুচ্যত ইত্যুচ্যতে—যো হি সুষুপ্তাবস্থমিব নির্ব্বিশেষমদ্বৈতম্ অলুপ্তচিদ্রূপজ্যোতিঃস্বভাবম্ আত্মানং পশ্যতি, তস্যৈবাকাময়মানস্য কর্ম্মাভাবে গমনকারণাভাবাৎ প্রাণাঃ বাগাদয়ঃ ন উৎক্রামন্তি; কিন্তু বিদ্বান্ স ইহৈব ব্রহ্ম, যদ্যপি দেহবানিব লক্ষ্যতে; স ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি। যস্মাৎ ন হি তস্যাব্রহ্মত্বপরিচ্ছেদহেতবঃ কামাঃ সন্তি, তস্মাদিহৈব ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি, ন শরীরপাতোত্তরকালম্। ন হি বিদুষো মৃতস্য ভাবান্তরাপত্তিঃ জীবতোঽন্যো ভাবঃ, দেহান্তরপ্রতিসন্ধানাভাবমাত্রেণৈব তু ব্রহ্মাপ্যেতীত্যুচ্যতে। ৬

ভাবান্তরাপত্তৌ হি মোক্ষস্য সর্ব্বোপনিষদ্বিবক্ষিতোঽর্থঃ—আত্মৈকত্বাখ্যঃ, স বাধিতো ভবেৎ; কর্ম্মহেতুকশ্চ মোক্ষঃ প্রাপ্নোতি, ন জ্ঞাননিমিত্ত ইতি; স চানিষ্টঃ; অনিত্যত্বঞ্চ মোক্ষস্য প্রাপ্নোতি; ন হি ক্রিয়ানির্বৃত্তোঽর্থো নিত্যো দৃষ্টঃ। নিত্যশ্চ মোক্ষোঽভ্যুপগম্যতে, 'এষ নিত্যো মহিমা' ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ। ন চ স্বাভাবিকাৎ স্বভাবাদন্যৎ নিত্যং কল্পয়িতুং শক্যম্; ন হি অগ্নেরৌষ্ণ্যং প্রকাশো বা অগ্নিব্যাপারানন্তরানুভাবী; অগ্নিব্যাপারানুভাবী, স্বাভাবিকশ্চেতি বিপ্রতিষিদ্ধম্। ৭

জ্বলনব্যাপারানুভাবিত্বম্ উষ্ণ-প্রকাশয়োরিতি চেৎ; ন, অন্যোপলব্ধিব্যবধানাপগমাভিব্যক্ত্যপেক্ষত্বাৎ; জ্বলনাদিপূর্ব্বকম্ অগ্নিঃ উষ্ণপ্রকাশগুণাভ্যামভিব্যজ্যতে, তৎ ন অগ্ন্যপেক্ষয়া, কিং তর্হি, অন্যদৃষ্টেঃ অগ্নেরৌষ্ণ্য-প্রকাশৌ ধর্ম্মৌ ব্যবহিতৌ, কস্যচিদ্ দৃষ্ট্যা তু অসম্বধ্যমানৌ, জ্বলনাপেক্ষয়া ব্যবধানাপগমে দৃষ্টেরভিব্যজ্যেতে; তদপেক্ষয়া ভ্রান্তিরুপজায়তে—জ্বলনপূর্ব্বকাবেতৌ উষ্ণপ্রকাশৌ ধর্ম্মৌ জাতাবিতি। যদি উষ্ণপ্রকাশয়োরপি স্বাভাবিকত্বং ন স্যাৎ, যঃ স্বাভাবিকোঽগ্নের্ধর্ম্মঃ, তমুদাহরিষ্যামঃ; ন চ স্বাভাবিকো ধর্ম্ম এব নাস্তি পদার্থানামিতি শক্যং বক্তুম্। ৮

ন চ নিগড়ভঙ্গ ইব অভাবভূতো মোক্ষঃ বন্ধননিবৃত্তিরূপপদ্যতে, পরমাত্মৈকত্বাভ্যুপগমাৎ, "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইতি শ্রুতেঃ ; ন চান্যো বদ্ধোঽস্তি, যস্য নিগড়নিবৃত্তিবৎ বন্ধননিবৃত্তির্মোক্ষঃ স্যাৎ ; পরমাত্মব্যতিরেকেণ অন্যস্যাভাবং বিস্তরেণ অবাদিষ্ম। তস্মাদবিদ্যানিবৃত্তিমাত্রে মোক্ষব্যবহার ইতি চাবোচাম, যথা রজ্জ্বাদৌ সর্পাদিজ্ঞাননিবৃত্ত্যা সর্পাদিনিবৃত্তিরিতি। ৯

যেঽপি আচক্ষতে—মোক্ষে বিজ্ঞানাত্মরূপম্ আনন্দাত্মরূপং চ অভিব্যজ্যত ইতি, তৈর্বক্তব্যঃ অভিব্যক্তিশব্দার্থঃ। যদি তাবৎ অলৌকিকো্য উপলব্ধিবিষয়ব্যাপ্তিরভিব্যক্তিশব্দার্থঃ, ততো বক্তব্যম্—কিং বিদ্যমানমভিব্যজ্যতে ? অবিদ্যমানমিতি বা ? বিদ্যমানঞ্চেৎ, যস্য মুক্তস্য তদভিব্যজ্যতে, তস্যাত্মভূতমেব তৎ, ইত্যুপলব্ধিব্যবধানানুপপত্তেঃ নিত্যাভিব্যক্তত্বাৎ 'মুক্তস্যাভিব্যজ্যতে' ইতি বিশেষবচনমনর্থকমেব। অথ কদাচিদেবাভিব্যজ্যতে, উপলব্ধিব্যবধানাৎ অনাত্মভূতং তৎ-ইতি অন্যতোঽভিব্যক্তিপ্রসঙ্গঃ ; তথা চাভিব্যক্তিসাধনাপেক্ষতা। উপলব্ধি-সমানাশ্রয়ত্বে তু ব্যবধানকল্পনানুপপত্তেঃ সর্ব্বদা অভিব্যক্তিঃ অনভিব্যক্তির্বা ; ন তু অন্তরালকল্পনায়াং প্রমাণমস্তি। ন চ সমানাশ্রয়াণামেকস্যাত্মভূতানাং ধর্ম্মাণাম্ ইতরেতরবিষয়বিষয়িত্বং সম্ভবতি ; বিজ্ঞান-সুখয়োশ্চ প্রাগভিব্যক্তেঃ সংসারিত্বম্, অভিব্যক্ত্যুত্তরকালঞ্চ মুক্তত্বং যস্য, সোঽন্যঃ পরস্মাৎ নিত্যাভিব্যক্তজ্ঞানস্বরূপাৎ অত্যন্তবৈলক্ষণ্যাৎ, শৈত্যমিবৌষ্ণ্যাৎ। পরমাত্মভেদকল্পনায়াঞ্চ বৈদিকঃ কৃতান্তঃ পরিত্যক্তঃ স্যাৎ। ১০

মোক্ষস্য ইদানীমিব নির্বিশেষত্বে তদর্থাধিকযত্নানুপপত্তিঃ শাস্ত্রবৈয়র্থ্যং চ প্রাপ্নোতীতি চেৎ ; ন, অবিদ্যাভ্রমাপোহার্থত্বাৎ। ন হি বস্তুতো মুক্তামুক্তত্ববিশেষোঽস্তি, আত্মনো নিত্যৈকরূপত্বাৎ ; কিন্তু তদ্বিষয়া অবিদ্যা অপোহ্যতে শাস্ত্রোপদেশজনিতবিজ্ঞানেন ; প্রাক্ তদুপদেশপ্রাপ্তেঃ তদর্থশ্চ প্রযত্ন উপপদ্যত এব। অবিদ্যাবতঃ অবিদ্যানিবৃত্ত্যনিবৃত্তিকৃতো বিশেষ আত্মনঃ স্যাদিতি চেৎ ; ন, অবিদ্যাকল্পনাবিষয়ত্বাভ্যুপগমাৎ ; রজ্জূষরশুক্তিকাগগনানাং সর্পোদকরজতমলিনত্বাদিবৎ, অদোষ ইত্যবোচাম। ১১

তিমিরাতিমিরদৃষ্টিবৎ অবিদ্যাকর্তৃত্বাকর্তৃত্বকৃত আত্মনো বিশেষঃ স্যাদিতি চেৎ ; ন, "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" ইতি স্বতোঽবিদ্যাকর্তৃত্বস্য প্রতিষিদ্ধত্বাৎ ; অনেকব্যাপারসন্নিপাতজনিতত্বাচ্চ অবিদ্যাভ্রমস্য ; বিষয়ত্বোপপত্তেশ্চ ; যস্য চাবিদ্যাভ্রমো ঘটাদিবদ্বিবিক্তো গৃহ্যতে, স নাবিদ্যাভ্রমবান্। অহং ন জানে

মুক্তোঽস্মীতি প্রত্যয়দর্শনাৎ অবিদ্যাশ্রয়ত্বমেবেতি চেৎ ; ন, তস্যাপি বিবেক-গ্রহণাৎ ; ন হি যো যস্য বিবেকেন গ্রহীতা, স তস্মিন্ ভ্রান্ত ইত্যুচ্যতে ; তস্য চ বিবেকগ্রহণম্ ; তস্মিন্নেব চ ভ্রম ইতি বিপ্রতিষিদ্ধম্। ন জানে মুক্তোঽস্মীতি দৃশ্যতে ইতি ব্রবীষি—তদ্দর্শিনশ্চ অজ্ঞানং মুক্তরূপতা দৃশ্যতে—ইতি চ তদ্দর্শনস্য বিষয়ো ভবতি কর্ম্মতামাপন্নত ইতি, তৎ কথং কর্ম্মভূতং সৎ কর্ত্তৃস্বরূপ-দৃশিবিশেষণম্ অজ্ঞান-মুক্ততে স্যাতাম্ ? ১২

অথ দৃশিবিশেষণত্বং তয়োঃ, কথং কর্ম্ম স্যাতাম্ ?—দৃশিনা ব্যাপ্যেতে ? কর্ম্ম হি কর্ত্তৃ-ক্রিয়য়া ব্যাপ্যমানং ভবতি, অন্যচ্চ ব্যাপ্যম্ অন্যদ্ব্যাপকম্ ; ন তেনৈব তদ্ব্যাপ্যতে ; বদ কথমেবংসতি অজ্ঞান মুক্ততে দৃশিবিশেষণে স্যাতাম্?১২

ন চ অজ্ঞানবিবেকদর্শী অজ্ঞানম্ আত্মনঃ কর্ম্মভূতমুপলভমান উপলব্ধৃ-ধর্ম্মত্বেন গৃহ্নাতি, শরীরে কার্শ্যরূপাদিবৎ। তথা সুখদুঃখেচ্ছাপ্রযত্নাদীন্ সর্ব্বো লোকো গৃহ্নাতীতি চেৎ ; তথাপি গ্রহীতুর্লৌকিকস্য বিবিক্ততৈ-বাভ্যুপগতা স্যাৎ। ন জানেঽহং ত্বত্তঃ মূঢ় এবেতি চেৎ ; ভবতু অজ্ঞো মূঢ়ঃ, যস্ত এবংদর্শী, তং জ্ঞমমূঢ়ং প্রতিজানীমহে বয়ম্। তথা ব্যাসেনোক্তম্, ইচ্ছাদি কৃৎস্নং ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী প্রকাশয়তীতি, "সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্। বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি" ইত্যাদি শতশ উক্তম্। তস্মাদাত্মনঃ স্বতো বদ্ধমুক্তজ্ঞানাজ্ঞানকৃতো বিশেষোঽস্তি, সর্ব্বদা সমৈকরসস্বাভাব্যাভ্যুপগমাৎ। ১৩

যে তু অতোঽন্যথা আত্মবস্তু পরিকল্প্য বন্ধমোক্ষশাস্ত্রঞ্চ অর্থবাদমাপাদয়ন্তি, তে উৎসহন্তে—খেঽপি শাকুনং পদং দ্রষ্টুম্ ; খং বা মুষ্টিনা আক্রষ্টুম্, চর্ম্ম-বদ্বেষ্টিতুম্ ; বয়ন্তু তৎ কর্ত্তুমশক্তাঃ, সর্ব্বদা সমৈকরসমদ্বৈতমবিক্রিয়মজমজরম-মরমমৃতমভয়মাত্মতত্ত্বং ব্রহ্মৈবাস্মীত্যেষঃ—সর্ব্ববেদান্তনিশ্চিতোঽর্থঃ—ইত্যেবং প্রতিপদ্যামহে। তস্মাদ্ব্রহ্মাপেতীত্যুপচারমাত্রমেতৎ বিপরীতগ্রহবদ্দেহসন্ততে-র্বিচ্ছেদমাত্রং বিজ্ঞানফলমপেক্ষ্য ॥ ২৯৬ ॥ ৬ ॥

টীকা। তত্রেতি শক্তবাক্যপরামর্শঃ, তদেব শক্তবাঃ কলং বিশেষতো জ্ঞাতুং পৃচ্ছতি—কিংতদিতি। প্রতীকমাদায় ব্যাচষ্টে—লিঙ্গমিতি। যোঽবগচ্ছতি স প্রমাত্রাদিসাক্ষী যেন সাক্ষোণ মনসাবগম্যতে, তস্মৈ 'লিঙ্গমিতি,পক্ষান্তরমাহ—অথবেতি। বাগিন্দ্রিয়ন্তরেন সংসারিণো মনঃ সক্তং, তদ্ফলপ্রাপ্তৌ'গুপ্তত্বেতি সম্বন্ধঃ। তদেবোপপাদয়তি—তদাসক্তমাস্যো হীতি। পূর্ব্বার্দ্ধার্থমুপসংহরতি—তেনেতি। কাম্য সংসারমূলত্বে সত্যর্থাসিদ্ধমর্থমাহ—অত ইতি। যদ্বাপ্রদত্তং নিষ্কলত্বম্। পর্য্যাপ্তকামস্য প্রাপ্তপরম-পুরুষার্থত্বেতি যাবৎ। কৃতাত্মনঃ শুদ্ধবুদ্ধেবিদিতসত্ত্বস্যেত্যর্থঃ। ইহেতি জীবদবস্থোক্তি। ১

কামপ্রধানঃ সংসরতি চেৎ কর্ম্মফলভোগানন্তরং কামাভাবান্ মুক্তিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—কিং চেতি। ইতশ্চ সংসারস্য কামপ্রধানত্বমাশ্রয়িতব্যমিত্যর্থঃ। যাবদবসানং তাবদ্ভুঙ্ক্তেতি সম্বন্ধঃ। উক্তমেব সংক্ষিপতি—কর্ম্মণ ইতি। ইত্যেবং পারম্পর্য্যেণ সংসরণাদৃতে জ্ঞানান্ ন মুক্তিরিতি শেষঃ। সংসারপ্রকরণমুপসংহরতি—ইতি ন্বিতি। অবধারণস্য দার্ষ্টান্তিকং বন্ধং প্রবন্ধেন দর্শয়িত্বা মুমুক্ষোস্তু দার্ষ্টান্তিকং মোক্ষং বক্তুং যথেত্যাদি বাক্যং। তত্রাথশব্দার্থমাহ—যস্মাদিতি। ২

কামরহিতস্য সংসারাভাবং সাধয়তি—অকাময়মান ইতি। বিদুষো নিষ্কামস্য ক্রিয়ারাহিত্যো নৈষ্কর্ম্ম্যমত্র সিদ্ধমিতি ভাবঃ। অকাময়মানত্বে প্রশ্নপূর্ব্বকং হেতুমাহ—কথমিত্যাদিনা। বাহ্যেষু শব্দাদিষু বিষয়েষ্বাসঙ্গরাহিত্যাদকাময়মানত্বেত্যর্থঃ। অকামত্বে হেতুমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমাহ—কথমিতি। বাসনারূপকামাভাবাদকামত্বেত্যর্থঃ। নিষ্কামত্বে প্রশ্নপূর্ব্বকং হেতুমুখ্যাপয়্যাচষ্টে কথমিতি। প্রাপ্তপরমানন্দত্বান্নিষ্কামত্বেত্যর্থঃ। আপ্তকামত্বে হেতুমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমাহ কথমিত্যাদিনা। হেতুমেব সাধয়তি যস্মেতি। তস্য মুক্তস্যাপ্তকামত্বমিতি শেষঃ। উক্তমর্থং প্রমাণপ্রদর্শনার্থং প্রপঞ্চয়তি—আত্মৈবেতি। কামরহিতস্যাভাবং ব্রহ্মবিদঃ শ্রুত্যবষ্টম্ভেন সাধয়তি—যস্মেতি। ইতি বিদ্যাবতঃ যস্য বিদুষোঽস্তি সোঽন্যমবিজানন্ ন কিঞ্চিদপি কাময়েতেতি যোজনা। পদার্থোঽস্য যেনাবিদ্যাতোঽপি কাময়িতব্যঃ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ—জায়মানো হীতি। অনুভূতে স্মরণবিপরিবর্ত্তিনি স্বনিরূপ্যাদিত্যর্থঃ। অন্যত্বেন জায়মানত্বে পদার্থো বিদুষোঽপি কাময়িতব্যঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি আপ্তকামস্য ব্রহ্মবিদো দর্শিতত্বাৎ কাময়িতব্যাভাবে মুক্তিঃ সিদ্ধেত্যুপসংহরতি—স এবেতি। কথং কাময়িতব্যাভাবোঽনাত্মবস্তুবাহুল্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। সর্ব্বস্বরূপস্য কাময়িতুঃ চ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অনাত্মা চেতি। যথেত্যাদিবাক্যোক্তমর্থমুক্তান্যনিষ্কর্ষং কথয়তি—সর্ব্বাত্মদর্শিন ইতি। ৩

কর্ম্মজড়ানাং মতমুপাপাদ্য শ্রুতিবিরোধেন প্রত্যাচষ্টে—যে ত্বিতি। ব্রহ্মবিদি প্রত্যবায়প্রাপ্তিমঙ্গীকৃত্যোক্তবিনাশীং তৎপ্রাপ্তিরেব তস্মিন্নাস্তীত্যাহ—যেন চেতি। যথোক্তস্যাপি ব্রহ্মবিদো বিহিতত্যাগেন নিত্যাদ্যননুষ্ঠানং স্যাদিতি চেত্তত্রাহ—নিত্যমেবেতি। যো হি সদৈব সংসারিণমাত্মানমনুভবতি, ন চ কেবলমেবং ব্রাহ্মণোঽন্যং পশ্যতি। সম্যগেবং, তস্মাৎ তস্য কর্ম্ম সংস্পৃষ্টং যোগ্যম্। যথোক্তব্রহ্মবিদস্তু কর্ম্মাধিকারহেত্বভাবাদপ্রবৃত্তিতব্যাদিত্যর্থঃ। কর্ম্মসম্বন্ধস্তর্হি কস্যেত্যাশঙ্ক্যাহ—যস্ত্বিতি। ন বিরোধো বিধিকাণ্ডস্যেতি শেষঃ। ব্রহ্মার্থিভ্যাং সিদ্ধমর্থমুপসংহরতি—অত ইতি। বিদ্যাবত্ত্বাদিত্যেতৎ। কামাভাবাৎ কর্ম্মাভাবাচ্চেতি দ্রষ্টব্যম্। অকাময়মানোঽকর্ম্মাণশ্চেতি শেষঃ। ৪

যেনাত্মপ্রাপ্ত্যাবস্থা মুক্তিরিতোভিন্নাকর্তুং ন তত্ত্বেত্যাদি ব্যাচষ্টে—তদেতেত্যাদিনা। ব্রহ্মৈব সন্নিত্যেতদবতারয়তি—ন চেতি। কথং বর্ত্তমানে দেহে স্থিতস্যৈব ব্রহ্মভূতো ভবতি, তত্রাহ—সর্ব্বাত্মনো হীতি। ৫

পক্ষান্তরমনূভাষতে—যে ত্বিতি। অতো নির্ব্বিশেষাত্মজ্ঞানাদিতি যাবৎ। অজ্ঞানাবষ্টো জ্ঞানান্মুক্তিরিতি শাস্ত্রমর্য্যাদা। আদিশব্দেন কর্ম্মোপাসনাসমুচ্চয়বাদং দৃষ্টান্তং সূচয়তি। সোপহাসং দূষয়তি—তে উৎকৃষ্ট ইতি। ন হি সবিশেষত্বং শক্যমাত্মনঃ প্রতিপত্তুং, নির্ব্বিশেষত্বপ্রত্যায়কাগমবিরোধাদিতি ভাবঃ। কথং তর্হি তদ্বিজ্ঞানমন্তরমবষ্টাপ-পদ্যতে, তত্রাহ—বয়ং ত্বিতি। প্রমাণবিরুদ্ধার্থদর্শনং তচ্ছব্দেন পরামৃশ্যতে। সর্ব্বাগমানামিব সাম্যং দূষয়তি—সর্ব্বদেতি। জ্ঞেয়াভেদমপবদতি একরূপমিতি। তত্র হেতুমাহ—অদ্বৈতমিতি। দ্বৈতাভাবোপলক্ষিতত্বাদিত্যর্থঃ। [illegible] কৌটস্থ্যং হেতুত্বেনাহ—অবিক্রিয়মিতি। তদুপপাদয়তি—অজমিত্যাদিনা। অমরঃ মরণাযোগাৎ। তত্র সর্ব্বত্রাবিদ্যাসংবন্ধরাহিত্যং হেতুমাহ—অভয়মিতি। ননু ব্রহ্মৈবংবিধং ন বাস্তবত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্মৈবেতি। যথোক্তং প্রমাণযুক্তং ব্রহ্মেত্যত্র প্রমাণমাহ—ইত্যেষ ইতি। তত্রৈব বিদ্বদনুভবং প্রমাণয়তি—ইত্যেবামেতি। পরপক্ষনিরাসেন প্রকৃতং বাক্যার্থমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। সংসারানিবৃত্তিমাহ—বিপরীতেত্যতি। আত্মা তত্ত্বতঃ সংসারীতি বিপরীতগ্রহবতো যা দেহসংহতিস্তস্যা বিচ্ছেদমাত্রং জ্ঞানফলমপেক্ষ্যোপচারমাত্রমিত্যর্থঃ ।। ১৯১ ।। ৬ ।।

ভাষ্যানুবাদ। কথিত বিষয়ে এইরূপ শ্লোক (মন্ত্র) আছে—সক্ত অর্থ—ফলাসক্ত ; [মৃত্যুকালে] সেই কাম্য বিষয়ে অভিলাষ সমুদ্ভূত হওয়ায়, পুরুষ [মৃত্যুর পর] সেই ফলই প্রাপ্ত হয়। কি প্রকারে প্রাপ্ত হয় ? কর্ম্মের সহিত—পুরুষ ফলাভিলাষী হইয়া যে কর্ম্ম করিয়াছিল, সেই কর্ম্মের (কর্ম্মসংস্কারের) সঙ্গেই তাহা—সেই কর্ম্মফল প্রাপ্ত হয়। যে প্রাপ্ত হয়, সে কে ? না, লিঙ্গ—মনঃ—লিঙ্গ শরীরের মধ্যে মনই প্রধান, এই জন্য মনকে 'লিঙ্গ' বলা হইয়া থাকে ; অথবা যাহা দ্বারা লিঙ্গিত হয়—আত্মা জ্ঞাত হয়, তাহার নাম 'লিঙ্গ'। সেই মন যে বিষয়ে নিষক্ত—নিঃসংশয়রূপে আসক্ত থাকে অর্থাৎ যে বিষয়ে তাহার অভিলাষ প্রবল থাকে, এই সংসারী সেই বিষয়ে অভিলাষী হইয়া তদনুকূল কর্ম্ম করিয়া থাকে ; সেই হেতু মন তাদৃশ আসক্তিফলেই আচরিত কর্ম্ম দ্বারা সেই অভিলষিত ফল লাভ করে। এই কথায় ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, কামনাই সংসারের মূল কারণ ; এই জন্য নিষ্কাম ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের বিবিধ কর্ম্ম বিদ্যমান থাকিয়াও ফল-প্রসবে সমর্থ হয় না ; অন্য শ্রুতি বলিয়াছেন 'যাহার কামনা পর্য্যাপ্ত (পরিপূর্ণ) হইয়াছে, সেই কৃতাত্মা বা কৃতার্থ পুরুষের সমস্ত কামনা এখানেই বিলীন হইয়া যায়' ইতি। ১

আরও এক কথা, স্বকৃত কর্ম্মের অন্ত—অবসান প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ ফল-

ভোগ শেষ করিয়া—, কোন কর্ম্মের অন্ত প্রাপ্ত হইয়া, তাহা বলা হইতেছে—এই সংসারী জীব ইহলোকে যে কর্ম্ম সম্পাদন করে, সেই কর্ম্মের অন্ত পাইয়া—ফলভোগ শেষ করিয়া ইহলোকে পুনর্ব্বার কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত সেই লোক হইতে ফিরিয়া আইসে। অভিপ্রায় এই যে, এই মর্ত্ত্যলোক স্বভাবতই কর্ম্মপ্রধান; সেই কারণে বলিলেন—'কর্ম্মণে' পুনর্ব্বার কর্ম্ম করিবার জন্য; এখানে কর্ম্মকর্ত্তার কর্ম্মফলে আসক্তি থাকায় পুনর্ব্বার পরলোকে প্রয়াণ করিতে হয়; এই প্রকারেই কামনাবান্ (সকাম পুরুষ) জন্মমরণপ্রবাহ ভোগ করিয়া থাকে। ২

যেহেতু সকাম পুরুষই এইপ্রকারে সংসরণ করে, সেই হেতুই [বুঝিতে হইবে যে,] অকাময়মান (কামনাহীন) পুরুষ [মৃত্যুর পর] কোথাও গমন করে না। কেন না, যে ব্যক্তি ফলাসক্ত, তাহার পক্ষেই পারলৌকিক গতি কথিত হইয়াছে; সুতরাং কামনাবিহীন পুরুষের লোকান্তরে গতি সম্ভব হয় না; [কাজেই বুঝিতে হইবে যে,] সে নিশ্চয়ই বিমুক্ত হয়। কিপ্রকারে অকাময়মান হয়? না, যিনি অকাম, তিনিই অকাময়মান। অকামই বা হয় কি প্রকারে, তাহা বলা হইতেছে—যাঁহার নিকট হইতে সমস্ত কামনা দূরীভূত হইয়াছে, তিনিই অকাম। কামনাসমূহ দূরীভূত হয় কি প্রকারে? যিনি আপ্তকাম—যিনি সমস্ত কাম্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি আপ্তকাম। কামসমূহ প্রাপ্ত হয় কিরূপে? না, আত্মকামত্বনিবন্ধন, অর্থাৎ যাহার অপর কোনও বস্তু কাম্য বা প্রার্থনীয় নাই, আত্মাই একমাত্র কাম্য, বাহ্যাভ্যন্তর-ভাববিহীন পরিপূর্ণ প্রজ্ঞানৈকরস আত্মাই যাহার সমস্ত, যাহার ঊর্দ্ধে অধে ও পার্শ্বে আত্মব্যতিরিক্ত কোন বস্তু প্রার্থনীয় নাই.—'যাহার সমস্তই আত্ম-স্বরূপ হইয়া যায়, সে কিসের দ্বারা কাহাকে দেখিবে, শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, অথবা জানিবে,' এইরূপ জ্ঞানোদয়ের পর সে আর কোন বস্তু কামনা করিতে পারে? আপনার অতিরিক্ত কোন পদার্থ প্রতীতিগম্য হইলেই তদ্বিষয়ে কামনা হইতে পারে; কিন্তু এই ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষে আর সেই ভেদ দর্শন সম্ভবপর হয় না। যিনিই আত্মকামত্ব নিবন্ধন আপ্তকাম হন, তিনিই অকাম ও অকাময়মান, সুতরাং তিনিই বিমুক্ত হন। কেন না, যাঁহার আত্মাই সর্ব্বময় হইয়া যায়, তাঁহার পক্ষে কখনও অনাত্মা কোন পদার্থ কাম্য (প্রার্থনীয়) থাকিতে পারে না; আত্মব্যতিরিক্ত অন্য কাম্য পদার্থ বিদ্যমান থাকিলে,

'সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়' একথা বিরুদ্ধ হয় ; অতএব সর্ব্বাত্মদর্শীর অন্য কোনও কাম্য পদার্থ না থাকায় কর্ম্মানুষ্ঠান উপপন্ন হয় না। ৩

কিন্তু যাহারা [কর্তব্য কর্ম্মের অকরণজনিত] প্রত্যবায়-নিবারণার্থ ব্রহ্মবিদ্ সম্বন্ধেও কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা কল্পনা করিয়া থাকে, তাহাদের মতে আত্মার সর্ব্বাত্মকতাই উপপন্ন হয় না, কারণ, পরিত্যাজ্য প্রত্যবায়ই (পাপই) [তাহাদের] আত্মাতিরিক্ত পদার্থ থাকিয়া যায় ; আমরা কিন্তু তাহাকেই ব্রহ্মবিদ্ বলিয়া থাকি, যিনি নিত্যই অশনায়া-পিপাসাদি সংসারধর্ম্মের অতীত ও পাপের সহিত অসংস্পৃষ্ট আত্মস্বরূপ দর্শন করিয়া থাকেন। যিনি সর্ব্বদাই আপনাকে অশনায়াদি সংসার-ধর্ম্মাতীত আত্মস্বরূপ দর্শন করে, এবং আপনার অতিরিক্ত ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য অন্য কোনও পদার্থ দর্শন করেন না, কর্ম্ম কখনই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ; পরন্তু যে লোক ব্রহ্মবিদ্ নয়, প্রত্যবায়-পরিহারের নিমিত্ত তাহার পক্ষে বৈধ কর্ম্ম অবশ্যানুষ্ঠেয়ই বটে ; সুতরাং উভয় কথার মধ্যে কোনই বিরোধ ঘটিতেছে না। অতএব কামনা না থাকায় অকাময়মান পুরুষ কখনও পুনর্জন্ম লাভ করে না, পরন্তু দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বিমুক্ত হয়। ৪

এবংবিধ অকাময়মান পুরুষের কর্ম্ম সম্ভব হয় না ; তন্নিবন্ধন পরলোকেও গমন হইতে পারে না ; সেই হেতু তাহার প্রাণসমূহ এবং বাক্প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-গণও উৎক্রমণ করে না, অর্থাৎ দেহ হইতে ঊর্দ্ধগামী হয় না। সেই বিদ্বান্— জ্ঞানী আপ্তকাম পুরুষ আত্মকামত্বনিবন্ধন এখানেই ব্রহ্মস্বরূপ হন। পূর্ব্বে সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মের দৃষ্টান্তরূপেও এবংবিধ স্বরূপই প্রদর্শিত হইয়াছে, 'ইহাই তাহার সেই আপ্তকাম ও অকাম রূপ' ইত্যাদি ; এখানে 'অথ অকাময়মানঃ' ইত্যাদি বাক্যে তাহারই দার্ষ্টান্তিক রূপের উপসংহার করিতেছেন। ৫

এবংভূত সেই পুরুষ যে কিরূপে মুক্তিলাভ করে, তাহা কথিত হইতেছে— যে লোক সুষুপ্তি অবস্থাপন্নের ন্যায় নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত নিত্য চৈতন্য-জ্যোতিঃ-স্বভাব আত্মাকে (আপনাকে) দর্শন করে, সেই অকাময়মান পুরুষের কর্ম্মাভাববশতঃ গমনের কারণ বিলুপ্ত হওয়ায় বাক্প্রভৃতি প্রাণসমূহ ঊর্দ্ধগামী হয় না ; পরন্তু সেই জ্ঞানী পুরুষ যদিও দেহবানের ন্যায়ই (দেহীর মতই) দৃষ্ট হয় সত্য, তথাপি এখানেই তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হন ; তিনি ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়াই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। যেহেতু তাঁহার পরিচ্ছিন্ন অব্রহ্মভাবের হেতুভূত কামনাসমূহ বিদ্যমান থাকে না, সেই হেতু ইহ জন্মেই তাঁহার ব্রহ্মভাব প্রবৃত্ত

হওয়ায় ব্রহ্ম প্রাপ্তি ঘটে, তাঁহার আর দেহপাতের অপেক্ষা থাকে না (১); কেন না, জানীর যে, মৃত্যুর পর ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি তাহা বাস্তবিক পক্ষে জীবদবস্থা হইতে কোনও স্বতন্ত্র অবস্থা নহে, পরন্তু অজ্ঞলোকের মৃত্যুর পর যেরূপ দেহান্তরসম্বন্ধ সংঘটিত হয়, তাহার সেরূপ হয় না; এইজন্যই ব্রহ্মবিদ্ 'ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন' বলা হইয়া থাকে। ৬

মোক্ষ যদি অবস্থান্তরপ্রাপ্তিই হয়, তাহা হইলে, সমস্ত উপনিষদের অভিপ্রেত যে, মোক্ষের আত্মৈকভাব বা কৈবল্যরূপতা, তাহা বাধিত হইয়া পড়ে; তাহা ত কাহারো বাঞ্ছনীয় নহে; অধিকন্তু ঐরূপ হইলে মোক্ষের অনিত্যত্ব দোষও আপতিত হয়। যাহা ক্রিয়াদ্বারা নিষ্পন্ন হয়, কোথাও তাহার নিত্যত্ব দেখা যায় না; অথচ সকলেই মোক্ষকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে; 'ইহা আত্মার নিত্য মহিমা বা ঐশ্বর্য্য' এই মন্ত্রবাক্যও এ বিষয়ে প্রমাণ। স্বভাবসিদ্ধ আত্মস্বভাবাতিরিক্ত অন্যপ্রকার নিত্য বস্তু কেহ কল্পনা করিতে পারে না। মোক্ষ আত্মার স্বভাবসিদ্ধ হইলে, উহা নিশ্চয়ই অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় আত্মারও স্বভাব ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না; সেই স্বভাবকে কখনই লোকের ক্রিয়ানুগত বা ক্রিয়াসাধ্যও বলিতে পারা যায় না; কেন না, অগ্নির স্বাভাবিক উষ্ণতা বা প্রকাশ কখনই অগ্নির কোনরূপ ক্রিয়ার পরভাবী হয় না; কেন না, অগ্নির ক্রিয়ানন্তরভাবী অথচ তাহা অগ্নির স্বাভাবিক, একথা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। ৭

যদি বল অগ্রে অগ্নির জ্বলন, পরে তাহার উষ্ণত্ব ও প্রকাশ প্রতীতি হয়; অতএব অগ্নির উষ্ণতা ও প্রকাশে ত জ্বলন-ব্যাপারানন্তর্য্য নিশ্চয়ই আছে? না, তাহা বলিতে পার না; যেহেতু অগ্নির যে, ঐরূপ জ্বলন-ব্যাপারানুভাবিত্ব প্রতীতি, অপরের (দ্রষ্টার) প্রতীতিব্যাঘাতক কোনরূপ ব্যবধায়ক পদার্থের অপগমই তাহার কারণ। অভিপ্রায় এই যে, অগ্নির প্রজ্বলনের পরে যে,

(১) তাৎপর্য্য। ব্রহ্মবিদের মুক্তি দুইপ্রকারে হইতে পারে, এক দেহসত্ত্বে—বর্ত্তমান জন্মে, দ্বিতীয় দেহপাতের পর বিদেহমুক্তি। ইহজন্মেই যাহার ব্রহ্মভাব করামলকবৎ প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে, ভেদবুদ্ধি ও তন্মূলীভূত অজ্ঞান আমূলতঃ বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার মুক্তিতে আর দেহপাতের অপেক্ষা থাকে না, এই দেহেই ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিরূপ মুক্তি সম্পন্ন হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন—"তস্য তাবদেব চিরম্, যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে" ইত্যাদি। "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ইহৈব সমবলীয়ন্তে, বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে" ইতি। আর যাহার ব্রহ্মভাব সেরূপ প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই, তাহার মুক্তি দেহপাতের পর হয়; উভয়ের মধ্যে এইমাত্র বিশেষ।

উষ্ণত্ব ও প্রকাশধর্ম্মের অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, স্বয়ং অগ্নিই তাহার কারণ নহে; পরন্তু ঐ অগ্নির উষ্ণত্ব ও প্রকাশ এই ধর্ম্মদুইটী পূর্ব্বে অপরের দৃষ্টিপথের অন্তরালে বা ব্যবধানে ছিল, কাহারও চক্ষুর সহিত সম্বন্ধ ছিল না; প্রজ্বলনের পর সেই ব্যবধান অন্তর্হিত হইয়া যায়, তখন ঐ উভয় ধর্ম্মই লোকের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তন্নিবন্ধন লোকের ভ্রম হইয়া থাকে যে, অগ্নির উষ্ণত্ব ও প্রকাশরূপ ধর্ম্ম দুইটী প্রজ্বলন হইতে জন্মিয়াছে। এই উষ্ণত্ব ও প্রকাশ যদি অগ্নির স্বাভাবিক ধর্ম্ম নাই হয়, তাহা হইলে, অগ্নির যাহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম, আমরা তাহারই উদাহরণ প্রদর্শন করিব; কোন বস্তুর যে, স্বাভাবিক ধর্ম্ম আদৌ নাই, একথা কখনই বলিতে পারা যায় না। ৮

শৃঙ্খলভঙ্গের ন্যায় বন্ধনিবৃত্তিরূপ মোক্ষ অভাবস্বরূপও হইতে পারে না; কারণ, পরমাত্মার সহিত একীভাবকে মোক্ষ বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে, যেহেতু 'একম্ এব অদ্বিতীয়ম্' শ্রুতি একত্বই প্রতিপাদন করিতেছে। আর বদ্ধ পুরুষ যখন পরমাত্মাতিরিক্ত অপর কিছুই নহে, তখন তাহার বন্ধনিবৃত্তিরূপ মোক্ষ কখনই নিগড়ভঙ্গের ন্যায় অভাব হইতে পারে না। পরমাত্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় কোন পদার্থই যে, নাই—অসৎ, তাহা আমরা ইতঃপূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছি। এইজন্যই আমরা বলিয়াছি যে, রজ্জু-প্রভৃতিতে সর্পাদিবিষয়ক অজ্ঞাননিবৃত্তির পর যেমন সর্পাদি নিবৃত্তি হয়, তেমনি শুধু অবিদ্যানিবৃত্তিতেই মোক্ষ ব্যবহার হইয়া থাকে। ৯

আর যাহারা বলিয়া থাকেন যে, মুক্তিতে অন্য একপ্রকার বিজ্ঞান ও আনন্দ অভিব্যক্ত হইয়া থাকে; তাহাদের পক্ষে 'অভিব্যক্তি' শব্দের অর্থ প্রকাশ করিয়া বলা আবশ্যক; যদি লোকপ্রসিদ্ধ জ্ঞাতব্য বিষয়ের আবরণ-ধ্বংসের নাম 'অভিব্যক্তি' হয়, তাহা হইলেও তোমাকে বলিতে হইবে যে, এই অভিব্যক্তি কি বিদ্যমান পদার্থের? অথবা অবিদ্যমান পদার্থের? যদি বিদ্যমান পদার্থেরই অভিব্যক্তি হয়, তাহা হইলে, যে মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধে মুক্তি অভিব্যক্ত হয়, তাহা ত তাহার আত্মস্বরূপই বটে; অথচ স্বরূপতঃ আত্মপ্রতীতির যখন ব্যবধান সম্ভব হয় না, তখন নিশ্চয়ই উহা সর্ব্বদা অভিব্যক্ত রহিয়াছে বলিতে হইবে; সুতরাং 'মুক্তের সম্বন্ধে অভিব্যক্ত হয়' এইরূপ বিশেষোক্তি নিরর্থক হইয়া পড়ে। যদি বল, কোন কারণে উহা ব্যবহিত

হওয়ায়, যেন অনাত্মস্বরূপই হইয়া থাকে; সময়বিশেষে সেই ব্যবধানের অপগম হইলেই তাহার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে; তাহা হইলেও, কারণান্তরের সাহায্যে অভিব্যক্তি হওয়ায়—মুক্তিতে অভিব্যক্তি-সাধনের অপেক্ষা থাকিয়া যায়। আর যদি বল, উপলব্ধি ও অভিব্যক্তি উভয়ই একাশ্রয়ে অবস্থিত; তাহা হইলেও, উপলব্ধির ব্যবধান সম্ভব না হওয়ায় অভিব্যক্তি বা অনভিব্যক্তি সর্ব্বদাই থাকিতে পারে; কিন্তু এতদতিরিক্ত একটা মধ্যবর্ত্তী অবস্থা কল্পনার অনুকূল কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না. বিশেষতঃ একই আশ্রয়ে অবস্থিত একেরই স্বরূপভূত ধর্ম্মগুলির মধ্যে বিষয়-বিষয়িভাব (গ্রাহ্য-গ্রাহকভাব) কখনই সম্ভব হয় না। তাহার পর, যাহার বিশেষবিজ্ঞান ও বিশিষ্ট আনন্দ অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে সংসারিত্ব বা বন্ধন থাকে, আর বিশেষ বিজ্ঞান ও আনন্দাভিব্যক্তির পরে মুক্তি হয়, সেই পুরুষ নিশ্চয়ই নিত্যপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; কারণ, উভয়ের মধ্যে উষ্ণত্ব ও শীতলতার ন্যায় অত্যন্ত বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে। আর যদি পরমাত্মারও ভেদ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ত সমুদয় বৈদিক সিদ্ধান্তই পরিত্যক্ত হয়। ১০

যদি বল, সংসার ও মোক্ষ উভয় অবস্থায়ই যদি আত্মা নির্ব্বিশেষ একরূপ হয়, তাহা হইলে মোক্ষের জন্য আর কাহারও অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না, এবং মোক্ষপ্রতিপাদক শাস্ত্রগুলিরও কোন সার্থকতা থাকে না; না, তাহা হয় না; কারণ, অবিদ্যাজনিত ভ্রমাপনোদনে উহাদের সার্থকতা রহিয়াছে; বাস্তবিক পক্ষে মুক্তি ও অমুক্তিনিবন্ধন আত্মার কিছুমাত্র বিশেষত্ব হয় না; কারণ, আত্মা নিত্যই একরূপ (পরিবর্ত্তন রহিত); তবে এইমাত্র বিশেষ আছে যে, শাস্ত্রীয় উপদেশ হইতে যে জ্ঞান জন্মে, তাহা দ্বারা নিত্য নির্ব্বিকার আত্মবিষয়ক অবিদ্যা বা ভ্রমমাত্র নিবারিত হয়; অতএব তাদৃশ উপদেশ লাভের পূর্ব্বে ঐরূপ উপদেশ প্রাপ্তির জন্য নিশ্চয়ই চেষ্টারও আবশ্যক হয়। যদি বল, অবিদ্যাসম্পন্ন পুরুষের অবিদ্যা ও তাহার নিবৃত্তি ও অনিবৃত্তি দ্বারা আত্মারও বিশেষ বা স্বরূপভেদ হইতে পারে; না, এ দোষ হয় না; কারণ, আমাদের মতে ইহা কেবল অবিদ্যার কল্পনা বা ফলমাত্র; যেমন রজ্জু, মরুভূমি, শুক্তিকা ও গগনে যথাক্রমে সর্প, জল, রজত ও মলিনতা কল্পিত হয়, আত্মগত বিশেষোক্তিও ঠিক সেইরূপই, একথা আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। ১১

আশঙ্কা হইতে পারে যে, যাহার চক্ষুতে তিমির রোগ জন্মিয়াছে,

তাহার যেমন ঐ তিমির রোগের সদ্ভাব ও অসদ্ভাব দ্বারা দৃষ্টির বৈলক্ষণ্য ঘটে, তেমনি এস্থলেও অবিদ্যার কর্তৃত্ব ও অকর্তৃত্ব দ্বারা আত্মার স্বরূপগত পার্থক্য হউক; না, তাহাও হইতে পারে না; কারণ, 'যেন ধ্যানই করে, যেন স্পন্দনই করে' ইত্যাদি শ্রুতিতেও আত্মার সম্বন্ধে স্বতঃসিদ্ধ অবিদ্যাকর্তৃত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে। বিশেষতঃ বহুতর ব্যাপার-সংস্পর্শেই অবিদ্যাভ্রম উপস্থিত হয়, অর্থাৎ প্রথমতঃ বিষয়াকারে অন্তঃকরণের বৃত্তি জন্মে, পরে তাহাতে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহার পর 'আমি সংসারী' ইত্যাদি ভ্রান্তি জ্ঞান উপস্থিত হয়; সুতরাং অবিদ্যাভ্রমের কারণ যে, বহু, তাহাতে সংশয় নাই; [এই জন্যই আত্মগত তাদৃশ অবিদ্যাকে স্বাভাবিক বলিতে পারা যায় না]। অধিকন্তু অবিদ্যা যখন আত্মার বিষয়, তখন তাহা আত্মগত হইতেও পারে না; স্বগত অবস্থা কখনই আত্মার দৃশ্য বা গ্রহণীয় হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, যে লোক অবিদ্যাদিমকে ঘটাদি পদার্থের ন্যায় পৃথক্‌ভাবে দর্শন করিতে পারে, বুঝিতে হইবে যে সে লোক নিশ্চয়ই অবিদ্যা-ভ্রম সম্পন্ন নহে। যদি বল, 'আমি জানিতেছি না, আমি মূঢ় (মোহসম্পন্ন)' এইরূপ প্রতীতি হইতে বুঝা যায় যে, সে লোক নিশ্চয়ই অবিদ্যাভ্রম সম্পন্ন; না, সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, সে লোক বিবেকদর্শী; কারণ, যে লোক যাহাকে বিবিক্তরূপে অর্থাৎ পৃথক্ বস্তু বলিয়া জানিতে পারে, সে লোককে কখনই তদ্বিষয়ে ভ্রান্ত বলিতে পারা যায় না; যে যাহা পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করে, তাহাতেই তাহার অবিদ্যাভ্রম আছে, একথা বড়ই বিরুদ্ধ হয়। তবে যে, 'আমি মূঢ়, বুঝিতেছি না' এইরূপ প্রতীতির কথা বলিতেছ, অর্থাৎ বিবিক্তদর্শীরও যে, দৃশ্যবিষয়ে অজ্ঞান ও মোহ দেখা যায়—জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়; [জিজ্ঞাসা করি—] অজ্ঞান ও মোহ (মুগ্ধতা) একবার কর্ম্ম হইয়া আবার কর্তৃস্বরূপ জ্ঞানের বিশেষণ হয় কিরূপে?। ১২

আর যদি বল, ঐ অজ্ঞান ও মুগ্ধতা (মোহ) উভয়ই কর্তৃস্বরূপ দর্শনের বিশেষণ; তাহা হইলেও উহারা আর দর্শনের বিষয়—কর্ম্ম হইতে পারে না; কেন না, কর্ম্মমাত্রই কর্তার ক্রিয়াদ্বারা ব্যাপ্ত (বিষয়ীভূত) হইয়া থাকে; অথচ ভিন্ন পদার্থই ব্যাপ্য ও ব্যাপকভাবাপন্ন হইতে পারে, অর্থাৎ যাহা ব্যাপ্য, তাহা ব্যাপক হয় না, আর যাহা ব্যাপক, তাহাও কখন ব্যাপ্য হইতে পারে না; কেন না, নিজেই নিজেকে কখন ব্যাপ্ত করিতে পারে না। এখন বল দেখি, এরূপ অবস্থায় অজ্ঞান ও মুগ্ধতা

দর্শনের বিশেষণ হইতে পারে কিরূপে? স্বীয় শরীরগত কৃশতাদি ধর্ম্ম যেরূপ আপনা হইতে পৃথক্ ধর্ম্মরূপেই অনুভব করিয়া থাকে, সেইরূপ যে ব্যক্তি অজ্ঞানের বিবেকদর্শী, সে ব্যক্তি আপনার অজ্ঞানকে যখন কর্ম্ম বা অন্ধতাদ্যরূপে অনুভব করে, তখন নিশ্চয়ই ঐ অজ্ঞানকে উপলব্ধিকর্ত্তারই (অনুভবকর্ত্তারই) ধর্ম্মরূপে অনুভব করে; [কিন্তু জ্ঞানধর্ম্মরূপে কখনই অনুভব করে না]। যদি বল, সুখ দুঃখ ইচ্ছা ও চেষ্টা প্রভৃতি ধর্ম্মগুলিকে ত সকলেই অনুভব করিয়া থাকে; না—সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, এ পক্ষেও, যাহারা ঐরূপেই গ্রহণ করিয়া থাকে, সুখদুঃখাদির সহিত তাহাদের পার্থক্য ত থাকতই হয়। যদি বল, 'আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিতেছি না, আমি মূঢ়' [এইরূপে ত নিজের মূঢ়তাও অনুভব করিয়া থাকে]; হাঁ, অজ্ঞ বাক্তি মূঢ় হয়, হউক; কিন্তু যে লোক ঐরূপে অজ্ঞান ও মোহের ব্যতিরিক্ততা অনুভব করিতে পারে, আমরা তাহাকেই অমূঢ় জ্ঞানী বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছি। ব্যাসদেবও এইরূপই বলিয়াছেন—ক্ষেত্রী (দেহস্বামী) ইচ্ছাপ্রভৃতি নিখিল ক্ষেত্রকে (দেহকে) প্রকাশ করিয়া থাকে। 'সমস্ত ভূতে সমভাবে বর্ত্তমান, এবং ভূতসমূহ বিনষ্ট হইলেও স্বয়ং অবিনাশী পরমেশ্বরকে [যিনি জানেন, তিনিই ঠিক জানেন।]' ইত্যাদি কথা শতশত স্থানে উক্ত হইয়াছে। অতএব সর্ব্বদা সমানভাবে একরস আত্ম-স্বভাব স্বীকৃত হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে, বন্ধ মোক্ষ জ্ঞান ও অজ্ঞান দ্বারা আত্মার স্বরূপতঃ কিছুমাত্র প্রভেদ ঘটে না। ১৩

আর যাহারা এতদপেক্ষা অন্যপ্রকার আত্মার স্বরূপ স্বীকার করিয়া বন্ধমোক্ষাদিপ্রতিপাদক শাস্ত্রবাক্যকে 'অর্থবাদ' বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন, তাহারা আকাশে উড্ডীয়মান পাখীরও চরণচিহ্ন দর্শন করিতে, কিংবা আকাশকে মুষ্টিদ্বারা আকর্ষণ করিতে বা চর্ম্মের ন্যায় বেষ্টন করিতেও উৎসাহী বা সাহসী হইতে পারেন, অর্থাৎ আকাশকে মুষ্টিবদ্ধ করিতে সাহসী হওয়া, আর আত্মার নির্ব্বিশেষ স্বভাব ত্যাগ করিয়া সবিশেষভাব কল্পনা করা, উভয়ই তুল্য (১); আমরা কিন্তু সেরূপ করিতে অসমর্থ; আমরা

(১) তাৎপর্য্য—যাহারা আত্মাকে ইচ্ছাদ্বেষাদি গুণযুক্ত সবিশেষ বস্তু বলিয়া স্বীকার করে, আত্মার নির্ব্বিশেষভাব স্বীকার করে না, তাহাদের পক্ষে বন্ধ মোক্ষের যথার্থত্ব প্রতিপাদক

'সর্ব্বদা সমান, একরূপ, অদ্বৈত, অবিক্রিয়, জন্ম, জরা ও মরণ-বর্জ্জিত, অমৃত অভয় আত্মস্বরূপ ব্রহ্মই'—এই যে, সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের অবিসংবাদিত সিদ্ধান্ত, তাহাই স্বীকার করিয়া থাকি। অতএব জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে যেহেতু যে, অহম্ভাবরূপ বিপরীত বুদ্ধি থাকে, ব্রহ্মবিজ্ঞান সেই বিপরীত বুদ্ধি অপনয়ন করিয়া দেয়, সেই দেহবিচ্ছেদ-রূপ বিজ্ঞানফল লক্ষ্য করিয়া 'ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়' এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে মাত্র; [বস্তুতঃ জীব চিরদিনই ব্রহ্মস্বরূপ] ॥ ২৯৮ ॥ ॥

আভাসভাষ্যম্। স্বপ্নবুদ্ধান্তগমনদৃষ্টান্তস্য দার্ষ্টান্তিকঃ সংসারো বর্ণিতঃ; সংসারহেতুশ্চ বিদ্যা-কর্ম-পূর্বপ্রজ্ঞা বর্ণিতা; যৈশ্চোপাধিভূতৈঃ কার্যকরণলক্ষণভূতৈঃ পরিবেষ্টিতঃ সংসারিত্বমনুভবতি, তানি চোক্তানি। তেষাং সাক্ষাৎপ্রয়োজকৌ ধর্মাধর্মাবিতি পূর্বপক্ষং কৃত্বা, কাম এবেত্যবধারিতম্। যথা চ ব্রাহ্মণেনায়মর্থোঽবধারিতঃ, এবং মন্ত্রেণাপীতি বন্ধং বন্ধকারণং চোক্তম্। উপসংহৃতং প্রকরণম্ – 'ইতি নু কাময়মান' ইতি।—"অথ অকাময়মানঃ" ইত্যারভ্য সুষুপ্তদৃষ্টান্তস্য দার্ষ্টান্তিকভূতঃ সর্বাত্মভাবো মোক্ষ উক্তঃ। মোক্ষকারণং চাত্মকামতয়া যদাপ্তকামত্বমুক্তম্, তচ্চ সামর্থ্যাৎ ন আত্মজ্ঞানমন্তরেণাপ্তকামতয়া আপ্তকামত্বমিতি সামর্থ্যাদ্ ব্রহ্মবিদ্যৈব মোক্ষকারণম্ ইত্যুক্তম্; অতো যদ্যপি কামো বন্ধ ইত্যুক্তম্, তথাপি মোক্ষকারণবিপর্যয়েণ বন্ধকারণমবিদ্যেত্যুক্তমেব ভবতি; অতোঽপি মোক্ষো মোক্ষসাধনং চ ব্রাহ্মণেনোক্তম্, তস্যৈব দৃঢীকরণায় মন্ত্র উদাহ্রিয়তে শ্লোকশব্দবাচ্যঃ।—

আনন্দগিরিকৃতা টীকা। ব্রাহ্মণোক্তেঽর্থে মন্ত্রমবতারয়িতুং ব্রাহ্মণার্থমনুবদতি – স্বপ্নেত্যাদিনা। অবার্থঃ সংসারহেতুঃ, যস্যাদেব সঙ্গঃ সহ কর্মণোপাধিঃ। আত্মজ্ঞানস্য তর্হি মোক্ষকারণত্বমুপেক্ষিতমিত্যাশঙ্ক্য—তস্যেতি। অতো ব্রহ্মজ্ঞানং মোক্ষকারণমিত্যুক্তমিতি যাবৎ। তথা বন্ধোঽপি বোধ্যঃ। অস্তি মোক্ষতত্ত্বপ্রতিপাদকঃ। বন্ধপ্রকরণং দৃষ্টান্তবিভূষিতম্।

'অজ্ঞানে বন্ধ, জ্ঞানে মোক্ষ' ইত্যাদি শব্দকথা সঙ্গত হয় না, এই জন্য যাঁহারা ঐ সকল বাক্যকে 'অর্থবাদ' (প্রশংসাবাদ) বলিয়া নির্দেশ করেন, অভিপ্রায় এই যে, জীবের বন্ধ মোক্ষ অসত্যই বটে, কিন্তু মোক্ষমার্গে লোকের প্রবৃত্তি ও উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য এরূপ অসত্য কথা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে মাত্র। পাখী ভূমিতে বিচরণ করিবার সময়, ভূমিতে যেমন তাহাদের পদচিহ্ন পতিত হয়, আকাশে উড়িবার কালে আকাশেও সেরূপ পদচিহ্ন আছে, এইরূপ মনে করিয়া আকাশেও পাখীর পদচিহ্ন দেখিবার অভিলাষী হইতে পারে।

আভাস-ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বপ্রদর্শিত দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থায় প্রবেশের দার্ষ্টান্তিকরূপ সংসার বর্ণিত হইয়াছে; সংসারের হেতুস্বরূপ যে, কর্ম্ম বিদ্যা ও পূর্ব্বপ্রজ্ঞা, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে; এবং দেহেন্দ্রিয়াত্মক যে সমস্ত উপাধি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, জীব নিজের সংসারিত্ব অনুভব করিয়া থাকে, সে সমুদয়ও কথিত হইয়াছে। তাহার পর, ধর্ম্মাধর্ম্মই সেই সমুদয় উপাধির সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রযোজক বা প্রবর্ত্তক বলিয়া পূর্ব্বপক্ষ (আশঙ্কা) উত্থাপন করিয়া পরিশেষে কামেরই (কামনারই) মুখ্য প্রযোজকত্ব অবধারিত হইয়াছে। এ বিষয় ব্রাহ্মণ ভাগে যেভাবে অবধারিত হইয়াছে, মন্ত্রেও ঠিক সেইভাবেই বন্ধ ও বন্ধকারণের নির্দ্দেশপূর্ব্বক "ইতি নু কাময়মানঃ" বাক্যে তাহার উপসংহার করা হইয়াছে।

ইহার পর, "অথ অকাময়মানঃ" এই হইতে আরম্ভ করিয়া দৃষ্টান্তস্বরূপ সুষুপ্তির দার্ষ্টান্তিক সর্ব্বাত্মভাবরূপ মোক্ষ উক্ত হইয়াছে। সেখানে কথিত হইয়াছে যে, আত্মকামত্ব হইতে সিদ্ধ যে, আপ্তকামত্ব, তাহাই মোক্ষলাভের কারণ; আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে যখন আত্মকামতা ও তদধীন আপ্তকামত্ব হইতেই পারে না, তখন কথিত না হইলেও বুঝা যাইতেছে যে, ফলতঃ ব্রহ্মবিদ্যাই মুক্তির মুখ্য কারণ; অতএব পূর্ব্বে যদিও কামকে সংসারের মূলকারণ বলা হইয়াছে সত্য, তথাপি মোক্ষ-কারণের বিপরীত বস্তুই যখন বন্ধের কারণ, তখন অবিদ্যাই যে, বন্ধের প্রকৃত কারণ, এ কথাও একরকম বলাই হইয়াছে। এখানেও ব্রাহ্মণবাক্যে মোক্ষ ও মোক্ষকারণের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহারই দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য শ্লোকশব্দবাচ্য মন্ত্র অভিহিত হইতেছে:—

তদেষ শ্লোকো ভবতি—যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুত ইতি। তদযথাহিনির্ল্বয়নী বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা শয়ীতৈবমেবেদং শরীরং শেতে, অথায়মশরীরোঽমৃতঃ প্রাণো ব্রহ্মৈব তেজ এব, সোঽহং ভগবতে সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ॥ ১৯৭॥ ৭॥

অন্বয়ার্থঃ। তৎ (তস্মিন্ উক্তে অর্থে) এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) শ্লোকঃ

(মন্ত্রঃ) ভবতি (অস্তি);—যে কামাঃ (কামনাঃ) অস্য পুরুষস্য) হৃদি শ্রিতাঃ (বুদ্ধিনিষ্ঠাঃ), [তে] সর্ব্বে যদা (যস্মিন্ কালে) প্রমুচ্যন্তে (জ্ঞানাৎ বিশীর্য্যন্তে); অথ (তদা) মর্ত্যঃ (মরণশীলঃ সঃ) অমৃতঃ (অবিদ্যাত্মকমৃত্যুবিরহাৎ মরণরহিতঃ) ভবতি ; অত্র (অস্মিন্ এব দেহে) ব্রহ্ম সমশ্নুতে (ব্রহ্মভাবম্ প্রাপ্নোতি) ইতি।

তৎ (তত্র) [অয়ং দৃষ্টান্ত উচ্যতে—] যথা মৃতা (জীর্ণতাং গতা) অহিনির্ব্বয়নী (সর্পত্বক্), বল্মীকে প্রত্যস্তা (অনাত্মসম্বন্ধিত্বেন নিক্ষিপ্তা সতী) শয়ীত (তিষ্ঠতি), এবম্ এব (যথোক্তদৃষ্টান্তবৎ এব) ইদং শরীরং (বিদুষঃ মুক্তো দেহঃ) শেতে (অনাত্মভাবেন পরিত্যক্তং মৃতমিব বর্ত্ততে); অথ (অনন্তরম্) অয়ম্ (মুক্তঃ পুরুষঃ) অশরীরঃ অমৃতঃ প্রাণঃ ব্রহ্ম এব, তেজঃ (জ্যোতিঃস্বরূপঃ) এব [ভবতি]। [এতৎ শ্রুত্বা] বৈদেহঃ জনকঃ উবাচ হ—সঃ (জনকঃ লব্ধবিজ্ঞানঃ) অহম্ ভগবতে (পূজনীয়ায় তুভ্যম্) সহস্রং দদামি ইতি, [ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ]। ২৯৭ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ। কথিত বিষয়ে এইরূপ একটী শ্লোক আছে—যে সমস্ত কাম বা কামনা এই মুমুক্ষু পুরুষের হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া আছে, সে সমুদয় কাম যখন ব্রহ্মজ্ঞান প্রভাবে বিদূরিত হইয়া যায়, তখন সেই পুরুষ মর্ত্ত্য—মরণশীল হইয়াও অমরত্ব লাভ করে, এবং এই দেহেই ব্রহ্মভাব আস্বাদন করে। [এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—] মৃত অর্থাৎ জীর্ণতা প্রাপ্ত অহিনির্ব্বয়নী (সাপের খোলস্) যে প্রকার বল্মীকে (উইমাটির স্তূপে) প্রক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া থাকে, ঠিক এইরূপই [ব্রহ্মজ্ঞের অনাত্মবুদ্ধিতে উপেক্ষিত] এই শরীর পড়িয়া থাকে। অতঃপর তিনি অশরীর (শরীরাভিমানশূন্য), [সুতরাং] অমৃত (মরণরহিত), প্রাণ ও ব্রহ্মস্বরূপই এবং তেজঃস্বরূপই হন। [এই কথা শুনিয়া] বিদেহপতি জনক বলিলেন—আমি আপনার নিকট হইতে বিদ্যালাভ করিয়াছি ; অতএব আপনাকে সহস্র গো দান করিতেছি ॥ ২৯৭ ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তৎ তস্মিন্নেবার্থে এষ শ্লোকো মন্ত্রো ভবতি। যদা যস্মিন্ কালে সর্ব্বে সমস্তাঃ কামাঃ তৃষ্ণাপ্রভেদাঃ প্রমুচ্যন্তে, আত্মকামস্য

ব্রহ্মবিদঃ সমূলতো বিশীর্য্যন্তে ; যে প্রসিদ্ধা লোকে ইহামুত্রার্থাঃ পুত্র-বিত্ত-লোকৈষণালক্ষণাঃ অস্য প্রসিদ্ধস্য পুরুষস্য হৃদি বুদ্ধৌ শ্রিতা আশ্রিতাঃ। অথ তদা, স মর্ত্ত্যঃ মরণধর্ম্মা সন্, কামবিয়োগাৎ সমূলতঃ, অমৃতো ভবতি ; অর্থাৎ অনাত্মবিষয়াঃ কামা অবিদ্যালক্ষণা মৃত্যুব ইত্যেতদুক্তং ভবতি। অতো মৃত্যুবিয়োগে বিদ্বান্ জীবন্নেব অমৃতো ভবতি। অত্র অস্মিন্নেব শরীরে বর্ত্তমানঃ ব্রহ্ম সমশ্নুতে ব্রহ্মভাবং মোক্ষং প্রতিপদ্যত ইত্যর্থঃ, অতঃ মোক্ষো ন দেশান্তরগমনাদি অপেক্ষতে ; তস্মাৎ বিদুষঃ ন উৎক্রামন্তি প্রাণাঃ, যথাবস্থিতা এব স্বকারণে পুরুষে সমবনীয়ন্তে ; নামমাত্রং হি অবশিষ্যত ইত্যুক্তম্। ১

কথং পুনঃ সমবনীতেষু প্রাণেষু, দেহে চ স্বকারণে প্রলীনে, বিদ্বান্ মুক্তঃ অত্রৈব সর্ব্বাত্মা সন্ বর্ত্তমানঃ পুনঃ পূর্ব্ববৎ দেহিত্বং সংসারিত্বলক্ষণং ন প্রতিপদ্যত ইতি ; অত্রোচ্যতে—তৎ তত্র অয়ং দৃষ্টান্তঃ—যথা লোকে অহিঃ সর্পঃ, তস্য নির্ল্বয়নী নির্ম্মোকঃ, সা অহিনির্ল্বয়নী বল্মীকে সর্পাশ্রয়ে বল্মীকাদাবিত্যর্থঃ, মৃতা প্রত্যস্তা ক্ষিপ্তা অনাত্মভাবেন সর্পেণ পরিত্যক্তা শয়ীত বর্ত্তেত, এবমেব—যথায়ং দৃষ্টান্তঃ, ইদং শরীরং সর্পস্থানীয়েন মুক্তেন অনাত্মভাবেন পরিত্যক্তং মৃতমিব শেতে। ২

অথ ইতরঃ সর্পস্থানীয়ো মুক্তঃ সর্ব্বাত্মভূতঃ সর্পবৎ তত্রৈব বর্ত্তমানোঽপি অশরীর এব,ন পূর্ব্ববৎ পুনঃ সশরীরো ভবতি। কাম-কর্ম্মপ্রযুক্তশরীরাত্মভাবেন হি পূর্ব্বং সশরীরো মর্ত্ত্যশ্চ, তদ্বিয়োগাদ্ অথ ইদানীম্ অশরীরঃ, অতএব চ অমৃতঃ ; প্রাণঃ, প্রাণিতীতি প্রাণঃ, "প্রাণস্য প্রাণম্" ইতি হি বক্ষ্যমাণে শ্লোকে, "প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মনঃ" ইতি চ শ্রুত্যন্তরে ; প্রকরণবাক্যসামর্থ্যাচ্চ পর এবাত্মা অত্র প্রাণশব্দবাচ্যঃ ; ব্রহ্মৈব পরমাত্মৈব। কিং পুনঃ তৎ ? তেজ এব বিজ্ঞানং জ্যোতিঃ, যেনাত্মজ্যোতিষা জগদবভাসমানং প্রজ্ঞানেত্রং বিজ্ঞানজ্যোতির্ম্ময়ং সৎ অবিভ্রংশদ্ বর্ত্ততে। ৩

যঃ কাম-প্রশ্নো বিমোক্ষার্থো যাজ্ঞবল্ক্যেন বরো দত্তো জনকায়, সহেতুকো বন্ধমোক্ষার্থলক্ষণো দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকভূতঃ স এব নির্ণীতঃ সবিস্তরো জনক-যাজ্ঞবল্ক্যাখ্যায়িকারূপধারিণ্যা শ্রুত্যা ; সংসারবিমোক্ষোপায় উক্তঃ প্রাণিভ্যঃ। ইদানীং শ্রুতিঃ স্বয়মেবাহ—বিদ্যানিষ্ক্রয়ার্থং জনকেনৈবমুক্তম্ ইতি। কথম্ ? সোঽহমেবং বিমোক্ষিতস্ত্বয়া ভগবতে তুভ্যং বিদ্যানিষ্ক্রয়ার্থং সহস্রং দদামি, ইতি হ এবং কিল উবাচ উক্তবান্ জনকো বৈদেহঃ। অত্র কস্মাদ্বিমোক্ষপদার্থে

নির্ণীতে বিদেহরাজ্যমাত্মানমেব চ ন নিবেদয়তি, একদেশোক্তাবিব সহস্রমেব দদাতি ? তত্র কোঽভিপ্রায় ইতি । ৪

অত্র কেচিদ্বর্ণয়ন্তি—অধ্যাত্মবিদ্যারসিকো জনকঃ শ্রুতমপ্যর্থং পুনঃপুনঃ শুশ্রূষতি ; অতো ন সর্ব্বমেব নিবেদয়তি ; শ্রুত্বাভিপ্রেতং যাজ্ঞবল্ক্যাৎ পুনরন্তে নিবেদয়িষ্যামীতি হি মন্যতে । যদি চাদ্যৈব সর্ব্বং নিবেদয়ামি, নিবৃত্তাভিলাষোঽয়ং শ্রবণাৎ—ইতি মত্বা শ্লোকান্ ন বক্ষ্যতীতি চ ভয়াৎ সহস্রদানং শুশ্রূষালিঙ্গজ্ঞাপনায়েতি । সর্ব্বমপ্যেতৎ অসৎ, পুরুষস্যেব প্রমাণভূতায়াঃ শ্রুতেঃ ব্যাজানুপপত্তেঃ ; অর্থশেষোপপত্তেশ্চ—বিমোক্ষপদার্থে উক্তেঽপি আত্মজ্ঞানসাধনে, আত্মজ্ঞানশেষভূতঃ সর্ব্বৈষণাপরিত্যাগঃ সন্ন্যাসাখ্যো বক্তব্যোঽর্থশেষো বিদ্যতে ; তস্মাৎ শ্লোকমাত্র-শুশ্রূষাকল্পনা অনর্থিকা ; অগতিকা হি গতিঃ পুনরুক্তার্থকল্পনা ; সা চাযুক্তা, সত্যাং গতৌ ।

ন চ তৎ শ্রুতিমাত্রমিত্যবোচাম । নন্বেবং সতি "অত ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায়ৈব" ইতি বক্তব্যম্ ; নৈষ দোষঃ ; আত্মজ্ঞানবৎ প্রযোজকঃ সন্ন্যাসঃ পক্ষে, প্রতিপত্তিকর্ম্মবৎ ইতি হি মন্যতে ; "সন্ন্যাসেন তনুং ত্যজেৎ" ইতি হি স্মৃতেঃ ; সাধনত্বপক্ষেঽপি ন "অত ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায়ৈব" ইতি প্রশ্নমর্হতি, মোক্ষসাধনভূতাত্মজ্ঞানপরিপাকার্থত্বাৎ ॥ ২২৭ । ৭ ।

টীকা। উক্তেঽর্থে হেতুমিত্যাদ্যক্ষরাণি ব্যাচষ্টে—তত্রাপ্যয়মেবেতি। যস্মিন্ কালে বিদ্যাপরিপাকাবস্থায়ামিত্যর্থঃ । সুষুপ্তিব্যাবৃত্ত্যর্থং সর্ব্ববিশেষণমিতি মত্বাহ—সমস্তা ইতি । কামশব্দার্থান্তরাশঙ্কাং ব্যাবর্ত্তয়তি—তৃষ্ণেতি । ক্রিয়াপদং সোপসর্গং ব্যাকরোতি—আত্মকামস্যেতি । তানেব বিশিনষ্টি—যে প্রাপ্তা ইতি । কামানামাত্মাশ্রয়ত্বং নিরাকরোতি—হৃদীতি । সমূলতঃ কামবিয়োগাদিতি সংবন্ধঃ । কামবিয়োগানন্তরং ভবতীতি নির্দ্দিশ্যমানার্থমাহ—অথেতি । তেষাং মুচ্যতে কিং স্যাদিত্যাহ—অত ইতি । অত্রেত্যাদিনা বিবক্ষিতমর্থমাহ—অতো মোক্ষ ইতি । আদিপদমুৎক্রান্ত্যাদিসংগ্রহার্থম্ । মুক্তেরুদপেক্ষাভাবে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি । তর্হি মরণাদিভিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—যথেতি । উৎক্রান্তিগত্যাগতিরাহিত্যং যথাবস্থিতত্বম্ । এতচ্চ পক্ষে প্রতিপাদিতমিত্যাহ—নামমাত্রমিতি । ১

তদ্বদেত্যাদিবাক্যমবতার্য শঙ্কামাহ—কথং পুনরিতি । বিদুষো বিদ্যামাত্রেণৈব প্রাণাদিষু বাধিতেষ্বপি দেহে চেষ্টাসৌ বর্ত্ততে, ততোঽস্য পূর্ব্ববদ্দেহিত্বাবিদ্যাবৈয়র্থ্যমিত্যর্থঃ । দৃষ্টান্তেন পরিহরতি—অত্রেত্যাদিনা । দেহে বর্ত্তমানস্যাপি বিদুষস্তদভিমানরাহিত্যং তত্রেত্যুচ্যতে । যস্যাং যতি সর্পো নির্মোকং জীয়তে, সা নির্ম্মোকো সর্পত্বক্চ্যতে । সর্পনির্ম্মোক-দৃষ্টান্তস্য দার্ষ্টান্তিকমাহ—এবমেবেতি । ২

বিবিদিষা-সংন্যাসবতী দুর্ব্বলতা ন তত্র প্রতিপত্তিকর্ম্মবন্ধহেতুরেব বিষয়ে, তৎ'হ—অধমস্যোক্তি।
*তাৎপর্য্যৈব হি তত্র ন্যায়ঃ তাত্ত্বিকঃ প্রত্যগ্রূপঃ পদম্' ইত্যুক্তত্বাদিত্যর্থঃ ॥২॥৭॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে এইরূপ শ্লোক—মন্ত্র আছে—যে সময়ে আত্মকাম ব্রহ্মবিদের সমস্ত কাম—নানাপ্রকার ভোগতৃষ্ণা প্রমুক্ত হয়—সম্পূর্ণ শীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। [কোন কামসমূহ ? না,—] ঐহিক বা পারলৌকিক পুত্র বিত্ত ও স্বর্গাদি-লোকৈষণা নামে প্রসিদ্ধ যে সমুদয় কাম এই পুরুষের হৃদয়ে আশ্রিত—বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ; [সেই সমস্ত কাম]। তখন [সেই পুরুষ] মর্ত্ত্য—মরণ-ধর্ম্মযুক্ত হইয়াও সমূলে কাম-নিবৃত্তি হওয়ায় অমৃত হন ; ইহা দ্বারা এই কথাই বলা হইতেছে যে, অবিদ্যামূলক অনাত্মবিষয়ক যে কামনা, তাহাই প্রকৃত মৃত্যু ; অতএব সেই অবিদ্যারূপ মৃত্যু ধ্বস্ত হওয়ায় বিদ্বান্ পুরুষ জীবৎ-দশায়ই অমৃত হইয়া থাকেন ; এখানে অর্থাৎ এই শরীরমধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়াই ব্রহ্মভোগ করেন—ব্রহ্মভাব লাভ করেন ; অতএব [বুঝা যাইতেছে যে,] মোক্ষ কখনও দেশান্তর-গমনের অপেক্ষা রাখে না, অর্থাৎ দেশান্তরে যাইয়া যে, মোক্ষ লাভ করিতে হইবে, একথা হইতে পারে না ; এই জন্যই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিদের প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না, যে ভাবে ছিল, ঠিক সেই ভাবেই স্বকারণীভূত পুরুষে (আত্মায়) বিলয় প্রাপ্ত হয় ; কেবল নামমাত্র তাঁহার অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ মুক্ত পুরুষের দেহত্যাগ হইলে ঐহিক সমস্তই ফুরাইয়া যায়, কেবল তাঁহার নামটি মাত্র জগতে থাকিয়া যায়। ১

ভাল, প্রাণসমূহ বিলীন হইয়া গেলে এবং দেহও স্বকারণে লয় প্রাপ্ত হইলে, মুক্ত বিদ্বান্ পুরুষ এখানেই সর্ব্বাত্মভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় পুনশ্চ দেহিত্ব (সংসারিত্ব) লাভ করে না কেন ? হাঁ, এ বিষয়ে উত্তর প্রদত্ত হইতেছে—এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—অহি অর্থ সর্প ; তাহার 'নির্ল্বয়নী' অর্থ—নির্ম্মোক (সাপের খোলস্) ; জগতে সেই অহিনির্ল্বয়নী যেমন মৃত—জীর্ণ হইলে বল্মীকে অর্থাৎ সর্প যেখানে বাস করে, সেই উইমাটী প্রভৃতি স্থানে প্রত্যস্ত—অনাত্মভাবে প্রক্ষিপ্ত হইয়া অর্থাৎ ইহা আমি বা আমার নহে, এইরূপে পরিত্যক্ত হইয়া শয়ন করে—বর্ত্তমান থাকে ; ঠিক এইরূপই অর্থাৎ উক্ত দৃষ্টান্তেরই মত, এই শরীর সর্পস্থানীয় মুক্ত পুরুষ কর্ত্তৃক অনাত্মভাবে—'ইহা আমি বা আমার নহে' এইরূপে পরিত্যক্ত হইয়া মৃতবৎ (মরার মত) পড়িয়া থাকে। ২

এদিকে সর্পত্বানপাতী মুক্ত পুরুষ সর্পাত্মভাবাপন্ন হইয়া, সর্পের ন্যায় সেই শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়াও অশরীরই থাকেন, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় আর সশরীর বা শরীরাভিমানী হন না; কেন না, পূর্ব্বে যে, তাঁহার সশরীরত্ব ও মর্ত্ত্যত্ব ছিল, কাম-কর্ম্মজনিত শরীরাত্মভাবই তাহার কারণ, (কেবল দেহাধিষ্ঠান তাহার কারণ নহে); এখন তাঁহার সেই 'কাম' চলিয়া গিয়াছে; কাজেই তিনি অশরীর; এই কারণেই অমৃত, এবং প্রাণ; যাহা দ্বারা প্রাণন করে, অর্থাৎ যাহা জীবনের হেতু, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে,পরবর্ত্তী শ্লোকেও 'প্রাণের প্রাণ' বলিয়া নির্দ্দেশ থাকায়, অন্য শ্রুতিতেও মনকে 'প্রাণবন্ধন' (প্রাণাধীন) বলিয়া উল্লেখ করায় এবং পরমাত্মার প্রকরণে এই বাক্য সন্নিবিষ্ট বলিয়াও বুঝিতে হইবে যে, এখানে পরমাত্মাই প্রাণ-পদের অর্থ। তিনি 'ব্রহ্মই' অর্থাৎ পরমাত্মাই বটে। সেই ব্রহ্ম কি প্রকার? না, তেজই, অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানস্বরূপই, যে আত্মজ্যোতিঃ দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া এই জগৎ প্রজ্ঞানের অর্থাৎ জ্ঞানসম্পন্ন ও বিজ্ঞানজ্যোতিঃ লাভ করিয়া অপ্রচ্যুতভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ●

ইতঃ পূর্ব্বে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি জনক মহারাজকে যে, ইচ্ছানুসারে মোক্ষ-জাতো যোগি প্রশ্নাধিকাররূপ বর প্রদান করিয়াছিলেন; শ্রুতি নিজেই জনক-যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদরূপ আকার পরিগ্রহপূর্ব্বক সেই বন্ধ মোক্ষ ও তাহার উপায় এবং তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক বিস্তৃতভাবে নিরূপণ করিলেন, যাহাতে প্রাণিগণ মোক্ষোপায় অনায়াসে জানিতে পারে। জনক বিস্তা-নিষ্ক্রয়ার্থ যাহা বলিয়াছিলেন, এখন শ্রুতি নিজেই তাহা বলিতেছেন। কি প্রকার? না, আপনি আমাকে বিমুক্তিলাভের পথ প্রদর্শন করিয়া মুক্তিলাভের সাহায্য করিয়াছেন; অতএব পূজনীয় আপনাকে বিস্তার মূল্য স্বরূপ সহস্র গো দান করিতেছি; এই কথা বিদেহপতি জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিয়াছিলেন। এখানে শঙ্কা হইতে পারে যে, এখন যখন বিমোক্ষ-তত্ত্ব নির্ণীত হইল, তখন বিদেহপতি সম্পূর্ণ বিদেহরাজ্য, এমন কি, নিজকেই বা দান করিলেন না কেন; অথচ পূর্ব্বে যেমন মোক্ষৈকদেশ শ্রবণে সহস্র দান করিয়াছিলেন, এখনও তাহাই দান করিতেছেন; ইহার অভিপ্রায় কি? ৪

ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, জনক মহারাজ অধ্যাত্ম-বিস্তায় রসিক; ব্রাহ্মণাকারে শ্রুত বিষয়ও পুনর্ব্বার মন্ত্রাকারে শ্রবণ করিতে

ইচ্ছা করেন ; এই কারণে তিনি এখনও সর্ব্বস্ব প্রদান করেন নাই ; 'যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট ইচ্ছামত শুনিয়া শেষে সর্ব্বস্ব দান করিব' ইহাই জনকের মনের ভাব। [আমি] যদি এখনই সর্ব্বস্ব দান করি, তাহা হইলে, যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি মনে করিতে পারেন যে, এ ব্যক্তির শ্রবণাভিলাষ পরিপূর্ণ হইয়াছে, এখন আর ইহার কোন বিষয়ে শ্রবণেচ্ছা নাই ; এই মনে করিয়া তিনি আর শ্লোক না বলিতেও পারেন ; এই ভয়ে, শ্রবণেচ্ছার সদ্ভাব জ্ঞাপনের নিমিত্ত সহস্র দান [করা হইয়াছে]। এ সমস্তই অসৎ বা অযৌক্তিক কথা ; প্রথম কারণ—প্রমাণভূত (বিশ্বাস্য) শ্রুতির পক্ষে সাধারণ লোকের ন্যায় এইরূপ প্রতারণা অসঙ্গত ; দ্বিতীয় কারণ—অর্থশেষের (অনুক্ত বিষয়ের) উপপত্তি বা সঙ্গতি, কেন না, মোক্ষলাভের উপায়ভূত আত্মজ্ঞান উক্ত হইলে, অজ্ঞানের শেষ বা অঙ্গস্বরূপ সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগস্বরূপ সন্ন্যাসের কথা এখনও বলিতে বাকী রহিয়াছে, তাহাত বলিতেই হইবে ; সুতরাং কেবল শ্লোক শ্রবণের ইচ্ছাকেই যে, ঐরূপ ব্যবহারের একমাত্র কারণরূপে কল্পনা করা, তাহা সরল পদ্ধতি নহে ; প্রতিপাদ্য বিষয়ের যে, পুনরুক্তি কল্পনা, তাহা কেবল অগতির গতি মাত্র, অর্থাৎ অগত্যাপক্ষে ঐরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে, কিন্তু উপায়ান্তরসত্ত্বে ঐরূপ কল্পনা কখনই যুক্তিসম্মত হইতে পারে না।৫

সর্ব্বপ্রকার কামনাত্যাগরূপ সন্ন্যাসকে যে, ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতি বা প্রশংসা স্বরূপও বলিতে পারা যায় না ; ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ভাল, এইরূপই যদি অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে ত, 'ইহার পর আমাকে বিমোক্ষের উপায়ই বলুন', এইরূপই বলা উচিত ছিল। হাঁ, ইহা দোষাবহ হয় না ; কারণ, আত্মজ্ঞান যেরূপ মোক্ষের প্রযোজক বা প্রবর্ত্তক, সন্ন্যাস ঠিক সেরূপ নহে ; পরন্তু প্রতিপত্তিক্রিয়া বা উপাসনার ন্যায় উহাও পাক্ষিক কারণ মাত্র ; ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায় ; কারণ, স্মৃতিতে আছে—'সন্ন্যাস দ্বারা শরীরপাত করিবে' ; আর সন্ন্যাস ধর্ম্ম যে পক্ষে সাধন, সে পক্ষেও 'অতঃপর বিমোক্ষের উপায়ই বলুন' এইরূপ কথা হইতে পারে না ; কারণ, মোক্ষলাভের সাধনস্বরূপ যে, আত্মজ্ঞান, তাহার পরিপক্কতা-সম্পাদনই সন্ন্যাসের প্রধান প্রয়োজন ; [সুতরাং জিজ্ঞাসা না থাকিলেও, ঐ বিষয় নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক হইতেছে।] ২০১।৭॥

তদেতে শ্লোকা ভবন্তি—অণুঃ পন্থা বিততঃ পুরাণো মাং স্পৃষ্টোঽনুবিত্তো মযৈব তেন ধীরা অপিযন্তি ব্রহ্মবিদঃ স্বর্গং লোকমিত ঊর্দ্ধং বিমুক্তাঃ ॥ ২৯৮ ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ। তৎ (তস্মিন্ অর্থে) এতে (বক্ষ্যমাণাঃ) শ্লোকাঃ (মন্ত্রাঃ) ভবন্তি,—পুরাণঃ পুরাতনঃ—সনাতনঃ) বিততঃ (বিস্তীর্ণঃ) অণুঃ (সূক্ষ্মঃ দুর্লভঃ) পন্থাঃ (মোক্ষমার্গঃ) ময়া (যাজ্ঞবল্ক্যেন) এব অনুবিত্তঃ (পরিজ্ঞাতঃ, ময়া সাক্ষাৎকৃতঃ), [অতএব] মাং স্পৃষ্টঃ (ময়া অধিগতঃ) এব; ধীরাঃ (প্রজ্ঞাবন্তঃ) ব্রহ্মবিদঃ বিমুক্তাঃ [সন্তঃ] ইতঃ (অস্মাৎ লোকাৎ, দেহপাতাৎ বা) ঊর্দ্ধং (পশ্চাৎ), তেন (জ্ঞানলক্ষণেন মোক্ষমার্গেন) স্বর্গং লোকং (মোক্ষং) অপিযন্তি (প্রাপ্নুবন্তি, বিদ্যাফলং মোক্ষং লভন্তে ইত্যর্থঃ) ॥ ২৯৮ ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ। পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে এই সমুদয় শ্লোক আছে—চির প্রসিদ্ধ বিস্তীর্ণ (দীর্ঘকালসাধ্য) দুর্ব্বিজ্ঞেয় পথ (মোক্ষমার্গ—ব্রহ্মবিদ্যা) নিশ্চয়ই আমা দ্বারা বিজ্ঞাত হইয়াছে; অতএব তাহা আমাকে স্পর্শও করিয়াছে, অর্থাৎ আমি মোক্ষপথ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছি। যাহারা ধীর ব্রহ্মজ্ঞ, তাহারা এখান হইতে বিমুক্ত হইয়া অর্থাৎ দেহপাতের পর, ঐ পথেই স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকেন। এখানে স্বর্গলোক অর্থ আত্মলোক—মোক্ষ ॥ ২৯৮ ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আত্মকামস্য ব্রহ্মবিদো মোক্ষঃ—ইত্যেতস্মিন্নর্থে মন্ত্রব্রাহ্মণোক্তে, বিস্তরপ্রতিপাদকা এতে শ্লোকা ভবন্তি—অণুঃ সূক্ষ্মঃ পন্থাঃ দুর্বিজ্ঞেয়ত্বাৎ, বিততঃ বিস্তীর্ণঃ, বিস্পষ্টতরণহেতুত্বাৎ, 'বিতরঃ' ইতি পাঠান্তরাৎ; মোক্ষসাধনো জ্ঞানমার্গঃ, পুরাণশ্চিরন্তনঃ, নিত্যশ্রুতিপ্রকাশিতত্বাৎ, ন তার্কিক-বুদ্ধপ্রভব-কুদৃষ্টিমার্গবদ্ অর্ব্বাকালিকঃ, মাং স্পৃষ্টঃ ময়া লব্ধ ইত্যর্থঃ; যো হি যেন লভ্যতে, স তং স্পৃশতীব সম্বধ্যতে; তেনায়ং ব্রহ্মবিদ্যা-লক্ষণো মোক্ষমার্গঃ ময়া লব্ধত্বাৎ 'মাং স্পৃষ্টঃ' ইত্যুচ্যতে। ন কেবলং ময়া লব্ধঃ, কিন্তু অনুবিত্তঃ মযৈব; অনুবেদনং নাম বিদ্যায়াঃ পরিপাকাপেক্ষয়া ফলাবসানতানিষ্ঠা প্রাপ্তিঃ, ভুজেরিব তৃপ্ত্যবসানতা; পূর্ব্বত্র জ্ঞানপ্রাপ্তিসম্বন্ধমাত্রমেবেতি বিশেষঃ।১

কিমসাবেব মন্ত্রদৃগেকঃ ব্রহ্মবিদ্যাফলং প্রাপ্তঃ, নান্যঃ প্রাপ্তবান্, যেন

'অনুবিত্তো মষৈব' ইত্যবধারয়তি ? নৈষ দোষঃ, অস্যাঃ ফলমাত্মসাক্ষিকমত্যুত্তম-মিতি ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ স্তুতিপরত্বাৎ ; এবং হি কৃতার্থাত্মাভিমানকরাত্মপ্রত্যয়-সাক্ষিকম্ আত্মজ্ঞানম্, কিমতঃ পরমন্যৎ স্যাদিতি ব্রহ্মবিদ্যাং স্তৌতি ; ন তু পুনরন্যো ব্রহ্মবিৎ তৎফলং ন প্রাপ্নোতীতি, "তদ্যো যো দেবানাম্" ইতি সর্বার্থশ্রুতেঃ ; তদেবাহ—তেন ব্রহ্মবিদ্যামার্গেণ, ধীরাঃ প্রজ্ঞাবন্তঃ অন্যেঽপি ব্রহ্মবিদ ইত্যর্থঃ, অপিযন্তি অপিগচ্ছন্তি, ব্রহ্মবিদ্যাফলং মোক্ষং স্বর্গং লোকম্ ; স্বর্গলোকশব্দস্ত্রিপিষ্টপবাচ্যপি সন্ ইহ প্রকরণাৎ মোক্ষাভিধায়কঃ । ইতঃ অস্মাৎ শরীরপাতাৎ ঊর্দ্ধং, জীবন্ত এব বিমুক্তাঃ সন্তঃ ॥ ২৯৮ ॥ ৮ ॥

টীকা। মন্ত্রোদাহরণম্ পরিশিষ্টং মন্ত্রানবতারয়তি আত্মকামস্যেতি। বক্ষ্যমাণান্তর্ভূতশ্লোকস্যাপ্যাদাবর্থ পৌনরুক্ত্যং অণুরিতি 'বস্তুরে'তি। জ্ঞান-মার্গস্য সূক্ষ্মত্বে হেতুমাহ দুর্বিজ্ঞেয়ত্বাদিতি বিততঃ পূর্ববদ্বিষয়ত্বাদবধেয়ম্। মাধ্যন্দিনশ্রুতিমাশ্রিত্যাহ—স্পৃষ্টেতি। প্রবন্ধসাধ্যং তস্য পদস্য বিবক্ষ্যতে। কথং পুনরধুনাতনো বৈদিকো জ্ঞানমার্গস্পৃষ্টত্বেন নিরূপ্যতে তত্রাহ—মহ্যমিতি। বিশেষণ-প্রকাশিতমর্থমুক্ত্বা তস্য ব্যবচ্ছেদ্যমাহ—ন তার্কিকেতি। মন্ত্রদৃশা ঋষিণাপি কৃতো জ্ঞানমার্গস্য তৎসংস্পর্শিত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ যো হীতি। অনুবেদনলাভয়োর্বিশেষাভাবাৎ পৌনরুক্ত্যমাশঙ্ক্যাহ অনুবেদনমিতি। পূর্বস্যোত্তরপাঠক্রমানুসারেণ লাভো গৃহ্যতে।

এবকারমাশ্রিত্য শঙ্কতে—কিমন্য ইতি। তথা চ তদ্যো যো দেবানামিত্যাদিশ্রুতিবিশেষ-শ্রুতিবিরুধ্যেতেতি শেষঃ। অবধারণস্য তৎফলস্তুতিপরত্বেনান্যযোগব্যবচ্ছেদকত্বাভাবমভিপ্রেত্য পরি-হরতি—নৈষ দোষ ইতি। স্তুতিপরত্বমেব স্ফুটয়তি—এবং হীতি। কৃতার্থো-স্মীত্যাত্মাভিমানকরং স্বানুভবসিদ্ধমাত্মজ্ঞানং নাস্মাদন্যদুৎকৃষ্টং কিঞ্চিদিত্যেবং বিদ্যামব-ধারণশ্রুতিঃ স্তৌতীত্যর্থঃ। যথাশ্রুতার্থত্বে কো দোষঃ স্যাদিতি চেৎ, তত্রাহ ন ত্বিতি। ইত্যবধারণশ্রুত্যা বিবক্ষিতমিতি শেষঃ। তত্র হেতুঃ—তদ্যো য ইতি। সর্বার্থশ্রুতে-র্ব্রহ্মবিদ্যা সর্বার্থা সর্বসাধারণীতি শ্রবণাদিতি যাবৎ। ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ সর্বার্থত্বে বাক্যশেষং প্রমাণয়েনাবতারয়তি—তদেবেতি। নন্ু মোক্ষে স্বর্গশব্দো ন যুজ্যতে, তত্রার্থান্তরে রূঢ়ত্বাদত আহ—স্বর্গেতি। যথা জ্যোতিষ্টোমপ্রকরণে শ্রুতো জ্যোতিঃশব্দো জ্যোতি-ষ্টোমবিষয়স্তথা মোক্ষপ্রকরণে শ্রুতঃ স্বর্গশব্দো মোক্ষবিষয়োঽস্তি। তত্ত্বার্থীকারে ব্রহ্ম-বিদ্যায়া নিষ্কর্ষপ্রসঙ্গাদিতি ভাবঃ। জীবন্ত এব মুক্তাঃ সন্তঃ শরীরপাতাদূর্ধ্বং মোক্ষমপিযন্তী-ত্যর্থঃ ॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ। আত্মকাম ব্রহ্মবিদের মোক্ষলাভ হয়, এ কথা মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগে উক্ত হইয়াছে ; বিস্তৃতভাবে তৎপ্রতিপাদক এই সমুদয় শ্লোক আছে—

অণু অর্থ সূক্ষ্ম; কেন না, উহা অতিদুর্বিজ্ঞেয়; বিতত অর্থ—বিস্তীর্ণ, অথবা সংসার হইতে ত্রাণ পাইবার উৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া বিতত; কারণ, কোন কোন পুস্তকে "বিততঃ" স্থলে "বিতরঃ" পাঠ রহিয়াছে। পুরাণ অর্থ—পুরাতন; কেন না, উহা নিত্য শ্রুতিদ্বারা প্রকাশিত; তার্কিকদিগের স্ববুদ্ধিকল্পিত অপকৃষ্ট জ্ঞানপথের ন্যায় ইহা আধুনিক নহে। এবংবিধ পথ—মোক্ষসাধন জ্ঞানমার্গ আমাকে স্পর্শ করিয়াছে, অর্থাৎ আমা দ্বারা লব্ধ হইয়াছে; কেন না, যাহা দ্বারা যাহা লব্ধ হয়, সেই লব্ধ বস্তু লাভকর্তাকে যেন স্পর্শই করিয়া থাকে; সেই হেতু উক্ত ব্রহ্মবিদ্যা আমা দ্বারা লব্ধ হওয়ায় 'আমাকে স্পর্শ করিয়াছে' বলা হইতেছে। আমি যে, ইহা কেবল লাভই করিয়াছি, তাহা নহে, পরন্তু আমি নিশ্চয়ই ইহার অনুবেদনও করিয়াছি। ভোজন বলিলে যেমন ভোজনজনিত তৃপ্তিপর্য্যন্ত বুঝায়, তেমনি এখানে 'অনুবেদন' অর্থে বিদ্যার পরিপক্বতানুসারে ফলের চরম অবস্থাপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে। প্রথমে কেবল জ্ঞানপ্রাপ্তির সম্বন্ধ মাত্র ছিল, [এখন তাহার ফলাবস্থা বা সাক্ষাৎকারও লাভ হইল, ইহাই উভয়ের মধ্যে বিশেষ। ১

ভাল, একমাত্র এই যাজ্ঞবল্ক্যই কি কেবল ব্রহ্মবিদ্যার ফল লাভ করিয়াছিলেন, অপর কেহ কি বিদ্যাফল প্রাপ্ত হন নাই? যাহার দরুণ 'আমাদ্বারাই অনুবিত্ত হইয়াছে' বলিয়া অবধারণ করিতেছেন? না—ইহা দোষাবহ হয় নাই; কারণ, এই ব্রহ্মবিদ্যার ফল যে, আত্মসাক্ষিক (নিজের প্রত্যক্ষীভূত) হইলেই সর্বোত্তম হয়; এইরূপে ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসাপ্রদর্শন করাই উক্ত অবধারণের অভিপ্রেত তাৎপর্য্য। আত্মজ্ঞান আত্মপ্রতীতিগম্য হইলে যে, আপনার কৃতার্থতাভিমান জন্মায়; বল দেখি, এতদপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট ফল কি হইতে পারে? এইরূপে ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতিপ্রকাশ করা হইতেছে মাত্র, কিন্তু অপর কোনও ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ যে, জ্ঞানফল প্রাপ্ত হন নাই, এরূপ অর্থে উহার তাৎপর্য্য নহে; কারণ, 'দেবতাদিগের মধ্যে যে যে প্রতিবুদ্ধ হইয়াছিলেন,' ইত্যাদি শ্রুতিতে সর্ব্বসাধারণের পক্ষেই তুল্য ফলপ্রাপ্তির কথা রহিয়াছে। তাহাই বলিতেছেন—ধীর অর্থাৎ উত্তম জ্ঞানসম্পন্ন অপরাপর ব্রহ্মবিদ্‌গণও এই ব্রহ্মবিদ্যা-পথে জীবদবস্থায়ই মুক্তিলাভ করেন, শেষে দেহপাতের পর ব্রহ্মবিদ্যার ফলস্বরূপ স্বর্গলোকে গমন করেন, অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন। যদিও 'স্বর্গ' শব্দ সাধারণতঃ সুরলোকবাচক

হউক, তথাপি এখানে প্রকরণানুসারে মোক্ষই ইহার প্রতিপাদ্য অর্থ ॥ ২৯৮ ॥ ৮ ॥

তস্মিন্ শুক্লমুত নীলমাহুঃ পিঙ্গলং হরিতং লোহিতঞ্চ। এষ পন্থা ব্রহ্মণা হানুবিত্তস্তেনৈতি ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃত্তৈজসশ্চ ॥ ২৯৯ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ। তস্মিন্ [মোক্ষমার্গে] [বিপ্রতিপন্নাঃ] শুক্লং (শুভ্রং) উত (অপি) নীলম্, পিঙ্গলং, হরিতং (শ্যামলং), লোহিতং (রক্তবর্ণং) চ আহুঃ (কথয়ন্তি—মার্গানাং শুক্লাদিবর্ণভেদেন ভিন্নত্বম্ ইত্যর্থঃ)। এষঃ (যথোক্তরূপঃ) পন্থাঃ ব্রহ্মণা (পরমাত্মনা) অনুবিত্তঃ (প্রাপ্তঃ সম্বদ্ধঃ); ব্রহ্মবিৎ, পুণ্যকৃৎ (প্রথমং পুণ্যকার্য্যেণ শুদ্ধচিত্তঃ), তৈজসঃ (তেজোময়েঃ ব্রহ্মণি সম্পন্নঃ) চ সন্, তেন (যথোক্তেন পথা) এতি (গচ্ছতি ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ) ॥ ২৯৯ ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ। [ভিন্ন ভিন্ন লোক নিজ নিজ জ্ঞান অনুসারে] পূর্ব্বোক্ত মোক্ষসাধন পথে, শুক্ল (বিশুদ্ধ বা নির্ম্মল), নীল, পিঙ্গল, হরিত (শ্যাম) ও লোহিতবর্ণ বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই পথটী ব্রহ্মের সহিত সম্বদ্ধ; ব্রহ্মবিৎ পুরুষ পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া এবং তেজোময় ব্রহ্মে আত্মভাব স্থাপন করিয়া ঐ ব্রহ্মপথে গমন করেন অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥ ২৯৯ ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তস্মিন্ মোক্ষসাধন-মার্গে বিপ্রতিপত্তির্মুমুক্ষূণাম্; কথম্? তস্মিন্ শুক্লং শুদ্ধং বিমলম্ এক কেচিৎ মুমুক্ষবঃ, নীলম্ অন্যে, পিঙ্গলম্ অন্যে, হরিতং লোহিতঞ্চ যথাদর্শনম্। নাড্যস্ত্বেতাঃ সুষুম্নাদ্যাঃ শ্লেষ্মাদিরসসম্পূর্ণাঃ—শুক্লস্য নীলস্য পিঙ্গলস্যেত্যাদ্যুক্তত্বাৎ। আদিত্যং বা মোক্ষমার্গমেবংবিধং মন্যন্তে—"এষ শুক্ল এষ নীলঃ" ইত্যাদিশ্রুতত্বাৎ; দর্শনমার্গস্য চ শুক্লাদিবর্ণাসম্ভবাৎ। সর্ব্বথাপি তু প্রকৃতাদ্ ব্রহ্মবিদ্যামার্গাৎ অন্যে এতে শুক্লাদয়ঃ।

নন্ শুক্লঃ শুদ্ধঃ অদ্বৈতমার্গঃ; ন, নীলপীতাদিশব্দৈর্বর্ণবাচকৈঃ সহ অনুশ্রবণাৎ; যান্ শুক্লাদীন্ যোগিনো মোক্ষপথান্ আহুঃ, ন তে মোক্ষমার্গাঃ; সংসারবিষয়া এব হি তে—"চক্ষুষ্টো বা মূর্দ্ধ্নো বা অন্যেভ্যো বা শরীর-

দেবেভ্যঃ" ইতি শরীরদেশাৎ নিঃসরণসম্বন্ধাৎ, ব্রহ্মাদিলোকপ্রাপকা হি তে। তস্মাদয়মেব মোক্ষমার্গঃ, যঃ আপ্তকামত্বেনাপ্তকামতয়া সর্ব্বকামক্ষয়ে গমনানুপপত্তৌ প্রদীপনির্ব্বাণবৎ চক্ষুরাদীনাং কার্য্যকরণানাম্ অত্রৈব সমবনয়ঃ—ইতি এষ জ্ঞানমার্গঃ পন্থাঃ, ব্রহ্মণা পরমাত্মস্বরূপেণৈব ব্রাহ্মণেন ত্যক্তসর্ব্বৈষণেন অনুবিত্তঃ। তেন ব্রহ্মবিদ্যামার্গেণ ব্রহ্মবিদ্ অন্যোঽপি এতি। ২

কীদৃশো ব্রহ্মবিৎ তেন এতীতি উচ্যতে—পূর্ব্বং পুণ্যকৃৎ ভূত্বা, পুনস্ত্যক্তপুত্রাদ্যেষণঃ পরমাত্মতেজস্যাত্মানং সংযোজ্য তস্মিন্নভিনির্বৃত্তঃ তৈজসশ্চাত্মভূতঃ ইত্যেবেত্যর্থঃ। ঈদৃশো ব্রহ্মবিৎ তেন মার্গেণ এতি, ন পুনঃ পুণ্যাদিসমুচ্চয়কারিণো গ্রহণম্, বিরোধাদিত্যবোচাম।

"অপুণ্যপুণ্যোপরমে যং পুনর্ভবনির্ভয়াঃ।

শান্তাঃ সন্ন্যাসিনো যান্তি তস্মৈ মোক্ষাত্মনে নমঃ॥" ইতি স্মৃতেশ্চ।

"ত্যজ ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ" ইত্যাদি পুণ্যাপুণ্যত্যাগোপদেশাৎ।

"নিরাশিষমনারম্ভং নির্নমস্কারমস্তুতম্।

অক্ষীণং ক্ষীণকর্ম্মাণং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥"

"নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্যাস্তি বিত্তং যথৈকতা সমতা সত্যতা চ।

শীলং স্থিতির্দণ্ডনিধানমার্জ্জবং ততস্ততশ্চোপরমঃ ক্রিয়াভ্যঃ॥"

ইত্যাদিস্মৃতিভ্যশ্চ ৩

উপদেক্ষ্যতি চ ইহাপি তু, "এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য ন বর্দ্ধতে কর্ম্মণা নো কনীয়ান্" ইতি কর্ম্মপ্রয়োজনাভাবে হেতুমুক্ত্বা, "তস্মাদেবংবিৎ শান্তো দান্তঃ" ইত্যাদিনা সর্ব্বক্রিয়োপরমং দর্শয়তি। তস্মাদ্ যথাব্যাখ্যাতমেব পুণ্যকৃত্ত্বম্, অথবা যো ব্রহ্মবিৎ তেনৈতি, স পুণ্যকৃৎ তৈজসশ্চেতি ব্রহ্মবিৎস্তুতিরেষা। পুণ্যকৃতি তৈজসে চ যোগিনি মহাভাগ্যং প্রসিদ্ধং লোকে, তাভ্যাম্ অতো ব্রহ্মবিৎ স্তূয়তে প্রখ্যাতমহাভাগ্যত্বাল্লোকে॥ ২৯৯। ৯॥

টীকা। তস্মিন্নুক্তায়াং শুক্লশক্রসাধ্যং—তস্মিন্নিতি বিপ্রতিপত্তিমেব প্রশ্নপূর্ব্বকং বিশদয়তি—কথমিত্যাদিনা। পিঙ্গলং রক্তিমালাঞ্ছিতম্। লোহিতং জবাকুসুমসন্নিভম্। মার্গঃ শুক্লাদিরূপবৎসাদিমত্ত্বেন উপাসনবস্তুত্বা তৎপ্রাপ্তিমার্গে বিবাদো মুমুক্ষূণামিত্যাহ—যথাদর্শনমিতি। তথাপি কথং ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে শুক্লাদিরূপসিদ্ধিঃ। ন হি জ্ঞানস্য রূপাদিমত্ত্বং বিদ্যাপক্ষাৎ—নাড্যো বেতি। তাসামপি কথং যথোক্তরূপবত্ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—শ্লেষ্মাদীতি। তথাপি কথং শুক্লাদিরূপবত্ত্বমিত্যাশঙ্ক্য নাড়ীগতোক্তং স্মারয়তি—শুক্লঞ্চেতি। নাড়ীপরিগ্রহে বিরোধকাভাবমাশঙ্ক্য পক্ষান্তর-

তৈজসাত্মাভিপ্রায়ঃ। অতঃ শব্দপর্যায়ৈঃ পশ্যতি—প্রত্যাচষ্টে ইতি। পুণ্যকৃৎতৈজসো-র্বিৎ শেষঃ।। ৪।৪।৯।।

ভাষ্যানুবাদ। সেই মোক্ষসাধন পথ সম্বন্ধে মুমুক্ষুগণের বিভিন্ন-প্রকার মতভেদ [দেখিতে পাওয়া যায়]। কি প্রকার? কোন কোন মুমুক্ষু সেই পথে শুক্ল অর্থাৎ বিশুদ্ধ নির্ম্মল রূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন; অন্যে নীল বর্ণ বলেন, অপরে পিঙ্গলবর্ণ, কেহ বা হরিত (সবুজ), কেহ বা লোহিতবর্ণ (১) নিজ নিজ জ্ঞানানুসারে বর্ণনা করিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এ সমস্তই শ্লেষ্মাদিপূর্ণ সুষুম্নাদি নাড়ীসমূহ; কেননা, এখানে শুক্ল নীল ও পিঙ্গলাদি বর্ণের উল্লেখ রহিয়াছে; [সুষুম্না প্রভৃতিরও ঐরূপ বর্ণ প্রসিদ্ধ আছে।] কেহ কেহ মনে করেন যে, এই প্রকার বর্ণযুক্ত আদিত্যই মোক্ষমার্গ; কারণ, অন্য শ্রুতিতে আছে—'ইনিই শুক্ল, ইনিই নীল' ইত্যাদি। বিশেষতঃ জ্ঞানরূপ পথে শুক্লাদি বর্ণসম্বন্ধ একান্তই অসম্ভব। ফল কথা, সকল মতেই এই শুক্লাদি পথগুলি যে, মোক্ষমার্গ হইতে স্বতন্ত্র, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ভাল, জিজ্ঞাসা করি; অদ্বৈতপথ (মোক্ষমার্গও ত) শুক্ল—শুদ্ধই বটে; [তবে আর অন্য অর্থ করা হয় কেন?] না, বর্ণবাচক নীল পীত প্রভৃতি শব্দের সহিত একত্র পঠিত থাকায় সে কথা বলিতে পারা যায় না; যোগিগণ শুক্লাদি বর্ণবিশিষ্ট যে সমস্ত মোক্ষপথের কথা বলিয়া থাকেন, প্রকৃতপক্ষে সেগুলি যথার্থ মোক্ষপথ নহে; সে সমস্ত পথ সংসারাধিকারেই অবস্থিত; কারণ, 'চক্ষু হইতে, অথবা মস্তক (ব্রহ্মরন্ধ্র) হইতে, কিংবা শরীরের অন্যান্য প্রদেশ হইতে [বহির্গত হয়]' এই শ্রুতিতেও সংসার গতিতেই শরীরের অংশবিশেষ হইতে নির্গমনের কথা রহিয়াছে। সুতরাং এসমস্ত পথ ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তিরই উপায়, (মোক্ষ প্রাপ্তির নহে)। অতএব ইহাই প্রকৃত মোক্ষপথ, যাহা মুমুক্ষুর আত্মবিষয়ক কামনা দ্বারা, আপ্তকামত্ব নিবন্ধন সমস্ত কামনা ক্ষয় হইলে পর, প্রদীপনির্ব্বাণের ন্যায় চক্ষু-প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয় এখানেই বিলীন হইয়া যায়; এই জ্ঞানমার্গই সেই

(১) তাৎপর্য্য—আনন্দগিরি বলিয়াছেন পিঙ্গল অর্থ অগ্নিশিখার তুল্য বর্ণ, আর লোহিত অর্থ—জবাফুলের বর্ণ। কিন্তু অভিধান অনুসারে বুঝা যায় যে, পিঙ্গল অর্থ নীল ও পীত মিশ্রিত বর্ণ।

পথ; এই পথটী ব্রহ্মকর্তৃক অর্থাৎ সর্ব্বকামনাবিনির্ম্মুক্ত পরমাত্মস্বরূপে অবস্থিত ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক অনুবিত্ত—সম্পূর্ণরূপে অনুভূত; অন্য ব্রহ্মবিদ্ পুরুষও সেই ব্রহ্মবিদ্যা-পথে গমন করিয়া থাকেন। ১

কি প্রকার ব্রহ্মবিৎ পুরুষ সেই পথে গমন করেন, তাহা বলা হইতেছে—যিনি প্রথমে পুণ্যকর্ম্ম করিয়া এবং পুত্রবিত্তাদি বিষয়ে কামনা ত্যাগ করিয়া, পরমাত্মতেজে অর্থাৎ স্বপ্রকাশ পরমাত্মাতে আত্মসংযোগ করতঃ সেই পরমাত্ম-তেজঃস্বরূপে পরিনিষ্পন্ন তৈজসত্ব লাভ করিয়াছেন, অর্থাৎ ইহ লোকেই আত্মস্বরূপ হইয়াছেন, এবংবিধ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সেই পথে গমন করেন। এখানে 'পুণ্যকৃৎ' শব্দে জ্ঞানও পুণ্যাদির সমুচ্চয়কারীর গ্রহণ নহে, অর্থাৎ একসঙ্গে জ্ঞান-কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা বুঝিতে হইবে না। জ্ঞান ও কর্ম্ম যে, পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিশেষতঃ স্মৃতিশাস্ত্রে আছে—'পাপ ও পুণ্যের নিবৃত্তি হইলে পর, পুনর্জ্জন্মের ভয় হইতে বিমুক্ত, অতএব শান্ত—নিরুদ্বিগ্নচিত্ত সন্ন্যাসিগণ যাহাকে লাভ করিয়া থাকেন, সেই স্বভাবমুক্ত আত্মাকে নমস্কার করি'। তাহার পর, 'ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ত্যাগ কর' ইত্যাদি ধর্ম্মাধর্ম্ম ত্যাগের উপদেশ হেতু, এবং 'যিনি কোন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করেন না, তন্নিমিত্ত কোন কর্ম্মও করেন না, নমস্কার ও স্তুতিরহিত, নিজে অক্ষীণ (অনিবিদ্ধকর্ম্মা) ও ক্ষীণকর্ম্মা (কর্ম্ম যাহার ক্ষয় পাইয়াছে), দেবতাগণ তাহাকে ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মনিষ্ঠ) বলিয়া জানেন'। 'ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে, একতা (ব্রহ্মাত্মৈকত্ব), সমতা, সত্যতা, শীল, স্থায়পক্ষে স্থিতি, দণ্ডগ্রহণ, সরলতা, এবং কর্ম্ম হইতে যে, বিরত থাকা, ইহার তুল্য আর কোন সম্পদ্ নাই।' ইত্যাদি স্মৃতি বচন হইতেও জ্ঞান কর্ম্মের সমুচ্চয় সিদ্ধ হইতেছে না। ১

এখানেও উপদেশ করিবেন—'ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির ইহা নিত্য মহিমা, কর্ম্ম দ্বারা ইহার কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না' এইরূপে কর্ম্মানুষ্ঠানের অনাবশ্যকতার হেতু জ্ঞাপন করিয়া-'অতএব এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন (ব্রহ্মজ্ঞ) পুরুষ শান্ত ও দান্ত (ইন্দ্রিয়সংযমী) হইয়া' ইত্যাদি বাক্যে সর্ব্বক্রিয়া হইতে নিবৃত্তির উপদেশ করিবেন। অতএব 'পুণ্যকৃৎ' শব্দের ব্যাখ্যা আমরা যেরূপ করিয়াছি, সেইরূপ ব্যাখ্যাই সমীচীন। অথবা, ইহা কেবল ব্রহ্মবিৎ পুরুষের স্তুতিমাত্র—যে ব্রহ্মবিৎ সেই পথে গমন করেন, তিনিই পুণ্যকৃৎ

এবং তৈজস; কারণ, পুণ্যকর্ম্মা ও তৈজস যোগী পুরুষ যে, মহাসৌভাগ্য-সম্পন্ন, তাহা জগতে প্রসিদ্ধও বটে। যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি মহা ভাগ্যবান্ বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ; সেই হেতুই ঐ 'পুণ্যকৃৎ' ও 'তৈজস' শব্দে তাহার প্রশংসা কীর্ত্তন করা হইয়াছে ॥ ২৯৯ ॥ ৯ ॥

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে, ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥ ৩০০ ॥ ১০ ॥

সরলার্থঃ। যে অবিদ্যাং (বিদ্যাভিন্নাং জ্ঞানরহিতং কর্ম্ম ইত্যর্থঃ) উপাসতে, [তে] অন্ধং তমঃ (সংসারপ্রাপ্তিহেতুং অজ্ঞানং) প্রবিশন্তি; যে উ (অপি) বিদ্যায়াং (কর্ম্মমাত্রাববোধিকায়াং বেদবিদ্যায়াং) রতাঃ (উপনিষদুক্তার্থতত্ত্ববিমুখাঃ), [তে] ততঃ (তস্মাৎ—অন্ধতমসোঽপি) ভূয়ঃ (অধিকম্) ইব তমঃ (অজ্ঞানং) [প্রবিশন্তি] ॥ ৩০০ ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ। যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে, অর্থাৎ জ্ঞানরহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহারা অন্ধতমে—সংসারপ্রাপ্তির কারণীভূত অজ্ঞানে প্রবেশ করে; আর যাহারা বিদ্যাতে—কেবল কর্ম্মপ্রতিপাদক বেদবিদ্যায় নিরত থাকে, [উপনিষদুক্ত অর্থ জানে না], তাহারা তদপেক্ষাও অধিকতর অজ্ঞানে প্রবেশ করে ॥৩০০॥১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অন্ধমদর্শনাত্মকং তমঃ সংসারনিয়ামকং প্রবিশন্তি প্রতিপদ্যন্তে; কে? যে অবিদ্যাং বিদ্যাতোঽন্যাং সাধ্যসাধনলক্ষণামুপাসতে—কর্ম্ম অনুবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ। ততস্তস্মাদপি ভূয় ইব বহুতরমিব তমঃ প্রবিশন্তি; কে? যে তু বিদ্যায়াম্ অবিদ্যাবস্তুপ্রতিপাদিকায়াং কর্ম্মার্থায়াং ত্রয্যামেব বিদ্যায়াং রতা অভিরতাঃ,—বিধিপ্রতিষেধপর এব বেদঃ, নান্যোঽস্তীত্যুপনিষদর্থানপেক্ষিণ ইত্যর্থঃ ॥ ৩০০ ॥ ১০ ॥

টীকা। প্রকৃতজ্ঞানমার্গস্তুত্যর্থং মার্গান্তরং নিন্দতি—অন্ধমিত্যাদিনা। বিদ্যামিতি প্রতীকমাদায় ব্যাকরোতি—অবিদ্যেতি। কথং পুনস্ত্রয্যামভিরতানামধঃপতনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—বিধীতি ॥ ৩০০ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ। অন্ধ অর্থ—অদর্শন, অর্থাৎ আত্মদর্শনের অভাব, সেই তমে—জন্মমরণাত্মক সংসারপ্রাপ্তি যাহার অবশ্যম্ভাবী ফল, সেই অজ্ঞানান্ধকারে প্রবেশ করে অর্থাৎ তাহা প্রাপ্ত হন। কাহারা [প্রাপ্ত হয়]?

না, যাহারা অবিদ্যার—সাধ্য সাধন ও ফলাত্মক বিদ্যাভিন্ন—অবিদ্যার উপাসনা করেন, অর্থাৎ কেবলই কর্ম্মের অনুসরণ করেন। তদপেক্ষাও অধিকতর অন্ধতমেই যেন প্রবেশ করেন; কাহারা? যাহারা বিদ্যায়—অবিদ্যাত্মক বস্তুবোধক কর্ম্মোপদেশক বেদবিদ্যায়ই কেবল রত—সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট; অর্থাৎ যাহারা মনে করেন—বিধিনিষেধ-প্রতিপাদক বেদই বেদ, তদতিরিক্ত কোন বেদ নাই, এইরূপে উপনিষদের উপদিষ্ট বিষয়ে উপেক্ষা করেন, (তাহারা)॥৩০০॥১০॥

অনন্দা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ, তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্ত্যবিদ্বাংসোঽবুধো জনাঃ ॥৩০১॥১১॥

অন্বয়ার্থঃ। যে জনাঃ (প্রাকৃতাঃ জন্মমরণশীলাঃ) অবিদ্বাংসঃ অবুধঃ (আত্মবোধরহিতাঃ), তে প্রেত্য (মৃত্বা) অন্ধেন (অদর্শনাত্মকেন) তমসা আবৃতাঃ (ব্যাপ্তাঃ) তে (প্রসিদ্ধাঃ) অনন্দাঃ (নিরানন্দাঃ) নাম লোকাঃ [যে সন্তি] তান্ (লোকান্) অভিগচ্ছন্তি (সম্যক্ প্রাপ্নুবন্তি)॥৩০১॥১১॥

মূলানুবাদ। যে সমুদয় লোক অবিদ্বান ও আত্মবোধ-বিবর্জ্জিত, তাহারা মৃত্যুর পর—অদর্শনাত্মক অন্ধকারে আবৃত সেই যে, 'অনন্দ' (আনন্দহীন) স্থান, সেই স্থানে গমন করিয়া থাকে॥ ৩০১ ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদি তে অদর্শনলক্ষণং তমঃ প্রবিশন্তি, কো দোষঃ, ইত্যুচ্যতে—অনন্দাঃ অনানন্দাঃ অসুখা নাম তে লোকাঃ, তেনান্ধেনাদর্শন-লক্ষণেন তমসা আবৃতাঃ ব্যাপ্তাঃ, তে তস্যাজ্ঞানতমসো গোচরাঃ,তান্ তে প্রেত্য মৃত্বা অভিগচ্ছন্তি অভিযান্তি; কে? যে অবিদ্বাংসঃ; কিং সামান্যেনাবিদ্বত্তা-মাত্রেণ? নেত্যুচ্যতে—অবুধঃ, বুধেরবগমনার্থস্য ধাতোঃ কিপ্‌প্রত্যয়ান্তস্য রূপম্, আত্মাবগমবর্জ্জিতা ইত্যর্থঃ। জনাঃ প্রাকৃতা এব জননধর্ম্মাণো বা ইত্যেতৎ॥ ৩০১ ॥ ১১ ॥

টীকা। মন্ত্রান্তরবাক্যস্যাধ্যারোপাপবাদাভ্যাম্ ব্যাচষ্টে—যদীত্যাদিনা। অবুধ ইত্যস্য নিষ্পত্তিং সূচয়ন্ বিবক্ষিতমর্থমাহ—বুধেরিতি। ৩০১। ১১।

ভাষ্যানুবাদ। ভাল, তাহারা যদি অদর্শনাত্মক তমেই প্রবেশ

করে, তাহাতেই বা দোষ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—অনন্দ অর্থাৎ আনন্দ-রহিত—অসুখাত্মক কতগুলি প্রসিদ্ধ লোক আছে, সেই স্থানগুলি অদর্শনাত্মক অন্ধতমে আবৃত অর্থাৎ ব্যাপ্ত, সেই স্থানগুলি অজ্ঞানান্ধকারেরই অধিকারভুক্ত; মৃত্যুর পর তাহারা সেই সমস্ত স্থানে গমন করিয়া থাকে। কাহারা? না, যাহারা অবিদ্বান্; সাধারণতঃ অবিদ্বান্ হইলেই কি গমন করে? না—তাহা নহে; এই জন্য বলিলেন—'অবুধঃ'; এইটী—অ:গত্যর্থক 'বুধ' ধাতুর কিপ্ প্রত্যয়ান্ত রূপ; সুতরাং 'অবুধঃ' অর্থ—যাহারা আত্মার তত্ত্ব অবগত নহে। 'জনাঃ' অর্থ—সাধারণ লোক-সকল, অথবা কেবল জন্মমরণশীল লোক সকল। ৩০১ ॥ ১১॥

আত্মানং চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ।

কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনু সংজ্বরেৎ ॥৩০ ॥১২॥

সম্বন্ধার্থঃ। পুরুষঃ (যঃ কোঽপি জীবঃ) চেৎ (যদি), আত্মানম্ 'অয়ম্ অস্মি' (নিত্য-শুদ্ধবুদ্ধঃ যঃ পর আত্মা, সঃ অহং ভবামি) ইতি (ইত্থং) বিজানীয়াৎ (বিশেষেণ প্রতীয়াৎ), [তদা সঃ] কিম্ ইচ্ছন্ (স্বরূপাতিরিক্ত-বস্বভাবাৎ কিং কাময়ন্), কস্য (আত্মব্যতিরিক্তস্য বা) কামায় (প্রয়োজনায়) শরীরম্ অনু সংজ্বরেৎ (অনু শরীরং লক্ষীকৃত্য জ্বরং পীড়াং অনুভবেৎ)? [শরীরে আত্মাধ্যাসো হি দুঃখাদিনিমিত্তম্, স চেৎ আত্মজ্ঞানেন অপনীয়তে, তদা কারণাভাবাৎ শারীরং জ্বরাদিকমপি আত্মনি পুনর্ন সম্ভবতীতি ভাবঃ]॥ ৩০২ ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ। পুরুষ অর্থাৎ জীব যদি বুঝিতে পারে যে,—'আমি এতৎস্বরূপ, অর্থাৎ সর্ব্বসংসারধর্ম্মাতীত পরমাত্মস্বরূপ', তাহা হইলে, সেই পুরুষ কিসের ইচ্ছায় বা কাহার কামনায় (প্রয়োজনে) শরীরের সঙ্গে সঙ্গে জ্বর-দুঃখ অনুভব করিবে? অর্থাৎ জীবের যে, দুঃখ হয়, তাহার কারণ—আপনার স্বরূপ না জানা এবং শরীরে আত্মাভিমান স্থাপন করা, সেই দুইটী কারণেরই অভাব হইলে আত্মার যে, ইচ্ছা, কামনা ও শরীরানুগত দুঃখসম্বন্ধ, এ সমস্তই নিবৃত্ত হইয়া যায় ॥ ৩০২ ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আত্মানং স্বং পরং সর্ব্বপ্রাণিমনীষিতজ্ঞং হৃৎস্থমশনায়াদিধর্ম্মাতীতং চেৎ যদি বিজানীয়াৎ—সহস্রেষু কশ্চিৎ; চেৎ-ইত্যাত্মবিদ্যায়া দুর্লভত্বং দর্শয়তি। কথম্? অয়ং পর আত্মা সর্ব্বপ্রাণিপ্রত্যয়সাক্ষী, যো নেতি নেত্যাদ্যুক্তঃ, যস্মাৎ নান্যোঽস্তি দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা, সমঃ সর্ব্বভূতস্থো নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাবঃ—অস্মি ভবামীতি, পুরুষঃ পুরুষঃ।

সঃ কিমিচ্ছন্ তৎস্বরূপব্যতিরিক্তমন্যদ্বস্তু ফলভূতং কিমিচ্ছন্, কস্য বা অন্যস্য আত্মনো ব্যতিরিক্তস্য কামায় প্রয়োজনায়; ন হি তস্যাত্মন এষ্টব্যং ফলম্, ন চাপি আত্মনোঽন্যঃ অস্তি, যস্য কামায় ইচ্ছতি, সর্ব্বস্যাত্মভূতত্বাৎ; অতঃ কিমিচ্ছন্ কস্য বা কামায় শরীরমনু সংজ্বরেৎ সন্তপ্যেৎ—শরীরোপাধিকৃতদুঃখম্ অনু দুঃখী স্যাৎ, শরীরতাপম্ অনু তপ্যেত। অনাত্মদর্শিনো হি তদ্ব্যতিরিক্তবস্তুন্তরেপ্সোঃ 'মমেদং স্যাৎ, পুত্রস্যেদম্, ভার্য্যায়া ইদম্' ইত্যেবমীহমানঃ পুনঃ পুনর্জ্জননমরণপ্রবন্ধারূঢ়ঃ শরীররোগমনু রুজ্যতে; সর্ব্বাত্মদর্শিনস্তু তদসম্ভব ইত্যেতদাহ॥ ৩০২॥ ১২॥

টীকা। উক্তাত্মজ্ঞানস্তুত্যর্থমেব তদ্বিষয়স্য কাঠিন্যেন দুর্লভতাং দর্শয়তি—আত্মানমিত্যাদিনা। বিজ্ঞানময়াদাত্মনো বৈলক্ষণ্যার্থং বিশিনষ্টি—পরমিতি। তটস্থং ব্যাবর্ত্তয়তি—হৃৎস্থমিতি। বুদ্ধিসম্বন্ধপ্রাপ্তং সংসারিত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি—অশনায়াদীতি। প্রশ্নপূর্ব্বকং জ্ঞানপ্রকারং প্রকটয়তি—কথমিত্যাদিনা। সর্ব্বভূতসম্বন্ধপ্রযুক্তং দোষং ব্যাবর্ত্তয়িতুং বিশিনষ্টি—সমেতি। ইতি বিজানীয়াদিতি সম্বন্ধঃ। প্রয়োজনায় শরীরমনুসংজ্বরেদিতি সম্বন্ধঃ। কিমিচ্ছন্নিত্যাক্ষেপং সমর্থয়তে—ন হীতি। কস্য বা কামায়েত্যাক্ষেপমুপপাদয়তি—ন চেতি। আক্ষেপফলং নিগময়তি—অত ইতি। তদেব স্পষ্টয়তি—শরীরেতি। বিদুষস্তাপাভাবং ব্যতিরেকমুখেন দর্শয়তি—অনাত্মেতি। বস্তুন্তরেপ্সোস্তাপসম্ভব ইতি শেষঃ। ন চেত্তাদৃগাত্মজ্ঞতা মমেদমিত্যাদি বোধ্যম্। ইত্যেতদাহ কিমিচ্ছন্নিত্যাদ্যা শ্রুতিরিতি শেষঃ॥ ৩০২॥ ১২॥

ভাষ্যানুবাদ। সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়জ্ঞ ও হৃদয়স্থ এবং ক্ষুধাপিপাসাদি সংসার-ধর্ম্মের অতীতঃ স্বস্বরূপ পরমাত্মাকে যদি সহস্রের মধ্যে একজনও জানিতে পারে; এখানে 'যদি' (চেৎ) বলার অভিপ্রায় এই যে, আত্মজ্ঞান অতীব দুর্লভ। কি প্রকারে [জানে]? এই যে, সর্ব্বপ্রাণীর প্রতীতির সাক্ষিস্বরূপ পরমাত্মা, যিনি 'নেতি নেতি' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, যাহার অতিরিক্ত আর দ্রষ্টা, শ্রোতা, মননকর্ত্তা বা বিজ্ঞাতা কেহ নাই, এবং যিনি বৈষম্যবর্জ্জিত ও সর্ব্বভূতস্থ নিত্য শুদ্ধ ও মুক্তস্বভাব, আমি হইতেছি তৎস্বরূপ, [এই প্রকারে জানে,]।

সেই পুরুষ কিসের ইচ্ছায়—ইচ্ছার ফলস্বরূপ স্বব্যতিরিক্ত কোন বস্তু ইচ্ছা করিয়া, কাহারই বা কামনায় অর্থাৎ আত্মাতিরিক্ত অন্য কাহার প্রয়োজনে—কেননা, তাহার নিজের ত প্রার্থনীয় কোন ফল নাই, অথচ আত্মার অতিরিক্তও অন্য কেহ নাই, যাহার প্রয়োজনে ইচ্ছা করিবে; সে তখন সকলের আত্মস্বরূপ হইয়াছে; অতএব কাহার প্রয়োজনে, কিসের ইচ্ছায় শরীরের অনুগত থাকিয়া সম্যক্ অনুতাপী হইবে—স্বরূপভ্রষ্ট হইবে? শরীররূপ উপাধিজনিত দুঃখ লক্ষ্য করিয়া দুঃখিত হইবে, অর্থাৎ শরীরগত সন্তাপের অনুগত হইয়া—সন্তাপ অনুভব করিবে? আত্মদর্শী পুরুষই আপনার অতিরিক্ত বস্তু পাইতে অভিলাষী হয়; সুতরাং [তাহারই সন্তাপ সম্ভব হয়]; [এবং সেই পুরুষই] 'আমার ইহা হউক, পুত্রের অমুক হউক, স্ত্রীর অমুক হউক' এইরূপ কামনার বশীভূত এবং বারংবার জন্ম-মরণপ্রবাহে পতিত হইয়া, শরীরগত রোগের অনুসরণ করিয়া—রোগানুভব করিয়া থাকে; কিন্তু যিনি সর্ব্বত্র আত্মভাব দর্শন করিয়া থাকেন, তাহার পক্ষে ঐরূপ সন্তাপ ভোগ করা কখনই সম্ভব হয় না। ৩০২ ॥ ১২ ॥

যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মাঽস্মিন্ সন্দেহ্যে গহনে প্রবিষ্টঃ। স বিশ্বকৃৎ স হি সর্ব্বস্য কর্ত্তা, তস্য লোকঃ স উ লোক এব ॥৩০৩॥১৩॥

অন্বয়ার্থঃ। গহনে (অনেকানর্থসংকুলে) অস্মিন্ সন্দেহে (সন্দেহাস্পদে শরীরে) প্রবিষ্টঃ (শরীরাধ্যক্ষরূপেণ স্থিতঃ) আত্মা যস্য (যেন ব্রহ্মনিষ্ঠেন), অনুবিত্তঃ (প্রাক্ পরোক্ষতয়া অনুভূতঃ), প্রতিবুদ্ধঃ (অহমস্মি পরং ব্রহ্ম' ইত্যেবং সাক্ষাৎকৃতঃ), সঃ (আত্মজ্ঞঃ) বিশ্বকৃৎ (বিশ্বস্য জগতঃ কর্ত্তা), হি (যতঃ) সঃ (আত্মজ্ঞঃ) সর্ব্বস্য (জগতঃ) কর্ত্তা (উৎপাদকঃ), [ন কেবলং বিশ্বকর্ত্তৃত্বমেব তস্য, অপিতু] লোকঃ (সর্ব্ব আত্মা) তস্য, সঃ উ (অপি) লোক এব (লোকাত্মক এব, ন ততোঽতিরিক্তঃ কশ্চিৎ লোকোঽস্তীতি ভাবঃ) ॥ ৩০৩ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ। অনেক অনর্থসংকুল এবং বহুবিধ সন্দেহাস্পদ এই দেহমধ্যে প্রবিষ্ট এই আত্মা যাহার পরিজ্ঞাত এবং 'আমিই সেই পরমাত্মা' ইত্যাকারে প্রত্যক্ষীকৃত হয়, তিনি বিশ্বকর্ত্তা;

[কারণ ?] যেহেতু তিনি সকলেরই কর্ত্তা বা উৎপাদক; [শুধু তাহাই নহে,] সমস্ত লোক অর্থাৎ সমস্ত আত্মাই তাহার, এবং তিনিও সমস্ত লোক বা সর্ব্বাত্মস্বরূপ ॥ ৩০৩ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ, যস্য ব্রাহ্মণস্য অনুবিত্তঃ অনুলব্ধঃ, প্রতিবুদ্ধঃ সাক্ষাৎকৃতঃ; কথম্? অহমস্মি পরং ব্রহ্মেত্যেবং প্রত্যগাত্মত্বেনাবগতঃ আত্মা অস্মিন্ সন্দেহে সন্দেহে অনেকানর্থসঙ্কটোপচয়ে, গহনে বিষমে অনেকশতসহস্রবিবেকবিজ্ঞানপ্রতিপক্ষে বিষমে প্রবিষ্টঃ; স যস্য ব্রাহ্মণস্যানুবিত্তঃ প্রতিবোধেনেত্যর্থঃ। স বিশ্বকৃদ্বিশ্বস্য কর্ত্তা; কথং বিশ্বকৃৎ, তস্য কিং বিশ্বকৃদিতি নাম? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—স হি যস্মাৎ সর্ব্বস্য কর্ত্তা, ন নামমাত্রম্; ন কেবলং বিশ্বকৃৎ পরপ্রযুক্তঃ সন্, কিন্তুহি? তস্য লোকঃ সর্ব্বঃ, কিমন্যো লোকোঽন্যোঽসাবিত্যুচ্যতে;—স উ লোক এব; লোকশব্দেন আত্মা উচ্যতে; তস্য সর্ব্ব আত্মা, স চ সর্ব্বস্যাত্মেত্যর্থঃ। য এব ব্রাহ্মণেন প্রত্যগাত্মা প্রতিবুদ্ধতয়ানুবিত্ত আত্মা অনর্থসঙ্কটে গহনে প্রবিষ্টঃ, স ন সংসারী, কিন্তু পর এব, যস্মাদ্বিশ্বস্য কর্ত্তা সর্ব্বস্য আত্মা, তস্য চ সর্ব্ব আত্মা। এক এবাদ্বিতীয়ঃ পর এবাস্মীত্যনুসন্ধাতব্য ইতি শ্লোকার্থঃ ॥ ৩০৩ ॥ ১৩ ॥

টীকা। ন কেবলমাত্মবিজ্ঞানসিকস্য কায়ক্লেশরাহিত্যং, কিন্তু কৃতকৃত্যতা চাস্তীত্যাহ—কিঞ্চেতি। সন্দেহে পৃথিব্যাদিভির্দ্দেহৈরুপচিতে শরীরে। সন্দেহত্বং সাধয়তি—অনেকেতি। বিষমত্বং বিশদয়তি—অনেকশতেতি। ন নামমাত্রমিত্যত্র পূর্ব্বত্বাৎ নঞ, তস্মাদিতি পঠিতব্যং, যস্মাদিত্যুপক্রমাৎ; বিশ্বকৃত্ত্বমিতি শেষঃ। পরশব্দো বিদ্যাবিষয়ঃ। বিশ্বকৃৎ কৃতকৃত্য ইত্যেতৎ। লোকলোকিবিভাগেন ভেদং শঙ্কিত্বা দূষয়তি—কিমিত্যাদিনা। মন্ত্রোপাত্তদ্বয়স্য তাৎপর্য্যার্থং সংগৃহ্ণাতি—য এষ ইতি। অস্ত্বেবং, কিং তাবতেত্যাশঙ্ক্যাহ—এক এবেতি। যো হি পরঃ সর্ব্বপ্রকারভেদরাহিত্যাৎ পূর্ণতয়া বর্ত্ততে, স এবাস্মীত্যাত্মানুসন্ধাতব্য ইতি যোজনা। ৩০৩। ১৩।

ভাষ্যানুবাদ। [আত্ম-বিজ্ঞানরত পুরুষের যে, কেবল কায়ক্লেশই নিবৃত্ত হয়, তাহা নহে; পরন্তু কৃতার্থতাও হয়; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—] অপিচ, ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ গহন—বিষম অর্থাৎ বিবেকজ্ঞানের বহু-শতসহস্র প্রতিকূলভাবাপন্ন এই সন্দেহে—বিবিধ অনর্থরাশিতে পরিপূর্ণ এই দেহে প্রবিষ্ট (শরীরাধিপতিরূপে অবস্থিত) এই আত্মাকে উপলব্ধ করিয়াছেন, এবং প্রতিবোধগোচর অর্থাৎ সাক্ষাৎকার করিয়াছেন;

কি প্রকারে? না, 'আমিই সেই পর ব্রহ্ম' এইরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি বিশ্বকৃৎ—জগতের কর্তা; কিরূপে তাঁহার বিশ্বকর্তৃত্ব, তাহার নামই কি 'বিশ্বকৃৎ'? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—[না—ইহা তাহার নাম নহে;] যেহেতু তিনি সকলের কর্তা, তিনি যে, অন্যের আদেশ মতে বিশ্বকৃৎ হন, তাহা নহে, তবে কি না, সমস্ত লোকই (আত্মাই) তাঁহার। ভাল, তবে কি তিনি ও অন্য লোক পরস্পর ভিন্ন? তদুত্তরে বলিতেছেন—তিনিও লোকস্বরূপই বটে; এখানে 'লোক' শব্দে আত্মাকে বুঝাইতেছে; সকলে তাহার আত্মা, এবং তিনিও সকলের আত্মা।

এই যে আত্মা, ব্রহ্মনিষ্ঠকর্তৃক প্রতিবোধ বা বিবেকজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া সাক্ষাৎকৃত এবং বিবিধ অনর্থসঙ্কুল গহন দেহমধ্যে প্রবিষ্ট; সেই আত্মা প্রকৃত পক্ষে সংসারী নহে, পরন্তু পরমাত্মাই; যেহেতু এই আত্মাই বিশ্বের কর্তা ও সকলের আত্মা, এবং অপর সকলেও তাহার আত্মা। 'আমি হইতেছি এক অদ্বিতীয় পরমাত্মস্বরূপই' এইরূপে আত্মার অনুসন্ধান করিবে, ইহাই এই শ্লোকের অভিপ্রেত অর্থ। ৩০৩ ॥ ১৩ ॥

ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদ্বয়ং ন চেদবেদির্মহতী বিনষ্টিঃ।
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি ॥৩০৪॥১৪॥

অন্বয়ার্থঃ। ইহ (অনর্থসংকুলে দেহে) এব সন্তঃ (বর্তমানাঃ অপি) বয়ম্, অথ (কথঞ্চিৎ—অতিকৃচ্ছ্রেণ) তৎ (ব্রহ্ম) বিদ্মঃ (বিজ্ঞাতবন্তঃ) (যদি) ন [বিদ্মঃ, তর্হি], অবেদিঃ (বেদনরহিতাঃ—ব্রহ্মানভিজ্ঞা ইত্যর্থঃ, একবচনমত্র অবিবক্ষিতম্।) তৎফলক—] মহতী বিনষ্টিঃ (বিনাশঃ—জন্ম-মরণ-লক্ষণঃ বিনাশঃ অনুচ্ছেদ্যঃ ভবেদিত্যর্থঃ)। যে পুনঃ (অন্যেঽপি বিবেকিনঃ) তৎ (ব্রহ্ম) 'বিদুঃ (বিদন্তি), তে অমৃতাঃ (বিনাশ-রহিতাঃ—মুক্তাঃ) ভবন্তি; অথ (বিপক্ষে) ইতরে (অবিদ্বাংসঃ) দুঃখম্ এব অপিযন্তি (গচ্ছন্তি)। [জ্ঞানাৎ মোক্ষঃ, অজ্ঞানাচ্চ বন্ধঃ দুঃখ-সম্বন্ধ ইত্যাশয়ঃ] ॥ ৩০৪ ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদ। আমরা এই বিষম সঙ্কটময় দেহে থাকিয়াও কোন প্রকারে সেই ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি: যদি না পারিতাম, তাহা হইলে অবেদি হইতাম, অর্থাৎ তদ্বিষয়ে অজ্ঞ থাকি-

তাম; তাহার ফল হইত—অনন্ত কালেও জন্ম-মরণ-প্রবাহের উচ্ছেদ হইত না। আরও যাহারা তাহা (ব্রহ্মতত্ত্ব) জানিতে পারেন, তাহারাও অমরত্ব লাভ করেন; কিন্তু তদ্ভিন্ন সকলে কেবল দুঃখই পাইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ ৩০৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ, ইহৈবানেকানর্থসঙ্কুলে, সন্তো ভবন্তোহজ্ঞানদীর্ঘনিদ্রামোহিতাঃ সন্তঃ কথঞ্চিদিব ব্রহ্মতত্ত্বম্ আত্মত্বেন অথ বিদ্মো বিজানীমঃ, তদেতদ্ব্রহ্ম প্রকৃতম্; অহো বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিপ্রায়ঃ। যদেতদ্ব্রহ্ম বিজানীমঃ, তন্ন চেদ্বেদিতবন্তো বয়ম্—বেদনং বেদঃ, বেদোঽস্যাস্তীতি বেদী, বেদ্যেব বেদিঃ, ন বেদিঃ অবেদিঃ, ততোঽহমবেদিঃ স্যাম্। যদি অবেদিঃ স্যাম্, কো দোষঃ স্যাৎ? মহতী অনন্তপরিমাণা জন্মমরণাদিলক্ষণা বিনষ্টির্বিনশনম্। অহো বয়মস্মান্মহতো বিনশনান্নির্মুক্তাঃ যদদ্বয়ং ব্রহ্ম বিদিতবন্ত ইত্যর্থঃ। যথা চ বয়ং ব্রহ্ম বিদিত্বা অস্মাদ্বিনশনাদ্বিপ্রমুক্তাঃ, এবং যে তদ্বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি; যে পুনর্নৈবং ব্রহ্ম বিদুঃ, তে ইতরে ব্রহ্মবিদ্ভ্যোঽন্যে অব্রহ্মবিদ ইত্যর্থঃ, দুঃখমেব জন্মমরণাদিলক্ষণমেব অপিযন্তি প্রতিপদ্যন্তে, ন কদাচিদপ্যবিদুষাং ততো বিনিবৃত্তিরিত্যর্থঃ। দুঃখমেব হি তে আত্মত্বেনোপগচ্ছন্তি ॥ ৩০৪ ॥ ১৪ ॥

টীকা। ব্রহ্মবিদো বিদুষঃ কৃতকৃত্যত্বং জ্ঞানসংপ্রতিপত্তিরেব কেবলং ন ভবতি, কিন্তু স্বানুভবসংপ্রতিপত্তিরপীত্যাহ—কিঞ্চেতি। অথেত্যস্য কথঞ্চিদিব ইতি ব্যাখ্যানম্, তদিত্যস্য ব্রহ্মতত্ত্বমিত্যুক্তমর্থং স্ফুটয়তি—তদেতদিতি। ব্রহ্মজ্ঞানে কৃতার্থত্বং শ্রুত্যনুভবাভ্যামুক্ত্বা তদভাবে দোষমাহ—যদেতদিতি। ইহ মহতী বিনষ্টিরিতি সম্বন্ধঃ। বচনং ন বিবক্ষিতং, জ্ঞানবান্ মোক্ষোঽত্র বিবক্ষিত ইত্যভিপ্রেত্য বেদিরিত্যস্যার্থমাহ—বেদনমিত্যাদিনা। ন চেৎ ব্রহ্ম বিদিতবন্তো বয়ং, ততোঽহমবেদিঃ স্যামিতি যোজনা। বিদ্যাভাবে দোষমুক্ত্বা বিদ্যাস্তুতিমর্থং নিগময়তি—অহো বয়মিতি। ইহৈবেত্যাদিনা পূর্বার্ধোক্তমেবার্থমুত্তরার্ধেন প্রপঞ্চয়তি—যথা চেত্যাদিনা। অবিদুষাং বিনির্মোক্ষাভাবে হেতুমাহ—দুঃখমেবেতি ॥ ৩০৪ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ। অপিচ, অনেক অনর্থপূর্ণ এই দেহে থাকিয়া অজ্ঞানময় দীর্ঘনিদ্রায় বিমোহিত হইয়াও, আমরা অতিকষ্টে সেই এই ব্রহ্মকে আত্মরূপে উপলব্ধি করিতেছি; অভিপ্রায় এই যে, বড় আনন্দের বিষয় এই যে, আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। আমরা এই যে ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতেছি, তাহা যদি জানিতে না পারিতাম, তাহা হইলে আমরা 'অবেদি' হইতাম। 'বেদ' অর্থ বেদন (জানা), তাহা যাহার আছে, তিনি বেদী

(বেদী), 'বেদী' আর 'বেদি' একই অর্থ, ; [স্বার্থে তদ্ধিতপ্রত্যয়], যিনি বেদি নহে, তিনি অবেদি'; তাহা হইলে আমি অবেদি হইতাম, অর্থাৎ অজ্ঞ থাকিতাম। ভাল, যদি 'অবেদি' হইতাম, তাহাতেই বা দোষ কি? দোষ -বৃহৎ বিনাশ, অর্থাৎ অনন্তকালব্যাপী জন্মমরণাদিরূপ দুঃখধারা লাভ। বড়ই আনন্দের বিষয় যে, আমরা দুর্জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া মহা বিনাশ হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়াছি।

আমরা যেরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া এই বিনাশ বা অনর্থ হইতে নির্মুক্ত হইয়াছি, এইরূপ আরও যাহারা এই ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তাহারাও অমৃতঃ লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন; কিন্তু যাহারা এই প্রকারে ব্রহ্মকে জানিতে পারে না, সেই জন্য তাহারা সকলে অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্ হইতে ভিন্ন—অব্রহ্মবিদ্ জনগণ জন্মমরণরূপ দুঃখধারাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অবিদ্বান্ লোকেরা কস্মিন্ কালেও তাহা হইতে বিমুক্তি লাভ করিতে পারে না; তাহারা দুঃখকেই আত্মস্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩০৪ ॥ ১৪ ॥

যদৈতমনুপশ্যত্যাত্মানং দেবমঞ্জসা।
ঈশানং ভূত-ভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে ॥ ৩০৫ ॥ ১৫ ॥

সন্ধ্যর্থঃ। যদা এতং দেবম্ (দ্যোতমানম্) ভূতভব্যস্য (অতীতা-নাগতয়োঃ—সুতরাং বর্ত্তমানস্যাপি) ঈশানং (শাসকম্) আত্মানম্ অঞ্জসা (তত্ত্বতঃ) পশ্যতি (সাক্ষাৎ করোতি); ততঃ (তস্মাৎ ঈশানাৎ আত্মনঃ সকাশাৎ ন বিজুগুপ্সতে (বিশেষেণ আত্মানং ন গোপায়িতুম্ ইচ্ছতি, ঈশানাৎ স্বস্য ভেদাভাবাদিত্যাশয়ঃ,) অথবা, ততঃ (অস্মাৎ হেতোঃ) ন বিজুগুপ্সতে (কঞ্চিৎ ন নিন্দতীত্যর্থঃ) ॥ ৩০৫ ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদ। মুমুক্ষু পুরুষ যখন ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালবর্ত্তী সমস্ত বস্তুর ঈশ্বর বা শাসনকর্ত্তা স্বপ্রকাশ এই আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে দর্শন করিতে পারেন, তখন তিনি আর সেই সর্ব্বেশ্বর হইতে আপনাকে গোপন করিতে ইচ্ছা করেন না; অভিপ্রায় এই যে, যতকাল সেই ঈশ্বরকে পৃথক্ রূপে দেখে, ততকালই

তাহার সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু যে লোক তত্ত্বজ্ঞান বলে, সেই ঈশান আত্মার সঙ্গে একত্ব লাভ করে, তখন তাহার পক্ষে ঐরূপে আত্মগোপন করা কখনই সম্ভবপর হয় না; অথবা, ঐরূপ আত্মদর্শনের ফলে, সে কাহাকেও নিন্দা করে না। নিন্দা ও গোপন উভয়ই 'গুপ্' ধাতুর অর্থ ॥ ৩০৫ ॥১৩ ॥

শাঙ্কর ভাষ্যম্। যদা পুনঃ এতম্ আত্মানং, কথঞ্চিৎ পরমকারুণিকং কঞ্চিদাচার্য্যং প্রাপ্য ততো লব্ধপ্রসাদঃ সন্, অনু পশ্চাৎ পশ্যতি সাক্ষাৎ-করোতি, স্বমাত্মানং, দেবং দ্যোতনবন্তং দাতারং বা সর্ব্বপ্রাণিকর্ম্মফলানাম্ যথাকর্ম্মানুরূপম্, অঞ্জসা সাক্ষাৎ, ঈশানং স্বামিনম্, ভূতভব্যস্য কালত্রয়স্যে-ত্যেতৎ। ন ততস্তস্মাদ্ ঈশানাদ্ দেবাদ্ আত্মানং বিশেষেণ জুগুপ্সতে গোপা-য়িতুমিচ্ছতি। সর্ব্বো হি লোক ঈশ্বরাদ্গুপ্তিমিচ্ছতি ভেদদর্শী; অয়ং একত্বদর্শী ন বিভেতি কুতশ্চন; অতো ন তদা বিজুগুপ্সতে, যদা ঈশানং দেবম্ অঞ্জসা আত্মত্বেন পশ্যতি। ন তদা নিন্দতি বা কঞ্চিৎ, সর্ব্বমাত্মানং হি পশ্যতি, স এবং পশ্যন্ কম্ অসৌ নিন্দ্যাৎ ॥ ৩০৫ ॥ ১৩ ॥

টীকা। কিঞ্চ বিদুষো বিকৃতাকরণাদিপ্রযুক্তং ভয়ং নাস্তীতি বিদ্বাংসং স্তোতুং মন্ত্রান্তরমাদায় ব্যাচষ্টে—যদা পুনরিত্যাদিনা। উক্তমর্থং ব্যতিরেকমুখেন বিশদয়তি—সর্ব্বো হীতি। জুগুপ্সায়া নিন্দার্থেন প্রসিদ্ধত্বাৎ কথমবধ্যার্থমাদায় ব্যাখ্যায়তে? রাচ-গোপনপরত্বেনেতি ধাতোরিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদ্বেতি। তদেবোপপাদয়তি—ন তদেতি। ৩০৫। ১৩।

ভাষ্যানুবাদ। [মুমুক্ষু পুরুষ] যখন কোনপ্রকারে পরম কারুণিক কোনও মহাপুরুষের দর্শনলাভ করিয়া, তাঁহার অনুগ্রহভাজন হইয়া, পরে দেব—স্বয়ং প্রকাশমান বা কর্ম্মানুসারে প্রাণিগণের কর্ম্মফলদাতা ও ভূতভব্যের অর্থাৎ ত্রিকালের ঈশ্বর, পূর্ব্বোক্ত এই স্বস্বরূপ আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়; তখন সেই দেব ঈশান আত্মা হইতে আপনাকে বিশেষরূপে গোপন করিতে ইচ্ছা করে না।

সাধারণতঃ ভেদদর্শী লোকমাত্রই ভীত হইয়া ঈশ্বরের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে ইচ্ছা করে; কিন্তু এই একত্বদর্শী কোথা হইতেও ভীত হয় না; এই জন্যই যখন সেই ঈশান দেবকে সম্পূর্ণরূপে আত্মভাবে প্রত্যক্ষ করিতে থাকে, তখন আর সেই ঈশান হইতে আত্মগোপন করিতে ইচ্ছা করে না।

বা করিতে পারে না; অথবা তখন সে কাহাকেও নিন্দা করে না; কারণ, সে তখন সকলকেই আত্মস্বরূপে দর্শন করিয়া থাকে; সুতরাং সে আর কাহাকে নিন্দা করিবে? ॥ ৩০৫ ॥ ১৫ ॥

যস্মাদর্ব্বাক্ সংবৎসরোঽহোভিঃ পরিবর্ত্ততে।
তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্ ॥ ৩০৬॥১৬॥

অন্বয়ার্থঃ। যস্মাৎ (ঈশানাৎ দেবাৎ) অর্ব্বাক্ (অধস্তাৎ) সংবৎসরঃ (কালবিশেষঃ—দ্বাদশমাসাঃ, ত্রয়োদশ মাসা বা) অহোভিঃ (বৎসরাবয়বৈঃ দিবসৈঃ) পরিবর্ত্ততে (আবর্ত্ততে, যত্র সংবৎসরাদিকালপরিচ্ছেদো নাস্তীতি ভাবঃ); দেবাঃ (প্রকাশদৃষ্টয়ঃ) জ্যোতিষাং (আদিত্যচন্দ্রাদীনাং) জ্যোতিঃ (উদ্ভাসকং) তৎ (তম্ ঈশানম্) আয়ুঃ [অতএব] অমৃতম্ ইতি উপাসতে (আয়ুর্গুণবিশিষ্টতয়া তৎ জ্যোতিঃ উপাসতে ইত্যাশয়ঃ) ॥ ৩০৬ ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ। সংবৎসরাত্মক কাল যাঁহার (যে ঈশানের) অধে (নিম্নে) নিজ অবয়ব দিনরাত্রিদ্বারা পরিবর্ত্তিত হয় (গমনাগমন করে); দেবগণ, আদিত্যাদি জ্যোতিঃপুঞ্জেরও জ্যোতিঃপ্রদ সেই ঈশানকে অমৃত আয়ু বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ৩০৬ ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ, যস্মাৎ ঈশানাৎ অর্ব্বাক্, যস্মাদন্যবিষয় এবেত্যর্থঃ, সম্বৎসরঃ কালাত্মা সর্ব্বস্য জনিমতঃ পরিচ্ছেত্তা, যম্ অপরিচ্ছিন্দন্ অর্ব্বাগেব বর্ত্ততে, অহোভিঃ স্বাবয়বৈঃ অহোরাত্রৈরিত্যর্থঃ; তজ্জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ, আদিত্যাদিজ্যোতিষামপ্যবভাসকত্বাৎ; আয়ুরিত্যুপাসতে দেবাঃ; অমৃতং জ্যোতিঃ, অতোঽন্যৎ ম্রিয়তে, নহি জ্যোতিঃ; সর্ব্বস্য হি এতজ্জ্যোতিঃ আয়ুঃ, আয়ুর্গুণেন যস্মাদ্ দেবাঃ তজ্জ্যোতিরুপাসতে, তস্মাৎ আয়ুষ্মন্তস্তে। তস্মাৎ আয়ুষ্কামেনায়ুর্গুণেনোপাস্যং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। ৩০৬ ॥ ১৬

টীকা। অথেদানীমপি কালান্তরে সতি যত্ত্বাৎ ঘটবৎ কালাবচ্ছিন্নত্বাৎ ন কালত্রয়ং প্রতি মুক্তত্বমিত্যত আহ—কিঞ্চেতি। যস্মাদীশানাদর্ব্বাক্ সংবৎসরো বর্ত্ততে, তদুপাসতে দেবা ইতি সম্বন্ধঃ। ননু কথং সংবৎসরোঽর্ব্বাগিত্যুচ্যতে কালস্য কালান্তরাভাবেন পূর্ব্বকালসম্বন্ধাভাবাদত আহ—যস্মাদিতি। অথবাপি পূর্ব্ববৎ। আয়ুর্জ্যোতিষো তৎ-মাত্রে লক্ষণং শাস্ত্রীয়োপাসনস্য ফলমাহ—অর্ব্বাগিতি। যথোক্তোপাসনে দেবানামেবাধিকারো বিশেষবচনাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্মাদিতি। ৩০৬। ১৬।

ভাষ্যানুবাদ। আরও এক কথা, যে ঈশানের নিম্নে [বিচরণ করে], অর্থাৎ যাঁহার অধস্তনই সংবৎসর কাল,—যাহা উৎপত্তিশীল পদার্থমাত্রেরই সীমা-নির্দ্ধারক, সেই কাল যাঁহাকে সীমাবদ্ধ না করিয়া তাহার নিম্নস্তরেই স্বীয় অবয়বভূত দিবারাত্ররূপে গমনাগমন করে; দেবগণ জ্যোতিঃসমূহেরও জ্যোতিঃস্বরূপ অর্থাৎ আদিত্যাদি জ্যোতিঃপদার্থেরও প্রকাশক সেই ঈশানকে অমৃত 'আয়ু' বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। জ্যোতিই অমৃত (মরণরহিত), তদ্ভিন্ন আর সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কেবল ঐ জ্যোতিই পতিত হয় না; এই জ্যোতিই সকলের আয়ুঃস্বরূপ। যেহেতু দেবগণ সেই জ্যোতিকে আয়ু-গুণযুক্তরূপে উপাসনা করেন, সেই হেতু তাঁহারা আয়ুষ্মান্ (দীর্ঘায়ুঃ) হইয়াছেন; অতএব যাহার আয়ু লাভের কামনা আছে, তাহার পক্ষে ব্রহ্মকে আয়ুগুণযুক্তরূপেই উপাসনা করা উচিত ॥৩০৬॥ ১৬॥

যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ।

তমেব মন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্ ॥৩০৭॥১৭॥

সরলার্থঃ। যস্মিন্ (আত্মনি) পঞ্চ (পঞ্চসংখ্যকাঃ) পঞ্চজনাঃ (গন্ধর্ব্বাঃ, পিতরঃ, দেবাঃ, অসুরাঃ, রক্ষাংসি, অথবা নিষাদপঞ্চমা ব্রাহ্মণাদয়ো বর্ণাঃ। আকাশঃ (অব্যাকৃতাখ্যঃ পদার্থঃ) চ (অপি) প্রতিষ্ঠিতঃ; অহং তম্ এব আত্মানং অমৃতং ব্রহ্ম মন্যে; অহং তং বিদ্বান্ (জানন্) অমৃতঃ (অমরণধর্ম্মা) [অস্মীতি শেষঃ] ॥ ৩০৭ ॥ ১৭ ॥

মূলানুবাদ। যাহাতে (যে ব্রহ্মে) 'পঞ্চজন' নামক দেবতা, গন্ধর্ব্ব, পিতৃগণ, অসুর ও রাক্ষস এই পাঁচ শ্রেণী, অথবা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয় ও নিষাদ, এই পাঁচটি এবং আকাশ (সূক্ষ্ম আকাশ) প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, আমি সেই আত্মাকেই অমৃত ব্রহ্ম বলিয়া মনে করি; এবং তাহাকে জানি বলিয়াই আমি অমৃতস্বরূপ হইয়াছি ॥ ৩০৭ ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ, যস্মিন্ যত্র ব্রহ্মণি, পঞ্চ পঞ্চজনাঃ—গন্ধর্ব্বাদয়ঃ পঞ্চৈব সংখ্যাতাঃ—গন্ধর্ব্বাঃ পিতরো দেবা অসুরা রক্ষাংসি—নিষাদপঞ্চমা বা বর্ণাঃ, আকাশশ্চ অব্যাকৃতাখ্যঃ—"যস্মিন্ ওতশ্চ প্রোতশ্চ"—

যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ; "এতস্মিন্ নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশঃ" ইত্যুক্তম্; তমেবাত্মানম্ অমৃতং ব্রহ্ম মন্যে অহম্, ন চাহমাত্মানং ততোঽন্যত্বেন জানে, কিং তর্হি? অমৃতোঽহং ব্রহ্ম বিদ্বান্ সন্; অজ্ঞানমাত্রেণ তু মর্ত্ত্যোঽহমাসম্, তদপগমাদ্-বিদ্বানহম্ অমৃত এব ॥ ৩০৭ ॥ ১৭ ॥

টীকা। জ্যোতিষাং জ্যোতিরমৃতমিত্যুক্তং, তস্যামৃতত্বং সর্ব্বাধিষ্ঠানত্বেন সাধয়তি—কিঞ্চেতি। এবকারার্থমাহ—ন চেতি। যদ্যাত্মানং ব্রহ্ম জানাসি, তর্হি কিং ত্বে তদ্বিজ্ঞানফলমিতি প্রশ্নপূর্ব্বকমাহ—কিং তর্হীতি। কথং তর্হি তে মর্ত্ত্যত্বপ্রতীতি-স্তত্রাহ—অজ্ঞানমাত্রেণেতি। ৩০৭। ১৭।

ভাষ্যানুবাদ। অপিচ, যাহাতে—যে ব্রহ্মে গন্ধর্ব্বাদি পঞ্চসংখ্যক পঞ্চজন—গন্ধর্ব্ব, পিতৃগণ, দেবতা, অসুর ও রাক্ষসগণ, কিংবা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ এই পাঁচ বর্ণ, এবং আকাশ প্রতিষ্ঠিত আছে; এখানে আকাশ অর্থ—অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম আকাশ, যাহার মধ্যে এই সমস্ত জগৎ ওতপ্রোত রহিয়াছে; পূর্ব্বেও কথিত হইয়াছে যে, 'হে গার্গি, এই অক্ষরে আকাশ [ওত প্রোত রহিয়াছে]' ইত্যাদি। আমি সেই আত্মাকেই অমৃত ব্রহ্ম বলিয়া মনে করি, অর্থাৎ আমি আত্মাকে সেই অমৃত ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ পদার্থ বলিয়া জানি না; তবে কিনা, বিদ্বান্ আমি স্বরূপতঃ অমৃত ব্রহ্মই, কেবল অজ্ঞান-বশতঃ আমি মর্ত্ত্য ছিলাম, অর্থাৎ নিজের অমরত্ব ভুলিয়া গিয়া মরণশীল বলিয়া মনে করিতাম; জ্ঞানোদয়ে সেই ভ্রম অপনীত হওয়ায় আমি অমৃতই আছি ॥ ৩০৭ ॥ ১৭ ॥

প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো যে মনো বিদুঃ। তে নিচিক্যুর্ব্রহ্ম পুরাণমগ্র্যম্ ॥ ৩০৮ ॥ ১৮ ॥

সরলার্থঃ। অপিচ, যে (অন্যেঽপি সাধকাঃ প্রাণস্য (পঞ্চ-বৃত্ত্যাত্মকস্য) প্রাণং (স্থিতিনিদানম্), উত (অপি) চক্ষুষঃ চক্ষুঃ (চক্ষুষঃ প্রকাশকম্), উত (অপি) শ্রোত্রস্য (শ্রবণেন্দ্রিয়স্য) শ্রোত্রং (শ্রোত্রত্ব-সম্পাদকম্), মনসঃ (অন্তঃকরণস্য) মনঃ (শক্ত্যাধায়কম্) [তম্ আত্মানম্] বিদুঃ (জানন্তি), তে (আত্মবিদঃ) পুরাণং (চিরন্তনং নিত্যম্) অগ্র্যং (অগ্রেভবং জগৎকারণম্) ব্রহ্ম নিচিক্যুঃ (নিশ্চয়েন জ্ঞাতবন্ত ইত্যর্থঃ) ॥ ॥ ৩০৮ ॥ ১৮ ॥

মূলানুবাদ। যাহারা প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র এবং মনেরও মন—অর্থাৎ প্রাণাদি ক্রিয়া ও জ্ঞানশক্তির নির্ব্বাহক আত্মাকে জানেন, তাহারাই পুরাতন জগৎকারণ ব্রহ্মকে নিশ্চিতরূপে জানেন ॥ ৩০৮ ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ, তেন হি চৈতন্যাত্মজ্যোতিষা অবভাস্যমানঃ প্রাণ আত্মভূতেন প্রাণিতি, তেন প্রাণস্যাপি প্রাণঃ সঃ, তং প্রাণস্য প্রাণম্, তথা চক্ষুষোঽপি চক্ষুঃ, তথা শ্রোত্রস্যাপি শ্রোত্রম্। ব্রহ্মশক্ত্যধিষ্ঠিতানাং হি চক্ষুরাদীনাং দর্শনাদিসামর্থ্যম্ ; স্বতঃ কাষ্ঠলোষ্টসমানি হি তানি চৈতন্যাত্মজ্যোতিঃশূন্যানি ; মনসোঽপি মনঃ—ইতি যে বিদুঃ ; চক্ষুরাদিব্যাপারদ্বারানুমিতাস্তিত্বং প্রত্যগাত্মানম্, ন বিষয়ভূতম্, যে বিদুঃ, তে কিম্? নিচিক্যুর্নিশ্চয়েন জ্ঞাতবন্তঃ ব্রহ্ম, পুরাণং চিরন্তনম্, অগ্র্যম্ অগ্রে ভবম্, "তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ" ইতি হ্যাথর্ব্বণে ॥ ৩০৮ ॥ ১৮ ॥

টীকা। প্রস্তুতাঃ পঞ্চজনাঃ পঞ্চ জ্যোতিষা সহ প্রাণাদয়ো বা স্থাপিতাস্তিপ্রেত্যাহ—কিঞ্চেতি। কথং চক্ষুরাদিষু চক্ষুরাদিত্বং ব্রহ্মণঃ সিধ্যতি, তত্রাহ—ব্রহ্মশক্তীতি। বিষতানি কেনচিদধিষ্ঠিতানি, প্রবর্ত্তন্তে করণত্বাদ্বাস্যাদিবৎ,ইতি চক্ষুরাদিব্যাপারেণানুমিতাস্তিত্বং প্রত্যগাত্মানং যে বিদুরিতি যোজনা। বিষয়ক্রিয়াবিষয়ত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি—নেতি। প্রত্যগাত্মবিদাং কথং ব্রহ্মবিত্ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তাদিতি ॥ ৩০৮ ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ। আরও, প্রাণাপানাদি পঞ্চবৃত্তিবিশিষ্ট প্রাণও সেই চৈতন্যস্বরূপ আত্মজ্যোতি দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া বাঁচিয়া থাকে—কার্য্য করিতে সমর্থ হয় ; সেই হেতু আত্মা প্রাণেরও প্রাণ ; সেই প্রাণের প্রাণকে, চক্ষুর চক্ষুকে, এবং শ্রোত্রেরও শ্রোত্রকে—; চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ যখন ব্রহ্মশক্তিদ্বারা অধিষ্ঠিত হয়, তখনই তাহাদের দর্শনাদি সামর্থ্য ঘটে ; পক্ষান্তরে যদি উহারা চৈতন্যাত্মজ্যোতির সম্বন্ধরহিত হয়, তাহা হইলে, কাষ্ঠ-লোষ্টাদিরই (মৃৎখণ্ডাদিরই) তুল্য হইয়া পড়ে ; এইরূপ মনেরও মন বলিয়া যাহারা জানেন, অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার দেখিয়া যাহারা ইন্দ্রিয়ের অগোচর প্রত্যক্-আত্মার অস্তিত্ব অনুভব করিয়া থাকেন, তাহারাই পুরাণ—চিরন্তন (নিত্য) অগ্র্য—অগ্রে (সৃষ্টির আদিতে) বিদ্যমান অর্থাৎ জগতের কারণস্বরূপ ব্রহ্মকে নিশ্চিতরূপে

জানেন। অথর্ববেদীয় উপনিষদেও এই কথা রহিয়াছে—'যাহারা সেই আত্মাকে জানেন, তাহারাই ঠিক জানেন' ইত্যাদি ॥ ৩০৮ ॥ ১৮ ॥

মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥ ৩০৯ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ। [অথ ব্রহ্মদর্শনোপায়মাহ—মনসৈবেত্যাদিনা।] [তৎ ব্রহ্ম] মনসা আচার্যোপদেশাদিনা পরিমার্জিতেন মনসা) এব অনুদ্রষ্টব্যম্ ; [তত্র বিশেষমাহ—] ইহ (ব্রহ্মণি) নানা (বিভক্তং) কিঞ্চন (কিঞ্চিদপি) ন অস্তি। [ভেদদর্শনে দোষমাহ—] যঃ (দ্রষ্টা) ইহ নানা ইব ভেদমিব ; অত্র 'ইব'শব্দপ্রয়োগাৎ দর্শনেঽপি তস্যাবস্তুত্বং সূচিতম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ) পশ্যতি, সঃ (ভেদদর্শী) মৃত্যোঃ মৃত্যুং (মরণাৎ মরণম্—পুনঃপুনর্মরণং লভতে, ন মুচ্যতে ইতি ভাবঃ) ॥ ৩০৯॥১৯॥

মূলানুবাদ। [সেই ব্রহ্মকে কিসের দ্বারা দেখিতে হইবে, তাহা বলিতেছেন]—সেই ব্রহ্মকে আচার্যোপদেশাদি দ্বারা পরিশুদ্ধ মনের সাহায্যে দর্শন করিতে হইবে। [যে লোক] এই ব্রহ্মে ভেদের মতই দর্শন করে, সে লোক মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ভেদদর্শী লোক পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ প্রবাহ ভোগ করে, কখনও বিমুক্ত হইতে পারে না ॥ ৩০৯ ॥ ১৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তদ্‌ব্রহ্মদর্শনে সাধনমুচ্যতে—মনসৈব পরমার্থজ্ঞানসংস্কৃতেন আচার্যোপদেশপূর্বকং চানুদ্রষ্টব্যম্। তত্র চ দর্শনবিষয়ে ব্রহ্মণি ন ইহ নানা অস্তি কিঞ্চন কিঞ্চিদপি। অসতি নানাত্বে নানাত্বমধ্যারোপয়ত্যবিদ্যয়া। সঃ মৃত্যোঃ মরণাৎ মরণম্ আপ্নোতি ; কোঽসৌ? য ইহ নানেব পশ্যতি ; অবিদ্যাধ্যারোপণব্যতিরেকেণ নাস্তি পরমার্থতো দ্বিতীয়মিত্যর্থঃ ॥ ৩০৯ ॥ ১৯ ॥

টীকা। মনসো ব্রহ্মদর্শনসাধনত্বে কথং ব্রহ্মণো বাঙ্‌মনসাতীতত্বশ্রুতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—পরমার্থেতি। কেবলং মনো ব্রহ্মাবিষয়ীকুর্বদপি শ্রবণাদিসংস্কৃতং তদাকারং জায়তে ; তেন দ্রষ্টব্যম্ উচ্যতে, অতএব দ্রষ্টব্যাণাং ব্রহ্মেত্যুপগচ্ছতীতি ভাবঃ। অনুশব্দার্থমাহ—আচার্যোক্ত। দ্রষ্টৃদ্রষ্টব্যাদিভাবেন ভেদমাশঙ্ক্যাহ তত্র চেতি। এবকারার্থমাহ—

নেহেত্যাহ। কথমাত্মনি ব্রহ্মণো ভেদাবিভেদৌ নি তেনো জাতীতাপরতান্ত — মন্ত্রগীতঃ।
নেহেত্যাহঃ সংশিতি ভূমর্বং কথয়তি—অবিদ্যেতি। ১০৯। ১৯।

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মদর্শনের সাধন (উপায়) বলা হইতেছে—আচার্য্যের নিকট উপদেশ-লাভপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান-পরিশোধিত মনের দ্বারা [সেই ব্রহ্মকে] দর্শন করিবে। সেই দ্রষ্টব্য ব্রহ্মে নানা (বিভাগে) কিছু নাই। নানাত্ব না থাকিলেও অবিদ্যা দ্বারা তাহাতে নানাত্ব বা ভেদ আরোপিত হইয়া থাকে। সে লোক মৃত্যুর—মরণের পরও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়; সেই লোক কে? না, যে লোক ইহাতে (ব্রহ্মে নানার মত (ভেদের ন্যায়) দর্শন করে। অভিপ্রায় এই যে, অবিদ্যাকৃত অধ্যাস ব্যতিরেকে আত্মাতে বাস্তবিক দ্বৈত বা বিভাগ নাই ॥ ১০৯ ॥ ১৯ ॥

একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রময়ং ধ্রুবম্। বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ ॥ ৩১০ ॥ ২০ ॥

সরলার্থঃ। অপ্রময়ং (অপ্রমেয়ং প্রমাণান্তরাবিষয়ঃ, স্বসাক্ষিকমিত্যর্থঃ) ধ্রুবং (কূটস্থঃ) এতৎ (আত্মবস্তু) একধা (একরূপেণ—বিজ্ঞানৈকাকারেণ এব দ্রষ্টব্যং স্ববিষয়ীকর্ত্তব্যম্)। [পুনশ্চ তৎস্বরূপমুচ্যতে—] আত্মা বিরজঃ (ধর্ম্মাধর্ম্মাদি-প-মালিন্যরহিতঃ), আকাশাৎ (সূক্ষ্মাকাশাদপি) পরঃ (সূক্ষ্মতরঃ), অজঃ (জন্মরহিতঃ), মহান্ (পরিমাণতঃ মহত্তরঃ), ধ্রুবঃ (অবিকারী কূটস্থশ্চ) ॥ ৩১০ ॥ ২০ ॥

মূলানুবাদ। অপ্রমেয় (অপর সর্ব্বপ্রমাণের অগম্য) ধ্রুব (নিত্য কূটস্থ) এই আত্মাকে একইরূপে—শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপেই দর্শন করিবে। [আত্মার স্বরূপ বলিতেছেন—] এই আত্মা বিরজঃ —পুণ্যপাপাদি-মলরহিত এবং সূক্ষ্ম আকাশ অপেক্ষাও অতি সূক্ষ্ম, পরম মহৎ ও কূটস্থ ॥ ৩১০ ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মাদেবম্, তস্মাদেকধৈব একেনৈব প্রকারেণ বিজ্ঞানঘনৈকরসপ্রকারেণ আকাশবৎ নিরন্তরেণ অনুদ্রষ্টব্যম্। যস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম অপ্রময়ম্ অপ্রমেয়ং সর্ব্বৈকত্বাৎ অন্যেন হি অন্যৎ প্রমীয়তে, ইদং তু একমেব, অতঃ অপ্রমেয়ম্। ধ্রুবং নিত্যং কূটস্থম্ অবিচালীত্যর্থঃ। ১

নন্বিদং বিরুদ্ধমুচ্যতে, অপ্রমেয়ং জ্ঞায়ত ইতি চ; 'জ্ঞায়তে' ইতি প্রমাণৈর্মীয়ত ইত্যর্থঃ, অপ্রমেয়মিতি চ তৎপ্রতিষেধঃ; নৈষ দোষঃ, অন্যবস্তুবৎ অনাগম-প্রমাণ-প্রমেয়ত্বপ্রতিষেধার্থত্বাৎ; যথা অন্যানি বস্তূনি আগমনিরপেক্ষৈঃ প্রমাণৈর্বিষয়ীক্রিয়ন্তে, ন তথা এতদাত্মতত্ত্বং প্রমাণান্তরেণ বিষয়ীকর্তুং শক্যতে; সর্বস্যাত্মত্বে কেন কং পশ্যেৎ বিজানীয়াৎ—ইতি প্রমাতৃ-প্রমাণাদিব্যাপারপ্রতিষেধেনৈব আগমোঽপি বিজ্ঞাপয়তি, ন তু অভিধানাভিধেয়লক্ষণ-বাক্যধর্মাঙ্গীকরণেন; তস্মাৎ ন আগমেনাপি স্বর্গমের্বাদিবৎ তৎ প্রতিপাদ্যতে; প্রতিপাদয়িত্রাত্মভূতং হি তৎ; প্রতিপাদয়িতুঃ প্রতিপাদনস্য প্রতিপাদ্যবিষয়ত্বাৎ; ভেদে হি সতি তদ্ভবতি।

জ্ঞানঞ্চ তস্মিন্ পরাত্মভাবনিবৃত্তিরেব, ন তস্মিন্ সাক্ষাদাত্মভাবঃ কর্তব্যঃ, বিদ্যমানত্বাদাত্মভাবস্য; নিত্যো হি আত্মভাবঃ সর্বস্য অতদ্বিষয় ইব প্রত্যবভাসতে; তস্মাৎ অতদ্বিষয়াভাসনিবৃত্তিব্যতিরেকেণ ন তস্মিন্ আত্মভাবো বিধীয়তে; অন্যাত্মভাবনিবৃত্তৌ আত্মভাবঃ স্বাত্মনি স্বাভাবিকো যঃ, স কেবলো ভবতীতি আত্মা জ্ঞায়ত ইত্যুচ্যতে. স্বতশ্চাপ্রমেয়ঃ, প্রমাণান্তরেণ ন বিষয়ীক্রিয়তে, ইত্যুভয়মপ্যবিরুদ্ধমেব। বিরজঃ বিগতরজঃ, রজো নাম ধর্মাধর্মাদিমলম্, তদ্রহিত ইত্যেতৎ। পরঃ পরো ব্যতিরিক্তঃ সূক্ষ্মো ব্যাপী বা আকাশাদপি অব্যাকৃতাখ্যাৎ. অজঃ ন জায়তে; জন্মপ্রতিষেধাৎ উত্তরেঽপি ভাববিকারাঃ প্রতিষিদ্ধাঃ, সর্বেষাং জন্মাদিত্বাৎ। আত্মা মহান্ পরিমাণতঃ মহত্তরঃ সর্বস্মাৎ। ধ্রুবঃ অবিনাশী ॥৩.০॥২০॥

টীকা। দ্বৈতাভাবে কথমুপদেশ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যস্মাদিতি। তমেবৈকং প্রকারং প্রকটয়তি—বিজ্ঞানেতি। পরিচ্ছেদরাহিত্যে দৃষ্টান্তমাহ—আকাশবদিতি। একরসত্বং হেতূকৃত্যাপ্রমেয়ত্বং প্রতিজানীতে—যস্মাদিতি। এতদ্ব্রহ্ম যস্মাদেকরসং, তস্মাদপ্রমেয়মিতি যোজনা। ধ্রুবত্বং স্ফুটয়তি—সদৈকরূপত্বাদিতি। তথাপি কথমপ্রমেয়ত্বং, তদাহ—অন্যেনেতি। মিথো বিরোধমাশঙ্কতে—নন্বিতি. বিরোধমেব স্ফোরয়তি—জ্ঞায়ত ইতীতি। চোদিতং বিরোধং নিরাকরোতি নৈষ দোষ ইতি। সংগৃহীতং সমাধানং বিবৃণোতি—যথেত্যাদিনা। তত্র প্রমাণান্তরৈর্বিষয়ীকর্তুমশক্যত্বে হেতুমাহ—সর্বস্যেতি। ইতি সর্বদ্বৈতোপশান্তিবাক্যৈরিতি শেষঃ। আগমোঽপি তর্হি কথমাত্মানমবেদয়েদিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রমাত্রিতি। আত্মনঃ স্বর্গাদিবদ্বিষয়ত্বেনাগমপ্রতিপাদ্যত্বাভাবে হেতুমাহ—প্রতিপাদয়িত্রিতি। তথাপি কিমিতি বিষয়ত্বেনাপ্রতিপাদ্যত্বং, তত্রাহ—প্রতিপাদয়িতুরিতি। তদিতি প্রতিপাদ্যমুক্তম্। ১

কথং তর্হি তস্মিন্নৈকধৈব জ্ঞানং, তত্রাহ—জ্ঞানং চেতি। পরস্মিন্ দেহাদ্যাত্মভাব-ভারোপিতস্য নিবৃত্তিরেব বাক্যেন ক্রিয়তে। তথা চাস্মিন্ পরিশিষ্টে স্বাভাবিকমেব স্ফুরণ প্রতিবন্ধবিগমাৎ একধা ভবতীতি ভাবঃ। ননু ব্রহ্মাত্মভাবঃ প্রত্যক্ কর্তব্যো বিবক্ষ্যতে, ন তু দেহাদ্যাত্মত্বাবৃত্তিরিত আহ—ন তস্মিন্নিতি। ব্রহ্মণঃ স্বাত্মভাবং সদা বক্তে, কথমন্যথা প্রবর্ত্ত্যাশঙ্ক্যাহ—নিত্যো হীতি। সর্বস্য পূর্ণস্য ব্রহ্মণ ইত্যেতৎ। অন্ত-বিষয়ো ব্রহ্মব্যতিরিক্তবিষয় ইত্যর্থঃ। ব্রহ্মণ্যাত্মত্বস্য সদা বিদ্যমানত্বে ফলিতমাহ—তস্মা-দিতি। অন্তর্বিষয়াভাবো দেহাদ্যাত্মত্বপ্রতিভাসঃ। তস্মিন্ ব্রহ্মণীত্যর্থঃ। অতস্মিন্ অনাত্মভাবনিবৃত্তিরেবোপদেশেন ক্রিয়তে চেৎ, তর্হি কথমাত্মা জ্ঞেয় ইত্যুচ্যতে, তত্রাহ—অস্যেতি। অন্যাত্মবিষয়বৃত্তিব্যাপারাভাবে জ্ঞেয়মত্র বর্ততে, কথং তর্হি তত্রাপ্যেবমবাচো বুদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন তচ্ছেতি। ... ব্যাপারেণ জ্ঞেয়ং স্ফুরণব্যাপারেণ চাত্মেবমিত্যুপ-সংহরতি—ইত্যুক্তমিতি। বহুশঃ শ্রবণ ... শ্রুত্যাদিনা। কথং স্বনিরোধাদিতঃ বিকারং বিধানে, তত্রাহ—অপ্রমেয়মিতি। ৩১০।২০।

ভাষ্যানুবাদ। যেহেতু এইপ্রকার অবস্থা, সেই হেতু [আত্মাকে] একই প্রকারে—আকাশ যেরূপ নিরন্তর ও অবিচ্ছিন্ন, তদ্রূপ একমাত্র জ্ঞানস্বরূপে নিয়ত দর্শন করিবে। যেহেতু এই ব্রহ্ম ‘অপ্রময়’—অপ্রমেয় অর্থাৎ সর্ববস্তুর সহিত একীভূত বলিয়া প্রমাণের অবিষয়; অন্যেই অন্য বস্তু দর্শন করিয়া থাকে, এই ব্রহ্ম ত একই—তাহা হইতে ভিন্ন কিছু নাই; এইজন্য অপ্রমেয়; ধ্রুব অর্থ—নিত্য অর্থাৎ কূটস্থ—কূটের ন্যায় নির্বিকারে বা একাকারে অবস্থিত (১), অপর কাহারো দ্বারা বিচা-লিত হন না।

ভাল, ইহাত বিরুদ্ধ কথা বলা হইতেছে যে, ‘অপ্রমেয়’ও বটে, আবার জ্ঞানের বিষয়ও (প্রমেয়ও) বটে; ‘জ্ঞায়তে’ (জ্ঞাত হয়) অর্থই প্রমাণের বিষয়ীভূত হয়, অথচ ‘অপ্রমেয়’ শব্দে তাহারই নিষেধ করা হইতেছে! না, ইহা দোষাবহ হইতেছে না, কারণ, অন্য বস্তু যেরূপ আগমাতিরিক্ত প্রমাণেরও বিষয় হইয়া থাকে, এই আত্মবস্তু সেরূপ হয় না, এই জন্য ‘অপ্রমেয়’ কথায় সেই প্রমাণান্তরেরই প্রতিষেধ করা হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, জগতের অন্যান্য বস্তু যেমন শাস্ত্রো-পদেশ ব্যতিরেকেও প্রত্যক্ষাদি অন্য প্রমাণের বিষয়ীভূত হইতে পারে,

(১) তাৎপর্য্য—কূট অর্থ—পর্ব্বত শৃঙ্গ, কিংবা কর্ম্মকারের ‘নাহাই’; তাহার মত নির্ব্বিকারে থাকেন বলিয়া ব্রহ্ম কূটস্থ। “কূটবৎ নির্ব্বিকারেণ স্থিতঃ কূটস্থ উচ্যতে।” শব্দকল্প।

কিন্তু এই আত্মাকে শাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ দ্বারাও তেমনভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। বিশেষতঃ সর্ব্বাত্মভাব পরিনিষ্পন্ন হইলে পর, সমস্ত ভেদ-বুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া যায়; সুতরাং সে সময়ে কে কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে বা জানিবে? ইত্যাদি আগমবাক্যও কেবল তদ্বিষয়ে প্রমেয় প্রমাণাদি-ব্যাপারের-প্রতিষেধ দ্বারাই তাহার স্বরূপ জ্ঞাপন করে, কিন্তু অভিধান-অভিধেয়ভাবে অর্থাৎ বাচ্য-বাচকভাবরূপ যে বাক্যধর্ম্ম বা বাক্যের স্বভাব, তাহা দ্বারা পারে না, অর্থাৎ বাক্যের স্বভাবসিদ্ধ বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধ দ্বারা আত্মবস্তু প্রতিপাদনের ক্ষমতা কোন শব্দেরই নাই। অতএব আগম বা শাস্ত্রও, যেরূপ 'স্বর্গ' ও 'সুমেরু'র স্বরূপ বর্ণনা করিয়া থাকে, সেরূপে কিন্তু আত্মার স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারে না; কেন না, এই আত্মতত্ত্ব হইতেছে—প্রতিপাদকেরই আত্মস্বরূপ বা অভিন্নরূপ। প্রতিপাদনকর্ত্তা সাধারণতঃ প্রতিপাদ্য বিষয়েরই প্রতিপাদন করিয়া থাকে; অথচ পরস্পরের ভেদ বা পার্থক্য না থাকিলে, সেই প্রতিপাদন কখনই সম্ভব হয় না। ২

এখানে ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান অর্থ—অনাত্ম বস্তুতে যে, আত্মবুদ্ধি, তাহার নিবৃত্তিমাত্র; কিন্তু সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাহাতে আত্মভাব স্থাপন নহে; কারণ, তাহাতে আত্মভাব বিদ্যমানই আছে। সেই ব্রহ্মের সহিত সকলেরই আত্ম-ভাব নিত্যসিদ্ধ রহিয়াছে, কেবল অজ্ঞানবশতঃ তাহার প্রতীতি হয় না মাত্র; অতএব অব্রহ্মবিষয়ে যে, আত্মভাব ভ্রম, তাহার নিবৃত্তি ভিন্ন এখানে আর আত্মভাবের বিধান করা হইতেছে না। অন্য পদার্থ দেহাদি হইতে আত্মভাব ভ্রম নিবৃত্ত হইলে পর, প্রকৃত আত্মাতে যে, আত্মভাব, তখন কেবল তাহাই স্ফুরিত হইতে থাকে: এই জন্য 'আত্মা জ্ঞাত হয়' ('আত্মা জায়তে') এই কথা বলা হইয়া থাকে। স্বরূপতঃ আত্মা অপ্রমেয়ই বটে, কোন প্রমাণই তাহাকে বিষয় করিতে পারে না; অতএব ['দ্রষ্টব্য' ও 'অপ্রমেয়' এই] উভয় কথাই অবিরুদ্ধ বা সুসঙ্গত হইতেছে। ৩

রজঃ অর্থ—চিত্তগত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মাদি মল; 'বিরজঃ' অর্থ—সেই ধর্ম্মাধর্ম্মাদি মলরহিত। 'পর' অর্থ—অতিরিক্ত (পৃথক্), সূক্ষ্ম কিংবা ব্যাপক; আকাশ হইতেও—অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম আকাশ অপেক্ষাও পর—সূক্ষ্ম। 'অজ' অর্থ—যাহা জন্মে না; এখানে এক মাত্র জন্মের নিষেধ করাতেই পরবর্ত্তী ভাব-বিকারসমূহও নিষিদ্ধ হইল, বুঝিতে হইবে: কারণ, জন্মই ঐ সমুদয়

বিকারের আদি বা পূর্ব্ববর্ত্তী (১)। এই আত্মা, 'মহান্‌'—পরিমাণে মহান্‌ অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ (মহৎ পরিমাণযুক্ত ; 'ধ্রুব' অর্থ—অবিনাশী (যাহার কখনও বিনাশ হয় না) ॥৩১০॥২০॥

তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ। নানু-ধ্যায়াদ্বহূঞ্ছব্দান্‌ বাচো বিগ্লাপনংহি তদিতি ॥৩১১ ॥ ২১ ॥

সম্বন্ধার্থঃ। ধীরঃ (জ্ঞানী) ব্রাহ্মণঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠঃ) তম্‌ (উক্তলক্ষণম্‌ আত্মানম্‌) এব বিজ্ঞায় (শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশতঃ নিঃসংশয়ং জ্ঞাত্বা) প্রজ্ঞাং (জিজ্ঞাসাপরিসমাপ্তিঃ যয়া ভবেৎ, তাদৃশীং বুদ্ধিং) কুর্ব্বীত (অপরোক্ষতয়া জানীয়াদিত্যর্থঃ)। বহূন্‌ শব্দান্‌ (তর্কোপকরণানি বহূনি বচনানি) ন অনুধ্যায়াৎ (অনুচিন্তয়েৎ); হি (যতঃ) তৎ (বহুশব্দানুধ্যানম্‌) বাচঃ (বাগিন্দ্রিয়স্য) বিগ্লাপনম্‌ (গ্লানিজনকম্‌) ইতি ॥৩১১॥২১॥

মূলানুবাদ। ধীর ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ পূর্ব্বোক্তপ্রকার আত্মাকেই শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশ হইতে উত্তমরূপে অবগত হইয়া তদ্বিষয়ে প্রজ্ঞা লাভ করিবে, অর্থাৎ যাহাতে তাহার আর জিজ্ঞাসা করিবার কিছু না থাকে—সমস্ত সংশয় নিবৃত্তি হইয়া যায়, এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিবে। বহুতর শব্দ চিন্তা করিবে না; কারণ তাহাতে কেবল বাগিন্দ্রিয়ের গ্লানি বা অবসাদ জন্মিয়া থাকে মাত্র, (কোন ফল লাভ হয় না) ॥৩১১॥২১

শাঙ্কর-ভাষ্যম্‌। তমীদৃশমাত্মানমেব, ধীরো ধীমান্‌, বিজ্ঞায় উপদেশতঃ শাস্ত্রতশ্চ, প্রজ্ঞাং শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্টবিষয়াং জিজ্ঞাসাপরিসমাপ্তিকরীং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ—এবং প্রজ্ঞাকরণসাধনানি সন্ন্যাস-শম-দমোপরম তিতিক্ষা-সমাধানানি কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। ন অনুধ্যায়াৎ ন অনুচিন্তয়েৎ, বহূন্‌ প্রভূতান্‌

(১) তাৎপর্য্য—'নিরুক্ত' গ্রন্থে বলিয়াছেন—অনিত্য পদার্থমাত্রেরই ছয়প্রকার অবস্থা বা বিকার আছে। যথা—জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, নশ্যতি ইতি'। (১) জন্ম, (২) সত্তা বা স্থিতি, (৩) বৃদ্ধি, (৪) বিপরিণাম—বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা, (৫) অপক্ষয় (ক্ষয়), (৬) বিনাশ। যাহার জন্ম আছে; তাহারই পরবর্ত্তী বিকারের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু যাহার জন্ম নাই, তাহার পরবর্ত্তী কোন বিকারেরও সম্ভাবনা নাই : সুতরাং ব্রহ্মের জন্ম প্রতিষেধেই অপরাপর বিকারগুলিও প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে।

শব্দান্; তত্র বহুত্বপ্রতিষেধাৎ কেবলাত্মৈকত্বপ্রতিপাদকাঃ স্বল্পাঃ শব্দা অনুজ্ঞায়ন্তে। "ওঁমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানম্, অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ" ইতি চাথর্ব্বণে। বাচঃ বিগ্লাপনং বিশেষেণ গ্লানিকরং শ্রমকরম্, হি যস্মাৎ—তদ্বহুশব্দাভিধ্যান-মিতি ॥৩১।১॥২১॥

টীকা। যথোক্তং বস্তুনিদর্শনং নিগময়তি। নিত্যশুদ্ধত্বাদিলক্ষণমিতি যাবৎ। উক্ত-রীত্যা প্রজ্ঞাকরণে কানি সাধনানীতি চেৎ, তানি দর্শয়তি—এবমিতি। কাম্যনিষিদ্ধত্যাগঃ সন্ন্যাসঃ, উপরমঃ নিত্যনৈমিত্তিকত্যাগঃ ইতি ভেদঃ। বহূনিতি বিশেষণবশাদায়াতমর্থং দর্শয়তি—তত্রেতি। চিন্তনীয়েষু শব্দেষিতি যাবৎ। তত্র শ্রুত্যন্তরং সংবাদয়তি—ওঁমিত্যেবমিতি। নানুধ্যায়াদিত্যত্র হেতুমাহ—বাচ ইতি। তস্মাদ্বহূন্ শব্দান্নানু-চিন্তয়েদিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। ইতি শব্দঃ শ্লোকব্যাখ্যানসমাপ্ত্যর্থঃ॥ ।২১।

ভাষ্যানুবাদ। ধীর অর্থাৎ পরিশুদ্ধ-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ) উক্তপ্রকার আত্মাকে শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশ হইতে অবগত হইয়া, 'প্রজ্ঞা' করিবে, অর্থাৎ যাহাতে শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশ হইতে বিজ্ঞাত বিষয়ে আর কোনও জিজ্ঞাসা—জানিবার ইচ্ছা না থাকে, এমনভাবে জ্ঞান লাভ করিবে, এবং জ্ঞানসাধন—সন্ন্যাস, শম, দম, উপরতি (ভোগবিরতি), তিতিক্ষা ও সমাধি প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিবে। বহু—অধিকপরিমাণে শব্দের অনুধ্যান বা চিন্তা করিবে না। এখানে 'বহূন্' শব্দ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, কেবল আত্মতত্ত্ব-প্রকাশক শব্দ অল্পপরিমাণে অনুধ্যান করিবার অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে; কেন না, আথর্ব্বণ শ্রুতিতে আছে—'ওঁকাররূপে আত্মাকে ধ্যান কর', 'অন্য সমস্ত বাক্য ত্যাগ কর' ইত্যাদি। 'বাচো বিগ্লাপনম্' অর্থ—বাগিন্দ্রিয়ের বিশেষ গ্লানিজনক—শ্রমকর। যেহেতু বহু শব্দাভিধ্যান [বাগিন্দ্রিয়ের গ্লানিকর], সেই হেতু বহু শব্দ চিন্তা করিবে না] ॥৩১॥২১॥

স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু, য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিঞ্ছেতে, সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ, স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ নো এবাসাধুনা কনীয়ান্। এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্ব্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়; তমেতং বেদানুবচনেন

ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি—যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেনৈতমেব-বিদিত্বা মুনির্ভবতি। এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি। এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে—কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মায়ং লোক ইতি। তে হ স্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণা-য়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি। যা হ্যেব পুত্রৈষণা সা বিত্তৈষণা, যা বিত্তৈষণা সা লোকৈষণোভে হ্যেতে এষণে এব ভবতঃ। স এষ নেতি নেত্যাত্মাগৃহ্যো নহি গৃহ্যতেঽশীর্য্যো নহি শীর্য্যতেঽসঙ্গো নহি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যত্যেতমুহৈবৈতে ন তরত ইত্যতঃ পাপমকরবমিত্যতঃ কল্যাণমকরবমিতি; উভে উ হৈবৈষ এতে তরতি, নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ ॥ ৩,২ ॥ ২২ ॥

সরলার্থঃ। [ইদানীং পূর্ব্বোক্তমেব আত্মতত্ত্বমুপসংহরতি—'স বা এষঃ' ইত্যাদিনা]। সঃ (পূর্ব্বোক্তঃ) বৈ (এব) এষঃ (প্রকৃতঃ) মহান্ অজঃ আত্মা; [কোঽসৌ?] যঃ অয়ং প্রাণেষু (ইন্দ্রিয়াদিষু মধ্যে) বিজ্ঞানময়ঃ (বুদ্ধিবিজ্ঞানপ্রায়ঃ) [উক্তঃ]; সর্ব্বস্য বশী (সর্ব্বং বশীকরোতি), সর্ব্বস্য (ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তস্য) ঈশানঃ (ঈশ্বরঃ), সর্ব্বস্য অধিপতিঃ (সাক্ষাৎ পালকঃ, য এষঃ, অন্তর্হৃদয়ে (হৃদয়পুণ্ডরীকে) আকাশঃ (বুদ্ধিবিজ্ঞানাশ্রয়ঃ, পরমাত্মা বা), তস্মিন্ শেতে (বর্ত্ততে); সঃ (আত্মা) সাধুনা (উত্তমেন) কর্ম্মণা ভূয়ান্ (অধিকঃ) ন, অসাধুনা (অধমেন কর্ম্মণা বা) নো (ন) এব কণীয়ান্ (হীনঃ), [ভবতি]; এষঃ (যথোক্তপ্রকারঃ আত্মা) সর্ব্বেশ্বরঃ, এষ ভূতাধিপতিঃ, এষ ভূতপালঃ; এষঃ (আত্মা) এষাং লোকানাম্ (ভূরাদীনাম্) অসম্ভেদায় (অসাঙ্কর্য্যায়, কর্ম্মফল-বস্তুশক্তি-বিপর্য্যয়-বারণায়) বিধারণঃ (বিধারকঃ) সেতুঃ (সেতুবৎ ভেদব্যবস্থাপকঃ)।

ব্রাহ্মণাঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ) তম্ এতম্ (আত্মানম্) বেদানুবচনেন (বেদাধ্যয়নেন), বেদোক্তেন বা) যজ্ঞেন, দানেন, অনাশকেন (ভোগ-

নিবৃত্ত্যাত্মকেন) তপসা বিবিদিষন্তি (বেদিতুমিচ্ছন্তি) ; এতম্ (আত্মানম্) এব বিদিত্বা (জ্ঞাত্বা) মুনিঃ (মননশীলঃ) ভবতি। প্রব্রাজিনঃ (সন্ন্যাসিনঃ) এতম্ এব লোকম্ (আত্মানম্) ইচ্ছন্তঃ (কাময়মানাঃ সন্তঃ) প্রব্রজন্তি (প্রব্রজ্যাং কুর্ব্বন্তি) ; [তত্র প্রব্রজ্যাগ্রহণে হেতুমাহ] এতৎ স্ম বৈতৎ (এতদেব প্রব্রজ্যাগ্রহণে কারণম্ ; যৎ), [স্ম বৈ ইতি ঐতিহ্যার্থম্] ; পূর্ব্বে (অতীতাঃ) বিদ্বাংসঃ [বয়ম্] প্রজয়া (সন্তানেন) কিং করিষ্যামঃ, যেষাং (পরমার্থদৃশাং (নঃ অস্মাকং) অয়ম্ আত্মা [এব] অয়ং লোকঃ (অভিপ্রেতং ফলম্), তে বয়ং প্রজয়া কিং করিষ্যামঃ—[ইতি কৃত্বা] প্রজাং ন কাময়ন্তে (ন ইচ্ছন্তি)।

তে (বিদ্বাংসঃ) পুত্রৈষণায়াঃ (পুত্রকামনায়াঃ) চ বিত্তৈষণায়াঃ চ লোকৈষণায়া চ ব্যুত্থায় (বিশেষেণ বিরজ্য) অথ (অনন্তরং) ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি (সন্ন্যাসম্ অবলম্বন্তে)। যা হি পুত্রৈষণা, সা এব বিত্তৈষণা, তথা যা বিত্তৈষণা, সা [এব] লোকৈষণা, [অতঃ] এতে হি (নিশ্চয়ে) এব উভে এষণে (পুত্র-লোকৈষণে) ভবতঃ, (ন ততোঽধিকা কাচিৎ এষণা আস্তে ইত্যর্থঃ)।

নেতি নেতি (নেতি নেতীতি সর্ব্বনিষেধাবধিভূতঃ) সঃ এষঃ আত্মা অগৃহ্যঃ (গ্রহীতুমশক্যঃ), [অতঃ] নহি (নৈব) গৃহ্যতে ; অশীর্য্যঃ (শীর্ণতায়া অযোগ্যঃ), [অতঃ] নহি শীর্য্যতে ; অসঙ্গঃ, [অতঃ] নহি সজ্যতে [কেনচিৎ সংসারধর্ম্মেণ ন লিপ্যতে] ; অসিতঃ, [অতঃ] ন ব্যথতে, ন রিষ্যতি (স্বরূপাৎ ন প্রচ্যবতে); এতে (বক্ষ্যমাণে কৃতাকৃতে) এতম্ (আত্মানম্) এব উহ ন তরতঃ (ন অভিভবতঃ) ইতি ; এষঃ (আত্মদর্শী) অতঃ (অস্মৈ ফলায়) পাপম্ অকরবম্ ইতি, অতঃ (অস্মৈ ফলায়) কল্যাণম্ (শুভং কর্ম্ম) অকরবম্ ইতি—এতে উভে এব (পুণ্যাপুণ্যে) তরতি (অতিক্রামতি) ; কৃতাকৃতে (নিষিদ্ধস্য করণম্, বিহিতস্য চ অকরণম্, এতে) এনম্ (আত্মদর্শিনম্) ন তপতঃ (ন পীড়য়তঃ)

॥৩১২॥ ২২॥

মূলানুবাদ। এই যে, পূর্ব্বোক্ত সেই মহান্ অজ আত্মা, এবং যাহা প্রাণপদবাচ্য ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্যে বিজ্ঞানময়—বুদ্ধি-বিজ্ঞানের সহিত সম্মিলিত হইয়া প্রকাশমান, যাহা সকলের

বশীকর্ত্তা, সকলের অধিপতি ও সকলের ঈশ্বর, এবং যে আত্মা হৃদয়-পুণ্ডরীকের মধ্যবর্ত্তী আকাশ-পদবাচ্য পরমাত্মায় অবস্থিত, সেই আত্মা উত্তম কর্ম্ম দ্বারা বৃদ্ধি পায় না, এবং নিকৃষ্ট কর্ম্ম দ্বারাও হীন হয় না। ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি ভূতাধিপতি, ইনি সর্ব্বভূতের পালক এবং ইনিই সমস্ত জগতের সাংকর্য্য-নিবারণের জন্য জগদ্বিধারক সেতুস্বরূপ।

ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ, যজ্ঞ, দান ও বিষয়োপরতিরূপ তপস্যা দ্বারা সেই এই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন; ইহাকে জানিয়াই মুনি (মননশীল) হন; সন্ন্যাসিগণ এই আত্ম লোক লাভের জন্যই প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। [তাহাদের প্রব্রজ্যাগ্রহণের] ইহাই সেই কারণ যে, প্রাচীন বিদ্বান্‌গণ মনে করেন যে, যে আমাদের এই আত্মাই হইতেছে—লভ্য একমাত্র ফল, সেই আমরা প্রাজা—সন্তান দ্বারা কি করিব? এই জন্য তাহারা সন্তান কামনা করেন না; এই কারণে তাহারা পুত্র-কামনা, বিত্ত-কামনা ও স্বর্গাদিলোক-কামনা হইতে বিরত হইয়া ভিক্ষাচর্য্যা (সন্ন্যাসগ্রহণ) করিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু কামনা (এষণা) দুইটার অধিক হয় না; কারণ, যাহা পুত্রৈষণা, তাহাই বিত্তৈষণা, এবং যাহা বিত্তৈষণা, তাহাই লোকৈষণা, সুতরাং সমুদায়ে দুইটামাত্র এষণা (কামনা) হইতেছে।

'ইহা নহে, ইহা নহে' (নেতি নেতি) বলিয়া সর্ব্বনিষেধের অবধিরূপে অভিহিত সেই এই আত্মা স্বভাবতই গ্রহণের অযোগ্য, এই জন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয় না; শীর্ণ হইবার অযোগ্য, এই জন্য শীর্ণ হয় না; অসঙ্গ, এইজন্য কিছুতে আসক্ত হয় না; ক্ষয় হইবার অযোগ্য, এই জন্য কোন ব্যথা পায় না, এবং বিকৃতও হয় না। ইহাকেই কেবল—'আমি এই ফলের জন্য পাপ করিয়াছি, এবং অমুক ফলের জন্য পুণ্য করিয়াছি' এই উভয়-প্রকার কৃতাকৃতচিন্তায় অভিভূত করিতে পারে না। এইপ্রকার

আত্মদর্শী পুরুষ উক্ত উভয়বিধ কৃতাকৃত—পুণ্য ও পাপ অতিক্রম করেন, ঐ কৃতাকৃতচিন্তা তাঁহাকে সন্তাপ প্রদান করে না ॥৩১২॥ ২২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সহেতুকৌ বন্ধমোক্ষাবভিহিতৌ মন্ত্রব্রাহ্মণাভ্যাম্, শ্লোকৈশ্চ পুনর্ম্মোক্ষস্বরূপং বিস্তরেণ প্রতিপাদিতম্, এবম্ এতস্মিন্ আত্মবিষয়ে সর্ব্বো বেদঃ যথা উপযুক্তো ভবতি ; তৎ তথা বক্তব্যমিতি তদর্থেয়ং কণ্ডিকা আরভ্যতে। তচ্চ যথা অস্মিন্ প্রপাঠকে অভিহিতং সপ্রয়োজনম্ অনূক্ত অত্রে-বোপযোগঃ কৃৎস্নস্য বেদস্য কাম্যরাশিবর্জ্জিতস্য—ইত্যেবমর্থ উক্তার্থানুবাদঃ "স বা এষঃ" ইত্যাদিঃ। স ইতি উক্তপরামর্শার্থঃ ; কোঽসাবুক্তঃ পরামৃশ্যতে ? তং প্রতিনির্দ্দিশতি—'য এষ বিজ্ঞানময়ঃ' ইতি—অতীতানন্তরবাক্যোক্তসম্প্রত্যয়ো মা ভূদিতি, য এষঃ ; কতম এষ ইত্যুচ্যতে—বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষিতি ; উক্ত-বাক্যোল্লিঙ্গনং সংশয়নিবৃত্ত্যর্থম্ ; উক্তং হি পূর্ব্বং জনকপ্রশ্নারম্ভে "কতম আত্মেতি, যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" ইত্যাদি। ১

এতদুক্তং ভবতি—"যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" ইত্যাদিনা বাক্যেন প্রতি-পাদিতঃ স্বয়ংজ্যোতিরাত্মা, স এব কামকর্ম্মাবিদ্যানাম্ অনাত্মধর্ম্মপ্রতিপাদন-দ্বারেণ মোক্ষিতঃ পরমাত্মভাবমাপাদিতঃ—পর এবায়ং নান্য ইতি। এষ স সাক্ষাৎ মহানজ আত্মেত্যুক্তঃ। যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষিতি যথাব্যাখ্যা-তার্থ এব। য এষঃ অন্তর্হৃদয়ে হৃদয়পুণ্ডরীকমধ্যে য এষ আকাশো বুদ্ধিবিজ্ঞান-সংশ্রয়ঃ, তস্মিন্ আকাশে বুদ্ধিবিজ্ঞানসহিতে শেতে তিষ্ঠতি ; অথবা সম্প্রসাদকালে অন্তর্হৃদয়ে য এষ আকাশঃ পর এব আত্মা নিরুপাধিকো বিজ্ঞানময়স্য স্বস্বভাবঃ, তস্মিন্ স্বভাবে পরমাত্মনি আকাশাখ্যে শেতে। চতুর্থে এতদ্ব্যাখ্যাতম্ "ক্বৈষ তদা অভূৎ" ইত্যস্য প্রতিবচনত্বেন। ২

"স চ সর্ব্বস্য ব্রহ্মেন্দ্রাদেঃ বশী ; সর্ব্বো হি অস্য বশে বর্ত্ততে। উক্তঞ্চ,— "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে" ইতি। ন কেবলং বশী, সর্ব্বস্য ঈশানঃ ঈশিতা চ ব্রহ্মেন্দ্রপ্রভৃতীনাম্। ঈশিতৃত্বং চ কদাচিৎ জাতিকৃতম্, যথা রাজকুমারস্য বলবত্তরানপি ভৃত্যান্ প্রতি, তদ্বৎ মা ভূদিত্যাহ—সর্ব্বস্যাধিপতিঃ অধিষ্ঠায় পালয়িতা, স্বতন্ত্র ইত্যর্থঃ ; ন রাজপুত্রবৎ অমাত্যাদিভৃত্যতন্ত্রঃ। ত্রয়মপ্যেতৎ বশিত্বাদি হেতুহেতুমদ্রূপম্—যস্মাৎ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ, ততোঽসৌ সর্ব্বস্যেশানঃ ; যো হি যমধিষ্ঠায় পালয়তি, স তং প্রতীষ্টে এবেতি প্রসিদ্ধম্, যস্মাৎ চ সর্ব্ব-স্যেশানঃ, তস্মাৎ সর্ব্বস্য বশীতি। ৩

কিঞ্চান্যৎ, স এবম্ভূতো স্বয়ঞ্জ্যোতিঃ পুরুষো বিজ্ঞানময়ঃ ন সাধুনা শাস্ত্রবিহিতেন কর্ম্মণা ভূয়ান্ ভবতি ন বর্দ্ধতে—পূর্ব্বাবস্থাতঃ কেনচিদ্ধর্ম্মেণ; নো এব শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধেন অসাধুনা কর্ম্মণা কনীয়ান্ অল্পতরো ভবতি—পূর্ব্বাবস্থাতো ন হীয়ত ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ, সর্ব্বো হি অধিষ্ঠানপালনাদি কুর্ব্বন্ পরানুগ্রহ-পীড়াকৃতেন ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যেন যুজ্যতে; অস্যৈব তু কথং তদভাব ইত্যুচ্যতে—যস্মাদেষ সর্ব্বেশ্বরঃ সন্ কর্ম্মণোঽপীশিতুং ভবত্যেব শীলমস্য, তস্মাৎ ন কর্ম্মণা সম্বধ্যতে। কিঞ্চ, এষ ভূতাধিপতিঃ ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানাং ভূতানাম্ অধিপতিরিত্যুক্তার্থং পদম্। ৪

এষ ভূতানাং তেষামেব পালয়িতা রক্ষিতা। এষঃ সেতুঃ; কিংবিশিষ্ট ইত্যাহ—বিধরণঃ বর্ণাশ্রমাদিব্যবস্থায়া বিধারয়িতা; তদাহ—এষাং ভূরাদীনাং ব্রহ্মলোকান্তানাং লোকানাম্ অসম্ভেদায় অসম্ভিন্নমর্য্যাদায়ৈ; পরমেশ্বরেণ সেতুবদবিধার্য্যমাণাঃ লোকাঃ সম্ভিন্নমর্য্যাদাঃ স্যুঃ; অতো লোকানামসম্ভেদায় সেতুভূতোঽয়ং পরমেশ্বরঃ, যঃ স্বয়ংজ্যোতিরাত্মৈব। এবংবিৎ সর্ব্বস্য বশী ইত্যাদি ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ ফলমেতন্নির্দ্দিষ্টম্। ৫

"কিংজ্যোতিরয়ং পুরুষঃ" ইত্যেবমাদি-ষষ্ঠপ্রপাঠকবিহিতায়ামেতস্যাং ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ এবংফলায়াং কাম্যৈকদেশবর্জ্জিতং কৃৎস্নং কর্ম্মকাণ্ডং তাদর্থ্যেন বিনিযুজ্যতে; তৎ কথম্ ইত্যুচ্যতে—তমেতম্ এবম্ভূতমৌপনিষদং পুরুষম্ বেদানুবচনেন মন্ত্রব্রাহ্মণাধ্যয়নেন নিত্যস্বাধ্যায়লক্ষণেন বিবিদিষন্তি বেদিতুমিচ্ছন্তি; কে? ব্রাহ্মণাঃ; ব্রাহ্মণগ্রহণমুপলক্ষণার্থম্, অবিশিষ্টো হি অধিকারস্ত্রয়াণাং বর্ণানাম্; অথবা কর্ম্মকাণ্ডেন মন্ত্র-ব্রাহ্মণেন বেদানুবচনেন বিবিদিষন্তি। কথং বিবিদিষন্তীত্যুচ্যতে—যজ্ঞেনেত্যাদি। ৬

যে পুনর্ম্মন্ত্রব্রাহ্মণলক্ষণেন বেদানুবচনেন প্রকাশ্যমানং বিবিদিষন্তীতি ব্যাচক্ষতে, তেষামারণ্যকমাত্রমেব বেদানুবচনং স্যাৎ; ন হি কর্ম্মকাণ্ডেন পর আত্মা প্রকাশ্যতে, "তন্ত্বৌপনিষদম্" ইতি বিশেষ শ্রুতেঃ। বেদানুবচনেনেতি চাবিশেষিতত্বাৎ সমস্তগ্রাহীদং বচনম্; ন চ তদেকদেশোৎসর্গো যুক্তঃ। নমু ত্বৎপক্ষেঽপি উপনিষদ্বর্জ্জমিতি একদেশত্বং স্যাৎ; ন, আত্মব্যাখ্যানেঽবিরোধাৎ অস্মৎপক্ষে নৈষ দোষো ভবতি। যদা বেদানুবচনশব্দেন নিত্যঃ স্বাধ্যায়ো বিধীয়তে, তদা উপনিষদপি গৃহীতৈবেতি, বেদানুবচনশব্দার্থৈকদেশো ন পরিত্যক্তো ভবতি। ৭

যজ্ঞাদিসহপাঠাচ্চ—যজ্ঞাদীনি কর্ম্মাণ্যেব অনুক্রমিষ্যন্ বেদানুবচনশব্দং প্রযুঙ্‌ক্তে; তস্মাৎ কর্ম্মৈব বেদানুবচনশব্দেনোচ্যত ইতি গম্যতে; কর্ম্ম হি নিত্যস্বাধ্যায়ঃ। কথং পুনর্নিত্যস্বাধ্যায়াদিভিঃ কর্ম্মভিরাত্মানং বিবিদিষন্তি? নৈব হি তান্যাত্মানং প্রকাশয়ন্তি, যথোপনিষদঃ। নৈষ দোষঃ, কর্ম্মণাং বিশুদ্ধিহেতুত্বাৎ; কর্ম্মভিঃ সংস্কৃতা হি বিশুদ্ধাত্মানঃ শক্নুবন্তি আত্মানম্ উপনিষৎপ্রকাশিতম্ অপ্রতিবন্ধেন বেদিতুম্; তথা হ্যাথর্ব্বণে—"বিশুদ্ধসত্ত্বস্তত-স্তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" ইতি; স্মৃতিশ্চ—"জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ" ইত্যাদিঃ। ৮

কথং পুনর্নিত্যানি কর্ম্মাণি সংস্কারার্থানীত্যবগম্যতে? "স হ বা আত্মযাজী, যো বেদেদং মেঽনেনাঙ্গং সংস্ক্রিয়তে, ইদং মেঽনেনাঙ্গমুপধীয়তে" ইত্যাদি-শ্রুতেঃ। সর্ব্বেষু চ স্মৃতিশাস্ত্রেষু কর্ম্মাণি সংস্কারার্থান্যেব আচক্ষতে—"অষ্টা-চত্বারিংশৎ সংস্কারাঃ" ইত্যাদিষু। গীতাসু চ—

"যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্।

সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ॥" ইতি।

যজ্ঞেনেতি—দ্রব্যযজ্ঞা জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ সংস্কারার্থাঃ। সংস্কৃতস্য চ বিশুদ্ধসত্ত্বস্য জ্ঞানোৎপত্তিরপ্রতিবন্ধেন ভবিষ্যতি, অতো যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি। দানেন—দানমপি পাপক্ষয়হেতুত্বাৎধর্ম্মবৃদ্ধিহেতুত্বাচ্চ। তপসা—তপ ইত্যবিশেষেণ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিপ্রাপ্তৌ বিশেষণম্—অনাশকেনেতি; কামানশনমনাশকম্, ন তু ভোজননিবৃত্তিঃ; ভোজননিবৃত্তৌ ম্রিয়ত এব, নাত্মবেদনম্।৯

বেদানুবচন-যজ্ঞ-দান-তপঃশব্দেন সর্ব্বমেব নিত্যং কর্ম্ম উপলক্ষ্যতে; এবং কাম্যবর্জ্জিতং নিত্যং কর্ম্মজাতং সর্ব্বম্ আত্মজ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেণ মোক্ষসাধনত্বং প্রতিপদ্যতে; এবং কর্ম্মকাণ্ডেন অস্যৈকবাক্যতাবগতিঃ। এবং যথোক্তেন ন্যায়েনৈতমেব আত্মানং বিদিত্বা যথাপ্রকাশিতম্, মুনির্ভবতি—মননাৎ মুনির্যোগী ভবতীত্যর্থঃ। এতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি নান্যম্। ১০

নন্বন্যবেদনেঽপি মুনিত্বং স্যাৎ; কথমবধার্য্যতে—এতমেবেতি। বাঢ়ম্, অন্য-বেদনেঽপি মুনির্ভবেৎ, কিন্তু অন্যবেদনে ন মুনিরেব স্যাৎ, কিং তর্হি? কর্ম্ম্যপি ভবেৎ সঃ। এতং তু ঔপনিষদং পুরুষং বিদিত্বা মুনিরেব স্যাৎ, ন তু কর্ম্মী; অতোঽসাধারণং মুনিত্বং বিবক্ষিতমস্যেতি অবধারয়তি—এতমেবেতি। এতস্মিন্ হি বিদিতে, কেন কং পশ্যেদিত্যেবং ক্রিয়াঽসম্ভবাৎ মননমেব স্যাৎ। কিঞ্চ,

এতমেব আত্মানং স্বং লোকমিচ্ছন্তঃ প্রার্থয়ন্তঃ প্রব্রাজিনঃ প্রব্রজনশীলাঃ প্রব্রজন্তি প্রকর্ষেণ ব্রজন্তি—সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সন্ন্যস্যন্তীত্যর্থঃ। ১১

"এতমেব লোকমিচ্ছন্তঃ" ইত্যবধারণাৎ ন বাহ্যলোকত্রয়েপ্সূনাং পারিব্রাজ্যে অধিকার ইতি গম্যতে। ন হি গঙ্গাদ্বারং প্রতিপিৎসুঃ কাশীদেশনিবাসী পূর্ব্বাভিমুখঃ প্রৈতি; তস্মাদ্বাহ্যলোকত্রয়ার্থিনাং পুত্রকর্ম্মাপরব্রহ্মবিদ্যাঃ সাধনম্, "পুত্রেণায়ং লোকো জয্যো নান্যেন কর্ম্মণা" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। অতস্তদর্থিভিঃ পুত্রাদি সাধনং প্রত্যাখ্যায়, ন পারিব্রাজ্যং প্রতিপত্তুং যুক্তম্, অতৎসাধনত্বাৎ পারিব্রাজ্যস্য। তস্মাৎ "এতমেব লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" ইতি যুক্তমবধারণম্। আত্মলোকপ্রাপ্তির্হি অবিদ্যানিবৃত্তৌ স্বাত্মন্যবস্থানমেব; তস্মাদাত্মানং চেৎ লোকমিচ্ছতি যঃ, তস্য সর্ব্বক্রিয়োপরম এবাত্মলোকসাধনং মুখ্যমন্তরঙ্গম্, যথা পুত্রাদিরেব বাহ্যলোকত্রয়স্য, পুত্রাদিকর্ম্মণ আত্মলোকং প্রত্যসাধনত্বাৎ; অসম্ভবেন চ বিরুদ্ধত্বমবোচাম। ১২

তস্মাদাত্মানং লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্ত্যেব সর্ব্বক্রিয়াভ্যো নিবর্ত্তেরন্নেবেত্যর্থঃ। যথা চ বাহ্যলোকত্রয়ার্থিনঃ প্রতিনিয়তানি পুত্রাদীনি সাধনানি বিহিতানি, এবমাত্মলোকার্থিনঃ সর্ব্বৈষণানিবৃত্তিং পারিব্রাজ্যং ব্রহ্মবিদো বিধীয়ত এব। ১৩

কুতঃ পুনস্তে আত্মলোকার্থিনঃ প্রব্রজন্ত্যেবেত্যুচ্যতে; তত্রার্থবাদবাক্যরূপেণ হেতুং দর্শয়তি—এতৎ হ স্ম বৈ তৎ। তদেতৎ পারিব্রাজ্যে কারণমুচ্যতে—হ স্ম বৈ কিল, পূর্ব্বে অতিক্রান্তকালীনা বিদ্বাংসঃ আত্মজ্ঞাঃ প্রজাং কর্ম্ম অপরব্রহ্মবিদ্যাঞ্চ; প্রজোপলক্ষিতং হি ত্রয়মেতৎ বাহ্যলোকত্রয়সাধনং নির্দ্দিশ্যতে—প্রজামিতি। প্রজাং কিম্? ন কাময়ন্তে, পুত্রাদিলোকত্রয়সাধনং নানুতিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ। ১৪

নন্বপরব্রহ্মদর্শনমনুতিষ্ঠন্ত্যেব; তদ্বলাদ্ধি ব্যুত্থানম্; ন, অপবাদাৎ; "ব্রহ্ম তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ", 'সর্ব্বং তং পরাদাৎ' ইত্যপরব্রহ্মদর্শনমপ্যপবদন্ত্যেব, অপরব্রহ্মণোঽপি সর্ব্বমধ্যান্তর্ভাবাৎ; "যত্র নান্যৎ পশ্যতি" ইতি চ পূর্ব্বাপরবাহ্যান্তরদর্শনং প্রতিষেধাচ্চ, অপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যম্ ইতি, "তৎ কেন কং পশ্যেদ্বিজানীয়াৎ" ইতি চ। তস্মাৎ ন আত্মদর্শনব্যতিরেকেণ অন্যদ্ব্যুত্থানকারণমপেক্ষতে। ১৫

কঃ পুনস্তেষামভিপ্রায় ইত্যুচ্যতে—কিং প্রয়োজনং ফলং সাধ্যং করিষ্যামঃ প্রজয়া সাধনেন; প্রজা হি বাহ্যলোকত্রয়সাধনং নির্জ্ঞাতা; স

চ ধাম্যো লোকো নাস্তি অস্মাকমাত্মব্যতিরিক্তঃ ; সর্ব্বং হি অস্মাকমাত্মভূতমেব, সর্ব্বস্য চ বয়মাত্মভূতাঃ। আত্মা চ আত্মত্বাদেব ন কেনচিৎ সাধনেন উৎপাদ্য আপ্যো বিকার্য্যঃ সংস্কার্য্যো বা। ১৬

যদপি আত্মযাজিনঃ সংস্কারার্থং কর্ম্মেতি, তদপি কার্য্যকরণাত্মদর্শনবিষয়মেব, "ইদং মে অনেনাঙ্গং সংক্রিয়তে"—ইত্যঙ্গাঙ্গিত্বাদিশ্রবণাৎ ; ন হি বিজ্ঞানঘনৈকরসনৈরন্তর্য্যদর্শিনঃ অঙ্গাঙ্গিসংস্কারোপধানদর্শনং সম্ভবতি ; তস্মান্ন কিঞ্চিৎ প্রজাদিসাধনৈঃ করিষ্যামঃ ; অবিদুষাং হি তৎ প্রজাদিসাধনৈঃ কর্ত্তব্যং ফলম্ ; ন হি মৃগতৃষ্ণিকায়ামুদকপানায় তদুদকদর্শী প্রবৃত্তঃ—ইতি তত্রোষরমাত্রমুদকাভাবং পশ্যতোঽপি প্রবৃত্তির্যুক্তা। এবমস্মাকমপি পরমার্থাত্মলোকদর্শিনাং প্রজাদিসাধনসাধ্যে মৃগতৃষ্ণিকাদিসমে অবিদ্বদ্দর্শনবিষয়ে ন প্রবৃত্তির্যুক্তেত্যভিপ্রায়ঃ। ১৭

তদেতদুচ্যতে—যেষামস্মাকং পরমার্থদর্শিনাং নঃ, অয়মাত্মা অশনায়াদিবিনির্মুক্তঃ সাধ্বসাধুভ্যামবিকার্য্যঃ অয়ং লোকঃ ফলমভিপ্রেতম্। ন চাস্যাত্মনঃ সাধ্যসাধনাদি-সর্ব্বসংসারধর্ম্মবিনির্মুক্তস্য সাধনং কিঞ্চিদেষিতব্যম্ ; সাধ্যস্য হি সাধনান্বেষণা ক্রিয়তে, অসাধ্যস্য সাধনান্বেষণায়াম্, জলবুদ্ধ্যা স্থল ইব তরণং কৃতং স্যাৎ, খে বা শাকুনপদান্বেষণম্। ১৮

তস্মাৎ এতমাত্মানং বিদিত্বা প্রব্রজেয়ুরেব ব্রাহ্মণাঃ, ন কর্ম্মারভেরন্নিত্যর্থঃ। যস্মাৎ পূর্ব্বে এব ব্রাহ্মণা এবং বিদ্বাংসঃ প্রজামকাময়মানাঃ, তে এবং সাধ্যসাধনসংব্যবহারং নিন্দন্তঃ অবিদ্বদ্বিষয়োঽয়মিতি কৃত্বা,কিং কৃতবন্ত ইত্যুচ্যতে—তে হ স্ম কিল পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায় অথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তীত্যাদি ব্যাখ্যাতম্। তস্মাদাত্মানং লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি—প্রব্রজেয়ুরিত্যেষ বিধিরর্থবাদেন সঙ্গচ্ছতে ; ন হি সার্থবাদস্যাস্য লোকস্তুত্যা আভিমুখ্যমুপপদ্যতে ; প্রব্রজন্তীত্যস্যার্থবাদরূপো হি এতদ্ধ স্ম ইত্যাদিকৃত্তরো গ্রন্থঃ। অর্থবাদশ্চেৎ, ন অর্থবাদান্তরমপেক্ষেত ; অপেক্ষতে তু 'এতদ্ধ স্ম' ইত্যাদ্যর্থবাদং 'প্রব্রজন্তি' ইত্যেতৎ। ১৯

যস্মাৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাদিকর্মভ্যো নিবৃত্তাঃ প্রব্রজিতবন্ত এব, তস্মাদ্ অধুনাতনা অপি প্রব্রজন্তি প্রব্রজেয়ুঃ—ইত্যেবং সম্বধ্যমানং ন লোকস্তুত্যভিমুখং ভবিতুমর্হতি ; বিজ্ঞানসমানকর্তৃকত্বোপদেশাদিত্যাদিনা অবোচাম। বেদানুবচনাদিসহপাঠাচ্চ ; যথা আত্মবেদনসাধনত্বেন বিহিতানাং বেদানুবচনাদীনাং যথার্থত্বমেব, নার্থবাদত্বম্, তথা তৈরেব সহ পঠিতস্য পারি-

ব্রাহ্মণস্যাত্মলোকপ্রাপ্তিসাধনত্বেন অর্থবাদত্বমযুক্তম্। ফলবিভাগোপদেশাচ্চ; "এতমেবাত্মানং লোকং বিদিত্বা' ইতি অস্মাদাত্মনঃ লোকাদাত্মানং ফলান্তরত্বেন প্রবিভজতি, যথা—পুত্রেণৈবায়ং লোকো জয্যঃ, নান্যেন কর্ম্মণা, কর্ম্মণা পিতৃলোক ইতি। ন চ প্রব্রজন্তীত্যেতৎ প্রাপ্তবৎ লোকস্তুতিপরম্, প্রধানবচ্চার্থবাদাপেক্ষম্, সকৃচ্ছ্রুতং স্যাৎ। তস্মাদ্ ভ্রান্তিরেবৈষা—লোকস্তুতিপরমিতি। ২০

ন চানুষ্ঠেয়েন পারিব্রাজ্যেন স্তুতিরুপপদ্যতে; যদি পারিব্রাজ্যমনুষ্ঠেয়মপি সৎ অন্যস্তুত্যর্থং স্যাৎ, দর্শপূর্ণমাসাদীনামপ্যনুষ্ঠেয়ানাং স্তুত্যর্থতা স্যাং। ন চান্যত্র কর্ত্তব্যতা এতস্মাদ্বিষয়ান্নির্জ্ঞাতা, যত ইহ স্তুত্যর্থো ভবেৎ। যদি পুনঃ কচিৎ বিধিঃ পরিকল্প্যেত পারিব্রাজ্যস্য, স ইহৈব মুখ্যঃ, নান্যত্র সম্ভবতি। যদ্যপি অনধিকৃতবিষয়ে পারিব্রাজ্যং পরিকল্প্যতে, তত্র বৃক্ষাগ্রারোহণাদ্যপি পারিব্রাজ্যবৎ কল্প্যেত, কর্ত্তব্যত্বেন অনির্জ্ঞাতত্বাবিশেষাৎ। তস্মাৎ স্তুতিত্বগন্ধোঽপ্যত্র ন শক্যঃ কল্পয়িতুম্। ২১

যদি অয়মাত্মা লোক ইষ্যতে, কিমর্থং তৎপ্রাপ্তিসাধনত্বেন কর্ম্মাণ্যেব ন আরভেরন্, কিং পারিব্রাজ্যেন ইতি; অত্রোচ্যতে—অস্য আত্মলোকস্য কর্ম্মভিরসম্বন্ধাৎ; যমাত্মানমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজেয়ুঃ, স আত্মা সাধনত্বেন ফলত্বেন চ উৎপাদ্যত্বাদিপ্রকারাণামন্যতমত্বেনাপি কর্ম্মভির্ন সম্বধ্যতে; তস্মাৎ 'স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে' ইত্যাদিলক্ষণঃ, যস্মাৎ এবংলক্ষণ আত্মা কর্ম্মফলসাধনাসম্বন্ধী সর্ব্বসংসারধর্ম্মবিলক্ষণঃ অশনায়াদ্যতীতঃ অস্থুলাদিধর্ম্মবান্ অজোঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ সৈন্ধবঘনবৎ বিজ্ঞানৈকরসস্বভাবঃ স্বয়ংজ্যোতিরেক এবাদ্বয়োঽপূর্ব্বোঽনপরোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ—ইত্যেতৎ আগমতস্তর্কতশ্চ স্থাপিতম্, বিশেষতশ্চেহ জনকযাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদেঽস্মিন্; তস্মাদেবংলক্ষণে আত্মনি বিদিতে আত্মত্বেন, নৈব কর্ম্মারম্ভ উপপদ্যতে। তস্মাদাত্মা নির্ব্বিশেষঃ। ২২

ন হি চক্ষুষ্মান্ পথি প্রবৃত্তঃ অহনি কূপে কণ্টকে বা পততি; কৃৎস্নস্য চ কর্ম্মফলস্য বিদ্যাফলে অন্তর্ভাবাৎ। ন চাযত্নপ্রাপ্যে বস্তুনি বিদ্বান্ যত্নমাতিষ্ঠতি।

"অক্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ।
ইষ্টস্যার্থস্য সম্প্রাপ্তৌ কো বিদ্বান্ যত্নমাচরেৎ॥"
"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥" ইতি গীতাসু।

ইহাপি চ এতস্যৈব পরমানন্দস্য ব্রহ্মবিৎ-প্রাপ্যস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তীত্যুক্তম্। অতো ব্রহ্মবিদাং ন কর্ম্মারম্ভঃ। ২৩

যস্মাৎ সর্ব্বৈষণাবিনিবৃত্তঃ স এষ নেতি নেত্যাত্মানম্ আত্মত্বেনোপগম্য তদ্রূপেণৈব বর্ত্ততে, তস্মাৎ এতমেবংবিদং নেতি নেত্যাত্মভূতম্, উহ এব এতে বক্ষ্যমাণে ন তরতঃ ন প্রাপ্নুতঃ—ইতি যুক্তমেবেতি বাক্যশেষঃ। কে তে, ইত্যুচ্যতে—অতঃ অস্মান্নিমিত্তাৎ শরীরধারণাদিহেতোঃ, পাপম্ অপুণ্যং কর্ম্ম অকরবং কৃতবানস্মি—কষ্টং খলু মম বৃত্তম্, অনেন পাপেন কর্ম্মণা অহং নরকং প্রতিপৎস্যে—ইতি যোঽয়ং পশ্চাৎ পাপং কর্ম্ম কৃতবতঃ পরিতাপঃ, স এনং—নেতি নেত্যাত্মভূতং ন তরতি; তথা অতঃ কল্যাণং ফলবিষয়কামান্নিমিত্তাৎ যজ্ঞদানাদিলক্ষণং পুণ্যং শোভনং কর্ম্ম কৃতবানস্মি, অতোঽহমস্য ফলং সুখমুপভোক্ষ্যে দেহান্তরে—ইত্যেষোঽপি হর্ষঃ তং ন তরতি। উভে উ হ এব এষ ব্রহ্মবিৎ এতে কর্ম্মণী তরতি পুণ্যপাপলক্ষণে। ২৪

এবং ব্রহ্মবিদঃ সন্ন্যাসিন উভে অপি কর্ম্মণী ক্ষীয়েতে—পূর্ব্বজন্মনি কৃতে যে, তে, ইহ জন্মনি কৃতে যে, তে চ; অপূর্ব্বে চ নারভ্যেতে। কিঞ্চ, নৈনং কৃতাকৃতে—কৃতং নিত্যানুষ্ঠানম্, অকৃতং তস্যৈবাক্রিয়া, তে অপি কৃতাকৃতে এনং ন তপতঃ; অনাত্মজ্ঞ, হি কৃতং ফলদানেন, অকৃতং প্রত্যবায়োৎপাদনেন তপতঃ; অয়ন্তু ব্রহ্মবিৎ আত্মবিদ্যাগ্নিনা সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ভস্মীকরোতি,

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা"ইত্যাদি স্মৃতেঃ।

শরীরারম্ভকয়োস্তু উপভোগেনৈব ক্ষয়ঃ; অতো ব্রহ্মবিদ্ অকর্ম্মসম্বন্ধী ॥৩১২ ॥ ২২ ॥

টীকা। কতিপয়াবয়বব্যাখ্যানপূর্ব্বকং বৃত্তং কীর্ত্তয়তি—অহেতুকামিতি। উত্তরকণ্ডিকা-তাৎপর্য্যমাহ—এবমিতি। বিরজঃ পর ইত্যাদিনোক্তক্রমেণাবস্থিতে ব্রহ্মণীতি যাবৎ। ফলিতমাপযুক্তোক্তিঃ। তদর্থা ব্রহ্মাত্মনি সর্ব্বস্য বেদস্য বিনিয়োগপ্রদর্শনার্থেতি যাবৎ। ননু বিবিদিষাবাক্যেন(৭) ব্রহ্মাত্মনি সর্ব্বস্য বেদস্য বিনিয়োগো বক্ষ্যতে, তথা চ তস্মাৎ প্রাক্তনং বাক্যং কিমর্থমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদ্যেতি। যথাধিকারং সকলমাত্মজ্ঞানযুক্তং, তথৈব তদমুক্তেতি যোজনা। কথং তদেবোক্তে জ্ঞানে সর্ব্বো বেদো বিনিযোক্তুং শক্যতে, স্বর্গ-কামাদিবাক্যস্য স্বর্গাদাবেব পর্য্যবসানাদিত্যাশঙ্ক্য সংযোগপৃথক্ত্বন্যায়মাশ্রিত্য বিনিয়োগ—কাম্যরাশীতি। উক্তস্য সকলস্যাত্মজ্ঞানস্যানুবাদ ইতি যাবৎ। উক্তানাং স্তুতয়ে বিশেষং জ্ঞাতুং পৃচ্ছতি—কোঽয়মাত্মেতি। বিশেষণানর্থক্যাশঙ্কাং পরিহরতি—অতীতেতি।

তং হি বিরজঃ পর ইত্যাদি, তেনোক্তো যো মহত্ত্বাদিবিশেষণঃ পরমাত্মা, তত্র সংশয়াৎ প্রতীতিঃ স্যাদিতি কৃত্বা তেন জ্যোতির্ব্রাহ্মণেহং জীবং পরামৃশ্য তমেব বৈশদ্যেন স্মারয়িত্বা তস্য সর্বাহিতেন পরেণাত্মনৈকাত্ম্যেন নিদর্শয়তীত্যর্থঃ । বিশেষণবাক্যদ্বয়মেবস্থ কং প্রশ্নপূর্বকং ব্যাচষ্টে—কতম ইতি । কথং জীবো বিজ্ঞানময়ঃ, কথং বা প্রাণেষ্বিতি সপ্তমী প্রযুজ্যতে, তত্রাহ—উক্তেত্যতি । তদনুগামস্য সপ্তম্যর্থসন্দেহাপোহং ফলমাহ—সংশয়েতি । উক্তবাক্যোত্থিতফলবিভাগং বিবৃণোতি—উক্তং হীতি । ১

যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু প্রোক্তঃ, স এব মহানজ আত্মেতি জীবানুবাদেন পরমাত্মভাবো বিহিত ইতি বাক্যার্থমাহ—এতদিতি । পরমাত্মভাবাপাদনপ্রকারমনুবদতি—আত্মাদিতি । বিশেষণবাক্যস্য ব্যাখ্যেয়প্রাপ্তাবুক্তবাক্যোত্থিতমিত্যত্রোক্তং স্মারয়তি—যোঽয়মিতি । বাক্যান্তরমবতার্য ব্যাচষ্টে—য এষ ইতি । কথং পুনরাকাশশব্দস্য পরমাত্মবিষয়ত্বমপেক্ষ্য দ্বিতীয়ং ব্যাখ্যানং তস্যার্থান্তরে রূঢ়ত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—চতুর্থ ইতি ।২

ইত্থমুক্তং জ্ঞানমনূদ্য তৎফলমনুবদতি—স চেত্যাদিনা । কথং পুনর্নিরুপাধিকস্যেশ্বরস্য বশিত্বং, কথং চ তদভাবে তদাত্মনো বিদুষস্তদ্গুণপদ্মতে, তত্রাহ—উক্তং চেতি । বিশেষণত্রয়স্য হেতুহেতুমত্ত্বপক্ষমেব বিশদয়তি—যস্মাদিত্যাদিনা । তত্র প্রসিদ্ধিং প্রমাণয়তি—যো হীতি ।৩

ন কেবলমুক্তমেব বিদ্যাফলং, কিংত্বন্যচ্চাস্তীত্যাহ—কিংচেতি । এবংভূতম্বং জ্ঞাতপরমাত্মাভিন্নবম্ । পরিশুদ্ধত্বমর্থমনুবদতি—হ্যদীতি । ব্রহ্মভূতস্য বিদুষঃ খাতব্যাদিবর্ণাধর্মাস্পর্শিত্বমপি ফলমিত্যর্থঃ । অধিষ্ঠানাদিকর্তৃত্বাবিদুষোঽপি লৌকিকবর্ণাদিসংবন্ধিত্বং স্যাদিতি শঙ্কতে—সর্বো হীতি । পরতন্ত্র-রূপাবিরিতি পরিহরতি—উচ্যত ইতি । সর্বাধিপত্যাদিত্বাং চোপাধিরিত্যাহ—কিংচেতি । ৪

সর্বপালকত্বাদিত্যং চোপাধিরিত্যাহ—এষ ইতি । সর্বাধারত্বং চোপাধিরিত্যাহ—এষ ইতি । কথং বিধারয়িতৃত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদাহেতি । তদেব সাধয়তি—পরমেশ্বরেণেতি । সর্বস্য বশীত্যাদিনোক্তগুণসংহরতি—এবংবিদিতি । ৫

সফলং জ্ঞানমনূদ্য বিবিদিষাবাক্যমবতারয়তি—কিংজ্যোতিরিতি । এবংফলাত্মাং সর্বস্য বশীত্যাদিনোক্তফলোপেতামাত্মবিত্ত যাবৎ । তাদর্থ্যেন পরম্পরয়া জ্ঞানোৎপত্তিশেষত্বেনেত্যর্থঃ । বিবিদেষকং বাক্যমাকাঙ্ক্ষাপূর্বকমাদায় ব্যাচষ্টে—তৎকথমিত্যাদিনা । এবংভূতং শ্লোকোক্তবিশেষণমিত্যর্থঃ । ব্রাহ্মণশব্দস্য ক্ষত্রিয়াদ্যুপলক্ষণত্বে হেতুমাহ—অবিশিষ্টো হীতি । সন্ন্যাসিতং পক্ষান্তরমাহ—অথবেতি । তেন বিবিদিষাপ্রকারং প্রশ্নপূর্বকং বিবৃণোতি—কথমিত্যাদিনা ।৬

তর্কপ্রপঞ্চপ্রহাণমুখাপ্য প্রত্যাচষ্টে—যে পুনরিত্যাদিনা । তত্র হেতুমাহ—স হীতি । তত্তদুপনিষন্মাত্রগ্রহণমিত্যাশঙ্ক্য বেদো বা অনুচ্যতে তত্ত্বজ্ঞানাস্তরং

পঠ্যত ইতি বৃহৎপক্ষেঽর্বেদানুবচনশব্দেন সর্ববেদগ্রহে সম্ভবতি তদেকদেশত্যাগো ন যুক্ত ইত্যাহ—বেদেতি। দোষসমাধানমাহ—নম্বিতি। সিদ্ধান্তেঽপ্যুপনিষদং বর্জ্জয়িত্বা বেদানুবচনশব্দেন কর্ম্মকাণ্ডং গৃহীতমিতি কৃত্বা তত্র বৈকদেশবিষয়ং স্যাৎ, তদুক্তম্—

"যত্রোভয়োঃ সমো দোষঃ পরিহারোঽপি বা সমঃ।
নৈকঃ পর্য্যনুযোক্তব্যস্তাদৃগর্থবিচারণে॥"

ইতি ন্যায়বিরোধ ইত্যর্থঃ। নিত্যস্বাধ্যায়ো বেদানুবচনমিতি পক্ষমাদায় পরিহরতি—নেত্যাদিনা। বৈদৈকদেশপরিগ্রহপরিত্যাগাত্মকবিরোধাভাবং সাধয়তি—যদেতি। ৭

তর্হি ব্যাখ্যানান্তরমুপেক্ষিতমিত্যাশঙ্ক্য তদপি বাক্যদোষবশাদপেক্ষিতমেবেত্যাহ—যজ্ঞাদীতি। সংগ্রহবাক্যং বিবৃণোতি—যজ্ঞাদীনি কর্ম্মাণীতি। তর্হি প্রথমব্যাখ্যানে কথং বাক্যশেষোপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—কর্ম্ম হীতি। বেদানুবচনাদীনামাত্মবিবিদিষা-সাধনত্বমাক্ষিপতি—কথমিতি। উপনিষদ্বিদেবাত্মা তৈরপি জ্ঞায়তামিত্যাশঙ্ক্যাহ—নৈবেতি। কর্ম্মণামপ্রমাণত্বেঽপি পরম্পরয়া জ্ঞানহেতুত্বাৎ বিবিদিষাশ্রুতিরবিরুদ্ধেতি সমাধত্তে—নৈষ দোষ ইতি। তদেব স্ফুটয়তি—কর্ম্মভিরিতি। তত্র শ্রুত্যন্তরং প্রমাণয়তি—তথা হীতি। ততো নিত্যানুষ্ঠানাদ্বিশুদ্ধবীর্য্যাত্মানঃ সদা চিন্ময়ং পশ্যন্তং পশ্যন্তীত্যর্থঃ। আদিশব্দেন কষায়পক্তিরিত্যাদিস্মৃতিসংগ্রহঃ। ৮

নিত্যকর্ম্মণাং সংস্কারার্থত্বে প্রমাণং পৃচ্ছতি—কথমিতি। যদ্যপি শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং কর্ম্মভিঃ সংস্কৃতস্যোপনিষদ্ভিরাত্মা জ্ঞাতুং শক্যতে, তথাপি তেষাং সংস্কারার্থত্বে কিং প্রমাণমিতি প্রশ্নে শ্রুতিস্মৃতী প্রমাণয়তি—স হ বা ইত্যাদিনা। কিং পুনঃ স্মৃতিপাঠং, তদাহ—অষ্টাচত্বারিংশদিতি। অষ্টাবন্বারম্ভাদয়ো গুণাশ্চত্বারিংশদ্গর্ভাধানাদয়ঃ সংস্কারা ইতি বিভাগঃ। বহুবচনোপাত্তং স্মৃত্যন্তরমাহ—গীতাসু চেতি। পদাত্তরমাদায় ব্যাচষ্টে—যজ্ঞেনেতীতি। তেষাং সংস্কারার্থত্বেঽপি কথং জ্ঞানসাধনত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—সংস্কৃতস্যেতি। দানেন বিবিদিষন্তীতি পূর্ব্বেণ সংবন্ধঃ। কথং পুনঃ সত্ত্বং দানং বিবিদিষাকারণমত আহ—দানমপীতি। বিবিদিষাহেতুরিতি শেষঃ। তপসেত্যত্রাপি পূর্ব্ববদন্বয়ঃ। কামানশনং মার্গবেদবহির্ভূতৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়সেবনং যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টত্বমিতি যাবৎ। যথাশ্রুতার্থত্বে কা হানিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। ৯

তথাপি উপাত্তানাং বেদানুবচনাদীনামিষ্যমাণে জ্ঞানে বিনিয়োগস্তথাপি কথং সর্ব্বং নিত্যং কর্ম্ম তত্র বিনিযুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—বেদানুবচনেতি। উপলক্ষণফলমাহ—এবমিতি। প্রণাড্যা কর্ম্মণো মুক্তিহেতুত্বে কাণ্ডদ্বয়স্যৈকবাক্যত্বমপি সিধ্যতীত্যাহ—এবং কর্ম্মেতি। বাক্যান্তরমবতার্য্য ব্যাকরোতি—এবমিতি। তস্যৈবার্থমাহ—যথোক্তেনেতি। যজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানাদ্বিশুদ্ধিদ্বারা বিবিদিষোৎপত্তৌ গুরুপাদোপসর্পণং শ্রবণাদি তেভ্যো বেদনক্রমেণেত্যর্থঃ। যথাপ্রকাশিতং লোকপ্রকরণে মন্ত্রব্রাহ্মণাভ্যামুক্তলক্ষণমিত্যর্থঃ। মোনি-শব্দো জীবন্মুক্তবিষয়ঃ। এবকারং ব্যাকরোতি—এতমেবেতি। ১০

অবধারণমাক্ষিপ্য সমাধত্তে—নন্বিত্যাদিনা। এবকারস্তর্হি ত্যজ্যতামিত্যাশঙ্ক্যাহ—

কিংবিদিতি। আত্মবেদনেঽপি কর্ম্মিত্বং স্যাদিতি চেন্নেত্যাহ—এবংবিদিতি। কথমাত্ম-
বিদোঽপি মুনিত্বমসাধারণং, তত্রাহ—এতমাত্মানমিতি। ইতশ্চাত্মবিদো ন কর্ম্মিত্বমিত্যাহ—
কিংচেতি। আত্মলোকমিচ্ছতাং মুমুক্ষূণামপি কর্ম্মত্যাগশ্রবণাদাত্মবিদাং ন কর্ম্মিত্বেতি
কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। তাদৃশীনাং বৈরাগ্যাতিশয়শালিনাম্। ১১

অবধারণসামর্থ্যসিদ্ধমর্থমাহ—এতমেবেতি। পারিব্রাজ্যে লোকত্রয়ার্থিনামনধি-
কারে দৃষ্টান্তমাহ—ন হীতি। লোকত্রয়ার্থিনশ্চেৎ পারিব্রাজ্যে নাধিক্রিয়ন্তে, কুত্র
তর্হি তেষামধিকারস্তত্রাহ—তস্মাদিতি। স্বর্গকামস্য স্বর্গসাধনে যাগেঽধিকারবল্লো-
কত্রয়ার্থিনামপি তৎসাধনে পুত্রাদাবধিকার ইত্যর্থঃ। পুত্রাদীনাং বাহ্যলোকসাধনত্বে
প্রমাণমাহ—পুত্রেণেতি। পুত্রাদীনাং লোকত্রয়সাধনত্বে সিদ্ধে ফলিতমাহ—অত
ইতি। অতৎসাধনত্বং লোকত্রয়ং প্রত্যনুপায়ত্বম্। অবধারণার্থমুপসংহরতি—তস্মা-
দিতি। লোকত্রয়ার্থিনাং পরিব্রাজ্যেঽনধিকারাদিতি যাবৎ। আত্মলোকস্য স্বরূপত্বেন
সদাপ্তত্বাৎ কথং তত্রেচ্ছেত্যাশঙ্ক্যাহ—আত্মেতি। তস্যাত্মত্বেন নিত্যপ্রাপ্তত্বেঽপ্য-
বিদ্যয়া ব্যবহিতত্বাৎ প্রেপ্সা সংভবতীতি ভাবঃ।

ভবত্বাত্মলোকপ্রেপ্সা, তথাপি কিং তৎপ্রাপ্তিসাধনং, তদাহ—তস্মাদিতি।
অবিদ্যাবশাৎ তদীপ্সাসংভবাদিত্যর্থঃ। তদিচ্ছায়া দৌর্লভ্যং দ্যোতয়িতুং চেচ্ছব্দঃ।
মুখ্যত্বং প্রত্যক্প্রতিপন্নত্বম্। প্রণাড়িকাসাধনেভ্যো বেদানুবচনাদিভ্যো বিশেষমাহ—
অন্তরঙ্গমিতি। পারিব্রাজ্যমেবাত্মলোকস্যান্তরঙ্গসাধনমিতি দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি।
তথা পারিব্রাজ্যমেবাত্মলোকস্য সাধনমিতি শেষঃ। পারিব্রাজ্যমেবেতি নিয়মে
হেতুমাহ—পুত্রাদীতি। তস্যাত্র বিনিযুক্তত্বাদিতি শেষঃ। যদ্যপি কেবলং
পুত্রাদিকং নাত্মলোকপ্রাপকং, তথাপি পারিব্রাজ্যসমুচ্চিতং তথা স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—
অসংভবেনেতি। ন হি পরিব্রাজকস্য পুত্রাদি, তদ্বতো বা পারিব্রাজ্যং
সংভবতি। উক্তং চ সমুচ্চয়ং নিরাকুর্ব্বদ্ভিঃ সপরিকরস্য জ্ঞানস্য কর্ম্মাদিনা বিরুদ্ধত্বং,
তেন কুতঃ সমুচ্চিতং পুত্রাদ্যাত্মলোকপ্রাপকমিত্যর্থঃ। ১২

সাধনান্তরাসংভবে ফলিতমুপসংহরতি—তস্মাদাত্মানমিতি। প্রব্রজতীতি বর্ত্ত-
মানাপদেশান্নাত্র বিধিরিত্যাশঙ্ক্যাগ্নিহোত্রং জুহোতীতিবদ্বিধিমাশ্রিত্যাহ—যথা চেতি। ১৩

পারিব্রাজ্যবিধিমুক্ত্বা তদপেক্ষিতমর্থবাদমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমুত্থাপয়তি—কুতঃ পুনরিতি।
উত্থাপিতার্থবাদস্য তাৎপর্য্যমাহ—তত্রেতি। আত্মলোকার্থিনাং পারিব্রাজ্যনিয়মঃ
সপ্তম্যর্থঃ। অর্থবাদস্যাক্ষরাণি ব্যাচষ্টে—তদেতদিতি। ক্রিয়াপদেন স্মেতি
সংবধ্যতে। নিপাতস্যার্থমাহ—কিলেতি। প্রজাং ন কাময়ন্ত ইত্যুত্তরত্র সংবন্ধঃ।
প্রজামাত্রে শ্রুতে কথং কর্ম্মাদি গৃহ্যতে, তত্রাহ—প্রজেতি। আকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমক্ষর-
ব্যাচষ্টে—প্রজয়া কিমিতি। অকাময়মানস্য পর্য্যবসানং দর্শয়তি—পুত্রাদীতি। ১৪

পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ সাধনত্রয়ং নাদ্রিয়ন্তেতীত্যুক্তমাক্ষিপতি—নন্বিতি। এষণাভ্যো ব্যুত্থিতানাং
কিং তদনুষ্ঠানমেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্মাদ্ধীতি। আত্মবিদামপরবিদ্যানুষ্ঠানং দূষয়তি—

নাপবাদাদিতি। অথাত্র সর্ব্বজ্ঞানাত্মনো দর্শনমেবাপোহ্যতে, ন স্বপরস্য ব্রহ্মণো দর্শনমত আহ—অপরব্রহ্মণোঽপীতি। তদপবাদে কৃত্যান্তরমাহ—যত্রেতি। যস্মিন্ ভূমি হিতশ্চক্ষুরাদিভিরন্যৎ ন পশ্যতি ন শৃণোতীত্যাদিনা চ দর্শনাদিব্যবহারস্য বাধিতত্বাদাত্মবিদো ন যুক্তমপরব্রহ্মদর্শনমিত্যর্থঃ। তত্রৈব হেত্বন্তরমাহ—পূর্ব্বেতি। প্রতিষেধপ্রকারমভিনয়তি—অপূর্ব্বমিতি। ইতশ্চাত্মবিদাং নাপরব্রহ্মদর্শনমিত্যাহ—তৎ কেনেতি। অপরব্রহ্মদর্শনাসম্ভবে কিং তেষামেষণাভ্যো ব্যুত্থানে কারণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্মাদিতি। ১৫

সাধনত্রয়মনুতিষ্ঠতামপি প্রাপ্যং প্রশ্নপূর্ব্বকমাহ—কঃ পুনরিত্যাদিনা। কেবলাদেব তৎসাধ্যং ফলমিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রজ্ঞা হীতি। নির্জ্ঞাতা সোঽয়মিত্যাদিশ্রুত্যাবিতি শেষঃ। স এব তর্হি প্রজ্ঞয়া সাধ্যতামিতি চেন্নেত্যাহ—ন চেতি। আত্মব্যতিরিক্তো নাস্তীত্যুক্তমুপপাদয়তি—সর্ব্বং হীতি। আত্মব্যতিরিক্তস্যৈব লোকস্য প্রজাদিসাধ্যত্বমিত্যত্রাপি চেন্নেত্যাহ—আত্মা চেতি। ১৬

আত্মবাজিনঃ সংস্কারার্থং কর্ম্মৈতাবতীকারণাদাত্মনোঽস্তি সংস্কার্য্যত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদপীতি। অথাত্মাজিনং সংস্কার্য্যত্বং চ ব্যুত্থানদর্শনবিষয়মেব কিং নেষ্যতে, তত্রাহ—ন হীতি। আত্মবিদাং প্রজাদিসাধ্যাভাবমুপসংহরতি—তস্মাদেবেতি। কেষাং তর্হি প্রজাদিভিঃ সাধ্যং ফলং, তদাহ—অবিদুষাং হীতি। কেষাংচিৎ পুত্রাদিষু প্রবৃত্তিদর্শনাদেব ন্যায়েন বিদুষামপি তেষু প্রবৃত্তিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। তত্র প্রবৃত্তিরিতি সংবন্ধঃ। অবিদ্যদর্শনবিষয় ইতি চ্ছেদঃ। ১৭

উক্তেঽর্থে বাক্যমবতার্য্য ব্যাচষ্টে—তদেতদিতি। আত্মা চেন্নাভিপ্রেতঃ ফলং তর্হি তত্র সাধনেন ভবিতব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। ক তর্হি সাধনমেষ্টব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—সাধ্যস্যেতি। বিপক্ষে দোষমাহ—অসাধ্যস্যেতি। ১৮

যেষামিত্যাদিবাক্যার্থমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। ব্রাহ্মণানাং ব্রহ্মবিদাং প্রজাদিভিঃ সাধ্যাভাবাদিতি যাবৎ। বাক্যান্তরং প্রশ্নদ্বারেণাবতার্য্য পাক্ষিকং ব্যাখ্যানং তস্য স্মারয়তি—ত এবমিত্যাদিনা। বলর্থোঽয়মর্থবাদস্তং বিধিং নিগময়তি—তস্মাদিতি। মহানুভাবোঽয়মাত্মলোকো বস্তুদর্শিনো দুষ্করমপি পারিব্রাজ্যং কুর্ব্বন্তীতি স্তুতিরত্র বিবক্ষিতা ন বিধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। তদেব প্রপঞ্চয়তি—প্রব্রজন্তীত্যস্যেতি। তথাপি প্রব্রজন্তীতিবাক্যার্থবাদত্বং কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অর্থবাদশ্চেদিতি। ১৯

অপেক্ষাপ্রকারমেব প্রকটয়ন্ত ব্যুত্থিতমুখত্বাভাবাবিধিবিধেয়েবেত্যাহ—যস্মাদিতি। কিঞ্চ বিদিত্বা ব্যুত্থায় ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তীত্যত্র বিজ্ঞানেন সমানকর্তৃকত্বং ব্যুত্থানাদেরুপদিশ্যতে, বিজ্ঞানং চ সর্ব্বাপূর্ব্বনিষেবৎসু বিধীয়তেঽতো ব্যুত্থানমপি বিধিমর্হতীত্যুক্তং, তথা চাত্রাপি ব্যুত্থানাপরপর্য্যায়ং পারিব্রাজ্যং বিধেয়মিত্যাহ—বিজ্ঞানমেবেতি। ইতশ্চ পারিব্রাজ্যবাক্যমর্থবাদো ন ভবতীত্যাহ—বেদনেতি। তদেব সাধয়তি—যথেত্যাদিনা। পারিব্রাজ্যস্য বিধেয়ত্বে হেত্বন্তরমাহ—ফলমেবেতি। পুত্রাদিফলাপেক্ষয়া পারিব্রাজ্যফলং

বিভাগেনোপদিশ্যতে, তথাচ ফলবত্ত্বাৎ পুত্রাদিবৎ পারিব্রাজ্যস্য বিধেয়ত্বসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। তদেব বিবৃণোতি—এতমেবেতি। প্রকৃতমাত্মানং স্বং লোকমাপাততো বিদিত্বা তমেব সাক্ষাৎকর্ত্তুমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তীতি বচনাৎ পুত্রাদিসাধ্যামনুষ্যাদিলোকাদাত্মাখ্যং লোকং পারিব্রাজ্যস্য ফলান্তরত্বেন যতঃ শ্রুতিবিভজ্যাভিদধাতি, অতস্তস্য বিধেয়ত্বমপ্রত্যূহমিত্যর্থঃ। ফলবিভাগোপদেশে দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। তথা পারিব্রাজ্যেঽপি ফলবিভাগোক্তে বিধেয়তেতি দার্ষ্টান্তিকমিতি শেষার্থঃ। পারিব্রাজ্যস্য স্তুতিপরত্বাভাবে হেত্বন্তরমাহ—ন চেতি। যথা বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠেত্যাদিরর্থবাদঃ প্রাপ্তার্থঃ দেবতাদিস্তুত্যর্থঃ স্থিতো ন তথেদং স্তুতিপরং, তদবস্থোতিশব্দাভাবাদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ প্রধানস্য দর্শপূর্ণমাসাদেরর্থবাদাপেক্ষাবৎ পারিব্রাজ্যমপি তদপেক্ষমুপলভ্যতে, তেন তস্য দর্শাদিবদ্বিধেয়ত্বং দুর্ব্বারমিত্যাহ—প্রধানবচ্চেতি। কিঞ্চ পারিব্রাজ্যং সকৃদেব শ্রুতং চেদবিবক্ষিতমস্তু স্তুতিপরং স্যাৎ চেদং সকৃদেব শ্রূয়তে, প্রব্রজন্তীত্যুপক্রম্য প্রজাং ন কাময়ন্তে ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তীত্যভ্যাসাদতোঽপি ন স্তুতিমাত্রমেতদিত্যাহ—সকৃদিতি। ন চেত্তত্রাপি সংবধ্যতে, কথং তর্হি পারিব্রাজ্যস্য স্তুতিপরত্বপ্রতীতিস্তত্রাহ—তস্মাদিতি। ২০

অস্তু তর্হি বিধেয়মপি পারিব্রাজ্যং শ্রাবকমপীতি চেন্নেত্যাহ—ন চেতি। বিপক্ষে দোষমাহ—যদীতি। অথ পারিব্রাজ্যং যজ্ঞাদিবদন্যত্র বিধীয়তামিহ তু স্তুতিরেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চান্যত্রেতি। আত্মজ্ঞানাধিকারাদন্যত্র পারিব্রাজ্যবিধ্যনুপলম্ভাদিত্যর্থঃ। অন্যত্র বিধ্যনুপলম্ভং সমর্থয়তে—যদীত্যাদিনা। অন্যত্র প্রক্রিয়ায়ামিতি যাবৎ। কর্ম্মাধিকারে তত্ত্যাগবিধের্বিরুদ্ধত্বাদিতি ভাবঃ। তর্হীহ পারিব্রাজ্যে বিধিস্তথাপি সর্ব্বকর্ম্মানধিকৃতবিষয়ঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদপীতি। তত্র কর্ম্মানধিকৃতে পুংসীত্যেতৎ। তত্র হেতুমাহ—কর্ত্তব্যত্বেনেতি। কর্ম্মানধিকৃতেন কর্ত্তব্যতয়া জ্ঞাতত্বং বৃক্ষারোহণাদাবিব পারিব্রাজ্যেঽপি নাস্তি, তথা চানধিকৃতবিষয়ে পারিব্রাজ্যং কল্প্যতে চেত্তর্হি বিষয়ে বৃক্ষারোহণাদ্যপি কল্প্যেতাবিশেষাদিত্যর্থঃ। পারিব্রাজ্যস্যাধিকৃতবিষয়ত্বে বিধেয়ত্বে চ সিদ্ধে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। ২১

সার্থবাদং পারিব্রাজ্যং ব্যাখ্যায় স এষ ইত্যাদি ব্যাকর্ত্তুং শঙ্কয়তি—যদীতি। পরিহরতি—অত্রেতি। তদর্থিনো নারভন্তে কর্ম্মাণীতি শেষঃ। কর্ম্মভিরসংবদ্ধমাত্মলোকস্য সাধয়তি—যমাত্মানমিতি। কর্ম্মাসংবন্ধে নিষ্প্রপঞ্চত্বং ফলতীত্যাহ—তস্মাদিতি। ২২

আত্মনো নিষ্প্রপঞ্চত্বেঽপি কথং তদর্থিনাং পারিব্রাজ্যসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—যস্মাদিতি। নির্ব্বিশেষত্বত্র তত্র বাক্যে দর্শিতস্বরূপোঽয়মাত্মেত্যেতদাগমোপপত্তিভ্যাং যথা পূর্ব্বত্র স্থাপিতং, তথৈবাত্রাপি ব্রাহ্মণদ্বয়ে বিশেষতো বস্মান্নির্দ্ধারিতং, তস্মাদপিয়ামস্তাপাততো জ্ঞাতে কর্ম্মানুষ্ঠানমিত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—ন হীতি। ব্রহ্মজ্ঞানফলে সর্ব্বকর্ম্মফলান্তর্ভাবাচ্চ তদর্থিনো মুমুক্ষোর্ন কর্ত্তব্যং কর্ম্মেত্যাহ—তৎস্বরূপেতি। তথাপি বিচিত্রফলানি কর্ম্মাণীতি বিবেকো কুতূহলবশাদনুষ্ঠাস্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। তত্র লৌকিকং ন্যায়ং দর্শয়তি—অর্কে চেদিতি। পুরোদেশে মধু লভেত চেদিতি

যাবৎ। জ্ঞানফলে কর্ম্মফলাত্তর্ভাবে মানমাহ—সর্ব্বমিতি। অখিলং সমগ্রাজোপেতমিত্যর্থঃ। তত্রৈব শ্রুতিং সংবাদয়তি ইহাপীতি। নিষেধবাক্যতাৎপর্য্যমুপসংহরতি—অত ইতি। ২৩

এতমিত্যাদি বাক্যং যোজয়তি—যস্মাদিতি। উ হেতি নিপাতাভ্যাং হচিতোঽর্থো যস্মাদিত্যনুভাবিতঃ। ইতিশব্দস্যাপেক্ষিতং পূরয়তি—যুক্তমিতি। আকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমুত্তরবাক্যমবতার্য্য ব্যাকরোতি—কে তে ইত্যাদিনা। যথোক্তাত্মবিদস্তাপহর্ষাসংস্পর্শে হেতুমাহ—উক্তে ইতি। ২৪

পুণ্যপাপে তরতীত্যুক্তে পৃথগবস্থানং তয়োঃ শক্যতে, তন্নিরস্যতি—এবমিতি। নিষেধবাক্যোক্তক্রমেণেতি যাবৎ। ইতশ্চাত্মবিদো ধর্ম্মাদিসংবন্ধো নাস্তীত্যাহ—কিঞ্চেতি। তদেবানন্তরবাক্যব্যাখ্যানেন স্ফোরয়তি—নৈনমিতি। তয়োস্তর্হি কুত্র তাপকত্বং, তদাহ—অনাত্মজ্ঞং হীতি। পুরুষত্বাদ্ব্রহ্মবিদুষ্যপি কৃতাকৃতয়োস্তাপকত্বং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অয়ং ত্বিতি। অত্র ভগবদ্বাক্যং প্রমাণয়তি—যথেতি। যদ্যপি পূর্ব্বোত্তরয়োর্ধর্ম্ময়োরনারব্ধয়োরাত্মবিদ্যাবশাদ্বিনাশায়েষৌ, তথাপি প্রারব্ধয়োরস্তি তয়োস্তাপকত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—শরীরেঽতি। প্রকৃতং বিদ্যাফলমুপসংহরতি—স ত ইতি। কর্ম্মকার্য্যাসংবন্ধাদিতি যাবৎ। ৩।২।২২

ভাষ্যানুবাদ। ইতঃ পূর্ব্বে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণবাক্যে বন্ধ, মোক্ষ ও তদুভয়ের হেতু কথিত হইয়াছে; তাহার পর শ্লোকাকার বাক্যেও মোক্ষের স্বরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে; অতঃপর, সমস্ত বেদশাস্ত্রই এই আত্মবিষয়ে যেরূপে উপযুক্ত বা অনুকূল হইতে পারে, এখন সেইরূপেই তাহা বলা আবশ্যক; এই উদ্দেশ্যে পরবর্ত্তী কণ্ডিকা (শ্রুতি) আরব্ধ হইতেছে। এই প্রপাঠকে (অধ্যায়ে) উক্ত আত্মজ্ঞান ও তাহার ফল যে প্রকারে অভিহিত হইয়াছে, ঠিক তাহারই তদনুরূপে অনুবাদ বা পুনরুল্লেখ করা হইতেছে মাত্র। কাম্য কর্ম্মপ্রতিপাদক বেদরাশি ভিন্ন সমস্ত বেদেরই যে, এই আত্মবিষয়ে উপযোগিতা বা তাৎপর্য্য, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত 'স বা এষঃ' ইত্যাদি বাক্যের এখানে অনুবাদ করা হইতেছে। 'সঃ' শব্দটী পূর্ব্বকথিত বিষয়ের পরামর্শদ্যোতক; 'সঃ' শব্দে পূর্ব্বোক্ত কোন বিষয়ের পরামর্শ করা হইতেছে? তাহা বুঝাইবার জন্য 'য এষ বিজ্ঞানময়ঃ' বলিয়া সেই পূর্ব্বোক্ত আত্মার পুনরুল্লেখ করা হইতেছে। পাছে অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী 'য এষ বিরজঃ' ইত্যাদি বাক্যোক্ত বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ-শঙ্কা হইতে পারে, তন্নিরাকরণার্থ বলিলেন—'য এষঃ', 'এষঃ' পদের অর্থ—কোনটী,

তাহা বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন—'বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু' (প্রাণের মধ্যে যিনি বিজ্ঞানময়); এখানকার 'স এষঃ' কথায় পূর্ব্বোক্ত আত্মার গ্রহণ, কিংবা অপর কোন আত্মার গ্রহণ, সেই আশঙ্কা অপনয়নের নিমিত্ত এখানে কথিতের পুনরুল্লেখ করা ('বিজ্ঞানময়ঃ' বলা) আবশ্যক হইয়াছে। জনক মহারাজ যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট যখন প্রশ্ন করেন, তখন প্রথমেই উক্ত হইয়াছে যে, আত্মা কোনটী? না, প্রাণের (ইন্দ্রিয়বর্গের) মধ্যে এই যাহা বিজ্ঞানময় ইত্যাদি। ১

অভিপ্রায় এই যে, 'বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু' ইত্যাদি বাক্যে স্বয়ং-জ্যোতিঃস্বরূপ যে আত্মা প্রতিপাদিত হইয়াছে, এখানে কাম, কর্ম্ম ও অবিদ্যার অনাত্মধর্ম্মত্ব প্রতিপাদন দ্বারা, তাহাকেই, মোক্ষপদে উন্নীত—পরমাত্মস্বভাব সম্পন্ন করাণ হইয়াছে; সুতরাং এই আত্মা বস্তুতঃ পরমাত্মাই বটে, তাহা হইতে ভিন্ন অন্য কিছু নহে। 'এষ সঃ' কথায় সেই মহান্ অজ আত্মারই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এখানকার 'যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু' কথার ব্যাখ্যা [পূর্ব্বে জনকের প্রশ্নাবসরে] যেরূপ করা হইয়াছে, এখানেও ঠিক সেইরূপ ব্যাখ্যাই বুঝিতে হইবে। এই যে, অন্তঃকরণে—হৃৎপদ্মের মধ্যে বিদ্যমান আকাশ—যাহাকে আশ্রয় করিয়া বুদ্ধিবিজ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে, এবং যাহা বুদ্ধিবৃত্তি সহকারে সেই আকাশে অবস্থান করে; অথবা সুষুপ্তিসময়ে হৃদয়াভ্যন্তরস্থ এই যে আকাশ- বিজ্ঞানময় আত্মার (জীবের প্রকৃতস্বরূপ) পরমাত্মা, যাহা জীবের স্বাভাবিক রূপ, সেই আকাশনামক পরমাত্মাতে শয়ন করে (অবস্থান করে)। অতীত চতুর্থ শ্রুতিতে "ক এষ তদাভূৎ" (এই বিজ্ঞানময় আত্মা তখন কোথায় ছিল?) এই প্রশ্নের উত্তর স্থলে এই বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ২

সেই পূর্ব্বকথিত আত্মাই সকলের ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতির বশী, অর্থাৎ তাহারা সকলে ইহার বশে থাকে। পূর্ব্বে 'এই অক্ষর ব্রহ্মের শাসনে [সূর্য্য ও চন্দ্র প্রভৃতি নিয়মিত আছে], ইত্যাদি স্থলে এ কথা উক্ত হইয়াছে। তিনি কেবল যে বশী, তাহা নহে, পরন্তু সকলের—ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতিরও ঈশান—শাসনকর্ত্তা বা ঈশ্বর। শাসনক্ষমতা কখন কখন জন্মগতও হইয়া থাকে, যেমন বলশালী ভৃত্যবর্গের উপরেও শিশু রাজকুমারের প্রভুত্ব দৃষ্ট হয়, সেরূপ মনে না হউক, এইজন্য বলিতেছেন, তিনি সকলের অধিপতি—অধিষ্ঠানপূর্ব্বক

শাসনকর্তা অর্থাৎ স্বতন্ত্র বা স্বাধীন, কিন্তু রাজকুমারের ন্যায় মন্ত্রিপ্রভৃতি ভৃত্যবর্গের সাহায্য গ্রহণ করেন না। উক্ত তিনটী ধর্ম্মই পরস্পর হেতু-হেতুমদ্ভাবাপন্ন—যেহেতু তিনি সকলের অধিপতি, সেই হেতু তিনি সকলের ঈশান (শাসনকর্তা), যিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহাকে পালন করেন, তিনি যে, তাহার প্রভু বা ঈশ্বর, ইহা লোকপ্রসিদ্ধও বটে; এইরূপ যেহেতু তিনি সকলের ঈশান, সেই হেতুই তিনি সকলকে বশীভূত রাখেন। ৩

আরও এক কথা, হৃদয়-মধ্যবর্ত্তী এবংবিধ গুণসম্পন্ন সেই স্বস্বরূপ বিজ্ঞানময় পুরুষ শাস্ত্রবিহিত উত্তম কর্ম্ম দ্বারা বড় হন না—পূর্ব্বাবস্থা অপেক্ষা কোন গুণে বৃদ্ধি পান না, এবং শাস্ত্রনিষিদ্ধ কোন অপকর্ম্ম দ্বারাও অধিক ছোট হন না—নিজের পূর্ব্বাবস্থা অপেক্ষা কিছুমাত্র হীন হন না। অপিচ, [শঙ্কা হইতে পারে যে,] অধিষ্ঠান বা পরিচালনা ও পালনাদি কর্ম্ম করিতে যাইয়া সকল লোকই পরের প্রতি অনুগ্রহ বা নিগ্রহ পীড়ন) করিয়া থাকে, এবং তাহার দরুণ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু এই পরমাত্মার তাহা হয় না; হয় না কেন? তদুত্তরে বলা হইতেছে—যেহেতু এই পরমেশ্বর সকলেরই ঈশ্বর; সর্ব্বেশ্বর বলিয়া কর্ম্মকেও শাসনে রাখিতে সমর্থ হন,—এবং যেহেতু ইহাই তাহার স্বভাব, সেই হেতু কর্ম্ম দ্বারা সম্বদ্ধও হন না। বিশেষতঃ তিনি ভূতাধিপতি অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত বস্তুমাত্রেরই অধিপতি; এ কথার ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ৪

তিনি যাহাদের অধিপতি, তিনি সেই সমস্ত ভূতবর্গেরই পালক—রক্ষক। ইনিই সেতু (বাঁধ), কিরূপ সেতু, তাহা বলিতেছেন—'বিধরণ' অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাদি ব্যবস্থার বিশেষরূপে ধারণকর্তা—রক্ষাকর্তা। এই কথারই অর্থ বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—এই যে, পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত লোকসমূহ, সে সমস্ত লোকের অসম্ভেদের জন্য—সনাতন নিয়ম পদ্ধতি যাহাতে বিনষ্ট না হয়, তাহার জন্য [তিনি সেতুরূপে আছেন]; পরমেশ্বর যদি সেতুর ন্যায় মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া ধারণ না করিতেন, তাহা হইলে জগতের সমস্ত নিয়ম বা স্বাভাবিক ধর্ম্মগুলি ভাঙ্গিয়া যাইত; [যাহাতে তাহা না হইতে পারে,] সেই জন্য এই পরমেশ্বর সেতুরূপে অবস্থান করিতেছেন। এই যে, সেতুভূত পরমেশ্বর, ইনিই সেই স্বয়ংজ্যোতিঃ আত্মা। এতদ্বিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন আত্মার বশিত্বাদি যে সমুদয় ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহাই এই ব্রহ্মবিত্তার ফল। ৫

এই গ্রন্থের ষষ্ঠ প্রপাঠকে (ষষ্ঠ অধ্যায়ে) "কিংজ্যোতিরয়ং পুরুষঃ" ইত্যাদি বাক্যে এই ব্রহ্মবিদ্যাই কথিত হইয়াছে। ইহারও যেরূপ ফল, তাহারও ঠিক সেইরূপ ফলই অভিহিত হইয়াছে। এখানে কেবল সেই ব্রহ্মবিদ্যাতেই যে, সমস্ত কর্ম্মকাণ্ডের বিনিয়োগ বা উপযোগিতা, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে, কেবল কাম্যকর্ম্মের অংশমাত্র বাদ পড়িতেছে। অভিপ্রায় এই যে, কাম্য কর্ম্ম ভিন্ন যত রকমের কর্ম্ম আছে, সে সমস্ত কর্ম্মই সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে এই ব্রহ্মবিদ্যার উপকার সাধন করিয়া থাকে। কিরূপে যে, সেই উপকার সাধন করে, এখানে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে—এবম্বিধ গুণসম্পন্ন সেই এই ঔপনিষদ—উপনিষদ্‌বেদ্যপুরুষকে, বেদাধ্যয়নবিষয়ক নিত্য বিধি হইতে প্রাপ্ত অর্থাৎ বিজ্ঞাত মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক বেদের অধ্যয়নরূপ বেদানুবচন দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন (১)। কাহারা? ব্রাহ্মণেরা, এখানে ব্রাহ্মণ শব্দটী ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতিরও উপলক্ষণ (বোধক); কেন না, বেদাধ্যয়নে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়েরই অধিকার তুল্য; অথবা বেদানুবচন অর্থ কর্ম্ম-প্রতিপাদক মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ; তাহা দ্বারা অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন। কিরূপে যে, জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা—'যজ্ঞেন' (যজ্ঞ দ্বারা) ইত্যাদি কথায় প্রকাশ করিতেছেন। ৬

কিন্তু এখানে যাহারা ব্যাখ্যা করেন যে, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণরূপ বেদানুবচন দ্বারা প্রকাশিত [ব্রহ্মকে] জানিতে ইচ্ছা করেন; ফলতঃ তাহাদের মতে বেদের আরণ্যক অংশ মাত্র 'বেদানুবচন' শব্দে পরিগৃহীত হইতে পারে; কেন না, বেদের কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা ত আত্মার স্বরূপ প্রকাশিত হয় না; কেন না, 'সেই ঔপনিষদ পুরুষকে' ইত্যাদি শ্রুতি বিশেষ করিয়া [আত্মার উপনিষৎ প্রকাশ্যতাই প্রতিপাদন করিতেছেন]; অথচ এখানে সামান্যাকারে নির্দ্দেশ থাকায় 'বেদানুবচনেন' কথায় সমস্ত বেদভাগই বুঝাইতেছে; সুতরাং তাহার একাংশ পরিত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত হয় না। ভাল, তোমার (ভাষ্যকারের) মতেও উক্ত বেদানুবচন শব্দে উপনিষদ্ অংশ পরিত্যাগ করায় একদেশমাত্র-বোধকত্ব সমানই রহিল? না, সে কথা বলিতে পার না; কারণ, আমরা 'বেদানুবচন' শব্দের প্রথমে যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাতে

(১) তাৎপর্য্য—বেদের সাধারণতঃ দুইটী ভাগ—(১) মন্ত্রভাগ, (২) ব্রাহ্মণভাগ; এই উভয় ভাগ লইয়া বেদ পূর্ণ হইয়াছে। আপস্তম্ব বলিয়াছেন—"মন্ত্র-ব্রাহ্মণয়োর্ব্বেদনামধেয়ম্" অর্থাৎ, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এতদুভয়ের নাম বেদ। মন্ত্রভাগ কর্ম্মকাণ্ড ও সংহিতা নামে, আর ব্রাহ্মণভাগ উপনিষদ্ ও আরণ্যক প্রভৃতি নামে এবং স্বনামেও পরিচিত।

ত কোন বিরোধই নাই ; [কারণ, সেখানে 'বেদানুবচন' শব্দে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয় অংশই গ্রহণ করা হইয়াছে] ; সুতরাং উপনিষদ্ও তাহার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে। যজ্ঞাদির সহিত একত্র পঠিত হওয়ায়ও ['বেদানুবচন' শব্দের অন্য কোন প্রকার বিশেষার্থ করা যায় না ; কারণ, যজ্ঞাদির কথা বলিবার জন্যই এখানে 'বেদানুবচন' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, 'বেদানুবচন' শব্দে কেবল যজ্ঞাদি কর্ম্মই প্রতিপাদন করিতেছে ; কেন না, কর্ম্মই লোকের নিত্য স্বাধ্যায় বা অবশ্য পঠনীয়। [অতএব 'নিত্য স্বাধ্যায়' অর্থ করাতেই বেদানুবচন কথায় সমস্ত বেদাংশই পাওয়া যাইতেছে]। ৭

ভাল, নিত্য স্বাধ্যায়াত্মক কর্ম্মসমূহ দ্বারা অর্থাৎ অবশ্যপঠনীয় কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করে কিরূপে ? কেন না, উপনিষদের ন্যায় কর্ম্মবিধায়ক ঐ সমস্ত শাস্ত্র ত আর আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করে না ? না—এ দোষ হয় না ; কারণ, কর্ম্মসমূহ চিত্তশুদ্ধির হেতু। অভিপ্রায় এই যে, কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যাহাদের চিত্ত উত্তমরূপে সংস্কৃত ও বিশুদ্ধতা লাভ করিয়াছে, সেই সমুদয় শুদ্ধচিত্ত লোকই বিনা বাধায় উপনিষৎ-প্রকাশিত আত্মাকে জানিতে সমর্থ হয়। আথর্ব্বণ শ্রুতিও সেই কথা বলিতেছেন,—'অগ্রে বিশুদ্ধ-চিত্ত হইয়া, পশ্চাৎ ধ্যানযোগে সেই নিষ্কাম আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন।' স্মৃতিশাস্ত্রও বলিতেছে—'কর্ম্ম দ্বারা পাপ ক্ষয় হইলে পর, লোকদিগের জ্ঞান উৎপন্ন হয়' ইত্যাদি। ৮

ভাল, জিজ্ঞাসা করি, নিত্য কর্ম্মসমূহের ফল যে, সংস্কার বা চিত্তশুদ্ধি, ইহা বুঝা যাইতেছে কিসে ? হাঁ, 'সেই ব্যক্তিই আত্মযাজী, যে ব্যক্তি জানে যে, এই কর্ম্ম দ্বারা আমার এই অঙ্গ সংস্কৃত (শোধিত) হইতেছে ; এই কর্ম্ম দ্বারা আমার এই অঙ্গ উপযুক্ততা লাভ করিতেছে' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে [জানিতে পারা যায়]। বিশেষতঃ সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্রও 'অষ্টাচত্বারিংশৎ সংস্কার (আটচল্লিশ প্রকার সংস্কার)' ইত্যাদি স্থলে কর্ম্মসমূহকে চিত্তশুদ্ধির উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে। ভগবদ্গীতাতেও আছে—'যজ্ঞ, দান ও তপস্যা এ সমস্তই মনীষিগণের (ধ্যাননিষ্ঠদিগের) শুদ্ধি কারণ—যজ্ঞানু-ষ্ঠান দ্বারা যাহাদের হৃদয়গত সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়াছে, তাহারা সকলেই যজ্ঞবিদ্ অর্থাৎ যজ্ঞরহস্য অবগত আছেন' ইতি। [এখন শ্রুতির 'যজ্ঞেন' কথার অর্থ বলিতেছেন—] দ্রব্যযজ্ঞ [দ্রব্যসাধ্য যজ্ঞসমূহ] এবং জ্ঞানযজ্ঞসমূহ

(যে সমুদয় যজ্ঞ দ্রব্যানিরপেক্ষ কেবলই জ্ঞানাত্মক, সেই সমুদয় যজ্ঞ), এই উভয়েরই উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি। কর্ম্ম দ্বারা সংস্কার সাধিত হইলে পর, বিশুদ্ধ-চিত্তে বিনা বাধায় জ্ঞানোৎপত্তি হইতে পারে; এই কারণেই জ্ঞানিগণ যজ্ঞ দ্বারা [আত্মাকে] জানিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন। দান দ্বারাও [জানিতে ইচ্ছা করেন]; দানও পাপক্ষয় ও ধর্ম্মবৃদ্ধির উপায়; এই জন্য [তাহা দ্বারাও আত্মবেদন সম্ভব হয়]। তপস্যা দ্বারা—'তপঃ' শব্দে সাধারণতঃ কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি সমস্তই ধরা যাইতে পারে, এই জন্য 'অনাশকেন' বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে—'অনাশক' অর্থ—কামনাপূর্ব্বক ভোগ না করা, কিন্তু ভোজন-নিবৃত্তি অর্থ নহে; কারণ, ভোজন নিবৃত্তি হইলে সাধকের মৃত্যুরই সম্ভাবনা হয়, কিন্তু আত্মবেদনের আর সম্ভাবনা থাকে না; [অতএব ঐরূপ অর্থ হইতে পারে না]। ৯

এখানে 'যজ্ঞ, দান, তপঃ ও বেদানুবচন' শব্দে সমস্ত নিত্য কর্ম্ম বুঝাই-তেছে। কাম্য কর্ম্ম ভিন্ন যত কিছু নিত্য কর্ম্ম আছে, তৎসমস্তই আত্মজ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া থাকে, সেই আত্মজ্ঞান দ্বারা উহা মোক্ষলাভেরও কারণ হইয়া থাকে। এইরূপে কর্ম্মকাণ্ডের সহিত আত্মবিদ্যার একবাক্যতা বা একার্থপরতাও সিদ্ধ হইতেছে। এখানে যে সমস্ত উপায় উপদিষ্ট হইল, সে সমস্তের সাহায্যে যথাবর্ণিত এই আত্মাকে অবগত হইয়া মুনি হয়—আত্মবিষয়ে মনন করে বলিয়া মুনি—যোগী হয়। বুঝিতে হইবে, যথোক্তপ্রকার এই আত্মাকে জানিয়াই মুনি হয়, অন্য তত্ত্ব জানিয়া নহে। ১০

ভাল, অন্যবিষয়ক জ্ঞানেও ত মুনি হইতে পারা যায়, তবে কিরূপে অব-ধারণ করা হইতেছে যে, 'ইহাকে জানিয়াই' [মুনি হয়]? হাঁ, অন্যবিষয়ক জ্ঞানেও মুনি হইতে পারে সত্য, কিন্তু অন্যবিষয়ক জ্ঞানে যে, কেবল মুনিই হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই; সে লোক কর্ম্মীও হইতে পারে; কিন্তু এই ঔপনিষদ পুরুষকে (আত্মাকে) জানিলে সে কেবল মুনিই হয়, কখনও কর্ম্মী হয় না। অতএব মুনিত্ব লাভের অসাধারণ বা অব্যভিচারী কারণ নির্দ্দেশের অভিপ্রায়েই এখানে 'এতম্ এব' বলিয়া অবধারণ করা হইতেছে। এই আত্মাকে সম্যক্ অবগত হইলে কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে? অর্থাৎ তখন আত্মজ্ঞানের প্রভাবে ভেদবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া যায়; সুতরাং তখন আর ভেদবুদ্ধি-সাপেক্ষ কর্ম্মাধিকার থাকে না; কাজেই তখন কেবল একমাত্র মননই হইয়া থাকে। অপিচ, এই আত্মস্বরূপ স্ব-লোক পাইবার প্রত্যাশায়

প্রব্রাজিগণ—প্রব্রজনশীল সন্ন্যাসিগণ প্রব্রজ্যা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ থাকেন। ১১

এখানে 'এতম্ এব লোকম্ ইচ্ছন্তঃ' এইরূপ অবধারণ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, যাহারা বাহ্যলোকপ্রার্থী অর্থাৎ পুত্র, বিত্ত ও স্বর্গাদি লোক লাভের অভিলাষী, তাহাদের পারিব্রাজ্যে বা সন্ন্যাস গ্রহণে অধিকার নাই। কেন না, কাশীপ্রদেশবাসী কোন লোক যদি হরিদ্বারে যাইতে ইচ্ছুক হয়, সে কখনই পূর্ব্বাভিমুখে গমন করে না; অতএব যাহারা পুত্রাদি বাহ্য-লোকপ্রার্থী, পুত্র, কর্ম্ম ও অপর ব্রহ্মবিদ্যাই তাহাদের সাধন অর্থাৎ অভীষ্ট-লাভের উপায়। শ্রুতি বলিতেছেন—'পুত্র দ্বারাই এই লোক জয় করিতে হয় (আয়ত্ত করিতে হয়), কিন্তু অন্য কর্ম্ম দ্বারা নহে' ইত্যাদি। অতএব বাহ্যলোকত্রয়ার্থিগণের পক্ষে পুত্রাদি সাধনসমূহ ত্যাগ করিয়া পারিব্রাজ্য স্বীকার করা কখনই যুক্তিযুক্ত হয় না; কেন না, তাহারা যাহা চাহে, পারিব্রাজ্য তাহার সাধন (প্রাপ্তির উপায়) নহে। অতএব, 'এতম্ এব লোকম্ ইচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি' এইরূপ অবধারণ করা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। আত্ম-লোক প্রাপ্তি অর্থ—অবিদ্যানিবৃত্তির পর স্বস্বরূপে অবস্থান ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব যদি কেহ আত্মলোক পাইতে ইচ্ছুক হয়, তবে তাহার পক্ষে সমস্ত ক্রিয়া হইতে বিরত থাকাই আত্মলোক-লাভের প্রধান—অন্তরঙ্গ সাধন; যেমন পুত্রাদি সাধনসমূহ আত্মপ্রাপ্তির অসাধনত্ব নিবন্ধন উহারা কেবল ত্রিবিধ অনাত্মলোক প্রাপ্তিরই সাধন, তদ্রূপ (১)। পুত্রাদি কর্ম্ম দ্বারা যে, আত্মলোক লাভের সম্ভাবনাই নাই, এবং সম্ভাবনা নাই বলিয়াই উহারা আত্মলোকের বিরোধী, একথা আমরা অগ্রেই বলিয়াছি। ১২

অতএব, যাহারা আত্মলোক পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহারা প্রব্রজ্যাই গ্রহণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ অবশ্যই সমস্ত ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত হন। ত্রিবিধ অনাত্ম-লোকপ্রার্থীদিগের জন্য যেমন অবশ্য-কর্ত্তব্যরূপে পুত্রাদি সাধনসমূহ বিহিত আছে, তেমনই আত্মলোকপ্রার্থী ব্রহ্মবিদের সম্বন্ধেও সর্ব্বক্রিয়া নিবৃত্তিরূপ পারিব্রাজ্য বা সন্ন্যাসই বিহিত হইতেছে। ১৩

---

(১) তাৎপর্য্য—সাধন দুই প্রকার—অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ। যাহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ফল-নিষ্পত্তির উপায়, তাহা অন্তরঙ্গ, আর যাহা পরোক্ষভাবে—পরম্পরাসম্বন্ধে ফল-সিদ্ধির সহায়, তাহা বহিরঙ্গ। কর্ম্মমাত্রই বহিরঙ্গ, কারণ, উহারা কেবল জ্ঞান লাভের উপযোগী চিত্তশুদ্ধিমাত্র জন্মায়; আর সন্ন্যাস হইতেছে অন্তরঙ্গ সাধন, কারণ, সন্ন্যাসের পরেই আত্মপ্রাপ্তি সংঘটিত হয়।

ভাল, আত্মলোকপ্রার্থী লোকেরা যে, কেবল প্রব্রজ্যাই করিয়া থাকে, বলা হইতেছে, তাহার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রুতি নিজেই অর্থবাদরূপে কারণ প্রদর্শন করিতেছেন—শ্রুতির 'হ, স্ম, বৈ' শব্দে পুরাবৃত্ত বা প্রাচীন পদ্ধতি সূচিত হইতেছে; পূর্ব্ব অর্থাৎ অতীতকালীন বিদ্বান্ আত্মজ্ঞ লোকেরা প্রজা—সন্তান কামনা করেন নাই, অর্থাৎ লোকত্রয়-সাধন—ত্রিবিধ লোকপ্রাপ্তির উপায়ভূত পুত্রাদি ও অপর বিদ্যার অনুষ্ঠান করেন নাই। এখানে 'প্রজা' কথাটী কর্ম্ম ও অপর ব্রহ্মবিদ্যারও দ্যোতক; ঐ এক শব্দেই বাহ্যলোকত্রয়ের উপায়ভূত ঐ ত্রিবিধ সাধনই বুঝাইতেছে। ১৪

ভাল, জিজ্ঞাসা করি, আত্মজ্ঞেরাও ত নিশ্চয়ই অপর-ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন করিয়া থাকেন; তাহার দরুণই তাহাদের ব্যুত্থান (সমস্ত এষণার পরিত্যাগ) হইয়া থাকে; [নচেৎ ব্যুত্থান হওয়াই অসম্ভব হয়]। না—এ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, ব্রহ্মবিদের সম্বন্ধে অপবাদ বা নিন্দাবাদ রহিয়াছে;—'ব্রহ্ম তাহাকে বঞ্চিত করেন, অর্থাৎ তাহার পক্ষে ব্রহ্মদর্শন সম্ভব হয় না, যে লোক আত্মার অন্যত্র ব্রহ্মদর্শন করে, অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আত্মার ভেদ দর্শন করে', 'সকলে তাহাকে প্রতারিত করে, [যে লোক আত্মার অন্যত্র ব্রহ্মকে জানে]', এই শ্রুতি অ-পরব্রহ্ম দর্শনেরও নিন্দা করিতেছে। কেন না, শ্রুতিতে 'সর্ব্ব' শব্দ থাকায়, অ-পরব্রহ্মও তাহার মধ্যে অন্তর্ভূত হইয়া পড়িয়াছে। [অন্য শ্রুতি বলিতেছেন—] 'যাহাতে অন্য কিছু দর্শন করে না' ইতি। বিশেষতঃ '[ব্রহ্মের] পূর্ব্ব বা আদি নাই, অন্ত নাই, অন্তর (মধ্য) ও বাহ্য (বাহির) নাই', এই শ্রুতিতে ব্রহ্মেতে পূর্ব্ব পশ্চাৎ বাহ্য ও আন্তর দর্শনেরও নিষেধ আছে। আরও আছে—'সে সময় কে কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে, কাহাকেই বা জানিবে'? অতএব ব্যুত্থানে এক মাত্র আত্মদর্শন ভিন্ন অন্য কোনও কারণের অপেক্ষা করে না। ১১

[যাহারা প্রজা কামনা করে না,] তাহাদের অভিপ্রায় কি? তাহা কথিত হইতেছে—প্রজারূপ সাধন দ্বারা আমরা কোন প্রয়োজন (ফল) সাধন করিব? কেন না, প্রজা যে, বাহ্যলোক-সিদ্ধির উপায়, ইহা নিশ্চিতরূপে পরিজ্ঞাতই আছে; আমাদের ত আত্মাতিরিক্ত সেই বাহ্যলোক বলিয়া কিছু নাই; সমস্তই আমাদের আত্মস্বরূপ, এবং আমরাও সকলের আত্মস্বরূপ; আমাদের আত্মা ত আত্মা বলিয়াই (স্বস্বরূপ বলিয়াই) অপর কোনও

সাধনের সাহায্যে উৎপাদ্য (যাহার উৎপাদন করা হয়, এমন), বিকার্য্য, প্রাপ্য বা সংস্কার্য্য নহে ; (১) [সুতরাং তাহার জন্য কোন সাধনেরই আবশ্যক হয় না]। ১৬

তবে যে, আত্মযাজীর আত্মসংস্কারার্থ কর্ম্মের অপেক্ষা হইয়া থাকে, বুঝিতে হইবে, দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মদর্শনই তাহার কারণ ; কেন না, 'ইদং মে অনেন অঙ্গং সংক্রিয়তে' (এই কর্ম্ম দ্বারা আমার এই অঙ্গ সংস্কৃত বা শুদ্ধ করা হইতেছে), এইরূপে অঙ্গাঙ্গিভাবের অর্থাৎ আমি অঙ্গী, আমার অঙ্গ, এইরূপে দেহ ও আত্মার অঙ্গাঙ্গিভাব সম্বন্ধের উল্লেখ রহিয়াছে। যে লোক নিরন্তর আত্মার একমাত্র বিজ্ঞানঘন স্বভাব দর্শন করে, তাহার পক্ষে অঙ্গাঙ্গি-সংস্কাররূপ ভেদ দর্শন কখনই সম্ভব হয় না ; এই জন্যই [তাহারা মনে করেন যে] পুত্র প্রভৃতি সাধন দ্বারা আমরা কি করিব ? পুত্রাদি সাধন-সাধ্য যে ফল, তাহা অজ্ঞলোকদিগের জন্যই বিহিত ; কেন না, মৃগতৃষ্ণিকাতে জলভ্রান্তিযুক্ত পুরুষই সেই জলপানে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু তা'বলিয়া কি, যে লোক জলশূন্য ঊষর-ভূমি মাত্র দর্শন করে, তাহারও সেখানে জলপানে প্রবৃত্তি হওয়া যুক্তিসঙ্গত হয় ? এইরূপ [তাহারাও মনে করেন যে,] পরমার্থ সত্য আত্মলোকদর্শী আমাদেরও মৃগতৃষ্ণিকাতুল্য অজ্ঞজন-দৃশ্য অসত্য বিষয়ে প্রবৃত্তি হওয়া যুক্তি-সঙ্গত নহে ; ইহাই এ কথার অভিপ্রায়। ১৭

এই অভিপ্রায়েই বলা হইতেছে যে, পরমার্থদর্শী আমাদের অশনায়াদি সংসারধর্ম্মবর্জ্জিত ও ভাল-মন্দ কার্য্য দ্বারা বিকারশূন্য আত্মাই একমাত্র লোক—অভিপ্রেত ফল ; অথচ সাংসারিক সাধ্য সাধনাদি সর্ব্বধর্ম্মবিনির্ম্মুক্ত আত্মার সম্বন্ধে অন্য কোন সাধনও প্রার্থনীয় হইতে পারে না। যাহা সাধ্য, তাহার জন্যই সাধনের অন্বেষণ আবশ্যক হয়, অসাধ্য (নিত্য) বিষয়ে যে

(১) তাৎপর্য্য—ক্রিয়ামাত্রেরই একটা কর্ম্ম থাকে,—সেই কর্ম্ম কোথাও উৎপাদ্য হয়, যেমন কুম্ভকারের ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন ঘট শরা প্রভৃতি, কোথাও বিকার্য্য হয়, যেমন—কাষ্ঠকে ভস্ম করা হয়, এখানে ভস্ম বিকার্য্য কর্ম্ম; কোথাও সেই কর্ম্মটী সংস্কার্য্য হয়, যেমন ঘর্ষণ দ্বারা দর্পণের ময়লা অপনয়ন করা হয়, এই জন্য দর্পণ সংস্কার্য্য ; কোথাও বা কর্ম্মটী প্রাপ্য হয়, যেমন—গমন দ্বারা প্রাপ্য গ্রামাদি। আত্মা কিন্তু উৎপাদ্য, বিকার্য্য, সংস্কার্য্য বা প্রাপ্য কোন কর্ম্মই হইতে পারে না।

সাধনের অনুসরণ করা হয়, তাহা বস্তুতঃ জলস্রোতে স্থলে (শুষ্ক ভূমিতে) সন্তরণের তুল্য, অথবা আকাশে পাখীর পদান্বেষণের অনুরূপ। ১৮

অতএব ব্রাহ্মণগণ এই আত্মাকে উত্তমরূপে জানিয়া অবশ্যই প্রব্রজ্যা করিবে, কিন্তু কর্ম্মারম্ভ করিবে না। যেহেতু প্রাচীনগণ এইরূপে আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া সন্তান-কামনা পরাঙ্মুখ হইয়া, এবং এইরূপ সাধ্য সাধন ব্যবহারকে—ইহা অজ্ঞজন-সেব্য বলিয়া নিন্দা করতঃ [তাহারা] কি করিতেন, তাহা বলা হইতেছে—তাহারা পুত্র কামনা হইতে, বিত্ত কামনা হইতে, এবং স্বর্গাদি লোককামনা হইতেও ব্যুত্থান করিয়া অর্থাৎ ঐ সমস্ত বিষয়ে কামনা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচর্য্যা করিতেন, ইত্যাদি অংশ পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতএব, 'আত্মলোক পাইতে ইচ্ছুক হইয়া প্রব্রজ্যা করিয়া থাকেন ('প্রব্রজন্তি'), এই 'অর্থবাদ' বাক্য হইতেই 'প্রব্রজেয়ুঃ' (প্রব্রজ্যা করিবে) এইরূপ বিধিকল্পনাও সুসঙ্গত হয়। এই বাক্যটী যখন অর্থবাদযুক্ত, তখন আত্মার প্রশংসাখ্যাপন দ্বারা যে, এ বিষয়ে সাধারণ লোকের আভিমুখ্য (ঔৎসুক্য) কল্পনা করা, তাহা কখনই উপপন্ন হয় না; কেন না, 'প্রব্রজন্তি' বাক্যের অর্থবাদ বা প্রশংসাপর বাক্য হইতেছে পরবর্ত্তী—'এতৎ হ স্ম' ইত্যাদি বাক্য; সুতরাং 'প্রব্রজন্তি' বাক্যটী অর্থবাদ স্বরূপ হইলে, সে কখনই অপর অর্থবাদের আকাঙ্ক্ষা করিত না; অথচ 'প্রব্রজন্তি' বাক্যটী কিন্তু 'এতৎ হ স্ম' ইত্যাদি অর্থবাদের নিশ্চয়ই অপেক্ষা করিতেছে (১)। ১৯

যেহেতু পূর্ব্বতন বিদ্বান্‌সমূহ প্রজাদি কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া, কেবল প্রব্রজ্যাই করিতেন, সেই হেতু ইদানীন্তন লোকেরাও অবশ্যই প্রব্রজ্যা করিবে, এইরূপ বাক্যসম্বন্ধ যোজনা করিলে, উক্ত বাক্যটী আর প্রাপ্য

(১) বিধিবিহিত কার্য্যে লোকের প্রবৃত্তি জন্মাইবার নিমিত্ত বিধেয় বিষয়ের প্রশংসা করা আবশ্যক হয়; সেই প্রশংসাবোধক বাক্যকে 'অর্থবাদ' বলে। আবার নিষিদ্ধ কার্য্য হইতেও লোকদিগকে ফিরাইবার জন্য নিষিদ্ধ কর্ম্মের নিন্দা করা আবশ্যক হয়, সেই সমস্ত নিন্দাপর-বাক্যকেও 'অর্থবাদ' বলে। বিধি ও নিষেধই অর্থবাদের অপেক্ষা করে, কিন্তু 'অর্থবাদ' কখনই অপর অর্থবাদের অপেক্ষা করে না। অথচ এখানে 'প্রব্রজন্তি' বাক্যটী 'এতৎ হস্ম' ইত্যাদি অর্থবাদের অপেক্ষা করিতেছে; কাজেই বলিতে হইবে যে, 'প্রব্রজন্তি' বাক্যটী কখনই 'অর্থবাদ' নহে।

লোকের স্তুতি প্রকাশন দ্বারা সাধারণ লোকদিগের আভিমুখ্যপর বা প্রবৃত্তি-জনক বলিয়া পরিকল্পিত হইতে পারে না। পূর্ব্বেও 'বিজ্ঞান ও প্রব্রজ্যার একই কর্ত্তা উপদিষ্ট হওয়ায়' ইত্যাদি বাক্যে এ কথা আমরা বুঝাইয়া দিয়াছি। উক্ত বাক্যের অর্থবাদত্বের বিপক্ষে বেদানুবচনের সঙ্গে একত্র পাঠও অপর কারণ; অভিপ্রায় এই যে, আত্মজ্ঞানের সাধনরূপে বিহিত 'বেদানুবচন' প্রভৃতি যেরূপ 'অর্থবাদ' নহে, পরন্তু সত্যার্থ-জ্ঞাপকমাত্র, সেইরূপ বেদানুবচন প্রভৃতির সহিত একত্র পঠিত 'পারিব্রাজ্য'ও যখন আত্মলোক প্রাপ্তির উপায়, তখন উহারও অর্থবাদত্ব কল্পনা সঙ্গত হয় না। বিভিন্ন ফলোপদেশও ইহার অপর হেতু, যেমন 'পুত্র দ্বারাই ইহলোক জয় করিতে হয়, অন্য কর্ম্ম দ্বারা নহে, এবং কর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোক জয় করিতে হয়, (অন্য দ্বারা নহে)' এই স্থলে পুত্র ও কর্ম্ম দ্বারা লভ্য বিভিন্ন ফলের উল্লেখ আছে, ঠিক তেমন 'এই আত্মা-স্বরূপ লোক বিশেষভাবে অবগত হইয়া' এইস্থলে বাহ্য অপরাপর সমস্ত লোক হইতে স্বতন্ত্র ফলরূপে আত্মার নির্দ্দেশ করিতেছেন। আর ইহাও বলা যায় না যে, 'প্রব্রজন্তি' এই কথাটী প্রসিদ্ধের ন্যায় কেবল আত্মলোকেরই প্রশংসাবোধক মাত্র, এবং প্রধান বা বিধেয় বিষয় যেরূপ অর্থবাদের অপেক্ষা করে, ইহাকে সেরূপও বলিতে পারা যায় না; কারণ, তাহা হইলে একবার মাত্র উহার উল্লেখ থাকিত; [এখানে কিন্তু 'প্রব্রজন্তি' ও 'ব্যুত্থায় অথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি' এইরূপে দুইবার উল্লেখ রহিয়াছে, ইহা অর্থবাদের পক্ষে সঙ্গত হয় না] (২)। ২০

একথাও বলিতে পারা যায় না যে, পারিব্রাজ্য যখন অনুষ্ঠেয়—অনু-ষ্ঠানসাপেক্ষ, তখন বৈধ কর্ম্মের ন্যায় উহা দ্বারাও বিধির স্তুতি উপপন্ন হইতে পারে; কারণ, পারিব্রাজ্য নিজে অনুষ্ঠেয় হইয়াও যদি অপরের স্তাবক হয়, তাহা হইলে অনুষ্ঠেয় 'দর্শপূর্ণমাস' প্রভৃতি যাগও অন্যের স্তুতিরূপে কল্পিত হইতে পারে। আর এতদতিরিক্ত স্থানে পারিব্রাজ্যের

(২) তাৎপর্য্য—যাহার যাহা স্বভাবসিদ্ধ, কখন কখন অর্থবাদ বাক্যে তাহাও বর্ণিত হয়, যেমন, 'বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা', এই স্থলে বায়ুর স্বভাবসিদ্ধ শীঘ্রগামিতার অনুবাদ করা হইয়াছে। অথবা কোথাও প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়েরই স্তুতি করা আবশ্যক হয়, যেমন দর্শপূর্ণমাস' নামক যাগে অর্থবাদ রহিয়াছে। এখানে 'প্রব্রজন্তি'কে অর্থবাদ বলিলে, হয় তাহার বিধেয়ত্ব, না হয় 'ব্যুত্থায়' ইত্যাদি বাক্যাংশ ত্যাগ করিতে হয়, কারণ, অর্থবাদের পুনরুক্তি হইতে পারে।

কর্ত্তব্যতা-বিধায়ক এমন কোন বাক্যও দেখা যায় না, যাহার জন্য এখানে উহা স্তুতিবোধক হইবে। পক্ষান্তরে অন্য কোন স্থানে যদি পারিব্রাজ্যের বিধানই কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে এখানেই পারিব্রাজ্যের সেই বিধি প্রধানভাবে কল্পনা করা উচিত। আর যদি অনধিকৃত বিষয়ে পারিব্রাজ্যের বিধি কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে ত বৃক্ষারোহণাদি যাদৃচ্ছিক কার্য্যেও পারিব্রাজ্যের ন্যায় বিধি কল্পনা করা হয়; কারণ, আবশ্যক, অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে উভয়ই অবিজ্ঞাত; উভয়ের মধ্যে অজ্ঞাতত্ব অংশে কিছুমাত্র বিশেষ নাই; অতএব এখানে স্তুতিবাদের নামগন্ধও কল্পনা করিতে পারা যায় না। ২১

ভাল, তাহারা ব্রাহ্মণগণ যদি এই আত্মাকেই একমাত্র প্রাপ্য বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলেও, তৎপ্রাপ্তির উপায়রূপে কর্ম্মেরই বা অনুষ্ঠান করেন না কেন? পারিব্রাজ্য অবলম্বনের প্রয়োজন কি? তদুত্তরে বলিতেছেন —কর্ম্মের সহিত এই আত্মার সম্বন্ধ নাই বলিয়াই [তাহারা কর্ম্ম করেন না]। তাঁহারা, যে আত্মাকে পাইবার ইচ্ছায় প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া থাকেন, সেই আত্মা সাধনরূপে কিংবা ফলরূপে, অধিক কি, উৎপাদ্যাদি চতুর্ব্বিধ কর্ম্মের কোন এক প্রকারেও কর্ম্মের সহিত সম্বদ্ধ নহে; এই কারণেই শ্রুতিতে আত্মার 'স এষ নেতি নেতি আত্মা, অগৃহ্যঃ নহি গৃহ্যতে' ইত্যাদি লক্ষণ অভিহিত হইয়াছে। যেহেতু যথোক্ত লক্ষণসম্পন্ন আত্মা কর্ম্ম, ফল ও সাধনের সহিত অসম্বদ্ধ, সংসারগোচর যে কোনরূপ ধর্ম্ম বা গুণ আছে, তদ্বিলক্ষণ, ক্ষুধা পিপাসা-দির অতীত ও স্থূলত্বাদি ধর্ম্মশূন্য এবং জন্ম, জরা, মরণ ও ভয় বিবর্জ্জিত অমৃতস্বরূপ, সৈন্ধবখণ্ডের ন্যায় একমাত্র বিজ্ঞানস্বভাব স্বয়ংজ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশ), এক অদ্বিতীয়, পূর্ব্ব ও পর (কার্য্য ও করণ), অন্তর ও বাহ্য-বর্জ্জিত, এরূপ লক্ষণই শাস্ত্র ও যুক্তির সাহায্যে অবধারিত হইয়াছে; এবং এখানেও জনক-যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদে বিশেষভাবে সমর্থিত হইয়াছে; অতএব যথোক্ত লক্ষণ আত্মাকে আত্মরূপে বিশেষভাবে অবগত হইলে, তাহার পক্ষে আর কর্ম্মানুষ্ঠান সম্ভব হয় না। এই জন্যই আত্মাকে নির্ব্বিশেষ— সর্ব্বপ্রকার বিশেষ ধর্ম্মশূন্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ২২

কেন না, যে লোক চক্ষুষ্মান্, সেই লোক দিবাভাগে পথ চলিতে যাইয়া কখনই কূপে বা কণ্টকে পতিত হয় না। বিশেষতঃ সমস্ত কর্ম্মফলই

যখন ব্রহ্মবিজ্ঞাফলের অন্তর্ভূত, তখন কর্ম্মসাধ্য সমস্ত ফলই তাঁহার অযত্নলভ্য; কোন বুদ্ধিমান্ লোকই অযত্নলভ্য ফলের জন্ত যত্ন করে না। [এইরূপ একটী লৌকিক গাথা আছে যে,] 'নিকটে বা কুহকোণে যদি মধু পাওয়া যায়, তাহা হইলে, কিসের জন্ত পর্ব্বতে যাইবে; অভিলষিত বিষয়ের সিদ্ধি বা প্রাপ্তিসম্বে কোন বিদ্বান্ তাহার জন্ত আবার যত্ন করে?,' ভগবদ্গীতাতেও আছে—'হে পার্থ, সমস্ত কর্ম্ম নিঃশেষভাবে জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়, অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মফল জ্ঞানফলের অন্তর্ভূত হয়।' আর এখানেও বলা হইয়াছে—'ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ, যে পরমানন্দ লাভ করেন, অন্যান্ত প্রাণিগণ তাহারই অংশমাত্র ভোগ করিয়া থাকে'; অতএব ব্রহ্মবিদের পক্ষে কর্ম্মারম্ভ নিতান্তই অসম্ভব। ২৩

যেহেতু সর্ব্বাভিলাষবিবর্জ্জিত সেই পুরুষ 'নেতি নেতি'রূপে সর্ব্বনিষেধের অবধিরূপে অবস্থিত আত্মার স্বরূপ অবগত হইয়া, নিজেও তৎস্বরূপেই অবস্থান করেন, সেই হেতুই যথোক্ত আত্মস্বরূপে বর্ত্তমান সেই আত্মজ্ঞ পুরুষকে এই বক্ষ্যমাণ দুইটী বিষয় প্রাপ্ত হয় না। সেই দুইটী বিষয় কি কি, তাহা বলা হইতেছে, এই নিমিত্ত অর্থাৎ শরীর ধারণাদি প্রয়োজনে [আমি] পাপ—অপুণ্য কর্ম্ম করিয়াছি, আমি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি; এই দুষ্কর্ম্মের দরুণ আমি নরকে গমন করিব—এইরূপে যে পাপকর্ম্মকারীর পশ্চাৎতাপ বা অনুশোচনা, সেই পশ্চাৎতাপে ইহাকে—নেতি নেতি—সর্ব্বসংসারধর্ম্মশূন্য আত্মাকে আক্রমণ করে না; সেইরূপ এই কারণে—অমুক ফলের অভিলাষে আমি কল্যাণ করিয়াছি, অর্থাৎ যজ্ঞ-দানাদিরূপ শুভ পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছি, অতএব আমি দেহান্তরে এই শুভ কর্ম্মের ফলস্বরূপ সুখ সম্ভোগ করিব', ইত্যাকার হর্ষও তাঁহাকে অভিভূত করে না; এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ পুণ্য ও পাপাত্মক উভয়প্রকার কর্ম্মই অতিক্রম করিয়া থাকেন। ২৪

এই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসীর উভয়প্রকার কর্ম্মই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; পূর্ব্ব জন্মে যে সমস্ত পুণ্য পাপ করিয়াছিলেন, সে সমস্ত, এবং ইহ জন্মেও যে সমস্ত পুণ্য ও পাপকর্ম্ম করিয়াছেন, সে সমস্তও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এবং তাঁহার কৃত কোন কর্ম্মই আর পুণ্য পাপরূপ অদৃষ্ট সমুৎপাদনে সমর্থ হয় না। আরও এক কথা, কৃত ও অকৃত—কৃত অর্থ—যাহা অবশ্যানুষ্ঠেয়, আর অকৃত অর্থ—সেই অবশ্যানুষ্ঠেয় কর্ম্মের অকরণ, সেই কৃতাকৃতও

ইঁহাকে তাপ দেয় না; কেন না, যে লোক অনাত্মজ্ঞ, তাহাকেই কৃত কর্ম্ম ফলদান দ্বারা, আর অকৃত কর্ম্ম প্রত্যবায় সমুৎপাদন দ্বারা সন্তাপ প্রদান করিয়া থাকে; কিন্তু এই আত্মজ্ঞ পুরুষ আত্মজ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা সমস্ত কর্ম্মরাশিকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন। যেহেতু গীতাস্মৃতিতে আছে 'সমিদ্ধ অর্থাৎ প্রদীপ্ত অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠরাশিকে [ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ জ্ঞানাগ্নিও সমস্ত কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে]' ইত্যাদি। যে সমস্ত পুণ্য ও পাপের ফলে এই বর্ত্তমান দেহ আরব্ধ হইয়াছে, কেবল সেই সমুদয় পুণ্য ও পাপেরই উপভোগ দ্বারা ক্ষয় হয়। অতএব বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মবিদের সহিত কর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ নাই (১) ॥ ৩১২ ॥ ২২ ॥

তদেতদৃচাভ্যুক্তম্—এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য ন বর্দ্ধতে কর্ম্মণা নো কনীয়ান্। তস্যৈব স্যাৎ পদবিৎ তং বিদিত্বা ন লিপ্যতে কর্ম্মণা পাপকেনেতি তস্মাদেবংবিচ্ছান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি সর্ব্বমাত্মানং পশ্যতি; নৈনং পাপ্মা তরতি সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি, নৈনং পাপ্মা তপতি সর্ব্বং পাপ্মানং তপতি, বিপাপো বিরজোঽবিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবত্যেষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়েনং প্রাপিতোঽসীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সোঽহং ভগবতে বিদেহান্ দদামি মাঞ্চাপি সহ দাস্যায়েতি ॥ ৩১৩ । ২৩ ॥

সন্বয়ার্থঃ। তৎ এতৎ (তত্ত্বং) ঋচা (মন্ত্রেণ, ন কেবলং ব্রাহ্মণেন মন্ত্রেণাপি) অভ্যুক্তম্ (প্রকাশিতম্। মন্ত্রেণ ব্রাহ্মণার্থো দৃঢ়ীক্রিয়তে, মন্ত্র-

(১) তাৎপর্য্য—কর্ম্ম তিন প্রকার, সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও আগামী বা ক্রিয়মাণ। যাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে অনুষ্ঠিত হইয়া ফল প্রদানের জন্য উপযুক্ত অবসর প্রতীক্ষা করিতেছে, তাহা সঞ্চিত কর্ম্ম যে কর্ম্মের ফলভোগের জন্য বর্ত্তমান দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা প্রারব্ধ; আর বর্ত্তমান দেহে যে সমস্ত কর্ম্ম করা হইতেছে ও হইবে, সে সমস্ত কর্ম্ম আগামী ও ক্রিয়মাণ। তন্মধ্যে আত্মজ্ঞানোদয়ে সঞ্চিত কর্ম্ম নিষ্ফল বা দগ্ধ হয়; আগামী কর্ম্ম জ্ঞানীকে স্পর্শ করিতে পারে না; কেবল প্রারব্ধ। কর্ম্মই তখন বিদ্যমান থাকিয়া উপযুক্ত ফল প্রদান করিতে থাকে। ভোগ ব্যতীত প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হয় না। "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।"

ব্রাহ্মণয়োরেকার্থপরত্বাদিতি ভাবঃ),—ব্রাহ্মণস্ত (ব্রহ্মবিদঃ) এষঃ (সর্ব্বসংসারধর্ম্ম-বৈলক্ষণ্যরূপঃ) মহিমা (স্বভাবঃ) নিত্যঃ (উৎপত্তি-বিনাশ-বর্জ্জিতঃ); [অতএব] কর্ম্মণা ন বর্দ্ধতে (বৃদ্ধিং ন প্রাপ্নোতি), নো (ন) কনীয়ান্ (অল্পতরঃ বা) [ভবতি]। [অতএব] তস্ত (মহিম্নঃ) এব পদবিৎ (পদ্যতে গম্যতে ইতি পদম্— মহিম্নঃ স্বরূপম্, তং বেত্তীতি পদবিৎ) স্যাৎ (ভবেৎ); [স চ] তং (মহিমানম্) বিদিত্বা (সম্যক জ্ঞাত্বা) পাপকেন (পুণ্য-পাপরূপেণ) কর্ম্মণা ন লিপ্যতে (ন সম্বধ্যতে) ইতি। তস্মাৎ (আত্মমহিম্নঃ কর্ম্মসম্বন্ধাতীতত্বাৎ) এবংবিৎ (আত্মমহিম্নঃ যথোক্ত-স্বরূপজ্ঞঃ) শান্তঃ (বহিরিন্দ্রিয়-ব্যাপারাৎ নিবৃত্তঃ), দান্তঃ (অন্তঃকরণগত-বাসনাভ্যো বিরতঃ)। [কেচিত্তু শান্তঃ—নিগৃহীতান্তঃকরণঃ, দান্তঃ—বহি-রিন্দ্রিয়বিজয়ী ইতি ব্যাচক্ষতে], উপরতঃ (সর্ব্ববাসনাবিনিবৃত্তঃ), তিতিক্ষুঃ (শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণুঃ), সমাহিতঃ (একাগ্রচিত্তঃ) ভূত্বা আত্মনি (স্বশরীরে) আত্মানং (সচ্চিদানন্দঘনং) পশ্যতি; সর্ব্বং (সমস্তং বস্তু) আত্মানং (আত্মনোঽব্যতিরিক্তং পশ্যতি, আত্মব্যতিরেকেণ ন কিঞ্চিৎ পশ্যতীত্যর্থঃ)। পাপ্মা (পাপং) এনং (আত্মজ্ঞং) ন তরতি (প্রাপ্নোতি), [এষঃ] সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি (অতিক্রামতি); পাপ্মা এনং ন তপতি, [এষঃ] সর্ব্বং পাপ্মানং তপতি (পীড়য়তি); [এষঃ] বিপাপঃ (বিগতপাপ পুণ্যঃ), বিরজঃ (বিগতকামঃ), অবিচিকিৎসঃ (সর্ব্বত্র নিঃসংশয়ঃ) ব্রাহ্মণঃ (ব্রহ্ম-নিষ্ঠঃ) ভবতি; এষঃ (যথোক্তলক্ষণঃ আত্মা) ব্রহ্মলোকঃ (ব্রহ্মৈব লোকঃ প্রাপ্যঃ)। হে সম্রাট্, [ত্বম্] এনং (ব্রহ্মলোকং) প্রাপিতঃ (ময়া গমিতঃ) অসি ইতি হ (ঐতিহ্যে) যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ (উক্তবান্)। [অনন্তরং জনক উবাচ—] সঃ (ভবতা এবং ব্রহ্ম প্রাপিতঃ) অহং ভগবতে (পূজনীয়ায় তুভ্যং) বিদেহান্ (বিদেহনামকং জনপদং) দদামি, মাং চ (মাম্ অপি) দাস্যায় (দাসকর্ম্ম-করণায়) সহ (বিদেহৈঃ সার্দ্ধম্) [দদামি ইতি শেষঃ] ॥৩১৩॥২৩॥

মূলানুবাদ। এখানে যাহা বলা হইল, মন্ত্রেও ঠিক তাহাই উক্ত হইয়াছে,—ব্রাহ্মণের (ব্রহ্মবিদ্ পুরুষের) উক্তপ্রকার মহিমা বা সম্পদ্ নিত্য—উদয়াস্তবর্জ্জিত; এই মহিমা কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা বৃদ্ধি পায় না, কোন কর্ম্ম দ্বারা হ্রাসও পায় না; [অতএব] এই মহিমারই স্বরূপ অবগত হইবে; এই মহিমার তত্ত্ববিদ্ পুরুষ এই মহিমা

উত্তমরূপে অবগত হইলে পর, সে কোনও পাপ পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত (সংস্পৃষ্ট) হয় না। অতএব, এবম্বিধ মহিমজ্ঞ পুরুষ শান্ত (হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয়সংযমী), দান্ত (অন্তঃকরণজয়ী) উপরত (বিষয়াভিলাষ হইতে নিবৃত্ত) তিতিক্ষু (শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু), এবং সমাহিত (একাগ্রচিত্ত) হইয়া এই শরীরেই আত্ম দর্শন করেন; কারণ, তিনি সমস্তই আত্মস্বরূপে দর্শন করেন, পাপ বা পুণ্য তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় না; পরন্তু তিনি সমস্ত পাপ অতিক্রম করেন; কোন পাপকর্ম্ম তাঁহাকে তাপ দেয় না; পরন্তু তিনি পাপকে তাপ দিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ) পাপপুণ্য শূন্য, এবং রজোগুণের ফল কামনা বর্জ্জিত হন। ইহাই ব্রহ্মলোক (যাহা ব্রহ্ম, তাহাই লোক); যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সম্রাট্, আমার সাহায্যে তুমি এই ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছ। [জনক একথা শুনিয়া বলিলেন—] আপনার নিকট লব্ধবিত্ত আমি পূজনীয় আপনাকে সমস্ত বিদেহ দেশ দান করিতেছি, এবং দাসকর্ম্ম করিবার নিমিত্ত আমাকেও ইহার সহিত প্রদান করিতেছি ॥ ৩১৩ ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তদেতদ্বস্তু ব্রাহ্মণেনোক্তম্ ঋচা মন্ত্রেণ অভ্যুক্তং প্রকাশিতম্। এষঃ নেতিনেত্যাদিলক্ষণঃ নিত্যো মহিমা; অন্যে তু মহিমানঃ কর্ম্মকৃতা ইত্যনিত্যাঃ; অয়ন্তু নেতিনেত্যাদিলক্ষণো মহিমা স্বাভাবিকত্বান্নিত্যঃ ব্রহ্মবিদো ব্রাহ্মণস্য ত্যক্তসর্ব্বৈষণস্য। কুতোঽস্য নিত্যত্বমিতি হেতুমাহ—কর্ম্মণা ন বর্দ্ধতে শুভলক্ষণেন কৃতেন বৃদ্ধিলক্ষণাং বিক্রিয়াং ন প্রাপ্নোতি; অশুভেন কর্ম্মণা নো কনীয়ান্ নাপি অপক্ষয়লক্ষণাং বিক্রিয়াং প্রাপ্নোতি। উপচয়াপচয়হেতুভূতা এব হি সর্ব্বা বিক্রিয়া ইত্যেতাভ্যাং প্রতিষিধ্যন্তে; অতোঽবিক্রিয়ত্বাৎ নিত্য এব মহিমা। ১

তস্মাৎ তস্যৈব মহিম্নঃ, স্যাৎ ভবেৎ, পদবিৎ—পদস্য বেত্তা, পদ্যতে গম্যতে জ্ঞায়ত ইতি মহিম্নঃ স্বরূপমেব পদম্, তস্য পদস্য বেদিতা। কিং তৎপদবেদনেন স্যাদিত্যুচ্যতে—তং বিদিত্বা মহিমানম্, ন লিপ্যতে ন সম্বধ্যতে কর্ম্মণা পাপকেন ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণেন; উভয়মপি পাপকমেব বিদুষঃ। ২

যস্মাদেবমকর্ম্মসম্বন্ধোব ব্রাহ্মণস্য মহিমা নেতি নেত্যাদিলক্ষণঃ, তস্মাদেবংবিৎ শান্তঃ বাহ্যেন্দ্রিয়ব্যাপারত উপশান্তঃ; তথা দান্তঃ অন্তঃকরণতৃষ্ণাতো নিবৃত্তঃ, উপরতঃ সর্ব্বৈষণাবিনির্ম্মুক্তঃ সন্ন্যাসী, তিতিক্ষুঃ দ্বন্দ্বসহিষ্ণুঃ, সমাহিতঃ ইন্দ্রিয়ান্তঃকরণচলনরূপাদ্ব্যাবৃত্ত্যা ঐকাগ্র্যরূপেণ সমাহিতো ভূত্বা; তদেতদুক্তং পুরস্তাৎ "বাল্যঞ্চ পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্ব্বিদ্য" ইতি; আত্মন্যেব স্বে কার্য্যকরণসঙ্ঘাতে আত্মানং প্রত্যক্‌চেতয়িতারং পশ্যতি। তত্র কিং তাবন্মাত্রপরিচ্ছিন্নম্? নেত্যুচ্যতে—সর্ব্বং সমস্তম্ আত্মানমেব পশ্যতি, নান্যদাত্মব্যতিরিক্তং বালাগ্রমাত্রমপ্যস্তীত্যেবং পশ্যতি। মননান্মুনির্ভবতি জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তাখ্যং স্থানত্রয়ং হিত্বা। ৩

এবং পশ্যন্তং ব্রাহ্মণং নৈনং পাপ্মা পুণ্যাপাপলক্ষণস্তরতি ন প্রাপ্নোতি। অয়ন্তু ব্রহ্মবিৎ সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি আত্মভাবেনৈব ব্যাপ্নোতি অতিক্রামতি; নৈনং পাপ্মা কৃতাকৃতলক্ষণস্তপতি ইষ্টফল-প্রত্যবায়োৎপাদনাভ্যাম্; সর্ব্বং পাপ্মানময়ং তপতি, ব্রহ্মবিৎ সর্ব্বাত্মদর্শনবহ্নিনা ভস্মীকরোতি। স এব এবংবিৎ বিপাপো বিগতধর্ম্মাধর্ম্মঃ, বিরজঃ বিগতরজঃ—রজঃ কামঃ বিগতকামঃ। অবিচিকিৎসশ্ছিন্নসংশয়ঃ, অহমস্মি সর্ব্বাত্মা পরং ব্রহ্মেতি নিশ্চিতমতিঃ ব্রাহ্মণো ভবতি। ৪

অয়ন্তু এবম্ভূতঃ এতস্যামবস্থায়াং মুখ্যো ব্রাহ্মণঃ, প্রাগেতস্মাদ্ ব্রহ্মস্বরূপাবস্থানাদ্‌গৌণমস্য ব্রাহ্মণ্যম্। এষ ব্রহ্মলোকঃ—ব্রহ্মৈব লোকঃ ব্রহ্মলোকঃ মুখ্যো নিরুপচরিতঃ সর্ব্বাত্মভাবলক্ষণঃ। হে সম্রাট্, এনং ব্রহ্মলোকং পরিপ্রাপিতোঽসি অভয়ং নেতি নেত্যাদিলক্ষণম্ ইতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

এবং ব্রহ্মভূতো জনকঃ যাজ্ঞবল্ক্যেন ব্রহ্মভাবমাপাদিতঃ প্রত্যাহ—সোঽহং ত্বয়া ব্রহ্মভাবমাপাদিতঃ সন্, ভগবতে তুভ্যং বিদেহান্ দেশান্ মম রাজ্যং সমস্তং দদামি, মাং চ সহ বিদেহৈর্দ্দাস্যায় দাসকর্ম্মণে দদামীতি চ-শব্দাৎ সম্বধ্যতে। ৫

পরিসমাপিতা ব্রহ্মবিদ্যা সহ সন্ন্যাসেন সাঙ্গা সেতিকর্ত্তব্যতাকা। পরিসমাপ্তঃ পরমপুরুষার্থঃ। এতাবৎ পুরুষেণ কর্ত্তব্যম্, এষা নিষ্ঠা, এষা পরা গতিঃ, এতন্নিঃশ্রেয়সম্, এতৎ প্রাপ্য কৃতকৃত্যো ব্রাহ্মণো ভবতি, এতৎ সর্ব্ববেদানুশাসনমিতি ॥৩১৩॥২৩॥

টীকা। উক্তে বিদ্যাফলে মন্ত্রং সংবাদয়তি—তদেতদিতি। এষ নিত্যো মহিমেত্যত্র বিদ্যাস্বরূপমাহ—অন্যো হীতি। তদিলক্ষণমকর্ম্মকৃতত্বম্। অকর্ম্মকৃতো মহিমা

স্বাভাবিকত্বাদিত্য ইত্যাশঙ্ক্য কর্ম্মকৃতবমেব স্বাভাবিকত্বমনিত্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কুতোঽস্যেতি। বৃদ্ধিরপক্ষয়শ্চেতি বিক্রিয়াবত্তাভাবেঽপি বিক্রিয়ান্তরাণি ভবিষ্যন্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—উপচয়েতি। এতাভ্যাং নিষেধাভ্যামিতি যাবৎ। আত্মনঃ সর্ব্ববিক্রিয়ারাহিত্যো ফলিতমাহ—অত ইতি। ১

তস্য নিত্যত্বেঽপি কিং, তদাহ—তস্মাদিতি। অধর্ম্মলক্ষণেনেতি বক্তব্যে কিমিদং ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণেনেত্যুক্তমত আহ ·উভয়মপীতি। সংসারহেতুত্বাবিশেষাদিত্যর্থঃ। ২

তস্মাদিত্যাদিবাক্যং ব্যাচষ্টে—যস্মাদিতি। এবংবিদাত্মা কর্ম্মতৎফলসংবন্ধশূন্য ইত্যাপাততো জানন্নিত্যর্থঃ। বিশেষণাভ্যামুৎসর্গতো বিহিতস্বোক্তহ্যবিষকরণব্যাপারো-পরমস্ত যাবজ্জীবাদিশ্রুতিবিহিতঃ কর্ম্মাপবাদস্তস্মাদ্বিরক্তস্যাপি ন নিত্যাদিত্যাগঃ। 'উৎসর্গস্যা-পবাদেন বাধঃ কস্ত ন সংমতঃ' ইত্যাদিন্যায়াদিত্যাশঙ্ক্যাহ—উপরত ইতি। জীবন-বিচ্ছেদব্যতিরিক্তনীতাদিনহিষ্ণুঃ তিতিক্ষুঃ। যত্র কর্ত্তুঃ স্বাতন্ত্র্যং, তেষাং কর্ম্মণাং নিবৃত্তিঃ শমাদিপদৈরুক্তা। যত্র তু সন্ন্যাসীবিরোধিনি নিত্যাদিস্থাদৌ পুংসো ন স্বাতন্ত্র্যং, তন্নিবৃত্তিঃ সমাধানম্। সমাহিতো ভূত্বা পশ্যতীতি সংবন্ধঃ। পশ্যতীতি বর্ত্তমানাপদে-শাৎ কথং বিশেষণেষু সংক্রামিতো বিধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদেতদিতি। ৩

যথোক্তৈঃ সাধনৈরুদিতায়াং বিদ্যায়াং কিং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—এবমিতি। তস্য পুণ্যপাপাসংস্পর্শে হেতুমাহ—অয়ং হীতি। ইতশ্চ বিদুষো ন কর্ম্মসংবন্ধোঽস্তীত্যাহ—নৈনমিতি। কিমিতি পাপ্মা ব্রহ্মবিদং ন তপতীত্যাশঙ্ক্যাহ—সর্ব্বমিতি। ৪

কথং ব্রাহ্মণো ভবতীত্যপূর্ব্ববদুচ্যতে, প্রাগপি ব্রাহ্মণ্যস্য সত্ত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অয়ং হীতি। মুখ্যমমবাধিতম্। সকলাং বিদ্যাং মন্ত্রব্রাহ্মণাভ্যামুপদিশ্যোপসংহরতি—এষ ইতি। তত্র কর্ম্মধারয়সমাসং সূচয়তি—ব্রহ্মৈবেতি। তথাবিধসমাসপরিগ্রহে প্রকরণ-মনুগ্রাহকমতিপ্রেত্যাহ—মুখ্যা ইতি। তথাপি কিং মম সিদ্ধমিতি তদাহ—এনমিতি। ৫

আত্মীয়ং বিদ্যালাভং জ্ঞাপয়িতুং রাজ্ঞো বচনমিত্যাহ—এবমিতি। সতি বক্তব্যশেষে কথমিদং রাজ্ঞো বচনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—পরিসমাপিতেতি। তথাপি পরমপুরুষার্থস্য বক্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—পরিসমাপ্ত ইতি। কর্ত্তব্যান্তরং বক্তব্যমস্তীত্যা-শঙ্ক্যাহ—এতাবদিতি। তথাপি যত্র নিষ্ঠা কর্ত্তব্যা, তদাচ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—এষেতি। তথাপি পরমা নিষ্ঠাঽস্যাঽস্তীতি চেন্নেত্যাহ—এষেতি। নিশ্চিতং শ্রেয়োঽস্যান্যদস্তীত্যা-শঙ্ক্যাহ—এতদিতি। তথাপি কৃতকৃত্যতয়া মুখ্যব্রাহ্মণ্যসিদ্ধ্যর্থং বক্তব্যান্তরমস্তীত্যা-শঙ্ক্যাহ—এতৎ প্রাপ্যেতি। কিমতঃ প্রতিজ্ঞাপরম্পরায়াং নিয়ামকমিত্যাশঙ্ক্যাহ—এতদিতি। নিরুপাধিকব্রহ্মজ্ঞানাৎ কৈবল্যমিতি পদান্বিতভূমিতিশঙ্কঃ। ৩।৩।২৩।

ভাষ্যানুবাদ। ব্রাহ্মণভাগোক্ত এই বিষয়টী ঋক্ মন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে। এই যে, নেতি নেতি ইত্যাদি রূপে উক্ত মহিমা, [ইহা নিত্য ;] অন্য যে সমস্ত মহিমা, সে সমস্তই কর্ম্মকৃত (ক্রিয়ানিষ্পন্ন), এই জন্য অনিত্য ;

কিন্তু ব্রহ্মবিদের—সমস্ত বাসনা-বিনির্ম্মুক্ত ব্রাহ্মণের এই মহিমা তাহা হইতে সম্পূর্ণ অন্যরূপ ; ইহা আত্মার স্বভাবসিদ্ধ, এই জন্য নিত্য। কি কারণে যে ইহার নিত্যতা, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন—ইহা কর্ম্ম দ্বারা বৃদ্ধি পায় না, অর্থাৎ অনুষ্ঠিত শুভকর্ম্ম দ্বারা বৃদ্ধিরূপ বিকার লাভ করে না। এখানে বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের নিষেধেই উপচয় ও অপচয়ের হেতুভূত অন্য সমস্ত বিকারও নিষিদ্ধ হইতেছে; অতএব অবিক্রিয়ত্ব নিবন্ধনই এই মহিমা নিত্য। ১

অতএব সেই মহিমারই পদবিৎ (স্বরূপাভিজ্ঞ) হইবে। পদবিদ্ অর্থ পদ-জ্ঞাতা ; যাহা লাভ করা যায় অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত করা হয়, তাহা পদ—মহিমার যথার্থ স্বরূপ ; সেই পদবিজ্ঞাতা পুরুষই পদবিদ্। সেই পদ-জ্ঞানে কি ফল হয়, তাহা বলা হইতেছে—সেই মহিমা অবগত হইলে পাপ-কর্ম্ম দ্বারা - ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত—সম্বদ্ধ হয় না। এখানে 'পাপ' শব্দে ধর্ম্মাধর্ম্ম দুইই বুঝিতে হইবে ; কারণ, জ্ঞানীর পক্ষে উভয়ই তুল্য। ২

যে হেতু ব্রাহ্মণের 'নেতি নেতি' ইত্যাদি রূপ মহিমা কোন কর্ম্ম দ্বারাই সম্বদ্ধ নহে, সেই হেতু যথোক্তপ্রকার মহিমাভিজ্ঞ পুরুষ শান্ত—বহিরিন্দ্রিয়ের ব্যাপার হইতে বিরত, এবং দান্ত—অন্তঃকরণগত তৃষ্ণা বা ভোগাভিলাষ হইতে নিবৃত্ত, উপরত—সর্ব্ব কামনা হইতে বিরত—সন্ন্যাসী, তিতিক্ষু—শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, এবং সমাহিত অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের চাঞ্চল্য-নিবৃত্তিরূপ একাগ্রতা দ্বারা সমাধিসম্পন্ন হইয়া,—পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে যে 'বাল্য ও পাণ্ডিত্য পরিসমাপ্ত করিয়া, অথবা তাহা হইতে বিরক্ত হইয়া' ইত্যাদি ; আত্মাতেই—স্বীয় দেহেন্দ্রিয়-সঙ্ঘাতের মধ্যেই আত্মাকে—প্রত্যক্ চেতনকে দর্শন করিয়া থাকেন। তবে কি কেবল দেহমাত্র পরিচ্ছিন্নই দর্শন করেন ? না—সমস্তই আত্মস্বরূপে দর্শন করেন ; অর্থাৎ আত্মাতিরিক্ত কেশের অগ্রভাগটুকুও নাই—এইরূপে দর্শন করেন। ঐরূপ মনন বা চিন্তার ফলে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা অতিক্রম করিয়া তখন মুনি হন। ৩

এইরূপ দর্শনশীল ব্রাহ্মণকে কোন পাপ—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম স্পর্শ করে না ; এই ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ সমস্ত পাপ উত্তীর্ণ হন, অর্থাৎ আত্মভাবে অবস্থিতির ফলেই সমস্ত পাপ অতিক্রম করেন। বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও অননুষ্ঠান-রূপ পুণ্য-পাপও ইহাকে ইষ্ট ফল প্রদান ও প্রত্যবায় উৎপাদন দ্বারা সন্তাপ দেয় না ; পরন্তু এই ব্রহ্মবিদ্ই সমস্ত পাপকে তাপ দেন, অর্থাৎ সর্ব্বত্র

আত্মভাব দর্শনরূপ বহ্নি দ্বারা সমস্ত পাপ ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন। এবম্বিধ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ বিপাপ ধর্ম্মাধর্ম্ম রহিত, বিরজ—'রজ' অর্থ কাম, তদ্রহিত অর্থাৎ নিষ্কাম, অবিচিকিৎস—ছিন্নসংশয় (কোন বিষয়ে যাহার সংশয় থাকে না), অর্থাৎ আমি হইতেছি সর্ব্বাত্মা পরব্রহ্মস্বরূপ, এইপ্রকার নিশ্চিতমতি যথার্থ ব্রাহ্মণ হন—এবম্ভূত এই ব্রাহ্মণই এই অবস্থায় যথার্থ ব্রাহ্মণ হন। এইপ্রকার ব্রহ্মাত্মভাবে অবস্থিতির পূর্ব্বে যে, ইহার ব্রাহ্মণত্ব, তাহা মুখ্য নহে—গৌণ। ৪

ইহাই ব্রহ্মলোক; এখানে ব্রহ্ম ও লোক পৃথক্ পদার্থ নহে, ব্রহ্মই প্রাপ্য বলিয়া 'লোক'-শব্দবাচ্য; গৌণার্থসম্বন্ধশূন্য এই ভাবই যথার্থ ব্রহ্মলোক; [অন্য অর্থে 'ব্রহ্মলোক' শব্দ গৌণ]। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে সম্রাট্ (জনক), [তুমি] সর্ব্বনিষেধের পর্য্যন্ত ভূমি এই অভয় ব্রহ্মলোক প্রাপিত হইয়াছ। জনক এই প্রকারে ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া—যাজ্ঞবল্ক্যকর্ত্তৃক ব্রহ্মভাব প্রাপিত হইয়া বলিলেন—[ভগবন্,] পূজনীয় আপনাকে এই বিদেহ দেশ অর্থাৎ আমার সমস্ত রাজ্য দান করিতেছি, এবং দাস্য কর্ম্ম করিবার জন্য রাজ্যের সহিত আমাকেও দান করিতেছি ৫

সন্ন্যাসের সহিত সম্পূর্ণ ব্রহ্মবিদ্যা এবং তাহার অঙ্গ ও ইতিকর্ত্তব্যতার (ব্রহ্ম লাভের জন্য পূর্ব্বাপর কর্ত্তব্য প্রণালীর) কথা এখানে সমাপ্ত করা হইল; এবং পরম পুরুষার্থের কথাও এই বলিয়া সমাপ্ত করা হইল যে, পুরুষের এই পর্য্যন্তই কর্ত্তব্য, ইহাই নিষ্ঠা (চরম অবস্থা), ইহাই জীবের পরমা গতি, এবং ইহাই পরম মঙ্গল—ব্রাহ্মণ এই নিঃশ্রেয়স লাভ করিয়াই কৃতকৃত্য হয়, ইহাই সমস্ত বেদের উপদেশ ॥৩১৩॥২৩॥

স বা এষ মহানজ আত্মান্নাদো বসুদানো বিন্দতে বসু য এবং বেদ ॥ ৩১৪॥২৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। উক্তমেবার্থং পুনঃ সংক্ষেপেণাহ—'স বৈ' ইত্যাদিনা। সঃ (জনক-যাজ্ঞবল্ক্যাখ্যায়িকায়াং বর্ণিতঃ) এষঃ (প্রকৃতঃ) আত্মা মহান্ অজঃ (জন্মরহিতঃ) অন্নাদঃ (সর্ব্বেষাং ভূতানাম্ অন্তঃস্থঃ সন্ অন্নাংশভোক্তা), বসুদানঃ প্রাণিনাং কর্ম্মফলরূপ-ধনদাতা); যঃ (উপাসকঃ) এবং (যথোক্ত-গুণযুক্ততয়া আত্মানং) বেদ (জানাতি), [সঃ] বসু (স্বকর্ম্মফলং) [সর্ব্বময়ং চ] বিন্দতে (লভতে) ॥ ৩১৪ ॥ ২৪

মূলানুবাদ। [জনক-যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদে, যে আত্মার কথা বলা হইয়াছে,] সেই এই আত্মা মহান্ (সর্ব্বব্যাপী), অজ (জন্ম-রহিত), সর্ব্বভূতে অবস্থান করিয়া অন্ন ভোগ করেন, এবং প্রাণি-গণের কর্ম্মফলরূপ ধন প্রদান করিয়া থাকেন। যে লোক এই সমস্ত গুণযুক্ত আত্মার উপাসনা করে, সে লোকও অন্নভোক্তা হয়, এবং বসুদ অর্থাৎ ধনদাতা হয় ॥ ৩১৪ ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যোঽয়ং জনক-যাজ্ঞবল্ক্যাখ্যায়িকায়াং ব্যাখ্যাত আত্মা, স বৈ এষঃ মহান্ অজঃ আত্মা অন্নাদঃ—সর্ব্বভূতস্থঃ সর্ব্বান্নানামত্তা, বসুদানঃ বসু ধনং সর্ব্বপ্রাণিকর্ম্মফলম্, তস্য দাতা, প্রাণিনাং যথাকর্ম্ম ফলেন যোজয়িতেত্যর্থঃ। তমেতম্ অজমন্নাদং বসুদানমাত্মানম্ অন্নাদ-বসুদান-গুণাভ্যাং যুক্তং যো বেদ, সঃ সর্ব্বভূতেষ্বাত্মভূতঃ অন্নমত্তি বিন্দতে চ বসু—সর্ব্বং কর্ম্মফলজাতং লভতে সর্ব্বাত্মত্বাদেব, য এবং যথোক্তং বেদ। অথবা দৃষ্টফলার্থিভিরপি এবংগুণ উপাস্যঃ; তেন অন্নাদো বসোশ্চ লব্ধা, দৃষ্টেনৈব ফলেন অন্নাত্ত্বেন গোঅশ্বাদিনা চাস্য যোগো ভবতীত্যর্থঃ ॥৩১৪॥২৪॥

টীকা। সংপ্রতি সোপাধিকব্রহ্মধ্যানাদভ্যুদয়ং দর্শয়তি—যোঽয়মিত্যাদিনা। ঈশ্বরশ্চেৎ প্রাণিভ্যঃ কর্ম্মফলং দদাতি, তর্হি তস্য বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে স্যাতামিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রাণিনামিতি। উপাস্যস্বরূপং দর্শয়িত্বা তদুপাসনং সফলং দর্শয়তি—তমেতমিতি। সর্ব্বাত্মত্ব-ফলমুপাসনমুক্ত্বা পক্ষান্তরমাহ—অথবেতি। দৃষ্টং ফলমন্নাত্ত্বং ধনলাভশ্চ। উক্তগুণক-মীশ্বরং ধ্যায়তঃ ফলমাহ—তেনেতি। তদেব ফলং স্পষ্টয়তি—দৃষ্টেনৈবেতি। অন্নাত্ত্বং দীপ্তাগ্নিত্বম্। ৩১৪ ।২৪ ।

ভাষ্যানুবাদ। জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে, যে আত্মার স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, সেই এই আত্মা মহান্ অজ, অন্নাদ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণিতে অবস্থানপূর্ব্বক সর্ব্বান্নভোক্তা, এবং বসুদান—প্রাণিগণের কর্ম্মফলরূপ যে ধন, তাহার প্রদাতা, অর্থাৎ প্রাণিগণকে নিজনিজ কর্ম্মানুসারে ফলভাগী করেন। যে ব্যক্তি সেই এই অজ, অন্নাদ ও বসুদান আত্মাকে অন্নাদ ও বসুদাতৃত্বগুণযুক্তরূপে অবগত হয়, সে সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ হইয়া অন্নভোগ করে, এবং সর্ব্বাত্মভাবাপন্ন বলিয়া সমস্ত কর্ম্মফলরাশি লাভ করে। অথবা যাহারা দৃষ্ট ফলার্থী—ইহ লোকেই ফল পাইতে ইচ্ছা করিয়া থাকে, তাহাদের পক্ষেও কথিত-গুণসম্পন্ন আত্মার উপাসনা করা আবশ্যক, এবং

সেইরূপ উপাসনার ফলে ইহলোকেই অন্নাদ ও বসুদ হয়, অর্থাৎ ঐহিক অন্নভোগ ও গো অশ্বাদি পশু ইহার আয়ত্ত হইয়া থাকে ॥ ৩১৪ ॥ ২৪ ॥

স বা এষ মহানজ আত্মাজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্মাভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ংহি বৈ ব্রহ্ম ভবতি, য এবং বেদ ॥ ৩১৫ ॥ ২৫ ॥

ইতি চতুর্থং ব্রাহ্মণম্ ॥ ॥

সরলার্থঃ। অপিচ, স বৈ এষঃ মহান্ অজঃ আত্মা অজরঃ (জরা-রহিতঃ), অমরঃ (মরণবর্জ্জিতঃ) [অতএব] অমৃতঃ (নিত্যঃ), অভয়ঃ (দ্বৈতজ্ঞানাধীন-ভয়রহিতঃ), ব্রহ্ম (পরমং মহৎ), বৈ (প্রসিদ্ধৌ); ব্রহ্ম অভয়ম্ (ইতি প্রসিদ্ধম্,)। যঃ (এবং যথোক্তগুণযোগেন) বেদ (আত্মান্ জানাতি), [সঃ] অভয়ং ব্রহ্ম বৈ (এব) ভবতি ॥ ৩.৫ ॥ ২৪ ॥

ইতি চতুর্থে চতুর্থং ব্রাহ্মণং সমাপ্তম্ ॥ ৪ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ। অপিচ, সেই এই মহান্ অজ আত্মা জরা-রহিত, মরণবর্জ্জিত অতএব অমৃত (অবিনাশী নিত্য), এবং অভয় (দ্বৈতভয়শূন্য) ব্রহ্ম: ব্রহ্ম যে অভয়, ইহা প্রসিদ্ধ কথা। যে ব্যক্তি এইরূপ গুণযুক্ত আত্মাকে জানে, সে নিজেও অভয় ব্রহ্ম হয় ॥ ৩১৫ ॥ ২ ॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণের অনুবাদ ॥ ৪ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইদানীং সমস্তস্যৈবারণ্যকস্য যোঽর্থ উক্তঃ, স সমুচ্চিত্যাস্যাং কণ্ডিকায়াং নির্দ্দিশ্যতে, এতাবান্ সমস্তারণ্যকার্থ ইতি। স বা এষ মহানজ আত্মা অজরঃ ন জীর্য্যতে ইতি, ন বিপরিণমত ইত্যর্থঃ; অমরঃ—যস্মাৎ চ অজরঃ, তস্মাদমরঃ, ন ম্রিয়ত ইত্যমরঃ; যো হি জায়তে জীর্য্যতে চ, স বিনশ্যতি ম্রিয়তে বা; অয়ং তু অজত্বাদজরত্বাৎ চ অবিনাশী যতঃ, অত এব অমৃতঃ। যস্মাৎ জনিমৃতিপ্রভৃতিভিস্ত্রিভিস্ত্রিভির্ভাববিকারৈর্ব্বর্জ্জিতঃ, তস্মাদিতরৈরপি ভাববিকারৈস্ত্রিভিঃ তৎকৃতৈশ্চ কাম-কর্ম্ম মোহাদিভি-র্মৃত্যুরূপৈঃ বর্জ্জিত ইত্যেতৎ; অভয়ঃ অত এব। যস্মাৎ চৈবং পূর্ব্বোক্ত-বিশেষণঃ, তস্মাদ্ভয়বর্জ্জিতঃ; ভয়ং হি নাম অবিদ্যাকার্য্যম্, তৎকার্য্যপ্রতি-ষেধেন ভাববিকারপ্রতিষেধেন চাবিদ্যায়াঃ প্রতিষেধঃ সিদ্ধো বেদিতব্যঃ।

অভয় আত্মা, এবংগুণবিশিষ্টঃ কিমসৌ? ব্রহ্ম পরিবৃঢং নিরতিশয়ং মহদিত্যর্থঃ। অভয়ং বৈ ব্রহ্ম; প্রসিদ্ধমেতল্লোকে অভয়ং ব্রহ্মেতি; তস্মাদ্ যুক্তমেবংগুণবিশিষ্ট আত্মা ব্রহ্মেতি। য এবং যথোক্তমাত্মানমভয়ং ব্রহ্ম বেদ, সঃ অভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি। ১

এষ সর্ব্বস্যা উপনিষদঃ সংক্ষিপ্তোঽর্থ উক্তঃ। এতস্যৈবার্থস্য সম্যক্ প্রবোধায় উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়াদিকল্পনা ক্রিয়া-কারক-ফলাধ্যারোপণা চাত্মনি কৃতা; তদপোহেন চ নেতি নেতীত্যধ্যারোপিতবিশেষাপনয়নদ্বারেণ পুনস্তত্ত্বমাবেদিতম্। যথা একপ্রভৃত্যাপরার্দ্ধ-সঙ্খ্যাস্বরূপপরিজ্ঞানায় রেখাধ্যা-রোপণং কৃত্বা—একেয়ং রেখা, দশেয়ম্, শতেয়ম্, সহস্রেয়ম্ ইতি গ্রাহয়তি—অবগময়তি সঙ্খ্যাস্বরূপং কেবলম্,—ন তু সংখ্যায়া রেখাত্মত্বমেব; যথা চ অকারাদীন্যক্ষরাণি বিজিগ্রাহয়িষুঃ পত্র-মসী-রেখাদিসংযোগোপায়মাস্থায় বর্ণানাং সতত্ত্বমাবেদয়তি, ন পত্রমস্যাদ্যাত্মতামক্ষরাণাং গ্রাহয়তি; তথা চেহ উৎপত্ত্যাদ্যনেকোপায়মাস্থায়ৈকং ব্রহ্মতত্ত্বমাবেদিতম্, পুনস্তৎকল্পিতোপায়জনিত-বিশেষ-পরিশোধনার্থং নেতি নেতীতি তত্ত্বোপসংহারঃ কৃতঃ। তদুপসংহৃতং পুনঃ পরিশুদ্ধং কেবলমেব সফলং জ্ঞানমন্তেঽস্যাং কণ্ডিকায়ামিতি ॥ ৩১৫ ॥ ২৫ ॥

ইতি বৃহদারণ্যক-ভাষ্যে চতুর্থাধ্যায়স্য চতুর্থম্ ব্রাহ্মণম্ ॥ ৪ ॥ ৪ ॥

টীকা। নিরুপাধিকব্রহ্মজ্ঞানান্ মুক্তিরুক্তা, সোপাধিকব্রহ্মজ্ঞানাৎ চাভ্যুদয় উক্তঃ, তথা চ কিমুত্তরকণ্ডিকয়েত্যাশঙ্ক্যাহ—ইদানীমিতি। অজরত্বাচ্চাবিনাশীতি বক্তুং চশব্দঃ। কথং জন্মজরাভাবয়োরমরত্বাবিনাশিত্বসাধকত্বং, তদাহ—যো হীতি। অয়ং তু অজত্বাদ-বিনাশ্যজরত্বাৎ চামরঃ, অমরত্বাৎ চাবিনাশীতি যোজনা। মরণযোগ্যত্বমুপজীব্য মরণকার্য্যা-ভাবং দর্শয়তি—অত এবেতি। জন্মাপক্ষয়বিনাশানামেব ভাববিকারাণামিহ মুখতো নিষেধাদ্বিবৃদ্ধ্যাদীনি বিকারান্তরাণ্যাত্মনি ভবিষ্যন্তীতি বিশেষনিষেধস্য শেষাভ্যনুজ্ঞাপরত্বা-দিত্যাশঙ্ক্যাহ—যস্মাদিতি। ইতরে সত্ত্ববিবৃদ্ধিবিপরিণামাঃ। অত এবাভয় ইত্যুক্তং বিবৃণোতি—যস্মাচ্চেতি। কিং তত্ত্বং, তদাহ—ভয়ং চেতি। অবিদ্যানিষেধি-বিশেষণাভাবাদাত্মানং না সদা স্পৃশতীত্যাশঙ্ক্যাহ—তৎকার্য্যেতি। বিশেষণান্তরং প্রশ্ন-পূর্ব্বকমুত্থাপ্য ব্যাকরোতি—অভয়ম্ ইতি। কথং পুনরভয়গুণবিশিষ্টস্যাত্মনো ব্রহ্মত্বম্, তদাহ—অভয়মিতি। বৈশদ্যার্থমাহ—প্রসিদ্ধমিতি। লোকশব্দঃ শাস্ত্রজ্ঞাপ্য-লক্ষণম্। ১

বেদস্বরূপমুক্ত্বা বিদ্যাফলং কথয়তি—য এবমিতি। কণ্ডিকার্থমুপসংহরতি—এষ ইতি। স্থিত্যাদেরপি তদর্থত্বাৎ কিমিত্যসাবিহ নোপসংহ্রিয়তে, তত্রাহ—এতস্যেতি।

সৃষ্ট্যাদেরারোপিতত্বে গমকমাহ—তদপোহেনেতি। তদস্য সৃষ্ট্যাদিপ্রপঞ্চবিষয়ঃ। তদপোহেনেতি যদুক্তং, তদেব স্ফুটয়তি—নেতীতি। অধ্যারোপাপবাদন্যায়েন তত্ত্বা-বেদিতত্বাদারোপিতং ত্বত্ত্বোর সৃষ্ট্যাদিদ্বৈতমিত্যর্থঃ। অধ্যারোপাপবাদন্যায়স্য পঙ্কপ্রক্ষালন-ন্যায়বিরুদ্ধত্বাৎ তত্ত্বং বিবক্ষিতং চেৎ, তদেবোচ্যতাং, কৃতং সৃষ্ট্যাদিদ্বৈতারোপেণেত্যাশঙ্ক্যাহ—যদ্বেতি। উদাহরণান্তরমাহ—যথা চেতি। দৃষ্টান্তবদমুষ্মাৎ দার্ষ্টান্তিকমাচষ্টে—তথা চৌত্তি। ইহেতি মোক্ষশাস্ত্রোক্তিঃ। তথাপি কল্পিতপ্রপঞ্চসম্বন্ধপ্রযুক্তং সবিশেষত্বং ব্রহ্মণঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—পুনরিতি। তস্মিন্নাত্মনি কল্পিতঃ সৃষ্ট্যাদিরূপাধ্যবেন জনিতো বিশেষস্তস্মিন্ কারণত্বাদিস্তস্য নিরাসার্থমিতি যাবৎ। তদ্ধি দ্বৈতাভাববিশিষ্টং তত্ত্বমিতি চেন্নেত্যাহ—তদপসংহৃতমিতি। পরিশুদ্ধং ভাবরূপভাবেনাপি ন সংস্পৃষ্টমিত্যর্থঃ। কেবলমিত্যাদিতীয়োক্তিঃ। সৃষ্ট্যাদিবচনস্য গতিমুক্ত্বা প্রকৃতমুপসংহরতি—তদক্রমমিতি। ইতিশব্দঃ সংগ্রহসমাপ্ত্যর্থো ব্রাহ্মণসমাপ্ত্যর্থো বা। ৩।৫ ॥ ২৫ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং চতুর্থাধ্যায়স্য চতুর্থং শারীরকব্রাহ্মণম্। ৪। ৪।

ভাষ্যানুবাদ। অতঃপর, সমস্ত বৃহদারণ্যকে, যে তত্ত্ব প্রতি-পাদিত হইয়াছে, তাহা একত্রিত করিয়া সংক্ষেপে এই কাণ্ডমধ্যে নির্দেশ করা হইতেছে। উদ্দেশ্য—সমস্ত বৃহদারণ্যকের অর্থ বা প্রতিপাদ্য বিষয় যে, এই পর্য্যন্তই, ইহা জ্ঞাপন করা।

সেই এই মহান্ অজ আত্মা হইতেছে অজর—কখনও জরাগ্রস্ত অর্থাৎ বিপরিণত বা ক্ষয়োন্মুখ হয় না; অমর—যেহেতু জরাবর্জ্জিত, সেই হেতুই অমর—কখনও মরে না। কেন না, যাহা জন্মে ও জীর্ণ হয়, তাহাই বিনষ্ট হয় বা মরে; যেহেতু এই আত্মা অজ ও অজর বলিয়া অবিনাশী, সেই হেতুই অমৃত। যেহেতু জন্ম, জরা ও মরণ এই ত্রিবিধ ভাব-বিকার (বস্তু ধর্ম্ম) ইহার নাই, সেই হেতুই অপর যে তিনপ্রকার ভাববিকার (সত্তা, বৃদ্ধি ও বিপরিণাম), সে সমুদয় এবং তৎকৃত মৃত্যুরূপী কাম, কর্ম্ম ও মোহাদিও তাহার নাই, বুঝিতে হইবে। কোন বিকারের সম্ভাবনা নাই বলিয়াই অভয় (সর্ব্বপ্রকার ভয়বর্জ্জিত); কেন না, ভয় সাধারণতঃ অবিদ্যার ফল; সুতরাং অবিদ্যা-কার্য্যের নিষেধে এবং সর্ব্বপ্রকার ভাববিকারের প্রতিষেধেই ফলতঃ অবিদ্যারও প্রতিষেধ সিদ্ধ হইল বুঝিতে হইবে। উক্ত অভয় আত্মা কেবল কি এই সমস্ত গুণ-বিশিষ্টই? না, [এই আত্মা] ব্রহ্ম—পরিবৃঢ়, অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক

মহৎ। ব্রহ্মই অভয়; ব্রহ্ম যে, অভয়, ইহা জগতেও প্রসিদ্ধ। অতএব আত্মা যে, এবংবিধ গুণবিশিষ্ট, ইহা যুক্তিযুক্তও বটে। ১

ইহাই সমস্ত উপনিষদের সারভূত অর্থ, সংক্ষেপে উক্ত হইল। এই তত্ত্বটী উত্তমরূপে বুঝাইবার নিমিত্তই আত্মাতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় প্রভৃতি কার্য্যের কল্পনা, এবং ক্রিয়া কারক ও ফলের অধ্যারোপ করা হইয়াছে। পুনর্ব্বার 'নেতি নেতি' করিয়া, সেই আরোপিত বিশেষ বিশেষ ভাবগুলির অপনয়ন দ্বারা প্রকৃত তত্ত্ব বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। যেমন এক হইতে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত সংখ্যার স্বরূপ বুঝাইবার জন্য, রেখাতে একত্বাদি সংখ্যার আরোপ করিয়া বুঝান হয় যে, এই রেখাটী এক, এইটী দশ, এইটী শত, এইটী সহস্র, [প্রকৃত পক্ষে কিন্তু রেখাই সংখ্যা নহে]; এখানে কেবল সংখ্যাই বুঝান হয়, কিন্তু একত্বাদি সংখ্যাকে কখনই রেখা বলিয়া উপদেশ করা হয় না; অথবা অকারাদি অক্ষর শিক্ষা দিবার ইচ্ছায় যেমন রেখা অঙ্কনের উপকরণ কালী কলম ও পত্রাদির সাহায্য লইয়া প্রকৃত বর্ণেরই (অক্ষরেরই) তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু কালী ও পত্র প্রভৃতিকেই অক্ষর বলিয়া কেহ কখনও উপদেশ দেয় না; [উপনিষদের সৃষ্টিচিন্তা প্রভৃতিও ঠিক তেমনই]। প্রথমতঃ উৎপত্তি প্রভৃতি বহু উপায় অবলম্বন করিয়া একই ব্রহ্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে; আবার সেই সমুদয় কল্পিত উপায় আশ্রয় করাতে যে, ব্রহ্মেতে ভেদবুদ্ধি জন্মিয়াছিল, তন্নিরাকরণার্থ আবার 'নেতি নেতি' বলিয়া ভেদপ্রত্যাখ্যান দ্বারা পরমার্থ তত্ত্বের উপসংহার করা হইয়াছে; সেই জন্য ব্রাহ্মণের এই কণ্ডিকায় কেবল বিশুদ্ধ জ্ঞানের উপসংহার করা হইল॥ ৩১৫॥ ২৫॥

ইতি বৃহদারণ্যকে চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণের অনুবাদ॥ ৪॥ ৪॥

আভাসভাষ্যম্। আগমপ্রধানেন মধুকাণ্ডেন ব্রহ্মতত্ত্বং নির্দ্ধারিতম্। পুনস্তদেব উপপত্তিপ্রধানেন যাজ্ঞবল্কীয়েন কাণ্ডেন পক্ষ-প্রতিপক্ষপরিগ্রহং কৃত্বা বিগৃহ্য-বাদেন বিচারিতম্। শিষ্যাচার্য্যসম্বন্ধেন চ ষষ্ঠে প্রশ্ন-প্রতিবচনন্যায়েন সবিস্তরং বিচার্য্যোপসংহৃতম্। অথেদানীং নিগমনস্থানীয়ং মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণমারভ্যতে।—অয়ঞ্চ ন্যায়ো বাক্য-কোবিদৈঃ পরিগৃহীতঃ—"হেত্বপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্ব্বচনং নিগমনম্" ইতি।

অথবা আগমপ্রধানেন মধুকাণ্ডেন যদমৃতত্বসাধনং সসন্ন্যাসমাত্মজ্ঞানম-ভিহিতম্, তদেব তর্কেণাপ্যমৃতত্বসাধনং সসন্ন্যাসমাত্মজ্ঞানমধিগম্যতে; তর্কপ্রধানং হি যাজ্ঞবল্কীয়ং কাণ্ডম্; তস্মাচ্ছাস্ত্রতর্কাভ্যাং নিশ্চিতমেতৎ-যদেতদাত্মজ্ঞানং সসন্ন্যাসমমৃতত্বসাধনমিতি। তস্মাচ্ছাস্ত্রশ্রদ্ধাবদ্ভিরমৃতত্ব-প্রতিপিৎসুভিরেতৎ প্রতিপত্তব্যমিতি। আগমোপপত্তিভ্যাং হি নিশ্চিতোঽর্থঃ শ্রদ্ধেয়ো ভবতি, অব্যভিচারাদিতি। বাক্যাক্ষরাণাস্তু চতুর্থে যথা ব্যাখ্যাতোঽর্থঃ, তথা প্রতিপত্তব্যোঽত্রাপি; যান্যক্ষরাণি অব্যাখ্যাতানি, তানি ব্যাখ্যাস্যামঃ।

আভাসভাষ্যটীকা। সমাপ্তং শারীরক-ব্রাহ্মণম্, বংশব্রাহ্মণং ব্যাখ্যাতব্যম্, কৃতং গতার্থেন মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণেন ইত্যাশঙ্ক্য মধুকাণ্ডার্থমনূদ্রবতে- আগমেতি পাঞ্চমিকমর্থমনূভাষতে পুনরিতি। তত্ত্বৈব ব্রহ্মণস্তত্ত্বমিতি শেষঃ। বিগৃহ্যবাদঃ জয়পরাজয়প্রধানঃ জল্পপ্রায়ঃ। ষষ্ঠে প্রতিষ্ঠাপিতমনুবদতি—শিষ্যেতি। প্রশ্নপ্রতি-বচনন্যায়স্তত্ত্বনির্ণয়প্রধানো বাদঃ। উপসংহৃতং তদেব তত্ত্বমিতি শেষঃ। সংপ্রত্যুত্তর-ব্রাহ্মণস্যাগতার্থত্বমাহ—অথেতি। আগমোপপত্তিভ্যাং নিশ্চিতে তত্ত্বে নিগমনমকিঞ্চিৎ-করমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অয়ঞ্চেতি। প্রকারান্তরেণ সঙ্গতিমাহ—অথবেতি। কথমিহ তর্কেণাধিগতিস্তত্রাহ—তর্কেতি। মুনিকাণ্ডস্য তর্কপ্রধানত্বে কিং স্যাৎ, তদাহ—তস্মাদিতি। ইতি ফলতীতি শেষঃ। শাস্ত্রাদিনা যথোক্তস্য জ্ঞানস্য নিশ্চিতত্বেঽপি কিং সিধ্যতি, তদাহ—তস্মাচ্ছাস্ত্রশ্রদ্ধাবদ্ভিরিতি। এতচ্ছব্দো যথোক্তজ্ঞানপরামর্শার্থঃ। ইতি সিধ্যতীতি শেষঃ। তত্র হেতুমাহ—আগমেতি। অব্যভিচারান্ মানযুক্তিগম্যস্যার্থস্য তথৈব সত্ত্বাদিতি যাবৎ। ইতিশব্দো ব্রাহ্মণসঙ্গতিসমাপ্ত্যর্থঃ। তাৎপর্য্যার্থে ব্যাখ্যাতে সত্যক্ষরব্যাখ্যানপ্রসক্তাবাহ—অক্ষরাণাং ত্বিতি। নহি ব্রাহ্মণেঽস্মিন্ বক্তব্যাভাবাৎ পরিসমাপ্তিরেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—যানীতি।

আভাসভাষ্যানুবাদ। ইতঃপূর্ব্বে আগমপ্রধান (তর্করহিত বাক্য-প্রধান) মধুকাণ্ডে (মধুব্রাহ্মণে) ব্রহ্মতত্ত্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পুনর্ব্বার সেই বিষয়েরই সমর্থনের জন্য তর্কপ্রধান যাজ্ঞবল্কীয় কাণ্ডে পক্ষ-প্রতিপক্ষ পরিগ্রহপূর্ব্বক 'বিগৃহ্যবাদে' (যেরূপ কথায় কেবল বাদী ও প্রতিবাদীর জিগীষামূলক তর্ক মাত্র, থাকে, সেই প্রণালীতে) ব্রহ্মতত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। তাহার পর ষষ্ঠ অধ্যায়েও (উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়েও) শিষ্যাচার্য্য-সংবাদের নিয়মে প্রশ্ন ও প্রতিবচনের ছলে বিস্তৃতভাবে বিচারপূর্ব্বক তাহার উপসংহার করা হইয়াছে। অতঃপর এখন 'মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণ' আরব্ধ হইতেছে। ইহা পূর্ব্বকথারই নিগমনস্থানীয়, ['নিগমন' অর্থ—কথিত বিষয়ের যুক্তিসহকারে উপসংহার।] বাক্যবিৎ প্রাচীন পণ্ডিতগণও এইরূপ উপদেশপ্রণালীর অঙ্গীকার বা অনুমোদন করিয়াছেন; [গোতম ঋষি ন্যায়দর্শনে বলিয়াছেন—] 'হেতু প্রদর্শনের ছলে. প্রতিজ্ঞার যে, পুনর্ব্বার কথন, তাহার নাম 'নিগমন'। (১)

অথবা (এরূপও বলা যাইতে পারে;) আগমপ্রধান—তর্কনিরপেক্ষ শব্দ-মাত্রপ্রধান পূর্ব্বোক্ত 'মধুকাণ্ডে' সন্ন্যাস-সহকৃত যে আত্মজ্ঞান মুক্তি লাভের উপায় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, তর্ক দ্বারাও ঐ সসন্ন্যাস আত্মজ্ঞানেরই মুক্তিসাধনত্ব প্রতীত বা প্রমাণিত হইতে পারে; [এই জন্য এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করা হইল;] কেন না, এই যে, যাজ্ঞবল্কীয় প্রকরণ, ইহা তর্কপ্রধান; সুতরাং শাস্ত্র ও তর্কের সাহায্যে ইহাই নিশ্চিত হইল যে, সন্ন্যাসসহকৃত এই আত্ম-জ্ঞানই মুক্তির প্রকৃত সাধন বা উপায়।

---

(১) তাৎপর্য্য—বাদী প্রতিবাদী উভয়ের মধ্যে কোন বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে, তাহার তত্ত্ব নির্দ্ধারণের জন্য যে, সাধ্য বা স্বপক্ষ নির্দ্দেশ, তাহার নাম প্রতিজ্ঞা। পরে উপযুক্ত হেতু দ্বারা সেই প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের সমর্থন করা আবশ্যক হয়; সেই সময় হেতুর সহিত যে, প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের পুনর্ব্বার উল্লেখ করা, তাহার নাম 'নিগমন'।

যেমন পর্ব্বতে অগ্নি আছে কি না, এই বিষয় লইয়া দুই জনের মধ্যে সংশয় উপস্থিত হইলে পর, একজন বলিল—'হাঁ, পর্ব্বতে অগ্নি আছে'; ইহাই হইল তাহার প্রতিজ্ঞা বা সাধ্যনির্দ্দেশ। পরে দ্বিতীয় ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, পর্ব্বতে যে, অগ্নি আছে, ইহার হেতু বা যুক্তি কি? উত্তর হইল—'যেহেতু পর্ব্বতে ধূম দেখা যাইতেছে,' ইহাকে বলে হেতুনির্দ্দেশ। শেষে 'অতএব পর্ব্বতে নিশ্চয়ই অগ্নি আছে' এইরূপে যে, হেতুর সঙ্গে প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের নির্দ্দেশ, তাহার নাম—'নিগমন'।

অতএব শাস্ত্রবাক্যে যাহাদের শ্রদ্ধা আছে, সেই সমুদয় মুমুক্ষুগণের পক্ষে ইহা অবশ্য অবলম্বনীয়; কারণ, শাস্ত্র ও তর্কদ্বারা যাহা নিশ্চিত হয়, তাহার কখনও ব্যতিক্রম ঘটে না; সুতরাং তদ্বিষয়ে সহজেই শ্রদ্ধা হওয়া উচিত। চতুর্থ প্রকরণে যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এখানেও ঠিক তদনুরূপই শব্দার্থ বুঝিতে হইবে; আর যে সমস্ত কথার অর্থ সেখানে ব্যাখ্যাত হয় নাই; এখানে কেবল সেই সমুদয় কথারই ব্যাখ্যা করিব॥

অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্য্যে বভূবতুর্মৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী চ। তয়োর্হ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব, স্ত্রীপ্রজ্ঞৈব তর্হি কাত্যায়নী, অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যোঽন্যদ্বৃত্তমুপাকরিষ্যন্ ॥ ৩১৬ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ। অথ (অনন্তরম্) হ (ঐতিহ্যে) যাজ্ঞবল্ক্যস্য (তদাখ্যস্য ঋষেঃ) মৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী চ দ্বে ভার্য্যে (পত্ন্যৌ) বভূবতুঃ; তয়োঃ (পত্ন্যোর্মধ্যে) মৈত্রেয়ী (তদাখ্যা পত্নী) ব্রহ্মবাদিনী (ব্রহ্মকথনশীলা) বভূব, তর্হি (তস্মিন্ কালে) কাত্যায়নী (তদাখ্যা পত্নী তু) স্ত্রীপ্রজ্ঞা (স্ত্রী-জনোচিতবুদ্ধিবিজ্ঞানসম্পন্না সরলা) [আসীৎ]। অথ (এবং সতি) যাজ্ঞবল্ক্যঃ অন্যৎ বৃত্তং (পূর্ব্বস্মাৎ গার্হস্থ্যলক্ষণাৎ ধর্ম্মাৎ অন্যৎ সন্ন্যাসলক্ষণং ধর্ম্মম্) উপাকরিষ্যন্ (গ্রহীষ্যন্ সন্—) ॥৩১৬॥১॥

মূলানুবাদ। অতঃপর যাজ্ঞবল্কীয় কাণ্ড মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণ আরব্ধ হইতেছে—যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নামে প্রসিদ্ধা দুই পত্নী ছিলেন; তন্মধ্যে মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন, আর কাত্যায়নী সাধারণ স্ত্রীজনোচিত বুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি অন্য বৃত্ত অর্থাৎ গার্হস্থ্য হইতে পৃথক্ সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিবেন মনে করিয়া— ॥৩১৬॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথেতি হেত্বপদেশানন্তর্য্যপ্রদর্শনার্থঃ। হেতু-প্রধানানি হি বাক্যান্যতীতানি, তদনন্তরমাগমপ্রধানেন প্রতিজ্ঞাতোঽর্থো নিগম্যতে মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণেন। হ-শব্দো বৃত্তাবদ্যোতকঃ। যাজ্ঞবল্ক্যস্য ঋষেঃ কিল দ্বে ভার্য্যে পত্ন্যৌ বভূবতুরাস্তাম্—মৈত্রেয়ী চ নামত একা, অপরা

কাত্যায়নী নামতঃ। তয়োর্ভার্য্যয়োঃ মৈত্রেয়ী হ কিল ব্রহ্মবাদিনী ব্রহ্ম-বদনশীলা বভূব আসীৎ। স্ত্রী-প্রজ্ঞা—স্ত্রিয়াং যা উচিতা, সা স্ত্রীপ্রজ্ঞৈব তর্হি তস্মিন্ কালে আসীৎ কাত্যায়নী। অথ এবং সতি হ কিল যাজ্ঞবল্ক্যঃ পূর্ব্বস্মাৎ গার্হস্থ্যলক্ষণাৎ বৃত্তাৎ পারিব্রাজ্যলক্ষণং বৃত্তম্ উপাকরিষ্যন্ উপাচিকীর্ষুঃ সন্— ॥ ৩১৬ ॥ ১

টীকা। যদ্যু বাক্যানি পূর্ব্বত্র ব্যাখ্যাতানি ন হেতুরূপদিষ্টমৎ কথং তদুপদেশানন্তর্য্যং সন্ন্যাসতাবৃতমবেতোরাত্মজ্ঞানভাবশযেন স্তোত্যতে, তত্রাহ—হেতুপ্রধানমানীতি। তদেব বৃত্তং ব্যনক্তি—যাজ্ঞবল্ক্যস্যেতি। অথেত্যাতার্থনাহ—এবং সতীতি। ভার্য্যাদ্বয়ে বর্ণিতরীত্যা স্থিতে যত্ত চ বৈরাগ্যাতিরেকে সতীতি যাবৎ। ৩১৬। ১।

ভাষ্যানুবাদ। অথ শব্দের অর্থ—হেতুপ্রদর্শনের আনন্তর্য্য, কারণ, ইতঃ পূর্ব্বে কারণপ্রদর্শক বাক্যসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে; তাহার পর এখন আগমপ্রধান (যুক্তিরহিত কেবল শব্দমাত্র-প্রধান) মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাত বিষয় সমূহ উপপাদিত হইতেছে। [শ্রুতির] 'হ' শব্দটী অতীত বৃত্তান্ত-দ্যোতক।

যাজ্ঞবল্ক্যনামক ঋষির দুইটী ভার্য্যা—পত্নী ছিলেন; এক জনের নাম মৈত্রেয়ী, অপরের নাম কাত্যায়নী। সেই উভয় ভার্য্যার মধ্যে মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী—ব্রহ্মবিষয়ক আলোচনায় তৎপরা ছিলেন, আর কাত্যায়নী তখনও স্ত্রীপ্রজ্ঞাই ছিলেন; স্ত্রীপ্রজ্ঞা অর্থ—স্ত্রীলোকের যেরূপ প্রজ্ঞা (জ্ঞান) থাকা আবশ্যক, সেইরূপ প্রজ্ঞা—গৃহোপযোগী প্রয়োজন নির্ব্বাহক্ষম বুদ্ধি তাহার ছিল। এরূপ অবস্থায় যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি অন্য বৃত্ত অর্থাৎ পূর্ব্বতন গার্হস্থ্য আশ্রম হইতে স্বতন্ত্র সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণেচ্ছু হইয়া—॥৩১৬॥১॥

মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রব্রজিষ্যন্ বা অরেঽহমস্মাৎ স্থানাদস্মি, হন্ত তেঽনয়া কাত্যায়ন্যান্তং করবাণীতি ॥ ৩১৭ ॥ ২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। যাজ্ঞবল্ক্যঃ হে মৈত্রেয়ি, ইতি [সম্বোধ্য] উবাচ হ—অরে (অয়ি মৈত্রেয়ি,) অহং অস্মাৎ স্থানাৎ (গার্হস্থ্যাৎ) প্রব্রজিষ্যন্ (প্রব্রজ্যাং গ্রহীষ্যন্) বৈ অস্মি (ভবামি)। হন্ত (প্রার্থনায়াম্) অনয়া কাত্যায়ন্যা (তদাখ্যয়া সপত্ন্যা সহ) তে (তব) অন্তং বিচ্ছেদং) করবাণি (প্রার্থনায়াং লোট্) ইতি ॥৩১৭॥২॥

মূলানুবাদ। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন—অরে মৈত্রেয়ি, আমি এই গার্হস্থ্য আশ্রম হইতে চলিয়া যাইব অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিব। যদি ইচ্ছা কর, তবে আমি তোমাকে এই কাত্যায়নীর সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে ইচ্ছা করি ॥৩১৭॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। হে মৈত্রেয়ীতি জ্যেষ্ঠাং ভার্য্যামামন্ত্রয়ামাস। আমন্ত্র্য চোবাচ হ—প্রব্রজিষ্যন্ পারিব্রাজ্যং করিষ্যন্ বা অরে মৈত্রেয়ি, অস্মাৎ স্থানাৎ গার্হস্থ্যাদহমস্মি ভবামি। মৈত্রেয়ি,অনুজানীহি মাম্; হন্ত ইচ্ছসি যদি, তে অনয়া কাত্যায়ন্যা অন্তং করবাণি—ইত্যাদি ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৩১৭ ॥২॥

টীকা। তস্যা ব্রহ্মবাদিত্বং তদামন্ত্রণদ্বারেণ তাং প্রত্যেব সংবাদে হেতুকর্ত্তব্যম্। তস্যা ব্রহ্মবাদিত্বং স্তোতয়িতুমিচ্ছসি যদীত্যুক্তম্ ॥ ৩১৭ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ। [যাজ্ঞবল্ক্য] হে মৈত্রেয়ি, বলিয়া জ্যেষ্ঠা ভার্য্যাকে আহ্বান করিলেন, এবং আহ্বান করিয়া বলিলেন—অরে মৈত্রেয়ি, আমি এই স্থান হইতে অর্থাৎ গার্হস্থ্যাশ্রম হইতে প্রব্রজ্যা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। তুমি আমাকে অনুমতি প্রদান কর। যদি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তোমাকে এই কাত্যায়নীর সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়া দিই অর্থাৎ তোমাদের ধন সম্পদ্ বিভাগ করিয়া দিতে পারি (১) ॥৩১৭॥২॥

সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ, স্যাং ন্বহং তেনামৃতাহো (৩) নেতি; নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যথৈবোপকরণবতাং জীবিতম্, তথৈব তে জীবিতংস্যাদমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেনেতি ॥ ৩।৮ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সা (এবং পৃষ্টা) মৈত্রেয়ী উবাচ (যাজ্ঞবল্ক্যম্ উক্তবতী) হ—ভগো (ভগবন্), নু (বিতর্কে) যৎ (যদি) বিত্তেন (ধনেন) পূর্ণা ইয়ং সর্ব্বা পৃথিবী মে (মম) স্যাৎ (ভবেৎ), নু (ভোঃ) অহং তেন (বিত্তপূর্ণপৃথিবীলাভেন (অমৃতা) অমরণশীলা—বিমুক্তা (স্যাম্) ভবেয়ম্ ?

---

(১) তাৎপর্য্য—এই শ্রুতি হইতে পঞ্চম ব্রাহ্মণের সমস্ত শ্রুতিই ইহার দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে, কোন কোন স্থলে সামান্যমাত্র পাঠভেদ আছে। এই কারণে সমস্ত শ্রুতির ব্যাখ্যা করেন নাই। যাহার আবশ্যক হয়, দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা পাইবেন।

ইতি; যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ—ন ইতি (অমৃতা ন ভবেঃ ইতি); [পরন্তু] উপকরণবতাং (ভোগসাধন সম্পন্নানাং) জীবিতং (জীবনং) যথা (যদ্বৎ সুখবহুলং) ভবেৎ, (তথা) তদ্বৎ (এব নিশ্চয়ে), তে (তব) জীবিতং স্যাৎ; বিত্তেন (ধনেন) তু (পুনঃ) অমৃতত্বস্য (মুক্তেঃ) আশা (সম্ভাবনাপি) ন অস্তি, [কা কথা তৎপ্রাপ্তেঃ] ইতি ॥৩১৮॥৩॥

মূলানুবাদ। সেই মৈত্রেয়ী বলিলেন- ভগবন্, যদি ধনপূর্ণা এই সম্পূর্ণ পৃথিবী আমার আয়ত্ত হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা আমি অমৃতা মরণরহিতা—বিমুক্তা হইতে পারিব কি না? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, না—অমৃতা হইতে পারিবে না, কিন্তু বিবিধ ভোগসাধনসম্পন্ন লোকদিগের জীবন যেরূপ (সুখবহুল) হয়, তোমারও ঠিক সেইরূপই হইবে, কিন্তু বিত্ত দ্বারা অমৃতত্ব লাভের আশাও নাই ॥৩১৮॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্॥ ০ ॥ ৩১৮ ॥ ৩॥

টীকা॥০ ॥৩১৮॥৩॥

সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাম্, কিমহং তেন কুর্য্যাম্, যদেব ভগবান্ বেদ, তদেব মে ব্রূহীতি ॥ ৩১৯ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ। সা (এবমুক্তা) মৈত্রেয়ী উবাচ হ—অহং যেন (বিত্তেন) অমৃতা ন স্যাম্ (ভবেয়ম্), অহং তেন (বিত্তেন) কিং কুর্য্যাম্ (ন কিমপীতি ভাবঃ), ভগবান্ (পূজনীয়ঃ ভবান্) যৎ এব বেদ (অমৃতত্বসাধনং জানাসি) তৎ এব মে (মহ্যং) ব্রূহি (কথয়) ইতি ॥৩১৯॥৪॥

মূলানুবাদ। এই কথার পর মৈত্রেয়ী বলিলেন, যাহা দ্বারা আমি অমৃতা হইব না, সেই বিত্ত দ্বারা আমি কি করিব? পূজনীয় আপনি যাহা (অমৃতত্ব লাভের নিশ্চিত সাধন) অবগত আছেন, তাহাই আমাকে বলুন ॥ ৩১৯ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সৈবমুক্তোবাচ মৈত্রেয়ী। সর্ব্বেয়ং পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ, নু কিং স্যাম্? কিমহং বিত্তসাধ্যেন কর্ম্মণা অমৃতা, আহো ন স্যামিতি। নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য ইত্যাদি সমানমন্যৎ ॥ ৩১৯ ॥ ৪ ॥

টীকা। মৈত্রেয়ী ত্বমৃতত্বমাত্রার্থিতামাত্মনো দর্শয়তি—নৈবমিতি। ৩১৯। ৪।

ভাষ্যানুবাদ। সেই মৈত্রেয়ী এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন—যদি ধনপূর্ণা এই সমস্ত পৃথিবী আমার হয়, [তাহা হইলে] আমি কি হইব? অর্থাৎ বিত্তসাধ্য কর্ম্ম দ্বারা আমি কি অমৃতা হইতে পারিব, অথবা পারিব না? যাজ্ঞবাক্য বলিলেন—না পারিবে না। অন্য অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায়॥ ৩১৯॥ ৪॥

স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—প্রিয়া বৈ খলু নো ভবতী সতী প্রিয়মবৃধৎ, হন্ত তর্হি ভবত্যেতদ্ব্যাখ্যাস্যামি তে, ব্যাচক্ষাণস্য তু মে নিদিধ্যাসস্বেতি॥ ৩২০॥ ৫॥

অন্বয়ার্থঃ। সঃ (এবমুক্তঃ) যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ—[হে মৈত্রেয়ি,] ভবতী নঃ (অস্মাকং) প্রিয়া (প্রীতিভাজনং) বৈ খলু (নিশ্চয়ে) সতী, প্রিয়ম্ (আনন্দম্) অবৃধৎ (অবধারিতবতী)। হন্ত (প্রার্থনায়াম্, আহ্লাদে বা), তর্হি হে ভবতি, তে (তুভ্যম্) এতৎ (অমৃতত্বসাধনম্) ব্যাখ্যাস্যামি (কথয়িষ্যামি); ব্যাচক্ষাণস্য (ব্যাখ্যাং কুর্ব্বতঃ) তু মে (মম) [কথায়াম্] নিদিধ্যাসস্ব (একাগ্রচিত্তা ভব) ইতি॥৩২০॥ ৫॥

মূলানুবাদ। মৈত্রেয়ী এই কথা বলিলে পর, যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—তুমি আমার যেমন প্রিয়া, তেমনই প্রিয় বিষয়ই অবধারণ করিয়াছ। ভাল, তুমি যদি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে ইহা (অমৃতত্ব সাধন) তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিতেছি, তুমি আমার কথায় মনো-যোগিনী হও॥ ৩২০॥ ৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স হোবাচ প্রিয়ৈব পূর্ব্বং খলু, নঃ অস্মভ্যং ভবতী ভবন্তী সতী প্রিয়মেব অবৃধৎ বর্দ্ধিতবতী নির্দ্ধারিতবত্যসি। অতস্তুষ্টোঽহম্; হন্ত ইচ্ছসি চেৎ, অমৃতত্বসাধনং জ্ঞাতুম্, হে ভবতি, তে তুভ্যং তদমৃতত্বসাধনং ব্যাখ্যাস্যামি॥ ৩২০॥ ৫॥

টীকা। গুরুপ্রসাদাধীনা বিদ্যাবাপ্তিরিতি দ্যোতনার্থমাহ—স হোবাচেতি। জানেচ্ছাতুল্যত্বাদ্দ্যোতনায় চেদিত্যুক্তম্। ৩২০। ৫।

ভাষ্যানুবাদ। সেই যাজ্ঞবাক্য বলিলেন—তুমি পূর্ব্বেই আমার

ভিভাজন ছিলে, এখনও তুমি প্রিয় বিষয়ই অবধারণ করিয়াছ ; অতএব আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি যদি অমৃতত্ব-সাধন জানিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে, হে ভবতি, তোমার নিকট সেই অমৃতত্ব-সাধন ব্যাখ্যা করিব॥ ৩২০॥ ৫॥

স হোবাচ—ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে পশূনাং কামায় পশবঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পশবঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি।

ন বা অরে বেদানাং কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি, আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদংসর্ব্বং বিদিতম্॥ ৩২১॥ ৬॥

অন্বয়ার্থঃ। সঃ (এবং পৃষ্টঃ) যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ—অরে (হে

মৈত্রেয়ি,) পত্যুঃ (স্বামিনঃ) কামায় (প্রীতয়ে) পতিঃ ন বৈ (নৈব) প্রিয়ঃ ভবতি, [পত্ন্যাইতিশেষঃ] ; তু (পুনঃ) আত্মনঃ (স্বস্যাঃ) কামায় পতিঃ [পত্ন্যাঃ) প্রিয়ঃ ভবতি। তথা অরে জায়ায়ৈ (জায়ায়াঃ) কামায় জায়া ন বৈ প্রিয়া ভবতি [পত্যুরিতি শেষঃ], তু (পুনঃ) আত্মনঃ (স্বস্য) কামায় জায়া [পত্যুঃ [প্রিয়া ভবতি। অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়াঃ ন বৈ ভবন্তি [পিতুঃ], তু (পুনঃ) আত্মনঃ কামায় পুত্রাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি [পিতু-রিতি শেষঃ]। অরে, বিত্তস্য (ধনস্য) কামায় বিত্তং ন বৈ প্রিয়ং ভবতি [ধনার্থিন ইতি শেষঃ], আত্মনঃ তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি। অরে, পশূনাং কামায় পশবঃ ন বৈ প্রিয়াঃ ভবন্তি, [গৃহস্থানামিতি শেষঃ], আত্মনঃ তু কামায় পশবঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি। অরে, ব্রহ্মণঃ (ব্রাহ্মণস্য) কামায় ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণঃ) ন বৈ প্রিয়ং ভবতি, আত্মনঃ তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। অরে, ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং ন বৈ প্রিয়ং ভবতি, আত্মনঃ তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। অরে, লোকানাং (স্বর্গাদীনাং) কামায় লোকাঃ ন বৈ প্রিয়াঃ ভবন্তি, আত্মনঃ তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। অরে, দেবানাং (ইন্দ্রাদীনাং) কামায় দেবাঃ ন বৈ প্রিয়াঃ ভবন্তি, আত্মনঃ তু কামায় দেবাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি। অরে, বেদানাং (ঋগাদীনাং) কামায় বেদাঃ ন বৈ প্রিয়াঃ ভবন্তি, আত্মনঃ তু কামায় বেদাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি। অরে, ভূতানাং (ক্ষিত্যাদীনাং, প্রাণিনাং বা) কামায় ভূতানি ন বৈ প্রিয়াণি ভবন্তি, আত্মনঃ তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। অরে, [কিং বহুনা,] সর্ব্বস্য (বস্তুমাত্রস্য) কামায় সর্ব্বং ন বৈ প্রিয়ং ভবতি, আত্মনঃ তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। অরে, আত্মা বৈ (এব) দ্রষ্টব্যঃ (সাক্ষাৎ কর্ত্তব্যঃ), [তদুপায়তয়া] শ্রোতব্যঃ (শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যাম্ শ্রুতিবিষয়ঃ কর্ত্তব্যঃ), [পশ্চাৎ সংশয়-নিরাসার্থম্] মন্তব্যঃ (অনুকূলতর্কেণ প্রতিকূলতর্কখণ্ডনপূর্ব্বকং শ্রুতার্থে দৃঢ়প্রত্যয়ঃ কর্ত্তব্যঃ), নিদিধ্যাসিতব্যঃ (শ্রুতার্থে চিত্তৈকতানত্বং কর্ত্তব্যম্)। অরে মৈত্রেয়ি, খলু (যতঃ) আত্মনি দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে (সাক্ষাদনুভূতে সতি) ইদং সর্ব্বং (জগৎ) বিদিতং (বিজ্ঞাতং ভবতি, আত্মনঃ সর্ব্বাত্মকত্বা-দিতিভাবঃ) ॥ ৩২১ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ। মৈত্রেয়ীর কথা শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন— —অরে মৈত্রেয়ি পতির কামের (প্রীতির) জন্য পতি কখনই পত্নীর

প্রিয় হয় না ; পরন্তু আত্ম-প্রীতির জন্যই পত্নী পতির প্রিয়া হইয়া থাকে। অরে মৈত্রেয়ি, পত্নীর প্রীতির জন্য পত্নী কখনই পতির প্রিয়া হয় না ; পরন্তু আত্ম-প্রীতির জন্যই পতি পত্নীর প্রিয় হইয়া থাকে। অরে পুত্রগণের প্রীতির জন্য পুত্রগণ কখনই পিতার প্রিয় হয় না, পরন্তু আত্মার প্রীতির জন্যই পুত্রগণ প্রিয় হয়। অরে মৈত্রেয়ি, বিত্তের প্রীতির জন্য বিত্ত কখনই প্রিয় হয় না ; পরন্তু আত্ম-প্রীতির জন্যই বিত্ত সকলের প্রিয় হইয়া থাকে। অরে মৈত্রেয়ি, পশুগণের প্রীতির জন্য কখনই পশুগণ প্রিয় হয় না ; কিন্তু আত্মার প্রীতির জন্যই পশুগণ সকলের প্রিয় হইয়া থাকে। অরে মৈত্রেয়ি, ব্রাহ্মণের প্রীতির জন্য কখনই ব্রাহ্মণগণ কাহারো প্রিয় হয় না ; পরন্তু আত্মার প্রীতির জন্যই ব্রাহ্মণগণ প্রিয় হইয়া থাকেন। অরে মৈত্রেয়ি, ক্ষত্রিয়ের প্রীতির জন্য ক্ষত্রিয় কখনই প্রিয় হয় না, পরন্তু আত্মার প্রীতির জন্যই ক্ষত্রিয়-গণ সকলের প্রিয় হইয়া থাকে। অরে মৈত্রেয়ি, স্বর্গাদি লোকের প্রীতির জন্য স্বর্গাদি লোকসমূহ কাহারও প্রিয় হয় না, পরন্তু আত্ম-প্রীতির জন্যই স্বর্গাদি লোকসমূহ সকলের প্রিয় হইয়া থাকে। অরে মৈত্রেয়ি, দেবগণের প্রীতির জন্য কখনই দেবগণ প্রিয় হন না ; পরন্তু আত্মার প্রীতির জন্যই দেবগণ সকলের প্রিয় হইয়া থাকেন। অরে মৈত্রেয়ি, ঋক্ প্রভৃতি বেদসমূহের প্রীতির জন্য বেদসমূহ কখনই লোকের প্রিয় হয় না ; পরন্তু আত্মার প্রীতির জন্যই বেদসমূহ সকলের প্রিয় হইয়া থাকে। অরে মৈত্রেয়ি, ভূতগণের প্রীতির জন্য ভূতগণ কখনই লোকের প্রিয় হয় না ; পরন্তু আত্মার প্রীতির জন্যই ভূতগণ সকলের প্রিয় হইয়া থাকে। অরে মৈত্রেয়ি, [অধিক কি,] সকলের প্রীতির জন্যই সকলে অর্থাৎ কাহারো প্রীতির জন্যই কেহ কাহারও প্রিয় হয় না ; পরন্তু আত্ম-প্রীতির জন্যই সকলে সকলের প্রিয় হইয়া থাকে। অরে মৈত্রেয়ি, অতএব আত্মাকেই দর্শন করিবে (সাক্ষাৎ করিবে), [শাস্ত্র ও আচার্য্যের নিকট হইতে] শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, এবং নিদিধ্যাসন করিবে। অরে মৈত্রেয়ি, আত্মাকে দর্শন

করিলে, শ্রবণ করিলে, মনন করিলে ও নিদিধ্যাসন করিলে এবং বিশেষ ভাবে অবগত হইলে, এই সমস্ত জগৎই বিজ্ঞাত হয়; [কারণ, আত্মার অতিরিক্ত কোন বস্তু জগতে নাই] ॥ ৩২১ ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আত্মনি খল্বরে মৈত্রেয়ি দৃষ্টে। কথং দৃষ্ট আত্মনীত্যুচ্যতে—পূর্ব্বমাচার্য্যাগমাভ্যাং শ্রুতে, পুনস্তর্কেণোপপত্ত্যা মতে, বিচারিতে। শ্রবণন্ত্বাগমমাত্রেণ; মতে উপপত্ত্যা, পশ্চাদ্বিজ্ঞাতে—এবমেতন্নান্যথেতি নির্দ্ধারিতে; কিং ভবতীত্যুচ্যতে—ইদং বিদিতং ভবতি; ইদং সর্ব্বমিতি যদাত্মনোঽন্যৎ, আত্মব্যতিরেকেণাভাবাৎ ॥ ৩২১ ॥ ৬ ॥

টীকা। ব্যাখ্যানপ্রকারমেবাহ—আত্মনীতি। দৃষ্টে সর্ব্বমিদং বিদিতং ভবতীত্যত্তরত্র সম্বন্ধঃ। কেনোপায়েনাত্মনি দৃষ্টে সর্ব্বং দৃষ্টং ভবতীত্যুপায়ং পৃচ্ছতি—কথমিতি। আত্মদর্শনোপায়ং শ্রবণাদিকং দর্শয়ন্নুত্তরমাহ—উচ্যত ইতি। উক্তোপায়ফলং প্রশ্নপূর্ব্বকমাহ—কিমিত্যাদিনা। ইদং সর্ব্বমিত্যনূদ্য তদর্থমাহ—যদাত্মনোঽন্যদিতি। তদাত্মনি দৃষ্টে দৃষ্টং স্যাদিতি শেষঃ। কথমন্যস্মিন্ দৃষ্টে সত্যন্যৎ দৃষ্টং ভবতি; তত্রাহ—আত্মব্যতিরেকেণেতি। ৩২১। ৬।

ভাষ্যানুবাদ। অরে মৈত্রেয়ি, আত্মাকে দর্শন করিলে; কিরূপে আত্মাকে দর্শন করিলে? তদুত্তরে বলিতেছেন—প্রথমে আচার্য্য ও শাস্ত্রবাক্য হইতে শ্রবণ করিলে; পরে তর্ক ও যুক্তি দ্বারা বিচার করিলে; কেবল শাস্ত্রবাক্য হইতেও শ্রবণ সম্ভব হয়, পরে যুক্তি দ্বারা তাহার মনন করিতে হয়, অনন্তর বিজ্ঞান—ইহা এই প্রকারই অন্য প্রকার নহে, এইরূপে নির্দ্ধারণ করিতে হয়; তাহার পর কি হয়, বলিতেছেন—এই সমস্ত বিদিত হয় অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে আত্মাতিরিক্ত কিছু না থাকায়, যাহা কিছু আত্মাতিরিক্ত বলিয়া মনে হয়, সে সমুদয়ই বিজ্ঞাত হয়, [কিছুই অবিজ্ঞাত থাকে না] ॥৩২১॥৬॥

ব্রহ্ম তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ ব্রহ্ম বেদ, ক্ষত্রং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ, লোকাস্তং পরাদুর্য্যোঽন্যত্রাত্মনো লোকান্ বেদ, দেবাস্তং পরাদুর্য্যোঽন্যত্রাত্মনো দেবান্ বেদ, বেদাস্তং পরাদুর্য্যোঽন্যত্রাত্মনো বেদান্ বেদ, ভূতানি তং পরাদুর্য্যোঽন্যত্রাত্মনো ভূতানি বেদ, সর্ব্বং তং

পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ, ইদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমে বেদা ইমানি সর্ব্বাণি ভূতানীদংসর্ব্বং যদয়মাত্মা ॥ ৩২২ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণজাতিঃ) তং (জনং) পরাদাৎ (পরা-কুর্য্যাৎ বঞ্চয়তি), [কম্?] যঃ আত্মনঃ অন্যত্র (আত্মব্যতিরেকেণ) ব্রহ্ম বেদ (জানাতি); ক্ষত্রং (কর্ত্তৃ) তং (জনং) পরাদাৎ; যঃ আত্মনঃ অন্যত্র ক্ষত্রং (ক্ষত্রিয়জাতিং) বেদ; লোকাঃ (স্বর্গাদয়ঃ) তং (জনং) পরাদুঃ (বঞ্চয়ন্তি); যঃ আত্মনঃ অন্যত্র লোকান্ বেদ; তথা দেবাঃ তং পরাদুঃ, যঃ আত্মনঃ অন্যত্র দেবান্ বেদ; বেদাঃ তং পরাদুঃ, যঃ আত্মনঃ অন্যত্র বেদান্ বেদ। ভূতানি তং পরাদুঃ, যঃ আত্মনঃ অন্যত্র ভূতানি বেদ। [কিং বহুনা,] সর্ব্বং তং পারাদাৎ, যঃ আত্মনঃ অন্যত্র সর্ব্বং বেদ। ইদং ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণজাতিঃ), ইদং ক্ষত্রং, ইমে লোকাঃ, ইমে দেবাঃ, ইমে বেদাঃ, ইমানি ভূতানি, ইদং সর্ব্বম্ [এব] [কিম্?] যৎ (যঃ) অয়ং (প্রকৃতঃ) আত্মা [এতৎ সর্ব্বম্ আত্মস্বরূপমেবেতি ভাবঃ।] ॥৩২॥৭॥

মূলানুবাদ। ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতি তাহাকে পরাস্ত—বঞ্চিত করে, যে লোক ব্রাহ্মণজাতিকে আত্মভিন্ন বলিয়া জানে। ক্ষত্রিয় জাতি তাহাকে বঞ্চিত করে, যে লোক ক্ষত্রিয় জাতিকে আত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া জানে। স্বর্গাদি লোকসমূহও তাহাকে বঞ্চিত করে, যে ব্যক্তি স্বর্গাদি লোকসমূহকে আত্মা হইতে অতিরিক্ত বলিয়া জানে। দেবতাগণ তাহাকে বঞ্চিত করে, যে লোক দেবতাগণকে আত্মা হইতে অতিরিক্ত বলিয়া জানে। বেদসমূহ তাহাকে বঞ্চিত করে, যে লোক বেদসমূহকে আত্ম-ব্যতিরিক্ত বলিয়া জানে। ভূতগণ তাহাকে বঞ্চিত করে, যে লোক ভূতসমূহকে আত্মা হইতে অতিরিক্ত বলিয়া জানে। অধিক কি, সমস্তই তাহাকে বঞ্চিত করে, যে লোক সমস্তকে আত্মা হইতে অতিরিক্ত বলিয়া জানে। এই ব্রাহ্মণ এই ক্ষত্রিয়, এই সমস্ত দেবতা, এই সমস্ত বেদ, এই সমস্ত ভূত, অধিক কি, এই সমস্তই এই আত্মার স্বরূপ ॥৩২২॥৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথ অযথার্থদর্শিনং পরাদাৎ পরাকুর্য্যাৎ—কৈবল্যাসম্বন্ধিনং কুর্য্যাৎ—অয়ম্ অনাত্মস্বরূপেণ মাং পশ্যতীত্যপরাধাদিতি-ভাবঃ॥ ৩২২॥ ৭॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই অযথার্থদর্শীকে (মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষকে) পরাকৃত করিবে, অর্থাৎ তাহাকে কৈবল্যসম্বন্ধরহিত করিবে, এই ব্যক্তি আমাকে আত্মসম্বন্ধশূন্যরূপে দর্শন করিতেছে; সুতরাং অপরাধ করিতেছে; এই অপরাধবশতঃ [তাহাকে সকলেই বঞ্চিত করে]॥ ৩২২॥ ৭॥

স যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্গ্রহণায় দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীতঃ॥৩২৩॥৮॥

অন্বয়ার্থঃ। আত্মবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞাননিষ্পত্তৌ দৃষ্টান্তমাহ—"স যথা" ইত্যাদি। [অস্মিন্ বিষয়ে] সঃ (প্রসিদ্ধঃ দৃষ্টান্তঃ অস্তি); যথা দুন্দুভেঃ (বাদ্যবিশেষস্য) হন্যমানস্য (বাদ্যমানস্য সতঃ) বাহ্যান্ (ইতরান্) শব্দান্ (ধ্বনীন্) গ্রহণায় (গ্রহীতুং) শক্নুয়াৎ (সমর্থঃ ভবেৎ। [কশ্চিৎ]; তু (পুনঃ) দুন্দুভেঃ (দুন্দুভধ্বনেঃ) দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা গ্রহণেন শব্দঃ (বাহ্যো ধ্বনিঃ) গৃহীতঃ [ভবতি ইতি শেষঃ] (পূর্ব্বমপি ব্যাখ্যাতেয়ংশ্রুতিঃ) ॥৩২৩॥৮॥

মূলানুবাদ। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত এই—যেমন দুন্দুভি বাদ্য আহত (বাদিত) হইলে পর, অপর কোন শব্দই কেহ পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না; পরন্তু দুন্দুভির কিংবা দুন্দুভি-ধ্বনির গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে অন্য শব্দও গৃহীত হয়, [তেমনি আত্ম-বিজ্ঞানেই অপর সমস্ত বিজ্ঞাত হয়] ॥৩২৩॥৮॥

স যথা শঙ্খস্য ধ্মায়মানস্য ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্গ্রহণায়, শঙ্খস্য তু গ্রহণেন শঙ্খধ্মস্য বা শব্দো গৃহীতঃ॥৩২৪॥৯॥

অন্বয়ার্থঃ। কিঞ্চ, অত্র সঃ (প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তঃ) যথা শঙ্খস্য ধ্মায়-মানস্য (শব্দায়মানস্য সতঃ) বাহ্যান্ (ইতরান্) শব্দান্ গ্রহণায় ন শক্নুয়াৎ [কশ্চিৎ ইতি শেষঃ]; তু (পুনঃ) শঙ্খস্য শঙ্খধ্মস্য (শঙ্খধ্বনেঃ) বা গ্রহণেন শব্দঃ (ইতরঃ ধ্বনিঃ) গৃহীতঃ (ভবতি), (তদ্বৎ আত্মগ্রহণেনৈব জগৎ সর্ব্বং গৃহীতং ভবতীতি ভাবঃ) ॥৩২৪॥৯॥

মূলানুবাদ। এ বিষয়ে আরও দৃষ্টান্ত এই—যেমন শঙ্খ বায়ুপূরিত হইলে, কেহই অন্য কোন শব্দ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না; পরন্তু শঙ্খ বা শঙ্খধ্বনির গ্রহণে অন্য শব্দও গৃহীত হয়; তেমনি, আত্মগ্রহণে অপর সমস্তও গৃহীত হইয়া যায়॥ ৩২৪ ॥ ৯ ॥

স যথা বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্‌গ্রহণায়, বীণায়ৈ তু গ্রহণেন বীণাবাদস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥৩২৫॥১০॥

অন্বয়ার্থঃ। সঃ (দৃষ্টান্তঃ) যথা বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ (বীণায়াং বাদ্যমানায়াং সত্যাম্) বাহ্যান্ শব্দান্ গ্রহণায় (গ্রহীতুং) ন শক্নুয়াৎ; তু (পুনঃ) বীণায়ৈ (বীণায়াঃ) বীণাবাদস্য বা গ্রহণেন শব্দঃ (বাহ্যঃ শব্দঃ) গৃহীতঃ ভবতি, [এবম্] ॥ ৩২৫ ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ। [এ বিষয়ে] দৃষ্টান্ত এই—যেমন বীণাযন্ত্রবাদিত হইতে থাকিলে বাহিরের অপর শব্দ পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করা যায় না; পরন্তু বীণার বা বীণাধ্বনির গ্রহণের সঙ্গে অপর শব্দও গৃহীত হয়, [এইরূপ] ॥ ৩২৫ ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ॥৩২৫॥১০॥

টীকা ॥৩২৫॥১০॥

স যথার্দ্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতস্য পৃথগ্‌ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানীষ্টংহুতমাশিতং পায়িতমযঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতান্যস্যৈবৈতানি সর্ব্বাণি নিশ্বসিতানি ॥৩২৬॥১১॥

অন্বয়ার্থঃ। সঃ (দৃষ্টান্তঃ) যথা, আর্দ্রৈধাগ্নেঃ (সজলকাষ্ঠগতস্য অগ্নেঃ) অভ্যাহিতস্য (প্রজ্বলিতস্য সতঃ) পৃথক্ (বিবিধাঃ) ধূমাঃ বিনিশ্চরন্তি (বিনির্গচ্ছন্তি), অরে (হে মৈত্রেয়ি,) এবং (উক্তদৃষ্টান্তবৎ) অস্য (প্রকৃতস্য) মহতঃ ভূতস্য [স্বতঃসিদ্ধস্য নিত্যস্য ব্রহ্মণঃ] নিশ্বসিতং

শাঙ্করভাষ্যম্। অথ অযথার্থদর্শিনং পরাদাৎ পরাকুর্য্যাৎ—কৈবল্যাসম্বন্ধিনং কুর্য্যাৎ—অয়ম্ অনাত্মস্বরূপেণ মাং পশ্যতীত্যপরাধাদিতি-ভাবঃ ॥ ৩২২ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই অযথার্থদর্শীকে (মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষকে) পরাকৃত করিবে, অর্থাৎ তাহাকে কৈবল্যসম্বন্ধরহিত করিবে, এই ব্যক্তি আমাকে আত্মসম্বন্ধ শূন্যরূপে দর্শন করিতেছে; সুতরাং অপরাধ করিতেছে; এই অপরাধবশতঃ [তাহাকে সকলেই বঞ্চিত করে] ॥ ৩২২ ॥ ৭ ॥

স যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্‌গ্রহণায় দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥৩২৩॥৮॥

সরলার্থঃ। আত্মবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞাননিষ্পত্তৌ দৃষ্টান্তমাহ—"স যথা" ইত্যাদি। [অস্মিন্ বিষয়ে] সঃ (প্রসিদ্ধঃ দৃষ্টান্তঃ অস্তি); যথা দুন্দুভেঃ (বাদ্যবিশেষস্য) হন্যমানস্য (বাদ্যমানস্য সতঃ) বাহ্যান্ (ইতরান্) শব্দান্ (ধ্বনীন্) গ্রহণায় (গ্রহীতুং) শক্নুয়াৎ (সমর্থঃ ভবেৎ) [কশ্চিৎ]; তু (পুনঃ) দুন্দুভেঃ (দুন্দুভধ্বনেঃ) দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা গ্রহণেন শব্দঃ (বাহ্যো ধ্বনিঃ) গৃহীতঃ [ভবতি ইতি শেষঃ] (পূর্ব্বমপি ব্যাখ্যাতেয়ংশ্রুতিঃ) ॥৩২৩॥৮॥

মূলানুবাদ। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত এই—যেমন দুন্দুভি বাদ্য আহত (বাদিত) হইলে পর, অপর কোন শব্দই কেহ পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না; পরন্তু দুন্দুভির কিংবা দুন্দুভি-ধ্বনির গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে অন্য শব্দও গৃহীত হয়, [তেমনি আত্ম-বিজ্ঞানেই অপর সমস্ত বিজ্ঞাত হয়] ॥৩২৩॥৮॥

স যথা শঙ্খস্য ধ্মায়মানস্য ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্‌গ্রহণায়, শঙ্খস্য তু গ্রহণেন শঙ্খধ্মস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ৩২৪॥৯॥

সরলার্থঃ। কিঞ্চ, অত্র সঃ (প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তঃ) যথা শঙ্খস্য ধ্মায়-মানস্য (শব্দায়মানস্য সতঃ) বাহ্যান্ (ইতরান্) শব্দান্ গ্রহণায় ন শক্নুয়াৎ [কশ্চিৎ ইতি শেষঃ]; তু (পুনঃ) শঙ্খস্য শঙ্খধ্মস্য (শঙ্খধ্বনেঃ) বা গ্রহণেন শব্দঃ (ইতরঃ ধ্বনিঃ) গৃহীতঃ (ভবতি), (তদ্বৎ আত্মগ্রহণেনৈব অন্যৎ সর্ব্বং গৃহীতং ভবতীতি ভাবঃ) ॥৩২৪॥৯॥

মূলানুবাদ। এ বিষয়ে আরও দৃষ্টান্ত এই—যেমন শঙ্খ বায়ুপূরিত হইলে, কেহই অন্য কোন শব্দ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না; পরন্তু শঙ্খ বা শঙ্খধ্বনির গ্রহণে অন্য শব্দও গৃহীত হয়; তেমনি, আত্মগ্রহণে অপর সমস্তও গৃহীত হইয়া যায়॥ ৩২৪ ॥ ৯ ॥

স যথা বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্গ্রহণায়, বীণায়ৈ তু গ্রহণেন বীণাবাদস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥৩২৫॥১০॥

অন্বয়ার্থঃ। সঃ (দৃষ্টান্তঃ) যথা বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ (বীণায়াং বাদ্যমানায়াং সত্যাম্) বাহ্যান্ শব্দান্ গ্রহণায় (গ্রহীতুং) ন শক্নুয়াৎ; তু (পুনঃ) বীণায়ৈ (বীণায়াঃ) বীণাবাদস্য বা গ্রহণেন শব্দঃ (বাহ্যঃ শব্দঃ) গৃহীতঃ ভবতি, [এবম্]॥ ৩২৫ ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ। [এ বিষয়ে] দৃষ্টান্ত এই—যেমন বীণাযন্ত্রবাদিত হইতে থাকিলে বাহিরের অপর শব্দ পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করা যায় না; পরন্তু বীণার বা বীণাধ্বনির গ্রহণের সঙ্গে অপর শব্দও গৃহীত হয়, [এইরূপ]॥ ৩২৫ ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ॥৩২৫॥১০॥

টীকা ॥৩২৫॥১০॥

স যথার্দ্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতস্য পৃথগ্‌ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানীষ্টংহুতমাশিতং পায়িতমযঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতান্যস্যৈবৈতানি সর্ব্বাণি নিশ্বসিতানি ॥২২৬॥১১॥

অন্বয়ার্থঃ। সঃ (দৃষ্টান্তঃ) যথা, আর্দ্রৈধাগ্নেঃ (সজলকাষ্ঠগতস্য অগ্নেঃ) অভ্যাহিতস্য (প্রজ্বলিতস্য সতঃ) পৃথক্ (বিবিধাঃ) ধূমাঃ বিনিশ্চরন্তি (বিনির্গচ্ছন্তি), অরে (হে মৈত্রেয়ি,) এবং (উক্তদৃষ্টান্তবৎ) অস্য (প্রকৃতস্য) মহতঃ ভূতস্য [স্বতঃসিদ্ধস্য নিত্যস্য ব্রহ্মণঃ] নিশ্বসিতং

(নিঃশ্বাসবৎ অযত্নপ্রসৃতম্) এতৎ। [এতৎকিম্] যৎ ঋগ্বেদঃ, যজুর্ব্বেদঃ, সামবেদঃ, অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ,ইতিহাসঃ, পুরাণং, বিদ্যাঃ,উপনিষদঃ,শ্লোকাঃ, সূত্রাণি, ব্যাখ্যানানি, অনুব্যাখ্যানানি, ইষ্টং, হুতং, আশিতম্ (অন্নং), পায়িতং (পেয়ং), অয়ং চ লোকঃ, পরশ্চ লোকঃ (স্বর্গাদি), সর্ব্বাণিচ ভূতানি, এতানি সর্ব্বাণি অস্য (ব্রহ্মণঃ) এব নিশ্বসিতানি (নিঃশ্বাসবদযত্নপ্রসৃতানি) ॥৩২৬॥১১॥

মূলানুবাদ। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেমন আর্দ্র কাষ্ঠ-সংযুক্ত অগ্নি হইতে নানাপ্রকার ধূমসমূহ নির্গত হয়, তেমনি এই নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্ম হইতে নিঃশ্বাসবৎ অযত্নে এই সমস্ত নির্গত হইয়াছে—ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষদ্, শ্লোকসমূহ, সূত্রসমূহ, অনুব্যাখ্যান, ব্যাখ্যান, ইষ্ট (যাগ), হুত (হোম), অন্ন, পান, এবং বর্ত্তমান লোক, পর লোক ও সমস্ত ভূত, এ সমস্ত ইহারই নিশ্বাস অর্থাৎ নিশ্বাসের ন্যায় অযত্নপ্রসূত ॥৩২৬॥১১॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। চতুর্থে শব্দনিশ্বাসেনৈব লোকাদ্যর্থনিশ্বাসঃ সামর্থ্যাদুক্তো ভবতীতি পৃথঙ্ নোক্তঃ; ইহ তু সর্ব্বশাস্ত্রার্থোপসংহার ইতি কৃত্বা অর্থপ্রাপ্তোঽপ্যর্থঃ স্পষ্টীকর্ত্তব্য ইতি পৃথগুচ্যতে॥ ৩২৬॥ ১১॥

টীকা। যথাত্রৈ ধায়েরিত্যাদাবিষ্টং ততবিতাদ্যধিকং দৃষ্টং, তত্রার্থমাহ চতুর্থ ইতি। সামর্থ্যাদর্থসূত্রত শব্দস্যানুপপত্তেরিত্যর্থঃ। নযত্রাপি সামর্থ্যাবিশেষাৎ পৃথগুক্তিরযুক্তে-ত্যাশঙ্ক্যাহ—ইহ ত্বিতি। ৩২৬। ১১।

ভাষ্যানুবাদ। [দ্বিতীয় অধ্যায়ের] চতুর্থ ব্রাহ্মণে শব্দকে নিশ্বাসবৎ প্রসৃত বলাতেই ফলে ফলে লোকাদি বিষয়গুলিরও নিশ্বাসবৎ আবির্ভাব বলাই হইয়াছে ; এই কারণে সেখানে আর লোকাদির আবির্ভাবের কথা পৃথক্ করিয়া বলা হয় নাই ; কিন্তু এখানে যখন সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য সমস্ত বিষয়ের উপসংহার করা হইতেছে, তখন এখানে প্রকান্তর-লভ্য বিষয়ও স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করা উচিত ; এই কারণে এখানে লোকাদিরও পৃথক্ উল্লেখ করা হইল ॥৩২৬॥১১॥

স যথা সর্ব্বাসামপাং সমুদ্র একায়নমেবং সর্ব্বেষাং স্পর্শানাং ত্বগেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং গন্ধানাং নাসিকে একায়নমেবং সর্ব্বেষাং রসানাং জিহ্বৈকায়নমেবং সর্ব্বেষাং রূপাণাং চক্ষু-

রেকায়নমেবং সর্ব্বেষাংশ্চ শব্দানাংশ্চ শ্রোত্রমেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং সঙ্কল্পানাং মন একায়নমেবং সর্ব্বাসাং বিদ্যানাং হৃদয়মেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং হস্তাবেকায়নমেবং সর্ব্বেষামানন্দানামুপস্থ একায়নমেবং সর্ব্বেষাং বিসর্গাণাং পায়ুরেকায়নমেবং সর্ব্বেষামধ্বনাং পাদাবেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং বেদানাং বাগেকায়নম্ ॥৩২৭॥১২॥

অন্বয়ার্থঃ। সঃ (দৃষ্টান্তঃ) যথা সমুদ্রঃ সর্ব্বাসাম্ অপাং (জলানাং) একায়নং (এক আশ্রয়ঃ), এবং (যথা) সর্ব্বেষাং স্পর্শানাং ত্বক্ (ত্বগিন্দ্রিয়ং) একায়নং, এবং সর্ব্বেষাং গন্ধানাং নাসিকে (নাসারন্ধ্রদ্বয়ং) একায়নং; এবং (যথা) সর্ব্বেষাং রসানাং জিহ্বা একায়নম্; এবং সর্ব্বেষাং রূপাণাং চক্ষুঃ একায়নম্; এবং (যথা) সর্ব্বেষাং শব্দানাং শ্রোত্রম্ একায়নম্; এবং (যথা) সর্ব্বেষাং সংকল্পানাং মনঃ একায়নম্; এবং সর্ব্বেষাং বিদ্যানাং হৃদয়ম্ একায়নম্; এবং সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং (ক্রিয়াণাং) হস্তৌ একায়নম্; এবং সর্ব্বেষাং আনন্দানাং উপস্থঃ একায়নম্, এবং সর্ব্বেষাং বিসর্গাণাং পায়ুঃ একায়নম্, এবং সর্ব্বেষাং অধ্বনাং পাদৌ একায়নম্; এবং সর্ব্বেষাং বেদানাং বাক্ একায়নম্; [তথা ব্রহ্মাপীতি শেষঃ] ॥ ৩১৭ ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে,—সমুদ্র যেরূপ সমস্ত জলের একমাত্র আশ্রয়, ত্বগিন্দ্রিয় যেরূপ সমস্ত স্পর্শের একমাত্র আশ্রয়, নাসিকা যেরূপ সমস্ত গন্ধের একমাত্র আশ্রয়, জিহ্বা যেরূপ সমস্ত রসের একমাত্র আশ্রয়, চক্ষু যেরূপ সমস্ত রূপের একমাত্র আশ্রয়, শ্রবণেন্দ্রিয় যেরূপ সমস্ত শব্দের একমাত্র আশ্রয়, মন যেরূপ সমস্ত সংকল্পের একমাত্র আশ্রয়, হৃদয় যেরূপ সমস্ত বিদ্যার একমাত্র নিলয়, হস্তদ্বয় যেরূপ সমস্ত কর্ম্মের একমাত্র আশ্রয়, উপস্থ (গুহ্যেন্দ্রিয়) যেরূপ সমস্ত আনন্দের একমাত্র আলয়, পায়ু (মলদ্বার) যেরূপ সমস্ত ত্যাগের একমাত্র আশ্রয়, পাদদ্বয় যেরূপ সমস্ত পথের প্রধান আয়তন এবং বাগিন্দ্রিয় যেরূপ সমস্ত বেদের একমাত্র আয়তন, (ব্রহ্মও সেইরূপ সমস্ত জগতের একমাত্র আশ্রয়) ॥৩২৭॥১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্॥ ০ ॥৩২৭॥ ১২॥

টীকা॥ ০ ॥৩২৭॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ। ॥০॥৩২৭॥১২॥

স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এবৈবং বা অরেঽয়মাত্মানন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীত্যরে ব্রবীমীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ।৩২৮।১৩।।

অন্বয়লার্থঃ। সঃ (দৃষ্টান্তঃ) যথা, সৈন্ধবঘনঃ (সৈন্ধবপিণ্ডং) অনন্তরঃ অবাহ্যঃ (বাহ্যান্তররহিতঃ) কৃৎস্নঃ (সকলঃ) রসঘনঃ (লবণরসাত্মকঃ) এব, অরে মৈত্রেয়ি, এবং বৈ (এবম্ এব) অয়ং (প্রস্তুতঃ) আত্মা অনন্তরঃ, অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘনঃ (জ্ঞানৈকমূর্ত্তিঃ) এব, এতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় (ভূতানি আশ্রিত্য) সমুত্থায় তানি (ভূতানি) এব অনুবিনশ্যতি, প্রেত্য (মৃত্বা—মৃত্যোঃ অনন্তরং) সংজ্ঞা (সম্যক্ পরিচয়ঃ) ন অস্তি, ইতি অরে মৈত্রেয়ি, ব্রবীমি—ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ (মৈত্রেয়ীম্ উক্তবান্) ॥৩২৮॥১৩॥

মূলানুবাদ। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—সৈন্ধব লবণের খণ্ড যেরূপ সমস্তই লবণরসময়, তাহার আর ভিতরে বাহিরে প্রভেদ নাই; অরে মৈত্রেয়ি, এই আত্মাও ঠিক তদ্রূপ প্রজ্ঞানঘনই (জ্ঞানমূর্ত্তিই), তাহার অন্তরে ও বাহিরে কোন প্রভেদ নাই। এই প্রজ্ঞানঘন আত্মা কথিত ভূতবর্গকে অবলম্বন করিয়া উত্থিত হয়—জীবভাবে আবির্ভূত হয়, তাহার পর সেই ভূতবর্গের নাশের সঙ্গেই বিলীন হয়; মৃত্যুর পর আর তাহার কোন সংজ্ঞা বা বিশেষ বোধ থাকে না; হে মৈত্রেয়ি, আমি তোমাকে এই প্রকারই উপদেশ দিতেছি; যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ বলিলেন॥ ৩২৮ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সর্ব্বকার্য্যপ্রলয়ে বিদ্যানিমিত্তে সৈন্ধবঘনবদনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এক আত্মাঅবতিষ্ঠতে; পূর্ব্বং ভূতমাত্রাসংসর্গবিশেষাৎ লব্ধবিশেষবিজ্ঞানঃ, তস্মিন্ প্রবিলাপিতে বিদ্যয়া বিশেষবিজ্ঞানে, তন্নিমিত্তে চ ভূতসংসর্গে, ন প্রেত্য সংজ্ঞাঽস্তীত্যেবং যাজ্ঞবল্ক্যেনোক্তা ॥৩২৮॥ ১৩ ॥

টীকা। স যথা সৈন্ধবঘন ইত্যাদিবাক্যতাৎপর্য্যমাহ—অর্ব্বকার্য্যেতি। এতেভ্যো ভূতেভ্য ইত্যাদেরর্থমাহ—পূর্ব্বং স্থিতি। আনোদয়াৎ প্রাগবস্থায়ামিত্যর্থঃ। নহিবিশেষ-বিজ্ঞানঃ সন্ ব্যবহরতীতি শেষঃ। প্রবিলাপিতে তস্মেত্যধ্যাহারঃ। ৩২৮। ১৩।

ভাষ্যানুবাদ। ব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবে সমস্ত অবিদ্যা ও তৎকার্য্য বিলীন হইলে পর, আত্মা তখন বাহ্যাভ্যন্তরবর্জ্জিত পূর্ণ একমাত্র প্রজ্ঞানঘনরূপেই অবস্থান করে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে সূক্ষ্মভূতাত্মক বস্তুসম্বন্ধনি-বন্ধন বিশেষ-বিজ্ঞানসম্পন্ন থাকে; ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা সেই সূক্ষ্ম ভূতের সংসর্গ ও তৎকৃত বিশেষ জ্ঞান বিলীন হইয়া যায়; তাহার পরে প্রেত্যভাব হয়; প্রেত্যভাবের পর আর কোন সংজ্ঞা অর্থাৎ 'আমি অমুক' ইত্যাদি জ্ঞান থাকে না। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে এই কথা বলিলে পর—। ৩২৩॥ ১৩॥

সা হোবাচ মৈত্রেয্যত্রৈব মা ভগবান্মোহান্তমাপীপিপন্ন বা অহমিমং বিজানামীতি। স হোবাচ ন বা অরেঽহং মোহং ব্রবীম্যবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মানুচ্ছিত্তিধর্ম্মা ॥৩২৯॥১৪॥

সন্বয়ার্থঃ। স মৈত্রেয়ী উবাচ হ—ভগবান্ (পূজনীয়ঃ ভবান্) অত্র (ন প্রেত্যসংজ্ঞাস্তীত্যত্র বিষয়ে) এব মা (মাম্) মোহান্তং (মোহ-মধ্যম্) আপীপিপৎ (আপীপদৎ—আপাদিতবান্); [যতঃ] অহং ইমং (বিষয়ং) ন বিজানামি (বিশেষেণ অবগচ্ছামি) ইতি।

সঃ (এবমুক্তঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ) উবাচ হ—অরে মৈত্রেয়ি, অহং ন বৈ (নৈব) মোহং ব্রবীমি; অরে, অবিনাশী বৈ অয়ম্ আত্মা অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা (অবিনাশ-স্বভাবঃ) ॥ ৩২৯ ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদ। মৈত্রেয়ী বলিলেন—পূজনীয় আপনি আমাকে এখানেই অর্থাৎ আত্মা বিজ্ঞানঘন, অথচ মৃত্যুর পর তাহার কোন জ্ঞান থাকে না, এই কথায়ই বিষম ভ্রমে ফেলিয়াছেন; আমি ইহা বুঝিতে পারিতেছি না। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—অরে মৈত্রেয়ি, আমি তোমাকে মোহজনক কথা বলিতেছি না; আত্মা স্বভাবতই অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মক, সুতরাং অবিনাশী; আত্মার বিনাশ কখনও সম্ভব হয় না ॥৩২৯॥১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সা হোবাচ অত্রৈব মা ভগবান্ এতস্মিন্নেব বস্তুনি প্রজ্ঞানঘন এব ন প্রেত্য সংজ্ঞাঽস্তীতি, মোহান্তং মোহমধ্যং আপীপিপৎ আপী-পদৎ অবগমিতবানসি—সম্মোহিতবানসীত্যর্থঃ ; অতো ন বৈ অহমিমমাত্মান-মুক্তলক্ষণং বিজানামি বিবেকত ইতি। স হোবাচ—নাহং মোহং ব্রবীমি, অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মা—যতো বিনষ্টুং শীলমস্যেতি বিনাশী, ন বিনাশী অবিনাশী ; বিনাশশব্দেন বিক্রিয়া, অবিনাশীত্যবিক্রিয় আত্মেত্যর্থঃ। অরে মৈত্রেয়ি, অয়মাত্মা প্রকৃতঃ অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা, উচ্ছিত্তিরুচ্ছেদঃ, উচ্ছেদঃ অন্তো বিনাশঃ, উচ্ছিত্তিঃ ধর্ম্মোঽস্যেত্যুচ্ছিত্তিধর্ম্মা, ন উচ্ছিত্তিধর্ম্মা, নাপি বিক্রিয়ালক্ষণো নাপ্যুচ্ছেদলক্ষণো বিনাশোঽস্য বিদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩২৯॥১৪॥

টীকা। পূর্ব্বোত্তরবিরোধং শঙ্কিত্বা পরিহরতি—সা হোবাচেত্যাদিনা। অবি-নাশিত্বং পূর্ব্বত্র হেতুরিত্যাহ—যত ইতি। ৩২৯। ১৪।

ভাষ্যানুবাদ। মৈত্রেয়ী বলিলেন—পূজনীয় আপনি আমাকে এই বিষয়েই অর্থাৎ আত্মা কেবলই প্রজ্ঞানঘন ; মৃত্যুর পর তাহার কোন বিশেষ বিজ্ঞান থাকে না, এই বিষয়েই মোহান্ত—মোহমধ্য অর্থাৎ গভীর ভ্রম বুঝাইয়াছেন—সম্যক্‌রূপে বিমোহিত করিয়াছেন ; অতএব আমি উক্তপ্রকার আত্মতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—অরে মৈত্রেয়ি, আমি মোহ-প্রাপ্তিজনক কথা বলিতেছি না ; যেহেতু এই আত্মা হইতেছে অবিনাশী—বিনাশ পাওয়া যাহার স্বভাব, সে হয় বিনাশী ; বিনাশ না থাকায় আত্মা অবিনাশী ; বিনাশ শব্দের অর্থ—বিকার—স্বরূপের অন্যথাভাব ; তাহা না থাকায় আত্মা অবিনাশী অর্থাৎ অবিকারী। অরে মৈত্রেয়ি, যে আত্মার বিষয় বর্ণিত হইতেছে, এই আত্মা হইতেছে অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা ; উচ্ছিত্তি অর্থ—উচ্ছেদ অর্থাৎ বিনাশ ; সেই উচ্ছিত্তি যাহার ধর্ম্ম বা স্বভাব, সে হয় উচ্ছিত্তি-ধর্ম্মা ; সেরূপ নয় বলিয়াই আত্মা অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা। অভিপ্রায় এই যে, বিকার কিংবা উচ্ছেদাত্মক বিনাশ ইহার নাই॥৩২৯॥১৪॥

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরঙ্ রসয়তে, তদিতর ইতরমভি-বদতি, তদিতর ইতরঙ্ শৃণোতি, তদিতর ইতরং মনুতে, তদি-

তর ইতরঙ্ স্পৃশতি, তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত্র ত্বস্য সর্ব্ব-মাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ, তৎ কেন কঙ্ রসয়েৎ, তৎ কেন কমভিবদেৎ, তৎ কেন কঙ্শৃণুয়াৎ, তৎ কেন কং মন্বীত, তৎ কেন কঙ্ স্পৃশেৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াদ্, যনেদঙ্ সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ। স এষ নেতি নেত্যাত্মাগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্য্যো ন হি শীর্য্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি, বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিত্যুক্তানুশাসনাসি মৈত্রেয্যেতাবদরে খল্বমৃতত্বমিতি হোক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যো বিজহার ॥৩৩০॥১৫॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি চতুর্থাধ্যায়স্য পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্ ॥৪॥৫॥

সরলার্থঃ। যত্র হি দ্বৈতম্ ইব (ইবশব্দাৎ দ্বৈতস্যাসত্ত্বম্) ভবতি, তৎ (তদা) ইতরঃ (কর্ত্তা) ইতরং (বিষয়ং) পশ্যতি; তৎ ইতরঃ ইতরং জিঘ্রতি, তৎ ইতরঃ ইতরং রসয়তে; তৎ ইতরঃ ইতরং অভিবদতি (স্তৌতি); তৎ ইতরঃ ইতরং শৃণোতি; তং ইতরঃ ইতরং মনুতে; তৎ ইতরঃ ইতরং শৃণোতি; তৎ ইতরঃ ইতরং বিজানাতি।

তু (পুনঃ) যত্র (অবস্থায়াং) অস্য (পুরুষস্য) সর্ব্বং (জগৎ) আত্মা এব ভবতি, তৎ (তদা) কেন (করণেন) কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ, তৎ কেন কং রসয়েৎ; তৎ কেন কং অভিবদেৎ, তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ; তৎ কেন কং মন্বীত; তৎ কেন কং স্পৃশেৎ; তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ; যেন ইদং সর্ব্বং বিজানাতি, তং (বিজ্ঞানাত্মানম্) কেন বিজানীয়াৎ? স এব আত্মা—ইতি ন ইতি ন, অগৃহ্যঃ (গ্রহণাযোগ্যঃ) [অতঃ] ন গৃহ্যতে; অশীর্য্যঃ (শীর্ণতাপ্রাপ্ত্যনর্হঃ), [অতঃ] নহি শীর্য্যতে (শীর্ণো ভবতি); অসঙ্গঃ, (অতঃ) ন হি সজ্যতে (আসক্তঃ ভবতি); অসিতঃ, [অতঃ] ন ব্যথতে; ন রিষ্যতি; অরে মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতারং কেন বিজানীয়াৎ? ইতি (ইত্থং) উক্তানুশাসনা অসি; অরে মৈত্রেয়ি, এতাবৎ (এতদেব) খলু (নিশ্চয়ে) অমৃতত্বম্ (অমৃতত্বসাধনম্ ইতি) উক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যঃ বিজহার (প্রব্রজ্যাং কৃতবান্) ॥ ৩৩০ ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদ। অরে মৈত্রেয়ি, যে অবস্থায় আত্মা দ্বৈতের মত হয়, সেই অবস্থায়ই অপরে অপরকে দর্শন করে, তখনই অপরে অপর বিষয় আঘ্রাণ করে, অপরে অপরকে আস্বাদন করে, অপরে অপরকে অভিবাদন করে; অপরে অপরকে শ্রবণ করে, অপরে অপরকে মনন করে, অপরে অপরকে স্পর্শ করে; অপরে অপরকে বিশেষভাবে জানে; কিন্তু যখন সমস্তই ইহার আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন [কে] কিসের দ্বারা তাহাকে আঘ্রাণ করিবে? কাহার দ্বারা কাহাকে আস্বাদন করিবে? কাহার দ্বারা কাহাকে অভিবাদন করিবে? কাহার দ্বারা কাহাকে শ্রবণ করিবে? কাহার দ্বারা কাহাকে মনন (চিন্তা) করিবে? কিসের দ্বারা কাহাকে স্পর্শ করিবে? কিসের দ্বারা কাহাকে বিশেষভাবে জানিবে? সকলে যাহার দ্বারা এই সমস্ত বিষয় জানিতেছে, তাহাকে অপর কিসের দ্বারা জানিবে?

সেই এই আত্মা 'নেতি নেতি' প্রতীতিগম্য; কোন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে; এই জন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয় না; শীর্ণ হইবার অযোগ্য; এই জন্য শীর্ণ হয় না; অসঙ্গ, এই জন্য কোথাও আসক্ত হয় না; অক্ষীণ, এই কারণে ব্যথিত হয় না, কিংবা বিকৃত হয় না; অরে মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতাকে—সর্ব্বজ্ঞানের কর্ত্তাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে? তুমি এইরূপই উপদেশ প্রাপ্ত হইলে। অরে মৈত্রেয়ি, এই পর্য্যন্তই অমৃতত্ব বা মুক্তির সাধন। যাজ্ঞবল্ক্য এই কথা বলিয়া বাহির হইলেন—প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিলেন॥ ৩০॥ ১৫॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যা॥ ৪॥ ৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। চতুর্ষ্বপি প্রপাঠকেষু এক আত্মা তুল্যো নির্দ্ধারিতঃ পরং ব্রহ্ম। উপায়বিশেষস্তু তত্ত্বাধিগমে অন্যশ্চান্যশ্চ, উপেয়স্তু স এব আত্মা, যশ্চতুর্থে অথাত আদেশো নেতীতি নির্দ্দিষ্টঃ। স এব পঞ্চমে প্রাণপণোপন্যাসেন শাকল্য-যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদে নির্দ্ধারিতঃ। পুনঃ পঞ্চমসমাপ্তৌ, পুনর্জনকযাজ্ঞ-

বল্ক্যসংবাদে, পুনরিহ উপনিষৎসমাপ্তৌ,চতুর্ণামপি প্রপাঠকানামেতদাত্মনিষ্ঠতা, নান্যোঽন্তরালে কশ্চিদপি বিবক্ষিতোঽর্থ ইত্যেতৎপ্রদর্শনায় অন্ত উপসংহারঃ—স এষ নেতি নেতীত্যাদিঃ ॥ ১

যস্মাৎ প্রকারশতেনাপি নিরূপ্যমাণে তত্ত্বে নেতিনেত্যাত্মৈব নিষ্ঠা, নান্যা উপলভ্যতে—তর্কেণ বা, আগমেন বা, তস্মাদেতদেবামৃতত্বসাধনং তদেতন্নেতি নেত্যাত্মপরিজ্ঞানং সর্ব্বসন্ন্যাসশ্চেত্যেতমর্থমুপসঞ্জিহীর্ষন্নাহ—এতাবৎ এতাবন্মাত্রম্, যদেতন্নেতি নেত্যদ্বৈতাত্মাদ্দর্শনম্। ইদঞ্চ অন্যসহকারিকারণনিরপেক্ষমেব, অরে মৈত্রেয়ি, অমৃতত্বসাধনম্; যৎপৃষ্টবত্যসি—যদেব ভগবান্ বেদ, তদেব মে ব্রূহি অমৃতত্বসাধনমিতি; তদেতাবদেবেতি বিজ্ঞেয়ং ত্বয়া, ইতি হ এবং কিল অমৃতত্বসাধনম্ আত্মজ্ঞানং প্রিয়ায়ৈ ভার্য্যায়ৈ উক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যঃ কিং কৃতবান্? যৎ পূর্ব্বং প্রতিজ্ঞাতং প্রব্রজিষ্যন্নস্মীতি, তচ্চকার—বিজহার প্রব্রজিতবানিত্যর্থঃ। পরিসমাপ্তা ব্রহ্মবিদ্যা সন্ন্যাসপর্য্যবসানা, এতাবাননুশাসনম্, এষা পরমা নিষ্ঠা, এষ পুরুষার্থকর্ত্তব্যতান্ত ইতি। ২

ইদানীং বিচার্য্যতে শাস্ত্রার্থবিবেকপ্রতিপত্তয়ে; যত আকুলানি হি বাক্যানি দৃশ্যন্তে।—"যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ", "যাবজ্জীবং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত", "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ" "এতদ্বৈ জরামর্য্যং সত্রম্, যদগ্নিহোত্রম্" ইত্যাদীন্যৈকাশ্রম্যপ্রতিষ্ঠাপকানি; অন্যানি চ আশ্রমান্তরপ্রতিপাদকানি বাক্যানি,—"বিদিত্বা ব্যুত্থায় প্রব্রজন্তি", "আত্মানমেব লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি", "ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহাদ্বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ, যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বেতি", "দ্বাবেব পন্থানাবনুনিষ্ক্রান্ততরৌ ভবতঃ, ক্রিয়াপথশ্চৈব পুরস্তাৎ সন্ন্যাসশ্চ, তয়োঃ সন্ন্যাস এবাতিরেচয়তি" ইতি "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ" ইত্যাদীনি। তথা স্মৃতয়শ্চ,—"ব্রহ্মচর্য্যবান্ প্রব্রজতি।" তথা—"অবিশীর্ণব্রহ্মচর্য্যো যমিচ্ছেত্তমাবসেৎ" "তস্যাশ্রমবিকল্পমেকে ব্রুবতে"।—

"বেদানধীত্য ব্রহ্মচর্য্যেণ পুত্রপৌত্রানিচ্ছেৎ পাবনার্থং পিতৄণাম্।
অগ্নীনাধায় বিধিবচ্চেষ্টযজ্ঞো বনং প্রবিশ্যাথ মুনির্বুভূষেৎ।"
"প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিং সর্ব্ববেদসদক্ষিণাম্।
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্ গৃহাৎ।" ইত্যাদ্যাঃ। ৩

এবং ব্যুত্থানবিকল্প-ক্রমযথেষ্টাশ্রম-প্রতিপত্তি-প্রতিপাদকানি হি শ্রুতি-স্মৃতিবাক্যানি শতশ উপলভ্যন্তে ইতরেতরবিরুদ্ধানি; আচারশ্চ তদ্বিদাম্; বিপ্রতিপত্তিশ্চ শাস্ত্রার্থপ্রতিপত্তৄণাং বহুবিদামপি; অতো ন শক্যতে শাস্ত্রার্থো মন্দবুদ্ধিভির্বিবেকেন প্রতিপত্তুম্। পরিনিষ্ঠিতশাস্ত্রন্যায়বুদ্ধিভিরেব হ্যেষাং বাক্যানাং বিষয়বিভাগঃ শক্যতেঽবধারয়িতুম্। তস্মাদেষাং বিষয়-বিভাগজ্ঞাপনায় যথাবুদ্ধিসামর্থ্যং বিচারয়িষ্যামঃ। ৪

যাবজ্জীবশ্রুত্যাদিবাক্যানামন্যার্থাসম্ভবাৎ ক্রিয়াবসান এব বেদার্থঃ, "তং যজ্ঞপাত্রৈর্দহন্তি"ইত্যন্ত্য-কর্ম্মশ্রবণাজ্জরামর্য্যশ্রবণাচ্চ; লিঙ্গাচ্চ 'ভস্মান্তং শরীরম্' ইতি। ন হি পারিব্রাজ্যপক্ষে ভস্মান্ততা শরীরস্য স্যাৎ। স্মৃতিশ্চ,—

"নিষেকাদিশ্মশানান্তো মন্ত্রৈর্যস্যোদিতো বিধিঃ।

তস্য শাস্ত্রেঽধিকারোঽস্মিন্ জ্ঞেয়ো নান্যস্য কস্যচিৎ" ইতি।

সমন্ত্রকং হি যৎ কর্ম্ম বেদেনেহ বিধীয়তে, তস্য শ্মশানান্ততাং দর্শয়তি। স্মৃত্যধিকারাভাবপ্রদর্শনাচ্চাত্যন্তমেব শ্রুত্যধিকারাভাবোঽকর্ম্মিণো গম্যতে। অগ্ন্যুদ্বাসনাপবাদাচ্চ, "বীরহা বা এষ দেবানাম্, যোঽগ্নিমুদ্বাসয়তে" ইতি। ৫

নন্বু ব্যুত্থানাদিবিধানাদ্বৈকল্পিকং ক্রিয়াবসানত্বং বেদার্থস্য? ন, অন্যার্থত্বাদ্ব্যুত্থানাদিশ্রুতীনাম্। "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি", "যাবজ্জীবং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত"ইত্যেবমাদীনাং শ্রুতীনাং জীবনমাত্রনিমিত্তত্বাদ্ যদা ন শক্যতেঽন্যার্থতা কল্পয়িতুম্, তদা ব্যুত্থানাদিবাক্যানাঞ্চ কর্ম্মানধিকৃত-বিষয়ত্বসম্ভবাৎ, "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ" ইতি চ মন্ত্রবর্ণাৎ, "জরয়া বা হ্যেবাস্মান্মুচ্যেত মৃত্যুনা বা"ইতি চ, জরামৃত্যুভ্যামন্যত্র কর্ম্মবিয়োগচ্ছি-দ্রাসম্ভবাৎ কর্ম্মিণাং শ্মশানান্তত্বং ন বৈকল্পিকম্। কাণকুব্জাদয়োঽপি কর্ম্মণ্যনধি-কৃতা অনুগ্রাহ্যা এব শ্রুত্যেতি ব্যুত্থানাদ্যাশ্রমান্তরবিধানং নানুপপন্নম্। ৬

পারিব্রাজ্যক্রমবিধানস্যানবকাশত্বমিতি চেৎ; ন, বিশ্বজিৎসর্ব্বমেধয়োর্যাব-জ্জীববিধ্যপবাদত্বাৎ; যাবজ্জীবাগ্নিহোত্রাদিবিধের্বিশ্বজিৎসর্ব্বমেধয়োরেবাপবাদঃ, তত্র চ ক্রমপ্রতিপত্তিসম্ভবঃ—ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেদ্, গৃহাদ্বনী ভূত্বা প্রব্রজেদিতি; বিরোধানুপপত্তেঃ, ন চৈবংবিষয়ত্বে পারিব্রাজ্যক্রমবিধান-বাক্যস্য কশ্চিদ্বিরোধঃ। ক্রমপ্রতিপত্তেরন্যবিষয়পরিকল্পনায়ান্তু যাবজ্জীব-বিধানা শ্রুতিঃ স্ববিষয়াৎ সঙ্কোচিতা স্যাৎ; ক্রমপ্রতিপত্তেস্তু বিশ্বজিৎসর্ব্বমেধ-বিষয়ত্বান্ন কশ্চিদ্বাধঃ। ৭

ন, আত্মজ্ঞানস্যামৃতত্বহেতুত্বাভ্যুপগমাৎ। যত্তাবৎ "আত্মেত্যেবোপাসীত" ইত্যারভ্য "স এব নেতিনেতি" ইত্যেতদন্তেন গ্রন্থেন যদুপসংহৃতমাত্মজ্ঞানম্, তদমৃতত্বসাধনমভ্যুপগতং ভবতা; তত্র এতাবদেবামৃতত্বসাধনম্ অন্য-নিরপেক্ষমিত্যেতৎ ন মৃষ্যতে; তত্র ভবন্তং পৃচ্ছামি—কিমর্থমাত্মজ্ঞানং সর্বয়তি ভবানিতি। শৃণু তত্র কারণম্, যথা স্বর্গকামস্য স্বর্গপ্রাপ্ত্যুপায়মজানতঃ অগ্নিহোত্রাদি স্বর্গপ্রাপ্তিসাধনং জ্ঞাপয়তি, তথা ইহাপ্যমৃতত্বপ্রতিপিৎসোঃ অমৃতত্বপ্রাপ্ত্যুপায়মজানতঃ "যদেব ভগবান্ বেদ, তদেব মে ব্রূহি" ইত্যেব-মাকাঙ্ক্ষিতমমৃতত্বসাধনম্ "এতাবদরে" ইত্যেবমাদৌ বেদেন জ্ঞাপ্যত ইতি। এবং তর্হি যথা জ্ঞাপিতমগ্নিহোত্রাদি স্বর্গসাধনমভ্যুপগম্যতে, তথা ইহাপি আত্মজ্ঞানং যথা জ্ঞাপ্যতে, তথাভূতমেব অমৃতত্বসাধনমাত্মজ্ঞানমভ্যুপগন্তুং যুক্তম্; তুল্যপ্রামাণ্যাদুভয়ত্র। ৮

যদ্যেবম্, কিং স্যাৎ? সর্বকর্মহেতূপমর্দকত্বাদাত্মজ্ঞানস্য, বিদ্যোত্তবে কর্মনিবৃত্তিঃ স্যাৎ, দারাগ্নিসম্বন্ধানাং তাবদগ্নিহোত্রাদিকর্মণাং ভেদবুদ্ধিবিষয়-সম্প্রদানকারকসাধ্যত্বম্; অন্যবুদ্ধিপরিচ্ছেদ্যাঃ হি অগ্ন্যাদিদেবতাঃ সম্প্রদান-কারকং কর্মসাধনত্বেনোপদিশ্যতে; স ইহ বিদ্যয়া নিবর্ত্যতে—"অন্যোঽ-সাবন্যোঽহমস্মীতি, ন স বেদ।" "দেবাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো দেবান্ বেদ।" "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি, য ইহ নানেব পশ্যতি।" "একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্" "সর্বমাত্মানং পশ্যতি" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। ন চ দেশকালনিমিত্তাদ্যপেক্ষত্বম্, ব্যবস্থিতাত্মবস্তুবিষয়ত্বাদাত্মজ্ঞানস্য; ক্রিয়ায়াস্তু পুরুষতন্ত্রত্বাৎ স্যাৎ দেশকাল-নিমিত্তাপেক্ষত্বম্; জ্ঞানন্তু বস্তুতন্ত্রত্বাৎ ন দেশকালনিমিত্তাদি অপেক্ষতে; যথা অগ্নিরুষ্ণঃ, আকাশোঽমূর্ত ইতি—তথা আত্মবিজ্ঞানমপি। ৯

নন্বেবং সতি প্রমাণভূতস্য কর্মবিধের্নিরোধঃ স্যাৎ; ন চ তুল্যপ্রমাণয়ো-রিতরেতরনিরোধো যুক্তঃ। ন, স্বাভাবিকভেদবুদ্ধিমাত্রনিরোধকত্বাৎ; নহি বিধ্যন্তরনিরোধকমাত্মজ্ঞানম্, স্বাভাবিকভেদবুদ্ধিমাত্রং নিরুণদ্ধি। তথাপি হেত্বপহারাৎ কর্মানুপপত্তের্বিধিনিরোধ এব স্যাদিতি চেৎ; ন, কামপ্রতি-ষেধাৎ কাম্যপ্রবৃত্তিনিরোধবদদোষাৎ; যথা "স্বর্গকামো যজেত" ইতি স্বর্গসাধনে যাগে প্রবৃত্তস্য কামপ্রতিষেধবিধেঃ, কামে বিহতে কাম্য-যাগানুষ্ঠানপ্রবৃত্তির্নিরুধ্যতে, ন চৈতাবতা কাম্যবিধির্নিরুদ্ধো ভবতি। ১০

কামপ্রতিষেধবিধিনা কাম্যবিধেরনর্থকত্বজ্ঞাপনাৎ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তে-

নিরুদ্ধ এব স্যাদিতি চেৎ ? ভবতু এব এবং কর্ম্মবিধিনিরোধোঽপি, যথা কামপ্রতিষেধে কাম্যবিধেঃ। এবং প্রামাণ্যানুপপত্তিরিতি চেৎ, অনমুষ্ঠেয়ত্বে অনুষ্ঠাতুরভাবাৎ অনুষ্ঠানবিধ্যানর্থক্যাদপ্রামাণ্যমেব কর্ম্মবিধীনামিতি চেৎ ; ন, প্রাগাত্মজ্ঞানাৎ প্রবৃত্ত্যুপপত্তেঃ। স্বাভাবিকস্য ক্রিয়া-কারক-ফলভেদবিজ্ঞানস্য প্রাগাত্মজ্ঞানাৎ কর্ম্মহেতুত্বমুপপদ্যত এব ; যথা কামবিষয়ে দোষবিজ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাক্ কাম্যকর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতুত্বং স্যাদেব স্বর্গাদীচ্ছায়াঃ স্বাভাবিক্যাঃ, তদ্বৎ। ১১

তথা সতি অনর্থার্থো বেদ ইতি চেৎ ; ন, অর্থানর্থয়োরভিপ্রায়তন্ত্রত্বাৎ ; মোক্ষমেকং বর্জ্জয়িত্বা অন্যস্যাবিদ্যাবিষয়ত্বাৎ। পুরুষাভিপ্রায়তন্ত্রৌ হি অর্থানর্থৌ, মরণাদিকামেষ্টিদর্শনাৎ। তস্মাদ্ যাবদাত্মজ্ঞানবিধেরাভিমুখ্যম্, তাবদেব কর্ম্মবিষয়ঃ, তস্মান্নাত্মজ্ঞানসহভাবিত্বং কর্ম্মণাম্,—ইত্যতঃ সিদ্ধম্ আত্মজ্ঞানমাত্রমেবামৃতত্বসাধনম্ "এতাবদরে খল্বমৃতত্বম্" ইতি, কর্ম্মনিরপেক্ষত্বাৎ জ্ঞানস্য। অতো বিদুষস্তাবৎ পারিব্রাজ্যং সিদ্ধম্, সম্প্রদানাদি-কর্ম্মকারকজাত্যাদিশূন্যা বক্রিয়ব্রহ্মাত্মদৃঢ়প্রতিপত্তিমাত্রেণ বচনমন্তরেণাপ্যুক্তন্যায়তঃ। ১২

তথা চ ব্যাখ্যাতমেতৎ—"যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোকঃ" ইতি হেতুবচনেন"। পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ প্রজামকাময়মানা ব্যুত্তিষ্ঠন্তীতি—পারিব্রাজ্যম্ বিদুষামাত্মলোকাববোধাদেব, তথা বিবিদিষোরপি সিদ্ধং পারিব্রাজ্যম্, 'এতমেবাত্মানং লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" ইতি বচনাৎ। কর্ম্মণাঞ্চ অবিষদ্বিষয়ত্বমবোচাম। অবিদ্যাবিষয়ে চোৎপত্ত্যাপ্তি-বিকার-সংস্কারার্থানি কর্ম্মাণীত্যত আত্ম-সংস্কারদ্বারেণাত্মজ্ঞানসাধনত্বমপি কর্ম্মণামবোচাম,—"যজ্ঞাদিভির্ব্বিবিদিষন্তি" ইতি। ১৩

অথৈবং সত্যবিদ্বদ্বিষয়াণামাশ্রমকর্ম্মণাং বলাবলবিচারণায়াম্ আত্মজ্ঞানোৎপাদনং প্রতি যম-প্রধানানাম্ অমানিত্বাদীনাং, মানসানাঞ্চ ধ্যান-জ্ঞানবৈরাগ্যাদীনাং সন্নিপত্যোপকারকত্বম্ ; হিংসারাগদ্বেষাদিবাহুল্যাৎ বহুক্লিষ্টকর্ম্মবিমিশ্রিতা ইতরে, ইত্যতঃ পারিব্রাজ্যং মুমুক্ষূণাং প্রশংসন্তি—

"ত্যাগ এব হি সর্ব্বেষামুক্তানামপি কর্ম্মণাম্।
বৈরাগ্যং পুনরেতস্য মোক্ষস্য পরমো বিধিঃ॥"

"কিন্তে ধনেন কিমু বন্ধুভিস্তে, কিন্তে দারৈর্ব্রাহ্মণ যো মরিষ্যসি।
আত্মানমন্বিচ্ছ গুহাং প্রবিষ্টম্, পিতামহাস্তে ক গতাঃ পিতা চ॥"

এবং সাঙ্খ্য-যোগশাস্ত্রেষু চ সন্ন্যাসঃ জ্ঞানং প্রতি প্রত্যাসন্ন উচ্যতে; কামপ্রবৃত্ত্যভাবাচ্চ; কামপ্রবৃত্তের্হি জ্ঞানপ্রতিকূলতা সর্ব্বশাস্ত্রেষু প্রসিদ্ধা। তস্মাদ্বিরক্তস্যাপি মুমুক্ষোঃ বিনাপি জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ ইত্যাদ্যুপপন্নম্। ১৪

নমু সাবকাশত্বাৎ অনধিকৃতবিষয়মেতদিত্যুক্তম্, যাবজ্জীবশ্রুত্যুপরোধাৎ; নৈষ দোষঃ, নিতরাং সাবকাশত্বাৎযাবজ্জীবশ্রুতীনাম্; অবিদ্বৎকামিকর্ত্তব্যত্বাৎ হি অবোচাম সর্ব্বকর্ম্মণাম্; ন তু নিরপেক্ষমেব—জীবননিমিত্তমেব কর্ত্তব্যং কর্ম্ম। প্রায়েণ হি পুরুষাঃ কামবহুলাঃ, কামশ্চানেকবিষয়ঃ অনেককর্ম্মসাধন-সাধ্যশ্চ; অনেকফলসাধনানি চ বৈদিকানি কর্ম্মাণি দারাগ্নিসম্বদ্ধপুরুষকর্ত্তব্যানি, পুনঃ পুনশ্চানুষ্ঠীয়মানানি বহুফলানি কৃষ্যাদিবৎ বর্ষশতসমাপ্তীনি চ গার্হস্থ্যে বা অরণ্যে বা, অতস্তদপেক্ষয়া যাবজ্জীবশ্রুতয়ঃ. "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি"ইতি চ মন্ত্রবর্ণঃ।১৫

তস্মিংশ্চ পক্ষে বিশ্বজিৎ-সর্ব্বমেধয়োঃ কর্ম্মপরিত্যাগঃ। যস্মিংশ্চ পক্ষে যাবজ্জীবানুষ্ঠানম্, তদা শ্মশানাস্তত্বং ভস্মান্ততা চ শরীরস্য. ইতরবর্ণাপেক্ষয়া বা যাবজ্জীবশ্রুতিঃ; ন হি ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ পারিব্রাজ্যপ্রতিপত্তিরস্তি, তথা "মন্ত্রৈর্যস্যোদিতো বিধিঃ"। "ঐকাশ্রম্যন্ত্বাচার্য্যাঃ"ইত্যেবমাদীনাং ক্ষত্রিয়বৈশ্যাপেক্ষত্বম্। তস্মাৎ পুরুষসামর্থ্য-জ্ঞান-বৈরাগ্য-কামাদ্যপেক্ষয়া ব্যুত্থান-বিকল্প-ক্রম-পারিব্রাজ্যপ্রতিপত্তিপ্রকারা ন বিরুধ্যন্তে। অনধিকৃতানাঞ্চ পৃথগ্বিধানাৎ পারিব্রাজ্যস্য,—"স্নাতকো বাঽস্নাতকো বোৎসন্নাগ্নিকো বা"ইত্যাদিনা। তস্মাৎ সিদ্ধান্যাশ্রমান্তরাণি অধিকৃতানামেব ॥৩২০॥১৫॥

ইতি বৃহদারণ্যকভাষ্যে চতুর্থাধ্যায়স্য পঞ্চম-ব্রাহ্মণভাষ্যম্ ॥৪॥৫॥

টীকা। প্রত্যধ্যায়মন্যথান্যথা প্রতিপাদনাদাত্মনঃ সবিশেষত্বমাশঙ্ক্য স এব ইত্যাদেস্তাৎপর্য্যমাহ—চতুষ্টয়ীতি। কেন প্রকারেণ তস্য তুল্যত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—পরং ব্রহ্মেতি। অধ্যায়ভেদস্তর্হি কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ—উপায়েতি। উপায়ভেদবদুপেয়ভেদোঽপি স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—উপেয়স্ত্বিতি। চাতুর্বিধ্যাদর্থাৎ পাক্ষিকত্বাৎ তস্য ভেদং ব্যাবর্ত্তয়তি—স এবেতি। প্রাণপ্রোপনায়েন মূর্ত্তা তে বিপতিষ্যতীতি মূর্দ্ধপাতোপন্যাসাৎ প্রাণাঃ পণত্বেন গৃহীতা ইতি গম্যতে। তেন শাকল্যব্রাহ্মণেন নির্ব্বিশেষঃ প্রত্যগাত্মা নির্দ্ধারিত ইত্যর্থঃ। বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেত্যাদাবুক্তং স্মারয়তি—পুনরিতি। পঞ্চমসমাপ্তৌ পুনর্বিজ্ঞানমিত্যাদিনা স এব নির্দ্ধারিত ইতি যোজনা। পূর্ব্বব্রাহ্মণাদাবপি স এবোক্ত ইত্যাহ—

পুনস্মিন্নেতি। কিমিতি পূর্ব্বত্র তত্র তত্রোক্তস্য নির্ব্বিশেষতত্ত্বস্যোপসংহারে বচনমিত্যা-শঙ্ক্যাহ—চতুর্ণামপীতি। ১

পৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনায়ামুপনিষদর্থো নির্ব্বিশেষমাত্মতত্ত্বমিত্যুপপাদ্য বাক্যান্তরমবতার্য্য ব্যাকরোতি—যস্মাদিত্যাদিনা। ইতি হোক্তেত্যাদিবাক্যমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমাদায় ব্যাচষ্টে—যৎ পৃষ্টবত্যসীত্যাদিনা। ব্রাহ্মণার্থমুপসংহরতি—পরিব্রজমাদেতেতি। যথা প্যাপদেশান্তরং কর্ত্তব্যমস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—এতাবানিতি। কিমত্র প্রমাণমিতি, তদাহ—এতদিতি। তথাপি পরমা নিষ্ঠা সন্ন্যাসিনো বক্তব্যেতি চেন্নেত্যাহ—এষেতি। আত্মজ্ঞানে সসন্ন্যাসে সত্যপি পুরুষার্থান্তরং কর্ত্তব্যমস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—এষ ইতি। ইতিশব্দো ব্রাহ্মণসমাপ্ত্যর্থঃ। ২

সসন্ন্যাসমাত্মজ্ঞানমমৃতত্বসাধনমিত্যুপপাদ্য সন্ন্যাসমধিকৃত্য বিচারমবতারয়তি—ইদানী-মিতি। তত্র তত্র প্রাগেব বিচারিতত্বাৎ কিং পুনর্ব্বিচারেণেত্যাশঙ্ক্যাহ—শাস্ত্রার্থেতি। বিরক্তস্য সন্ন্যাসো জ্ঞানস্যান্তরঙ্গসাধনং, জ্ঞানং তু কেবলমমৃতত্বস্যেতি শাস্ত্রার্থে বিবেকরূপা প্রতিপত্তিরপি প্রাগেব সিদ্ধেতি কিং তদর্থেন বিচারারম্ভেণেত্যাশঙ্ক্যাহ—যত ইতি। অতো বিচারঃ কর্ত্তব্যো নান্যথা শাস্ত্রার্থবিবেকঃ স্যাদিত্যুপসংহারার্থো হি শব্দঃ। বাক্যানা-মাকুলত্বমেব দর্শয়তি—যাবদিতি। যদগ্নিহোত্রমিত্যাদীনীত্যাদিশব্দাদেকাশ্রম্যং ত্বাচার্য্যাঃ প্রত্যক্ষবিধানাৎ গার্হস্থ্যস্যেত্যাদি স্মৃতিবাক্যং গৃহ্যতে। কথমেতাবতা বাক্যানি ব্যাকুলানীত্যাশঙ্ক্যাহ—অন্যানি চেতি। বিদিত্বা ব্যুত্থায় ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তীতি বাক্যং পাঠক্রমেণ বিদ্বৎসন্ন্যাসপরমর্থক্রমেণ তু বিবিদিষাসন্ন্যাসপরম্, আত্মানমেব লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তীতি তু বিবিদিষাসন্ন্যাসপরমেবেতি বিভাগঃ। ক্রমসন্ন্যাসপরাং শ্রুতিমুদাহরতি—ব্রহ্মচর্য্যমিতি। অক্রমসন্ন্যাসবিষয়ং বাক্যং পঠতি—যদি বেতি। কর্ম্মসন্ন্যাসয়োঃ সন্ন্যাসস্যাধিক্যপ্রদর্শনপরাং শ্রুতিং দর্শয়তি—ন্যাস ইতি। অত্যরেচয়দিতি যদ্বা—তানি বেত্যাদি। অমুনিক্ষাস্ততয়ো শাস্ত্রে ক্রমেণাভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সোপায়ত্বেন পুনঃ পুনরুক্তাবিত্যর্থঃ। জ্ঞান-দ্বারা সন্ন্যাসস্য মোক্ষোপায়ত্বে শ্রুত্যন্তরমাহ—ন কর্ম্মণেতি। 'তানি বা এতান্যবরাণি তপাংসি, ন্যাস এবাত্যরেচয়ৎ' ইত্যাদি বাক্যমাদিশব্দার্থঃ। যথা শ্রুতয়স্তথা স্মৃতয়োঽপ্যা-কুলা দৃশ্যন্ত ইত্যাহ—তথেতি। তত্র ক্রমসন্ন্যাসে স্মৃতিমাদাবুদাহরতি—ব্রহ্মচর্য্য-বানিতি। যথেষ্টাশ্রমপ্রতিপত্তৌ প্রমাণভূতাং স্মৃতিং দর্শয়তি—অবিশীর্ণেতি। আশ্রমবিকল্পবিষয়াং স্মৃতিং পঠতি—তস্যেতি। ব্রহ্মচারী ষষ্ঠ্যর্থঃ। ক্রমসন্ন্যাসে প্রমাণ-মাহ—তথেতি। তত্রৈব বাক্যান্তরং পঠতি—প্রাজাপত্যামিতি। সর্ব্ববেদসং সর্ব্বস্বং দক্ষিণা যস্যাং তাং নির্ব্বর্ত্ত্যেত্যর্থঃ। আদিপদেন মুণ্ডো নিষ্পরিগ্রহস্চেত্যাদিবাক্যং গৃহ্যতে। ইত্যাদ্যাঃ স্মৃতয়শ্চেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। ৩

ব্যাকুলানি বাক্যানি দর্শিতান্যুপসংহরতি—এবমিতি। ইতশ্চ কর্ত্তব্যো বিচার ইত্যাহ—আচারশ্চেতি। শ্রুতিস্মৃতিবিদামাচারঃ স বিরুদ্ধো লক্ষ্যতে। কেচিদ্ ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজন্তি। অপরে তু তৎ পরিসমাপ্য গার্হস্থ্যমেবাচরন্তি। অন্যে তু চতুরোঽপ্যাশ্রমান্

ক্রমেণাশ্রয়ন্তে, তথা চ বিনা বিচারং নির্ণয়াসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। ইতশ্চাস্তি বিচারস্য কার্য্যতেত্যাহ—বিপ্রতিপত্তিশ্চেতি। যদ্যপি বহুবিদঃ শাস্ত্রার্থপ্রতিপত্তারো জৈমিনিপ্রমুখাস্তথাপি তেষাং বিপ্রতিপত্তিরুপলভ্যতে, কেচিদূর্দ্ধরেতস আশ্রমাঃ সন্তীত্যাহ ন সন্তীত্যপরে, তৎ কুতো বিচারাদৃতে নিশ্চয়সিদ্ধিরিত্যর্থঃ। অথ কেষাঞ্চিদন্তরেণাপি বিচারং শাস্ত্রার্থো বিবেকেন প্রতিভাস্যতি, তত্রাহ—অত ইতি। শ্রুতিস্মৃত্যাচারবিপ্রতিপত্তেরিতি যাবৎ। কৈশ্চিদ্ধি শাস্ত্রার্থো বিবেকেন জ্ঞাতুং শক্যতে, তত্রাহ—পরিনিষ্ঠিতেতি। নানাশ্রুতিদর্শনাদি-বশাদুপপাদিতং বিচারারম্ভমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। বিচারকর্ত্তব্যতামুক্ত্বা পূর্ব্বপক্ষং গৃহ্লাতি—যাবাদিত্যাদিনা। শ্রুত্যাদীত্যাদিশব্দেন কুর্ব্বন্নিত্যাদিমন্ত্রবাদো গৃহ্যতে। ঐকাশ্রম্যে হেত্বন্তরমাহ—তমিতি। এতৎ বৈ জরামর্য্যং সত্রং যদগ্নিহোত্রমিতি শ্রুতেশ্চ পারিব্রাজ্যাসিদ্ধিরিত্যাহ—জরেতি। তত্রৈব হেত্বন্তরমাহ—নিষ্কাস্তেতি। পারি-ব্রাজ্যপক্ষেঽপি তদুপপত্তিমাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। ইতশ্চ নাস্তি পারিব্রাজ্যমিত্যাহ—স্মৃতিশ্চেতি। তস্যাস্তাৎপর্য্যমাহ—অমন্ত্রকং হীতি। নাস্ত্যেব কশ্চিদিত্যত্র সূচিতমর্থং কথয়তি—অধিকারেতি। গৃহস্থস্য পরিব্রাজ্যাভাবে হেত্বন্তরমাহ—অগ্নীতি।৪

পূর্ব্বপক্ষমাক্ষিপতি—নন্বিতি। উভয়বিধিদর্শনে ষোড়শীগ্রহণাগ্রহণবদধিকারিভেদেন বিকল্পো যুক্তো ন তু ক্রিয়াবসান এব বেদার্থ ইতি পক্ষপাতো নিয়ন্তুমশক্যমিত্যর্থঃ। তুল্য-বিধিদ্বয়দর্শনে হি বিকল্পো ভবত্যত্র তু সাবকাশানবকাশত্বেনাতুল্যত্বাৎ নৈবমিত্যাহ—নান্যার্থত্বাদিতি। তদেব স্ফুটয়তি—যাবজ্জীবমিত্যাদিনা। কর্ম্মানধিকৃত-বিষয়ত্বাৎ ন বৈকল্পিকমিতি সম্বন্ধঃ। ক্রিয়াবসানত্বং বেদার্থস্যেতি শেষঃ। তত্রৈব হেত্বন্তর-মাহ—কুর্ব্বন্নিত্যাদিনা। ন বৈকল্পিকমিত্যত্র পূর্ব্ববদন্বয়ঃ। ব্যুত্থানাদিবাক্যানাং-কথমনধিকৃতবিষয়ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কাণেতি।৫

অনধিকৃতবিষয়ত্বং তেষামশক্যং বক্তুং, ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্যেত্যাদাবধিকৃতবিষয়ে ক্রমদর্শনা-দিতি শঙ্কতে—পারিব্রাজ্যেতি। গত্যন্তরং দর্শয়ন্নুত্তরমাহ—ন বিশ্বজিদিতি। যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতীত্যুৎসর্গস্যাপবাদো বিশ্বজিৎ সর্ব্বমেধৌ, তদনুষ্ঠানে সর্ব্বস্বদানা-দেব সাধনসম্পত্তিরহাৎপারিব্রাজ্যস্যাবশ্যম্ভাবিত্বাদত্তদ্বিষয়ং ক্রমবিধানমিত্যর্থঃ। তদেব স্ফুটয়তি—যাবজ্জীবেতি। কথং ক্রমবিধেরেব বিষয়ত্বং কল্পকাভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—বিরোধানুপপত্তেরিতি। গৃহস্থস্যাপি বিরক্তস্য পারিব্রাজ্যমিতি কিমিতি ক্রমবিধো নেষ্যতে, তত্রাহ—অন্যবিষয়েতি। ক্রমবিধেরপি স্বপক্ষে সঙ্কোচঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ক্রমপ্রতিপত্তেশ্চেতি। সতি জ্ঞানে কর্ম্মত্যাগো নিষিধ্যতে, সত্যাং বা জিজ্ঞাসায়ামিতি বিকল্প্যাদ্যং দূষয়তি সিদ্ধান্তী—নাত্মজ্ঞানস্যেতি।৬

বিদ্বৎসংন্যাসস্যাবশ্যম্ভাবিত্বাৎ ন কর্ম্মাবসান এব বেদার্থ ইতি সংগৃহীতং বস্তু বিবৃণোতি—যৎ তাবদিতি। বিস্তাহত্রাদারভ্য নিষেধবাক্যান্তেন গ্রন্থেন যদাত্মজ্ঞানমুপসংহৃতং, তত্তাবন্মুক্তিসাধনমিতি ভবতাপি যস্মাদভ্যুপগতং, পরাঙ্গং চাত্মবিজ্ঞানমযুক্তেত্যবধারণাদিতি ভাষাৎ, তস্মাৎ জ্ঞানে সতি কর্ম্মানুষ্ঠানং নিরবকাশমিত্যর্থঃ। ন অথাত্মজ্ঞানং কর্ম্মসহিতমমৃতত্ব-

সাধনমিষ্যতে, ন কেবলং; তথা চ জ্ঞানোত্তরকালমপি ন কর্ম্মত্যাগসিদ্ধিরিতি শঙ্কতে—তত্রেতি। আত্মজ্ঞানস্যামৃতত্বসাধনত্বে সত্যপীতি যাবৎ। কর্ম্মনিরপেক্ষত্বং চেদাত্মজ্ঞানস্য তন্ন ন সহতে, কিমিতি তর্হি জ্ঞানমেবোপগতমিতি সিদ্ধান্তী পৃচ্ছতি—তত্রেতি। তস্য কর্ম্মানপেক্ষত্বানঙ্গীকারে সতীত্যর্থঃ। তত্র পূর্ব্ববাদী শাস্ত্রীয়ত্বাদাত্মজ্ঞানমমৃতত্বসাধনমভ্যুপগতমিতি শঙ্কতে—শৃণ্বিতি। জ্ঞাপয়তি বেদ ইতি শেষঃ। শাস্ত্রানুসারেণাত্মজ্ঞানাঙ্গীকারে কর্ম্মনিরপেক্ষমেবাত্মজ্ঞানং মোক্ষসাধনং সেৎস্যতীতি পরিহরতি—এবং তর্হীতি। উভয়ত্র জ্ঞানে কর্ম্মণি চেত্যর্থঃ। যথা জ্ঞানস্যামৃতত্বসাধনত্বে তস্য কর্ম্মনিরপেক্ষত্বে চেত্যর্থঃ। তুল্যপ্রামাণ্যাৎ প্রামাণ্যস্য তুল্যত্বাৎ বেদস্যেতি শেষঃ। ৭

যথাশাস্ত্রং জ্ঞানাভ্যুপগমেঽপি কথং তৎ কেবলং কৈবল্যকারণমিতি পৃচ্ছতি—যদ্যেবমিতি। শাস্ত্রানুসারেণ জ্ঞানমভ্যুপগচ্ছন্তং প্রত্যাহ—সর্ব্বকর্ম্মেতি। আত্মজ্ঞানস্য তদুপমর্দ্দকত্বং দর্শয়িতুং কর্ম্মহেতুং তাবদ্দর্শয়তি দারাগ্নীতি। অগ্নিহোত্রাদীনাং সম্প্রদানকারকসাধ্যত্বং ব্যতিরেকদ্বারা সাধয়তি—অন্যেতি। তথাপি কথমাত্মজ্ঞানস্য কর্ম্মহেতূপমর্দ্দকত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যথাস্থীতি। ইহেতি বিদ্যাবস্থোক্তিঃ। বিদ্যায়াঃ প্রতিবন্ধকেন কর্ম্মহেতুং দর্শয়তি অন্যোঽন্যামিত্যাদিনা। নমু শুচৌ দেশে নিবসন্নৌ কালে শাস্ত্রাচার্য্যাদিবশাদুৎপন্নং জ্ঞানং পূর্ব্বসাধনম্ ‘শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য’ ইত্যাদিস্মৃতেস্তথা চ কথং তস্য তেনমুক্ত্যুপমর্দ্দকত্বম্, অত আহ—ন চেতি। যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাদিতি ন্যায়াৎ জ্ঞানসাধনস্য সমাধেরপি ন দেশাদ্যপেক্ষা, দূরতস্তু কূটস্থবস্তুমাত্রস্য জ্ঞানস্যেতি ভাবঃ। নিয়তং দেশাদ্যপেক্ষং শাস্ত্রাদিনা ধর্ম্মবদিত্যাশঙ্ক্য পুরুষতন্ত্রত্বমুপাধিরিত্যাহ—ক্রিয়াযাথেতি। সাধনব্যাপ্তিং দূষয়তি—জ্ঞানং ত্বিতি। নিয়তং ন দেশাদ্যপেক্ষং প্রমাণত্বাৎ উষ্ণাগ্নিজ্ঞানবদিতি প্রত্যনুমানমাহ—যথেতি। ৮

আত্মজ্ঞানস্য সর্ব্বকর্ম্মহেতূপমর্দ্দকত্বে দোষমাশঙ্কতে—নন্বিতি। ইষ্টাপত্তিমাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। কর্ম্মকাণ্ডেন কাণ্ডান্তরস্যাপি নিরোধসম্ভবাদিত্যর্থঃ। সাক্ষাদাত্মজ্ঞানং কর্ম্মবিধিনিরোধার্থমেবেতি বিকল্পাদ্যং দূষয়তি নেত্যাদিনা। তদেব স্ফুটয়তি—ন হি বিধ্যন্তরেতি। দ্বিতীয়ং শঙ্কতে তথাঽপীতি। যথা ন কামী স্যাদিতি নিষেধাৎ কস্যচিৎ কামপ্রবৃত্তির্ন ভবতীত্যেতাবতা ন সর্ব্বান্ প্রতি কাম্যবিধির্নিরুধ্যতে, তথা কস্যচিদাত্মজ্ঞানাৎ কর্ম্মবিধিনিরোধেঽপি ন সর্ব্বান্ প্রত্যসৌ নিরুদ্ধো ভবিষ্যতীতি পরিহরতি ন কামেতি। দৃষ্টান্তমেব স্পষ্টয়তি—যথেত্যাদিনা। প্রতিষেধশাস্ত্রার্থাভিজ্ঞং প্রতি তদুপপত্তেরিতি ভাবঃ। ৯

অভিপ্রায়মবিদ্বানাশঙ্কতে—কামপ্রতিষেধবিধিনেতি। অনর্থকত্বজ্ঞানাৎ কামস্যেতি শেষঃ। প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ কাম্যেষু কর্ম্মস্বিতি দ্রষ্টব্যম্। নিরুদ্ধঃ স্যাৎ কাম্যবিধিরিত্যধ্যাহর্ত্তব্যম্। গূঢ়াভিসন্ধিঃ সিদ্ধান্তী ব্রূতে—ভবত্বিতি। পুনরভিপ্রায়মপ্রতিপদ্যমানশ্চোদয়তি—যথেতি। এবমিতি জ্ঞানেন কর্ম্মবিধিনিরোধে সতীতি যাবৎ। তৎপ্রামাণ্যানুপপত্তিরিতি শেষঃ। তদেব চোদ্যং বিশদয়তি—অননুষ্ঠেয়ত্ব ইতি। বেদা-

মনুষ্ঠেয়ানামগ্নিহোত্রাদীনাং কর্ম্মণাং যে বিষয়াস্তেষামিতি যাবৎ। সিদ্ধান্তী শ্রুতিমবিমৃশ্যোত্তর-মুত্তরমাহ—নেত্যাদিনা। উপপত্তিমেবোপদর্শয়তি—স্বাভাবিকস্তেতি। তদেব দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথেতি। ১০

অজ্ঞানাবস্থায়ামেব কর্ম্মবিধিপ্রবৃত্তিরিত্যত্রানিষ্টমাশঙ্কতে—তথা সতীতি। কর্ম্ম-বিধেরপি পুরুষাভিপ্রায়বশাৎ পুরুষার্থোপযোগিত্বসিদ্ধের্নানিষ্টাপত্তিরিত্যুত্তরমাহ—নার্থেতি। অর্থস্য পুরুষাভিপ্রায়তন্ত্রত্বে মোক্ষস্যাপি বাস্তবং পুরুষার্থত্বং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—মোক্ষ-মিতি। অর্থানর্থয়োরভিপ্রায়তন্ত্রত্বং সাধয়তি—পুরুষেতি। মরণং মহাপ্রস্থানমিত্যাদি কাম্যং কৃত্বা জীবদবস্থায়ামেব মহাভারতাদাবিষ্টবিধানং দৃষ্টমতোঽর্থানর্থাবভিপ্রায়তন্ত্রকাবে-বেত্যর্থঃ। কর্ম্মবিধীনামাত্মজ্ঞানাৎ প্রাচীনত্বং প্রতিপাদিতমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। তথাপি প্রকৃতে কিমায়াতং, তদাহ—তস্মাদ্মেতি। তত্র প্রমাণমাহ ইত্যত ইতি। অতঃশব্দার্থং স্ফুটয়তি—কর্মেতি। জ্ঞানস্য কর্ম্মবিরোধিত্বে তন্নিরপেক্ষত্বে চ সিদ্ধে ফলিতমাহ—অত ইতি। আত্মজ্ঞানস্যামৃতত্বহেতুত্বাভ্যুপগমাদিত্যাদেরুক্তস্যাত্মসাক্ষাৎ-কারস্য কেবলস্য কৈবল্যকারণত্বসিদ্ধেঃ, সতি তস্মিন্ জীবন্মুক্তস্য কর্ম্মানুষ্ঠানানবকাশাৎ তদুপদেশেন প্রবৃত্তস্যাধীতবেদস্য পরোক্ষজ্ঞানবতস্তন্মাত্রেণ প্রমাণাপেক্ষামন্তরেণ সিদ্ধং সর্ব্বকর্ম্মত্যাগলক্ষণং পারিব্রাজ্যমেব এব বিদ্বৎসংন্যাসো ন তু পরোক্ষজ্ঞানবতঃ প্রারব্ধফলপ্রাপ্তি-মন্তরেণানুষ্ঠেয়ং কিঞ্চিদস্তীতি ভাবঃ। বিদ্যাবিষয়ত্বাৎ তৎ সাক্ষাৎকারস্য কথং পারিব্রাজ্যং, তত্রাহ—বচনমিতি। উক্তন্যায়ং শাস্ত্রাদিবাক্যসূচিতং। বিধিং বিনাপি ফলভূতং পারি-ব্রাজ্যমিত্যর্থঃ। ১১

সত্যাং জিজ্ঞাসায়াং কর্ম্মত্যাগো ন শক্যতে নিষেদ্ধুমিতি বদন্ বিবিদিষাসংন্যাসং সাধ-য়তি—তথা চেত্যাদিনা। এতৎ পারিব্রাজ্যমিতি সম্বন্ধঃ। বিদুষামাত্মসাক্ষাৎ-কারার্থিনাং তৎ পরোক্ষনিশ্চয়বতামিতি যাবৎ। আত্মলোকস্যাববোধোঽপি ব্যুত্থানহেতুঃ পরোক্ষনিশ্চয় এব। সতীতস্মিন্ ফলাবহস্য ব্যুত্থানাদ্যনুষ্ঠানাযোগাৎ তদন্তরেণ তৎ-প্রাপ্ত্যভাবাচ্চ। উক্তং হি শমাদিবদুপরতেরপি তত্ত্বসাক্ষাৎকারে নিয়তং সাধনত্বং, তদাহ—তথা চেতি। বিবিদিষুরধীতবেদো বিচারপ্রযোজকাপাতিকজ্ঞানবান্ মুমুক্ষুর্মোক্ষ-সাধনং তত্ত্বসাক্ষাৎকারমপেক্ষমাণস্তস্মিন্ পরোক্ষনিশ্চয়েনাপি শূন্যো বিবক্ষিতস্তস্য কথং পারিব্রাজ্যমত আহ—এতমেবাত্মানমিতি। ইতশ্চ বিবিদিষাসংন্যাসোঽস্তীত্যাহ—কর্মণাং চেতি। তথা চাবিদ্যাবিরুদ্ধাৎ বিদ্যামিচ্ছন্নশেষাণি কর্ম্মাণি শরীরধারণমাত্র-কারণেতরাণি ত্যজেদিতি শেষঃ। বিবিদিষাসংন্যাসে হেত্বন্তরমাহ—অবিদ্যাবিষয়ে চেতি। চতুর্ব্বিধফলানি কর্ম্মাণ্যবিদ্যাবিষয়েপরাণি সম্ভবন্তি ন তু সাধ্যো বস্তনীত্যতো বস্তু-জিজ্ঞাসায়াং ত্যাজ্যানীত্যর্থঃ। কথং তর্হি কর্ম্মণামুত্তমফলাবয়স্তত্রাহ—আত্মেতি। বুদ্ধি-শুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানহেতুত্বাৎ কর্ম্মণামস্তি প্রণাড্যা পরমপুরুষার্থোদয় ইত্যর্থঃ। ১২

'সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ'

ইতি স্মৃতেবিবিদিষূণাং মুমুক্ষূণাং কথং পারিব্রাজ্যমেব কর্ত্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অথেতি।

নিত্যাশঙ্ক্যাহ—কামমস্তেতি। প্রত্যবায়পরিহারার্থমপি কামিত্বং যুক্তমিতি ভাবঃ। তথাপি নিত্যে কর্মণি কামনাবানং কর্তুং বিদুষেশে কিঞ্চিৎ ন ক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অনে-কোক্ত। কর্মভিন্নৈরেকৈঃ সাধনৈর্যদ্যদ্বিতনির্বর্ণানি সাধ্যং, তদেবাত্মাজ্ঞত্বমপি বিদুষেশে সাধ্যং ভবতি।

'যদ্যদ্ধি কুরুতে জন্তুস্তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্'

ইতি স্মৃতেস্তদ্ব্যতিরেকেণ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেরতো নিত্যেঽপি কামিত্বং কলবত্তীত্যর্থঃ। নন্বু বৈদিকানাং কর্মণাং নিয়তফলত্বাৎ কাম্যেঽপি নিয়তফলো যুক্তঃ চ নিত্যেষু তদ-ভাবাৎ ন কামিতং ফলং দেহস্তি, তত্রাহ—অনেকফলমেতি। অথ তানি পুরুষমাত্র-কর্তব্যানীতি কৃত্বো বিবক্ষতমনাসর্গনিবন্ধনাত দায়েরিতি। সর্বৈরপি সর্বস্থানাপি তুরীয়া সত্ত্বেব তাত্পর্যেণাপি, তাবতা বিবেকাভিপ্রায়ং যথা চ কথং কলবাদোনিত্যাশঙ্ক্যাহ—পুনঃ পুনমস্তেতি। যাবজ্জীবোপনয়নাদিযুক্তিমিতীতি ভাবঃ ইতি যাবজ্জীবকর্তব্যতা-দর্শনাদাস্যপুত্রৈরাশ্রমবহুবর্ষিতোরাত্মনীতি কৃতো যথোক্তসংস্কারোপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—সর্বশক্তেতি। অবিরক্তত্বেতিবিষয়ঃ কর্মসন্ন্যাসোবিদ্বৎসনাসঃ—অত ইতি। ১৪

নন্বু, যাবজ্জীবশ্রুতেরপবাদো বিবক্ষিতসন্ন্যাসেতি, তদপি কামিত্বমিতিবিষয়ত্বং ন ব্রহ্মচর্যাদেব প্রব্রজেদিতি বিধাপবাদকাবস্থাঃ—তস্মাদস্তেতি। পরোক্ত নিয়মপি তদ্বিষয়ত্বং ন সত্ত্বস্য বেদস্য কর্মবিসায়নঃ স্তোত্রতত্ত্বাত্—যস্মাদস্তেতি। যাবজ্জীব-শ্রুতের্গত্যন্তরমাহ—ইতরেতি। কথং সা কর্তব্যবিধিত্বেন প্রবৃত্ত ত্রৈবর্ণিকানামপি পারিব্রাজ্যপরিগ্রহনিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। যাবজ্জীবশ্রুতিবৈকাশ্রমপ্রতিপাদক-স্মৃতীনামপি কর্মাদিবিষয়মাহ—তথেতি। শ্রুতিস্মৃতীনাং কর্মসন্ন্যাসার্থানাং ভিন্ন-বিষয়ত্বে লিঙ্গমপ্যসংহরতি—তস্মাদিতি। নন্বু কাণ্বশ্রুতেঽপি কর্মণামবিরক্ত অনুগ্রাহ্য এব শঙ্কেতি, তত্রাহ—অনধিকৃতানাং চেতি। সন্ন্যাসমেব শাস্ত্রাণাং ত্যক্তাগ্নিকসন্ন্যাসিস্তান্নমনসাং পরিব্রাজ্য অবশিষ্ট ইতি ভেদঃ। আশ্রমান্তরবিষয়শ্রুতি-স্মৃতীনামধিকৃতবিষয়ত্বাভাবে লিঙ্গমর্থ নিগময়তি—তস্মাদিতি। ৩০। ১৫।

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ব্যাখ্যাটীকায়াং চতুর্থাধ্যায়স্য পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্। ৪৫।

ভাষ্যানুবাদ। প্রথম হইতে চতুর্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত সমস্ত অধ্যায়েই বৈষম্যবর্জ্জিত একই আত্মা পরব্রহ্মস্বরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে; সেই পরব্রহ্ম-স্বরূপ আত্মাকে উপলব্ধি করিবার উপায়গুলি অবশ্য বিভিন্ন প্রকার, কিন্তু উপেয় বা উপায়লভ্য সেই আত্মা কিন্তু একই চতুর্থ অধ্যায়ে অর্থাৎ এই উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণের ষষ্ঠ শ্রুতিতে 'অথ অত আদেশঃ —নেতি নেতি' ইত্যাদি বাক্যে যাহার স্বরূপ নির্দেশ করা হইয়াছে, এবং পঞ্চম অধ্যায়ে অর্থাৎ এই উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে যে, শাকল্যের প্রাণপাত (শিরঃ পতন) উল্লেখপূর্ব্বক শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদ উক্ত হইয়াছে, সেখানেও

সেই আত্মাই অবধারিত হইয়াছে ; পঞ্চম (তৃতীয়) অধ্যায়ের শেষেও আবার সেই তত্ত্বই বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পর এই ষষ্ঠ (চতুর্থ) অধ্যায়েও প্রথমতঃ জনক-যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদে এবং এই পঞ্চম ব্রাহ্মণেরও শেষভাগে সেই একই আত্মতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। (১) অতএব গত চারি প্রপাঠকেরই (অধ্যায়েরই) যে, একই আত্মতত্ত্বনির্দ্ধারণে তাৎপর্য্য, তদ্ভিন্ন অন্য কোন অর্থই শ্রুতির অভিপ্রেত নহে, ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য এই অধ্যায়ের শেষে সেই তত্ত্বের উপসংহার করা হইতেছে—'স এষ নেতি নেতি' ইত্যাদি। ১

যেহেতু তত্ত্বনিরূপণার্থ শত শত প্রকারে বিচার করিলেও, 'নেতি নেতি'র রূপেই বাক্যের তাৎপর্য্য পর্য্যবসিত হয়, তর্ক বা শাস্ত্র হইতে অন্য কোনও রূপ তত্ত্ব উপলব্ধিগোচর করা যায় না ; অতএব ইহাই একমাত্র প্রকৃত অমৃতত্ব-সাধন যে, 'নেতি নেতি' রূপে আত্মাকে অনুভব করা। এই বিষয়েরই উপসংহার করিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন- এই যে, নেতি নেতিরূপে অদ্বৈত আত্মতত্ত্ব জ্ঞান, ইহাই [অমৃতত্বলাভের] একমাত্র উপায় ; অরে মৈত্রেয়ি, অমৃতত্ব-সাধন করিতে ইহা অপর কোনও সহকারী কারণের অপেক্ষা করে না, নিরপেক্ষ ভাবেই সাধন করে। তুমি যে, আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে 'আপনি যাহা অমৃতত্ব-সিদ্ধির নিশ্চিত কারণ অবগত আছেন, তাহাই আমাকে বলুন', জানিবে, তাহা এই পর্য্যন্তই। যাজ্ঞবল্ক্য প্রিয়া ভার্য্যা মৈত্রেয়ীকে এই প্রকার অমৃতত্ব-সাধন বলিয়া পরে কি করিয়াছিলেন ? না, তিনি পূর্ব্বে যে, প্রব্রজ্যা-গ্রহণের অঙ্গীকার জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহাই করিয়াছিলেন, অর্থাৎ প্রব্রজ্যা সন্ন্যাস করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসে যাহার পূর্ণতা বা পর্য্যবসান, সেই ব্রহ্মবিদ্যার কথা এখানে সমাপ্ত হইল। এই পর্য্যন্তই উপদেশ, ইহাই বেদের শেষ আদেশ, ইহাই সর্ব্বোত্তম নিষ্ঠা—জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা ; পুরুষের যত রকম কর্ত্তব্য আছে, ইহাতেই সেই কর্ত্তব্যতার পরিসমাপ্তি হয়, ইহার উপরে পুরুষের আর কিছু কর্ত্তব্য নাই। ২।

---

(১) তাৎপর্য্য—এই বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌টি বৃহদারণ্যক ব্রাহ্মণের তৃতীয় অধ্যায় হইতে আরব্ধ হইয়াছে ; সুতরাং ব্রাহ্মণের তৃতীয় অধ্যায় বলিলেই উপনিষদের প্রথম অধ্যায় বুঝিতে হইবে। অন্যান্য অধ্যায় সংখ্যাও এইরূপ। ভাষ্যকার এখানে উপনিষদের অধ্যায় সংখ্যা না ধরিয়া সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণের অধ্যায়সংখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন ; সুতরাং তাঁহার লিখিত—'চতুর্থ অধ্যায়' শব্দে উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়, আর ভাষ্যোক্ত পঞ্চম অধ্যায় কথায় উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায় বুঝিতে হইবে। অধ্যায়ের অপর নাম—'প্রপাঠক'।

এখন শাস্ত্রের প্রকৃতার্থ নির্ণয়ের নিমিত্ত আলোচনা করা হইতেছে ; কেন না, 'যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে', 'যাবজ্জীবন দর্শপূর্ণমাস যাগ করিবে' 'কর্ম্মানুষ্ঠানসহকারেই ইহলোকে শতবর্ষ জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে', 'এই যে, অগ্নিহোত্র যাগ, ইহা জরামরণবারক', এই সমস্ত বাক্য হইতেছে একমাত্র গার্হস্থ্যাশ্রমের বিধায়ক ; আবার আশ্রমান্তরবিধায়কও অপর কতকগুলি বাক্য আছে—'তাহাকে বিদিত হইয়া, এবং এষণাত্রয় হইতে ব্যুত্থিত হইয়া প্রব্রজ্যা করিবে', ব্রহ্মচর্য্য সমাপণ করিয়া গৃহী হইবে, তাহার পর, বানপ্রস্থ সমাপন করিয়া প্রব্রজ্যা করিবে, 'অথবা সম্ভব হইলে ব্রহ্মচর্য্য হইতেই কিংবা গৃহস্থাশ্রম হইতে অথবা বানপ্রস্থ হইতেই প্রব্রজ্যা করিবে', 'দুইটীমাত্র পথ বা সাধনমার্গই সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে নির্গত হইয়াছে,—প্রথমটী ক্রিয়াপথ, দ্বিতীয়টী জ্ঞানপথ—তন্মধ্যে সন্ন্যাসই উভয়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ', 'প্রাচীন কোন কোন ঋষি কর্ম্ম, সন্তান ও ধনের দ্বারা অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ করিতে সমর্থ না হইয়া কেবল ত্যাগ অর্থাৎ সন্ন্যাস দ্বারাই অমৃতত্ব ভোগ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি।

এইরূপ স্মৃতিশাস্ত্রও [পরস্পর বিপরীতার্থ প্রকাশক দৃষ্ট হয়]. যথাবিধি ব্রহ্মচর্য্যসম্পন্ন লোকই প্রব্রজ্যা করিবে', যাহার ব্রহ্মচর্য্য ব্রত কোনরূপে বিশীর্ণ না ব্যাহত হয় নাই, তিনি ইচ্ছানুসারে যে কোন আশ্রমে বাস করিবেন', 'কেহ কেহ তাহার সম্বন্ধে আশ্রমের 'বকল্প অর্থাৎ ইচ্ছামত অন্যতম আশ্রম গ্রহণের কথা বলিয়া থাকেন', 'ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন শেষ করিয়া পিতৃগণের বিশোধনার্থ পুত্রপৌত্র ইচ্ছা করিবে, অর্থাৎ গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ করিবে, অগ্নি আধানপূর্ব্বক যথাবিধি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া শেষে বনে প্রবেশ করত মুনি হইবে'। 'ব্রাহ্মণ সর্ব্বদক্ষিণাযুক্ত প্রাজাপত্য যজ্ঞ সমাপণ করিয়া যজ্ঞাগ্নি আত্মাতে আধানপূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রম হইতে প্রব্রজ্যা করিবেন, ইত্যাদি।৩।

আশ্রমের বিকল্প, ক্রম ও যথেষ্ট গ্রহণ প্রতিপাদক এমন শত শত বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়, যে সমস্ত বাক্য পরস্পর বিরুদ্ধার্থ-বোধক, এবং ঐ সমস্ত শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণের আচারও সেইরূপ পরস্পর বিরোধী দেখা যায়। আবার যাহারা শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যাতা বহুজ্ঞ পণ্ডিত, তাহাদের মধ্যেও শাস্ত্রার্থ লইয়া বিষম বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই যাহারা অল্পমতি লোক, তাহারা কখনই বিরোধ পরিহারপূর্ব্বক শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না ; পরন্তু যাহাদের বুদ্ধি শাস্ত্রার্থ নিরূপণের উপযুক্ত নিয়মানুশীলনে পরিপক্কতা

লাভ করিয়াছে, কেবল তাঁহারাই বিষয়বিভাগপূর্ব্বক অবিরোধে শাস্ত্রার্থ অবধারণ করিতে সমর্থ হন। এই কারণে উক্ত বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদক বাক্যসমূহের বিষয়বিভাগ প্রদর্শনের জন্য স্বীয় বুদ্ধি সামর্থ্য অনুসারে বিচার করিব ? ৪।

[পূর্ব্বপক্ষ—] যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রাদিবিধায়ক বাক্যসমূহের যখন অন্যরূপ অর্থ করা সম্ভবপর হয় না, তখন ক্রিয়াপ্রতিপাদনই বেদের যথার্থ অর্থ ; কেন না, মন্ত্রে আছে—'তাহাকে (অগ্নিহোত্রীকে) যজ্ঞপাত্র দ্বারা দাহ করিবে' ; এখানে অগ্নিহোত্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যজ্ঞপাত্রের আবশ্যকতা শ্রুত হইতেছে। তাহার পর, অগ্নিহোত্রবিধায়ক প্রকরণে জরামরণাতিক্রম ফলশ্রুতিও রহিয়াছে ; এবং 'শরীরকে ভস্মাবশেষ করিবে' এইরূপ সমর্থক বাক্যও রহিয়াছে। পরিব্রাজ্য গ্রহণপক্ষেতে শরীরের ভস্মীকরণ সম্ভব হয় না ; [কারণ, সন্ন্যাসীর শরীর ভূগর্ভে সমাহিত করিতে হয়, ভস্ম করিতে হয় না,] বিশেষতঃ স্মৃতিশাস্ত্রও বলিতেছেন—'যাহার গর্ভাধান হইতে শ্মশান পর্য্যন্ত ক্রিয়াসমূহ মন্ত্রপূর্ব্বক সম্পাদিত হয়, জানিবে, তাহারই এই অধ্যাত্মশাস্ত্রে অধিকার, অন্যের নহে।' বেদে যে সমুদয় কর্ম্ম মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সম্পাদনীয় বলিয়া বিহিত হইয়াছে ; এখানে স্মৃতিশাস্ত্র আবার শ্মশানকে সেই সমুদয় কার্য্যের শেষ সীমারূপে নির্দ্দেশ করিতেছে, অর্থাৎ গর্ভাধান হইতে শ্মশান পর্য্যন্ত সেই সমুদয় মন্ত্রক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে বলিতেছে। কর্ম্মত্যাগীর অধিকারাভাবও অন্য কারণ ; কেন না, শ্রুতি আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, অকর্ম্মীর (যে লোক বিহিত কর্ম্ম না করে, তাহার বেদে একবারেই অধিকার নাই), তাহার পর, অগ্নি পরিত্যাগের নিন্দাও আছে—'যে লোক অগ্নি ত্যাগ করে, সে লোক দেবগণের বীর্য্যহানি করে' ইত্যাদি ৫।

[আশঙ্কা—] ভাল, বেদেই যখন ব্যুত্থানপ্রভৃতিরও (সন্ন্যাস প্রভৃতিরও) বিধান রহিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, বেদে যে, অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়ার বিধান, তাহা বৈকল্পিক, অর্থাৎ ব্যুত্থান কিংবা কর্ম্ম ইহাদের অন্যতর পক্ষ গ্রহণ করিবে, এইরূপ অর্থেই উহার তাৎপর্য্য ; না, যেহেতু ব্যুত্থানাদিবোধক শ্রুতিসমূহের তাৎপর্য্য অন্যরূপ অর্থে, (কর্ম্ম ত্যাগে নহে) ; কেন না, 'যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে', 'যাবজ্জীবন দর্শপূর্ণমাস যাগ করিবে', ইত্যাদি শ্রুতিসমূহে কেবল জীবনধারণকেই অগ্নিহোত্রাদি অনুষ্ঠানের নিমিত্তরূপে নির্দ্দেশ করায়, যখন এই সমুদয় শ্রুতির অন্যপ্রকার অর্থ করা

থাকিতেই পারে না, তখন ব্যাখ্যানাদিবোধক শ্রুতিসমূহের কর্মানধিকৃত বিষয়ে অর্থাৎ কর্মানুষ্ঠানে যাহাদের অধিকার নাই, তাহাদের সম্বন্ধেই সার্থকতা সম্ভব হয়; যেহেতু মন্ত্রে আছে—'কর্মানুষ্ঠান সহকারেই শত বর্ষ জীবিত থাকিবে'; তাহার পর 'একমাত্র জরা বা মৃত্যু দ্বারাই এই কর্মপাশ হইতে মুক্ত হইতে পারে'। এখানে কেবল জরা ও মরণকেই কর্মানুষ্ঠানের প্রতিবন্ধক বলা হইয়াছে; সুতরাং জরামরণ ব্যতিরেকে কোন সময়েই কর্মানুষ্ঠানের বাধা হইতে পারে না; অতএব কর্মীদিগের যে শুশ্রূষাত্মক কর্মানুষ্ঠান, তাহা বৈকল্পিক অর্থাৎ ইচ্ছানুযায়ী বলিতে পারা যায় না। যাহারা কাণ-কুব্জাদিভাবাপন্ন বিধায় কর্মেতে অনধিকারী, তাহাদের প্রতিই শ্রুতির অনুগ্রহ প্রকাশ করা আবশ্যক; সুতরাং শ্রুতিতে ব্যুত্থানাদির বিধানও অনুপপন্ন বা অসঙ্গত হইতেছে না। ৬

যদি বল, তাহা হইলে পারিব্রাজ্যবিধায়ক শাস্ত্রের কোনও সার্থকতা থাকে না; না—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, 'বিশ্বজিৎ' ও 'সর্বমেধস' নামক যাগদ্বয়ই 'যাবজ্জীব' শ্রুতির অপবাদক; অর্থাৎ যাবজ্জীবন যে, অগ্নিহোত্রাদির বিধি রহিয়াছে, বিশ্বজিৎ ও সর্বমেধস' নামক যাগের স্থলেই তাহার বাধা সম্ভব হয়; সুতরাং সে স্থানেই ক্রম সন্ন্যাস বিধির সার্থকতা আছে। যেমন—'ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহী হইবে, গৃহ হইতে বনী হইবে; তাহার পর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে (১)। বিশেষতঃ এরূপ কল্পনায় কোন প্রকার বিরোধও ঘটে না; কেন না, এইরূপ পারিব্রাজ্য-বিধায়ক বাক্যের ক্রম নিষ্পত্তিতে কোনও বিরোধ দৃষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে, অন্যপ্রকার কল্পনা করিলে অর্থাৎ পারিব্রাজ্যের বিকল্প স্বীকার করিলে, যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রবিধায়ক

(১) তাৎপর্য্য—শঙ্কা হইতেছিল যে, অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্মগুলি যদি সারা জীবনই করিতে হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মচারী হইয়া গৃহস্থ হইবে, গৃহ হইতে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবে, অনন্তর প্রব্রজ্যা করিবে' ইত্যাদি শ্রুতিতে যে, গৃহস্থের পক্ষেও ক্রমে সন্ন্যাসগ্রহণের বিধি আছে, তদনুসারে কার্য্য করিবার আর অবসর থাকে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—না, প্রব্রজ্যার ক্রমবিধান নিরর্থক হয় না, 'বিশ্বজিৎ' ও 'সর্বমেধস' নামক দুইটী যজ্ঞই ইহার সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে। বিশ্বজিৎ ও সর্বমেধস যাগে কর্তার সর্বস্ব দান করিতে হয়; সুতরাং নিতান্ত নিঃস্ব অবস্থায় অর্থসাপেক্ষ অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান অসম্ভব হইয়া পড়ে; কাজেই তাহারা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম সমাপন করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে পারে; তাহাতে কোন প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা নাই। অতএব প্রব্রজ্যা বিধি অনুপপন্ন হয় বলিয়া আশঙ্কা করিতে পারা যায় না।

শাস্ত্রের অধিকার সংকোচ করা হয়; কিন্তু 'বিশ্বজিৎ' ও 'সর্ব্ববেদস' স্থলে ক্রতুবিধির বিষয় কল্পনা করিলে, যাবজ্জীবাদিশ্রুতিরও অধিকার বিন্দুমাত্র বাধিত হয় না। ৭

[এখন সিদ্ধান্তবাদী উত্তর করিতেছেন—] না,—এইরূপ কল্পনা হইতে পারে না। যেহেতু আত্মজ্ঞানকে মোক্ষহেতু বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে; "আত্মেত্যেবোপাসীত।" এই হইতে "স এষ নেতিনেতি" এই পর্য্যন্ত গ্রন্থ দ্বারা যে আত্ম-জ্ঞানের উপসংহার করা হইয়াছে; তুমিও তাহাই মোক্ষ-সাধন বলিয়া স্বীকার করিয়াছ. কিন্তু এখন "এতাবদেবামৃতত্ব-সাধনম্ অন্যনিরপেক্ষম্," অর্থাৎ কেবল ইহাই (আত্ম-জ্ঞানই অন্যের সাহায্যনিরপেক্ষ মোক্ষসাধন, শুধু এই কথাটী মাত্র সহ্য করিতেছ না; অতএব তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—তবে তুমি আত্মজ্ঞানকেই বা [মোক্ষ-সাধন বলিয়া] সহ্য করিতেছ কেন? হাঁ, তাহার কারণ শ্রবণ কর,—বেদ যেমন স্বর্গপ্রাপ্তির উপায়—জ্ঞান-রহিত স্বর্গকামী পুরুষের নিমিত্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সকল স্বর্গ-লাভের উপায় বলিয়া জ্ঞাপন করেন, তেমন এখানেও মোক্ষের উপায়ানভিজ্ঞ মোক্ষেচ্ছুর নিমিত্ত 'যাহা মহাশয় জানেন, তাহাই আমায় বলুন' এই প্রকারে আকাঙ্ক্ষিত মোক্ষোপায় "এতাবদেব" (এই পর্য্যন্তই) বলিয়া বেদই তাহা বিজ্ঞাপিত করিতেছে; [ইহাই আত্ম-জ্ঞান সহনের কারণ]। [তাৎপর্য্য এই যে,—বেদ-বিহিত বিধায় অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সকল যখন স্বর্গসাধন বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে, তখন ঠিক্ সেই ভাবে বেদ-বিহিত আত্মজ্ঞানকেই বা মোক্ষসাধন বলিয়া স্বীকার না করা যায় কিরূপে? তা'বলে কর্ম্ম-নিরপেক্ষ আত্মজ্ঞানকে মোক্ষ হেতু বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না।] ভাল, তাহা হইলে, বেদ-জ্ঞাপিত বলিয়া অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম যেরূপ স্বর্গসাধনরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে, তেমনই এখানেও, আত্ম-জ্ঞান যে ভাবে শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, ঠিক্ সেই ভাবেই (মোক্ষ-সাধন বলিয়াই) আত্ম-জ্ঞানকে স্বীকার করা উচিত; কেননা, উভয় স্থলেই প্রমাণ (বেদ) তুল্য। ৮

যদি এইরূপই হয়, তবে কি হইবে? হাঁ, বলিতেছি,—যেহেতু আত্ম-জ্ঞান সমস্ত কর্ম্মের হেতুভূত অবিদ্যার নিবর্ত্তক, সেই হেতুই আত্ম-বিদ্যার আবির্ভাবে সমস্ত কর্ম্মের নিবৃত্তি হইবে। কেন না, অগ্নি-ভার্য্যা প্রভৃতির সহিত নিয়তসম্বন্ধ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সকল, ভেদ-বুদ্ধির বিষয়ীভূত

সম্প্রদানাদি কারকের সাহায্য ও ভেদবুদ্ধি-বিশিষ্ট সম্প্রদান কারকরূপ অগ্নিপ্রভৃতি দেবতা ব্যতীত কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না। সম্প্রদান-কারকাদিবিষয়ক, যে বুদ্ধি দ্বারা সম্প্রদান কারকটী কর্ম্মের সাধক বা উদ্দেশ্যরূপে উপদিষ্ট হইয়া থাকে, বিদ্যা দ্বারা সেই বুদ্ধিই নিবর্ত্তিত হইয়া যায়। নিম্নলিখিত শ্রুতিসমূহও এ বিষয়ে প্রমাণ—'যে লোক জানে যে, আমি অন্য, এবং আমার উপাস্য অন্য; সে কিছুই জানে না।' 'যে ব্যক্তি দেবতা-গণকে আত্মা হইতে পৃথক্‌রূপে দেখে, দেবতারা তাহাকে পরাভূত-করেন।' 'যে ইহলোকে নানাভাবের ন্যায় ব্রহ্মকে দেখে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।' 'ব্রহ্মকে একপ্রকারেই দেখিবে।' 'জ্ঞানী সর্ব্বত্রই আত্মা বলিয়া দেখে' ইত্যাদি। [এখানে আপাততঃ এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে,] যখন, পবিত্র স্থানে ও শুভকালে শাস্ত্রাচার্য্যের উপদেশ-সমুৎপন্ন জ্ঞানই পুরুষার্থ-(মোক্ষ) সাধক, তখন ভেদবুদ্ধির বিষয়ীভূত দেশাদির অপেক্ষা থাকায় আত্ম জ্ঞান ভেদবুদ্ধির উপমর্দ্দক বা নিবর্ত্তক হয় কিরূপে? [ইহার উত্তর—] আত্ম-জ্ঞান কখনও দেশ কাল বা নিমিত্তাদির অপেক্ষা করে না; কেন না, আত্ম-জ্ঞান যথার্থ-বস্তুবিষয়ক; সুতরাং তথায় আর পুরুষের স্বাতন্ত্র্য থাকে না,—কেবল বস্তুরই প্রাধান্য থাকে; যে বস্তু যেরূপ হইবে, তাহার জ্ঞানও ঠিক্ সেই রূপই হইবে; কিন্তু ক্রিয়াতে বিশেষ আছে,—কেন না, ক্রিয়া পুরুষ-তন্ত্র; সুতরাং সেখানে দেশ, কাল ও নিমিত্তাদিরও অপেক্ষা থাকে, কিন্তু বস্তু-তন্ত্র জ্ঞান কখনই দেশ, কাল বা নিমিত্তের অপেক্ষা করে না; স্বভাবতঃ উষ্ণ অগ্নি এবং স্বভাবতঃ মূর্ত্তি-হীন আকাশ যেরূপ কোনও দেশকালাদির অপেক্ষা করে না, আত্মজ্ঞানও ঠিক্ সেই প্রকার। ১

ভাল কথা, যদি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণই কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে কর্ম্ম-বিধি সকল একেবারে নিরর্থক হইয়া পড়ে; অথচ তুল্যবল প্রমাণে প্রতিপাদিত বিধি-দ্বয়ের মধ্যে কেবল একটীকে বাধিত করা উচিত হয় না। হাঁ, এখানে সে দোষ হয় না; কারণ, উহা কেবল ভেদবুদ্ধি-মাত্রের নিরোধক, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান কখনও অন্যান্য কর্ম্মবিধির নিরোধ বা অধিকারসংকোচ করে না; পরন্তু জীবের যে, স্বতঃসিদ্ধ ভেদবুদ্ধি, কেবল তাহারই নিবৃত্তিসাধন করে মাত্র। ভাল, কর্ম্মপ্রবৃত্তির নিদানভূত ভেদবুদ্ধি নিবৃত্তি করায়, ফলতঃ বৈদিক কর্ম্ম বিধিরই নিরোধ করা হইয়া পড়ে? না,—কাম্য-প্রবৃত্তি নিরোধের ন্যায় ইহাও দোষাবহ নহে; যেমন স্বর্গ

লাভের ইচ্ছায় অশ্বমেধযাগে প্রবৃত্ত ব্যক্তির কামনা-নিষেধক শাস্ত্রদ্বারা কামনা ব্যাহত হইলে পর, সঙ্গে সঙ্গে সেই কাম্য যাগানুষ্ঠানের প্রবৃত্তিও নিরুদ্ধ হইয়া যায়, অথচ তাহাদ্বারা সেই সকল কাম্য বিধি নিষিদ্ধ হয় না, ইহাও সেইরূপ। ১০

আর যদি বল, কাম-প্রতিষেধ বশতঃ কাম্য-বিধিরও নিষেধ হয়? তবে, হয় হউক, ক্ষতি নাই। যদি বল যে, কাম্যবিধির অনুষ্ঠেয়ত্ব পক্ষে, অনুষ্ঠাতার অভাবনিবন্ধন অনুষ্ঠান-বিধিরও আনর্থক্য ঘটে; কাযেই সেই সকল কর্ম্ম-বোধক বিধির প্রামাণ্য নষ্ট হয়। না, সে দোষও হইতে পারে না; কারণ, আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বপর্য্যন্তও তাহাতে প্রবৃত্তি হইতে পারে; যেমন কাম্য বিষয়ে দোষ-জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত স্বভাবতঃই স্বর্গাদি ফলের বলবত্তা নিবন্ধন লোকের কাম্য কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, পশ্চাৎ দোষ জ্ঞান উৎপন্ন হইলে, আর তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি থাকে না, ঠিক্ তেমন। ১১

কর্ম্মের কু ফল দর্শন করিয়া যদি বল যে, এরূপ হইলে সর্ব্বজ্ঞানাকর বেদশাস্ত্রও জীবের অনর্থেরই কারণ হয়? না, তাহাও হয় না; কেন না, অর্থ আর অনর্থ উভয়ই ইচ্ছানুযায়ী বা মনঃকল্পিত ভিন্ন আর কিছুই নহে; কারণ, [বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে,] একমাত্র মোক্ষ ভিন্ন অন্য সমস্তই অবিদ্যা-কল্পিত; [সুতরাং] অনর্থমধ্যে পরিগণিত। [মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে] দেখিতে পাওয়া যায় যে, মরণস্থানীয় মহা-প্রস্থানাদি কামনায়ও অগ্নিম যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবহার রহিয়াছে; কাজেই বলিতে হয়—অর্থ ও অনর্থব্যবস্থা কেবল পুরুষের ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। অতএব যে পর্য্যন্ত আত্মজ্ঞানাভিমুখে অগ্রসর হইতে হয়, তাবৎই কর্ম্মবিধির প্রয়োজন, পরে নহে, এবং এই কারণেই "এতাবদরে খল্বমৃতত্বং" অর্থাৎ কর্ম্মনিরপেক্ষ কেবল এই আত্মজ্ঞানই যে, অমৃতত্বের (মোক্ষের) সাধন, এই সিদ্ধান্তই সুস্থির হইল; কারণ, আত্মজ্ঞান কর্ম্মসাপেক্ষ নহে। অতএব জ্ঞানীর ক্রিয়াকারকাদি ভেদবুদ্ধি না থাকায় এবং আত্ম-যাথাত্ম্য সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয় হওয়ায়, তাহার পারিব্রাজ্যও বিধিসিদ্ধ হইল। ১২

অতএব পূর্ব্বোক্ত "যেষাং নোঽয়ম্" ইত্যাদি বাক্যেও হেতু-প্রদর্শন দ্বারা ইহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "পূর্ব্বতন বিদ্বান্‌গণ আত্মদর্শন বশতঃ প্রজাকামনা না করিয়া ব্যুত্থিত হইতেন" এই বাক্যদ্বারা যেরূপ বিদ্বানের সম্বন্ধে সন্ন্যাস [illegible] তেমনই "এইলোককে (আত্মাকে) ইচ্ছা করতঃ" ইত্যাদি

বচনবলে বিবিদিষুর (জানিতে ইচ্ছুকের) সম্বন্ধেও প্রব্রজ্যাবিধি সিদ্ধ হইল। কর্ম্মমাত্রই যে, অনাত্মজ্ঞবিষয়ক, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতএব অবিদ্যার সম্বন্ধ থাকায় কর্ম্মমাত্রই উৎপত্তি, আপ্তি, বিকার ও সংস্কারার্থক; এই হেতুই কর্ম্মসমূহও যে, চিত্ত-সংস্কার দ্বারা আত্মজ্ঞানের সাধন হয়, এই কথাও তোমায় বলিয়াছি। ১৩

এইরূপ হইলে অজ্ঞ-বিষয়ক আশ্রম-কর্ম্মসমূহেরও বলাবল পর্য্যালোচনা করিলে, আত্মজ্ঞানোৎপাদন বিষয়ে অহিংসাদিরূপ যম-প্রধান অমানিত্ব প্রভৃতি এবং মানস ধ্যান ও বৈরাগ্যাদিও সাক্ষাৎসম্বন্ধে আত্মজ্ঞানের সাধন; এতদ্ভিন্ন নিয়ম-প্রধান আশ্রমধর্ম্মসকলও হিংসা-রাগ-দ্বেষাদি প্রাচুর্য্য থাকায় ক্লিষ্ট কর্ম্মমধ্যে পরিগণিত; এই কারণে ঋষিগণ মুমুক্ষুর পক্ষে নির্দ্দোষ পারিব্রাজ্যেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। পুনশ্চ দেখ, "উক্ত কর্ম্মসকলের মধ্যে ত্যাগই (সন্ন্যাসই) মোক্ষের পরমোৎকৃষ্ট সাধন' এবং বৈরাগ্য আবার এই ত্যাগের চরম সীমা, 'হে ব্রাহ্মণ, ধর্ম দ্বারা তোমার কি হইবে? বন্ধুগণ দ্বারাই বা তোমার কি হইবে? এবং স্ত্রীদ্বারাই বা তোমার কি প্রয়োজন, যে তুমি মরিয়া যাইবে; অতএব গুহা-প্রবিষ্ট অর্থাৎ অতি দুর্জ্ঞের আত্মার অন্বেষণ কর। দেখ, তোমার পিতামহগণ ও পিতা কোথায় গিয়াছেন'? এই প্রকার সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রাদিতেও সন্ন্যাসই আত্ম-জ্ঞানোদয়ের সন্নিহিত কারণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কামনা বা ভোগপ্রবৃত্তির অভাবও এ বিষয়ে অপর হেতু, অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্রেই কামপ্রবৃত্তিকে জ্ঞানের প্রতিকূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে; সেই কারণেই কামনা হইতে বিরক্ত বৈরাগ্যযুক্ত মুমুক্ষুর যে, জ্ঞান ব্যতীতও কেবল ব্রহ্মচর্য্য হইতেই প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণের উপদেশ, তাহাও 'যদহরেব বিরজেৎ' ইত্যাদি শ্রুতিতে সঙ্গত হইতেছে। ১৪

ভাল, সন্ন্যাসপ্রতিপাদিকা শ্রুতি সাবকাশ বিধায় কর্ম্মে অনধিকারীর জন্য বিহিত, এই কথা ত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; নচেৎ 'যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র করিবে' এই শ্রুতির বাধা হইয়া পড়ে? না—ইহা দোষাবহ হয় না; কারণ, যাবজ্জীবাদি শ্রুতিও সম্পূর্ণ সাবকাশ; কামনাবান্ অবিদ্বান্ লোকের সম্বন্ধেই যাবজ্জীবাদি শ্রুতির যে, স্বচ্ছন্দ অবকাশ রহিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। আর অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সমূহ, কেবল জীবনমাত্র অপেক্ষা করে, অপর কাহারও অপেক্ষা করে না; যেহেতু

জীবগণ প্রায়ই বহুতর কামনা পরিপূর্ণ; কামনাও আবার অনেকানেক বিষয়ভেদে বহুপ্রকার এবং বহুবিধ সাধন-সাধ্য। তাহার পর গার্হস্থ্যে বা আরণ্যাশ্রমে অনুষ্ঠেয় বেদবিহিত কর্ম্ম সকলও, স্ত্রী-অগ্নি সম্বন্ধবিশিষ্ট পুরুষের কর্ত্তব্য এবং কৃষ্যাদি কর্ম্মের ন্যায় বহুশত বর্ষ-সমাপ্য, অধিকন্তু পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত হইলেই বহুবিধ ফল উৎপাদন করিয়া থাকে; সুতরাং ঐ সকল স্থলেই যাবজ্জীবন শ্রুতি ও "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" ইত্যাদি মন্ত্র সার্থক হইতে পারে। ১৫

আর সেই পক্ষেই 'বিশ্বজিৎ ও সর্ব্বমেধস' যাগে কর্ম্মপরিত্যাগ আবশ্যকীয়, যে পক্ষে যাবজ্জীবন অনুষ্ঠান এবং শরীরের শ্মশানান্তত্ব বা ভস্মান্তত্বের শ্রুতি রহিয়াছে। অথবা, ব্রাহ্মণভিন্ন বর্ণকে অপেক্ষা করিয়াই যাবজ্জীবন শ্রুতি সঙ্গত হইতে পারে; যেহেতু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পারিব্রাজ্যে (সন্ন্যাসে) অধিকার নাই। "যথৈর্দত্তোদিতো বিধিঃ" এই স্মৃতিও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরই পক্ষে। "ঐকাশ্রম্যন্ত্বাচার্য্যাঃ" অর্থাৎ আচার্য্য বলেন যে, উহাদের একটীমাত্র আশ্রম, ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষেই সঙ্গত করিতে হইবে। অতএব সামর্থ্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি অনুসারেই ব্যাখ্যানের বিকল্প, ক্রম ও পারিব্রাজ্যাদিবিধি অবিরুদ্ধ, পরন্তু কর্ম্মে অনধিকৃতগণের সম্বন্ধে যখন 'স্নাতক হউক, বা অস্নাতক হউক, উৎসন্নাগ্নি হউক বা নিরগ্নি হউক' ইত্যাদি বাক্য-দ্বারা পৃথক্‌ভাবে পারিব্রাজ্যের বিধান করা হইয়াছে, তখন আর এই সন্ন্যাস যে, কেবল তাঁহাদিগেরই নিমিত্ত, এ কথাও হইতেই পারে না; অতএব কর্ম্মে অধিকারিগণের পক্ষেও আশ্রমান্তর—সন্ন্যাসবিধি সিদ্ধ হইল॥ ৩৩০ ॥ ১৫ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদে চতুর্থাধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥৪॥৫॥

অথ বংশঃ—পৌতিমাষ্যো গোপবনাদ্গৌপবনঃ পৌতিমাষ্যাৎ পৌতিমাষ্যো গোপবনাদ্গৌপবনঃ কৌশিকাৎ কৌশিকঃ কৌণ্ডিন্যাৎকৌণ্ডিন্যঃ শাণ্ডিল্যাচ্ছাণ্ডিল্যঃ কৌশিকাচ্চ গৌতমাচ্চ গৌতমঃ ॥ ৩৩১ ॥১॥*

মূলানুবাদ। অনন্তর যাজ্ঞবল্কীয়কাণ্ডের বংশবর্ণন আরম্ভ

* —— এই শ্রুতির ভাষ্যের সরলার্থ প্রদত্ত হইল না।

হইতেছে। পৌতিমাস্য হইতে পৌতিমাস্য, গৌপবন হইতে গৌপবন, পুনশ্চ পৌতিমাস্য হইতে পৌতিমাস্য এবং গৌপবন হইতে গৌপবন, কৌশিক হইতে কৌশিক, কৌণ্ডিন্য হইতে কৌণ্ডিন্য, শাণ্ডিল্য হইতে শাণ্ডিল্য, কৌশিক গৌতম হইতে গৌতম প্রকাশিত হইয়াছেন ॥৩৩১॥১॥

অগ্নিবেশ্যাদাগ্নিবেশ্যো গার্গ্যাদ্গার্গ্যো গার্গ্যাদ্গার্গ্যো গৌতমাদ্গৌতমঃ সৈতবাৎসৈতবঃ পারাশর্য্যায়ণাৎ পারাশর্য্যায়ণো গার্গ্যায়ণাদ্গার্গ্যায়ণ উদ্দালকায়নাদুদ্দালকায়নো জাবালায়নাজ্জাবালায়নো মাধ্যন্দিনায়নান্মাধ্যন্দিনায়নঃ সৌকরায়ণাৎ সৌকরায়ণঃ কাষায়ণাৎ কাষায়ণঃ, সায়কায়নাৎ সায়কায়নঃ কৌশিকায়নেঃ কৌশিকায়নিঃ ॥ ৩৩২॥২॥

মূলানুবাদ। অগ্নিবেশ্য হইতে আগ্নিবেশ্য, গার্গ্য হইতে গার্গ্য, পুনশ্চ, গার্গ্য হইতে গার্গ্য, গৌতম হইতে গৌতম, সৈতব হইতে সৈতব, পারাশর্য্যায়ণ হইতে পারাশর্য্যায়ণ, গার্গ্যায়ণ হইতে গার্গ্যায়ণ, উদ্দালকায়ন হইতে উদ্দালকায়ন, জাবালায়ন হইতে জাবালায়ন, মাধ্যন্দিনায়ন হইতে মাধ্যন্দিনায়ন, সৌকরায়ণ হইতে সৌকরায়ণ, কাষায়ণ হইতে কাষায়ণ, সায়কায়ন হইতে সায়কায়ন, এবং কৌশিকায়নি হইতে কৌশিকায়নি, প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন ॥ ৩৩২॥২ ॥

ঘৃতকৌশিকাদ্ঘৃতকৌশিকঃ পারাশর্য্যায়ণাৎপারাশর্য্যায়ণঃ পারাশর্য্যাৎপারাশর্য্যো জাতুকর্ণ্যাজ্জাতুকর্ণ্য আসুরায়ণাচ্চ যাস্কাচ্চাসুরায়ণস্ত্রৈবণেস্ত্রৈবণিরৌপজন্ধনেরৌপজন্ধনিরাসুরেরাসুরির্ভারদ্বাজাদ্ভারদ্বাজ আত্রেয়াদাত্রেয়ো মাণ্টের্মাণ্টির্গৌতমাদ্গৌতমো গৌতমাদ্গৌতমো বাৎস্যাদ্বাৎস্যঃ শাণ্ডিল্যাচ্ছাণ্ডিল্যঃ কৈশোর্য্যাৎ কাপ্যাৎ কৈশোর্য্যঃ কাপ্যঃ কুমারহারিতাৎকুমারহারিতো গালবাদ্গালবো বিদর্ভীকৌণ্ডিন্যাদ্বিদর্ভীকৌণ্ডিন্যো বৎসনপাতো বাভ্রবাদ্বৎসনপাদ্বাভ্রবঃ পথঃ সৌভরাৎপন্থাঃ সৌভরোঽয়াস্যাদাঙ্গির-

সাদয়াস্য আঙ্গিরস আভূতেস্ত্বাষ্ট্রাদাভূতিস্ত্বাষ্ট্রো বিশ্বরূপাৎ ত্বাষ্ট্রা-দ্বিশ্বরূপস্ত্বাষ্ট্রোঽশ্বিভ্যামশ্বিনৌ দধীচ আথর্ব্বণাদ্দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণোঽথর্ব্বণো দৈবাদথর্ব্বা দৈবো মৃত্যোঃ প্রাধ্বংসনান্মৃত্যুঃ প্রাধ্বংসনঃ প্রধ্বংসনাৎপ্রাধ্বংসন একর্ষেরেকর্ষির্বিপ্রচিত্তের্বিপ্রচিত্তির্ব্যষ্টের্ব্যষ্টিঃ সনারোঃ সনারুঃ সনাতনাৎ সনাতনঃ সনগাৎ সনগঃ পরমেষ্ঠিনঃ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মণো ব্রহ্ম স্বয়ম্ভু ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ৩৩৩ ॥ ৩ ॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য ষষ্ঠম্ ব্রাহ্মণম্ ॥৪॥৬॥

ইতি শ্রীবৃহদারণ্যকোপনিষৎসু চতুর্থোঽধ্যায়ঃ (ব্রাহ্মণেষু ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ) ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ। ঘৃতকৌশিক হইতে ঘৃতকৌশিক, পারাশর্য্যায়ণ হইতে পারাশর্য্যায়ণ, পারাশর্য্য হইতে পারাশর্য্য, জাতূকর্ণ হইতে জাতূকর্ণ, আসুরায়ণ যাস্ক হইতে আসুরায়ণ. ত্রৈবণি হইতে ত্রৈবণি, ঔপজন্ধনি হইতে ঔপজন্ধনি, আসুরি হইতে আসুরি, ভারদ্বাজ হইতে ভারদ্বাজ আত্রেয় হইতে আত্রেয়, মাণ্টি হইতে মাণ্টি, গৌতম হইতে গৌতম, পুনশ্চ গৌতম হইতে গৌতম, বাৎস্য হইতে বাৎস্য, শাণ্ডিল্য হইতে শাণ্ডিল্য, কৈশোর্য্যকাপ্য হইতে কৈশোর্য্য কাপ্য, কুমারহারিত হইতে কুমারহারিত, গালব হইতে গালব, বিদর্ভী কৌণ্ডিন্য হইতে বিদর্ভী কৌণ্ডিন্য, বৎসনপাৎ বাভ্রব হইতে বৎসনপাৎ বাভ্রব; পন্থা সৌভর হইতে পন্থা-সৌভর, অয়াস্য আঙ্গিরস হইতে অয়াস্য আঙ্গিরস, আভূতি ত্বাষ্ট্র হইতে আভূতি ত্বাষ্ট্র, বিশ্বরূপ ত্বাষ্ট্র হইতে বিশ্বরূপ ত্বাষ্ট্র, অশ্বিনদ্বয় হইতে আশ্বিনদ্বয়, দধ্যঙ্ আথর্ব্বণ হইতে দধ্যঙ্ আথর্ব্বণ, আথর্ব্বণ দৈব হইতে আথর্ব্বণ দৈব, মৃত্যু প্রাধ্বংসন হইতে মৃত্যু প্রাধ্বংসন, একর্ষি হইতে একর্ষি, বিপ্রচিত্তি হইতে বিপ্রচিত্তি, ব্যষ্টি হইতে ব্যষ্টি, সনারু হইতে সনারু, সনাতন হইতে সনাতন, সনগ হইতে

সনগ, পরমেষ্ঠি হইতে পরমেষ্ঠী, ব্রহ্মা হইতে ব্রহ্মা, স্বয়ম্ভু—ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে নমস্কার করি ॥৩৩॥৩॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা॥৪॥৬

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথানন্তরং যাজ্ঞবল্কীয়স্য কাণ্ডস্য বংশ আরভ্যতে, যথা মধুকাণ্ডস্য বংশঃ। ব্যাখ্যানন্ত পূর্ব্ববৎ, ব্রহ্ম স্বয়ম্ভু ব্রহ্মণে নম ওঁন্ ইতি ॥ ৩৩১-৩॥

ইতি শ্রীবৃহদারণ্যকোপনিষদি চতুর্থাধ্যায়স্য ষষ্ঠম্ বংশব্রাহ্মণভাষ্যম্ ॥৬॥

টীকা। তদেবং বিচারদ্বারা শ্রুতিস্মৃতীনামাগমান্তস্তৈর্বিরুদ্ধানামর্থবত্তোঃ প্রতিপাদ্যাথ বংশং ইত্যাশঙ্কার্থমাহ—অথেতি। নামোপাখ্যানস্য সম্প্রদায়বিজ্ঞানস্য প্রবচনানন্তর্যাবধারণার্থ-মাহ—অনন্তরমিতি। যথা প্রথমান্তঃ শিষ্যো গুরুস্ত পঞ্চম্যন্ত ইতি চতুর্থাদৌ ব্যাখ্যাতং, তথাত্রাপীত্যাহ—ব্যাখ্যানমিতি। ইত্যুপনিষদ্বিদ্যাং সমাপ্যাসং সেতিকর্তব্য-তাকমাত্মজ্ঞানমমৃতত্বসাধনং নিরূপিতমুপসংহৃতু বিভিন্নঃ। পরিসমাপ্তৌ মঙ্গলমাচরতি—ব্রহ্মেতি ৩৩১।৩৩। ১। ২। ৩।

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং চতুর্থাধ্যায়স্য ষষ্ঠং বংশব্রাহ্মণম্। ৬।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

প্রথমং ব্রাহ্মণম্।

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥৩৩৪ ॥১॥

ওঁম্ খং ব্রহ্ম। খং পুরাণম্, বায়ুরং খমিতি হ স্মাহ কৌরব্যায়ণীপুত্রঃ, বেদোঽয়ং ব্রাহ্মণা বিদুর্ব্বেদৈনেন যদ্বেদিতব্যম্ ॥৩৩৫॥২॥

ইতি প্রথমং ব্রাহ্মণম্ ॥৫॥১॥

সরলার্থঃ। কার্য্যাত্মনঃ কারণাত্মনশ্চ ব্রহ্মণঃ অখণ্ডপূর্ণত্বমাবেদয়িতুমাহ—'পূর্ণমদঃ' ইত্যাদি। অদঃ (পরোক্ষং কারণাত্মকং ব্রহ্ম) পূর্ণম্, (অখণ্ডম্), তথা ইদং (কার্য্যাত্মকং জগদ্রূপং ব্রহ্ম) পূর্ণম্। পূর্ণাৎ (কারণাৎ) পূর্ণং (কার্য্যং ব্রহ্ম) উদচ্যতে (উদ্‌গচ্ছতি)। [প্রলয়াদৌ চ,] পূর্ণস্য (পূর্ণতয়া অবস্থিতস্য কার্য্যাত্মনঃ) পূর্ণং (পূর্ণত্বম্) আদায় (গৃহীত্বা) [কারণং ব্রহ্ম] পূর্ণম্ এব অবশিষ্যতে (ন কিঞ্চিৎ বিক্রিয়তে ইত্যাশয়ঃ) ॥৩৩৪॥১॥

মূলানুবাদ। 'অদঃ'—ইন্দ্রিয়ের অগোচর কারণস্বরূপ ব্রহ্ম পূর্ণ; এবং 'ইদং' কার্য্যাত্মক ব্রহ্মও পূর্ণ; পূর্ণ জগৎ কার্য্যই পূর্ণ কারণ হইতে অভিব্যক্ত হয়। অবশেষে এই পূর্ণের পূর্ণত্ব লইয়া—অর্থাৎ পরিপূর্ণস্বরূপ এই কার্য্য জগৎ তাহাতে বিলীন হইলে পর, সেই পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে; অর্থাৎ তাহার কোন প্রকার বিকৃতি ঘটে না ॥৩৩৪॥১॥

সরলার্থঃ। ['ওঁম্, খং ব্রহ্ম' ইতি মন্ত্রঃ, তস্যায়মর্থঃ—] খং (আকাশাখ্যং) ব্রহ্ম, ওঁম্ (ওঁকারবাচ্যার্থ ইত্যর্থঃ)। [তচ্চ] খং পুরাণং (চিরন্তনং নিত্যং, নতু ভূতাকাশমিত্যাশয়ঃ); কৌরব্যায়ণীপুত্রঃ [পুনঃ] বায়ুরং (বায়োরধিষ্ঠানং ভূতাকাশমেব) খম্ ইতি আহ স্ম। অয়ং

(প্রণবঃ) বেদঃ (সর্ব্ববেদাত্মকঃ); ব্রাহ্মণাঃ যৎ বেদিতব্যং, [তৎ] এনেন (ওঁকারেণ) বিদুঃ (জানন্তি); (ইত্যেবা শ্রুতিরোঙ্কারস্য)॥ ৩৩৫ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ। আকাশাত্মক ব্রহ্ম ওঁকার-শব্দের প্রতিপাদ্য। উক্ত 'খ' বস্তুটী পুরাণ—নিত্য অর্থাৎ ভূতাকাশ নহে; কিন্তু কৌরব্যায়নীপুত্র বলেন যে, ইহা বায়ুর আশ্রয় ভূতাকাশই বটে। এই ওঁকারই সমস্ত বেদস্বরূপ; ব্রাহ্মণগণ ইহা দ্বারাই সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হন ॥ ৩৩৫ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। 'পূর্ণমদঃ' ইত্যাদি খিলকাণ্ডমারভ্যতে। অধ্যায়চতুষ্টয়েন যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম, য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ নিরুপাধিকঃ অশনায়াদ্যতীতঃ নেতিনেতীতি ব্যপদেশ্যো নির্দ্ধারিতঃ, যদ্বিজ্ঞানং কেবলমমৃতত্বসাধনম্, অধুনা তস্যৈবাত্মনঃ সোপাধিকস্য শব্দার্থাদিব্যবহারবিষয়াপন্নস্য পুরস্তাদনুক্তানি উপাসনানি কর্ম্মভিরবিরুদ্ধানি প্রকৃষ্টাভ্যুদয়সাধনানি ক্রমমুক্তিভাঞ্জি চ, তানি বক্তব্যানীতি পরঃ সন্দর্ভঃ। সর্ব্বোপাসনশেষত্বেন ওঙ্কারঃ দমং দানং দয়াম্-ইত্যেতানি চ বিধিৎসিতানি। ১

পূর্ণমদঃ—পূর্ণং ন কুতশ্চিদ্ব্যাবৃত্তং ব্যাপীত্যেতৎ; নিষ্ঠা চ কর্ত্তরি দ্রষ্টব্যা। অদ ইতি পরোক্ষাভিধায়ি সর্ব্বনাম, তৎ পরং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। তৎ সম্পূর্ণম্ আকাশবৎ ব্যাপি নিরন্তরং নিরুপাধিকং চ; তদেবেদং সোপাধিকং নামরূপস্থং ব্যবহারাপন্নং পূর্ণং স্বেন রূপেণ পরমাত্মনা ব্যাপ্যেব, ন উপাধিপরিচ্ছিন্নেন বিশেষাত্মনা। তদিদং বিশেষাপন্নং কার্য্যাত্মকং ব্রহ্ম পূর্ণাৎ কারণাত্মনঃ উদচ্যতে উদ্রিচ্যতে উদ্গচ্ছতীত্যেতৎ। যদ্যপি কার্য্যাত্মনা উদ্রিচ্যতে, তথাপি যৎ স্বরূপং পূর্ণত্বং পরমাত্মভাবং, তন্ন জহাতি, পূর্ণমেব উদ্রিচ্যতে। পূর্ণস্য কার্য্যাত্মনো ব্রহ্মণঃ, পূর্ণং পূর্ণত্বম্, আদায় গৃহীত্বা আত্মস্বরূপৈকরসত্বম্ আপাদ্য বিদ্যয়া, অবিদ্যাকৃতং ভূতমাত্রোপাধিসংসর্গজমন্যত্বাবভাসং তিরস্কৃত্য, পূর্ণমেব অনন্তরমবাহ্যং প্রজ্ঞানঘনৈকরসস্বভাবং কেবলং ব্রহ্ম অবশিষ্যতে। ২।

যদুক্তং "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ, তদাত্মানমেবাবেৎ, তস্মাত্তৎ সর্ব্বমভবৎ" ইতি—এষঃ অস্য মন্ত্রস্যার্থঃ; তত্র ব্রহ্মেত্যস্যার্থঃ 'পূর্ণমদঃ' ইতি। ইদং পূর্ণমিতি "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যস্যার্থঃ; তথা চ শ্রুত্যন্তরম্, "যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ" ইতি। অতঃ অদঃশব্দবাচ্যং পূর্ণং ব্রহ্ম, তদেবেদং পূর্ণকার্য্যস্থং নামরূপোপাধিসংযুক্তমবিদ্যয়া উদ্রিক্তম্, তস্মাদেব পরমার্থস্বরূপাদন্যদিব

প্রত্যবভাসমানম্—তৎ আত্মানমেব পরং পূর্ণং ব্রহ্ম বিদিত্বা অহম্ অদঃ পূর্ণং ব্রহ্মাস্মীত্যেবম্, পূর্ণমাদায়—তিরস্কৃত্য অপূর্ণস্বরূপতামবিদ্যাকৃতাং নামরূপোপাধিসম্পর্কজাম্ এতয়া ব্রহ্মবিদ্যয়া, পূর্ণমেব কেবলমবশিষ্যতে। তথা চোক্তম্, "তস্মাৎ তৎসর্ব্বমভবৎ" ইতি। যঃ সর্ব্বোপনিষদর্থো ব্রহ্ম, স এষঃ অনেন মন্ত্রেণানূদ্যতে—উত্তরসম্বন্ধার্থম্। ব্রহ্মবিদ্যাসাধনত্বেন হি বক্ষ্যমাণানি সাধনানি ওঁকার-দম-দান-দয়াখ্যানি বিধিৎসিতানি, খিলপ্রকরণসম্বন্ধাৎ সর্ব্বোপাসনাঙ্গভূতানি চ। ৩।

অত্রৈকে বর্ণয়ন্তি,—পূর্ণাৎ কারণাৎ পূর্ণং কার্য্যমুদ্রিচ্যতে; উদ্রিক্তং কার্য্যং বর্ত্তমানকালেঽপি পূর্ণমেব পরমার্থবস্তুভূতং দ্বৈতরূপেণ; পুনঃ প্রলয়কালে পূর্ণস্য কার্য্যস্য পূর্ণতামাদায় আত্মনি ধিত্বা পূর্ণমেব অবশিষ্যতে কারণরূপম্; এবমুৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়েষু ত্রিষপি কালেষু কার্য্যকারণয়োঃ পূর্ণতৈব; সা চ একৈব পূর্ণতা কার্য্যকারণয়োর্ভেদেন ব্যপদিশ্যতে; এবঞ্চ দ্বৈতাদ্বৈতাত্মকমেকং ব্রহ্ম। যথা কিল সমুদ্রো জলতরঙ্গফেনবুদ্বুদাদ্যাত্মক এব, যথা চ জলং সত্যম্, তদুদ্ভবাশ্চ তরঙ্গফেনবুদ্বুদাদয়ঃ সমুদ্রাত্মভূতা এবাবিভাবতিরোভাবধর্ম্মাণঃ পরমার্থসত্যা এব, এবং সর্ব্বমিদং দ্বৈতং পরমার্থসত্যমেব জলতরঙ্গাদিস্থানীয়ম্, সমুদ্রজলস্থানীয়ং তু পরং ব্রহ্ম। ৪

এবঞ্চ কিল দ্বৈতস্য সত্যত্বে কর্ম্মকাণ্ডস্য প্রামাণ্যম্; যদা পুনর্দ্বৈতং দ্বৈতমিবাবিদ্যাকৃতং মৃগতৃষ্ণিকাবদনৃতম্, অদ্বৈতমেব পরমার্থতঃ, তদা কিল কর্ম্মকাণ্ডং বিষয়াভাবাদপ্রমাণং ভবতি; তথা চ বিরোধ এব স্যাৎ,—বেদৈকদেশভূতা উপনিষৎ প্রমাণম্, পরমার্থতোঽদ্বৈতবস্তুপ্রতিপাদকত্বাৎ; অপ্রমাণং কর্ম্মকাণ্ডম্, অসদ্দ্বৈতবিষয়ত্বাৎ। তদ্বিরোধপরিজিহীর্ষয়া শ্রুত্যৈতদুক্তম্—কার্য্যকারণয়োঃ সত্যত্বং সমুদ্রবৎ 'পূর্ণমদঃ' ইত্যাদিনেতি। ৫

তদসৎ, বিশিষ্টবিষয়াপবাদবিকল্পয়োরসম্ভবাৎ। ন হীয়ং সুবিবক্ষিতা কল্পনা; কস্মাৎ? যথা ক্রিয়াবিষয়ে উৎসর্গপ্রাপ্তস্যৈকদেশেঽপবাদঃ ক্রিয়তে, যথা "অহিংসন্ সর্ব্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্যঃ" ইতি হিংসা সর্ব্বভূতবিষয়া উৎসর্গেণ নিবারিতা তীর্থে বিশিষ্টবিষয়ে জ্যোতিষ্টোমাদাবনুজ্ঞায়তে, ন চ তথা বস্তুবিষয়ে ইহ অদ্বৈতং ব্রহ্ম উৎসর্গেণ প্রতিপাদ্য পুনস্তদেকদেশোঽপবদিতুং শক্যতে; ব্রহ্মণোঽদ্বৈতত্বাদেব একদেশত্বানুপপত্তেঃ। তথা বিকল্পানুপপত্তেশ্চ, যথা "অতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্লাতি, নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্লাতি" ইতি গ্রহণাগ্রহণয়োঃ পুরুষাধীনত্বাদ্বিকল্পো ভবতি, ন ত্বিহ তথা বস্তুবিষয়ে দ্বৈতং

বা স্যাৎ, অদ্বৈতং বেতি বিকল্পঃ সম্ভবতি, অপুরুষতন্ত্রত্বাদাত্মবস্তুনঃ, বিরোধাচ্চ দ্বৈতাদ্বৈতত্বয়োরেকস্য। তস্মান্ন সুবিবক্ষিতেয়ং কল্পনা। ৬।

শ্রুতিন্যায়বিরোধাচ্চ সৈন্ধবঘনবৎ প্রজ্ঞানৈকরসঘনং নিরন্তরং পূর্ব্বাপর-বাহ্যাভ্যন্তরভেদবিবর্জ্জিতং সবাহ্যাভ্যন্তরমজং নেতি নেত্যস্থূলমনণুমজমজরম-ভয়মমৃতম্—ইত্যেবমাদ্যাঃ শ্রুতয়ো নিশ্চিতার্থা সংশয়বিপর্য্যাসাশঙ্কারহিতাঃ সর্ব্বাঃ সমুদ্রে প্রক্ষিপ্তাঃ স্যুঃ, অকিঞ্চিৎকরত্বাৎ। তথা ন্যায়বিরোধোঽপি—সাবয়বস্যানেকাত্মকস্য ক্রিয়াবতো নিত্যত্বানুপপত্তেঃ। নিত্যত্বঞ্চ আত্মনঃ স্মৃত্যাদিদর্শনাদনুমীয়তে; তদ্বিরোধশ্চ প্রাপ্নোতি অনিত্যত্বে; তদবৎকল্পনা-নর্থক্যঞ্চ; স্ফুটমেব চ অস্মিন্ পক্ষে কর্ম্মকাণ্ডানর্থক্যম্; অকৃতাভ্যাগম-কৃতবিপ্রণাশপ্রসঙ্গাৎ। ৭।

নন্থ ব্রহ্মণো দ্বৈতাদ্বৈতাত্মকত্বে, সমুদ্রাদিদৃষ্টান্তা বিদ্যন্তে; কথমুচ্যতে ভবতা একস্য দ্বৈতাদ্বৈতত্বং বিরুদ্ধমিতি? ন, অন্যবিষয়ত্বাৎ; নিত্যনিরবয়ব-বস্তুবিষয়ং হি বিরুদ্ধত্বম্ অবোচাম দ্বৈতাদ্বৈতত্বস্য, ন কার্য্যবিষয়ে সাবয়বে। তস্মাৎ শ্রুতিস্মৃতিন্যায়বিরোধাৎ অনুপপন্নেয়ং কল্পনা। অস্যাঃ কল্পনায়া বরমুপ-নিষৎপরিত্যাগ এব। ৮

অধ্যেয়ত্বাচ্চ ন শাস্ত্রার্থেয়ং কল্পনা; ন হি জন্মমরণাদ্যনর্থশতসহস্রভেদ-সমাকুলং সমুদ্রবনাদিবৎ সাবয়বমনেকরসং ব্রহ্ম ধ্যেয়ত্বেন বিজ্ঞেয়ত্বেন বা শ্রুত্যা উপদিশ্যতে; প্রজ্ঞানঘনতা চ উপদিশ্যতে, "একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্" ইতি চ; অনেকধাদর্শনাপবাদাচ্চ "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" ইতি। যচ্চ শ্রুত্যা নিন্দিতম্, তন্ন কর্ত্তব্যম্; যচ্চ ন ক্রিয়তে, ন স শাস্ত্রার্থঃ। ব্রহ্মণোঽনেকরসত্বমনেকধাত্বঞ্চ দ্বৈতরূপং নিন্দিতত্বান্ন দ্রষ্টব্যম্; অতো ন শাস্ত্রার্থঃ। যত্তু একরসত্বং ব্রহ্মণঃ, তৎ দ্রষ্টব্যত্বাৎ প্রশস্তম্; প্রশস্তত্বাচ্চ শাস্ত্রার্থো ভবিতুমর্হতি। ৯

যত্তূক্তম্—বেদৈকদেশস্যাপ্রামাণ্যম্, কর্ম্মবিষয়ে দ্বৈতাভাবাৎ; অদ্বৈতে চ প্রামাণ্যমিতি; তন্ন, যথাপ্রাপ্ত উপদেশার্থত্বাৎ। ন হি দ্বৈতমদ্বৈতং বা বস্তু জাতমাত্রমেব পুরুষং জ্ঞাপয়িত্বা, পশ্চাৎ কর্ম্ম বা ব্রহ্মবিদ্যাং বা উপদিশতি শাস্ত্রম্; ন চোপদেশার্হং দ্বৈতম্, জাতমাত্র-প্রাণিবুদ্ধিগম্যত্বাৎ। ন চ দ্বৈতস্যানৃতত্ববুদ্ধিঃ প্রথমমেব কস্যচিৎ স্যাৎ, যেন দ্বৈতস্য সত্যত্বমুপদিশ্য পশ্চাদাত্মনঃ প্রামাণ্যং প্রতিপাদয়েৎ শাস্ত্রম্। নাপি পাষণ্ডিভিরপি গ্রাহিতাঃ শাস্ত্রস্য প্রামাণ্যং ন গৃহ্ণীয়ুঃ।

তস্মাদ্ যথাপ্রাপ্তমেব দ্বৈতমবিদ্যাকৃতং স্বাভাবিকমুপাদায় স্বাভাবিকৈ্যবাবিদ্যয়া যুক্তায় রাগদ্বেষাদিদোষবতে যথাভিমতপুরুষার্থসাধনং কর্ম উপদিশত্যগ্রে; পশ্চাৎ প্রসিদ্ধক্রিয়াকারকফলস্বরূপদোষদর্শনবতে তদ্বিপরীতৌদাসীন্যস্বরূপাবস্থাপ্রার্থিনে তদুপায়ভূতামাত্মৈকত্বদর্শনাত্মিকাং ব্রহ্মবিদ্যামুপদিশতি।১০

অথ এবং সতি তদৌদাসীন্যস্বরূপাবস্থানে ফলে প্রাপ্তে, শাস্ত্রস্য প্রামাণ্যং প্রতি অর্থিত্বং নিবর্ত্ততে; তদভাবাৎ শাস্ত্রস্যাপি শাস্ত্রত্বং তং প্রতি নিবর্ত্তত এব। তথা প্রতিপুরুষং পরিসমাপ্তং শাস্ত্রম্, ইতি ন শাস্ত্রবিরোধগন্ধোঽপ্যস্তি, অদ্বৈতজ্ঞানাবসানত্বাৎ শাস্ত্রশিষ্যশাসনাদিদ্বৈতভেদস্য; অন্যতমাবস্থানে হি বিরোধঃ স্যাৎ অবাস্তবস্য; ইতরেতরাপেক্ষত্বাত্তু শাস্ত্রশিষ্যশাসনানাং নান্যতমেঽপি অবতিষ্ঠতে। সর্ব্বসমাপ্তৌ তু কস্য বিরোধঃ আশঙ্ক্যেত? অদ্বৈতে কেবলে শিবে সিদ্ধে; নাপ্য বরোধিতা, অতএব॥ ১১

অথাপি অভ্যুপগম্য ব্রূমঃ—দ্বৈতাদ্বৈতাত্মকত্বেঽপি শাস্ত্রবিরোধস্য তুল্যত্বাৎ; যদাপি সমুদ্রাদিবৎ দ্বৈতাদ্বৈতাত্মকমেকং ব্রহ্ম অভ্যুপগচ্ছামঃ, নান্যদস্বস্তরম্, তদাপি ভবদুক্তাৎ শাস্ত্রবিরোধাৎ ন মুচ্যামহে। কথম্? একং হি পরং ব্রহ্ম দ্বৈতাদ্বৈতাত্মকম্; তৎ শোকমোহাদ্যতীতত্বাদুপদেশং ন কাঙ্ক্ষতি; ন চ উপদেষ্টা অন্যো ব্রহ্মণঃ, দ্বৈতাদ্বৈতরূপস্য ব্রহ্মণ একস্যৈবাভ্যুপগমাৎ॥ ১২

অথ দ্বৈতবিষয়স্যানেকত্বাৎ অন্যোন্য উপদেশঃ, ন ব্রহ্মবিষয় উপদেশঃ ইতি চেৎ? তদা দ্বৈতাত্মকমেব ব্রহ্ম নান্যদস্তীতি বিরুধ্যতে। যস্মিন্ দ্বৈতবিষয়ে অন্যোন্য উপদেশঃ, স অন্যঃ, দ্বৈতঞ্চ অন্যদেব, ইতি সমুদ্রদৃষ্টান্তো বিরুদ্ধঃ। ন চ সমুদ্রোদকৈকত্ববৎ বিজ্ঞানৈকত্বে ব্রহ্মণঃ, অন্যত্রোপদেশগ্রহণাদিকল্পনা সম্ভবতি; ন হি হস্তাদিদ্বৈতাদ্বৈতাত্মকে দেবদত্তে বাক্‌-কর্ণয়োর্দ্দেবদত্তৈকদেশভূতয়োঃ বাগুপদেষ্ট্রী, কর্ণঃ কেবল উপদেশস্য গ্রহীতা, দেবদত্তস্তু নোপদেষ্টা নাপ্যুপদেশস্য গ্রহীতেতি কল্পয়িতুং শক্যতে, সমুদ্রৈকোদকাত্মবৎ একবিজ্ঞানবত্ত্বাৎ দেবদত্তস্য। তস্মাৎ শ্রুতিন্যায়বিরোধশ্চ অভিপ্রেতার্থাসিদ্ধিশ্চৈবং কল্পনায়াং স্যাৎ। তস্মাদ্ যথাব্যাখ্যাতএবাস্মাভিঃ 'পূর্ণমদঃ' ইত্যস্য মন্ত্রস্যার্থঃ॥ ১৩

ওঁম্ খং ব্রহ্মেতি মন্ত্রঃ; অয়ঞ্চ অন্যত্রাবিনিযুক্ত ইহ ব্রাহ্মণে ধ্যানকর্ম্মণি বিনিযুজ্যতে। অত্র চ ব্রহ্মেতি বিশেষ্যাভিধানম্, খমিতি বিশেষণম্। বিশেষণবিশেষ্যয়োশ্চ সামানাধিকরণ্যেন নির্দ্দেশঃ নীলোৎপলবৎ—খং ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মশব্দঃ বৃহদ্বস্তুমাত্রাস্পদোঽবিশেষিতঃ, অতো বিশেষ্যতে—খং ব্রহ্মেতি। যত্তৎ খং ব্রহ্ম, তৎ ওঁম্‌শব্দবাচ্যম্, ওঁম্‌শব্দস্বরূপমেব বা, উভয়থাপি সামানাধিকরণ্যমবিরুদ্ধম্॥ ১৪

ইহ চ ব্রহ্মোপাসনসাধনত্বার্থম্ ওঁম্‌শব্দঃ প্রযুক্তঃ, তথাচ শ্রুত্যন্তরাৎ "এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।" "ওঁমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত"। "ওঁমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত।" "ওঁমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানম্" ইত্যাদেঃ। অন্যার্থাসম্ভাবাচ্চোপদেশস্য, যথা অন্যত্র ওঁমিতি শংসতি "ওঁমিত্যুদ্গায়তি" ইত্যেবমাদৌ স্বাধ্যায়ারম্ভাপবর্গয়োশ্চ ওঁকারপ্রয়োগো বিনিয়োগাদবগম্যতে, ন চ তথার্থান্তরমিহ অবগম্যতে। তস্মাৎধ্যানসাধনত্বেনৈব ইহোঙ্কারশব্দস্যোপদেশঃ॥ ১৫

যদ্যপি ব্রহ্মাত্মাদিশব্দা ব্রহ্মণো বাচকাঃ, তথাপি শ্রুতিপ্রামাণ্যাদ্ ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠমভিধানম্ ওঁকারঃ; অতএব ব্রহ্মপ্রতিপত্তৌ ইদং পরং সাধনম্; তচ্চ দ্বিপ্রকারেণ—প্রতীকত্বেন অভিধানত্বেন চ। প্রতীকত্বেন—যথা বিষ্ণ্বাদিপ্রতিমা অভেদেন, এবম্ ওঁকারো ব্রহ্মেতি প্রতিপত্তব্যঃ। তথা হি ওঁকারালম্বনস্য ব্রহ্ম প্রসীদতি,

"এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে" ইতি শ্রুতেঃ॥ ১৬

তত্র খমিতি ভৌতিকে প্রতীতির্মাভূদিত্যাহ,—খং পুরাণম্—চিরন্তনং খং পরমাত্মাকাশমিত্যর্থঃ। যত্তৎপরমাত্মাকাশং পুরাণং খম্, তৎ চক্ষুরাদ্যবিষয়ত্বাৎ নিরালম্বনমশক্যং গ্রহীতুমিতি শ্রদ্ধাভক্তিভ্যাং ভাববিশেষেণ চ ওঁকারে আবেশয়তি, যথা বিষ্ণ্বঙ্কিতায়াং শৈলাদিপ্রতিমায়াং বিষ্ণুং লোকঃ, এবম্। বায়ুরং খম্—বায়ুরস্মিন্ বিদ্যত ইতি বায়ুরম্, খমাত্রং খমিত্যুচ্যতে, ন পুরাণং খম্-ইত্যেবমাহ স্ম। কোঽসৌ? কৌরব্যায়ণীপুত্রঃ; বায়ুরে হি খে মুখ্যঃ খ-শব্দব্যবহারঃ, তস্মাৎ মুখ্যে সম্প্রত্যয়ো যুক্ত ইতি মন্যতে। তত্র যদি পুরাণং ব্রহ্ম নিরুপাধিস্বরূপম্, যদ বা বায়ুরং খং সোপাধিকং ব্রহ্ম, সর্ব্বথাপি ওঁকারঃ প্রতীকত্বেনৈব প্রতিমাবৎ সাধনত্বং প্রতিপদ্যতে, "এতদ্বৈ সত্যকাম, পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম, যদোঙ্কারঃ" ইতিশ্রুত্যন্তরাৎ; কেবলং খশব্দার্থে বিপ্রতিপত্তিঃ॥ ১৭

বেদোঽয়মোঙ্কারঃ, বেদ বিজানাতি অনেন যদ্বেদিতব্যম্; তস্মাদ্বেদ ওঁকারো বাচকঃ অভিধানম্। তেনাভিধানেন যদ্বেদিতব্যং ব্রহ্ম প্রকাশ্যমানম্ অভিধীয়মানং বেদ সাধকো বিজানাতি উপলভতে, তস্মাদ্বেদোঽয়মিতি ব্রাহ্মণা বিদুঃ। তস্মাদ্ ব্রাহ্মণানামভিধানত্বেন সাধনত্বমভিপ্রেতম্ ওঁকারস্য॥ ১৮

অথবা বেদোঽয়মিত্যাদি অর্থবাদঃ। কথম্? ওঁকারো ব্রহ্মণঃ প্রতীকত্বেন বিহিতঃ; ওঁম্ খং ব্রহ্মেতি সামানাধিকরণ্যাৎ তস্য স্তুতিরিদানীং বেদত্বেন—সর্ব্বো হি অয়ং বেদঃ ওঁকার এব; এতৎপ্রভব এতদাত্মকঃ সর্ব্ব ঋগ্‌যজুঃ-

সামাদিভেদভিন্ন এব ওঁকারঃ,"তদ্যথা শঙ্কুনা সর্ব্বাণি পর্ণানি"ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরাৎ ইতশ্চায়ং বেদ ওঁকারঃ, যদ্বেদিতব্যম্, তৎ সর্ব্বং বেদিতব্যমোঙ্কারেণৈব বেদ এনেন। অতোঽয়মোঙ্কারো বেদঃ; ইতরস্যাপি বেদস্য বেদত্বম্ অত এব; তস্মাদ্বিশিষ্টোঽয়ম্ ওঁকারঃ সাধনত্বেন প্রতিপত্তব্যঃ ইতি। অথবা বেদঃ সঃ; কোঽসৌ ? যং ব্রাহ্মণা বিদুরোঙ্কারম্। ব্রাহ্মণানাং হি অসৌ প্রণবোদ্গীথাদিবিকল্পৈর্বিজ্ঞেয়ঃ; তস্মিন্ প্রযুজ্যমানে সাধনত্বেন সর্ব্বো বেদঃ প্রযুক্তো ভবতীতি ॥৫৩৪।৩৩৫॥১-২॥

পঞ্চমাধ্যায়স্য প্রথমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥ ১ ॥

টীকা। পূর্ব্বস্মিন্ অধ্যায়ে ব্রহ্মাত্মজ্ঞানং সকলং সাঙ্গোপাঙ্গং বাদন্যায়েনোক্তম্, ইদানীং কাণ্ডান্তরমবতারয়তি—পূর্ণমিতি। পূর্ব্বাধ্যায়েষ্বেব সর্ব্বস্য বক্তব্যস্য সমাপ্তত্বাদনং খিলকাণ্ডমেবেত্যাশঙ্ক্য পূর্ব্বত্রানুক্তং পরিশিষ্টং যস্তু খিলশব্দবাচ্যমতীত্যাহ—অধ্যায়চতুষ্টয়েনেতি। সর্ব্বাত্মৈব ইত্যুক্ত ইতি শেষঃ। অমৃতত্বসাধনং নির্দ্ধারিতমিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। শব্দার্থাদীত্যাদিশব্দেন মাননেয়াদিগ্রহঃ। সম্যক্ শিক্ষেদিত্যুক্তানীতি শেষঃ। ১

ওঁকারাদি যত্র সাধনত্বেন বিবিৎসিতং, তৎ পূর্ব্বোক্তমৈকাত্ম্যমনুবদতি—পূর্ণমিতি। অবয়বার্থমুক্ত্বা সমুদায়ার্থমাহ—তৎ সংপূর্ণমিতি। অদঃ পূর্ণমিত্যনেন লক্ষ্যং তৎপদার্থং দর্শয়িত্বা ত্বংপদার্থং দর্শয়তি—তদেবেতি। কথং সোপাধিকস্য পূর্ণত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বেনেতি। ব্যাবর্ত্ত্যমাহ—নোপাধীতি। ন বয়মুপহিতেন বিশিষ্টেন রূপেণ পূর্ণতাং বর্ণয়ামঃ, কিন্তু কেবলেন স্বরূপেণেত্যর্থঃ। লক্ষ্যৌ তত্ত্বংপদার্থাবুক্ত্বা তাবেব বাচ্যৌ কথয়তি—তদিদমিতি। কথং কার্য্যাত্মনোদ্রিচ্যমানস্য পূর্ণত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদ্যপীতি। লক্ষ্যপদার্থৈক্যজ্ঞানফলমুপন্যস্যতি—পূর্ণস্যেতি। ২

উপক্রমোপসংহারয়োরেকরূপ্যান্নৈক্যে শ্রুতিতাৎপর্য্যলিঙ্গং সঙ্গিরতে—যদুক্তমিতি। কথং পূর্ব্বকণ্ডিকয়া সহৈকার্থত্বেনৈকবাক্যত্বমিত্যাশঙ্ক্য তদ্ব্যুৎপাদয়তি—তত্রেত্যাদিনা। উপক্রমোপসংহারসিদ্ধে ব্রহ্মাত্মৈক্যে কঠশ্রুতিং সংবাদয়তি—তথা চোক্তমিতি। ব্রহ্মাত্মনোরৈক্যমুক্তমুপজীব্য বাক্যার্থমাহ—অত ইতি। পূর্ণং তদ্ব্রহ্মেতি তচ্ছব্দো দ্রষ্টব্যঃ। উক্তমেব ব্যনক্তি—তস্মাদেবেতি। সংসারাবস্থাং দর্শয়িত্বা মোক্ষাবস্থাং দর্শয়তি—তদ্যদাত্মানমিতি। উক্তে বিদ্যাফলে বাক্যোপক্রমমনুকূলয়তি—তথা চোক্তমিতি।

ন কেবলং ব্রহ্মকণ্ডিকয়ৈবাস্য মন্ত্রস্যৈকবাক্যত্বং, কিন্তু সর্ব্বাভিরুপনিষদ্ভিরিত্যাহ—যঃ সর্ব্বোপনিষদর্থ ইতি। অনুবাদফলমাহ- উত্তরেতি। তদেব স্ফুটয়তি- ব্রহ্মবিদ্যেতি। তস্মাদুক্তো ব্রহ্মণোঽনুবাদ ইতি শেষঃ। কথং তর্হি সর্ব্বোপাসনশেষত্বেন বিবিৎসিতত্বম্ ওঁকারাদীনামুক্তমত আহ—খিলেতি। ৩

অদ্বিতীয়ং ব্রহ্মেত্যুৎসর্গপ্রবৃত্তং শাস্ত্রং প্রলয়াবস্থব্রহ্মবিষয়ং, সৃষ্টিশাস্ত্রং তু বিশেষপ্রবৃত্তং

তত্রাপবাদবতো দ্বৈতাদ্বৈতরূপং ব্রহ্ম সর্বোপনিষদর্থতয়েব ব্রহ্মানেন মন্ত্রেণ সংক্ষিপ্যতে ইতি তৎপ্রপঞ্চকমুত্থাপয়তি—অত্রেত্যাদিনা। কার্যকারণয়োরুৎপত্তিকালে পূর্ণত্ব-মুক্ত্বা স্থিতিকালেঽপি তদাহ—উদ্রিক্তমিতি। প্রলয়কালেঽপি তয়োঃ পূর্ণত্বং দর্শয়তি—পূর্ণমিতি। কালভেদেন কার্যকারণয়োরুক্তাং পূর্ণতাং নিগময়তি—এবমিতি। কার্যকারণে দ্বে পূর্ণে চেৎ, তর্হি কথমদ্বৈতসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—সা চেতি। কথং তর্হি যথোক্তং পূর্ণত্বং, তদাহ—কার্যকারণয়োরিতি। একা পূর্ণতা, ব্যপদিশ্যতে চ দ্বয়ো-রিতি স্থিতে ফলমর্থমাহ—এবং চেতি। একং হ্যনেকাত্মকমিতি শেষঃ। ব্রহ্মণো দ্বৈতা-দ্বৈতাত্মকত্বেঽপি সত্যমদ্বৈতমসত্যমিতরদিত্যাশঙ্ক্যাহ—যথা চেত্যাদিনা। ৪

দ্বৈতস্য পরমার্থসত্ত্বে কর্মকাণ্ডশ্রুতিমনুকূলয়তি—এবং চেতি। বিপক্ষে দোষমাহ—যদা পুনরিতি। অস্য কর্মকাণ্ডাপ্রামাণ্যং নেত্যাহ—তথা চেতি। বিরোধোঽধ্যয়ন-বিধেরিতি শেষঃ। তমেব বিরোধং সাধয়তি—বেদেতি। কথং তর্হি বিরোধসমাধিরিত্য-ত্রাহ—তদ্বিরোধেতি। ৫

প্রাগুক্তং তৎপ্রপঞ্চপ্রধানং প্রত্যাচষ্টে—তদসদিতি। নিঃশেষমদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম তদ্বি-ষয়োৎসর্গাপবাদয়োর্বিকল্পসমুচ্চয়াসম্ভবং বক্তুং প্রতিজ্ঞাভাগং বিভজতে—ন হীতি। তত্র প্রশ্নপূর্বকং হেতুং বিবৃণোতি—কস্মাদিত্যাদিনা। সংখ্যাদিগ্রহণং ন চ ক্ষেত্রে-ত্যাদিনা সম্বন্ধঃ। ক্রিয়াস্বুৎসর্গাপবাদসম্ভাবনামুদাহরতি—যথেত্যাদিনা। তথা-ঽন্যত্রাপি ক্রিয়াস্বুৎসর্গাপবাদৌ দৃষ্টৌ, ন তাবদদ্বিতীয়ে ব্রহ্মণি সম্ভবতঃ। ন হি ব্রহ্মাদ্বয়-মেব জায়তে লীয়তে চেতি সম্ভাবনাস্পদমিতি ভাবঃ। উৎসর্গাপবাদানুপপত্তিবদ্ব্রহ্মণি বিকল্পানুপপত্তেশ্চ তদেকরসত্বমেষ্টব্যমিত্যাহ—তথেতি। বিকল্পানুপপত্তিমুপপাদয়তি—যথেত্যাদিনা। সম্প্রতি সমুচ্চয়াসম্ভবমভিদধাতি—বিরোধাচ্চেতি। উৎসর্গাপ-বাদবিকল্পসমুচ্চয়ানামসম্ভবাৎ ন যুক্তা ব্রহ্মণো নানারসত্বকল্পনেতি ফলিতমাহ—তস্মা-দিতি। ৬

পরকীয়কল্পনানুপপত্তৌ হেত্বন্তরং প্রতিজ্ঞায় শ্রুতিবিরোধং প্রকটীকৃত্য ন্যায়বিরোধং প্রকটয়তি—তথেতি। ব্রহ্মণোঽনেকরসত্বে স্যাদিতি শেষঃ। নিত্যত্বানুপপত্তেরাত্মনো নিত্যত্বাঙ্গীকারবিরোধঃ স্যাদিত্যধ্যাহারঃ। ননু তস্য নিত্যত্বং নাঙ্গীক্রিয়তে মানাভাবাদিতি প্রাসঙ্গিকীমাশঙ্কাং প্রত্যাহ—নিত্যত্বং চেতি। স্মৃত্যাদিদর্শনাদিত্যাদিগ্রন্থেন স এব তু কর্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্য ইত্যাদিনোক্তা হেতবো গৃহ্যন্তে। অনুমীয়তে কল্প্যতে স্বীক্রিয়ত ইতি যাবৎ। তদ্বিরোধশ্চ স্মৃত্যাদিদর্শনকৃতাত্মনিত্যত্বানুমানবিরোধশ্চেত্যর্থঃ। আত্মনো অনিত্যত্বে দোষান্তরমাহ—তদ্বদিতি। কর্মকাণ্ডস্য সত্যার্থত্বং পরেণ কল্প্যতে, তদানর্থক্য-মাত্মনিত্যত্বে স্পষ্টমাপতেদিত্যুক্তমেব স্ফুটয়তি—কৃতমেবেতি। ৭

ব্রহ্মণো নানারসত্বে বিরোধমুক্তমসহমানঃ প্রোক্তং স্মারয়তি—নন্বিতি। সমুদ্রাদীনাং কার্যেণানাবস্থাবত্ত্বাদনেকাত্মকত্বমবিরুদ্ধং, ব্রহ্মণস্তু নিত্যত্বাৎ নিরবয়বত্বাৎ চ নানেকাত্মকত্বং যুক্তমিতি বৈধর্ম্যমাদর্শয়ন্ উত্তরমাহ—নেত্যাদিনা। ব্রহ্মণো নানারসত্বকল্পনানুপপত্তিমুপ-

সংহরতি—তস্মাদিতি। 'অতো বিদ্বাঃ শান্তো দান্ত পুত্রাঃ।' ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ। নমু প্রত্যক্ষাদ্যবিরোধেনোপনিষদাং বিবক্ষিতার্থবেদ্যা কল্প্যা ক্রিয়তে, তথা চ কথং না অনুপপত্ত্যাশঙ্ক্যাহ—অন্যথা ইতি বিরুদ্ধার্থত্বে কল্পিতে অপি তৎ প্রামাণ্যানুপপত্তের-বিশেষাদিতি ভাবঃ।৭

কিং চ ব্রহ্মণো নানাত্বম্ লৌকিকং বৈদিকং বা। ন প্রথমঃ। তস্যালৌকিকত্বাৎ নানাত্বে লোকস্য তটস্থত্বাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ। তন্নানাত্বস্য বোধেন ভেদেন বা শাস্ত্রেণানুপদেশাদিত্যাহ—অধোয়ত্বাং চেতি। তদেব স্ফুটয়তি—ন হীতি। ইতশ্চ নানাত্বং ব্রহ্ম ন যথাশাস্ত্রপ্রকাশমিত্যাহ—প্রজ্ঞানেতি। চকারানুপদিশ্যতী-ত্যাকৃষ্যতে। অনেকধাদর্শনাপবাদাচ্চ নানাত্বং ব্রহ্ম শাস্ত্রার্থো ন ভবতীতি শেষঃ। ভেদ-দর্শনস্য নিন্দিতত্বে লব্ধমর্থমাহ—যৎ চেতি। অকর্তৃত্বে প্রাগুক্তমর্থং কথয়তি—যৎ চেতি। সাধারণ্যায়ং প্রকৃতে যোজয়তি—ব্রহ্মণ ইতি। কঃ তর্হি শাস্ত্রার্থস্তত্রাহ—যত্ত্বিতি।৮

ব্রহ্মৈকত্বে প্রাগুক্তং দোষমনুভাষতে যত্তূক্তমিতি। কর্মকাণ্ডস্য কর্মবিষয়ে ন প্রামাণ্যমসদ্দ্বৈতবিষয়ত্বাৎ, ব্রহ্মকাণ্ডস্য অদ্বৈতে প্রামাণ্যং পরমার্থাদ্বৈতবস্তুপ্রতিপাদকত্বাৎ, তথা চ বিরোধোঽধ্যয়নবিধেরিত্যনুবাদার্থঃ। কর্মকাণ্ডপ্রামাণ্যং প্রত্যাচষ্টে—তন্নেতি। প্রসিদ্ধং ভেদমাদায় তত্রৈব বিধিনিষেধোপদেশস্য প্রবৃত্তিনিবৃত্তিদ্বারার্থবত্ত্বান্ন কর্মকাণ্ডানর্থক্য-মিত্যর্থঃ। নমু শাস্ত্রমবাদৌ ভেদং বোধয়িত্বা পশ্চাদভ্যুদয়সাধনং কর্মোপদিশতি, তথা চ নাস্তি ভেদস্যাজ্ঞতঃ প্রাপ্তিরত আহ—ন হীতি। তথা হি শাস্ত্রং জাতমাত্রং পুরুষং প্রত্যদ্বৈতং বস্তু জ্ঞাপয়িত্বা পশ্চাদ্ব্রহ্মবিদ্যামুপদিশতীতি নেষ্যতে, তথা প্রথমমেব পুরুষং প্রতি দ্বৈতং বোধয়িত্বা কর্ম পুনর্বোধয়তীত্যপি নাভ্যুপেয়ং। প্রথমতো ভেদবেদনা-বত্ত্বাদমস্য শাস্ত্রানধিকারিত্বাদিত্যর্থঃ। দ্বৈতস্যোপদেশার্হত্বমঙ্গীকৃত্যোক্তং, তদেব নাস্তীত্যাহ ন চেতি।৯

নন্বদ্বৈতস্য সত্যত্বাভাবে শ্রুত্যুক্তানুষ্ঠানায় পুংসাং প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ স্বপ্রামাণ্যসিদ্ধ্যর্থমেব দ্বৈতসত্যত্বং শ্রুতির্বোধয়িষ্যতি, নেত্যাহ—ন চ দ্বৈতমিতি। দ্বৈতানৃতত্ববাদিষু কর্মজানং প্রবৃত্তিপ্রতীতের্ন প্রথমতো দ্বৈতানৃতত্ববুদ্ধির্ন চ দ্বৈতসত্যত্বং শ্রুত্যর্থস্তৎপরিচয়-হীনানামপি দ্বৈতসত্যত্বাভিনিবেশাদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ ন দ্বৈতবৈতথ্যং শাস্ত্রপ্রামাণ্যবিঘাতকং, যতো বৌদ্ধাদিভিঃ শ্রেয়সে প্রস্থাপিতাঃ শিষ্যা দ্বৈতমিথ্যাত্বাবগমেঽপি স্বর্গকামশ্চৈত্যং বন্দেতেত্যাদিশাস্ত্রস্য প্রামাণ্যং গৃহ্ণন্তি। তথাগ্নিহোত্রাদিশাস্ত্রস্যাপি প্রামাণ্যং ভবিষ্যতি সাধনফলজ্ঞানসহায়াদিত্যাহ—নাপীতি।

কাণ্ডদ্বয়স্য প্রামাণ্যোপপত্তিমুপসংহরতি তস্মাদিত্যাদিনা। প্রসিদ্ধো যোঽয়ং ক্রিয়াদিরূপে দ্বৈতে দোষঃ সাতিশয়ত্বাদিস্তদ্দর্শনং বিবেকস্তদ্বতে তস্মাদ্দ্বৈতাদ্বিপরীতমৌদা-সীন্যোপলক্ষিতং স্বরূপং তস্মিন্নবস্থানং কৈবল্যং তদর্থিনে মুমুক্ষবে সাধনচতুষ্টয়সংপন্নায়ে-ত্যর্থঃ।১০

কিঞ্চ তত্ত্বজ্ঞানাদূর্ধ্বং পূর্বং বা কাণ্ডয়োর্বিরোধঃ শঙ্ক্যতে। নাদ্য ইত্যাহ—

স্যাদেকাত্মকত্বোত্যাদাবুক্তঃ। অভিপ্রেতার্থাসিদ্ধিরেবং কল্পনানর্থক্যং চেত্যাদিনা দর্শিতা। এবংকল্পনায়ামেকানেকাত্মকং ব্রহ্মেত্যস্যাপগতাবিত্যর্থঃ। পরকীয়ব্যাখ্যানাসংভবে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। ১৩

ধ্যানশেষমেবোপনিষদর্থং মন্ত্রমুক্ত্বা তদ্বিধানার্থং তদ্বিনিযুক্তং মন্ত্রপূর্বার্ধমতি—ওঁম্ খমিতি। ইষে ত্বেত্যাদিবত্তস্য কর্মান্তরে বিনিযুক্তত্বমাশঙ্ক্যাহ—অয়ং চেতি। বিনিয়োজকাভাবাদিতি ভাবঃ। তর্হি ধ্যানেঽপি নায়ং বিনিযুক্তো বিনিয়োজকাভাবাবিশেষাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ইহেতি। খং পুরাণমিত্যাদি ব্রাহ্মণং, তস্য চ বিনিয়োজকত্বং ধ্যানসমবেতার্থপ্রকাশনসামর্থ্যাৎ। যদ্যপি মন্ত্রনিষ্ঠং সামর্থ্যং বিনিয়োজকং, তথাপি মন্ত্রব্রাহ্মণয়োরেকার্থত্বাদ্‌ব্রাহ্মণস্য সামর্থ্যদ্বারা বিনিয়োজকত্বমবিরুদ্ধমিতি ভাবঃ। অত্রেতি মন্ত্রোক্তিঃ। বিশেষণবিশেষ্যত্বে যথোক্তসামানাধিকরণ্যং হেতুকরোতি বিশেষণেতি। ব্রহ্মেত্যুক্তে সত্যাকাঙ্ক্ষাভাবাৎ কিং বিশেষণেনেত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্মশব্দ ইতি। নিরুপাধিকস্য সোপাধিকস্য বা ব্রহ্মণো বিশেষণত্বেঽপি কথং ওঁমিত্যোঙ্কারপ্রবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—যত্তদিতি। ১৪

কিমিতি যথোক্তে ব্রহ্মণ্যোংশব্দো মন্ত্রে প্রযুজ্যতে, তত্রাহ—ইহ চেতি। ওঁশব্দো ব্রহ্মোপাসনে সাধনমিত্যত্র মানমাহ—তথা চেতি। সাপেক্ষং শ্রৈষ্ঠ্যং বারয়তি—পরমিতি। আদিশব্দেন প্রণবো ধনুরিত্যাদি গৃহ্যতে। ওঁ ব্রহ্মেতি সামানাধিকরণ্যোপদেশস্য ব্রহ্মোপাসনে সাধনত্বমোংকারস্যেত্যস্মাদর্থান্তরাসংভবাচ্চ তস্য তৎসাধনত্বমেবেষ্টমিত্যাহ—অন্যার্থেতি। এতদেব প্রপঞ্চয়তি—যথেত্যাদিনা। অত্রেতি তৈত্তিরীয়শ্রুতিগ্রহণম্। অপবর্গঃ স্বাধ্যায়াবসানম্। অর্থান্তরাবগতেরভাবে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। ১৫

ননু শব্দান্তরেষ্বপি ব্রহ্মবাচকেষু সৎসু কিমিত্যোংশব্দ এব ধ্যানসাধনত্বেনোপদিশ্যতে, তত্রাহ—যদ্যপীতি। নেদিষ্ঠং নিকটতমং সংশ্রিয়তমমিত্যর্থঃ। প্রিয়তমত্বপ্রযুক্তং ফলমাহ—অত এবেতি। সাধনত্বেঽবান্তরবিশেষং দর্শয়তি—তচ্চেতি। প্রতীকত্বেন কথং সাধনত্বমিতি পৃচ্ছতি—প্রতীকত্বেনেতি। কথমিত্যধ্যাহারঃ। পরিহরতি—যথেতি। ওঁকারো ব্রহ্মেতি প্রতিপত্তৌ কিং স্যাত্তদাহ—তথা হীতি। ১৬

মন্ত্রমেবং ব্যাখ্যায় ব্রাহ্মণমবতার্য ব্যাচষ্টে—তত্রেত্যাদিনা। মন্ত্রঃ সপ্তম্যর্থঃ। ননু যথোক্তং তত্ত্বং স্বেনৈব রূপেণ প্রতিপত্তুং শক্যতে, কিং প্রতীকোপদেশেনেত্যাশঙ্ক্যাহ যত্তদিতি। ভাববিশেষো বুদ্ধের্বিষয়পারবশ্যং পরিহৃত্য প্রত্যগ্‌ব্রহ্মজ্ঞানাভিমুখ্যম্। ওঁকারে ব্রহ্মাবেশমুদাহরণেন স্ফুটয়তি—যথেতি। কল্পান্তরমাহ—বায়ুরমিত্যা-দিনা। কিমিতি সূত্রাধিকরণমব্যাকৃতমাকাশমত্র গৃহ্যতে, তত্রাহ—বায়ুরেহীতি। তদেব ভূতাকাশাত্মনা বিপরিণতমিতি ভাবঃ। তর্হি পক্ষদ্বয়ে সংপ্লবমানে কঃ সিদ্ধান্তঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাধিকারিভেদমাশ্রিত্যাহ—তত্রেতি। শ্রুত্যন্তরস্যান্যথাসিদ্ধিসংভবাদোংকারস্য প্রতীকত্বেঽপি বিপ্রতিপত্তিমাশঙ্ক্যাহ—কেবলমিতি। ইতরত্র বিপ্রতিপত্তিঃ স্তোতকাভাবাদিতি ভাবঃ। ১৭

প্রতীকপক্ষপূর্ণপাত্তাভিধানপক্ষপূর্ণপাদয়তি—বেদোঽয়মিতি। তদেব প্রপঞ্চয়তি—তেনেতি। বেদেতব্যাবৌ তদ্বো দ্রষ্টব্যঃ। ব্রাহ্মণা বিদুরিতি বিশেষনির্দেশস্য তাৎপর্য্যমাহ—তস্মাদিতি। ১৮

প্রতীকপক্ষেঽপি বেদোঽয়মিত্যাদিগ্রন্থো নির্ব্বহতীত্যাহ— অথবেতি। বিধ্যভাবে কথমর্থবাদঃ সংভবতীত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি—কথমিত্যাদিনা। বেদত্বেন স্তুতিমোঙ্কারস্য সংগ্রহবিবরণাভ্যাং দর্শয়তি—সর্ব্বো হীতি। ওঁকারে সর্ব্বস্য নামজাতস্যান্তর্ভাবে প্রমাণমাহ—তদ্যথেতি। তত্রৈব বেদত্বমবতার্য্য ব্যাকরোতি—ইতশ্চেতি। বেদিতব্যং পরমপরং বা ব্রহ্ম। 'দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে' ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তদ্বেদনসাধনত্বেঽপি কথমোংকারস্য বেদত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ— ইতরস্মাপীতি। অতএব বেদিতব্যবেদনহেতুত্বাদেবেত্যর্থঃ। প্রতীকপক্ষে বাক্যযোজনাং নিগময়তি—তস্মাদিতি। অভিধানপক্ষে প্রতীকপক্ষে চৈকং বাক্যমেকৈকত্র যোজয়িত্বা পক্ষদ্বয়েঽপি সাধারণ্যেন যোজয়তি—অথবেতি। তত্র পূর্ব্বোক্তনীত্যা বেদত্বে লাভং দর্শয়তি—তস্মিন্নিতি। ওঙ্কারস্য ব্রহ্মোপাস্তিসাধনত্বমিত্থং সিদ্ধমিত্যুপসংহর্ত্তুমিতিশব্দঃ। ৩১৪। ৩১৫। ১—২।

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং পঞ্চমাধ্যায়স্য প্রথমং ব্রাহ্মণম্। ৫।১।

ভাষ্যানুবাদ। এখন 'পূর্ণমদঃ' ইত্যাদি খিলকাণ্ড (খিলনামক প্রকরণ) আরব্ধ হইতেছে। (১) পূর্ব্বোক্ত চারি অধ্যায়মধ্যে, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষরূপী যে ব্রহ্ম, উক্ত হইয়াছে, 'নেতি নেতি' শ্রুতিতে অশনায়াদি ধর্ম্মের অতীত, সর্ব্বোপাধি-বিবর্জ্জিত সর্ব্বান্তর্য্যামী যে আত্মা অবধারিত হইয়াছে, এবং যাহার যাথার্থ্যো-পলব্ধিই একমাত্র মুক্তিলাভের উপায়, এখন সেই সোপাধিক (দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধিযুক্ত), [সুতরাং] শব্দার্থাদি-ব্যবহারের অর্থাৎ বাচ্য-বাচকভাবরূপ সম্বন্ধের বিষয়ীভূত আত্মার সম্বন্ধেই, কর্ম্মের সহিত বিরুদ্ধ নয়, অথচ উত্তম অভ্যুদয়-সিদ্ধির উপায় ও ক্রমমুক্তির (২) সহায়ভূত যে সমুদয় উপা-

(১) তাৎপর্য্য—'খিল' অর্থ অবশিষ্ট—যাহা না বলিলে কথা অসম্পূর্ণ থাকে, অথচ যথাস্থানে তাহা বলা হয় নাই, সেরূপ গ্রন্থ বা বাক্যকে 'খিল' বলা হয়। যেমন মহাভারতের 'খিল কাণ্ড' হইতেছে—'হরিবংশ'। এই 'খিল' শব্দ হইতেই 'অখিল' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। অখিল অর্থ—যাহা পূর্ণ—কোন অংশে ন্যূন নহে।

(২) তাৎপর্য্য—যাহারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাহারা মৃত্যুর পর সেই উপাসনা বলে, ব্রহ্ম লোকে গমন করেন; সেখানে যাইয়া পুনশ্চ জ্ঞানানুশীলন করিতে থাকেন; ক্রমে আত্মজ্ঞানের উদয় হয়; সেই আত্মজ্ঞানের ফলে বিদেহ মুক্তি প্রাপ্ত হন। এই প্রকার মুক্তিকে 'ক্রমমুক্তি' বলা হইয়া থাকে।

সনা পূর্ব্বে উক্ত হয় নাই, সেই সমুদয় উপাসনার কথা বলিতে হইবে; এই জন্য পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে। এখানে সমস্ত উপাসনার অঙ্গস্বরূপ প্রণব, দম, দান ও দয়া, এ সমুদয় বিষয়ের বিধান করাও শ্রুতির অভিপ্রেত। ১

'পূর্ণম্ অদঃ'—পূর্ণ অর্থ—সর্ব্বব্যাপী—যাহা কোন পদার্থ হইতেই ব্যাবৃত্ত বা পৃথগ্‌ভূত নহে। এখানে ('পূর্ণ' পদে) যে, নিষ্ঠা-প্রত্যয় ('ক্ত' প্রত্যয়) আছে, তাহা কর্ত্তৃবাচ্যে হইয়াছে বুঝিতে হইবে; [সুতরাং 'পূর্ণ' শব্দের ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে]। 'অদঃ' শব্দটী সর্ব্বনাম শব্দ; উহা পরোক্ষ—ইন্দ্রিয়ের অগোচর বস্তুর বোধক; উহার অর্থ—সেই —বাক্য ও মনের অগোচর পরব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম সম্পূর্ণ অর্থাৎ আকাশের ন্যায় ব্যাপক, নিরন্তর (ব্যবধান রহিত) ও উপাধিবর্জ্জিত। সেই পরোক্ষ ব্রহ্মই আবার 'ইদং' পদবাচ্য—সোপাধিক—নামরূপাবস্থাপন্ন; [সুতরাং] লোকব্যবহারের বিষয়ীভূত; তথাপি উহা পূর্ণই—নিজের প্রকৃত রূপ পরমাত্মভাবে ব্যাপকই আছে; কিন্তু উপাধিপরিচ্ছিন্ন কার্য্যাকারে [ব্যাপক] নহে। সেই যে, এই বিশেষাবস্থাপ্রাপ্ত (জগদাকারে প্রকটিত) কার্য্যাত্মক ব্রহ্ম, ইহা সেই পূর্ণ—কারণরূপী পরমাত্মা হইতেই উৎপন্ন হয়। অভিপ্রায় এই যে, ইহা যদিও কার্য্যাকারে উদ্ভূত হউক, তথাপি নিজের প্রকৃত স্বরূপ যে পূর্ণত্ব—পরমাত্মভাব, তাহা পরিত্যাগ করে নাই।

পুনশ্চ কার্য্যাবস্থায়ও স্বরূপতঃ পূর্ণ যে, কার্য্য-ব্রহ্ম (সোপাধিক আত্মা), বিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে তাহার পূর্ণত্ব গ্রহণ করিয়া—আত্মার শুদ্ধ স্বরূপমাত্র অধিগত হইয়া অর্থাৎ পূর্ব্বে যে, ভৌতিক দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধির সহিত সম্বন্ধনিবন্ধন [ব্রহ্ম ও আত্মার মধ্যে] ভেদ প্রতীতি ছিল, তাহা অপনীত করিয়া, ঔপাধিক অসত্য ভেদবুদ্ধি দূরীকৃত হইলে পর, কেবলই পূর্ণ অন্তর-বাহির শূন্য, একমাত্র প্রজ্ঞানঘন স্বভাবশুদ্ধ ব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকে। ২

পূর্ব্বে যে, "ব্রহ্ম বা ইদম্ অগ্রে আসীৎ; তৎ আত্মানমেব অবেৎ; তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ" এই শ্রুতিবাক্য উক্ত হইয়াছে, এই 'পূর্ণম্ অদঃ' ইত্যাদি মন্ত্রটী তাহারই অর্থপ্রকাশক মাত্র। তন্মধ্যে 'পূর্ণম্ অদঃ' কথাটী পূর্ব্বোক্ত 'ব্রহ্ম' পদের অর্থ; 'পূর্ণম্ ইদম্' কথাটী পূর্ব্বোক্ত 'ব্রহ্ম বা ইদম্ অগ্রে আসীৎ' এই বাক্যসমষ্টির অর্থপ্রকাশক। অন্য শ্রুতিও এইরূপ

অর্থই প্রকাশ করিতেছে—'যাহা এখানে, তাহাই পরলোকে ; আবার যাহা পরলোকে, তাহাই এখানে অর্থাৎ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য' ইতি। অতএব বুঝিতে হইবে, 'অদঃ' শব্দের মুখ্য অর্থ যে, (পরোক্ষ) পূর্ণ ব্রহ্ম, তাহাই আবার 'ইদং-পদার্থ (অপরোক্ষ—জগতের অন্তর্গত) পূর্ণ, কেবল অবিদ্যা বশতঃ নাম-রূপ-উপাধিসংযোগে কার্য্যাবস্থায় (ইদং-পদার্থরূপে) অভিব্যক্ত হইয়া—সেই যে, পরমার্থসত্য স্বরূপ, তাহা হইতে ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। আত্মাকেই কেবল পূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হইয়া—'আমিই সেই পূর্ণ ব্রহ্ম-স্বরূপ' এই প্রকারে আত্মার পূর্ণভাব গ্রহণ করিয়া, এই যথোক্ত ব্রহ্মবিদ্যা প্রভাবে অবিদ্যাকৃত নাম-রূপাত্মক উপাধিসম্পর্কজনিত অপূর্ণভাব অপনীত করিলে, তখন কেবল পূর্ণস্বরূপই অবশিষ্ট থাকে ; এই অভিপ্রায়ই "তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ" বাক্যে কথিত হইয়াছে।

সমস্ত উপনিষৎ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য যে ব্রহ্ম-পদার্থ, পরবর্ত্তী বাক্যের সহিত সম্বন্ধ সংরক্ষণের জন্য এই মন্ত্রে তাহারই পুনরুল্লেখ করা হইতেছে ; কারণ, বক্ষ্যমাণ প্রণব, দম, দান ও দয়ানামক সাধনসমূহ ব্রহ্মবিদ্যার সাধনরূপে এখানে বিধিৎসিত (যাহার বিধান করা অভিপ্রেত), এবং উক্ত সাধন সমূহ 'খিল' প্রকরণে সন্নিবিষ্ট হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে, উহারা সমস্ত উপাসনারই অঙ্গভূতও বটে।৩

এস্থলে কেহ কেহ বর্ণনা করিয়া থাকেন—পূর্ণ কারণ হইতে পূর্ণ কার্য্য উৎপন্ন হয় ; সেই উৎপন্ন কার্য্য বর্ত্তমান সময়েও পূর্ণই, এবং দ্বৈত ভাবে পরমার্থ সত্যও বটে। প্রলয়সময়ে আবার সেই পূর্ণ কার্য্যের পূর্ণ-ভাব গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ আপনাতে সেই পূর্ণতা সমাধান করিয়া একমাত্র কারণরূপী পূর্ণরূপই অবশিষ্ট থাকে। এইরূপে দেখা যায় যে, উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়, এই কালত্রয়েই কার্য্য ও কারণের পূর্ণতা অক্ষুণ্ণ থাকে। প্রকৃত পক্ষে সেই পূর্ণতা একই বটে, কেবল কার্য্য ও কারণের প্রভেদ অনুসারে ভিন্নবৎ ব্যবহৃত হইয়া থাকে মাত্র। এই প্রকারে প্রতিপন্ন হয় যে, একই ব্রহ্ম দ্বৈত ও অদ্বৈত-উভয়ভাবে অবস্থিত আছেন। দৃষ্টান্ত এই যে, জল, তরঙ্গ, ফেন ও বুদ্বুদ্ প্রভৃতি লইয়াই সমুদ্রের সমুদ্রত্ব ; তন্মধ্যে জল যেমন সত্য, তেমনই জলবিকার ফেন, তরঙ্গ বুদ্বুদ্ প্রভৃতিও প্রকৃতপক্ষে সমুদ্রেরই আত্মস্বরূপ, এবং আবির্ভাব-তিরোভাবশীল হইলেও, সে সমুদয় বিকার পরমার্থ সত্যই বটে ; এই প্রকার জলের তরঙ্গাদিস্থানীয় বর্ত্তমান সমস্ত

দ্বৈত জগৎ নিশ্চয়ই পরমার্থ সত্য ; এ পক্ষে পরব্রহ্ম হইতেছেন—সমুদ্রের স্থানীয়।৪

এই ভাবে দ্বৈতের সত্যতা রক্ষা হইলেই, বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডেরও প্রামাণ্য রক্ষা পাইতে পারে। পক্ষান্তরে, দ্বৈতপ্রপঞ্চ যদি অবিদ্যাকৃত,[সুতরাং] মৃগতৃষ্ণা (মরীচীকার) ন্যায় অসত্য—দ্বৈতাভাসমাত্র হয়, তাহা হইলে, বিষয় বা কর্ম্মক্ষেত্র না থাকায় কর্ম্মবিধায়ক বেদভাগের অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে; তাহার ফলে [কর্ম্ম-কাণ্ডের সহিত জ্ঞানকাণ্ডের] বিরোধই উপস্থিত হয়। কেননা, বেদের একদেশ উপনিষৎভাগ প্রমাণ হইতেছে, কারণ, উহা পরমার্থ সত্য অদ্বৈততত্ত্বের প্রতিপাদক ; আর সেই বেদেরই অপর অংশ কর্ম্মকাণ্ড অপ্রমাণ হইতেছে, কারণ, উহা অসত্য দ্বৈতবিষয়ে প্রযুক্ত ; [ইহা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ।] সেই বিরোধ ভঞ্জনার্থ—শ্রুতি নিজেই 'পূর্ণমদঃ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সমুদ্রের দৃষ্টান্ত অনুসারে কার্য্য কারণ উভয়েরই সত্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন।৫

না—ইহা উত্তম কথা নহে ; কারণ, এ বিষয়ে অপবাদ (বিশেষ বিধি) ও বিকল্প কল্পনা, উভয়ই অসম্ভব। বিশেষতঃ এরূপ কল্পনা যে, শ্রুতির সম্পূর্ণ অনুমোদিত, তাহাও বলিতে পারা যায় না। কারণ? [উত্তর—] যেমন পুরুষ-নিষ্পাদ্য ক্রিয়াসম্বন্ধে সাধারণ বিধি দ্বারা প্রাপ্ত কার্য্যের একাংশে অপবাদ (বাধা বা সংকোচ) করা হইয়া থাকে ; যেমন—হিংসামাত্রই সাধারণতঃ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে ; কিন্তু 'তীর্থ ভিন্ন স্থলে হিংসা করিবে না', এই বাক্যে আবার সেই শাস্ত্রনিষিদ্ধ হিংসারই তীর্থে—জ্যোতিষ্টোমাদি যাগরূপ বিশিষ্ট স্থলে অপবাদ বা অনুমোদন করা হইয়াছে। (১)

(১) তাৎপর্য্য—শাস্ত্রে সামান্য বিধিকে বলে 'উৎসর্গ,' আর বিশেষ বিধিকে বলে 'অপবাদ'। অপবাদ বিধির অধিকার মধ্যে উৎসর্গ বিধির কার্য্য হয় না, অপবাদের বিষয়ে উৎসর্গের অধিকার নাই। একটী উদাহরণ এই—'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি' অর্থাৎ কোন প্রাণীরই হিংসা করিবে না। এখানে সামান্যতঃ হিংসামাত্রই নিষিদ্ধ হইয়াছে ; এইটী উৎসর্গবিধি ; ইহার অপবাদবিধি হইতেছে "অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত" অর্থাৎ অগ্নিষোমীয় পশু বধ করিবে, ইত্যাদি। ইহাদ্বারা পূর্ব্বোক্ত হিংসানিষেধক বাক্যের অধিকার সংকোচিত করা হইল। বুঝিতে হইবে যে, বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রে যে সমুদয় স্থলে হিংসার বিধান আছে, তদতিরিক্ত স্থলেই ঐ সামান্য হিংসা নিষেধক শাস্ত্রের বিষয় ; সুতরাং বৈধ হিংসা নিষিদ্ধ নহে। পূর্ব্বপক্ষাবলম্বী ব্রহ্মসম্বন্ধেও উৎসর্গ ও অপবাদ কল্পনা করিয়া অংশভেদে দ্বৈত ও অদ্বৈতভাব সংস্থাপনের

এখানে ব্রহ্মবস্তু বিষয়ে কিন্তু সেরূপ হইতে পারে না; অর্থাৎ সাধারণভাবে ব্রহ্মের অদ্বৈতভাব প্রতিপাদন করিয়া পুনর্ব্বার যে, তাহার একদেশে সেই অদ্বৈতভাবের অপবাদ বা প্রতিষেধ করিতে পারা যায়, তাহা নহে; কেন না, ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অদ্বিতীয় বলিয়াই তাহার একদেশ কল্পনা উপপন্ন হইতে পারে না।

ব্রহ্মবিষয়ে বিকল্প কল্পনায় অসঙ্গতিও [ঐরূপ ব্যাখ্যা পরিত্যাগের] অপর কারণ। যেমন 'অতিরাত্র সত্রে ষোড়শিন গ্রহণ করিবে' আবার 'অতিরাত্র সত্রে ষোড়শিন গ্রহণ করিবে না' এইরূপে একই যজ্ঞে ষোড়শিনের গ্রহণ ও অগ্রহণের বিকল্প হইয়া থাকে। সেখানে 'ষোড়শিন'-গ্রহণ কর্ত্তার ইচ্ছাধীন; সুতরাং কর্ত্তার ইচ্ছা হইলে গ্রহণ করিতে পারে, ইচ্ছা না হইলে গ্রহণ না করিতেও পারে; এখানে কিন্তু সেরূপ হইতে পারে না; কারণ, ব্রহ্ম একবার দ্বৈতও হইবে, আবার অদ্বৈতও হইবে, এরূপ বিকল্পের সম্ভব হয় না; যেহেতু ব্রহ্ম স্বতঃসিদ্ধ বস্তু, কোন পুরুষের ব্যাপারাধীন বা পুরুষপ্রযত্ননিষ্পাদ্য নহে; বিশেষতঃ বিরুদ্ধ বলিয়াও এক বস্তুতে দ্বৈতাদ্বৈতভাব থাকিতে পারে না। অতএব ঐরূপ দ্বৈতাদ্বৈত কল্পনা কখনই শ্রুতির সম্পূর্ণ অভিমত হইতে পারে না।৬

শ্রুতি ও যুক্তিবিরোধও ইহার অপর কারণ; [কেন না, এইপক্ষে,] আত্মার স্বরূপোপদর্শক—আত্মা সৈন্ধবখণ্ডের ন্যায় একমাত্র প্রজ্ঞানস্বরূপ, বাহ্যাভ্যন্তর বা পূর্ব্বাপর ভেদবর্জ্জিত, অথচ বাহ্য ও অভ্যন্তর সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান, জন্মরহিত, 'নেতি নেতি'—স্থূল নহে, সূক্ষ্ম নহে, হ্রস্ব নহে, জরা এবং মরণও ভয়বর্জ্জিত, ইত্যাদি যে সমুদয় শ্রুতির অর্থ সুনিশ্চিত, এবং যে সম্বন্ধে কোনপ্রকার বা বিপর্য্যয়ের আশঙ্কাও নাই, সেই সমুদয় শ্রুতি একবারে সমুদ্রজলে বিসর্জ্জন করিতে হয়, কারণ, উহাদের কিছুমাত্র সার্থকতা নাই। এইরূপ যুক্তিবিরোধও ঘটে, কারণ সাবয়ব ও ক্রিয়াবিশিষ্ট অনেকাত্মক পদার্থ কখনও নিত্য হইতে পারে না; আত্মা অনিত্য হইলে সেই সমুদয় শাস্ত্রও যুক্তিবিরুদ্ধ হইয়া পড়ে; সুতরাং তোমার তথাবিধ কল্পনারও সার্থকতা থাকে না; আর আত্মার অনিত্যত্ব পক্ষে যে, কৃতনাশ ও

প্রয়াস পাইয়াছিলেন; ভাষ্যকার তদুত্তরে বলিলেন যে, ব্রহ্ম যখন নিরবয়ব, তখন তাহার একদেশে দ্বৈত, অন্যদেশে অদ্বৈত কল্পনা কখনই সম্ভব হয় না।

অকৃতাভ্যাগম সম্ভাবনা নিবন্ধন কর্ম্মকাণ্ডেরও আনর্থক্য ঘটে, তাহা ত স্পষ্টই দেখা যাইতেছে (১)। ৭

ভাল, ব্রহ্মের দ্বৈতাদ্বৈতভাবপক্ষে ত সমুদ্র প্রভৃতিই দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, তবে তুমি একই বস্তুর দ্বৈতাদ্বৈতভাবকে বিরুদ্ধ বলিতেছ কিরূপে? না,— এ কথা বলিতে পার না; কারণ, বিরোধের বিষয় অন্যপ্রকার; অর্থাৎ একই বস্তুর দ্বৈতাদ্বৈতত্ব বিষয়ে বিরোধ বলা হয় নাই; পরন্তু নিত্য নিরবয়ব বস্তুবিষয়ে দ্বৈতাদ্বৈতভাবের বিরুদ্ধতা আমরা বলিয়াছি, অর্থাৎ নিত্য ও নিরবয়ব বস্তু যে, কখনই দ্বৈতাদ্বৈতভাববিশিষ্ট হইতে পারে না,—এই কথাই আমরা বলিয়াছি, কিন্তু অন্য সাবয়ব বস্তুর সম্বন্ধে দ্বৈতাদ্বৈতভাবকে বিরুদ্ধ বলি নাই। অতএব শ্রুতি, স্মৃতিও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া এইরূপ কল্পনা কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না, এরূপ অসৎ কল্পনা অপেক্ষা বরং উপনিষৎশাস্ত্র পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। ৮

তাহার পর, ধ্যানের অযোগ্য বা অনুপযোগী বলিয়াও এরূপ কল্পনা শাস্ত্রসম্মত হইতে পারে না। কেন না, দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত সমুদ্র ও বন প্রভৃতি পদার্থসমূহ স্বভাবতই জন্ম-মরণ প্রভৃতি শত সহস্র অনর্থরাশিতে পরিপূর্ণ, তাহাদের ন্যায় সাবয়ব ও অনেকাত্মক ব্রহ্মকে শ্রুতি কোথাও ধ্যেয় বা জ্ঞেয়রূপে উপদেশ করেন নাই শ্রুতি কেবল ব্রহ্মের প্রজ্ঞান-ঘনভাবেরই সর্ব্বত্র উপদেশ করিয়াছেন; এবং 'এক প্রকারেই তাহাকে দর্শন করিবে' এইরূপও উপদেশ করিয়াছেন; পক্ষান্তরে ভেদদৃষ্টির নিন্দাও করিয়াছেন— 'সে লোক মৃত্যুর পরও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, যে লোক ব্রহ্মেতে ভেদ দর্শন করে'। শ্রুতি যাহার নিন্দা করিয়াছেন, তাহা কখনই করা উচিত হয় না, যাহা কর্ত্তব্যই নয়, তাহা শাস্ত্রার্থও নহে; অতএব শ্রুতি নিন্দিত বলিয়াই ব্রহ্মের নানাত্ব বা অনেকরসস্বরূপ ভেদবুদ্ধি কখনই হইতে পারে না; সুতরাং

(১) তাৎপর্য্য—কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগম দোষ এইপ্রকার—যে কর্ম্ম করা হইল, সেই কর্ম্মের ফলভোগ হইল না; অথচ যাহা ভোগ করা হইতেছে, তাহা স্বকৃত কোন কর্ম্মের ফল নহে,—আগন্তুক। আত্মা যদি সাবয়ব ও ক্রিয়াবান্ হয়, তাহা হইলেন নিশ্চয়ই তাহাকে অনিত্য বলিতে হইবে, কারণ; সাবয়ব ও ক্রিয়াবিশিষ্ট কোথাও 'নিত্য' দেখা যায় না। আত্মা অনিত্য হইলে, ইহজন্মে যত কর্ম্ম করিল, তাহার ফলভোগ শেষ হইবার পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করায় 'কৃতনাশ' স্বকৃত কর্ম্ম বিফল হইল; আর বর্ত্তমান জন্মে যাহা ভোগ করিতেছে, তাহাও স্বকৃত কোন কর্ম্মের ফল নয়; আকস্মিকভাবে ভোগ করিতেছে সুতরাং 'অকৃতাভ্যাগম' হইল।

উহা শাস্ত্রার্থরূপেও পরিগণিত হইতে পারে না; পক্ষান্তরে, ব্রহ্মে যে, একরসত্ব বা অখণ্ড অদ্বৈতভাব, তাহাই দ্রষ্টব্য (ধ্যেয় বা জ্ঞেয়); সুতরাং তাহাই প্রশস্ত বা উত্তম; প্রশস্তত্ব নিবন্ধন তাহাই শাস্ত্রের অভিপ্রেত অর্থরূপে পরিগণিত হইতে পারে। ৯

আরও যে, আপত্তি করা হইয়াছে—দ্বৈতাভাব পক্ষে বেদৈকদেশ কর্ম্মকাণ্ডের অপ্রামাণ্য, আর উপনিষদ্ভাগের মাত্র প্রামাণ্য হইতে পারে; সে আপত্তিও সঙ্গত হয় না; যেহেতু যথাপ্রাপ্ত (লোকসিদ্ধ) বস্তুবিষয়ক উপদেশ প্রদান করাই শাস্ত্রের অভিপ্রেত অর্থ; [বস্তু-তত্ত্ব প্রতিপাদন করা উহার অর্থ নহে]; কেন না, শাস্ত্র যে, জন্মমাত্রেই পুরুষকে প্রথমতঃ বস্তুর দ্বৈত বা অদ্বৈতভাব জ্ঞাপন করিয়া, পশ্চাৎ কর্ম্ম বা ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়া থাকে, তাহা নহে; বিশেষতঃ দ্বৈতবিষয়ে উপদেশেরও আবশ্যক হইতে পারে না; কারণ, উহা জাতমাত্র সকল প্রাণীরই বুদ্ধির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। তাহার পর, দ্বৈত যে, অসত্য—মিথ্যা, এরূপ বুদ্ধিও প্রথমেই কাহারো হয় না, যে, শাস্ত্র প্রথমে দ্বৈতপ্রপঞ্চের সত্যতা উপদেশ করিয়া, পশ্চাৎ নিজের প্রামাণ্য প্রতিপাদন করিবে। [দ্বৈতমিথ্যাত্বও শাস্ত্রের প্রামাণ্য ব্যাঘাতক হয় না; কেন না,] [জগৎ-মিথ্যাত্ববাদী] পাষণ্ডী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের শিষ্যগণও যে, শাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রহণ করে না, তাহা নহে, [কারণ তাহারাও জগৎকে মিথ্যা বলে, অথচ 'স্বর্গকামঃ চৈত্যং বন্দেত' অর্থাৎ স্বর্গাভিলাষী পুরুষ 'বিহারস্থান' বন্দনা করিবে, ইত্যাদি বাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া থাকে।]

অতএব বুঝিতে হইবে যে, শাস্ত্র প্রথমতঃ অবিদ্যাজনিত লোকপ্রসিদ্ধ উপস্থিত দ্বৈতভাব স্বীকার করিয়া লইয়াই, স্বভাবসিদ্ধ অবিদ্যাযুক্ত ও রাগ-দ্বেষাদি-দোষসম্পন্ন পুরুষকে তাহার অভিলষিত বিষয় লাভের উপায়ভূত কর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ করিয়া থাকে; তাহার পর, লোকপ্রসিদ্ধ ক্রিয়া কারক ও ফলভেদ বিষয়ে যাহার দোষ দর্শন হইয়াছে এবং কর্ম্মানুষ্ঠানে ঔদাসীন্য মাত্র ফল লাভ হইয়াছে, তাহাকে তাহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপায়ভূত আত্মৈকত্বদর্শনাত্মক ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়া থাকেন। ১০

এইরূপ উপদেশের ফলে, অধিকারী পুরুষ যে সময় উদাসীনভাবে অবস্থিতিরূপ ফল লাভ করেন, সে সময়, শাস্ত্রের প্রামাণ্য-চিন্তার প্রয়োজনও নিবৃত্ত হইয়া যায়; সুতরাং প্রয়োজনের অভাবে সে ব্যক্তির পক্ষে শাস্ত্রের

শাস্ত্রত্বও (শাসনকর্ত্তৃত্বও) থামিয়া যায়। বিশেষতঃ শাস্ত্র-প্রামাণ্য যখন প্রত্যেক পুরুষে পরিসমাপ্ত, তখন এ পক্ষে বিরোধের কোন সম্ভাবনাই নাই; কেন না, লোক-প্রসিদ্ধ যে, শাস্ত্র শিষ্য ও শাসনাদি দ্বৈতভেদ, অদ্বৈতজ্ঞানেই তাহার পরিসমাপ্তি বা অবসান হইয়া যায়। উক্ত দ্বৈতভেদের একটি থাকিলেও অপরটীর সঙ্গে বিরোধের সম্ভাবনা হইত, কিন্তু শাস্ত্র, শিষ্য ও শাসন এ সমুদয় যখন পরস্পর সাপেক্ষ, তখন উহাদের একটীও সে সময় থাকে না বলিতে হইবে। অতএব সর্ব্বপ্রকার ভেদনিবৃত্তির পর, একমাত্র কল্যাণময় অদ্বৈতভাব সিদ্ধ হওয়ায় কোনপ্রকার বিরোধেরই আশঙ্কা নাই; এইজন্য অবিরোধ বলিয়াও কিছু নাই, অর্থাৎ অদ্বৈতভাব নিষ্পন্ন হইবার পর, ভেদসাপেক্ষ বিরোধ অবিরোধ উভয়ই বিলুপ্ত হইয়া যায়। ১১

আর যদি তোমাদের সিদ্ধান্ত স্বীকারও করিয়া লই, তাহা হইলেও বলি—দ্বৈতাদ্বৈতপক্ষেও শাস্ত্র বিরোধের কিছুমাত্র পার্থক্য নাই; যে পক্ষে সমুদ্রাদির দৃষ্টান্তানুসারে একই ব্রহ্ম দ্বৈতাদ্বৈতভাবাপন্ন বলিয়া স্বীকার করিয়া লই, সে পক্ষেও তোমার কথিত শাস্ত্রবিরোধ হইতে কোনপ্রকারে মুক্তিলাভ করিতে পারি না; কেন? যেহেতু, একই পরব্রহ্ম যখন দ্বৈতাদ্বৈত উভয়াত্মক; তখন সে ত সর্ব্বদাই শোকমোহাভিভূত; সুতরাং তাহার আর উপদেশ গ্রহণে আকাঙ্ক্ষাই হইতে পারে না; আর ব্রহ্মাতিরিক্ত অপর কেহ উপদেষ্টাও নাই; কারণ, দ্বৈতাদ্বৈতভাবসম্পন্ন ব্রহ্মকে এক বলিয়াই স্বীকার করা হইয়া থাকে। ১২

আর যদি বল, একত্বনিবন্ধন ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ না হয়, না হউক, দ্বৈতবিষয় যখন অনেক, তখন তদ্বিষয়েত পরস্পর উপদেশদান সম্ভবই হয়; না, তাহা হইলে, দ্বৈতাদ্বৈত ব্রহ্ম একই, তদতিরিক্ত অন্য কিছু নাই, তোমার একথা বিরুদ্ধ হয়। তাহার পর পূর্ব্বোক্ত সমুদ্র দৃষ্টান্তও সঙ্গত হয় না; কারণ, যে দ্বৈতবিষয়ে পরস্পর উপদেশ প্রদত্ত হয়, সেই দ্বৈতবস্তু ও উপদেশের বিষয় যখন এক নহে—সম্পূর্ণ পৃথক্, তখন আর এ বিষয়ে সমুদ্র দৃষ্টান্ত উপপন্ন হইতে পারে না।

সমুদ্র যেমন জলাত্মক এক বস্তু, তেমনি ব্রহ্মকে একমাত্র বিজ্ঞানস্বরূপ স্বীকার করিলে, ব্রহ্মের অন্যত্র ত আর উপদেশপ্রদান বা উপদেশ গ্রহণ—কিছুই সম্ভব হয় না। কেননা, একই দেবদত্ত যদি হস্তপদাদি দ্বারা দ্বৈতভাবাপন্ন হয়, অর্থাৎ দেবদত্ত স্বরূপতঃ অদ্বৈতই বটে, কিন্তু হস্তপদাদি দ্বারা দ্বৈতভাবাপন্ন—দ্বৈতা-

দ্বৈতাত্মক হয়, তাহা হইলে যেমন দেবদত্তের একদেশ বাগিন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের মধ্যে বাগিন্দ্রিয় কেবল উপদেশকর্ত্তা, আর শ্রবণেন্দ্রিয় কেবল সেই উপদেশের গ্রহীতা বা শ্রোতা, অথচ দেবদত্ত উপদেশের কর্ত্তা বা গ্রহীতা কেহই নহে—এইরূপ কল্পনা করিতে পারা যায় না; কেননা, সমুদ্র যেমন কেবলই উদকাত্মক, তেমনি দেবদত্তও ত কেবলই বিজ্ঞানাত্মক, (চোক্ ও শ্রবণেন্দ্রিয় ত আর বিজ্ঞানাত্মক নহে, উহারা অবিজ্ঞান জড় পদার্থ); অতএব উক্ত প্রকার কল্পনা করিলে, শ্রুতি বিরোধ, যুক্তিবিরোধ এবং অভিপ্রেতার্থেরও অসিদ্ধি সংঘটিত হয়। অতএব 'পূর্ণমদঃ' ইত্যাদি মন্ত্রের আমরা যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাই প্রকৃত অর্থ। ১৩

'ওঁম্ খং ব্রহ্ম' এই বাক্যটী একটী মন্ত্র; এই মন্ত্রটী অন্য কোথাও বিনিযুক্ত বা ব্যবহৃত হয় নাই; কেবল এখানেই ইহা ধ্যানকার্য্যে বিনিযুক্ত হইতেছে। এখানে 'ব্রহ্ম'-শব্দটী বিশেষ্য, 'খ' শব্দটী তাহার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'নীলোৎপল' পদের 'নীল' ও 'উৎপল' শব্দের ন্যায় এখানেও বিশেষণ 'খং' শব্দের, ও বিশেষ্য 'ব্রহ্ম' শব্দের সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বিশেষণশূন্য 'ব্রহ্ম'শব্দটী সাধারণতঃ বৃহৎ বস্তুমাত্র বুঝাইয়া থাকে; এই জন্য বিশেষ করিয়া বলা হইল যে, 'খং ব্রহ্ম' ইতি। [ইহার অর্থ এই যে,] সেই যে, খ ব্রহ্ম, তাহা ওঁম্ শব্দ স্বরূপই; উভয় পক্ষেই ঐরূপ অভেদ নির্দ্দেশ বিরুদ্ধ হয় না। ১৪

ওঁম্‌শব্দটী যে, উপাসনার সাধন, ইহা জ্ঞাপনের নিমিত্ত এখানে ওঁম্ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, এ বিষয়ে অন্য শ্রুতিও আছে। 'এই ওঁম্‌কারই শ্রেষ্ঠ আলম্বন, ইহাই উত্তম অবলম্বন বা ধ্যানের বিষয়', ওঁম্-ইত্যাকারে আত্মাতে সমাহিত হইবে', 'ওঁম্' এই অক্ষরস্বরূপই পরম পুরুষকে ধ্যান করিবে', 'তোমরা ওঁম্-ইত্যাকারেই ধ্যান করিবে' ইত্যাদি। বিশেষতঃ এই উপদেশের অন্যপ্রকার অর্থ সম্ভবপরও হয় না; অন্যত্র 'ওঁম্-ইত্যাকারে স্তুতিগান করে', 'ওঁম্-ইত্যাকারে উদ্গীথ গান করে' ইত্যাদি স্থলে যেরূপ বেদগ্রহণের আদিতে ও অন্তে ওঁকারের প্রয়োগ বা ব্যবহার বিনিয়োগবাক্য হইতে জানিতে পারা যায়, এখানে কিন্তু ওঁকারের সেরূপ অন্য কোনপ্রকার অর্থ বুঝা যায় না। অতএব বুঝিতে হইবে যে, কেবল ধ্যান-সাধন বা ধ্যানের আলম্বনস্বরূপেই এখানে ওঁকারের উপদেশ, অন্য উদ্দেশ্যে নহে। ১৫

যদিও ব্রহ্ম, আত্মা প্রভৃতি শব্দগুলিও ব্রহ্মের বাচক বটে, তথাপি শ্রুতি

প্রমাণ হইতে জানিতে পারা যায় যে,'ওঁকারই তাঁহার খুব ঘনিষ্ঠ বা প্রিয় নাম; এই কারণেই ব্রহ্মোপাসনায় ইহা একটী অতি উৎকৃষ্ট সাধন বা উপায়। এই ওঁকার শব্দটী প্রতীকরূপে ও অভিধানরূপেও ধ্যানসাধন। প্রতীকরূপে যথা—বিষ্ণুপ্রভৃতি প্রতিমা যেরূপ বিষ্ণুপ্রভৃতির সহিত অভিন্নভাবে উপাসিত হয়, এই ওঁকারকেও তদ্রূপ ব্রহ্মস্বরূপেই উপাসনা করিতে হয়। এইরূপে যে লোক ওঁকারকে আলম্বন করিয়া উপাসনা করে, ব্রহ্ম তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন; কারণ, অন্যশ্রুতিতে আছে 'ইহাই ধ্যানের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, ইহাই ধ্যানের উত্তম আলম্বন, এই অবলম্বন অবগত হইয়া ব্রহ্মলোকে বিরাজ করেন' ইতি। ১৬

শুধু 'খ' বিশেষণ থাকিলে পঞ্চভূতের অন্তর্গত আকাশেরও প্রতীতি হইতে পারে, তন্নিবারণার্থ বলিতেছেন—এই 'খ' পদার্থটী পুরাণ—চিরন্তন (নিত্য) অর্থাৎ 'খ' অর্থ পরমাত্মাকাশ। 'পুরাণ খ' যে পরমাত্মাকাশ, তাহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়; কোন একটী অবলম্বনের সাহায্য ব্যতীত তাহাকে গ্রহণ করিতে পারা যায় না; এই জন্য শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে এবং আবেগপূর্ণ হৃদয়ে ওঁকারে মনোনিবেশ করিতে হয়; সাধক লোক যেমন বিষ্ণুর অঙ্গচিহ্নিত প্রতিমায় বিষ্ণুকে অবলম্বন করিয়া মনোনিবেশ করিয়া থাকে, ইহাও তেমনই। 'বায়ুরং খম্'—বায়ু যাহাতে আছে, তাহা 'বায়ুরম্'; 'খম্' অর্থ—আকাশমাত্র, কিন্তু পুরাণ খ—'পরমাত্মাকাশ' নহে, এই প্রকার বলিয়াছেন; কে বলিয়াছেন? না, কৌরব্যায়ণীর পুত্র। তিনি মনেকরেন—বায়ুর আশ্রয়ভূত আকাশেই সাধারণতঃ 'খ' শব্দের মুখ্য ব্যবহার হইয়া থাকে; অতএব মুখ্য অর্থের প্রতীতি হওয়াই যুক্তিযুক্ত। ১৭

তন্মধ্যে, যদি পুরাণ খ—নিরুপাধিক ব্রহ্ম হন, আর যদি বা 'বায়ুর'খ—সোপাধিক ব্রহ্ম হন, উভয় অর্থেই ওঁকার শব্দটী প্রতিমার ন্যায় উপাসনার সাধন বা আলম্বনভাব প্রাপ্ত হয়; কারণ, অন্য শ্রুতিতে আছে 'হে সত্যকাম, ইহাই পর ও অপর ব্রহ্ম—যাহা 'ওঁকার'। এখানে কেবল 'খ' শব্দের অর্থ লইয়াই বিরোধ; [কিন্তু উহার সাধনত্ব অংশে কাহারো আপত্তি নাই] ১৮

'বেদোঽয়ম্ ওঁকারঃ'—যেহেতু লোকে এই ওঁকার দ্বারাই বেদিতব্য (জ্ঞাতব্য) বিষয় বিশেষভাবে অবগত হইয়া থাকে, সেই হেতু ব্রহ্মবাচক ওঁকার শব্দটী 'বেদ' অর্থাৎ ব্রহ্মের নাম; যেহেতু সাধক ব্যক্তি বেদিতব্য অর্থাৎ অবশ্য জ্ঞাতব্য ব্রহ্মকে এই ওঁকাররূপ অভিধান বা নাম দ্বারা বিশেষভাবে জানিয়া

থাকেন—উপলব্ধি করিয়া থাকেন, সেই হেতু ব্রাহ্মণগণ ইহাকে 'বেদ' বলিয়া জানেন। অতএব বুঝিতে হইবে যে, ওঁকার যে, ব্রহ্মবাচকরূপে উপাসনার একটী বিশেষ সাধন, তাহা জ্ঞাপন করাই ব্রাহ্মণগণের ঐরূপ অর্থপ্রতীতির তাৎপর্য্য। ১৯

অথবা 'বেদোঽয়ম্' ইত্যাদি বাক্য কেবল অর্থবাদ মাত্র, অর্থাৎ ওঁকারের প্রশংসক মাত্র। কি প্রকার? না, ওঁকার এখানে ব্রহ্মের প্রতীকরূপে বিহিত হইয়াছে; এখানে 'ওঁম্ খং ব্রহ্ম' এইরূপ অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে নির্দ্দেশদ্বারা তাহার স্তুতি করিতেছেন যে, সমস্ত বেদ এই ওঁকারেরই স্বরূপ। ঋক্,যজুঃ,সাম ও অথর্ব্বাদি নামে বিভিন্ন সমস্ত বেদ এই ওঁকার হইতেই উদ্ভূত, এবং এই ওঁকার স্বরূপ—এই ওঁকারই বটে; যেহেতু অন্য শ্রুতিতে আছে'যেমন শঙ্কুদ্বারা সমস্ত পত্র' ইত্যাদি। এই কারণেও এই ওঁকার বেদস্বরূপ; যেহেতু যাহা কিছু বেদিতব্য, সেই সমস্ত বেদিতব্য বিষয় এই ওঁকার দ্বারাই সাধক ব্যক্তি জানিয়া থাকেন; এই কারণেই ওঁকার 'বেদ'; প্রসিদ্ধ অপর বেদের যে বেদত্ব, তাহাও এই কারণেই. অতএব ঈদৃশ বিশেষ গুণযুক্ত ওঁকারকে সাধনরূপে অবলম্বন করিবে। অথবা, তাহাই বেদ; তাহা কি? না, ব্রাহ্মণগণ যাহা ওঁকার বলিয়া জানেন; কারণ. প্রণব ও উদ্গীথ প্রভৃতি শব্দে এই ওঁকারই ব্রাহ্মণগণের বিজ্ঞেয়; যেহেতু সেই প্রণবকে যদি সাধনরূপে প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে সমস্ত বেদই প্রযুক্ত বা ব্যবহৃত হইয়া থাকে; [সুতরাং এখানে ঐ বাক্যটী অর্থবাদ স্বরূপেই গ্রহণীয়] ॥ ৩৩৪-৫ ॥ ১-২ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে প্রথম ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥৫॥১॥

ত্রয়াঃ প্রাজাপত্যাঃ প্রজাপতৌ পিতরি ব্রহ্মচর্য্যমূষুর্দ্দেবা মনুষ্যা অসুরাঃ। উষিত্বা ব্রহ্মচর্য্যং দেবা ঊচুর্ব্রবীতু নো-ভবানিতি, তেভ্যো হৈতদক্ষরমুবাচদ-ইতি। ব্যজ্ঞাসিষ্টাত ইতি? ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুর্দ্দাম্যতেতি ন আত্থেতি, ওমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টে'তি ॥ ৩৩৬ ॥ ১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ত্রয়াঃ (ত্রয়ঃ) প্রাজাপত্যাঃ (প্রজাপতেঃ অপত্যানি)—দেবাঃ মনুষ্যাঃ অসুরাশ্চ পিতরি প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্য্যম্ ঊষুঃ (ব্রহ্মচারি-রূপেণ প্রজাপতিসমীপে বাসং চক্রুঃ)। [তত্র] দেবাঃ ব্রহ্মচর্য্যম্ উষিত্বা ঊচুঃ (প্রজাপতিম্ উক্তবন্তঃ),—ভবান্ নঃ (অস্মান্) ব্রবীতু (তত্ত্বম্ উপদিশতু)

ইতি ; তেভ্যঃ (দেবেভ্যঃ) এতৎ অক্ষরং (বর্ণং) উবাচ (উক্তবান্) [প্রজাপতিঃ] ; [কিং তৎ অক্ষরম্ ? ইত্যাহ—] 'দ' ইতি ('দ' ইত্যক্ষরমুক্তবান্ প্রজাপতিরিত্যর্থঃ)। [প্রজাপতিঃ এবমুক্ত্বা পপ্রচ্ছ—] ব্যজ্ঞাসিষ্টা (ব্যজ্ঞাসিষ্ট—বিজ্ঞাতবন্তঃ) ? [যূয়ম্ ইতি শেষঃ]। [দেবা উচুঃ—] ব্যজ্ঞাসিষ্ম (বিশেষেণ জ্ঞাতবন্তঃ) [বয়ম্ ইতি শেষঃ] ইতি ; [কিম্ ?] [যূয়ং] দাম্যত (স্বভাবতঃ অদান্তা যূয়ং দান্তাঃ—দমগুণান্বিতাঃ—শান্তাঃ ভবত) ইতি নঃ (অস্মান্) আত্থ (উক্তবান্) [ত্বম্ ইতি শেষঃ]। [ততঃ] ওম্ ইতি (অঙ্গীকারে ব্যজ্ঞাসিষ্ট ইতি হ উবাচ [প্রজাপতিঃ] ॥ ৩৩৬ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ। প্রজাপতির তিনশ্রেণীর পুত্র—দেবতা, মনুষ্য ও অসুরগণ পিতা প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মচর্য্য বাস করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দেবতাগণ ব্রহ্মচর্য্য পরিসমাপ্ত করিয়া [প্রজাপতিকে] বলিলেন,—আপনি আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করুন। প্রজাপতি তাহাদিগকে 'দ' এই একটীমাত্র অক্ষর উপদেশ করিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা ইহার অর্থ উত্তমরূপে বুঝিয়াছ ? দেবগণ বলিলেন—হাঁ, বুঝিয়াছি ; আপনি আমাদিগকে 'দান্ত' অর্থাৎ দমগুণান্বিত—সংযতেন্দ্রিয় হইবার নিমিত্ত আদেশ করিতেছেন। প্রজাপতি বলিলেন—হাঁ, তোমরা ঠিক বুঝিয়াছ ॥ ৩৩৬ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অধুনা দমাদিসাধনত্রয়বিধানার্থোঽয়মারম্ভঃ। ত্রয়াঃ—ত্রিসংখ্যাকাঃ প্রাজাপত্যাঃ প্রজাপতেরপত্যানি প্রাজাপত্যাঃ ; তে কিম্ ? প্রজাপতৌ পিতরি ব্রহ্মচর্য্যং—শিষ্যত্বেন ব্রহ্মচর্য্যস্য প্রাধান্যাৎ শিষ্যাঃ সন্তঃ ব্রহ্মচর্য্যম্ ঊষুঃ উষিতবন্ত ইত্যর্থঃ। কে তে ? বিশেষতঃ দেবা মনুষ্যা অসুরাশ্চ। তে চ উষিত্বা ব্রহ্মচর্য্যং কিমকুর্ব্বন্নিত্যুচ্যতে,—তেষাং দেবা ঊচুঃ পিতরং প্রজাপতিং প্রতি। কিমিতি ? ব্রবীতু কথয়তু, নঃ অস্মভ্যং যদনুশাসনং ভবানিতি। তেভ্য এবমর্থিভ্যো হ এতদক্ষরং বর্ণমাত্রমুবাচ—দ-ইতি।

উক্ত্বা চ তান্ পপ্রচ্ছ পিতা—কিং ব্যজ্ঞাসিষ্টা ইতি, ময়া উপদেশার্থমভি-

দিতস্যাক্ষরস্যার্থং বিজ্ঞাতবন্তঃ আহোস্বিন্নেতি। দেবা ঊচুঃ—ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি বিজ্ঞাতবন্তো বয়ম্। যদ্যেবম্ উচ্যতাং কিং ময়োক্তমিতি? দেবা ঊচুঃ—দাম্যত—অদান্তা যূয়ং স্বভাবতঃ, অতো দান্তা ভবেতেতি নঃ অস্মান্ আত্থ কথয়সি। ইতর আহ— ওমিতি সম্যক্ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি ॥ ৩৩৬।১ ॥

টীকা। ব্রাহ্মণান্তরস্য তাৎপর্য্যমাহ—অধুনেতি। তদ্বিধানং সর্বোপাস্তিশেষত্বে-নেতি দ্রষ্টব্যম্। আখ্যায়িকাপ্রবৃত্তিরারম্ভঃ। পিতরি ব্রহ্মচর্য্যমূষুরিতি সংবন্ধঃ। প্রজাপতিসমীপে ব্রহ্মচর্য্যবাসমাত্রেণ কিমিত্যাসৌ দেবাদিভ্যো হিতং ব্রূয়াদিত্যাশঙ্ক্যাহ—শিষ্যত্বেতি। শিষ্যভাবেন বৃত্তেঃ সংবন্ধিনো যে ধর্মাস্তেষাং মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যত্বেত্যাদি যোজ্যম্। তেষামিতি নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী। উষ্যাপোষ্যশব্দান্নামেব শিষ্যত্বমিতি দ্যোতনার্থৌ হশব্দঃ। বিচারার্থো প্রতিবিতর্কীকৃত্য প্রশ্নমেব ব্যাচষ্টে—ময়েতি। ওমিত্যনুজ্ঞামেব বিভজতে—সম্যগিতি ॥ ৩৩৬।১ ॥

ভাষ্যানুবাদ। অতঃপর 'দম' প্রভৃতি তিনপ্রকার সাধন বিধানের নিমিত্ত এই প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে। 'ত্রয়াঃ' অর্থ—তিনসংখ্যক (তিনপ্রকার); 'প্রাজাপত্য' অর্থ—প্রজাপতির সন্তান। তাহারা কি [করিয়াছিল?] না, পিতা প্রজাপতির নিকট—ব্রহ্মচর্য্য বাস করিয়াছিল। ব্রহ্মচর্য্যই শিষ্যত্ব ব্যবহারের প্রধান অঙ্গ; সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, তাহারা যোগ্য শিষ্যভাবে বাস করিয়াছিল। তাহারা কাহারা? বিশেষতঃ দেবতা, মনুষ্য ও অসুরগণ। তাহারা ব্রহ্মচর্য্য বাস করিয়া কি করিয়াছিল, তাহা বলা হইতেছে—তাহাদের মধ্যে প্রথমতঃ দেবগণ পিতা প্রজাপতিকে বলিলেন। কি বলিলেন? আমাদের সম্বন্ধে যাহা সঙ্গত অনুশাসন, তাহা আপনি বলুন। এইরূপে উপদেশার্থী তাহাদিগকে প্রজাপতি এই অক্ষরটী—'দ' এই একটীমাত্র বর্ণ বলিয়াছিলেন—

পিতা প্রজাপতি ঐ অক্ষর উপদেশ করিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তোমরা বুঝিয়াছ কি? অর্থাৎ আমি উপদেশচ্ছলে যে অক্ষরটী বলিয়াছি, তাহার অর্থ বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ, অথবা কর নাই? দেবগণ বলিলেন—আমরা উত্তমরূপে বুঝিয়াছি। ভাল, যদি বুঝিয়া থাক, তবে বল দেখি, আমি তোমাদিগকে কি বলিয়াছি? দেবগণ বলিলেন—আপনি বলিয়াছেন—'দাম্যত', অর্থাৎ তোমরা স্বাভাবতই অদান্ত—অসংযত, অতএব তোমরা সংযমশীল হও; এই কথা আপনি আমাদিগকে বলিয়াছেন। প্রজাপতি বলিলেন হাঁ, তোমরা যথার্থই বুঝিয়াছ ॥৩৩৬।১॥

অথ হৈনং মনুষ্যা উচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি, তেভ্যো-হৈতদেবাক্ষরমুবাচ দ-ইতি, ব্যজ্ঞাসিষ্টা৩ ইতি, ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুর্দ্দত্তেতি ন আত্থেতি, ওমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি ॥ ৩৩৭ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ। অথ (অনন্তরম্) মনুষ্যাঃ এনং (প্রজাপতিং) উচুঃ হ (উক্তবন্তঃ কিল)—ভবান্ নঃ (অস্মান্) ব্রবীতু ইতি। [এবমুক্তঃ প্রজাপতিঃ] তেভ্যঃ (মনুষ্যেভ্যঃ) হ এতৎ এব অক্ষরং—'দ' ইতি উবাচ। [ততঃ পপ্রচ্ছ]—ব্যজ্ঞাসিষ্টা (ব্যজ্ঞাসিষ্ট—বিশেষেণ জ্ঞাতবন্তঃ যূয়ম্)? ইতি। [মনুষ্যাঃ] হ উচুঃ—ব্যজ্ঞাসিষ্ম (বিশেষেণ জ্ঞাতবন্তঃ বয়ম্) ইতি—'দত্ত' (দানং কুরুত) ইতি নঃ (অস্মান্) আত্থ (উক্তবান্ ত্বম্) ইতি। [এতৎ শ্রুত্বা প্রজাপতিঃ] উবাচ হ—ওম্ ইতি (অঙ্গীকারে) ব্যজ্ঞাসিষ্ট ইতি ॥ ৩৩৭ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ। অতঃপর মনুষ্যগণ প্রজাপতিকে বলিল—আপনি আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করুন প্রজাপতি তাহাদিগকেও সেই 'দ' এই একটী মাত্র অক্ষরই উপদেশ করিলেন, [এবং উপদেশের পর জিজ্ঞাসা করিলেন—] উত্তমরূপে বুঝিয়াছ কি? [মনুষ্যগণ] বলিল—হাঁ, উত্তমরূপেই বুঝিয়াছি—আপনি আমাদিগকে দান করিতে উপদেশ দিতেছেন। [প্রজাপতি] বলিলেন—হাঁ, তোমরা যথার্থই বুঝিয়াছ ॥ ৩৩৭ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সমানমন্যৎ। স্বভাবতো লুব্ধা যূয়ম্, অতো যথাশক্তি সংবিভজত দত্তেতি নঃ অস্মান্ আত্থ, কিমন্যদ্ ব্রূয়াৎ নো হিতমিতি মনুষ্যাঃ ॥ ৩৩৭।২ ॥

টীকা। সমানমেবেনোত্তরস্য সর্ব্বস্যৈবার্থবদ্দস্যাব্যাখ্যেয়ত্বে প্রাপ্তে দত্তেত্যত্র তাৎপর্য্যমাহ—স্বভাবত ইতি। দানমেব লোকস্যাপবর্গপ্রদমিতি ন কেবলং নির্দ্দিষ্টং, কিন্ত্বন্যদেব হিতং কিঞ্চিদাদিষ্টং কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—কিমন্যদিতি। ৩৩৭।২।

ভাষ্যানুবাদ। শ্রুতির অন্যাংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্বানুরূপ; বিশেষ এই যে, মনুষ্যগণ বলিল—আপনি আমাদিগকে এই উপদেশ দিয়াছেন

যে, তোমরা স্বভাবতই লোভপরতন্ত্র ; অতএব শক্তি অনুসারে তোমরা দান কর—স্বীয় ধন বিভাগ করিয়া দাও। আপনি আমাদিগকে এই উপদেশ দিতেছেন ; ইহা ভিন্ন আমাদিগকে আর কি উপদেশ দিবেন ? ॥ ৩৩৭ ॥ ২ ॥

অথ হৈনমসুরা ঊচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি, তেভ্যো হৈতদেবাক্ষরমুবাচ দ-ইতি, ব্যজ্ঞাসিষ্টা৩ ইতি, ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুর্দয়ধ্বমিতি ন আত্থেতি, ওমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি, তদেতদেবৈষা দৈবী বাগনুবদতি স্তনয়িত্নুর্দ-দ-দ-ইতি—দাম্যত দত্ত দয়ধ্বমিতি। তদেতত্ত্রয়ম্ শিক্ষেদ্দমং দানং দয়ামিতি ॥৩৩৮॥৩

ইতি দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥৫॥২॥

সরলার্থঃ। অথ (অতঃপরম্) অসুরাঃ হ এনং (প্রজাপতিং) ঊচুঃ—ভবান্ নঃ (অস্মান্) ব্রবীতু ইতি। [এবমুক্তঃ প্রজাপতিঃ] তেভ্যঃ (অসুরেভ্যঃ) এতৎ এব 'দ' ইতি অক্ষরম্ উবাচ ; [উক্ত্বা চ পৃষ্টবান্—] ব্যজ্ঞাসিষ্টা—ইতি ? [অসুরাঃ ঊচুঃ ব্যজ্ঞাসিষ্ম ইতি—দয়ধ্বম্ (দয়াং কুরুত) ইতি নঃ (অস্মান্) আত্থ ইতি। [এতৎ শ্রুত্বা প্রজাপতিঃ] উবাচ হ—ওম্-ইতি—ব্যজ্ঞাসিষ্ট ইতি। এষা (লোকপ্রসিদ্ধা) দৈবী (দেবতাসম্বন্ধিনী) বাক্—স্তনয়িত্নুঃ (মেঘধ্বনিঃ) 'দ—দ—দ' ইতি [কৃত্বা] দাম্যত, দত্ত, দয়ধ্বম্ ইতি এতৎ (প্রজাপতিবচনম্) এব অনুবদতি (উক্তস্য অনুকথনম্ অনুবাদঃ, তৎ করোতীবেত্যর্থঃ)। তৎ এতৎ ত্রয়ম্—দমং দানং দয়াম্ শিক্ষেৎ (অভ্যসেৎ) ইতি [শ্রুতেরুপদেশঃ] ॥ ৩৩৮ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ। ইহার পর অসুরগণ প্রজাপতিকে বলিল—আপনি আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করুন। প্রজাপতি তাহাদিগকে সেই 'দ' অক্ষরটীই উপদেশ করিলেন ; এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমরা বেশ বুঝিয়াছ কি ? [অসুরগণ বলিল—] হাঁ বেশ বুঝিয়াছি—আপনি আমাদিগকে দয়াশীল হইবার নিমিত্ত উপদেশ করিতেছেন। প্রজাপতি বলিলেন—হাঁ, তোমরা ঠিক বুঝিয়াছ। এখনও এই দৈববাণী স্তনয়িত্নু অর্থাৎ মেঘধ্বনি 'দ—দ—দ করিয়া—

প্রজাপতির দাম্যত (দান্ত হও), দত্ত (দানশীল হও) ও দয়ধ্বং (দয়াপর হও) এই কথারই অনুবাদ করিতেছে। উদ্দেশ্য—ইহা হইতে লোকে দম, দান ও দয়া শিক্ষা করিবে ॥ ৩৩৮ ॥ ৩ ॥

ইতি দ্বিতীয় ব্রাহ্মণব্যাখ্যা ॥ ৫ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তথা অসুরাঃ, দয়ধ্বমিতি; ক্রূরা যূয়ং হিংসাপরাঃ, অতো দয়ধ্বং প্রাণিষু দয়াং কুরুতেতি। তদেতৎ প্রজাপতেরনুশাসনম্ অদ্যাপ্যনুবর্ত্তত এব। যঃ পূর্ব্বং প্রজাপতির্দেবাদীন্ অনুশশাস, সঃ অদ্যাপি অনুশাস্ত্যেব দৈব্যা স্তনয়িত্নুলক্ষণয়া বাচা। ১

কথম্ এষা শ্রূয়তে দৈবী বাক্? কাসৌ স্তনয়িত্নুঃ? দ-দ দ ইতি—দাম্যত, দত্ত, দয়ধ্বমিতি। এষাং বাক্যানামুপলক্ষণায় ত্রির্দকার উচ্চার্য্যতে অনুকৃতিঃ, নতু স্তনয়িত্নু-শব্দঃ ত্রিরেব, সঙ্খ্যানিয়মস্য লোকে অপ্রসিদ্ধত্বাৎ। যস্মাদদ্যাপি প্রজাপতির্দাম্যত দত্ত দয়ধ্বমিত্যনুশাস্ত্যেব, তস্মাৎ কারণাদেতত্রয়ম্; কিং তত্রয়মিত্যুচ্যতে দমং দানং দয়ামিতি শিক্ষেদুপাদদ্যাৎপ্রজাপতেরনুশাসনমস্মাভিঃ কর্ত্তব্যমিত্যেবং মতিং কুর্য্যাৎ। তথা চ স্মৃতিঃ—

"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ॥" ইতি।২

অস্য হি বিধেঃ শেষঃ পূর্ব্বঃ। তত্রাপি দেবাদীনুদ্দিশ্য কিমর্থং দকারত্রয়মুচ্চারিতবান্ প্রজাপতিঃ পৃথগনুশাসনার্থিভ্যঃ; তে বা কথং বিবেকেন প্রতিপন্নাঃ প্রজাপতের্ম্মনোগতং—সমানেনৈব দকারবর্ণমাত্রেণেতি পরাভিপ্রায়জ্ঞা বিকল্পয়ন্তি। ৩

অত্রৈক আহুঃ—অদান্তত্বাদাতৃত্বাদয়ালুত্বৈঃ অপরাধিত্বম্ আত্মনো মন্যমানাঃ শঙ্কিতা এব প্রজাপতৌ ঊষুঃ—কিং নো বক্ষ্যতীতি; তেষাঞ্চ দকারশ্রবণমাত্রাদেব আত্মাশঙ্কাবশেন তদর্থপ্রতিপত্তিরভূৎ; লোকেঽপি হি প্রসিদ্ধম্—পুত্রাঃ শিষ্যাশ্চানুশাস্যাঃ সন্তঃ দোষান্নিবর্ত্তয়িতব্যা ইতি; অতো যুক্তং প্রজাপতের্দকারমাত্রোচ্চারণম্; দমাদিত্রয়ে চ দকারান্বয়াৎ আত্মনো দোষানুরূপ্যেণ দেবাদীনাং বিবেকেন প্রতিপত্তুক্তেতি। ফলং তু এতৎ—আত্মদোষজ্ঞানে সতি দোষাৎ নিবর্ত্তয়িতুং শক্যতে অল্পেনাপ্যুপদেশেন;—যথা দেবাদয়ো দকারমাত্রেণেতি। ৪

ননু এতৎ ত্রয়াণাং দেবাদীনামনুশাসনং দেবাদিভিরপি একৈকমেবোপাদেয়ম্, অন্যৈরপি ন তু ত্রয়ং মনুষ্যৈঃ শিক্ষিতব্যম্ ইতি? অত্রোচ্যতে,—পূর্ব্বৈ-র্দ্দেবাদিভির্ব্বিশিষ্টৈরনুষ্ঠিতমেতত্রয়ম্; তস্মাৎ মনুষ্যৈরেব শিক্ষিতব্যমিতি। তত্র দয়ালুত্বস্যানুষ্ঠেয়ত্বং স্যাৎ; কথম্? অসুরৈরপ্রশস্তৈরনুষ্ঠিতত্বাদিতি চেৎ; ন; তুল্যত্বাৎ ত্রয়াণাম্; অতোঽন্যোঽত্রাভিপ্রায়ঃ—প্রজাপতেঃ পুত্রা দেবাদয়-স্ত্রয়ঃ; পুত্রেভ্যশ্চ হিতমেব পিত্রোপদেষ্টব্যম্; প্রজাপতিশ্চ হিতজ্ঞো নান্যথো-পদিশতি; তস্মাৎ পুত্রানুশাসনং প্রজাপতেঃ পরমমেতৎ হিতম্; অতো মনুষ্যৈরেব এতত্রয়ং শিক্ষিতব্যমিতি। ৫

অথবা ন দেবা অসুরা বা অন্যে কেচন বিদ্যন্তে মনুষ্যেভ্যঃ; মনুষ্যাণা-মেব অদান্তা যে অন্যৈরুত্তমৈর্গুণৈঃ সম্পন্নাঃ, তে দেবাঃ, লোভপ্রধানা মনুষ্যাঃ, তথা হিংসাপরাঃ ক্রূরা অসুরাঃ। ত এব মনুষ্যা অদান্তত্বাদিদোষত্রয়মপেক্ষ্য দেবাদিশব্দভাজো ভবন্তি, ইতরাংশ্চ গুণান্ সত্ত্বরজস্তমাংসি অপেক্ষ্য। অতো মনুষ্যৈরেব শিক্ষিতব্যমেতৎ ত্রয়মিতি, তদপেক্ষয়ৈব প্রজাপতিনোপদিষ্টত্বাৎ। তথা হি মনুষ্যা অদান্তা লুব্ধাঃ ক্রূরাশ্চ দৃশ্যন্তে। তথা চ স্মৃতিঃ,—"কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ।" ইতি॥ ৩৩৮॥ ৩॥

ইতি পঞ্চমস্য দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্॥ ৫ । ২ ॥

টীকা। যথা দেবা মনুষ্যাশ্চ স্বাভিপ্রায়ানুসারেণ দকারশ্রবণে সত্যর্থং জগৃহুস্তথেতি যাবৎ। দয়ধ্বমিত্যত্র তাৎপর্য্যমীরয়তি—ক্রূরা ইতি। হিংসাদীত্যাদিশব্দেন পরস্বাপহারাদি গৃহ্যতে। প্রজাপতেরনুশাসনং প্রাপ্তমিত্যত্র লিঙ্গমাহ—তদেতদিতি। অনুশাসনস্যানুবৃত্তিমেব ব্যাকরোতি—যঃ পূর্ব্বমিতি। দ ইতি বিসর্গীকরণং সর্ব্বত্র বর্ণান্তরভ্রমাপোহার্থম্। যথা দকারত্রয়মত্র বিবক্ষিতং, তথা স্তনয়িত্নুশব্দেঽপি ত্রিত্বং বিবক্ষিতং চেৎ, প্রসিদ্ধিবিরোধঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অনুক্রান্তরিতি। দশব্দানুকার-মাত্রমত্র বিবক্ষিতং, ন তু স্তনয়িত্নুশব্দে ত্রিত্বং, প্রমাণাভাবাদিত্যর্থঃ। প্রকৃতার্থবাদস্য বিধিপর্য্যবসায়িত্বং ফলিতমাহ- যস্মাদিতি। উপাদানপ্রকারমেবাভিনয়তি—প্রজাপতেরিতি। শ্রুতিসিদ্ধবিধ্যনুসারেণ ভগবদ্বাক্যপ্রবৃত্তিং দর্শয়তি—তথা চেতি। ১

তদেতত্রয়ং শিক্ষেদিত্যেব বিধিশ্চেৎ, কৃতং ত্রয়াঃ প্রাজাপত্যা ইত্যাদিনা প্রবন্ধেনেত্যাশঙ্ক্য যস্মাদিত্যাদিনা সূচিতমাহ—অন্যোঽত্রেতি। সর্ব্বৈরেব ত্রয়মনুষ্ঠেয়ং চেত্তর্হি দেবাদীনুদ্দিশ্য দকারত্রয়োচ্চারণমনুপপন্নমিতি শঙ্কতে—তথেতি। দয়াদিত্রয়স্য সর্ব্বৈরনুষ্ঠেয়ত্বে সতীতি যাবৎ। কিঞ্চ পৃথক্পৃথগনুশাসনার্থিনো দেবাদয়স্তেভ্যো দকারমাত্রোচ্চারণেনা-পেক্ষিতমনুশাসনং সিধ্যতীত্যাহ—পৃথগিতি। কিমর্থমিত্যাদিনা পূর্ব্বেণ সংবন্ধঃ।

দকারমাত্রমুচ্চারয়তোঽপি প্রজাপতের্বিভাগেনানুশাসনশক্তিসংহিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তে ব্যেতি। এবং সর্ব্বৈরসুরৈরিতি পরস্ত পিতাভিমতোঽভিপ্রায়স্তত্ত্বজ্ঞাঃ সত্যো যথোক্তরীত্যা বিজজ্ঞুরিতি যোজনা। পরাভিপ্রায়জ্ঞা ইত্যুপলক্ষণো বা, পরস্ত প্রজা-পতের্দমস্যাদীনাং চাভিপ্রায়জ্ঞা ইতি। ২

একীয়ং পরিহারমুত্থাপয়তি—অত্রেতি। অত্র তেষামেষা শঙ্কা, তথাপি দকার-মাত্রাৎকীদৃশী প্রতিপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—তেষাং চেতি। তদর্থো দকারার্থো দমাদিস্তস্য প্রতিপত্তিতদ্দ্বারেণানাত্তথাপি স্বস্বমুখ্যমাসীদিত্যর্থঃ। কিমিতি প্রজাপতির্দোষজ্ঞাপনদ্বারেণ ততো দেবাদীনস্বশাস্তাস্মোমায়িত্তবর্ত্তয়িষ্যতি, তত্রাহ—লোকেঽপীতি। দকারোচ্চারণস্য প্রয়োজনে সিদ্ধে ফলিতমাহ—অত ইতি। যদুক্তং তে বা কথমিত্যাদি, তত্রাহ—দমাদীতি। প্রতিপত্তুং চ যুক্তং দমাদীতি শেষঃ। ইতিশব্দঃ বচনাবতসমাপ্ত্যর্থঃ। পরোক্তং পরিহারমঙ্গীকৃত্যাশ্রিকাতাৎপর্য্যং সিদ্ধান্তী ব্রূতে—স্থূলং ত্বিতি। নিরাকৃত-দোষা দেবাদয়ঃ তথা দকারমাত্রেণ ততো নিবর্ত্তন্ত ইতি শেষঃ। ইতিশব্দো দার্ষ্টান্তিক-প্রদর্শনার্থঃ। ৩

বিশিষ্টান্ প্রত্যনুশাসনস্য প্রবৃত্তত্বাদস্মাকং তদভাবাদনুপাদেয়ং দমাদীতি শঙ্কতে—সোঽয়মিতি। কিঞ্চ দেবাদিভিরপি প্রাতিস্বিকানুশাসনবশাদেকৈকমেব দমাদ্যনুষ্ঠেয়ং ন ত্রয়মিত্যাহ—দেবাদিভিরিতি। যথা পূর্ব্বস্মিন্ কালে দেবাদিভিরেকৈক-মেবোপাদেয়মিত্যুক্তং, তথা বর্ত্তমানেঽপি কালে মনুষ্যৈরেকৈকমেব কর্ত্তব্যং পূর্ব্বাচারানুসারাত্ তু ত্রয়ং শিক্ষিতব্যং, তথা চ কস্মাত্ত্রয়ং বিধিরিত্যাহ—অদ্যত্বেঽপীতি। আচার-প্রামাণ্যমাশ্রিত্য—পরিহরতি—অত্রেতি। ইত্যেকৈকমেব নোপাদেয়মিতি শেষঃ। দয়াদ্যনুষ্ঠানস্যাবশ্যকত্বমাক্ষিপতি—তত্রেতি। মধ্যে দমাদীনামিতি যাবৎ। অনুষ্ঠেয়ত্বে-স্থিতত্বেঽপি দয়াদ্যনুষ্ঠেয়ং হিতসাধনত্বাদ্দানাদিবদিতি পরিহরতি—নেত্যাদিনা। দেবাদিষু প্রজাপতেরবিশেষাত্তেভ্যস্ত্রয়মুপদিষ্টমত্বেঽপি সর্ব্বমনুষ্ঠেয়মিত্যর্থঃ। হিতত্বেনোপ-দেষ্টৃত্বেঽপি তদজ্ঞানাৎপ্রজাপতিরন্যথোপদিশতীত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রজাপতিশ্চেতি। হিতজ্ঞস্য পিতুরহিতোপদেশিত্বাভাবস্যাদিত্যুক্তঃ। বিশিষ্টৈরনুষ্ঠিতত্বাদ্দানাদিভিরনুষ্ঠেয়মে-ফলিতমাহ—অত ইতি। প্রাজাপত্যা দেবাদয়ো বিগ্রহবত্তঃ সন্তীত্যর্থবাদস্য যথাক্রমেঽর্থে প্রামাণ্যমভ্যুপগম্য দকারত্রয়স্য তাৎপর্য্যং সিদ্ধমিতি বক্তুমিতিশব্দঃ। ৪

সংপ্রতি কর্ম্মমীমাংসকমতমনুসৃত্যাহ অথবেতি। কথং মনুষ্যেষ্বেব দেবাসুরত্বং, তত্রাহ—মনুষ্যাণামিতি। অন্যে গুণা জ্ঞানাদয়ঃ। কিং পুনর্ম্মনুষ্যেষু দেবাদি-শব্দপ্রবৃত্তৌ নিমিত্তং, তদাহ—অদান্তা ইতি। দেবাদিশব্দপ্রবৃত্তৌ নিমিত্তান্তর-মাহ—ইতরাংশ্চেতি। মনুষ্যেষ্বেব দেবাদিশব্দপ্রবৃত্তৌ ফলিতমাহ—অত ইতি। ইতিশব্দো বিধ্যুপপত্তিপ্রদর্শনার্থঃ। মনুষ্যৈরেব ত্রয়ং শিক্ষিতব্যমিত্যত্র হেতুমাহ—তদপেক্ষয়েতি। মনুষ্যাণামেব দেবাদিত্বাবে প্রমাণমাহ—তথা হীতি। ত্রয়ং শিক্ষিতব্যমিত্যত্র স্মৃতিমুদাহরতি—তথা চেতি। ইতিশব্দো ব্রাহ্মণসমাপ্ত্যর্থঃ।১৬৮। ৩

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং পঞ্চমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্।৫। ২।

ভাষ্যানুবাদ। সেইরূপ [প্রজাপতির জিজ্ঞাসাতে] অসুরগণ বলিল—[আপনি আমাদিগকে উপদেশ করিয়াছেন যে,] তোমরা ক্রূরস্বভাব—হিংসাপরায়ণ; অতএব দয়ালু হও, প্রাণিগণের প্রতি দয়া কর। প্রজাপতির এই উপদেশ এখন পর্য্যন্তও নিশ্চয়ই অনুসৃত হইতেছে। পুরাকালে প্রজাপতি দেবতাপ্রভৃতির প্রতি যে উপদেশ করিয়াছিলেন; আজও স্তনয়িত্নু বা মেঘধ্বনিরূপ দৈবী বাণী সেই উপদেশেরই অনুবাদ করিতেছেন। ১

এই দৈববাণী কি প্রকার শ্রুত হইয়া থাকে? এবং এই স্তনয়িত্নুই বা কি? [তদুত্তরে বলা হইতেছে যে,] দ—দ—দ ইতি, [ইহার অর্থ—] দান্ত হও, দানশীল হও, এবং দয়ালু হও। এই তিনটী বাক্যের (দাম্যত, দত্ত, ও দয়ধ্বম্’ এই তিনটী কথার) প্রতীতি জন্মাইবার নিমিত্ত অনুকরণ-রূপে তিন বাক্যেই দ কারের উচ্চারণ করা হইয়াছে, কিন্তু স্তনয়িত্নু ধ্বনি যে, মাত্র তিনবারই হইয়া থাকে, তাহা নহে; কারণ, জগতে স্তনয়িত্নু রবে ত্রিত্ব সংখ্যার কোনও নিয়ম দেখা যায় না। যেহেতু প্রজাপতি আজ পর্য্যন্তও ‘দাম্যত, দত্ত ও দয়ধ্বম্’ এইরূপ উপদেশ করিতেছেন, সেই হেতু এই তিনটী,—সেই তিনটী যে কি, তাহা কথিত হইতেছে—দম, দান ও দয়া এই তিনটী বিষয় শিক্ষা করিবে অর্থাৎ গ্রহণ করিবে,—প্রজাপতির অনুশাসন আমাদের প্রতিপালন করা আবশ্যক, এই প্রকার বুদ্ধি স্থির করিবে। এই প্রকার স্মৃতিবাক্যও আছে—‘আত্মনাশের প্রধান উপায় কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটীই নরকের দ্বার; অতএব এই তিনটী সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে’। (১)। ২

প্রথমোক্ত ‘ত্রয়া হ প্রাজাপত্যাঃ’ ইত্যাদি বাক্য এই শিক্ষাবিধিরই অঙ্গ, অর্থাৎ এই প্রকার শিক্ষালাভের উপযুক্ত পাত্ররূপেই প্রথমে দেবতা প্রভৃতির

---

(১) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ স্মৃতি অপেক্ষা শ্রুতির প্রামাণ্য অধিক; সুতরাং শ্রুতি কখনই স্মৃতির অপেক্ষা করে না, কিন্তু যেখানে শ্রুতির যথার্থ অর্থ নির্ণয়ে বাধা ঘটে—সংশয় উপস্থিত হয়, সেখানে সেই সংশয় নিবারণার্থ স্মৃতির সাহায্য লইতে হয়। মহাভারতে আছে “ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদার্থমুপবৃংহয়েৎ” অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণের সাহায্যে বেদার্থ অবধারণ ও সমর্থন করিবে। এখানেও শ্রুতির অভিপ্রায় নির্ণয়ে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল; এই জন্য ভাষ্যকার স্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া সেই সংশয় নিরসন করিলেন।

উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু এইরূপে নিযোজ্য-নির্দ্দেশ সত্ত্বেও পরাভিপ্রায়-বিচারে পটু পণ্ডিতগণ নানাবিধ বিকল্প বা বিতর্ক করিয়া থাকেন যে, দেবতা প্রভৃতি শিষ্যগণ যখন বিভিন্নপ্রকার উপদেশের প্রার্থী, তখন প্রজাপতি তাহাদের উদ্দেশ্যে তিনবার একই দকার মাত্র উচ্চারণ করিলেন কেন ? এবং প্রজাপতির একই দকার অক্ষরের উচ্চারণ মাত্রে উঁহারাইবা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রজাপতির মনোগত ভাব অবগত হইল কি প্রকারে ? ইত্যাদি বিষয় লইয়া পরচিত্তাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ নানাপ্রকার কল্পনা করিয়া থাকেন। ৩

এস্থলে কেহ কেহ বলেন যে, দেবতা প্রভৃতিরা যে সময় প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মচারীরূপে বাস করিতেছিলেন, তখনই তাহারা নিজেদের অদান্তত্ব, অদাতৃত্ব ও অদয়ালুত্ব দোষগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শঙ্কিত ছিলেন যে, প্রজাপতি আমাদিগকে কি জানি বলিবেন। অনন্তর প্রজাপতির উপদেশে দকার মাত্র শ্রবণ করিয়া আপনাদের শঙ্কা অনুসারেই তাহার অর্থ প্রতীতি করিয়াছিলেন মাত্র। জগতেও ইহা প্রসিদ্ধ যে, পুত্র ও শিষ্য প্রভৃতি যাহারা শাসনযোগ্য, তাহাদিগকে নিজ নিজ দোষ হইতে নিবৃত্ত করানই উচিত; এই কারণে প্রজাপতির এই প্রকার শুধু দকার মাত্রের উচ্চারণ করা সঙ্গতই হইয়াছে, এবং দম, দান ও দয়া তিনেতেই দকারের সম্বন্ধ থাকায় নিজেদের দোষানুসারে দেবতাপ্রভৃতিরও বিভিন্নপ্রকার অর্থ প্রতীতি করা সঙ্গতই হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, আপনার দোষগুলি একবার জ্ঞানগোচর হইলে, অতি অল্প উপদেশেও সেই সমুদয় দোষ হইতে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করা যাইতে পারে; যেমন একমাত্র 'দ'কার শ্রবণেই দেবতা প্রভৃতিরা দোষ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন।

ভাল কথা, দেবতা প্রভৃতি তিনশ্রেণীর জন্য এই তিনটী উপদেশ প্রদত্ত হইলে, দেবতা প্রভৃতিরও ইহার এক একটী মাত্র উপদেশ গ্রহণ করাই উচিত; সুতরাং এখনও মনুষ্যগণের তিনটী উপদেশই প্রতিপালনীয় হইতে পারে না। বিশেষতঃ দয়ালুত্ব ধর্ম্মটীত কখনই শিক্ষণীয় হইতে পারে না; যে হেতু, উহা অপ্রশস্ত বা হীনপ্রকৃতি অসুরের দ্বারা অনুষ্ঠিত; না, এরূপ আপত্তি সঙ্গত হয় না; কারণ ? যেহেতু প্রজাপতির নিকট তিনই তুল্য; অতএব বুঝিতে হইবে যে, এখানে প্রজাপতির অভিপ্রায় অন্য প্রকার—দেবতা, মনুষ্য ও অসুর, এই তিনই প্রজাপতির পুত্র; পুত্রগণের উদ্দেশ্যে হিতোপদেশ প্রদানই পিতার কর্ত্তব্য; প্রজাপতিও হিতজ্ঞ; তিনি কখনই অহিতের উপ-

দেশ করিতে পারেন না; অতএব বুঝিতে হইবে যে, পুত্রগণের প্রতি যে, প্রজাপতির এইরূপ উপদেশ, তাহা নিশ্চয়ই পরম হিতকর; অতএব মনুষ্য-গণের পক্ষে এই তিনটী অবশ্যই শিক্ষণীয়। ৫

অথবা, মনুষ্যের অতিরিক্ত দেবতা বা অসুর বলিয়া কেহ নাই; পরন্তু মনুষ্যের মধ্যেই যাহারা মনুষ্যোচিত অন্যান্য উৎকৃষ্ট গুণে সম্পন্ন হইয়াও অদান্ত-স্বভাব, তাহারা দেবতা, যাহারা লোভপ্রধান, তাহারা মনুষ্য, আর যাহারা হিংসাপরায়ণ ক্রূরপ্রকৃতি, তাহারা অসুর শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে; সত্ত্ব রজঃ ও তমো গুণ অপেক্ষা করিয়াই এইপ্রকার বিভাগ করা হইয়া থাকে। অতএব কেবল মনুষ্যগণকেই এই তিনটী বিষয় শিক্ষা করিতে হইবে; কারণ, তদুদ্দেশ্যেই প্রজাপতি উপদেশ করিয়াছেন। দেখ, মনুষ্যগণের মধ্যেই অদান্ত, লুব্ধ ও ক্রূরস্বভাব লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্মৃতিশাস্ত্রও সেইরূপ বলিতেছেন—'অতএব কাম, ক্রোধ লোভ এই তিনটী দোষ ত্যাগ করিবে' ইতি ॥৩৩৮॥৩॥

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥৫।২॥

আভাষভাষ্যম্। দমাদিসাধনত্রয়ং সর্ব্বোপাসনাশেষং বিহিতম্। দান্তোঽলুব্ধো দয়ালুঃ সন্ সর্ব্বোপাসনেষধিক্রিয়তে। তত্র নিরুপাধিকস্য ব্রহ্মণো দর্শনমতিক্রান্তম্, অধুনা সোপাধিকস্য তস্যৈবাভ্যুদয়ফলানি বক্তব্যানীত্যেব-মর্থোঽয়মারম্ভঃ—

আভাষভাষ্যানুবাদ। সমস্ত উপাসনার অঙ্গরূপে দমাদিসাধন-ত্রয় বিহিত হইয়াছে; [অতএব বুঝিতে হইবে যে,] লোক দান্ত, নির্লোভ ও দয়াসম্পন্ন হইলে পর, সমস্ত উপাসনায় অধিকারী হইয়া থাকে। তন্মধ্যে নিরু-পাধিক ব্রহ্মোপাসনার কথা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে; অতঃপর সোপাধিক ব্রহ্মেরই অভ্যুদয়-ফলসাধক উপাসনা সমূহ বলিতে হইবে; এই উদ্দেশ্যে পরবর্ত্তী গ্রন্থের আরম্ভ হইতেছে—

এষ প্রজাপতির্যদ্ হৃদয়মেতদ্‌ব্রহ্মৈতৎ সর্ব্বম্, তদেতৎ ত্র্যক্ষরং হৃদয়মিতি, হৃ-ইত্যেকমক্ষরম্, অভিহরন্ত্যস্মৈ স্বাশ্চান্যে চ, য এবং বেদ। দ-ইত্যেকমক্ষরম্, দদত্যস্মৈ স্বাশ্চান্যে চ, য এবং বেদ। যমিত্যেকমক্ষরমেতি স্বর্গং লোকং য এবং বেদ ॥৩৩৯।১॥

ইতি তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্। ৫॥৩॥

অন্বয়ার্থঃ। এবঃ প্রজাপতিঃ (প্রজানাং স্রষ্টা) ; [কোঽসৌ ?] যৎ হৃদয়ম্ (হৃদয়স্থা বুদ্ধিঃ) ; এতৎ ব্রহ্ম (বৃহৎ), এতৎ সর্ব্বম্। তদেতৎ হৃদয়ম্ ইতি (হৃদয়-পদম্) ত্র্যক্ষরম্ (অক্ষরত্রয়াত্মকম্)। [তত্র] 'হৃ' ইতি একম্ অক্ষরম্ ; যঃ এবং বেদ, অস্মৈ (বিদুষে) স্বাঃ (স্বকীয়াঃ জ্ঞাতয়ঃ) অন্যে চ (জ্ঞাতিভিন্নাঃ) অভিহরন্তি (স্বং স্বং কার্য্যং উপঢৌকয়ন্তি) ; 'দ' ইতি একম্ অক্ষরম্, যঃ এবং বেদ, অস্মৈ (বিদুষে) স্বাঃ চ অন্যে চ [স্বং স্বং কার্য্যজাতম্] দদতি (প্রযচ্ছন্তি) , তথা 'যম্' ইতি একম্ অক্ষরম্, যঃ এবং বেদ, [সঃ বিদ্বান্] স্বর্গং লোকম্ এতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৩।১॥

মূলানুবাদ। পূর্ব্বে যে প্রজাপতির কথা বলা হইয়াছে, এই হৃদয়ই অর্থাৎ হৃদয়স্থ বুদ্ধিই সেই প্রজাপতি ; এই হৃদয়ই ব্রহ্ম (বৃহৎ) এবং এই হৃদয়ই সর্ব্বাত্মক। এই 'হৃদয়' নামটী ত্র্যক্ষর (তিনটী অক্ষরযুক্ত) ; তন্মধ্যে একটী অক্ষর 'হৃ' ; যে লোক এই প্রকার হৃদয়তত্ত্ব জানেন, স্বীয় জ্ঞাতিগণ এবং অপর সকলেও তাহার উদ্দেশ্যে স্বস্ব বিষয় আহরণ করে অর্থাৎ তাহার ভোগার্থ উপস্থিত করে। হৃদয়ের আর একটী অক্ষর 'দ' ; যে লোক ইহা যথোক্ত প্রকারে জানে, স্বীয় জ্ঞাতিবর্গ ও অপর সকলে তাহার জন্য ভোগ্য বস্তু উপহার প্রদান করে ; হৃদয়ের অপর একটী অক্ষর 'যম্' ; যিনি এইরূপে ইহা অবগত হন, তিনি স্বর্গ লোক লাভ করেন॥ ৩৩।১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এষ প্রজাতিঃ, যৎ হৃদয়ম্ ; প্রজাপতিরনুশাস্তীত্যনন্তরমেবাভিহিতম্। কঃ পুনরসাবনুশাস্তা প্রজাপতিরিত্যুচ্যতে—এষ প্রজাপতিঃ ; কোঽসৌ ? যৎ হৃদয়ম্ ; হৃদয়মিতি হৃদয়স্থা বুদ্ধিরুচ্যতে ; যস্মিন্ শাকল্যব্রাহ্মণান্তে নামরূপকর্ম্মণামুপসংহার উক্তো দিগ্বিভাগদ্বারেণ ; তদেতৎ সর্ব্বভূতপ্রতিষ্ঠং সর্ব্বভূতাত্মভূতং হৃদয়ং প্রজাপতিঃ প্রজানাং স্রষ্টা। এতদ্ ব্রহ্ম, বৃহত্ত্বাৎ সর্ব্বাত্মত্বাচ্চ ব্রহ্ম ; এতৎ সর্ব্বম্ ; উক্তং পঞ্চমাধ্যায়ে হৃদয়স্য সর্ব্বাত্মত্বম্ ; তৎসর্ব্বং যস্মাৎ, তস্মাদুপাস্যং হৃদয়ং ব্রহ্ম। ১

তত্র হৃদয়নামাক্ষরবিষয়মেব তাবদুপাসনমুচ্যতে। তদেতদ্ হৃদয়মিতি নাম ত্র্যক্ষরম্, ত্রীণ্যক্ষরাণ্যস্যেতি ত্র্যক্ষরম্। কানি পুনস্তানি ত্রীণ্যক্ষরাণি ? উচ্যন্তে—হৃ-ইত্যেকমক্ষরম্ ; অভিহরন্তি, হৃতেরাতিকর্ম্মণো হৃ-ইত্যেতদ্ রূপম্-ইতি যো বেদ, যস্মাদ্ধৃদয়ায় ব্রহ্মণে স্বাশ্চ ইন্দ্রিয়াণি, অন্যে চ বিষয়াঃ শব্দাদয়ঃ স্বং স্বং

কার্য্যমভিহরন্তি, হৃদয়ং চ ভোক্তুর্বমভিহরতি ; অতো হৃদয়নাম্নো হৃ-ইত্যেতদক্ষরমিতি যো বেদ, অস্মৈ বিদুষে অভিহরন্তি স্বাশ্চ জ্ঞাতয়ঃ, অন্যে চাসম্বন্ধাঃ ; বলিমিতি বাক্যশেষঃ। বিজ্ঞানানুরূপ্যেণৈতৎ ফলম্। ২

তথা দ ইত্যেতদপি একমক্ষরম্ ; এতদপি দানার্থস্য দদাতেঃ দ-ইত্যেতদ্রূপং হৃদয়নামাক্ষরত্বেন নিবদ্ধম্। অত্রাপি হৃদয়ায় ব্রহ্মণে স্বাশ্চ করণানি অন্যে চ বিষয়াঃ স্বং স্বং কার্য্যং দদতি, হৃদয়ঞ্চ ভোক্তে দদাতি স্বং বীর্য্যম্ ; অতো দকার ইত্যেবং যো বেদ, অস্মৈ দদতি স্বাশ্চান্যে চ। তথা যম্-ইত্যেতদপ্যেকমক্ষরম্ ; ইণো গত্যর্থস্য যমিত্যেতদ্রূপমস্মিন্ নাম্নি নিবদ্ধমিতি যো বেদ, স স্বর্গং লোকমেতি। এবং নামাক্ষরাদপীদৃশং বিশিষ্টং ফলং প্রাপ্নোতি, কিমু বক্তব্যং হৃদয়স্বরূপোপাসনাৎ, ইতি হৃদয়স্তুতয়ে নামাক্ষরোপন্যাসঃ ॥৩০৯॥১॥

ইতি পঞ্চমস্য তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥ ৩ ॥

টীকা। নানাবাদেন বিধিনা সিদ্ধমর্থমনুবদতি দমাদীতি। কথং তস্য সর্ব্বোপাসনশেষত্বং, তদাহ—দাস্য ইতি। অনুক্ত ইতি চ্ছেদঃ। সংপ্রত্যুত্তরসংদর্ভস্য তাৎপর্য্যং বক্তুং ভূমিকাং করোতি—তত্রেতি। কাণ্ডদ্বয়ং সপ্তম্যর্থঃ। অনন্তরসংদর্ভস্য তাৎপর্য্যমাহ—অথেতি। পাপক্ষয়াদিরভ্যুদয়স্তৎফলাদ্যুপাসনানীতি শেষঃ। অনন্তরব্রাহ্মণমাদায় তস্য সঙ্গতিমাহ—এষ ইত্যাদিনা। উক্তস্য হৃদয়শব্দার্থস্য লাক্ষণিকত্বং দর্শয়ন্ প্রজাপতিত্বং সাধয়তি—যস্মিন্নিতি। কথং হৃদয়স্য সর্ব্বং, তদাহ—উক্তমিতি। সর্ব্বত্বসংকীর্ত্তনফলমাহ—তৎসর্ব্বমিতি। তত্র হৃদয়োপাস্তত্বে সিদ্ধে সতীত্যেতৎ। ফলোক্তিমুখাপ্য ব্যাকরোতি—অভিহরন্তীতি। যো বেদাস্মৈ বিদুষেঽভিহরন্তীতি সংবন্ধঃ। বেদনমেব বিশদয়তি—যস্মাদিত্যাদিনা। স্বং কার্য্যং রূপদর্শনাদি। হৃদয়স্য তু কার্য্যং সুখাদি। অসংবন্ধা জ্ঞাতিব্যতিরিক্তাঃ। ঔচিত্যযুক্তে ফলে কথয়তি—বিজ্ঞানেতি।

অত্রাপীতি দকারাক্ষরোপাসনেঽপি ফলমুচ্যত ইতি শেষঃ। তামেব ফলোক্তিং ব্যনক্তি—হৃদয়ায়েতি। অস্মৈ বিদুষে স্বাশ্চান্যে চ দদতি। বলিমিতি শেষঃ। নামাক্ষরোপাসনানি ত্রীণি হৃদয়স্বরূপোপাসনমেকমিতি চতুরুপাসনাত্র বিবক্ষিতানীত্যাশঙ্ক্যাহ—এবমিতি ॥৩০৯॥১॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং পঞ্চমাধ্যায়স্য তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥৫॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ। 'এষ প্রজাপতিঃ যদ্ হৃদয়ম্' ইত্যাদি। অব্যবহিত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রজাপতি অনুশাসন করেন ; সেই শাসনকর্ত্তা প্রজাপতি যে, কে, এখন তাহা বলা হইতেছে—ইনিই সেই প্রজাপতি ; ইনি কে ? না, যাহা হৃদয় ; এখানে হৃদয়-শব্দে হৃদয়স্থ বুদ্ধি অভিহিত

হইতেছ ; যাহার সম্বন্ধে অতীত শাকল্যব্রাহ্মণের শেষে দিগ্‌বিভাগক্রমে নাম, রূপ ও কর্ম্মের উপসংহার বা সন্নিবেশ কথিত হইয়াছে। সর্ব্বভূতের আশ্রয় ও সর্ব্বভূতাত্মক সেই এই হৃদয়ই প্রজাপতি—প্রজাবর্গের সৃষ্টিকর্ত্তা ; ইহাই ব্রহ্ম, যেহেতু সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সর্ব্বাত্মক, সেই হেতু ব্রহ্ম-পদবাচ্য। সেই এই হৃদয়ই আবার সর্ব্বাত্মক ; হৃদয় যে, সর্ব্বাত্মক কি প্রকারে, তাহা পঞ্চমাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। যেহেতু হৃদয় সর্ব্বাত্মক, সেই হেতু হৃদয়-ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। ১

এখন হৃদয়ের নামাক্ষর-বিষয়ক উপাসনার কথাই প্রথমে বলা হইতেছে—সেই এই 'হৃদয়' নামটী ত্র্যক্ষর অর্থাৎ তিন অক্ষরবিশিষ্ট। সেই তিনটী অক্ষর কি কি, তাহা বলা হইতেছে—'হৃ' একটী অক্ষর। 'অভিহরন্তি' অর্থ আহরণ করে ; 'হৃ' অক্ষরটী আহরণার্থক 'হৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; উহার অর্থ—আহরণ করা ; ইহা যিনি জানেন,—যেহেতু ইন্দ্রিয়গণ ও শব্দাদি বিষয়সমূহ হৃদয়াখ্য ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ কার্য্য উপহার প্রদান করিয়া থাকে, এবং স্বয়ং হৃদয়ও ভোক্তা—আত্মার উদ্দেশ্যে বিষয় আহরণ করিয়া থাকে, সেইহেতু 'হৃদয়' নামের 'হৃ' অক্ষরটীকে যিনি এইরূপে জানেন, সেই বিদ্বানের উদ্দেশ্যে স্ব জ্ঞাতিগণ এবং সম্বন্ধবিহীন অপর লোকেও বলি বা উপহার আহরণ করিয়া থাকে। ইহা উপাসনারই অনুরূপ ফল, অর্থাৎ যাহাকে যেরূপে উপাসনা করা যায়, তাহা হইতে সেই প্রকার ফলই লাভ করা যায়। ২

এইরূপ আর একটী অক্ষর হইতেছে 'দ' ; এই 'দ' অক্ষরটীও দানার্থক দা-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়া 'হৃদয়' নামের অক্ষররূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এখানে বুঝিতে হইবে যে, ইন্দ্রিয়গণ হৃদয়াখ্য ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ বীর্য্য বা শক্তি অর্পণ করিয়া থাকে ; হৃদয় আবার আপনার শক্তিকে ভোক্তা-জীবের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করে। অতএব এ প্রকারে 'দ'কারকে যিনি জানেন, নিজের জ্ঞাতিগণ এবং অপর সকলে তাহার উদ্দেশ্যে স্বীয় শক্তি প্রদান করিয়া থাকে। এইরূপ 'হৃদয়' নামের আর একটী অক্ষর 'য' ; গমনার্থক 'ইন্'ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'য' অক্ষরটী ঐ নামের সহিত সংযোজিত হইয়াছে ; যিনি এই তত্ত্ব জানেন, তিনি স্বর্গলোক লাভ করেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাহার নামের এক একটী অক্ষর হইতেও এইরূপ বিশিষ্ট ফল লাভ করা যায়, সাক্ষাৎ সেই হৃদয়ের উপাসনায় যে, কত ফল হয়, তাহা আর

কি বলিতে হয়? এইরূপে হৃদয়ের প্রশংসনার্থ এখানে হৃদয় নামের অক্ষর ত্রয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ৩৩৯॥১ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণ ॥ ৫॥৩ ॥

তদ্বৈ তদেতদেব তদাস, সত্যমেব সঃ, যো হৈতং মহদযক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি, জয়তীমাঁল্লোকান্ জিত ইন্ন্বসাবসদ্ য এবমেতন্মহদযক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি, সত্যং হ্যেব ব্রহ্ম ॥ ৩৪০ ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমে চতুর্থং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ। ইদানীং প্রকারান্তরেণ হৃদয়াখ্যস্য ব্রহ্মণ উপাসনং বিধিৎসন্ আহ—'তদ্বৈ' ইত্যাদি। ['বৈ' ইতি স্মরণে], তৎ (পূর্ব্বোক্তং স্মর্য্যমাণং যৎ হৃদয়ং ব্রহ্ম), তৎ (প্রকারান্তরেণ কথ্যতে); এতৎ (বক্ষ্যমাণং) সত্যং (সৎ চ, ত্যৎ চ—মূর্ত্তামূর্ত্তস্বরূপম্) [এব] তৎ (ব্রহ্ম) আস (আসীৎ)। সঃ যঃ (যঃ কশ্চিৎ) হ (অবধারণে) এতং (এতৎ) মহৎ যক্ষং (রমণীয়ং পূজ্যং বা) প্রথমজং (সর্ব্বেভ্যঃ জীবেভ্যঃ প্রথমোৎপন্নং) সত্যং ব্রহ্ম ইতি বেদ (জানাতি উপাস্তে), [সঃ উপাসকঃ] ইমান্ লোকান্ জয়তি (বশীকরোতি); ইন্নু (ইত্থংপ্রকারেণ) জিতঃ (বশীকৃতঃ) অসৌ (শত্রুঃ) অসৎ (অসন্ এব) [ভবেৎ]। [উক্তমেবার্থং বোধসৌকর্য্যার্থং পুনরাহ—] 'য এবমেতৎ' ইত্যাদিনা ॥ ৩৪০॥১ ॥

মূলানুবাদ। [এখন প্রকারান্তরে আবার সেই হৃদয়-ব্রহ্মেরই অন্যরূপ উপাসনা উপদিষ্ট হইতেছে]। প্রথম 'তৎ' শব্দটী দ্বারা পূর্ব্বোক্ত হৃদয় ব্রহ্মের কথা স্মরণ করিয়া দেওয়া হইতেছে। সেই যে, এই হৃদয়-ব্রহ্ম, ইহা সত্য—সৎ ও ত্যৎস্বরূপে অর্থাৎ মূর্ত্ত—যাহার আকৃতি আছে—পরিচ্ছিন্ন, আর অমূর্ত্ত—যাহার আকৃতি নাই, এই উভয় স্বরূপেই ছিলেন। যে কেহ সেই এই মহৎ রমণীয় ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রথমোৎপন্ন এই মূর্ত্তামূর্ত্ত ব্রহ্মকে জানে, সেই ব্যক্তি এই সমস্ত জগৎ জয় করে (বশীভূত করে) এবং তাহার বিজিত শত্রুর

অভাব ঘটে । সত্যই ব্রহ্ম ; মহৎ যক্ষ ও প্রথমজ এই সত্য ব্রহ্মকে জানে ; ইহা পূর্ব্ব কথারই পুনরুল্লেখমাত্র ।৩১০॥১॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণব্যাখ্যা ॥৫॥৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তস্যৈ হৃদয়াখ্যস্য ব্রহ্মণঃ সত্যবিদ্যোপাসনং বিধিৎসন্নাহ,—'তদ্বৈ' ইতি। তদিতি হৃদয়ব্রহ্ম পরামৃষ্টম্ ; বৈ ইতি স্মরণার্থম্। তদ্ হৃদয়ং ব্রহ্ম স্মর্য্যতে ইত্যেকস্তচ্ছব্দঃ, তদেতদুচ্যতে প্রকারান্তরেণেতি দ্বিতীয়স্তচ্ছব্দঃ। কিং পুনস্তৎ প্রকারান্তরম্ ? এতদেব তদিতি এতচ্ছব্দেন সংবধ্যতে তৃতীয়ঃ তচ্ছব্দঃ ; এতদিতি বক্ষ্যমাণং বুদ্ধৌ সন্নিধীকৃত্য আহ— আস বভূব। কিং পুনরেতদেব আস ? যদুক্তং হৃদয়ং ব্রহ্মেতি, তৎ-ইতি তৃতীয়স্তচ্ছব্দো বিনিযুক্তঃ। কিং তদিতি বিশেষতো নির্দ্দিশতি ;—সত্যমেব, সচ্চ ত্যচ্চ মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তঞ্চ সত্যং ব্রহ্ম, পঞ্চভূতাত্মকমিত্যেতৎ।

স যঃ কশ্চিৎ সত্যাত্মানমেতং মহৎ মহত্বাৎ, যক্ষং পূজ্যম্, প্রথমজং প্রথমজাতম্, সর্ব্বস্মাৎ সংসারিণঃ এতদেবাগ্রে—জাতং ব্রহ্ম, অতঃ প্রথমজম্, বেদ বিজানাতি সত্যং ব্রহ্মেতি ; তস্যেদং ফলমুচ্যতে—যথা সত্যেন ব্রহ্মণা ইমে লোকা আত্মসাৎকৃতাঃ জিতাঃ, এবং সত্যাত্মানং ব্রহ্ম মহদ্যক্ষং প্রথমজং বেদ, স জয়তীমান্ লোকান্। কিঞ্চ, জিতো বশীকৃতঃ, ইন্নু ইত্থং—যথা ব্রহ্মণা অসৌ শত্রুরিতি বাক্যশেষঃ। অসচ্চ অসদ্ভবেৎ অসৌ শত্রুঃ জিতো ভবেদিত্যর্থঃ। কস্যৈতৎ ফলমিতি পুনর্নিগময়তি—য এবমেতন্মহদ্যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি। অতো বিদ্যানুরূপং ফলং যুক্তম্ ; সত্যং হ্যেব যস্মাদ্ ব্রহ্ম ॥ ৩৪০ ॥ ১ ॥

পঞ্চমস্য চতুর্থং ব্রাহ্মণং ॥ ৫ ॥ ৪ ॥

টীকা। ব্রাহ্মণান্তরমুখাণ্যক্ষরাণি ব্যাচষ্টে—তস্যৈত্যাদিনা। সত্যশব্দার্থং সত্যজ্ঞানাদিবাক্যোপাত্তং ব্যাবর্ত্তয়তি—সচ্চেতি। সর্বাত্মত্ব চতুর্থে প্রকৃতত্বং সূচয়তি—মূর্ত্তং চেতি। বেদনমনূদ্য ফলোক্তিমবতারয়তি—স য ইতি। প্রথমজত্বং প্রকটয়তি—সর্বস্মাদিতি। স যঃ কশ্চিদেবেতি সংবন্ধঃ। কৈমুতিকসিদ্ধং ফলান্তরমাহ—কিংচেতি। বশীকৃতস্য শত্রোঃ স্বরূপেণ সত্ত্বং বারয়তি—অসচ্চেতি। স যো হৈতমিত্যাদিনা য এবমেতদিত্যাদেরেকার্থত্বাৎপুনরুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—কস্যৈতদিতি। কথমস্য বিজ্ঞানস্যেদং ফলমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অত ইতি। পঞ্চমীপরামৃষ্টং স্পষ্টয়তি—সত্যং হীতি। ৩৪০।১।

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং পঞ্চমাধ্যায়স্য চতুর্থং ব্রাহ্মণম্ । ৪ ।

ভাষ্যানুবাদ। সেই হৃদয়াখ্য ব্রহ্মেরই সত্যরূপে উপাসনা বিধানার্থ বলিতেছেন—'তৎ' ইত্যাদি। 'তৎ' শব্দে পূর্ব্বোক্ত হৃদয়-ব্রহ্মের উল্লেখ করা হইয়াছে। 'বৈ' কথাটী স্মরণার্থক ; একটী 'তৎ'পদের অর্থ সেই যে, হৃদয়াখ্য ব্রহ্ম স্মরণ হইতেছে ; দ্বিতীয় 'তৎ'পদে তাহারই যে, প্রকারান্তরে উপাসনা, তাহা প্রকাশ করা হইতেছে। উপাসনার সেই প্রকারান্তরটা কি ? ইহাই সেই ব্রহ্ম ; এই 'এতৎ' শব্দের সহিত তৃতীয় 'তৎ' পদের সম্বন্ধ হইয়াছে। এখানে, পরে যাহা বলা হইবে, তাহাই তৎপদের অর্থ ; তাহাই কি ? না, যাহা 'হৃদয়-ব্রহ্ম' বলিয়া উক্ত হইয়াছে ; তাহার সহিত এইরূপে তৃতীয় 'তৎ'পদের সম্বন্ধ করিতে হইবে। সেই তৎপদার্থটী বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন ; উহা 'সত্যই' 'সৎ' ও 'ত্যৎ' [সৎ+ত্যৎ=সত্যম্] অর্থাৎ সত্য ব্রহ্ম মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত—মূর্ত্তামূর্ত্ত পঞ্চভূতাত্মক।

যে কেহ বলেন—মহত্ত্বহেতু মহৎ, যক্ষ—পূজনীয় ও প্রথমজ,—যেহেতু সমস্ত সংসারী জীবের অগ্রে ব্রহ্মের প্রাদুর্ভাব, সেইহেতু প্রথমজ, এই সত্যরূপী আত্মাকে জানে—সত্য ব্রহ্ম অবগত হয় ; তাহার সম্বন্ধে এইরূপ ফল কথিত হইতেছে—সত্যব্রহ্মকর্তৃক যেরূপ এই সমস্ত লোক (জগৎ) জিত—নিজের অধীনীকৃত রহিয়াছে, সেইরূপ, যে ব্যক্তি এই সত্যাত্মক মহৎ যক্ষ প্রথমজাত ব্রহ্মকে জানে, সে ব্যক্তিও এই সমুদয় লোককে জয় করে। আরও এক কথা, বশীকৃত অসৎ হইয়া যায়, অর্থাৎ সমস্ত শত্রু বিজিত হয়। এই ফল কাহার হয় ? এই আকাঙ্ক্ষায় উক্ত কথারই পুনর্ব্বার হেতুসহকারে নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—যে ব্যক্তি এই প্রথমজ মহৎ যক্ষ সত্য ব্রহ্মকে জানে, [তাহার এইরূপ ফল হয়]। যেহেতু ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, সেইহেতু তদ্বিষয়ক জ্ঞানের অনুরূপ ফল হওয়াই যুক্তিযুক্ত ॥৩৪০॥১॥

পঞ্চমাধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥৫॥৪॥

আপ এবেদমগ্র আসুস্তা আপঃ সত্যমসৃজন্ত, সত্যং ব্রহ্ম, ব্রহ্ম প্রজাপতিম্, প্রজাপতির্দ্দেবাꣳস্তে দেবাঃ সত্যমেবো-পাসতে। তদেতৎ ত্র্যক্ষরꣳ সত্যমিতি ; স ইত্যেকমক্ষরম্, তীত্যেকমক্ষরম্, যমিত্যেকমক্ষরম্। প্রথমোত্তমে অক্ষরে

সত্যম্, মধ্যতোঽনৃতম্, তদেতদনৃতমুভয়তঃ সত্যেন পরিগৃহীতং সত্যভূয়মেব ভবতি নৈনং বিদ্বাংসমনৃতং হিনস্তি ॥ ৩৪১ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ। [ইদানীং সত্যস্থ ব্রহ্মণঃ স্তুত্যর্থমিদমভিধীয়তে—'আপঃ' ইত্যাদি। অগ্রে (সৃষ্টেঃ প্রাক্) ইদং (জগৎ) আপঃ (জলানি—কর্ম্ম-সম্বন্ধিন্য আহুতয়ঃ) এব আসুঃ (উৎপত্তেঃ পূর্ব্বং জগদিদম্ আহুতিরূপেণ আসীদ্ ইতি ভাবঃ)। তাঃ (আহুতিরূপা আপঃ) সত্যং (হিরণ্যগর্ভং) অসৃজন্ত (সৃষ্টবত্যঃ); তৎ সত্যং (হিরণ্যগর্ভঃ) ব্রহ্ম (বৃহত্বাৎ ব্রহ্মপদবাচ্যম্); তথা ব্রহ্ম প্রজাপতিম্ (বিরজাং) প্রজাপতিঃ দেবান্ [অসৃজত]; তে দেবাঃ সত্যম্ এব (কারণভূতং হিরণ্যগর্ভম্ এব) উপাসতে। তং এতৎ সত্যং ('সত্য' পদং) ত্র্যক্ষরং—সত্যম্—ইতি; স-ইতি একম্ অক্ষরম্, 'তি' ইতি একম্ অক্ষরম্, 'যম্' ইতি একমক্ষরম্। [তত্র] প্রথমোত্তমে (প্রথম-তৃতীয়ে সকার-য-কাররূপে) অক্ষরে সত্যম্ (বিকারাত্মক-মৃত্যোরভাবাৎ সত্যরূপে), মধ্যতঃ (মধ্যস্থিতঃ) 'তি' অক্ষরঃ) অনৃতং অসত্যং- বিকারাত্মক-মৃত্যু-গ্রস্তত্বাৎ)। তৎ এতৎ অনৃতং (মধ্যমম্ অক্ষরং) উভয়তঃ (অগ্রে পশ্চাৎ চ) সত্যেন ('স'কার-'য'কাররূপেণ) পরিগৃহীতং (বেষ্টিতম্)। [এবং বিদ্বান্] সত্যভূয়ঃ (সত্যবহুলঃ) এব ভবতি; এবং বিদ্বাংসং (ঈদৃশজ্ঞানসম্পন্নং জনম্) অনৃতং (অসত্যং) নৈব হিনস্তি (পাপিষ্ঠং করোতি ইত্যর্থঃ) ॥৩৪১॥১॥

মূলানুবাদ। উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ জলরূপে অর্থাৎ বাষ্পাকারে পরিণত যজ্ঞাহুতিরূপে ছিল; সেইজল হিরণ্যগর্ভনামক সত্যের সৃষ্টি করিল; সেই সত্যই মহত্ত্বনিবন্ধন ব্রহ্ম; সেই ব্রহ্ম আবার প্রজাপতি বিরাট্ পুরুষকে সৃষ্টি করিলেন; সেই প্রজাপতি আবার দেবতাগণকে সৃষ্টি করিলেন। সেই দেবতাগণ সত্যেরই (হিরণ্য-গর্ভেরই) উপাসনা করিয়া থাকেন। সেই এই 'সত্য' শব্দটী ত্র্যক্ষর (তিনটী অক্ষর যুক্ত), তন্মধ্যে 'স' একটী অক্ষর, 'তি' একটী অক্ষর এবং 'য' একটী অক্ষর। ইহাদের মধ্যে প্রথম ও শেষ, এই দুইটী অক্ষর সত্য; [কারণ, উহাদের কোনপ্রকার বিকার ঘটে না]; আর মধ্যের 'তি' অক্ষরটী অনৃত (অসত্য); সেই এই অসত্য 'তি' অক্ষরটী উভয় পার্শ্বে

সত্যস্বরূপ 'স' ও 'যম্' অক্ষরে পরিবেষ্টিত হইয়া আছে। এই রহস্যজ্ঞ ব্যক্তি সত্যবহুল হয়, কদাপি মিথ্যা দ্বারা অভিভূত হয় না॥৩৪১॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সত্যস্য ব্রহ্মণঃ স্তুত্যর্থমিদমাহ। মহদ্যক্ষং, প্রথমজমিত্যুক্তম্; তৎ কথং প্রথমজমিত্যুচ্যতে—আপ এবেদমগ্র আসুঃ। আপ ইতি কর্ম্মসমবায়িন্যোঽগ্নিহোত্রাদ্যাহুতয়ঃ, অগ্নিহোত্রাদ্যাহুতের্দ্রবাত্মকত্বাৎ অপ্ত্বম্। তাশ্চাপঃ অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মাপবর্গোত্তরকালং কেনচিদদৃষ্টেন সূক্ষ্মেণাত্মনা কর্ম্মসমবায়িত্বমপরিত্যজ্য ইতরভূতসংহতা এব, ন কেবলাঃ, কর্ম্মসমবায়িত্বাত্তু প্রাধান্যমপাম্—ইতি সর্ব্বাণ্যেব ভূতানি প্রাগুৎপত্তেরব্যাকৃতাবস্থানি কর্ত্তৃসহিতানি নির্দ্দিশ্যন্তে আপ ইতি, তা আপো বীজভূতা জগতোঽব্যাকৃতাত্মনাবস্থিতাঃ; তা এবেদং সর্ব্বং নামরূপবিকৃতং জগৎ অগ্রে আসুঃ, নান্যৎ কিঞ্চিদ্বিকারজাতমাসীৎ। ১

তাঃ পুনরাপঃ সত্যমসৃজন্ত; তস্মাৎ সত্যং ব্রহ্ম প্রথমজম্; তদেতদ্ হিরণ্যগর্ভস্য সূত্রাত্মনো জন্ম, যদব্যাকৃতস্য জগতো ব্যাকরণম্, তৎ সত্যং ব্রহ্ম; কুতঃ? মহত্ত্বাৎ; কথং মহত্ত্ব্? ইত্যাহ—যস্মাৎ সর্ব্বস্য স্রষ্টৃ। কথম্? যৎ সত্যং ব্রহ্ম, তৎ প্রজাপতিং প্রজানাং পতিং বিরাজং সূর্য্যাদিকরণম্ অসৃজতেত্যনুষঙ্গঃ। প্রজাপতিঃ দেবান্, স বিরাট্ প্রজাপতিঃ দেবান্ অসৃজত। যস্মাৎসর্ব্বমেবং ক্রমেণ সত্যাদ্ ব্রহ্মণো জাতম্, তস্মান্মহৎ সত্যং ব্রহ্ম। কথং পুনর্যক্ষমিত্যুচ্যতে—তে এবং সৃষ্টা দেবাঃ পিতরমপি বিরাজমতীত্য তদেব সত্যং ব্রহ্ম উপাসতে; অত এতৎ প্রথমজং মহদ্যক্ষম্; তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনোপাস্যং তৎ। ২

তস্যাপি সত্যস্য ব্রহ্মণো নাম—সত্যমিতি; তদেতৎ ত্র্যক্ষরম্। কানি তান্যক্ষরাণি? ইত্যাহ—স ইত্যেকমক্ষরম্, তীত্যেকমক্ষরম্, তীতি ঈকারানুবন্ধো নির্দ্দেশার্থঃ; যমিত্যেকমক্ষরম্। তত্র তেষাং প্রথমোত্তমে অক্ষরে সকারযকারৌ সত্যম্, মৃত্যুরূপাভাবাৎ। মধ্যতঃ মধ্যে অনৃতম্; অনৃতং হি মৃত্যুঃ; মৃত্যনৃতয়োস্তকারসামান্যাৎ। তদেতদনৃতং মৃত্যুরূপমুভয়তঃ সত্যেন সকারযকারলক্ষণেন পরিগৃহীতং ব্যাপ্তমন্তর্ভাবিতং সত্যরূপাভ্যাম্; অতোঽকিঞ্চিৎকরম্ তৎ; সত্যভূয়মেব সত্যবাহুল্যমেব ভবতি। এবং সত্যবাহুল্যং সর্ব্বস্য মৃত্যোরনৃতস্যাকিঞ্চিৎকরত্বং চ যো বিদ্বান্, তমেবং বিদ্বাংসম্ অনৃতং কদাচিৎ প্রমাদোক্তং ন হিনস্তি॥৩৪১॥১॥

টীকা। ইদমা ব্রাহ্মণং স্তূয়তে। তত্রাবান্তরসংগতিমাহ—মহদিতি। আহুতীনামেব কর্ম্মসমবায়িত্বং, ন বপাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অগ্নিহোত্রাদীতি। কথমাপঃ সোমাজ্য দুগ্ধমানাঃ কর্ম্মসমবায়িত্বতথাঽপূর্ব্বকালে কথং তাসাং তথাত্বং? কর্ম্মণোঽপায়িত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তাশ্চেতি। কর্ম্মসমবায়িত্বপরিত্যাগমকৃত্বৈবেত্যনেনাপঃ প্রথমং প্রবৃত্তাবস্থাপেক্ষত্বকালং সূক্ষ্মেণাদৃষ্টেনাত্মনা অবতিষ্ঠন্তেইতি যোজনা। আপ ইতি বিশেষণং ভূতান্তরব্যবচ্ছেদার্থমিতি শঙ্কাং বারয়তি - ইতরেতি। কথং তর্হি তাসামেব প্রভাবমুপাদানং, তদাহ—ক্রমেতি। ইতি শাসনাদেবাত্র গ্রহণমিতি শেষঃ। বিবক্ষিতপদার্থং নিগময়তি—তা এবেতি। ১

পদার্থমুক্তমনূদ্য বাক্যার্থমাহ—তা ইতি। তাস্তা যথোক্তা আপস্তা এবেতি যজ্জ্বালম্বনেন যোজনা। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি শ্রুতেঃ সত্যং কথং ভূতান্তরসহিতাভ্যোঽদ্ভ্যো জায়তে? তত্রাহ—তদেতদিতি। তস্য ব্রহ্মত্বং প্রশ্নপূর্ব্বকং বিশদয়তি - তৎসত্যমিতি। সত্যস্য ব্রহ্মণো মহত্ত্বং প্রশ্নদ্বারা স্পষ্টয়তি - কথমিত্যাদিনা। তস্য সর্ব্বস্রষ্টৃত্বং প্রশ্নদ্বারেণ স্পষ্টয়তি—কথমিতি। বৃংহণমুপসংহরতি যস্মাদিতি। বিশেষণত্রয়ে সিদ্ধে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। ২

তস্যাপীতাপিশব্দো হৃদয়ব্রহ্মদৃষ্টান্তার্থঃ। বুদ্ধিপূর্ব্বকমনৃতং বিদ্বাংসোঽপি বাধকমিত্যভিপ্রেত্য বিশিনষ্টি—প্রমাদোক্তমিতি ॥৩॥১॥

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বোক্ত সত্যব্রহ্মের স্তুতির জন্য এই বাক্য কথিত হইতেছে। পূর্ব্বে সত্য ব্রহ্মকে মহৎ যক্ষ ও প্রথমজ বলা হইয়াছে; তাহার প্রথমজত্ব হয় কিরূপে, এখন তাহা কথিত হইতেছে—"আপ এব ইদম্ অগ্রে আসুঃ" ইতি। অপ্ (জল) অর্থ এখানে অগ্নিহোত্রপ্রভৃতি কর্ম্মসম্বদ্ধ আহুতিসমূহ; অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের আহুতি সমূহ সাধারণতঃ দ্রবাত্মক—জলীয় দ্রব্যপ্রধান; এইজন্য এই আহুতিসমূহে অপ্-ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে। যজ্ঞাদি কার্য্যস্থলে দ্রব-দ্রব্যের বাহুল্য নিবন্ধন জলের প্রাধান্য; সেই কারণে উৎপত্তির পূর্ব্বে অনভিব্যক্ত অবস্থায় অবস্থিত জীবসহকৃত সমস্ত ভূতই এখানে 'আপঃ' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। সেই জলসমূহ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম-পরিসমাপ্তির পর, কোন এক অনির্ব্বচনীয় অদৃষ্ট সূক্ষ্মরূপে—কর্ম্মসম্পর্ক পরিত্যাগ না করিয়াই অপরাপর ভূতগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া থাকে। নাম ও রূপাকারে অভিব্যক্ত এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে অব্যক্তরূপে অবস্থিত জগতের বীজস্বরূপ সেই অপ্‌রূপেই ছিল, অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে নাম-রূপাভিব্যক্ত এই স্থূল জগৎ ছিল না; ইহারই বীজস্বরূপ সূক্ষ্ম অপ্ বা আহুতি মাত্র ছিল, তদ্ভিন্ন অন্য কোনও মূর্ত্তপদার্থ বিদ্যমান ছিল না। ১

সেই অপ্ সমূহই সত্য ব্রহ্মের সৃষ্টি করিয়াছিল; এই কারণে সত্য ব্রহ্ম প্রথমজ। এই যে, অব্যাকৃত বা অনভিব্যক্ত-নামরূপাত্মক জগতের ব্যাকরণ—অভিব্যক্তি সাধন, ইহাই হিরণ্যগর্ভনামক সূত্রাত্মার জন্ম। ভাল, সেই সত্য পদার্থটীই ব্রহ্ম কি কারণে? হাঁ, যেহেতু তাহা মহৎ; তাহার মহত্ত্বেরই বা প্রমাণ কি? যেহেতু তাহাই সকলের স্রষ্টা—সৃষ্টিকর্ত্তা; কি প্রকারে? যে হেতু সেই সত্য ব্রহ্মই প্রজাপতিকে—সূর্য্যচন্দ্রাদি যাহার চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়স্থানীয়, সেই বিরাট্পুরুষকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন; প্রজাপতি আবার দেবতাগণকে অর্থাৎ সেই বিরাট্সংজ্ঞক প্রজাপতি আবার দেবতাগণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যেহেতু সত্য ব্রহ্ম হইতেই এই প্রকারে সমস্ত পদার্থ জন্মলাভ করিয়াছে, সেই হেতুই উক্ত সত্য বস্তুটী মহৎ ব্রহ্ম। ভাল, উহা যক্ষ (পূজনীয়) কেন? তাহা বলা যাইতেছে—যেহেতু যথোক্ত পদ্ধতিক্রমে সৃষ্ট দেবগণ পিতা প্রজাপতিকেও অতিক্রম করিয়া সেই সত্য ব্রহ্মেরই উপাসনা করেন, সেই হেতুই এই প্রথমজ মহৎ পদার্থটী যক্ষ; সেই কারণে সর্ব্বতোভাবে তাহারই উপাসনা করা উচিত। ২

সেই সত্য ব্রহ্মের অপর নাম হইতেছে—'সত্যম্'; এই নামটী ত্র্যক্ষর অর্থাৎ তিনটী অক্ষরযুক্ত; সেই তিনটী অক্ষর কি কি? তাহা বলিতেছেন—'স' একটী অক্ষর, 'তী' একটী অক্ষর; 'তী'র ঈকার কেবল উচ্চারণার্থ; 'য' আর একটী অক্ষর। এই অক্ষরত্রয়ের মধ্যে প্রথম ও শেষ অক্ষরটী অর্থাৎ স ও য অক্ষর দুইটী সত্য; কারণ, উহারা মৃত্যুরহিত; মধ্যবর্ত্তী 'তী' অক্ষরটী অনৃত; অনৃতই মৃত্যু; কারণ, মৃত্যু ও অনৃতের মধ্যে 'ত'কারের সমতা রহিয়াছে। সেই এই অনৃতরূপী মৃত্যুস্বরূপ 'তী' অক্ষরটী সত্যস্বরূপ স ও য দ্বারা উভয় দিকে পরিগৃহীত—পরিবেষ্টিত বা কবলীকৃত রহিয়াছে; অতএব সেই 'তী' অক্ষরটী অকিঞ্চিৎকর, সত্যেরই প্রাধান্য। যে ব্যক্তি এইরূপ সত্যের বাহুল্য এবং অনৃত মৃত্যুর অল্পত্ব বা অকিঞ্চিৎকরত্ব জানে, সেই বিদ্বান্‌কে, সময়বিশেষে অনবধানতা নিবন্ধন প্রযুক্ত অনৃতরূপী মৃত্যু কখনও হিংসা করিতে পারে না॥ ৩৪১॥ ১॥

তদ্যৎ তৎ সত্যমসৌ স আদিত্যো য এষ এতস্মিন্মণ্ডলে পুরুষঃ, যশ্চায়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষস্তাবেতাবন্যোন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতৌ, রশ্মিভিরেষোঽস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ, প্রাণৈরয়মমুষ্মিন্।

স যদোৎক্রমিষ্যন্ ভবতি শুদ্ধমেবৈতম্মণ্ডলং পশ্যতি নৈনমেতে রশ্ময়ঃ প্রত্যায়ন্তি ॥ ৩৪২ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ। তৎ (পূর্ব্বোক্তম্) (যৎ ব্রহ্ম) সত্যম্, অসৌ সঃ (বক্ষ্যমাণঃ) আদিত্যঃ। [অসৌ কঃ? য এষঃ আদিত্যমণ্ডলে পুরুষঃ, যশ্চ (যোঽপি) [অধ্যাত্মং] অয়ং দক্ষিণে অক্ষন্ (অক্ষিণি চক্ষুষি) পুরুষঃ; তৌ এতৌ (অক্ষ্যাদিত্যপুরুষৌ) অন্যোন্যস্মিন্ (পরস্পরে প্রতিষ্ঠিতৌ (পরস্পরং সম্বদ্ধৌ)। [অন্যোন্যপ্রতিষ্ঠামেবাহ—] এষঃ (আদিত্যমণ্ডলস্থঃ পুরুষঃ) রশ্মিভিঃ (কিরণৈঃ দ্বারা অস্মিন্ (অক্ষিপুরুষে) [প্রতিষ্ঠিতঃ], অয়ং (অক্ষিপুরুষঃ চ) প্রাণৈঃ দ্বারা) অমুষ্মিন্ (আদিত্যপুরুষে) [প্রতিষ্ঠিতঃ]। সঃ (অক্ষিপুরুষঃ) যদা (যস্মিন্ কালে) উৎক্রমিষ্যন্ (জীবো যদা আসন্নমৃত্যুঃ) ভবতি, তদা এনং (আদিত্যপুরুষং) শুদ্ধম্ (রশ্মিবিযুক্তম্) এব পশ্যতি; এতে রশ্ময়ঃ এনং (আসন্নমৃত্যুং পুরুষং) ন প্রত্যায়ন্তি (ন প্রাপ্নুবন্তি নোপতপন্তীতিভাবঃ)। [এবংবিধসূর্য্যমণ্ডলদর্শনং হি দ্রষ্টুঃ আসন্নমৃত্যু-সূচকম্ অরিষ্টবিশেষ ইতি জ্ঞেয়ম্] ॥ ৩৪২ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ। সেই যে প্রথমজ সত্যব্রহ্ম, তাহাই এই আদিত্য, যাহা এই মণ্ডলমধ্যস্থ পুরুষ এবং যাহা এই দক্ষিণ চক্ষুর মধ্যবর্ত্তী পুরুষ, অর্থাৎ আদিত্য মণ্ডলাধিষ্ঠিত আধিদৈবিক পুরুষ, আর চক্ষুর মধ্যগত অধ্যাত্মপুরুষ। এই উভয় পুরুষই পরস্পর পরস্পরের আশ্রয়ে অবস্থিত—আদিত্যপুরুষ রশ্মি দ্বারা ইহার সহিত সম্বদ্ধ, আর চাক্ষুষ পুরুষ প্রাণ দ্বারা আদিত্য পুরুষের সহিত সম্বদ্ধ। এই দেহস্বামী পুরুষ যে সময়ে উৎক্রমণ করিবে অর্থাৎ আসন্নমৃত্যু হয়, সে সময়ে সে এই আদিত্যমণ্ডলকে শুদ্ধ অর্থাৎ রশ্মিহীন দেখিতে পায়, অর্থাৎ স্বাভাবিক চক্ষে সূর্য্যকে দর্শন করিতে পারে; তখন সূর্য্যের রশ্মিসমূহ আর তাহার নিকটে আইসে না, অর্থাৎ তাহার চক্ষুর পীড়া জন্মায় না। [এরূপ ভাবে সূর্য্যদর্শন আসন্ন মৃত্যুর সূচক—অরিষ্ট বিশেষ] ॥৩১২॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অস্যাধুনা সত্যস্য ব্রহ্মণঃ সংস্থানবিশেষে উপাসনমুচ্যতে—তদ্ যৎ; কিং তৎ? যৎ সত্যং ব্রহ্ম প্রথমজম্; কিম্? অসৌ সঃ;

কোঽসৌ? আদিত্যঃ; কঃ পুনরসাবাদিত্যঃ? য এষঃ; ক এষঃ? য এতস্মিন্ আদিত্যমণ্ডলে পুরুষাভিমানী; সোঽসৌ সত্যং ব্রহ্ম। যশ্চায়ম্ অধ্যাত্মং দক্ষিণে অক্ষন্ অক্ষিণি পুরুষঃ; চশব্দাৎ স চ সত্যং ব্রহ্মেতি সম্বন্ধঃ। তাবেতাবাদিত্যাক্ষিস্থৌ পুরুষাবেকস্য সত্যস্য ব্রহ্মণঃ সংস্থানবিশেষৌ যস্মাৎ, তস্মাদন্যোন্যস্মিন্নিতরেতরস্মিন্—আদিত্যশ্চাক্ষুষে চাক্ষুষশ্চাদিত্যে প্রতিষ্ঠিতৌ, অধ্যাত্মাধিদৈবতয়োরন্যোন্যোপকার্য্যোপকারকত্বাৎ। কথং প্রতিষ্ঠিতাবিতি উচ্যতে—রশ্মিভিঃ প্রকাশেন অনুগ্রহং কুর্ব্বন্ এষ আদিত্যঃ অস্মিন্ চাক্ষুষে অধ্যাত্মে প্রতিষ্ঠিতঃ; অয়ঞ্চ চাক্ষুষঃ প্রাণৈঃ আদিত্যমনুগৃহ্নন্ অমুষ্মিন্নাদিত্যে অধিদৈবে প্রতিষ্ঠিতঃ।

সঃ অস্মিন্ শরীরে বিজ্ঞানময়ো ভোক্তা, যদা যস্মিন্ কালে উৎক্রমিষ্যন্ ভবতি, তদা অসৌ চাক্ষুষ আদিত্যপুরুষো রশ্মীনুপসংহৃত্য কেবলেন ঔদাসীন্যেন রূপেণ ব্যবতিষ্ঠতে; তদা অয়ং বিজ্ঞানময়ঃ পশ্যতি শুদ্ধমেব কেবলং বিরশ্মি এতন্মণ্ডলং চন্দ্রমণ্ডলমিব। তদেতদরিষ্টদর্শনং প্রাসঙ্গিকং প্রদর্শ্যতে, কথং নাম পুরুষঃ করণীয়ে যত্নবান্ স্যাদিতি। ন—এনং চাক্ষুষং পুরুষমুররীকৃত্য তং প্রত্যনুগ্রহায় এতে রশ্ময়ঃ স্বামিকর্ত্তব্যবশাৎ পূর্ব্বমাগচ্ছন্তোঽপি পুনস্তৎ-কর্ম্মক্ষয়ম্ অনুরুধ্যমানা ইব নোপযন্তি ন প্রত্যাগচ্ছন্তি এনম্। অতোঽবগম্যতে পরস্পরোপকার্য্যোপকারকভাবাৎ সত্যস্যৈবৈকস্য আত্মনঃ অংশাবে-তাবিতি ॥ ৩৪২ ॥ ২ ॥

টীকা। ব্রাহ্মণান্তরমবতার্য্য ব্যাকরোতি—অন্যেত্যাদিনা। তত্রাধিদৈবিকং স্থানবিশেষমুপন্যস্যতি—তদিত্যাদিনা। সংপ্রত্যাধ্যাত্মিকং স্থানবিশেষং দর্শয়তি—যশ্চেতি। প্রদেশভেদবর্ত্তিনোঃ স্থানভেদেন ভেদং শঙ্কিত্বা পরিহরতি—তাবেতাবিতি। অন্যোন্যমুপকার্য্যোপকারকত্বেনান্যোন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতত্বং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকটয়তি—কথ-মিত্যাদিনা। প্রাণৈশ্চক্ষুরাদিভিরিন্দ্রিয়ৈরিতি যাবৎ। অনুগৃহ্নন্নাদিত্যঃস্থলাত্মানং প্রকাশয়ন্নিত্যর্থঃ। প্রাসঙ্গিকমুপাসনাপ্রসঙ্গাগতমিত্যর্থঃ। তৎপ্রদর্শনস্য কিং ফলমিত্যা-শঙ্ক্যাহ—কথমিতি। পুরুষদ্বয়স্যান্যোন্যমুপকার্য্যোপকারকত্বমুক্তং নিগময়তি—নেত্যাদিনা। পুনঃশব্দেন মৃতেঃ ক্রমকালো গৃহ্যতে। রশ্মীনামচেতনত্বাদিবশব্দঃ। পুনর্ব্বাক্যোচ্চারণমধ্যায়প্রদর্শনার্থম্। ৩৪২ ॥২॥

ভাষ্যানুবাদ। এখন উক্ত সত্যব্রহ্মের দেহাদি অংশবিশেষে উপাসনা-প্রণালী কথিত হইতেছে—সেই যাহা, তাহা কি? যাহা প্রথমজ সত্য ব্রহ্মই; তাহা কি? ইহাই তাহা; ইহা কি? না, আদিত্য; এই

আদিত্য আবার কে? যাহা এই; এই—কি? যাহা এই আদিত্য-মণ্ডলে স্থিত পুরুষ, অর্থাৎ আদিত্যমণ্ডলাভিমানী পুরুষ, তাহাই এই সত্য ব্রহ্ম; এবং দেহমধ্যে এই যে, দক্ষিণ চক্ষুতে অবস্থিত অভিমানী পুরুষ; চ-শব্দ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, তাহাও সত্য ব্রহ্ম। যেহেতু আদিত্যস্থ ও অক্ষিস্থ এই পুরুষদ্বয় সেই সত্য ব্রহ্মেরই অংশবিশেষ মাত্র, সেই হেতু ইহারা পরস্পরে অর্থাৎ আদিত্য পুরুষ অক্ষিপুরুষে, আবার অক্ষিপুরুষও আদিত্যপুরুষে প্রতিষ্ঠিত—সম্বদ্ধ; কারণ, অধ্যাত্ম আর যে অধিদৈবত, ইহাদের মধ্যে পরস্পর উপকার্য্যোপকারকভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহারা কি প্রকারে প্রতিষ্ঠিত আছেন,তাহ কথিত হইতেছে—এই আদিত্য রশ্মিসমূহ দ্বারা অর্থাৎ প্রকাশ করা দ্বারা উপকার সাধন করত অধ্যাত্ম চাক্ষুষ পুরুষে প্রতিষ্ঠিত, এই চাক্ষুষ পুরুষও আবার প্রাণ ব্যাপার দ্বারা উপকার সম্পাদন করত এই আধিদৈবিক আদিত্যপুরুষে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

এই দেহমধ্যে অবস্থিত ভোক্তা বিজ্ঞানময় আত্মা (জীব) যে সময়ে উৎক্রমণ করিবে অর্থাৎ দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে, সেই সময়ে অর্থাৎ মৃত্যুর আসন্ন পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে এই অক্ষিসম্বদ্ধ আদিত্যপুরুষ রশ্মিসমূহকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া কেবল উদাসীনভাবে—নিষ্প্রভভাবে অবস্থান করেন; সেই সময়ে এই বিজ্ঞানময় পুরুষ আদিত্যমণ্ডলকে শুদ্ধ—রশ্মিবিহীন—চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় অতীব্রভাবাপন্ন দর্শন করে। এই অরিষ্টদর্শনের কথা এখানে প্রসঙ্গক্রমে কথিত হইল; উদ্দেশ্য—সাধারণ লোক যেন ইহা দ্বারা নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মে যত্নবান্ হয়(১)। উক্ত রশ্মিসমূহ পূর্ব্বে এই চাক্ষুষ পুরুষের প্রতি

(১) তাৎপর্য্য—অরিষ্ট অর্থ নিকটবর্ত্তী মৃত্যুর সূচক ঘটনাবলী। এরূপ কতকগুলি আকস্মিক ঘটনা উপস্থিত হয়, যাহা দ্বারা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় যে, অমুক ব্যক্তির মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। যেমন—"দীপনির্ব্বাপণে গন্ধং, সুহৃদ্বাক্যমরুন্ধতীম্। ন জিঘ্রন্তি ন শৃণ্বন্তি ন পশ্যন্তি গতায়ুষঃ॥" অর্থাৎ যাহাদের আয়ুঃশেষ হইয়াছে, তাহারা দীপনির্ব্বাণোত্থিত গন্ধ পায় না, বন্ধুর হিতকথা ভাল মনে করে না, অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখিতে পায় না ইত্যাদি। সূর্য্যমণ্ডলকে প্রভাহীন—নিস্তেজ দর্শনও একটী অরিষ্ট; ইহা দর্শন করিলে লোকে বুঝিতে পারিবে যে, আমার মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই। ইহা জানিলে, স্বতই লোকের ঐহিক ও পারলৌকিক আত্মহিতকর কর্ম্মে সমধিক যত্ন হইতে পারে, এইজন্য এখানে ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

অনুগ্রহ প্রকাশার্থ স্বপ্রভু মণ্ডলপুরুষের কর্ত্তব্য সম্পাদনোদ্দেশ্যে পূর্ব্বে আগমন করিত, এখন তাহার সেই কর্ত্তব্য পরিসমাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই যেন তাহারা আর ইহার দিকে আগমন করে না। অতএব এইরূপ পরস্পর উপকার্য্যো-পকারকভাব হইতে বুঝা যাইতেছে যে এই আদিত্যপুরুষ ও অক্ষিপুরুষ একই সত্য ব্রহ্মের দুইটী অংশ মাত্র ॥ ৩৪২ ॥ ২ ॥

য এষ এতস্মিন্মণ্ডলে পুরুষস্তস্য ভূরিতি শিরঃ, একং শির একমেতদক্ষরম্, ভুব ইতি বাহূ, দ্বৌ বাহূ দ্বে এতে অক্ষরে। স্বরিতি প্রতিষ্ঠা, দ্বে প্রতিষ্ঠে দ্বে এতে অক্ষরে। তস্যোপনিষদ-হরিতি, হন্তি পাপ্মানং জহাতি চ য এবং বেদ ॥ ৩৪৩ ॥ ৩ ॥

সম্বন্ধার্থঃ। যঃ এষঃ এতস্মিন্ মণ্ডলে (সূর্য্যমণ্ডলে) পুরুষঃ [সত্যনামকঃ], তস্য (পুরুষস্য) ভূঃ ইতি (ব্যাহৃত্যক্ষরং) শিরঃ; [যতঃ] একং শিরঃ (শিরস একত্বং প্রসিদ্ধম্), এতৎ (ভূঃ ইতি চ) একম্ অক্ষরং, [এতস্মাৎ সামান্যাৎ ভূঃ শির উচ্যতে ইত্যাশয়ঃ।] তথা ভুব ইতি বাহূ; [যতঃ] দ্বৌ বাহূ [ভবতঃ], এতে (ভু-বরূপে) অক্ষরে [অপি] দ্বে (দ্বিত্বসংখ্যাকে), [অতঃ 'ভুবঃ' ইত্যেতয়োঃ বাহুত্বম্]; তথা স্বর্-ইতি প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠতি অনয়া ইতি প্রতিষ্ঠা পাদ উচ্যতে); [যতঃ] প্রতিষ্ঠে (পাদৌ) দ্বে, এতে অক্ষরে (স্ব-র্ ইত্যেবংরূপে) [অপি] দ্বে, [তস্মাৎ স্বঃপদস্য প্রতিষ্ঠাত্বম্]; তস্য সত্যপুরুষস্য (উপনিষদ্) গুহ্যং নাম—'অহঃ' ইতি; যঃ এবং (যথোক্তরূপাং উপনিষদং) বেদ, [সঃ] পাপ্মানং হন্তি, জহাতি চ (ত্যজতি চ নিষ্পাপো ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৩৪৩ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ। এই যে, আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ, [ব্যাহৃতির অবয়ব] 'ভূ' অক্ষরটী তাহার শির; কারণ, শিরও এক, এই 'ভূ' অক্ষরটীও এক, [ভূ অক্ষরকে 'শির বলিয়া চিন্তা করিবে। 'ভুব' অক্ষর দুইটী তাহার বাহুদ্বয়; কেন না, বাহুও দুইটী, 'ভুব' শব্দের অক্ষরও দুইটী; 'স্বর্' তাহার প্রতিষ্ঠা (পদদ্বয়); কারণ, পদ সাধারণতঃ দুইটী, 'স্বর্' শব্দেতেও অক্ষর দুইটী। তাহার উপনিষদ্ বা রহস্য নাম হইতেছে—'অহঃ'; যে ব্যক্তি এইরূপ জানে, সে

ব্যক্তি সমস্ত পাপ নষ্ট করে এবং পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ নিষ্পাপ হয় ॥ ৩৪৩ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । তত্র যঃ ; অসৌ কঃ ? য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ সত্যনামা ; তস্য ব্যাহৃতয়ঃ অবয়বাঃ । কথম্ ? ভূরিতি যেয়ং ব্যাহৃতিঃ, সা তস্য শিরঃ, প্রাথম্যাৎ । তত্র সামান্যং স্বয়মেবাহ শ্রুতিঃ—একম্ একসংখ্যাযুক্তং শিরঃ, তথা এতদক্ষরমেকং ভূরিতি । ভুব ইতি বাহু, দ্বিত্বসামান্যাৎ ; দ্বৌ বাহু, দ্বে এতে অক্ষরে । তথা স্বরিতি প্রতিষ্ঠা ; দ্বে প্রতিষ্ঠে, দ্বে এতে অক্ষরে ; প্রতিষ্ঠে পাদৌ, প্রতিতিষ্ঠত্যাভ্যামিতি । তস্যাস্য ব্যাহৃত্যবয়বস্য সত্যস্য ব্রহ্মণ উপনিষদ্ রহস্যমভিধানম্ ; যেনাভিধানেনাভি-ধীয়মানং তদ্ ব্রহ্ম অভিমুখীভবতি, লোকবৎ । কাসাবিত্যাহ—অহরিতি । অহরিতি চৈতদ্রূপং হন্তের্জহাতেশ্চেতি যো বেদ, স হন্তি জহাতি চ পাপ্মানং, য এবং বেদ ॥ ৩৪৩ ॥ ৩ ॥

টীকা । তত্র যাবদ্বয়সংবন্ধিনঃ সত্যাস্য ব্রহ্মণো ধ্যানে প্রস্তুতে সত্যোত্তার্থঃ । তত্রেতি প্রথমব্যাহৃতেঃ শিরোদৃষ্ট্যারোপে হেতুঃ । তস্যোপনিষদিত্যাদি ব্যাচষ্টে—তস্যেস্য-ত্যাদিনা । যথা লোকে সবাদিঃ যেনাভিধানেনাভিধীয়মানঃ সংমুখীভবতি, তদ্বদিত্যাহ —লোকবদিতি । নামোপাস্তিফলমাহ—অহরিতি চেতি । ৩৪৩।৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ । সেখানে যিনি ; এই যৎপদবাচ্য (যিনি) কে ? না, এই যিনি এই আদিত্যমণ্ডলে অবস্থিত সত্যনামক পুরুষ ; ব্যাহৃতি সমূহ ('ভূ' 'ভুব' ও 'স্বর্' এই অক্ষর সমূহ) তাহার অবয়ব ; কি প্রকারে ? এই যে, 'ভূ' ব্যাহৃতি, তাহা তাহার শির (মস্তক), কারণ, উহা ব্যাহৃতির প্রথম অক্ষর ; শ্রুতি নিজেই শিরের সহিত 'ভূ'র সাদৃশ্য প্রদর্শন করিতেছেন —শির সাধারণতঃ এক—একসংখ্যক, সেইরূপ এই 'ভূ' অক্ষরটীও এক । 'ভুব' তাহার বাহুদ্বয় ; কারণ, উভয়েতেই দ্বিত্ব সংখ্যা সমান ;—বাহু দুইটী, আর 'ভু-ব' অক্ষরও দুইটী ; [অতএব উভয়েরই সংখ্যা সমান । সেইরূপ 'স্বর্' অক্ষর দুইটী তাহার প্রতিষ্ঠা ; প্রতিষ্ঠাও দুইটী, এবং এই অক্ষরও দুইটী ; প্রতিষ্ঠা অর্থ—পদদ্বয় ; কারণ, এই দুইটীর সাহায্যে স্থিতি লাভ করা (দাঁড়ান) হয় । ব্যাহৃতিরূপ অবয়ববিশিষ্ট সেই এই সত্যব্রহ্মের উপনিষদ্ বা রহস্য অভিধান (নাম), যে নামে অভিহিত হইলে পর ব্রহ্ম, সাধারণ লোকের ন্যায় অভিধায়কের অভিমুখী হন, সেই নাম ; সেই রহস্য নামটী কি ? না, 'অহঃ' ; 'অহঃ' পদটী হিংসার্থক 'হন্' ধাতু ও ত্যাগার্থক 'হা' ধাতু

হইতে নিষ্পন্ন ; ইহা যিনি জানেন, তিনি পাপ ধ্বংস করেন এবং পাপ ত্যাগও করেন ॥ ৩৪৩ ॥ ৩ ॥

যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষস্তস্য ভূরিতি শিরঃ, একং শির একমেতদক্ষরম্, ভুব ইতি বাহূ, দ্বৌ বাহূ দ্বে এতে অক্ষরে, স্বরিতি প্রতিষ্ঠা, দ্বে প্রতিষ্ঠে দ্বে এতে অক্ষরে। তস্যোপনিষদহমিতি, হন্তি পাপ্মানং জহাতি চ য এবং বেদ ॥ ৩৪৪ ॥ ৪ ॥

ইতি পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ। আদিত্যপুরুষবৎ অক্ষিপুরুষস্যাপি ব্যাহৃত্যবয়বতাং দর্শয়তি—'যোঽয়ম্' ইত্যাদিনা। যঃ অয়ং দক্ষিণে অক্ষন্ (অক্ষিণি) পুরুষঃ, তস্য 'ভূঃ' ইতি শিরঃ, [যতঃ] একং শিরঃ, এতৎ অক্ষরমপি একম্ ; তথা 'ভুবঃ' ইতি বাহূ ; [যতঃ] বাহূ দ্বৌ, এতে অক্ষরে অপি দ্বে। তথা 'স্বর্' ইতি প্রতিষ্ঠা ; [যতঃ] দ্বে প্রতিষ্ঠে (পাদৌ), এতে অক্ষরে অপি দ্বে। তস্য (অক্ষিপুরুষস্য) উপনিষদ্ (রহস্যং নাম)—'অহম্' ইতি ; যঃ এবং বেদ (যথোক্তপ্রকারং) উপনিষদং জানাতি, [সঃ] পাপ্মানং হন্তি, জহাতি (ত্যজতি) চ ॥ ৩৪৪ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ। [আদিত্য পুরুষের ন্যায় অক্ষিপুরুষেরও ব্যাহৃতি অবয়ব প্রদর্শন করিতেছেন]—এই যে, দক্ষিণ অক্ষিমধ্যস্থ সত্য পুরুষ, তাহার শির হইতেছে 'ভূঃ' ; কারণ, শিরও এক, এই অক্ষরটীও এক ; 'ভুব' তাহার দুইটী বাহু ; কারণ, বাহু দুইটী, আর এই অক্ষরও দুইটী ; 'স্বর্' তাহার প্রতিষ্ঠা—পদদ্বয় ; কারণ, পদ সাধারণতঃ দুইটী, এই অক্ষরও দুইটী। তাহার উপনিষদ্ হইতেছে—'অহম্' ; যিনি ইহা জানেন, তিনি পাপ নাশ করেন, এবং পাপ পরিত্যাগ করেন ॥ ৩৪৪ ॥ ৪ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চম-ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা ॥ ৫ ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষস্তস্য ভূরিতি শির ইত্যাদি সর্ব্বং সমানম্। তস্যোপনিষদহমিতি, প্রত্যগাত্মভূতত্বাৎ। পূর্ব্ববদ্ধন্তের্জহাতেশ্চেতি ॥ ৩৪৪ ॥ ৪ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥ ৫ ॥

টীকা। যথা মণ্ডলপুরুষস্য ব্যাহৃত্যবয়বস্য সোপনিষৎকস্যাধিদৈবতস্যোপাসনমুক্তং, তথাঽধ্যাত্মং চাক্ষুষপুরুষস্যোক্তবিশেষণস্যোপাসনমুচ্যতে ইত্যাহ—এবমিতি। চাক্ষুষস্য পুরুষস্য কথমহমিত্যুপনিষদিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রত্যগিতি। হন্তের্জহাতেশ্চাহমিত্যে-তদ্রূপমিতি যো বেদ, স হন্তি পাপ্মানং জহাতি চেতি পূর্ববৎ কল্পনাকাং যোজয়িতব্য—পূর্ববদিতি ॥ ৩৪৪ ॥ ৪ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং পঞ্চমাধ্যায়স্য পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ। এইপ্রকার এই যে, দক্ষিণ অক্ষিগত পুরুষ, তাহার 'ভূ' হইতেছে শির, ইত্যাদির ব্যাখ্যা সমস্তই পূর্ব্বশ্রুতির অনুরূপ। তাহার উপনিষদ্ 'অহম্'; যেহেতু উহা জীবাত্মস্বরূপ। পূর্ব্বের ন্যায় 'অহম্' পদটী 'হন্' ও 'হা' ধাতুস্বরূপ ॥ ৩৪৪ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৫ ॥ ৫ ॥

আভাষভাষ্যম্। উপাধীনামনেকত্বাৎ অনেকবিশেষণত্বাচ্চ তস্যৈব প্রকৃতস্য ব্রহ্মণো মনউপাধিবিশিষ্টস্যোপাসনং বিধিৎসন্নাহ—

আভাষ ভাষ্যানুবাদ। ব্রহ্মের উপাধি অনেক ও অনেক-প্রকার; এই কারণে এখন মন-উপাধিবিশিষ্ট সেই ব্রহ্মের উপাসনা বিধানার্থ বলিতেছেন—

মনোময়োঽয়ং পুরুষো ভাঃসত্যস্তস্মিন্নন্তর্হৃদয়ে যথা ব্রীহির্ব্বা যবো বা, স এষ সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি, যদিদং কিঞ্চ ॥ ৩৪৫ ॥ ১ ॥

ইতি ষষ্ঠম্ ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ। মনোময়ঃ (মনঃপ্রায়ঃ মনসি উপলভ্যমান ইত্যর্থঃ), ভাঃসত্যঃ (ভাঃ দীপ্তিঃ-প্রকাশ এব সত্যং প্রকৃতং স্বরূপং যস্য, স ভাঃ-সত্যঃ); অয়ং (পূর্ব্বোক্তঃ সত্যাখ্যঃ) পুরুষঃ তস্মিন্ (প্রসিদ্ধে) অন্তর্হৃদয়ে (হৃদয়স্য মধ্যে) যথা ব্রীহিঃ বা, যবঃ বা [তথা সূক্ষ্মরূপতয়া অবস্থিতঃ অস্তি]; সঃ এষঃ (অন্তর্হৃদয়ে স্থিতোঽপি পুরুষঃ) সর্ব্বস্য (বস্তুজাতস্য) ঈশানঃ,

সর্ব্বস্য অধিপতিঃ (অধিষ্ঠায় অধ্যক্ষরূপেণ পাতি) ইদং সর্ব্বং (জগৎ) প্রশাস্তি (নিয়ময়তি), যৎ ইদং (অনুভূয়মানং কিঞ্চ, (তৎ সর্ব্বং ইতি সম্বন্ধঃ) ॥৩৪৫॥১॥

মূলানুবাদ। পূর্ব্বে যে সত্যব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে, সেই পুরুষ মনোময় অর্থাৎ মনোমধ্যে দৃষ্ট হয় বলিয়া প্রায় মনেরই মত, এবং ভা—দীপ্তিই তাহার যথার্থ স্বরূপ; এই জন্য ভাঃসত্য; সেই পুরুষ ব্রীহি (হৈমন্তিক ধান্য) ও যবের ন্যায় সূক্ষ্মরূপে হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিত আছেন। সেই এই পুরুষই আবার সকলের অধিপতি ও সকলের পালনকর্ত্তা এবং জগতে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তের শাসনকর্ত্তা ॥ ৩৪৫ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। মনোময়ঃ মনঃপ্রায়ঃ, মনস্যুপলভ্যমানত্বাৎ; মনসা চ উপলভ্যত ইতি মনোময়োঽয়ং পুরুষঃ, ভাঃসত্যঃ ভা এব সত্যং—সদ্ভাবঃ স্বরূপং যস্য, সোঽয়ং ভাঃসত্যঃ, ভাস্বর ইত্যেতৎ; মনসঃ সর্ব্বার্থাবভাসকত্বান্মনোময়ত্বাচ্চ অস্য ভাস্বরত্বম্। তস্মিন্ অন্তর্হৃদয়ে হৃদয়স্যান্তঃ, তস্মিন্নিত্যেতৎ; যথা ব্রীহির্ব্বা যবো বা পরিমাণতঃ, এবং পরিমাণঃ, তস্মিন্নন্তর্হৃদয়ে যোগিভিদৃশ্যত ইত্যর্থঃ।

স এষ সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্য স্বভেদজাতস্য ঈশানঃ স্বামী; স্বামিত্বেঽপি সতি, কশ্চিদমাত্যাদিতন্ত্রঃ; অয়ন্তু ন তথা; কিং তর্হি? অধিপতিঃ অধিষ্ঠায় পালয়িতা; সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি, যদিদং কিঞ্চ যৎ কিঞ্চিৎ সর্ব্বং জগৎ, তৎ সর্ব্বং প্রশাস্তি। এবং মনোময়স্যোপাসনাৎ তথারূপাপত্তিরেব ফলম্; "তং যথা যথোপাসতে, তদেব ভবতি" ইতি ব্রাহ্মণম্ ॥ ৩৪৫ ॥ ১ ॥

পঞ্চমাধ্যায়স্য ষষ্ঠং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

টীকা। ব্রাহ্মণান্তরমুত্থাপয়তি—উপাধীনামিতি। অনেকবিশেষণত্বাচ্চ প্রত্যেকং তেষামিতি শেষঃ। তৎপ্রাপ্তৌ হেতুমাহ—মনসীতি। প্রকারান্তরেণ তৎপ্রাপ্তবমাহ—মনসা চেতি। তস্য ভাস্বররূপত্বং সাধয়তি—মনস ইতি। তস্য ধ্যানার্থং স্থানং দর্শয়তি—তস্মিন্নিতি। ঔপাধিকমিদং পরিমাণং, স্বাভাবিকং ত্বানন্ত্যমিত্যভিপ্রেত্যাহ—স এষ ইতি। বহুকৃৎ সর্বস্যেশান ইতি, তন্নিগময়তি—সর্বমিতি। যথাঽক্তস্য তথাঽত্রাকল্পক্তেরফলমিদমুপাসনবকার্যমিতি চেন্নেত্যাহ—এবমিতি। ৩৪৫। ১।

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং পঞ্চমাধ্যায়স্য ষষ্ঠং ব্রাহ্মণম্। ৫। ৬।

ভাষ্যানুবাদ। মনোময় অর্থ মনঃপ্রায়ঃ, অর্থাৎ এই পুরুষকে মনোমধ্যেই উপলব্ধি করিতে হয়, এবং মনের দ্বারাই উপলব্ধি করা হয়, এই কারণে এই পুরুষ মনোময় অর্থাৎ একপ্রকার মনেরই মত, এবং ভাঃসত্য, অর্থাৎ ভা - দীপ্তিই যাহার সত্য—সদ্ভাব—যথার্থ স্বরূপ, এই জন্য তিনি ভাঃসত্য অর্থাৎ তিনি ভাস্বর বা সমুজ্জ্বল; যোগিগণ এই পুরুষকে অন্তর্হৃদয়ে অর্থাৎ হৃদয়ের অভ্যন্তরে—ব্রীহি কিংবা যব যেমন [সূক্ষ্ম], সেই পরিমাণ সূক্ষ্মাকার দর্শন করিয়া থাকেন।

সেই পুরুষই আবার সকলের অর্থাৎ আপনারই বিবর্তস্বরূপ বিভিন্ন পদার্থনিচয়ের ঈশান অর্থাৎ স্বামী বা প্রভু; স্বামী হইয়াও কেহ কেহ মন্ত্রিপ্রভৃতির অধীন থাকেন, কিন্তু এই পুরুষ কখনই সেরূপ নহে; তবে কি প্রকার? না, তিনি অধিপতি, স্বয়ংই অধ্যক্ষরূপে পালন করেন; জগতে যাহা কিছু আছে অর্থাৎ সমস্ত জগৎ তিনিই সম্যক্‌রূপে শাসন করেন। মনোময় পুরুষের এবংবিধ উপাসনা হইতে তদনুরূপ ফলই সিদ্ধ হইয়া থাকে; কারণ, অন্য ব্রাহ্মণোপনিষদে কথিত আছে যে, 'তাঁহাকে যে ভাবে যে ভাবে উপাসনা করে, উপাসক সেই সেই ভাবেরই ফল পায় হয়' ইতি ॥৩৪৫॥১॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে ষষ্ঠ ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥৫॥৬॥

বিদ্যুদ্‌ব্রহ্মেত্যাহুঃ, বিদানাদ্বিদ্যুৎ, বিদ্যত্যেনং পাপ্মনো য এবং বেদ বিদ্যুদ্‌ব্রহ্মেতি বিদ্যুদ্ধ্যেব ব্রহ্ম ॥৩৪৬॥১॥

ইতি সপ্তমং ব্রাহ্মণম্ ॥৫॥৭॥

অন্বয়ার্থঃ। তস্যৈব সত্য ব্রহ্মণঃ প্রকারান্তরেণোপাসনমুচ্যতে— 'বিদ্যুদ্‌ব্রহ্ম' ইত্যাদিনা। বিদ্যুৎ (তড়িৎ) [এব] ব্রহ্ম—ইতি আহুঃ (কথয়ন্তি) [কেচিৎ ইতি শেষঃ]। (কথং বিদ্যুৎ ব্রহ্ম? ইত্যাহ—) বিদানাৎ (মেঘান্ধকারস্য খণ্ডনাৎ বিদারণাৎ) বিদ্যুৎ। যঃ এবং বিদ্যুদ্‌ব্রহ্ম-ইত্যেবং বেদ, [সঃ] এনং (আত্মানং) [প্রতি প্রতিকূলভূতান্] পাপ্মনঃ (পাপানি) বিদ্যতি (অবখণ্ডয়তি নাশয়তীত্যর্থঃ); [কুত এবং ফলম্?] হি (যতঃ) বিদ্যুৎ এব (নিশ্চয়ে) ব্রহ্ম; [উপাসনানুরূপং ফলং হি যুক্তমিত্যাশয়ঃ] ॥৩৪৬॥১॥

মূলানুবাদ। [সেই সত্য ব্রহ্মেরই অন্য প্রকার উপাসনা

কথিত হইতেছে—] বিদ্যুৎই ব্রহ্ম, কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ কেহ কেহ ব্রহ্মকে বিদ্যুৎ-গুণযোগে উপাসনা করিয়া থাকেন। যেহেতু মেঘান্ধকারের ন্যায় পাপান্ধকার খণ্ডন করিয়া—অপনীত করিয়া আবির্ভূত হয়, সেই হেতু ব্রহ্মকে বিদ্যুৎ বলিয়া জানেন; তিনি আত্ম-লাভের প্রতিকূল যে, সমুদয় পাপ আছে, সে সমুদয় পাপ খণ্ডন করেন। যেহেতু বিদ্যুৎইব্রহ্ম, (সেই হেতু ঐরূপ ফললাভ সমুচিতই হয়) ॥৩৪৬॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তথৈবোপাসনান্তরং সত্যস্য ব্রহ্মণো বিশিষ্টফল-মারভ্যতে—বিদ্যুদ্ব্রহ্মেত্যাহুঃ। বিদ্যুতো ব্রহ্মণো নিরুচনমুচ্যতে—বিদানাদবখ-ণ্ডনাৎ তমসঃ, মেঘান্ধকারং বিদার্য্য হি অবভাসতে বিদ্যুৎ, এবংগুণং বিদ্যুৎ-ব্রহ্মেতি যো বেদ, অসৌ বিস্যতি অবখণ্ডয়তি বিনাশয়তি পাপ্মনঃ; এনমাত্মানং প্রতি প্রতিকূলভূতাঃ পাপ্মানো যে, তান্ সর্ব্বান্ পাপ্মনোঽবখণ্ডয়তীত্যর্থঃ। য এবং বেদ বিদ্যুদ্ব্রহ্মেতি, তস্যানুরূপং ফলম্. বিদ্যুৎ হি যস্মাদ্ ব্রহ্ম ॥৩৪৬॥১॥

ইতি পঞ্চমস্য সপ্তমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥ ৭ ॥

টীকা। ব্রাহ্মণান্তরমুত্থাপ্য বিভজতে—তথৈবেত্যাদিনা। তমসো বিদানাদ্বিদ্যুদিতি সম্বন্ধঃ। তদেব স্ফুটয়তি—মেঘেতি। উক্তমেব ফলং প্রকটয়তি—এনমিতি ॥৩৪৬॥১॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং পঞ্চমাধ্যায়স্য সপ্তমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বের ন্যায় পুনশ্চ সত্য-ব্রহ্মের বিশিষ্ট ফলজনক অন্যপ্রকার উপাসনা বলিতেছেন—"বিদ্যুৎ-ব্রহ্ম ইত্যাহুঃ" ইত্যাদি। কিরূপ অর্থযোগে বিদ্যুৎকে ব্রহ্ম বলা হইল, তাহা বলিতেছেন, বিদ্যুৎ যেহেতু অন্ধকারের অবখণ্ডন বা নিবারণ করে, বাস্তবিকই মেঘান্ধকার বিদীর্ণ করিয়া বিদ্যুৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে; এই কারণে তাহার নাম বিদ্যুৎ। যে ব্যক্তি এবংবিধ গুণযুক্ত বিদ্যুৎ-ব্রহ্ম জানেন, তিনিও পাপ সমূহ বিদীর্ণ করেন, অর্থাৎ বিনষ্ট করেন, এবং এই আত্মার সম্বন্ধে প্রতিকূলভূত যে সমুদয় পাপ, সেই সমস্ত—অবখণ্ডন করেন, পাপ নিবারণ করেন (বিনষ্ট করেন)। যেহেতু বিদ্যুৎই ব্রহ্ম, সেই হেতু, যে লোক বিদ্যুৎ ব্রহ্ম জানে, তাহার এইরূপ পাপ খণ্ডন করা, (উপাসকের) অনুরূপ ফলই বটে ॥৩৪৫॥১॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে সপ্তম ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥৫॥৭॥

বাচং ধেনুমুপাসীত তস্যাশ্চত্বারঃ স্তনাঃ, স্বাহাকারো বষট্‌কারো হন্তকারঃ স্বধাকারঃ, তস্যৈ দ্বৌ স্তনৌ দেবা উপজীবন্তি স্বাহাকারং চ বষট্‌কারঞ্চ, হন্তকারং মনুষ্যাঃ, স্বধাকারং পিতরঃ, তস্যাঃ প্রাণ ঋষভঃ, মনো বৎসঃ ॥৩৪৭॥১॥

সরলার্থঃ। পুনরপি তথৈব সত্য-ব্রহ্মণ উপাসনান্তরমুচ্যতে—'বাচং ধেনুম্' ইত্যাদিনা। বাচং 'বাঙ্ময়ং বেদং) ধেনুং (ধেনুমিব সর্বার্থদাং মত্বা) উপাসীত ; তস্যাঃ (বাগ্রূপায়াঃ ধেনোঃ) চত্বারঃ স্তনাঃ (স্তনা ইব আত্মরূপ-পয়ঃক্ষরণাৎ),—স্বাহাকারঃ, বষট্‌কারঃ, হন্তকারঃ, স্বধাকারঃ [চ] ; তস্যৈ (তস্যাঃ) দ্বৌ স্তনৌ—স্বাহাকারং চ বষট্‌কারং চ দেবা উপজীবন্তি (উপভুঞ্জতে), হন্তকারং মনুষ্যাঃ, স্বধাকারং চ পিতরঃ [উপজীবন্তি]। প্রাণঃ তস্যাঃ (বাগ্‌ধেনোঃ) ঋষভঃ (বৃষভস্থানীয়ঃ, প্রাণসহযোগেনৈব বাচঃ ফলপ্রসবাৎ , মনঃ বৎসঃ (বৎসস্থানীয়, যতঃ মনঃসংযোগেনৈব বাচঃ রসস্রাবো ভবতি, তস্মাৎ মনঃ বৎসইত্যর্থঃ) ॥৩৪৭॥১ ॥

মূলানুবাদ। বাক্যকে ধেনুরূপে উপাসনা করিবে। সেই বাক্যরূপা ধেনুর স্বাহাকার, বষট্‌কার, হন্তকার ও স্বধাকারনামক চারিটী স্তন আছে ; তন্মধ্যে স্বাহাকার ও বষট্‌কারনামক স্তন দুইটী দেবগণ উপভোগ করেন, এবং হন্তকার স্তনটী মনুষ্যগণ ও স্বধাকার স্তনটী পিতৃগণ উপভোগ করিয়া থাকেন। প্রাণ তাহার বৃষস্থানীয় এবং মন তাহার বৎসস্বরূপ ; (কারণ, প্রাণের সাহায্যেই বাক্য প্রকাশযোগ্যতা লাভ করে, এবং মনের সহযোগেই বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকে) ॥৩৪৭॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পুনরুপাসনান্তরং তস্যৈব ব্রহ্মণঃ,—বাগ্বৈ ব্রহ্মেতি। বাগিতি শব্দঃ ত্রয়ী ; তাং বাচং ধেনুম্, ধেনুরিব ধেনুঃ, যথা ধেনুশ্চতুর্ভিঃস্তনৈঃ স্তন্যং পয়ঃ ক্ষরতি বৎসায়, এবং বাগ্ধেনুর্বক্ষ্যমাণৈঃ স্তনৈঃ পয় ইবান্নং ক্ষরতি দেবাদিভ্যঃ। কে পুনস্তে স্তনাঃ ? কে বা তে, যেভ্যঃ ক্ষরতি ? তস্যা এতস্যা বাচো ধেন্বা দ্বৌ স্তনৌ দেবা উপজীবন্তি বৎসস্থানীয়াঃ। কৌ তৌ ? স্বাহাকারং চ বষট্‌কারঞ্চ ; আভ্যাং হি হবির্দীয়তে দেবেভ্যঃ।

হন্তকারং মনুষ্যাঃ; হন্তেতি মনুষ্যেভ্যোঽন্নং প্রযচ্ছন্তি। স্বধাকারং পিতরঃ; স্বধাকারেণ হি পিতৃভ্যঃ স্বধাং প্রযচ্ছন্তি। তস্যা ধেন্বা বাচঃ প্রাণ ঋষভঃ, প্রাণেন হি বাক্ প্রসূয়তে। মনো বৎসঃ; মনসা হি প্রস্রাব্যতে, মনসা হি আলোচিতে বিষয়ে বাক্ প্রবর্ত্ততে; তস্মাৎ মনঃ বৎসস্থানীয়ম্। এবং বাগ্ধেনূপাসকঃ তাদ্ভাব্যমেব প্রতিপদ্যতে ॥৩৪৭॥১॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য অষ্টমং ব্রাহ্মণং ॥৫॥৮॥

টীকা। ব্রাহ্মণান্তরমবতারয়তি—পুনরন্যদিতি। তাং ধেনুমুপাসীতেতি সংবন্ধঃ। বাচো ধেন্বাশ্চ সাদৃশ্যং বিশদয়তি—যথেত্যাদিনা। স্তনচতুষ্টয়ং ভোক্তৃত্রয়ং চ প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকটয়তি—কে পুনরিত্যাদিনা। কথং দেবা যথোক্তৌ স্তনাবুপজীবন্তি? তত্রাহ— আভ্যাং হীতি। হন্ত যস্তপোক্তমিত্যর্থঃ। স্বধামন্নম্। প্রস্রাব্যতে প্রস্রুতা ক্ষরণোদ্যতা ক্রিয়তে। মনসা হীত্যাদিনোক্তং বিবৃণোতি—মনসেতি। ফলাশ্রবণাদেতদুপাসনমকিঞ্চিৎকরমিত্যাশঙ্ক্যাহ—এবমিতি। তদ্ভাব্যং যথোক্তবাগুপাধিকব্রহ্মরূপত্বমিত্যর্থঃ ॥৩৪৭॥১॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং পঞ্চমাধ্যায়স্যাষ্টমং ব্রাহ্মণম্ ॥৫॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ। "বাগ্ বৈ ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যে সেই সত্য ব্রহ্মেরই অন্যপ্রকার উপাসনা কথিত হইতেছে। বাক্ অর্থ শব্দ—অর্থাৎ শব্দময় বেদ; সেই বেদকে ধেনুরূপে উপাসনা করিবে। এখানে 'ধেনু' অর্থ ধেনুর মত; ধেনু যেমন চারিটী স্তন দ্বারা বৎসের উদ্দেশ্যে দুগ্ধ (দুগ্ধ) ক্ষরণ করিয়া থাকে, তেমনি এই বাক্যরূপ ধেনুও বক্ষ্যমাণ চারিটী স্তন দ্বারা দেবতা প্রভৃতির উদ্দেশ্যে দুগ্ধের মত অন্ন (ভোগ্য বস্তু) ক্ষরণ করে। এই বাগ্‌ধেনুর সেই চারিটী স্তন কি কি? এবং যাহাদের নিমিত্ত ক্ষরণ করে—অন্ন প্রদান করে, তাহারাই বা কাহারা? [উত্তর—] সেই বাক্যরূপ ধেনুর দুইটী স্তন বৎসস্থানীয় দেবগণ উপভোগ করিয়া থাকেন; সেই দুইটী স্তন কি কি? না, স্বাহা ও বষট্‌কার; কেননা, এই স্বাহা ও বষট্‌শব্দযোগেই দেবতাগণের উদ্দেশ্যে হব্য (ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্য) প্রদত্ত হইয়া থাকে। মনুষ্যগণ হন্তকারনামক স্তনটী (উপজীব্য করিয়া থাকে); কেননা, 'হন্ত'-শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক মনুষ্যগণকে অন্ন প্রদান করা হইয়া থাকে। পিতৃগণ স্বধানামক স্তনটি [ভোগ করিয়া থাকে]; কেননা, পিতৃগণের উদ্দেশ্যে যাহা দিতে হয়, তাহা স্বধা শব্দ দ্বারাই প্রদত্ত হইয়া থাকে। সেই বাক্-রূপা ধেনুর ঋষভ (বৃষস্থানীয়) হইতেছে প্রাণ; কারণ, বাক্য যাহা প্রসব করে—অর্থ প্রকাশ করে, প্রাণের সাহায্যেই তাহা প্রকাশ করিয়া থাকে। মন তাহার বৎস

স্থানীয় ; কেননা, মনের সাহায্যেই তাহার স্রাব (ভাবপ্রকাশন) হইয়া থাকে ; কারণ, মনে মনে আলোচিত বিষয়েই বাক্যের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ; এই কারণে মন তাহার বৎসস্থানীয়। এইরূপে বাগ্‌ধেনুর উপাসক ব্যক্তি উপাস্যের স্বভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥৩৭॥১॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে অষ্টম ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥৫॥৮॥

অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো যোঽয়মন্তঃপুরুষে, যেনেদমন্নং পচ্যতে যদিদমদ্যতে, তস্যৈষ ঘোষো ভবতি, যমেতৎ কর্ণাবপিধায় শৃণোতি, স যদোৎক্রমিষ্যন্ ভবতি, নৈনং ঘোষং শৃণোতি ॥৩৪৮॥১॥

ইতি নবমং ব্রাহ্মণম্ ॥৫॥৯॥

সরলার্থঃ। অত্রাপি উপাসনান্তরং বিধিৎসন্ আহ—'অয়মগ্নিঃ' ইত্যাদি। অয়ম্ অগ্নিঃ বৈশ্বানরঃ ; [অয়ং কঃ ? ইত্যাহ—] যঃ অয়ং পুরুষে অন্তঃ (পুরুষস্য অন্তর্বর্ত্তী—জাঠরঃ, অগ্নিঃ), যেন (জাঠরেণ অগ্নিনা) ইদং অন্নং পচ্যতে ; [কিং নাম তদন্নম্ ?] যৎ ইদং (অন্নং) পুরুষেণ অদ্যতে (ভক্ষ্যতে), [তৎ]। তস্য (বৈশ্বানরস্য) এষঃ ঘোষঃ (ধ্বনিঃ) ভবতি ; [কোঽসৌ ঘোষঃ ?] [জনঃ] কর্ণৌ অপিধায় (আচ্ছাদ্য) যং (শব্দং) এতৎ (যথা স্যাৎ তথা) শৃণোতি, [এষ এব স ঘোষঃ]। সঃ (পুরুষঃ) যদা উৎক্রমিষ্যন্ ভবতি, [তদা] এনং ঘোষং ন শৃণোতি ; (অরিষ্টবিশেষোঽয়মিতি ভাবঃ) ॥৩৪৮॥১॥

মূলানুবাদ। এখন অন্য প্রকার উপাসনা কথিত হইতেছে—এই অগ্নি হইতেছে সেই বৈশ্বানর, যাহা এই পুরুষের দেহমধ্যে অবস্থিত এবং যাহা দ্বারা এই অন্ন—যাহা পুরুষ ভক্ষণ করে, সেই অন্ন পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই বৈশ্বানর অগ্নির ইহাই ঘোষ (ধ্বনি), লোকে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া যে ধ্বনি শুনিতে পায়। এই পুরুষ যে সময় আসন্নমৃত্যু হয়, তখন সেই ধ্বনি শুনিতে পায় না। (ইহা এক প্রকার অরিষ্ট বা মৃত্যুসূচক) ॥৩৪৮॥১॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে নবম ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা ॥৫॥৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অয়মগ্নির্বৈশ্বানরঃ। পূর্ব্ববদুপাসনান্তরম্। অয়মগ্নির্বৈশ্বানরঃ; কোঽয়মগ্নিরিত্যাহ—যোঽয়মন্তঃ পুরুষে। কিং শরীরারম্ভকঃ? নেত্যুচ্যতে—যেনাগ্নিনা বৈশ্বানরাখ্যেন ইদমন্নং পচ্যতে। কিং তদন্নম্? যদিদম্ অদ্যতে ভুজ্যতে অন্নং প্রজাভিঃ, জাঠরোঽগ্নিরিত্যর্থঃ। তস্য সাক্ষাদুপলক্ষণার্থমিদমাহ—তস্যাগ্নেরন্নং পচতো জাঠরস্য এষ ঘোষো ভবতি; কোঽসৌ? যং ঘোষম্, এতদিতি ক্রিয়াবিশেষণম্, কর্ণাবপিধায় অঙ্গুলীভ্যামপিধানং কৃত্বা শৃণোতি; তং প্রজাপতিমুপাসীত বৈশ্বানরমগ্নিম্। অত্রাপি তদ্ভাবাপ্যং ফলম্। তত্র প্রাসঙ্গিকমিদমরিষ্টলক্ষণমুচ্যতে—সোঽত্র শরীরে ভোক্তা যদা উৎক্রমিষ্যন্ ভবতি, নৈনং ঘোষং শৃণোতি ॥৩৪৮॥১॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য নবমং ব্রাহ্মণম্ ॥২॥৯॥

টীকা। ব্রাহ্মণান্তরমনূদ্য তস্য তাৎপর্য্যমাহ—অয়মিতি। অন্নপানস্য পক্তা। তৎসদ্ভাবে মানমাহ—তস্যেতি। ক্রিয়ায়াঃ শ্রবণস্যেতদিতি বিশেষণং, তদ্যথা ভবতি তথেত্যর্থঃ। কৈমেয়ায়ুপাধিকস্য পরস্যোপাসনে প্রস্তুতে সতীত্যাহ—তত্রেতি ।৩৪৮॥১।

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং পঞ্চমাধ্যায়স্য নবমং ব্রাহ্মণম্ । ৫। ৯।

ভাষ্যানুবাদ। 'অয়ম্ অগ্নিঃ বৈশ্বানরঃ' ইত্যাদি বাক্যও উপাসনান্তরবিধায়ক। এই অগ্নি বৈশ্বানর; ইহা কোন অগ্নি? তদুত্তরে বলিতেছেন, এই যাহা পুরুষের অভ্যন্তরে [অবস্থিত]। ভাল, ইহা কি তবে শরীরারম্ভক, (যাহা দ্বারা এই শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই অগ্নি)? বলিতেছেন—না—তাহা নহে; পরন্তু বৈশ্বানরনামক যে অগ্নি দ্বারা এই অন্ন পরিপাক পাইয়া থাকে। কোন অন্ন? লোকে এই যাহা ভক্ষণ করে, অর্থাৎ যে অন্ন ভোজন করিয়া থাকে; (অতএব, এই বৈশ্বানর হইতেছে) জাঠরাগ্নি। তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রতীতির জন্য বলা হইতেছে যে, ভুক্তান্নের পরিপাককারী সেই জাঠরাগ্নির হইতেছে—ইহাই ঘোষ—ধ্বনি; কর্ণদ্বয় আবৃত করিলে—দুই অঙ্গুলী দ্বারা আচ্ছাদন করিলে, লোকে যাহা শুনিতে পায়, তাহাই সেই ঘোষ; সেই যে বৈশ্বানরনামক প্রজাপতি অগ্নি, তাহার উপাসনা করিবে। পূর্ব্বের ন্যায় ইহারও ফল—তদ্ভাবপ্রাপ্তি। এখানে প্রসঙ্গক্রমে এইরূপ একটী অরিষ্টলক্ষণ কথিত হইতেছে যে, এই শরীরস্থিত ভোগকর্ত্তা পুরুষ যে সময় উৎক্রমণ করিবে অর্থাৎ আসন্নমৃত্যু হইয়া থাকে, তখন সে ঐ শব্দ শুনিতে পায় না ॥৩৪৮॥১॥

যদা বৈ পুরুষোঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স বায়ুমাগচ্ছতি, তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা রথচক্রস্য খম্, তেন স ঊর্দ্ধ আক্রমতে, স আদিত্যমাগচ্ছতি, তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা লম্বরস্য খম্, তেন স ঊর্দ্ধ আক্রমতে, স চন্দ্রমসমাগচ্ছতি, তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা দুন্দুভেঃ খম্, তেন স ঊর্দ্ধ আক্রমতে, স লোকমাগচ্ছত্যশোকমহিমম্, তস্মিন্ বসতি শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥৩৪৯॥১॥

ইতি দশমং ব্রাহ্মণম্ ॥৫॥১০॥

সন্বন্ধলার্থঃ। ইদানীং সর্ব্বেষামেবোপাসনানাং গতিপ্রকারঃ ফলং চ উচ্যতে—'যদা বৈ' ইত্যাদি না। পুরুষঃ (উপাসকঃ) যদা বৈ অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি (প্রয়াতি—দেহং ত্যক্ত্বা গচ্ছতি), [তদা] সঃ (প্রয়াতা পুরুষঃ) [প্রথমং] বায়ুং (বায়ুমণ্ডলং) আগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি); সঃ বায়ুঃ তস্মৈ (উপাসকায়) তত্র (স্বশরীরে) রথচক্রস্য খং (ছিদ্রং) যথা (ছিদ্রমিব) বিজিহীতে (ছিদ্রং—গমনদ্বারং করোতি); সঃ (পুরুষঃ) তেন (ছিদ্রেণ) ঊর্দ্ধঃ সন্ আক্রমতে (গচ্ছতি), সঃ (ঊর্দ্ধগামী পুরুষঃ) আদিত্যম্ আগচ্ছতি; সঃ (আদিত্যঃ) তস্মৈ যথা লম্বরস্য (বাদ্যযন্ত্রবিশেষস্য) খং (ছিদ্রং), (তথা) বিজিহীতে; সঃ চন্দ্রমসম্ (চন্দ্রম্) আগচ্ছতি; সঃ (চন্দ্রঃ) তস্মৈ (পুরুষায়) তত্র (দেশে) যথা দুন্দুভেঃ (পটহস্য) খং (ছিদ্রং), [তথা] বিজিহীতে (ছিদ্রং করোতি); (সঃ উপাসকঃ) তেন (ছিদ্রপথেন) ঊর্দ্ধ আক্রমতে (গচ্ছতি); [ততশ্চ] সঃ (ঊর্দ্ধগামী পুরুষঃ) অশোকম্ (মানসেন দুঃখেন বর্জ্জিতম্), অহিমং (হিমরহিতং শারীরদুঃখরহিতং চ) লোকং (প্রজাপতিলোকম্) আগচ্ছতি; তস্মিন্ (প্রজাপতিলোকে) শাশ্বতীঃ সমাঃ (বৎসরান্ ব্যাপ্য) বসতি (তিষ্ঠতি) ॥৩৪৯॥১॥

মূলানুবাদ। উপাসক পুরুষ যখন ইহলোক হইতে প্রস্থান করে—দেহ ত্যাগ করিতে উদ্যত হয়, তখন প্রথমে বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত হয়; বায়ু তাহার জন্য স্বদেহে রথচক্রের ছিদ্রের ন্যায় একটী সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ করিয়া দেন; উপস্থিত পুরুষ সেই ছিদ্রপথে ঊর্দ্ধে গমন করেন; তিনি যাইয়া আদিত্যমণ্ডলে উপস্থিত হন;

আদিত্য তাহার জন্য স্বশরীরে লম্বরনামক বাদ্য যন্ত্রের ছিদ্রের ন্যায় একটী সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ করিয়া দেন; সেই পুরুষ তাহার সাহায্যে পুনশ্চ উর্দ্ধে গমন করেন; এবং তিনি চন্দ্রমণ্ডলে যাইয়া উপস্থিত হন; চন্দ্রও সেখানে তাহার নিমিত্ত দুন্দুভি বাদ্যের ছিদ্রের ন্যায় একটী সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ প্রস্তুত করিয়া দেন; উপাসক তাহা দ্বারা উর্দ্ধে গমন করেন; তিনি ক্রমে শোক ও হিমবর্জ্জিত অর্থাৎ মানসিক ও শারীরিক দুঃখ-রহিত লোকে—ব্রহ্মলোকে গমন করেন, এবং সেখানে বহু কল্পকাল বাস করিয়া থাকেন ॥৩৪৯॥১॥

পঞ্চমাধ্যায়ে দশম ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা ॥৫॥১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সর্ব্বেষামস্মিন্ প্রকরণে উপাসনানাং গতিরিয়ম্, ফলঞ্চোচ্যতে—যদা বৈ পুরুষঃ বিদ্বান্ অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি শরীরং পরিত্য-জতি, স তদা বায়ুমাগচ্ছতি, অন্তরিক্ষে তির্য্যগ্ভূতো বায়ুঃ স্তিমিতঃ অভেদ্যস্তি-ষ্ঠতি; স বায়ুঃ তত্র স্বাত্মনি তস্মৈ সম্প্রাপ্তায় বিজিহীতে স্বাত্মাবয়বান্ বিগময়তি, ছিদ্রীকরোত্যাত্মানমিত্যর্থঃ। কিংপরিমাণং ছিদ্রম্—ইত্যুচ্যতে, যথা রথচক্রস্য খং ছিদ্রং প্রসিদ্ধ-পরিমাণম্; তেন ছিদ্রেণ স বিদ্বান্ উর্দ্ধঃ আক্রমতে উর্দ্ধঃ সন্ গচ্ছতি। স আদিত্যমাগচ্ছতি; আদিত্যঃ ব্রহ্মলোকং জিগমিষোর্ম্মার্গনিরোধং কৃত্বা স্থিতঃ, সোঽপ্যেবংবিদে উপাসকায় দ্বারং প্রযচ্ছতি; তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে; যথা লম্বরস্য খং বাদিত্রবিশেষস্য ছিদ্রপরিমাণম্, তেন স উর্দ্ধ আক্রমতে, স চন্দ্রমসমাগচ্ছতি। সোঽপি তস্মৈ তত্র বিজিহীতে; যথা দুন্দুভেঃ খং প্রসিদ্ধম্; স তেন উর্দ্ধ আক্রমতে। স লোকং প্রজাপতিলোকম্ আগচ্ছতি। কিং-বিশিষ্টম্? অশোকং মানসেন দুঃখেন বিবর্জ্জিতমিত্যেতৎ; অহিমং হিমবর্জ্জিতং শারীরদুঃখবর্জ্জিতমিত্যর্থঃ। তং প্রাপ্য তস্মিন্ বসতি শাশ্বতীঃ নিত্যাঃ সমাঃ সংবৎসরানিত্যর্থঃ; ব্রহ্মণো বহূন্ কল্পান্ বসতীত্যেতৎ ॥৩৪৯॥১॥

পঞ্চমাধ্যায়স্য দশমং ব্রাহ্মণম্ ॥৫॥১০॥

টীকা। ব্রাহ্মণান্তরস্য তাৎপর্য্যমাহ—সর্ব্বেষামিতি। ফলং চাক্রতকল্যাণমিতি

অন্তরিক্ষ ইতি। আদিত্যং প্রত্যাগমনে হেতুমাহ—আদিত্য ইতি। উক্তেঽর্থে বাক্য-পাতয়তি—তস্মা ইতি। বহুন্ কল্পানিত্যাবস্থানকল্পোক্তিঃ ॥১৩৪॥১॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং পঞ্চমাধ্যায়স্য দশমং ব্রাহ্মণম্ ॥৫॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ। এই প্রকরণে সাধারণতঃ সমস্ত উপাসনারই গতিপ্রণালী ও ফল বলা হইতেছে,—যে সময় বিদ্বান্ (উপাসক) পুরুষ বর্ত্তমান লোক হইতে প্রস্থান করেন, অর্থাৎ শরীর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, সে সময় তিনি প্রথমে বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত হন; নভোমণ্ডলে যে বক্রভাবাপন্ন বায়ু স্তিমিত (স্থির) ও অভেদ্যভাবে অবস্থিত আছে; সেই বায়ু উপস্থিত পুরুষের জন্য সেখানে—স্বশরীরের অবয়বগুলি বিশ্লেষণ করে অর্থাৎ দেহাবয়বগুলিকে বিশ্লিষ্ট করিয়া আপনার মধ্যেই একটী ছিদ্র উৎপাদন করে। সেই ছিদ্রটী কত বড়, তাহা বলা হইতেছে—রথচক্রের ছিদ্রের পরিমাণ যত বড় প্রসিদ্ধ, ঠিক সেই পরিমাণে বড়; সেই ছিদ্রপথে উপস্থিত বিদ্বান্ ঊর্দ্ধাভিমুখী হইয়া গমন করেন, তিনি আদিত্যমণ্ডলে উপস্থিত হন; আদিত্যও ব্রহ্মলোকে গমনেচ্ছু ঐপুরুষের গমন-পথ অবরুদ্ধ করিয়া রহিয়াছেন; এই কারণে তিনি এই বিদ্বান্ উপাসকের জন্য প্রবেশের দ্বার (পথ) প্রদান করেন; তিনিও সেই উপাসকের জন্য লম্বরনামক বাদ্য যন্ত্রের ছিদ্রের ন্যায় একটী সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া দেন; উপাসক সেই ছিদ্রপথে ঊর্দ্ধে যাইতে থাকেন; তিনি ক্রমে চন্দ্রলোকে উপস্থিত হন; সেই চন্দ্রও আবার সেখানে তাহার জন্য দুন্দুভিনামক বাদ্য যন্ত্রের ছিদ্রের ন্যায় একটী ছিদ্রপথ করিয়া দেন; তিনি সেই ছিদ্রপথে ঊর্দ্ধে গমন করেন; তিনি যাইয়া প্রজাপতি-লোকে (ব্রহ্মলোকে) উপস্থিত হন। সেই প্রজাপতি-লোকের বিশেষত্ব কি? না, উহা অশোক—মানসিক দুঃখবর্জ্জিত, এবং অহিম—হিমশূন্য অর্থাৎ শারীরিক দুঃখরহিত; উপাসক সেই লোকে উপস্থিত হইয়া শাশ্বত সংবৎসর বাস করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মার বহুকল্প পর্য্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন ॥১৩৪॥১॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে দশম ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥৫॥১০॥

এতদ্বৈ পরমং তপো যদ্ব্যাহিতস্তপ্যতে, পরমꣳ হৈব লোকং জয়তি য এবং বেদ, এতদ্বৈ পরমং তপো যং প্রেতমরণ্যꣳ

পরমং তপো যং প্রেতমগ্নাবভ্যাদধতি, পরমং হৈব লোকং জয়তি য এবং বেদ ॥ ৩৫০ ॥ ১ ॥

ইত্যেকাদশং ব্রাহ্মণম্‌ ॥ ৫ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। এতৎ বৈ পরমং (উৎকৃষ্টং) তপঃ, যৎ ব্যাহিতঃ (ব্যাধিতঃ পীড়িতঃ সন্‌) তপ্যতে (তাপং অনুভবতি); যঃ এবং বেদ, [সঃ] পরমম্‌ এব লোকং জয়তি হ। এতৎ বৈ পরমং তপঃ, যং প্রেতম্‌ অরণ্যং হরন্তি (অন্ত্যেষ্টিকর্ম্মণে অরণ্যং নয়ন্তি); যঃ এবং বেদ, [সঃ] পরমম্‌ এব লোকং জয়তি হ। তথা এতৎ বৈ পরমং তপঃ, যং প্রেতম্‌ অগ্নৌ অভ্যাদধতি (আরোপয়ন্তি); যঃ এবং বেদ, [সঃ] পরমম্‌ এব লোকং জয়তি হ ॥ ৩৫০ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ। ইহাই একটী পরম তপস্যা যে, লোকে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া দুঃখ ভোগ করে; যিনি এইরূপ জানেন, তিনি উৎকৃষ্ট লোকই জয় করেন (প্রাপ্ত হন)। ইহাই একটী পরম তপস্যা যে, লোকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য প্রেতকে (মৃতব্যক্তিকে) অরণ্যে লইয়া যায়; যিনি ইহা জানেন, তিনি নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট লোক লাভ করেন। ইহাই আর একটী পরম তপস্যা যে, লোকে প্রেতব্যক্তিকে অগ্নিতে স্থাপন করে; যিনি ইহা জানেন, তিনি অবশ্যই পরমলোক লাভ করেন ॥৩৫০॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌। এতদ্বৈ পরমং তপঃ। কিং তৎ? যদ্‌ ব্যাহিতঃ ব্যাধিতঃ জ্বরাদিপরিগৃহীতঃ সন্‌ যৎ তপ্যতে, তদেতৎ পরমং তপইত্যেবং চিন্তয়েৎ, দুঃখসামান্যাৎ। তস্যৈবং চিন্তয়তো বিদুষঃ কর্ম্মক্ষয়হেতুঃ তদেব তপো ভবতি অনিন্দতঃ অবিষীদতঃ। স এব চ তেন বিজ্ঞান-তপসা দগ্ধকিল্বিষঃ পরমং হৈব লোকং জয়তি, য এবং বেদ। তথা মুমূর্ষুঃ আদাবেব কল্পয়তি; কিম্‌? এতদ্বৈ পরমং তপঃ, যং প্রেতং মাং গ্রামাদরণ্যং হরন্তি ঋত্বিজঃ অন্ত্যকর্ম্মণে; তদ্‌গ্রামাদরণ্যগমনসামান্যাৎ পরমং মম তৎ তপো

লোকং জয়তি, য এবং বেদ। তথা এতদ্বৈ পরমং তপঃ, যং প্রেতম্ অগ্নাবভ্যা-দধতি, অগ্নিপ্রবেশসামান্যাৎ। পরমং হৈব লোকং জয়তি, য এবং বেদ ॥১৫০॥১

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্যৈকাদশং ব্রাহ্মণম্ ॥৫॥১১॥

টীকা ব্রহ্মোপাসনপ্রসঙ্গেন ফলবদ্ব্রহ্মোপাসনমুপন্যস্যতি—এতদিতি। ব্যাহিত ইতি প্রতীকমাদায় ব্যাচষ্টে—জ্বরাদীতি। কর্মক্ষয়হেতুত্বমিত্যত্র কর্মশব্দেন পাপমুচ্যতে। পরমং হৈব লোকমিত্যত্র তপসোঽনুকূলং ফলং লোকশব্দার্থঃ। অত্র গ্রামাদরণ্যগমনং তথাঽপি কথং তপস্ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—গ্রামাদিতি ॥১৫০॥ ১ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং পঞ্চমাধ্যায়স্যৈকাদশং ব্রাহ্মণম্ ॥৫॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ। ইহাই উৎকৃষ্ট তপস্যা; সেই তপস্যাটা কি? না, ব্যাহিত—ব্যাধিত অর্থাৎ লোকে জ্বরাদিরোগগ্রস্ত হইয়া যে, তাপ ভোগ করে; সেই এই সন্তাপকে তপস্যা বলিয়া চিন্তা করিবে; কারণ, রোগযাতনা ও তপস্যা, উভয়েতেই দুঃখ বা ক্লেশভোগ সমান। এইরূপ চিন্তাশীল বিদ্বান্ পুরুষ যদি রোগ-ভোগের নিন্দা না করে এবং বিষণ্ণ না হয়, তাহা হইলে, ঐরূপ সন্তাপই তাহার কর্ম্মক্ষয়ের নিদানভূত তপস্যাস্বরূপ হইয়া থাকে। সেই ব্যক্তিই ঐরূপ জ্ঞানময় তপস্যা প্রভাবে পাপরাশি দগ্ধ করিয়া উত্তম লোক (স্বর্গাদি স্থান) জয় করেন অর্থাৎ নিজে প্রাপ্ত হন। সেইরূপ মুমূর্ষু পুরুষ প্রথমেই মনোমধ্যে কল্পনা করিয়া থাকেন—কি? না, ইহাই পরম তপস্যা যে, ঋত্বিক্‌গণ আমাকে মৃতাবস্থায় অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার (দাহের) জন্য গ্রাম হইতে অরণ্যে লইয়া যায়। সেই যে, আমার গ্রাম হইতে অরণ্যে গমন, তাহাই আমার পরম তপস্যা হইবে; কেন না, উভয়স্থলেই অরণ্যে গমন তুল্য; গ্রাম হইতে যে, অরণ্যে গমন অর্থাৎ বানপ্রস্থ অবলম্বন, তাহা পরম তপস্যা বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি পরমলোকই লাভ করেন। সেইরূপ ইহাও আর একটী পরম তপস্যা; প্রেতব্যক্তিকে যে অগ্নিতে স্থাপন করিয়া থাকে, ইহাও একটী পরম তপস্যা; কারণ, উভয়েতেই অগ্নিপ্রবেশের সাম্য রহিয়াছে। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি নিশ্চয়ই পরম লোক লাভ করিয়া থাকেন ॥১৫০॥১॥

অন্নং ব্রহ্মেত্যেক আহুস্তন্ন তথা, পূয়তি বা অন্নমৃতে প্রাণাৎ, প্রাণো ব্রহ্মেত্যেক আহুস্তন্ন তথা, শুষ্যতি বৈ প্রাণ ঋতেঽন্নাৎ,

এতে হ ত্বেব দেবতে একধাভূয়ং ভূত্বা পরমতাং গচ্ছতঃ, তদ্ধ স্মাহ প্রাতৃদঃ পিতরং কিংস্বিদেবৈবং বিদুষে সাধু কুর্য্যাম্, কিমেবাস্মা অসাধু কুর্য্যামিতি। স হ স্মাহ পাণিনা মা প্রাতৃদ কস্ত্বেনয়োরেকধাভূয়ং ভূত্বা পরমতাং গচ্ছতীতি, তস্মা উ হৈতদুবাচ বীতি, অন্নং বৈ বি, অন্নে হীমানি সর্ব্বাণি ভূতানি বিষ্টানি, রমিতি, প্রাণো বৈ রম্, প্রাণে হীমানি সর্ব্বাণি ভূতানি রমন্তে, সর্ব্বাণি হ বা অস্মিন্ ভূতানি বিশন্তি, সর্ব্বাণি ভূতানি রমন্তে য এবং বেদ ॥ ৩৫১ ॥ ১ ॥

ইতি দ্বাদশং ব্রাহ্মণম্ ॥৫॥১২॥

সরলার্থঃ। পুনশ্চ উপাসনান্তরমাহ—অন্নমিত্যাদি। একে আহুঃ—অন্নং ব্রহ্মেতি; [অন্নমত্র ভক্ষ্যমাত্রমুচ্যতে]; তৎ তথা ন (অন্নং ব্রহ্মেতি যৎ আহুঃ, তৎ ন সঙ্গতমিত্যর্থঃ), বৈ (যতঃ), প্রাণাৎ ঋতে (প্রাণং বিনা) অন্নং (ভক্ষ্যং, অন্নপরিণামঃ দেহো বা) পূয়তি (পূতিভাবং প্রাপ্নোতি); [অতঃ] প্রাণঃ ব্রহ্ম-ইতি একে আহুঃ: তৎ তথা ন (প্রাণঃ ব্রহ্ম ইত্যেবমপি নৈব গ্রহণীয়ম্); বৈ (যতঃ) অন্নাৎ ঋতে (অন্নং বিনা) প্রাণঃ শুষ্যতি (দেহাৎ নির্গচ্ছতীতিভাবঃ); তু (পুনঃ) এতে এব (নিশ্চয়ে) দেবতে (অন্ন-প্রাণরূপে) একধাভূয়ং ভূত্বা (একার্থপরে ভূত্বা) পরমতাং (শ্রেষ্ঠতাং ব্রহ্মভাবং) গচ্ছতঃ।

প্রাতৃদঃ (তন্নামকঃ কশ্চিৎ) তৎ (যথোক্তং তত্ত্বং) পিতরম্ আহ স্ম—এবং বিদুষে (প্রাণান্নয়োঃ সম্ভূয়কারিত্বং জানতে) কিং স্বিৎ (বিতর্কে) সাধু (হিতং কর্ম্ম) কুর্য্যাম্, কিম্ অস্মৈ (বিদুষে) অসাধু এব কুর্য্যাম্? ইতি। সঃ (পিতা) হ পাণিনা [বারয়ন্] আহ স্ম [পুত্রম্],—হে প্রাতৃদ, মা [এবং ন ব্রূহি]; কঃ তু (পুনঃ) এনয়োঃ (অন্ন-প্রাণয়োঃ) একধাভূয়ং ভূত্বা পরমতাং (ব্রহ্মভাবং) গচ্ছতি? (ন কোঽপীতিভাবঃ) ইতি। তস্মৈ (প্রাতৃদায়) এতৎ (বক্ষ্যমাণং বচনং) উবাচ হ—বি ইতি; অন্নং বৈ বি; হি (যস্মাৎ) ইমানি সর্ব্বাণি ভূতানি (চরাচরাত্মকানি) অন্নে বিষ্টানি

রম্-ইতি [উবাচ—], প্রাণঃ বৈ রম্ ; হি (যতঃ) ইমানি সর্ব্বাণি ভূতানি প্রাণে রমন্তে (প্রাণমাশ্রিত্য রমন্তে, অন্যথা বিষীদন্তীতি ভাবঃ)। যঃ এবং (যথোক্তগুণং প্রাণান্নভাবং) বেদ, সর্ব্বাণি ভূতানি বৈ অস্মিন্ (বিদুষি) বিশন্তি, তথা সর্ব্বাণি ভূতানি রমন্তে চ [ইতি বিজ্ঞানফলমেতৎ] ॥৩৫১॥১॥

মূলানুবাদ। কেহ কেহ বলেন—অন্ন—ভক্ষ্যবস্তুই ব্রহ্ম ; অপর আচার্য্যগণ বলেন—না, এরূপ হইতে পারে না—অন্নকে ব্রহ্ম-বুদ্ধিতে গ্রহণ করা উচিত নহে ; কারণ, প্রাণ ব্যতিরেকে অন্ন মাত্রই পূতিভাব প্রাপ্ত হয় (পচিয়া যায়) ; অতএব প্রাণই ব্রহ্ম। বস্তুতঃ এ কথাও এইরূপে গ্রহণ করা উচিত হয় না ; কারণ, অন্নের অভাবে প্রাণও শুষ্ক হইয়া যায়, অর্থাৎ প্রাণও বহির্গত হইয়া যায় ; পরন্তু এই উভয় দেবতাই (অন্ন ও প্রাণই) একত্রিত হইয়া পরমত্ব—ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া থাকে।

প্রাতৃদনামক ঋষি তাহার পিতাকে এই কথা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, যেব্যক্তি এই প্রকারে অন্নও প্রাণের সহবৃত্তিতা-মূলক ব্রহ্মভাব অবগত হন ; [তিনি নিশ্চয়ই কৃতার্থ হন] ; অতএব তাহার উদ্দেশ্যে কেনইবা অসাধু কর্ম্ম করিব, অথবা তাহার উদ্দেশ্যে কিসের জন্যই বা সাধু কর্ম্ম করিব ? একথা শুনিয়া তাহার পিতা হস্ত দ্বারা বারণপূর্ব্বক পুত্রকে বলিয়াছিলেন—না—এরূপ বলিও না ; এই প্রাণ ও অন্নের যথোক্তপ্রকার একধাভাব প্রাপ্ত হইয়া কোন ব্যক্তি পরমত্ব লাভ করিয়াছে ? অর্থাৎ কেহই নহে। অনন্তর তিনি 'বি' শব্দ উচ্চারণ করিয়া প্রাতৃদকে বলিলেন—অন্ন হইতেছে বি ; কেননা, চরাচর এই সমস্ত জগৎই এই অন্নে প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ অন্নের অধীন ; তাহার পর তিনি 'রম্' শব্দ বলিয়া উপদেশ করিলেন যে, প্রাণ হইতেছে—'র' ; কারণ, চরাচরাত্মক এই জগৎই এই প্রাণে রমণ করে, অর্থাৎ প্রাণের অধীন থাকিয়া তৃপ্তি ভোগ করে ; [প্রাণ-হীনের রতি হয় না,—মৃত্যু হয়]। যেব্যক্তি এই প্রকার জানে,

সমস্তজগৎই তাহাতে প্রবেশ করে, এবং তাহার আশ্রয়ে থাকিয়া রমণ করে ॥ ৩৭১ ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বাদশব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা ॥ ৫ ॥ ১২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অন্নং ব্রহ্মেতি, তথৈতদুপাসনান্তরং বিধিৎসন্নাহ—অন্নং ব্রহ্ম। অন্নমন্ততে যৎ, তৎ ব্রহ্মেতি একে আচার্য্যা আহুঃ; তৎ ন তথা গ্রহীতব্যম্—অন্নং ব্রহ্মেতি। অন্যে চাহুঃ, প্রাণো ব্রহ্মেতি। তচ্চ তথা ন গ্রহীতব্যম্। কিমর্থং পুনরন্নং ব্রহ্মেতি ন গ্রাহ্যম্? যস্মাৎ পূয়তি ক্লিদ্যতে পূতিভাবমাপদ্যতে ঋতে প্রাণাৎ, তৎ কথং ব্রহ্ম ভবিতুমর্হতি? ব্রহ্ম হি নাম তৎ, যদবিনাশি। অস্তু তর্হি প্রাণো ব্রহ্ম; নৈবম্, যস্মাৎ শুষ্যতি বৈ প্রাণঃ শোষমুপৈতি ঋতে অন্নাৎ; অত্তা হি প্রাণঃ; অতোঽন্নেনাদ্যেন বিনা ন শক্নোত্যাত্মানং ধারয়িতুম্; তস্মাৎ শুষ্যতি বৈ প্রাণঃ ঋতেঽন্নাৎ; অত একৈকস্য ব্রহ্মতা নোপপদ্যতে যস্মাৎ, তস্মাদেতে হ তু এব অন্ন-প্রাণদেবতে একধাভূয়ম্ একধাভাবং ভূত্বা গত্বা পরমতাং পরমত্বং গচ্ছতঃ ব্রহ্মত্বং প্রাপ্নুতঃ। ১

তদেতৎ এবমধ্যবস্য হ স্ম আহ স্ম—প্রাতৃদো নাম পিতরমাত্মনঃ; কিংস্বিদিতি বিতর্কে। যথা ময়া ব্রহ্ম পরিকল্পিতম্, এবং বিদুষে কিংস্বিৎ সাধু কুর্য্যাৎ সাধু শোভনং পূজাম্, কাং অস্মৈ পূজাং কুর্য্যামিত্যভিপ্রায়ঃ। কিমেব বাস্মৈ এবংবিদুষে অসাধু কুর্য্যাম্? কৃতকৃত্যোঽসাবিত্যভিপ্রায়ঃ। অন্নপ্রাণৌ সহভূতৌ ব্রহ্মেতি বিদ্বান্ নাসৌ অসাধুকরণেন খণ্ডিতো ভবতি, নাপি সাধুকরণেন মহীকৃতঃ। তমেবংবাদিনং স পিতা হ স্ম আহ—পাণিনা হস্তেন নিবারয়ন্, মা প্রাতৃদ মৈবং বোচঃ। কস্তু, এনয়োঃ অন্ন-প্রাণয়োরেকধাভূয়ং ভূত্বা পরমতাং কস্তু গচ্ছতি?—ন কশ্চিদপি বিদ্বান্ অনেন ব্রহ্মদর্শনেন পরমতাং গচ্ছতি। তস্মান্নৈবং বক্তুমর্হসি—কৃতকৃত্যোঽসাবিতি। যদ্যেবম্, ব্রবীতু ভবান্, কথং পরমতাং গচ্ছতীতি? ২

তস্মৈ উ হ এতদ্বক্ষ্যমাণং বচ উবাচ। কিং তৎ? বীতি। কিং তৎ বি-ইতি? উচ্যতে, অন্নং বৈ বি; অন্নে হি যস্মাৎ ইমানি সর্ব্বাণি ভূতানি বিষ্টানি; আশ্রিতানি; অতঃ অন্নং বীত্যুচ্যতে। কিঞ্চ, রমিতি, রম্ ইতি চোক্তবান্ পিতা। কিং পুনস্তৎ রম? প্রাণো বৈ রম; কুতঃ, ইত্যাহ—প্রাণে

হি যস্মাদ্ বলাশ্রয়ে সতি সর্ব্বাণি ভূতানি রমন্তে ; অতো রং প্রাণঃ। সর্ব্বভূতাশ্রয়গুণময়ম্, সর্ব্বভূতরতিগুণশ্চ প্রাণঃ ; ন হি কশ্চিদনায়তনো নিরাশ্রয়ো রমতে, নাপি সত্যপ্যায়তনে প্রাণী দুর্ব্বলো রমতে ; যদা তু আয়তনবান্ প্রাণী বলবাংশ্চ, তদা কৃতার্থমাত্মানং মন্যমানো রমতে লোকঃ ; "যুবা স্যাৎ সাধু যুবাধ্যায়কঃ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। ইদানীমেবংবিদঃ ফলমাহ— সর্ব্বাণি হ বা অস্মিন্ ভূতানি বিশন্তি অন্নগুণজ্ঞানাৎ, সর্ব্বাণি ভূতানি রমন্তে প্রাণগুণজ্ঞানাৎ, য এবং বেদ ॥ ৩৫১ ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বাদশং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥ ১২ ॥

টীকা। ব্রাহ্মণান্তরং গৃহীত্বা তাৎপর্য্যমাহ—অন্নমিতি। যথা পূর্ব্বস্মিন্ ব্রাহ্মণে কলবদব্রহ্মোপাসনমুক্তং, তদ্বদিত্যাহ—তথেতি। এতদ্বিধি ব্রহ্মবিদ্যোক্তিঃ। উপাস্যং ব্রহ্ম নির্দ্ধারয়িতুং বিচারয়তি—অন্নমিত্যাদিনা। অন্নস্য বিনাশিত্বেঽপি ব্রহ্মত্বং কিং ন স্যাদত আহ—ব্রহ্ম হীতি। কথমন্নং বিনা প্রাণস্য শোষপ্রাপ্তিস্তত্রাহ—অত্তা হীতি। প্রত্যেকং নাশিত্বমতঃশব্দার্থঃ। ১

কিংস্বিদিত্যাদিবাক্যস্যার্থং বিবৃণোতি—অন্নপ্রাণাবিতি। কস্মিন্তি প্রতীকমাদায় ব্যাকরোতি—এনয়োরিতি। যদেবমুক্তমীত্যা পরমত্বং যদি নাস্তীত্যর্থঃ। উক্তমসংকীর্ণ-গুণদ্বয়ং সংক্ষিপ্যাহ—সর্ব্বভূতেতি। অন্নগুণং বিনা প্রাণগুণাদেতদ্ব্যানঃ সিধ্যতী-ত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। প্রাণগুণস্যাপ্যন্নগুণত্বসংভবাদলং প্রাণেনেত্যাশঙ্ক্যাহ— নাপীতি। গুণদ্বয়স্য পরস্পরাপেক্ষামনুভবানুসারেণ স্ফোরয়তি—যদা ত্বিতি। আয়তনবতো বলবতশ্চ কৃতার্থত্বেঽত্র তৈত্তিরীয়শ্রুতিং সংবাদয়তি—যুবা স্যাদিতি। আশিষ্ঠো দ্রঢিষ্ঠো বলিষ্ঠস্তস্যেয়ং পৃথিবী সর্ব্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাদিত্যেতদাদিশব্দেন গৃহ্যতে ॥ ৩৫১ ॥ ১ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং পঞ্চমাধ্যায়স্য দ্বাদশং ব্রাহ্মণম্ ॥৫॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ। "অন্নং ব্রহ্মেতি"। পূর্ব্বের ন্যায় এইরূপ আর একটী উপাসনা বিধানার্থ বলিতেছেন—কোন কোন আচার্য্য বলেন যে, অন্নই ব্রহ্ম ; যাহা কিছু ভোজন করা যায়, তাহাই অন্ন, এবং তাহা ব্রহ্মস্বরূপ। অন্য আচার্য্যগণ বলেন—ইহা সত্য নহে—অন্নকে ব্রহ্মস্বরূপে গ্রহণ করা উচিত হয় না ; প্রাণ হইতেছে ব্রহ্মস্বরূপ ; এই জন্যই অন্নকে ব্রহ্মস্বরূপে গ্রহণ করিতে নাই। ভাল, কি কারণে অন্নকে ব্রহ্মস্বরূপে গ্রহণ করিতে নাই? যেহেতু প্রাণের অভাবে অন্ন পূতিভাব প্রাপ্ত হয়—পচিয়া যায়, সেই হেতু উহা কিরূপে ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারে? কারণ, সেই বস্তুই ব্রহ্ম, যাহার কখনও বিনাশ হয় না। তবে প্রাণই ব্রহ্ম হউক ; না,

তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, অন্নের অভাবে প্রাণও শোষপ্রাপ্ত হয়—শুষ্ক হইয়া যায় ; কেননা, প্রাণই ভোজনের কর্তা—ভোক্তা ; (১) এই জন্ত অন্নের অভাবে প্রাণ কখনই আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না ; সেই কারণেই অন্নের অভাবে প্রাণ শুষ্ক হইয়া পড়ে। অতএব, যেহেতু এক একটীর (কেবল অন্নের, কিংবা কেবল প্রাণের) ব্রহ্মভাব কখনই উপপন্ন হয় না, সেই হেতুই এই অন্ন ও প্রাণরূপী দেবতাদ্বয় একধা হইয়া—একত্রিত হইয়া পরমতা—পরমত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া থাকে।১

প্রাতৃদনামক ঋষি এইরূপ নিশ্চয় করিয়া নিজের পিতাকে বলিয়াছিলেন,—'কিং স্বিৎ' কথাটী বিতর্ক-জ্ঞাপক ; অর্থাৎ আমি যেরূপ ব্রহ্ম কল্পনা করিলাম, এই প্রকার ব্রহ্মকে যিনি অবগত হন, তাহার উদ্দেশে আমি শোভন কর্ম্ম—পূজা কি করিব ? অর্থাৎ তাহার আবার পূজা কি ? এবং তাহার উদ্দেশে অসাধু কর্ম্মই বা কি করিব ? অর্থাৎ সেরূপ বিদ্বান্ পুরুষ ত কৃতকৃত্য হইয়া গিয়াছেন ; সুতরাং তাহার উদ্দেশে ভাল মন্দ কোন অনুষ্ঠানেরই প্রয়োজন হয় না। কেননা, যিনি সহভূত (সহযোগে স্থিতিশীল) অন্ন ও প্রাণকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছেন, সেই বিদ্বান্ ত কোন অসাধু কার্য্য দ্বারাও হীনতা প্রাপ্ত হন না, আর উত্তম কর্ম্ম দ্বারাও অভিনন্দিত হন না ; [সুতরাং তাহার সম্বন্ধে সাধু বা অসাধু কর্ম্মের কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই]। পুত্র এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে পর, পিতা তাহাকে হস্তদ্বারা নিবারণপূর্ব্বক বলিলেন, হে প্রাতৃদ, তুমি এরূপ কথা বলিও না ; এই অন্ন ও প্রাণের উক্তপ্রকার একধাভাব অবগত হইয়া কোন লোক পরমতা প্রাপ্ত হয় ? এরূপ

(১) তাৎপর্য্য—প্রশ্নোপনিষদে প্রাণকে 'অত্তা' (ভোক্তা) বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যথা—'ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণৈক ঋষিরত্তা বিশ্বস্য সৎপতিঃ। বয়মাদ্যস্য দাতারঃ পিতা ত্বং মাতরিশ্ব নঃ ॥" (২।১১)। ইহার অর্থ এই যে, হে প্রাণ, তুমি ব্রাত্য ; কেননা, তুমি সকলের প্রথমে উৎপন্ন এবং তোমাদ্বারাই অপরের সংস্কার সম্পন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু তোমার সংস্কার-সাধক কেহ নাই। তুমিই একর্ষি নামক প্রসিদ্ধ অগ্নিস্বরূপ ; তুমিই সমস্ত ভোগ্য বস্তুর অদনকর্ত্তা—ভোক্তা এবং জগতের সৎপতি ; আমরা তোমার উদ্দেশেই অন্নদান করিয়া থাকি, হে বায়ুরূপী প্রাণ, তুমিই আমাদের পিতা। অন্যত্র আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, "ক্ষুৎপিপাসে প্রাণধর্ম্মৌ স্বপ্ননিদ্রে তু মানসে", অর্থাৎ ক্ষুধা ও পিপাসা এই দুইটী প্রাণের ধর্ম্ম, আর স্বপ্ন ও নিদ্রা হইতেছে মনের ধর্ম্ম।

ব্রহ্মদর্শনের ফলে কোন বিদ্বান্ই পরমত্ব বা ব্রহ্মভাব লাভ করিতে পারে না; অতএব, ঐরূপ বিদ্বান্ যে, কৃতকৃত্য, একথা কখনই বলিতে পার না। ভাল, ইহা যদি এইরূপই হয়, তবে আপনিই বলুন, কি প্রকারে লোক পরমতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। ২

পিতা তাহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন; সেই কথাটী কি? [না, সেই কথাটী হইতেছে—] 'বি'; এই 'বি' পদের অর্থ যে কি, তাহা বলা হইতেছে—অন্নই 'বি'; কেননা, চরাচরাত্মক সমস্ত ভূতই এই অন্নে বিষ্ট—আশ্রিত রহিয়াছে; এই জন্য অন্নকে 'বি' বলা হইতেছে। ইহার পর পিতা আবার বলিলেন, 'রম্' ইতি; সেই 'রম্' অর্থ কি?— প্রাণই 'রম্'; কেন? তাহা বলিতেছেন—যেহেতু বলের আশ্রয়ভূত প্রাণে সমস্ত ভূতবর্গ রমণ করে; এই জন্য প্রাণ হইতেছে 'রম্'। যেহেতু অন্ন সমস্ত ভূতের আশ্রয়ভূত এবং প্রাণ সমস্তভূতের রতি বা আনন্দদায়কগুণযুক্ত; [সেই হেতুই প্রাণ 'রম্';], কেননা, কেহই দেহবিমুক্ত নিরাশ্রয়ভাবে রতি অনুভব করিতে সমর্থ হয় না; অথবা আশ্রয়ভূত দেহসত্ত্বেও প্রাণ না থাকিলে দুর্ব্বল অবস্থায় রতি অনুভব করিতে পারে না; লোক যখনই দেহ ও প্রাণের সংযোগে সবল হয়, তখনই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া আনন্দ অনুভব করিতে থাকে; কারণ, শ্রুতিও বলিয়াছেন—'সৎস্বভাবাপন্ন প্রথমবয়স্ক যুবা হইবে এবং বেদাধ্যায়ী হইবে' ইত্যাদি। অতঃপর, যথোক্ত বিজ্ঞানের ফল বলা হইতেছে—যিনি এইরূপ জানেন, অন্নগুণ-জ্ঞানের দরুণ সমস্ত ভূত তাহাতে প্রবেশ করে, এবং প্রাণ-বিজ্ঞানের দরুণ সমস্ত ভূত ইহাতে রমণ করে॥ ৩৫১ ॥ ১ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বাদশ ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৫ ॥ ১২ ॥

উক্থম্, প্রাণো বা উক্থম্, প্রাণো হীদꣳসর্ব্বমুত্থাপয়-ত্যুদ্ধাস্মাদুক্থবিদ্বীরস্তিষ্ঠত্যুক্থস্য সাযুজ্যꣳ সলোকতাং জয়তি য এবং বেদ ॥ ৩৫২ ॥ ১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। 'উক্থম্' (ইদানীমপরম্ 'উক্থোপাসনম্' উচ্যতে)— প্রাণঃ বৈ উক্থম্; হি (যস্মাৎ প্রাণঃ ইদং সর্ব্বং জগৎ) উত্থাপয়তি, [জগদুত্থাপনাৎ প্রাণস্য উক্থত্বমিতি ভাবঃ]। যঃ এবং বেদ; অস্মাৎ (এবংবিধজ্ঞানসম্পন্নাৎ) হ (নিশ্চয়ে) উক্থবিদ্ বীরঃ [চ পুত্রঃ]

তিষ্ঠতি (উৎপদ্যতে); [স্বয়ং চ] উক্থস্য সাযুজ্যং সলোকতাং (সমানলোকবর্ত্তিত্বং চ) জয়তি (অধিকরোতি) ॥ ৩৫২ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ। অতঃপর উক্থ-রূপে আর একটী উপাসনা কথিত হইতেছে— প্রাণ হইতেছে উক্থ; কারণ, প্রাণই এই সমস্ত জগৎ উত্থাপিত করে। যে লোক এই প্রকার জ্ঞান লাভ করে, সেই লোকের উক্থবিদ্ বীর পুত্র উৎপন্ন হয়; এবং সে নিজেও উক্থের সাযুজ্য ও সালোক্য লাভ করে ॥ ৩৫২ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। উক্থম্—তথা উপাসনান্তরম্; উক্থং শস্ত্রম্; তদ্ধি প্রধানং মহাব্রতে ক্রতৌ। কিং পুনস্তদুক্থম্? প্রাণো বৈ উক্থম্; প্রাণশ্চ প্রধান ইন্দ্রিয়াণাম্, উক্থঞ্চ শস্ত্রাণাম্; অত উক্থমিত্যুপাসীত। কথং প্রাণ উক্থম্? ইত্যাহ—প্রাণঃ হি যস্মাৎ ইদং সর্ব্বম্ উত্থাপয়তি; উত্থাপনাদুক্থং প্রাণঃ; ন হি অপ্রাণঃ কশ্চিদুত্তিষ্ঠতি। তদুপাসনফলমাহ—উৎ হ অস্মাৎ এবংবিদঃ উক্থবিৎ প্রাণবিদ্ বীরঃ পুত্র উত্তিষ্ঠতি হ। দৃষ্টমেতৎ ফলম্; অদৃষ্টন্তু, উক্থস্য সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি, য এবং বেদ ॥ ৩৫২ ॥ ১ ॥

টীকা। অন্নপ্রাণয়োস্ত্রগুণবিশিষ্টয়োর্ম্মিলিতয়োরুপাসনমুক্তমিদানীং ব্রাহ্মণান্তরমাদায় তাৎপর্য্যমাহ—উক্থমিতি। ননু শাস্ত্রান্তরেষু কিমিত্যুক্থমুপাস্যত্বেনোপন্যস্যতে? তত্রাহ—তদ্ধীতি। কস্মিন্ কিমারোপ্য কস্তোপাস্যত্বমিতি প্রশ্নদ্বারা বিবৃণোতি—কিং পুনরিতি। তস্মিন্নুক্তদৃষ্টৌ হেতুমাহ—প্রাণশ্চেতি। তস্মিন্নুক্থশব্দ সমবেতার্থত্বং প্রশ্নপূর্ব্বকমাহ—কথমিত্যাদিনা। উত্থানস্য স্বতোঽপি সংভবান্ন প্রাণকৃতত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। উক্তস্য প্রাণস্তেতদ্বিজ্ঞানতারতম্যমপেক্ষ্য সাযুজ্যং সালোক্যং চ ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ৩৫২॥১ ॥

ভাষ্যানুবাদ। 'উক্থ'—পূর্ব্বের ন্যায় ইহাও একটী উপাসনা। উক্থ অর্থ সামবেদোক্ত শস্ত্রবিশেষ অর্থাৎ একপ্রকার গাথা বা স্তোত্র; মহাব্রতনামক ক্রতুতে এই উক্থই প্রধান অঙ্গ। এখানে সেই উক্থ কি? প্রাণই উক্থ; কেননা, প্রাণই ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্যে প্রধান; এবং উক্থও সমস্ত 'শস্ত্রের' মধ্যে শ্রেষ্ঠ; অতএব প্রাণকে উক্থ বলিয়া উপাসনা করিবে। প্রাণ যে, কি কারণে উক্থ, তাহা বলা হইতেছে,—যেহেতু প্রাণই সমস্ত বস্তুকে উত্থাপিত করে, সেই হেতু—উত্থাপন করে বলিয়াই প্রাণ উক্থ-পদবাচ্য; কেননা, প্রাণহীন কেহই উত্থিত হয় না। এই উপাসনার

ফল বলিতেছেন—যিনি এইরূপ জানেন, সেই এবম্ পুরুষ হইতে উক্থবিদ্ অর্থাৎ প্রাণবিদ্ ও বীর পুত্র উত্থিত হয় (জন্ম লাভ করে); ইহা হইতেছে উপাসনার দৃষ্ট ফল অর্থাৎ উক্থ-বিদ্যার ঐহিক ফল; কিন্তু অদৃষ্ট বা পারলৌকিক ফল হইতেছে—তিনি উক্থের সালোক্য ও সাযুজ্য লাভ করেন ॥ ৩৫২ ॥ ১ ॥

যজুঃ, প্রাণো বৈ যজুঃ, প্রাণে হীমানি সর্ব্বাণি ভূতানি যুজ্যন্তে, যুজ্যন্তে হাস্মৈ সর্ব্বাণি ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায়, যজুষঃ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি, য এবং বেদ ॥ ৩৫৩ ॥ ২ ॥

সম্বন্ধার্থঃ। অতঃপরং যজুরূপেণ উপাসনান্তরমুচ্যতে—"যজুঃ" ইত্যাদিনা। প্রাণঃ বৈ (এব) যজুঃ; হি (যস্মাৎ) ইমানি সর্ব্বাণি ভূতানি (প্রাণিনঃ) প্রাণে যুজ্যন্তে (সংবধ্যন্তে)। যঃ এবং বেদ, অস্মৈ (বিদুষে) ইমানি সর্ব্বাণি ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায় (এবংবিদঃ শ্রেষ্ঠত্ব-সাধনায়) যুজ্যন্তে (উদ্যমং কুর্ব্বন্তি); [স চ] যজুষঃ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি ॥ ৩৫৩ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ। অতঃপর যজুঃস্বরূপে প্রাণোপাসনা কথিত হইতেছে। প্রাণই যজুঃ; কারণ, এই সমস্ত ভূতই প্রাণের সহিত সংযুক্ত থাকে; যে লোক এই বিদ্যা জানে, তাহার শ্রেষ্ঠতা সাধনার্থ দৃশ্যমান সমস্ত ভূতই উদ্যম করিয়া থাকে, এবং তিনি নিজেও যজুর সাযুজ্য ও সালোক্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥৩৫৩॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যজুরিতি চোপাসীত প্রাণম্; প্রাণো বৈ যজুঃ। কথং যজুঃ প্রাণঃ? প্রাণে হি যস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি যুজ্যন্তে; ন হ্যসতি প্রাণে কেনচিৎ কস্যচিদ্যোগসামর্থ্যম্; অতো যুনক্তীতি প্রাণো যজুঃ। এবম্বিদঃ ফলমাহ, যুজ্যন্তে উদ্যচ্ছন্ত ইত্যর্থঃ। হ অস্মৈ এবংবিদে, সর্ব্বাণি ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যং শ্রেষ্ঠভাবঃ, তস্মৈ শ্রৈষ্ঠ্যায়, অয়ং নঃ শ্রেষ্ঠো ভবেদিতি। যজুষঃ প্রাণস্য সাযুজ্যমিত্যাদি সর্ব্বং সমানম্ ॥ ৩৫৩ ॥ ২ ॥

টীকা। যজুঃশব্দস্যাত্র রূঢ়্যাদযুক্তং প্রাণবিষয়ত্বমিতি শঙ্কিত্বা পরিহরতি—কথমিত্যাদিনা। অসত্যপি প্রাণে যোগঃ সংভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। প্রকরণানুগৃহীতপ্রাণশব্দসত্ত্যা যজুঃশব্দস্য রূঢ়িং ত্যক্ত্বা যোগোঽঙ্গীক্রিয়ত ইত্যাহ—অত ইতি ॥৩৫৩॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ। যজুঃস্বরূপে প্রাণের উপাসনা করিবে। * প্রাণই যজুঃ; প্রাণ যজুঃস্বরূপ কেন? যেহেতু এই সমস্ত ভূতই এই প্রাণে সংযুক্ত থাকে; কেননা, প্রাণ না থাকিলে কেহ কোন প্রকারে যোগ লাভ করিতে সমর্থ হয় না; অতএব যোগসাধন করে বলিয়াই প্রাণ যজুঃস্বরূপ। এবংবিধ জ্ঞানীর ফল বলিতেছেন—[যে লোক এইরূপ উপাসনা করে], তাহার শ্রৈষ্ঠ্যের (শ্রেষ্ঠতার) জন্য, সমস্ত ভূত উদ্যম করিয়া থাকে। 'যজুঃস্বরূপ প্রাণের' ইত্যাদি কথার অর্থ পূর্ব্বশ্রুতির অর্থের অনুরূপ॥ ৩৫৩॥২॥

সাম, প্রাণো বৈ সাম, প্রাণে হীমানি সর্ব্বাণি ভূতানি সম্যঞ্চি, সম্যঞ্চি হাস্মৈ সর্ব্বাণি ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায় কল্পন্তে সাম্নঃ সাযুজ্যꣳসলোকতাং জয়তি য এবং বেদ ॥ ৩৫৪ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ইদানীং সামবিষয়কমুপাসনমুচ্যতে সামেত্যাদিনা। প্রাণঃ বৈ (এব) সাম; হি (যতঃ) ইমানি সর্ব্বাণি ভূতানি প্রাণে সম্যঞ্চি (সংগতানি ভবন্তি), যঃ এবং বেদ, অস্মৈ (বিদুষে) শ্রৈষ্ঠ্যায় (শ্রেষ্ঠত্বায়) সর্ব্বাণি ভূতানি সম্যঞ্চি (সংগতানি ভবন্তি); [স্বয়ংচ] সাম্নঃ সাযুজ্যং সলোকতাং চ জয়তি॥ ৩৫৪॥৩॥

মূলানুবাদ। এখানে সামবিষয়ক উপাসনা কথিত হইতেছে—প্রাণই সামস্বরূপ; কারণ, এই সমস্ত ভূতই সামে সঙ্গত আছে। যে কোন লোক এইরূপে ইহা জানে, সমস্ত ভূত তাহার শ্রেষ্ঠতা-সাধনের জন্য উদ্যোগী হয়; এবং সে নিজেও সামের সাযুজ্য ও সলোকতা লাভ করেন॥ ৩৫৪॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সামেতি চোপাসীত প্রাণম্। প্রাণো বৈ সাম; কথং প্রাণঃ সাম। প্রাণে হি যস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি সম্যঞ্চি সঙ্গচ্ছন্তে, সঙ্গমনাৎ সাম্যাপত্তিহেতুত্বাৎ সাম প্রাণঃ। সম্যঞ্চি সঙ্গচ্ছন্তে হ অস্মৈ সর্ব্বাণি ভূতানি। ন কেবলং সঙ্গচ্ছন্ত এব, শ্রেষ্ঠভাবায় চাস্মৈ কল্পন্তে সমর্থ্যন্তে, সাম্নঃ সাযুজ্যমিত্যাদি পূর্ব্ববৎ॥ ৩৫৪ ॥ ৩ ॥

টীকা। সংগমনাদিত্যেতদেব ব্যাচষ্টে—সাম্যেতি। ৩৫৪। ৩।

ভাষ্যানুবাদ। প্রাণকে সাম বলিয়া উপাসনা করিবে। প্রাণই সাম; প্রাণ সামস্বরূপ কিপ্রকারে? না, যেহেতু সমস্ত ভূতই প্রাণেতে সম্যক্ অনুগত থাকে; সেই হেতু—সাম্যপ্রাপ্তির হেতু বলিয়া প্রাণই সামস্বরূপ। যে ব্যক্তি এইরূপে উপাসনা করে, সমস্ত ভূত তাহার জন্য সম্মিলিত হয়; কেবল যে, সম্মিলিতই হয়, তাহা নহে, পরন্তু তাহার শ্রেষ্ঠতা-সম্পাদনের নিমিত্ত সমরসত্বও প্রাপ্ত হয়, এবং সে ব্যক্তি সামের সাযুজ্য ও সলোকতা অধিকার করে ॥৩৫৪॥৩

ক্ষত্রম্, প্রাণো বৈ ক্ষত্রম্, প্রাণো হি বৈ ক্ষত্রম্, ত্রায়তে হৈনং প্রাণঃ ক্ষণিতোঃ, প্র ক্ষত্রমত্রমাপ্নোতি, ক্ষত্রস্য সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি য এবং বেদ ॥ ৩৫৫ ॥ ৪ ॥

ইতি ত্রয়োদশং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥ ১৩ ॥

সরলার্থঃ। অথ ক্ষত্রবিষয়কমুপাসনমুচ্যতে ক্ষত্রমিত্যাদিনা। প্রাণঃ বৈ ক্ষত্রম্; হি (যস্মাৎ) প্রাণঃ ক্ষত্রং বৈ (প্রসিদ্ধম্), [তস্মাৎ] প্রাণঃ হ এনং (দেহং) ক্ষণিতোঃ (হিংসনাৎ) ত্রায়তে (রক্ষতি)। যঃ এবং বেদ, [সঃ] অত্রং (অন্যেন ন ত্রায়তে ইতি অত্রম্, তাদৃশং) ক্ষত্রং প্রাণং প্রাপ্নোতি, ক্ষত্রস্য সাযুজ্যং সলোকতাং চ জয়তি ॥ ৩৫৫ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ। এখন ক্ষত্রবিষয়ক অন্যরকম উপাসনা বর্ণিত হইতেছে—প্রাণই ক্ষত্র; প্রাণ হইতেছে ক্ষত্র—যেহেতু হিংসা হইতে সে এই দেহকে রক্ষা করে, সেই হেতু প্রাণের ক্ষত্রত্ব সুপ্রসিদ্ধ; যে ব্যক্তি প্রাণের ক্ষত্রত্ব জানে, প্রাণসমূহ তাহাকে ক্ষয় বা হিংসা হইতে রক্ষা করিয়া থাকে; এবং সে নিজেও অনন্যরক্ষিত ক্ষত্র প্রাণকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অধিকন্তু ক্ষত্র প্রাণের সাযুজ্য ও সলোকতা লাভ করে ॥৩৫৫॥৪॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রয়োদশ ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা ॥ ৫ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তং প্রাণং ক্ষত্রমিত্যুপাসীত, প্রাণো বৈ ক্ষত্রম্; প্রসিদ্ধমেতৎ প্রাণো হি বৈ ক্ষত্রম্। কথং প্রসিদ্ধতেত্যাহ—ত্রায়তে পালয়ত্যেনং পিণ্ডং দেহং প্রাণঃ, ক্ষণিতোঃ শস্ত্রাদি-হিংসিতাৎ পুনর্মাংসেনা-

পূরয়তি যস্মাৎ, তস্মাৎ ক্ষতত্রাণাৎ প্রসিদ্ধং ক্ষত্রত্বং প্রাণস্য। বিদ্বৎফলমাহ—প্র ক্ষত্রমত্রম্, ন ত্রায়তেঽন্যেন কেনচিদিত্যত্রম্, ক্ষত্রং প্রাণঃ, তমত্রং ক্ষত্রং প্রাণং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। শাখান্তরে বাপাঠাৎ ক্ষত্রমাত্রং প্রাপ্নোতি প্রাণো ভবতীত্যর্থঃ। ক্ষত্রস্য সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি য এবং বেদ ॥ ৩৫৫ ॥ ৪ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য ত্রয়োদশং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥ ১৩ ॥

টীকা। শাখান্তরশব্দেন মাধ্যন্দিনশাখোচ্যতে ॥ ৩৫৫।৪ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং পঞ্চমাধ্যায়স্য ত্রয়োদশং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫।১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই প্রাণকে ক্ষত্র বলিয়া উপাসনা করিবে। প্রাণই ক্ষত্র; প্রাণ যে, ক্ষত্র, ইহা প্রসিদ্ধও বটে। কি রকমে প্রসিদ্ধ, তাহা কথিত হইতেছে—যেহেতু প্রাণ এই দেহ-পিণ্ডকে শস্ত্রাদিজনিত ক্ষয় হইতে ত্রাণ করে—রক্ষা করে অর্থাৎ মাংস দ্বারা পুনর্ব্বার ক্ষতস্থান পূরণ করে, সেই হেতু—ক্ষত-ত্রাণ হেতু প্রাণের ক্ষত্রত্ব প্রসিদ্ধ। বিদ্যার ফল বলিতেছেন—যাহা আত্মরক্ষার জন্য অন্য কাহারো অপেক্ষা করে না, তাহার নাম—অত্র; উক্ত ক্ষত্র প্রাণই অত্র; বিদ্বান্ পুরুষ সেই অত্র ক্ষত্র প্রাণকে প্রাপ্ত হয়। অন্য শাখায় এখানে 'বা' শব্দ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, সে কেবলই ক্ষত্রস্বরূপ—প্রাণস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। যে লোক এইরূপ উপাসনা করে, সে লোক ক্ষত্রের সাযুজ্য ও সমান লোক লাভ করিয়া থাকে ॥৩৫৫॥৪॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রয়োদশ ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৫ ॥১৩ ॥

ভূমিরন্তরিক্ষং দ্যৌরিত্যষ্টাবক্ষরাণ্যষ্টাক্ষরং হ বা একং গায়ত্র্যৈ পদমেতদু হৈবাস্যা এতৎ, স যাবদেষু ত্রিষু তাবদ্ধ জয়তি যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদ ॥ ৩৫৬ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ। ইদানীং গায়ত্রীচ্ছন্দোদ্বারেণ প্রাণোপাসনমুচ্যতে—"ভূমিঃ" ইত্যাদিনা। ভূমিঃ (পৃথিবী), অন্তরিক্ষং (আকাশং), দ্যৌঃ (দ্যুলোকঃ স্বর্গঃ) ইতি (এতানি) অষ্টৌ অক্ষরাণি; (দ্যৌঃ ইত্যত্র দ-কার-য-কারয়োর্ব্বিশ্লেষণাৎ অষ্টত্বম্ মন্তব্যম্, অন্যথা সপ্তত্বং স্যাৎ), গায়ত্র্যৈ (গায়ত্র্যাঃ) একং পদং (প্রথমঃ পাদঃ) অষ্টাক্ষরম্ চ, হবৈ (ইতি প্রসিদ্ধিদ্যোতকৌ), অস্য এতৎ (অক্ষরাষ্টকং) (গায়ত্র্যাঃ) এতৎ (প্রথমং

পদং) উ হ এব (নিশ্চয়ে)। সঃ (উপাসকঃ) এষু ত্রিষু লোকেষু যাবৎ, তাবৎ হ জয়তি ; [কঃ ?] যঃ অস্যাঃ (গায়ত্র্যাঃ) এতৎ (পদং) এবং (যথোক্তন রূপেণ) বেদ (জানাতি, সঃ) ॥ ৩১৬ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ। প্রকারান্তরে উপাসনা কথিত হইতেছে—ভূমি, অন্তরিক্ষ ও দ্যৌ [দ ও য], এই তিনটী শব্দে আটটী অক্ষর আছে ; আট অক্ষরে গায়ত্রীর একটী পদ বা চরণ হয় ; উক্ত আটটী অক্ষরই গায়ত্রীর সেই পদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। (১) যিনি এই গায়ত্রীর এই পদটী জানেন, তিনি ত্রিলোকের মধ্যে যাহা কিছু আছে, সে সমস্তই জয় করেন ॥ ৩১৬ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ব্রহ্মণো হৃদয়াত্মনেকোপাধিবিশিষ্টস্যোপাসনমুক্তম্ ; অথেদানীং গায়ত্র্যুপাধিবিশিষ্টস্যোপাসনং বক্তব্যমিত্যারভ্যতে।১

সর্ব্বচ্ছন্দসাং হি গায়ত্রী ছন্দঃ প্রধানভূতম্ ; তৎপ্রয়োক্তৃগয়-ত্রাণাৎ গায়ত্রীতি বক্ষ্যতি। ন চান্যেষাং ছন্দসাং প্রযোক্তৃ-প্রাণত্রাণসামর্থ্যম্ ; প্রাণাত্মভূতা চ সা ; সর্ব্বচ্ছন্দসাঞ্চাত্মা প্রাণঃ। প্রাণশ্চ ক্ষতত্রাণাৎ ক্ষত্রমিত্যুক্তম্ ; প্রাণশ্চ গায়ত্রী ; তস্মাত্তদুপাসনমেব বিধিৎস্যতে ; দ্বিজোত্তমজন্মহেতুত্বাচ্চ—"গায়ত্র্যা ব্রাহ্মণমসৃজত, ত্রিষ্টুভা রাজন্যং, জগত্যা বৈশ্যম্" ইতি দ্বিজোত্তমস্য দ্বিতীয়ং জন্ম গায়ত্রীনিমিত্তম্ ; তস্মাৎ প্রধানা গায়ত্রী ; "ব্রাহ্মণা ব্যুত্থায়, ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি, স ব্রাহ্মণো বিপাপো বিজরোঽবিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবতি" ইত্যুত্তমপুরুষার্থসম্বন্ধং ব্রাহ্মণস্য দর্শয়তি। তচ্চ ব্রাহ্মণত্বং গায়ত্রীজন্মমূলম্, অতো বক্তব্যং গায়ত্র্যাঃ সতত্ত্বম্।২

গায়ত্র্যা হি যঃ সৃষ্টো দ্বিজোত্তমো নিরঙ্কুশ এবোত্তমপুরুষার্থসাধনেঽধিক্রিয়তে ; অতস্তন্মূলঃ পরমপুরুষার্থসম্বন্ধঃ। তস্মাত্তদুপাসনবিধানায়াহ—ভূমিরন্তরিক্ষং দ্যৌঃ ইত্যেতান্যষ্টাবক্ষরাণি ; অষ্টাক্ষরম্ অষ্টাবক্ষরাণি যস্য, তদিদমষ্টাক্ষরম্ ; হ বৈ প্রতিদ্বাবদ্যোতকৌ। একং প্রথমম্, গায়ত্র্যৈ গায়ত্র্যাঃ, পদম্ ; যকারেণৈবাষ্টত্বপূরণম্। এতদু হ এব এতদেবাস্যা গায়ত্র্যাঃ পদং পাদঃ প্রথমঃ ভূম্যাদিলক্ষণত্রৈলোক্যাত্মা, অষ্টাক্ষরত্বসামান্যাৎ ; এবমেতৎ ত্রৈলোক্যাত্মকং গায়ত্র্যাঃ প্রথমং পদং যো বেদ, তস্যৈতৎ ফলম্ - বিদ্বান্ যাবৎ কিঞ্চিৎ এষু ত্রিষু লোকেষু জেতব্যম্, তাবৎ সর্ব্বং হ জয়তি, যোঽস্যৈ এতদেবং পদং বেদ ॥ ৩১৬ ॥ ১ ॥

টীকা। বৃত্তমনূদ্য গায়ত্রীব্রাহ্মণস্য তাৎপর্য্যমাহ—ব্রহ্মণ ইত্যাদিনা। ছন্দোঽন্তরেষ্বপি বিদ্যমানেষু কিমিতি গায়ত্র্যুপাধিকমেব ব্রহ্মোপাস্যমিষ্যতে ? তত্রাহ—সর্ব্বচ্ছন্দসামিতি। তৎপ্রাধান্যে হেতুমাহ—তৎপ্রয়োক্তৃ্ণিতি। তুল্যং প্রয়োক্তৃপ্রাণত্রাণসামর্থ্যং ছন্দোঽন্তরাণামপীতি চেন্নেত্যাহ—ন চেতি। প্রমাণাভাবাদিতি ভাবঃ। কিংচ প্রাণাত্মভাবো গায়ত্র্যা বিবক্ষ্যতে, প্রাণশ্চ সর্ব্বেষাং ছন্দসাং নির্ব্বর্ত্তকত্বা-দাত্মা, তথা চ সর্ব্বচ্ছন্দোব্যাপকগায়ত্র্যুপাধিকব্রহ্মোপাসনমেবাত্র বিবক্ষিতমিত্যাহ—প্রাণাত্মেতি। তদাত্মভূতা গায়ত্রীত্যুক্তং ব্যক্তীকরোতি—প্রাণশ্চেতি। তৎপ্রয়োক্তৃত্রায়ণাদ্ধি গায়ত্রী। প্রাণশ্চ বাগাদীনাং ত্রাতা। ততশ্চৈকলক্ষণত্বাত্তয়োস্তাদাত্ম্য-মিত্যর্থঃ। প্রাণগায়ত্র্যোস্তাদাত্ম্যে ফলিতমাহ - তস্মাদিতি। গায়ত্রীপ্রাধান্যে হেত্বন্তরমাহ—দ্বিজোত্তমেতি তদেব স্ফুটয়তি—গায়ত্রেতি। তৎপ্রাধান্যে হেত্বন্তরমাহ—ব্রাহ্মণা ইতি। কথমেতাবতা গায়ত্রীপ্রাধান্যং ? তত্রাহ—তত্রেতি। অতো বক্তব্যমিত্যত্রাতঃশব্দার্থমাহ—গায়ত্র্যা হীতি। অধিকারিবক্তৃতঃ কার্য্যমাহ—অত ইতি। তচ্ছন্দো গায়ত্রীবিষয়ঃ। গায়ত্রীবৈশিষ্ট্যং পরামৃশ্য ফলিতমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। গায়ত্রীপ্রথমপাদস্য সপ্তাক্ষরত্বং প্রতীয়তে ন ষষ্টাক্ষরত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যকারেণেতি। গায়ত্রীপ্রথমপাদস্য ত্রৈলোক্যনাম্নশ্চ সংখ্যাসামান্যপ্রযুক্তং কার্য্যমাহ—এতদিতি। গায়ত্রীপ্রথমপাদে ত্রৈলোক্যদৃষ্ট্যারোপস্য প্রয়োজনং দর্শয়তি—এবমিতি। প্রথমপাদজ্ঞানে বিরাড়াত্মকত্বং ফলতীত্যর্থঃ ॥ ৩।৬।১ ॥

ভাষ্যানুবাদ। ইতঃপূর্ব্বে হৃদয়প্রভৃতি নানাবিধ উপাধি-সহযোগে ব্রহ্মের উপাসনা অভিহিত হইয়াছে ; অতঃপর এখন গায়ত্রীরূপ উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মের উপাসনা বলিতে হইবে ; এইজন্য পরবর্ত্তী প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে।১

যতরকম ছন্দ আছে, তন্মধ্যে গায়ত্রী ছন্দই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ; যাহারা উহার প্রয়োগ বা গান করে, তাহাদিগকে ত্রাণ করে বলিয়া ঐ ছন্দের নাম 'গায়ত্রী', একথা নিজেই পরে বলিবেন। অপরাপর ছন্দের যে, প্রয়োগকর্ত্তা প্রাণকে পরিত্রাণ করিবার ক্ষমতা আছে, তাহাও নহে। গায়ত্রী হইতেছে প্রাণের আত্মস্বরূপ ; প্রাণ আবার সমস্ত ছন্দের আত্মা ; এবং ক্ষতত্রাণ হেতু প্রাণের আত্মস্বরূপ, একথাও বলা হইয়াছে ; সেই প্রাণই আবার গায়ত্রী ; এইজন্য সেই প্রাণের উপাসনা বিধান করা অভিপ্রেত হইতেছে। বিশেষতঃ উত্তম দ্বিজসৃষ্টির হেতুভূত বলিয়াও গায়ত্রীর উপাসনা বিধান করা আবশ্যক হইতেছে ; 'বিধাতা গায়ত্রী ছন্দোযোগে ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়াছেন, ত্রিষ্টুভ্ছন্দে ক্ষত্রিয়, আর জগতীছন্দে বৈশ্য সৃষ্টি করিয়াছেন', এই শ্রুতি দৃষ্টে জানা যায় যে, গায়ত্রীছন্দটী দ্বিজোত্তম ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় জন্মের হেতুভূত ; এই কারণে

গায়ত্রী হইতেছে ছন্দঃসমূহের মধ্যে প্রধানভূত। তাহার পর, 'ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রী দ্বারা এষণাত্রয় হইতে ব্যুত্থিত হইয়া অভিবাদন করিয়া থাকেন; সেই ব্রাহ্মণই পাপবিনির্ম্মুক্ত রজঃসম্পর্কশূন্য ও সন্দেহবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ হন', এখানে আবার ব্রাহ্মণের পক্ষেই উত্তম পুরুষার্থ লাভের যোগ্যতা প্রদর্শিত হইতেছে; সেই ব্রাহ্মণত্বের মূল কারণ হইতেছে গায়ত্রীর জপ; এই কারণে গায়ত্রীর তত্ত্বনির্দ্দেশ করা আবশ্যক। ২

গায়ত্রী দ্বারা যে দ্বিজোত্তম ব্রাহ্মণ সৃষ্ট হন, তিনিই উত্তম পুরুষার্থ— মোক্ষসাধনে অব্যাহতভাবে অধিকার প্রাপ্ত হন; কাজেই গায়ত্রীকে পরম-পুরুষার্থ সিদ্ধির মূল বলিতে হয়। এই কারণে সেই গায়ত্রীর উপাসনা বিধানার্থ বলিতেছেন 'ভূমি', 'অন্তরিক্ষ' ও 'দ্যৌ' [এই শব্দত্রয়ে] আটটী অক্ষর আছে; গায়ত্রীর একটী (প্রথম) পদও অষ্টাক্ষর অর্থাৎ আটটী অক্ষর যাহাতে আছে, এইরূপ অষ্টাক্ষরযুক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানে ['দ্যৌ' শব্দের] 'য' অক্ষরটী পৃথক্ করিয়া অষ্টাক্ষর পূরণ করিতে হয় (১)। ইহাই উক্ত গায়ত্রীর ভূমি, অন্তরিক্ষ ও দ্যৌঃ স্বরূপ ত্রৈলোক্যাত্মক প্রথম পদ (পাদ) অর্থাৎ চারিভাগের প্রথমভাগ; কেননা, আট অক্ষরে গায়ত্রীর একটী পাদ হয়, আর 'ভূমি অন্তরিক্ষ ও দ্যৌ' এই শব্দত্রয়েও আট অক্ষর রহিয়াছে; এই সাম্যনিবন্ধন এই অষ্টাক্ষরকে গায়ত্রীর প্রথম পাদ বলা হইয়াছে। যে ব্যক্তি গায়ত্রীর উক্ত প্রকারে ত্রৈলোক্যাত্মক প্রথম পাদ জানে, তাহার এই ফল হয়, —ভূমি, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক—এই লোকত্রয়ে যাহা কিছু জেতব্য (অধিকার করিবার বিষয়) আছে; যিনি এইরূপে গায়ত্রীর প্রথম পাদ জানেন, তিনি সে সমস্ত বিষয় জয় করেন, অর্থাৎ ত্রিলোকে তাহার অনধিকৃত কোন বিষয় থাকে না॥ ৩৩৬ ॥ ১ ॥

ঋচো যজূংষি সামানীত্যষ্টাবক্ষরাণ্যষ্টাক্ষরꣳ হ বা একং

(১) তাৎপর্য্য—যদিও 'ভূমি অন্তরিক্ষ ও দ্যৌ' এই তিনটী শব্দে সাতটীর অধিক অক্ষর দেখা যায় না সত্য, তথাপি 'দ্যৌ' শব্দের দ ও য্ অক্ষর দুইটীকে পৃথক্ করিয়া গণনা করিলে নিশ্চয়ই আট সংখ্যা পূর্ণ হয়। এইরূপ অক্ষর বিশ্লেষণ করিয়া সংখ্যা পূরণ করিবার পদ্ধতি বেদে বহুস্থানে দৃষ্ট হয়; প্রসিদ্ধ বৈদিক গায়ত্রীর 'বরেণ্য' শব্দটীর 'ণ' ও 'য্' অক্ষর দুইটীকে পৃথক্ভাবে পাঠ করিয়া অষ্টম সংখ্যা পূরণের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

গায়ত্র্যৈ পদমেতদু হৈবাস্যা এতৎ, স যাবতীয়ং ত্রয়ী বিদ্যা, তাবদ্ধ জয়তি যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদ ॥ ৩৫৭ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ। 'ঋচঃ যজুংষি সামানি' ইতি অষ্টৌ অক্ষরাণি ; গায়ত্র্যৈ (গায়ত্র্যাঃ) একং পদং (চরণঃ) অষ্টাক্ষরং হ বৈ (অষ্টাক্ষরত্বেন প্রসিদ্ধম্) ; এতৎ (ঋগ্‌যজুঃসামলক্ষণম্ উ হ এব অস্যাঃ (গায়ত্র্যাঃ) এতৎ (দ্বিতীয়ং পদম্)। যঃ (জনঃ) অস্যাঃ (গায়ত্র্যাঃ) এতৎ পদং এবং (যথোক্ত-প্রকারং) বেদ, সঃ (বিদ্বান্), ইয়ং ত্রয়ীবিদ্যা (বেদবিদ্যা) যাবতী (যাবৎপরিমাণা—যাবৎফলা), তাবৎ (তাবৎ ফলম্) জয়তি (লভতে) হ ॥ ৩৫৭ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ। 'ঋক্' 'যজূংষি' (যজুঃসমূহ) ও 'সামানি' (সামসমূহ) এই আটটী অক্ষর ; গায়ত্রীর একটী (দ্বিতীয়) পদও অষ্টযু ক্ষুঃ বলিয়া প্রসিদ্ধ ; উক্ত বেদত্রয়ের আটটী নামাক্ষরই গায়ত্রীর সেই দ্বিতীয় পাদ। যে লোক গায়ত্রীর এইরূপ পাদটী জানেন, তিনি বেদত্রয়ে যে সমস্ত ফল অভিহিত আছে, সে সমস্ত ফল প্রাপ্ত হন ॥ ৩৫৭ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তথা ঋচো যজূংষি সামানীতি। ত্রয়ীবিদ্যা-নামাক্ষরাণি এতান্যপ্যষ্টাবেব ; তথৈবাষ্টাক্ষরং হ বা একং গায়ত্র্যৈ পদং দ্বিতীয়ম্ ; এতদু হৈবাস্যা এতৎ ঋগ্‌যজুঃসামলক্ষণম্, অষ্টাক্ষরত্বসামান্যাদেব। স যাবতীয়ং ত্রয়ী বিদ্যা, ত্রয্যা বিদ্যয়া যাবৎ ফলজাতমাপ্যতে, তাবদ্ধ জয়তি, যোঽস্যা এতদ্গায়ত্র্যাস্ত্রৈবিদ্যালক্ষণং পদং বেদ ॥ ৩৫৭ ॥ ২ ॥

টীকা। প্রথমে পাদে ত্রৈলোক্যদৃষ্টিবৎ দ্বিতীয়ে পাদে কর্ত্তব্যা ত্রৈবিদ্যদৃষ্টিরিত্যাহ—তথেতি। দৃষ্টিবিধ্যুপযোগিত্বেন সংখ্যাসামান্যং কথয়তি—ঋচ ইতি। সংখ্যাসামান্য-ফলমাহ—এতদিতি। বিদ্যাফলং দর্শয়তি—স যাবতীতি ॥৩৫৭॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বের ন্যায় ত্রয়ীবিদ্যার (বেদবিদ্যার) যে, 'ঋক্', 'যজূংষি' ও 'সামানি' এই নামাক্ষর, ইহাও আটটী ; 'গায়ত্রী' ছন্দের একটী পদও (দ্বিতীয় পদও) সেইরূপই অষ্টাক্ষর বলিয়া প্রসিদ্ধ ; এইরূপে অক্ষরগত অষ্টত্বনিবন্ধন ঋক্ যজুঃ সামই গায়ত্রীছন্দের দ্বিতীয় পাদ। এই ত্রয়ী বিদ্যা যে পরিমাণ অর্থাৎ ত্রয়ী বিদ্যা দ্বারা যে পরিমাণ ফল পাওয়া যায়,

সেই ব্যক্তি সেই সমস্ত ফল প্রাপ্ত হন, যিনি গায়ত্রীর উক্তপ্রকার বেদত্রয়-স্বরূপ গায়ত্রীর দ্বিতীয় পাদ অবগত হন। ৩৫৭। ২।

প্রাণোঽপানো ব্যান ইত্যষ্টাবক্ষরাণ্যষ্টাক্ষরং হ বা একং গায়ত্র্যৈ পদমেতদু হৈবাস্যা এতৎ স যাবদিদং প্রাণি তাবদ্ধ জয়তি, যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদাথাস্যা এতদেব তুরীয়ং দর্শতং পদং পরোরজা য এষ তপতি, যদ্বৈ চতুর্থং তত্তুরীয়ং দর্শতং পদমিতি—দদৃশ ইব হ্যেষ পরোরজা ইতি সর্বমু হ্যেবৈষ রজ উপর্য্যুপরি তপত্যেবং হৈব শ্রিয়া যশসা তপতি যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদ ॥ ৩৫৮ ॥ ৩ ॥

সম্বন্ধার্থঃ। তথা, 'প্রাণঃ অপানঃ ব্যানঃ' ইতি অষ্টৌ অক্ষরাণি; গায়ত্র্যৈ (গায়ত্র্যাঃ) একং পদং (তৃতীয়ং পদং) অষ্টাক্ষরং হবৈ (প্রসিদ্ধম্); এতৎ উ হ এব অস্যাঃ (গায়ত্র্যাঃ) এতৎ (তৃতীয়ং পদম্)। যঃ (জনঃ) অস্যাঃ এতৎ (তৃতীয়ং পদং) এবং (যথোক্তেন প্রকারেণ) বেদ, সঃ (বিদ্বান্) ইদং প্রাণি (প্রাণবদ্ বস্তু) যাবৎ (যাবৎপরিমাণং), তাবং হ (তাবদেব—সর্ব্বং প্রাণিজাতং) জয়তি।

অথ (অনন্তরম্) [চতুর্থং পদমুচ্যতে—] অস্যাঃ (গায়ত্র্যাঃ) এতদ্ তুরীয়ং (চতুর্থং) দর্শতং (দৃশ্যমানমিব) পদম্; [কিং তৎ?] যঃ এষঃ পরোরজাঃ (রজসঃ পরঃ রজঃসম্বন্ধশূন্যঃ সূর্য্যঃ) তপতি; যৎ বৈ চতুর্থং (পদং), তৎ তুরীয়ং দর্শতং পদম্—ইতি। [কুতঃ দর্শতম্?] হি (যতঃ) এষঃ (মণ্ডলমধ্যস্থঃ) দদৃশে ইব দৃশ্যতে ইব। [কুতশ্চ] পরোরজা ইতি? হি (যস্মাৎ) সর্ব্বম্ রজঃ (রজোগুণাত্মকং জগৎ) উপর্য্যুপরি (অধিপতি-রূপেণ) এষঃ তপতি, [অতঃ পরোরজাঃ]। যঃ অস্যাঃ (গায়ত্র্যাঃ) এতৎ (তুরীয়ং) পদং এবং বেদ, (স বিদ্বান্) এবং হ (এবমেব) শ্রিয়া যশসা তপতি ॥ ৩৫৮ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ। পূর্ব্বের ন্যায় প্রাণ, অপান ও ব্যান এই শব্দত্রয়ে আটটী অক্ষর আছে, গায়ত্রীর তৃতীয় পদেও আট অক্ষর আছে; এইরূপ সংখ্যা-সাম্যনিবন্ধন প্রাণাদি আট অক্ষরই গায়ত্রীর

তৃতীয় পাদস্বরূপ। যে লোক এইপ্রকার গায়ত্রীর তৃতীয় পাদ জানেন, তিনি জগতে যত প্রাণী আছে, সে সমুদয়কে জয় করেন।

অতঃপর গায়ত্রীর চতুর্থ পাদ কথিত হইতেছে—ইহাই গায়ত্রীর দর্শত ও পরোরজা চতুর্থ পাদ, এই যিনি তাপ দিতেছেন; যাহা চতুর্থ, তাহাই তুরীয় দর্শত; যেহেতু যেন দৃষ্টই হইতেছে, [বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পুরুষ দৃষ্ট হয় না; এই কারণে তাহা দর্শত]; এবং যেহেতু রজোগুণময় এই সমস্ত জগতের উপরে উপরে অর্থাৎ অধিপতিরূপে অবস্থান করেন, সেইহেতু তিনি পরোরজাঃ। যে লোক এই প্রকারে গায়ত্রীর চতুর্থ পাদ অবগত হন, তিনি শ্রী ও যশের দ্বারা সমস্ত জগৎকে তাপ দিয়া থাকেন॥ ৩৫৮॥ ৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তথা প্রাণঃ অপানঃ ব্যানঃ, এতান্যপি প্রাণাদ্যভিধানাক্ষরাণ্যষ্টৌ, তচ্চ গায়ত্র্যাস্তৃতীয়ং পদম্; যাবদিদং প্রাণিজাতম্, তাবচ্চ জয়তি, যোঽস্যা এতদেবং গায়ত্র্যাস্তৃতীয়ং পদং বেদ। অথ অনন্তরং গায়ত্র্যাস্ত্রিপদায়াঃ শব্দাত্মিকায়াস্তুরীয়ং পদমুচ্যতে অভিধেয়ভূতম্—অথ অস্যাঃ প্রকৃতায়া গায়ত্র্যা এতদেব বক্ষ্যমাণং তুরীয়ং দর্শতং পদম্, পরোরজা য এষ তপতি। ১

তুরীয়মিত্যাদিবাক্য-পদার্থং স্বয়মেব ব্যাচষ্টে শ্রুতিঃ—যদ্বৈ চতুর্থং প্রসিদ্ধং লোকে, তদিহ তুরীয়শব্দেনাভিধীয়তে। দর্শতং পদমিত্যস্য কোঽর্থ ইত্যুচ্যতে—দদৃশ ইব, দৃশ্যত ইব হি এষ মণ্ডলান্তর্গতঃ পুরুষঃ, অতো দর্শতং পদমুচ্যতে। পরোরজা ইত্যস্য পদস্য কোঽর্থ ইত্যুচ্যতে—সর্ব্বং সমস্তং উ হি এব এষ মণ্ডলস্থঃ পুরুষঃ রজঃ রজোজাতং সমস্তং লোকমিত্যর্থঃ; উপর্য্যুপরি আধিপত্যভাবেন সর্ব্বং লোকং রজোজাতং তপতি। উপর্য্যুপরীতি বীপ্সা সর্ব্বলোকাধিপত্যখ্যাপনার্থা। নমু সর্ব্বশব্দেনৈব সিদ্ধত্বাদ্বীপ্সানর্থিকা? নৈষ দোষঃ, যেষামুপরিষ্টাৎ সবিতা দৃশ্যতে, তদ্বিষয় এব সর্ব্বশব্দঃ স্যাদিত্যা-শঙ্কানিবৃত্ত্যর্থা বীপ্সা, "যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তেষাঞ্চেষ্টে দেবকামানাঞ্চ" ইতিশ্রুত্যনুরোধাৎ, তস্মাৎ সর্ব্বাববোধার্থা বীপ্সা। যথাঽসৌ সবিতা সর্বাধিপত্যলক্ষণয়া শ্রিয়া যশসা চ খ্যাত্যা তপতি, এবং হৈব শ্রিয়া যশসা চ তপতি, যোঽস্যা এতদেবং তুরীয়ং দর্শতং পদং বেদ॥ ৩৫৮॥ ৩॥

টীকা। প্রথমদ্বিতীয়পাদযোপাস্তৈর্লোকাদ্যৈর্বিজ্ঞত্বং তৃতীয়ে পাদে প্রাণাদিদৃষ্টিঃ তথেতি। নম্বেবং ত্রিপদা গায়ত্রী ব্যাখ্যাতা চেৎ কিমুত্তরগ্রন্থেনেত্যাশঙ্ক্যাহ—অথেতি। শব্দাত্মকগায়ত্রীপ্রকরণবিচ্ছেদার্থোঽথশব্দঃ। যদ্বৈ চতুর্থমিত্যাদিগ্রন্থস্য পূর্বেণ পৌনরুক্ত্যমা-শঙ্ক্যাহ—তুরীয়মিতি। ইবেতি প্রকৃতবাক্যোক্তিঃ। যোঽয়ং দৃশ্যত ইবেতি লক্ষ্যতে ন তু মুখ্যমীদৃশমস্য দৃশ্যত্বমিত্যাহ—দৃশ্যত ইবেতি। 'লোকা রজাংস্যুচ্যন্তে' ইতি শ্রুত্যন্তরমাশ্রিত্যাহ—সমস্তমিতি। আধিপত্যভাবেনেতি কথং ব্যাখ্যানমিত্যাশঙ্ক্যাহ—উপর্যুপরীতীতি। বীপ্সামাক্ষিপতি—সর্বমিতি। সর্বং রজস্তপতীত্যেতাবতৈব সর্বাধিপত্যস্য সিদ্ধত্বাদ্ব্যর্থা বীপ্সেতি চোদ্যং দূষয়তি—নৈষ দোষ ইতি। যেষাং লোকানামিতি যাবৎ। মণ্ডলপুরুষস্য নিঃশেষলোকাধিপত্যমিত্যত্র ছান্দোগ্যশ্রুতিমনুকূলয়তি—যে চেতি। বীপ্সার্থবত্ত্বমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। চতুর্থপাদজ্ঞানস্য ফলবত্ত্বং কথয়তি—যথোক্তে ॥ ৩৫৮ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বের ন্যায় প্রাণাদির অভিধায়ক প্রাণ অপান ও ব্যান এই তিনটী নামেতেও আটটী অক্ষর আছে ; সেই অক্ষরসংখ্যই গায়ত্রীর তৃতীয় পাদ। যিনি গায়ত্রীর এই তৃতীয় পাদকে এইরূপে জানেন, তিনি, জগতে যে সমস্ত প্রাণী আছে, সে সমুদয়কে জয় করেন। অতঃপর শব্দাত্মক ত্রিপদা গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য চতুর্থ পাদ কথিত হইতেছে— এই যে প্রস্তাবিত, ইহাই—যাহার কথা পরে বলা হইতেছে, তাহাই তুরীয় (চতুর্থ) দর্শত পদ, এই যিনি পরোরজারূপে তাপ দিতেছেন।

এখন শ্রুতি নিজেই 'তুরীয়' ইত্যাদি বাক্যান্তর্গত পদগুলির অর্থ বর্ণনা করিতেছেন। এই আদিত্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী পুরুষ যেন দৃষ্টই হইতেছে, এই জন্য তাহাকে 'দর্শত' পদ বলা হইয়াছে। 'পরোরজাঃ' এই পদটীর অর্থ কি, তাহা বলিতেছেন—যেহেতু এই মণ্ডলমধ্যস্থ পুরুষ রজঃ—রজোগুণজাত সমস্ত লোকের উপরে উপরে থাকিয়া অধিপতিরূপে তাপ দিয়া থাকেন ; 'উপর্য্যু-পরি' এইরূপে বীপ্সা বা দ্বিরুক্তির উদ্দেশ্য—সর্ব্বলোকের উপরে তাহার আধিপত্য বা প্রভুত্ব জ্ঞাপন করা। ভাল, 'সর্ব্ব' পদ থাকাতেই যখন বীপ্সার প্রয়োজন সিদ্ধ হইতেছে, তখন বীপ্সায় আর প্রয়োজন কি? না, ইহা দোষাবহ হইতেছে না; কেননা, এরূপ আশঙ্কা হইতে পারিত যে, যাহাদের উপরিভাগে সূর্য্যদেব দৃষ্ট হইয়া থাকেন, 'সর্ব্ব' শব্দটী বোধ হয় কেবল সেই সমুদয় লোকেরই বোধক ; সেই আশঙ্কা অপনয়নের নিমিত্ত এখানে বীপ্সার আবশ্যক রহিয়াছে ; কারণ, অন্য শ্রুতি বলিয়াছেন যে, 'এই সূর্য্যমণ্ডলের উপরে যে সমুদয় লোক (ভোগস্থান) বিদ্যমান আছে, সেই সমুদয়

লোকের এবং দেবগণের কাম্য বিষয়সমূহেরও তিনি ঈশ্বর'; অতএব বুঝিতে হইবে যে, নিখিল লোক বুঝাইবার নিমিত্ত এখানে বীপ্সা প্রযুক্ত হইয়াছে। এই সূর্য্যদেব যেরূপ সর্ব্বাধিপত্যরূপ শ্রী ও যশঃ—লোকপ্রতিষ্ঠা দ্বারা তাপ দিয়া থাকেন, যিনি গায়ত্রীর এই চতুর্থ দর্শত পদ অবগত হন, তিনিও সেইরূপ শ্রী ও যশঃ দ্বারা তাপ দিয়া থাকেন ॥৩৫৮॥৩॥

সৈষা গায়ত্র্যেতস্মিংস্তুরীয়ে দর্শতে পদে পরোরজসি প্রতিষ্ঠিতা, তদ্বৈ তৎ সত্যে প্রতিষ্ঠিতং, চক্ষুর্ব্বৈ সত্যম্ চক্ষুর্হি বৈ সত্যম্, তস্মাদ্যদিদানীং দ্বৌ বিবদমানাবেয়াতাম্—অহমদর্শমহমশ্রৌষমিতি, য এব ব্রূয়াদহমদর্শমিতি, তস্মা এব শ্রদ্দধ্যাম। তদ্বৈ তৎ সত্যং বলে প্রতিষ্ঠিতম্, প্রাণো বৈ বলম্, তৎ প্রাণে প্রতিষ্ঠিতম্, তস্মাদাহুর্ব্বলংসত্যাদোগীয় ইত্যেবম্ বেষা গায়ত্র্যধ্যাত্মং প্রতিষ্ঠিতা, সা হৈষা গয়াংস্তত্রে, প্রাণা বৈ গয়াস্তৎপ্রাণাংস্তত্রে, তদ্যদ্গয়াংস্তত্রে তস্মাদ্ গায়ত্রী নাম, স যামেবামূং সাবিত্রীমন্বাহৈষৈব সা, স যস্মা অন্বাহ তস্য প্রাণাংস্ত্রায়তে ॥ ৩৫৯ ॥ ৪ ॥

সম্বন্ধার্থঃ। সা এষা (উক্তা ত্রিপদা) গায়ত্রী এতস্মিন্ (যথোক্তে) তুরীয়ে পরোরজসি দর্শতে পদে প্রতিষ্ঠিতা; তৎ (তুরীয়ং পদং) তৎ (তস্মিন্) সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্; চক্ষুঃ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) সত্যম্; হি (যস্মাৎ) চক্ষুঃ বৈ (এব) সত্যম্; তস্মাৎ হেতোঃ, ইদানীমপি যৎ (যদি) অহং অদর্শং (দৃষ্টবান্ অস্মি), অহং অশ্রৌষম্ (শ্রুতবানস্মি) ইতি বিবদমানৌ দ্বৌ এয়াতাং (আগচ্ছতঃ); [তত্র] যঃ এবং ব্রূয়াৎ—অহম্ অদর্শম্ ইতি, তস্মৈ (দর্শকায়) এব শ্রদ্দধ্যাম (শ্রদ্ধাং কুর্ম্ম, ন পুনঃ শ্রুতবতে)। তৎ সত্যং বলে প্রতিষ্ঠিতম্; প্রাণঃ বৈ বলম্, তৎ (সত্যং) প্রাণে প্রতিষ্ঠিতম্; তস্মাৎ হেতোঃ বলং সত্যাদ্ ওগীয়ঃ (ওজীয়ঃ বলবত্তরম্) ইতি আহুঃ (কথয়ন্তি) [ঋষয়ঃ]।

এবং (উক্তেন প্রকারেণ, উ (অপি) এষা গায়ত্রী অধ্যাত্মং (দেহসম্বন্ধিনি প্রাণে) প্রতিষ্ঠিতা। সা এষা গায়ত্রী হ গয়ান্ তত্রে (ত্রাতবতী);

[কে গয়াঃ ? তত্রাহ—] প্রাণাঃ বৈ গয়াঃ, তৎ প্রাণান্ (গায়কান্) তত্রে; তৎ (ততশ্চ) যৎ (যস্মাৎ) গয়ান্ তত্রে (ত্রায়তে), তস্মাৎ গায়ত্রী নাম (গায়ত্র্যা গায়ত্রীত্বং প্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ)। সঃ (আচার্য্যঃ) যাং অমূং সাবিত্রীং (সবিতৃদেবতাকাং গায়ত্রীং) এব অন্বাহ (উপনীতং মাণবকং উপদিশতি), সা (সাবিত্রী) এষা (প্রাণাধিষ্ঠিতা গায়ত্রী) এব (নান্যা); সঃ (আচার্য্যঃ) যস্মৈ (মাণবকায়) অন্বাহ, তস্য প্রাণান্ ত্রায়তে (অনর্থাৎ রক্ষতীত্যর্থঃ)॥ ৩৫৯॥৪॥

মূলানুবাদ। এই যে, পূর্ব্বে ত্রিপদা গায়ত্রীর কথা বলা হইয়াছে, সেই গায়ত্রী এই পরোরজা দর্শতনামক তুরীয় (চতুর্থ) পদে প্রতিষ্ঠিত আছে; সেই চতুর্থ পদটী আবার সত্যে প্রতিষ্ঠিত। [সত্য কি ?] চক্ষুই সত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ; সেই কারণেই এখনও যদি দুইজন লোক [কোন বিষয় লইয়া] বিবাদ করিতে করিতে আসে, তন্মধ্যে যদি একজনে বলে যে, আমি ইহা দেখিয়াছি—প্রত্যক্ষ করিয়াছি, আর অপর ব্যক্তি যদি বলে, আমি ইহা শুনিয়াছি; তাহা হইলে, তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বলে যে, আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সেই প্রত্যক্ষদর্শীর কথাতেই আমরা শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। সেই তুরীয় পদের আশ্রয়ভূত সেই সত্যও আবার বলে প্রতিষ্ঠিত; [বল কি ?] না, প্রাণই বল; কেননা, বল সাধারণতঃ প্রাণেরই অধীন; সেই কারণেই লোকে সত্য অপেক্ষাও প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব নির্দ্দেশ করিয়া থাকে; উক্ত গায়ত্রী এই প্রকারে অধ্যাত্ম প্রাণে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সেই এই গায়ত্রী গয়সমূহকে ত্রাণ করে (দুঃখ রহিত করে); প্রাণসমূহই গয়, (গায়ত্রীর গায়ক), সেই প্রাণরূপী গয়সমূহকে ত্রাণ করে। যেহেতু গয় সমূহকে ত্রাণ করে, সেই হেতুই 'গায়ত্রী' নাম প্রসিদ্ধ। আচার্য্য যে, উপনীত বালককে এই সাবিত্রীর—সূর্য্যদৈবতক গায়ত্রীর যথানিয়মে উপদেশ করেন, এই গায়ত্রীই সেই সাবিত্রী। তিনি যাহাকে উপদেশ করেন, তাহার প্রাণকে পরিত্রাণ করেন ॥৩৫৯॥৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সৈষা ত্রিপদোক্তা যা ত্রৈলোক্য-ত্রৈবিদ্য প্রাণ-

লক্ষণা গায়ত্রী, এতস্মিংশ্চতুর্থে তুরীয়ে দর্শতে পদে পরোরজসি প্রতিষ্ঠিতা, মূর্ত্তামূর্ত্তরসত্বাদাদিত্যস্য; রসাপায়ে হি বস্তু নীরসমপ্রতিষ্ঠিতং ভবতি; যথা কাষ্ঠাদি দগ্ধসারম্, তদ্বৎ। তথা মূর্ত্তামূর্ত্তাত্মকং জগত্রিপদা গায়ত্রী আদিত্যে প্রতিষ্ঠিতা, তদ্রসত্বাৎ সহ ত্রিভিঃ পাদৈঃ; তদ্বৈ তুরীয়ং পদং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্। কিং পুনস্তৎ সত্যম্? উচ্যতে,—চক্ষুর্বৈ সত্যম্; কথং চক্ষুঃ সত্যমিত্যাহ—প্রসিদ্ধমেতৎ চক্ষুর্হি বৈ সত্যম্। কথং প্রসিদ্ধতেত্যাহ—তস্মাদ্, যদ্ যদি, ইদানীমেব দ্বৌ বিবদমানৌ বিরুদ্ধং বদমানৌ এয়াতামাগচ্ছেয়াতাম্—অহমদর্শং দৃষ্টবানস্মীতি, অন্য আহ—অহমশ্রৌষম্—ত্বয়া দৃষ্টঃ ন তথা তদ্বস্তিতি; তয়োর্য এবং ব্রূয়াৎ—অহমদ্রাক্ষমিতি, তস্মা এব শ্রদ্দধ্যাম, ন পুনর্যো ব্রূয়াৎ অহমশ্রৌষমিতি। শ্রোতুর্মৃষা শ্রবণমপি সম্ভবতি, ন তু চক্ষুষো মৃষা দর্শনম্। তস্মান্ন অশ্রৌষমিত্যুক্তবতে শ্রদ্দধ্যাম। তস্মাৎ সংপ্রতিপত্তিহেতুত্বাৎ সত্যং চক্ষুঃ; তস্মিন্ সত্যে চক্ষুষি সহ ত্রিভিরিতরৈঃ পাদৈস্তুরীয়ং পদং প্রতিষ্ঠিতমিত্যর্থঃ উক্তঞ্চ,—"স আদিত্যঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি, চক্ষুষি" ইতি।১

তদ্বৈ তুরীয়পদাশ্রয়ং সত্যং বলে প্রতিষ্ঠিতম্; কিং পুনস্তদ্বলম্? ইত্যাহ—প্রাণো বৈ বলম্; তস্মিন্ প্রাণে বলে প্রতিষ্ঠিতং সত্যম্। তথাচোক্তম্—"সূত্রে তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চ" ইতি। যস্মাবলে সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্, তস্মাদাহুঃ—বলং সত্যাদোগীয়ঃ ওজীয়ঃ ওজস্তরমিত্যর্থঃ। লোকেঽপি যস্মিন্ হি যদাশ্রিতং ভবতি, তস্মাদাশ্রিতাদাশ্রয়স্য বলবত্তরত্বং প্রসিদ্ধম্; ন হি দুর্ব্বলং বলবতঃ কচিদাশ্রয়ভূতং দৃষ্টম্। এবমুক্তন্যায়েন তু এষা গায়ত্রী অধ্যাত্মমধ্যাত্মে প্রাণে প্রতিষ্ঠিতা। সৈষা গায়ত্রী প্রাণঃ; অতো গায়ত্র্যাং জগৎ প্রতিষ্ঠিতম্; যস্মিন্ প্রাণে সর্ব্বে দেবা একং ভবন্তি, সর্ব্বে বেদাঃ, কর্ম্মাণি ফলঞ্চ, সৈবং গায়ত্রী প্রাণরূপা সতী জগত আত্মা।২

সা হ এষা গয়ান্ তত্রে ত্রাতবতী; কে পুনর্গয়াঃ? প্রাণা বাগাদয়ো বৈ গয়াঃ, শব্দকরণাৎ; তান্ তত্রে সৈষা গায়ত্রী; তৎ তত্র, যৎ যস্মাদ্ গয়ান্ তত্রে, তস্মাদ্ গায়ত্রী নাম; গয়ত্রাণাৎ গায়ত্রীতি প্রথিতা। স আচার্য্য উপনীয় মাণবকমষ্টবর্ষং যামেব অমূং সাবিত্রীং সবিতৃদেবতাকাম্ অন্বাহ—পচ্ছঃ অর্দ্ধর্চশঃ সমস্তাঞ্চ, এষৈব স সাক্ষাৎপ্রাণো জগত আত্মা মাণকায় সমর্পিতা ইহ ইদানীং ব্যাখ্যাতা, নান্যা; স আচার্য্যঃ যস্মৈ মাণবকায় অন্বাহ অনুবক্তি, তস্য মাণবকস্য গয়ান্ প্রাণান্ ত্রায়তে নরকাদিপতনাৎ॥ ৩৫৯ ॥ ৪ ॥

টীকা। অভিধানাভিধেয়াত্মিকাং গায়ত্রীং ব্যাখ্যায়াভিধানতাভিধেয়ত্বরূপমাহ -

সৈষেতি। আদিত্যে প্রতিষ্ঠিতা মূর্ত্তামূর্ত্তাত্মিকা গায়ত্রীতি হেতুমাহ—মূর্ত্তেতি। তদ্ধি মূর্ত্তামূর্ত্তাত্মকস্যাস্য রসাপগমে নীরসত্বং [illegible], তথাপি [illegible] গায়ত্র্যা [illegible], পূর্ব্বোক্ত সা মূর্ত্তামূর্ত্তাত্মিকা গায়ত্রী আদিত্যে প্রতিষ্ঠিতেতি শেষঃ। পাদাভ্যুদয়ে পাদত্রয়স্য মূর্ত্তাদের্বিশিষ্টস্থিতেঃ কথিতমাহ—তদ্বৈতি। আদিত্যস্য স্বাতন্ত্র্যং বারয়তি—তদৈব ইতি। তৎপদতুরীয়পদং প্রতিবিবক্ষিতং পদং বাচা বারয়তি—কিমিত্যাদিনা। চক্ষুঃ সত্যত্বে প্রমাণাভাবং শঙ্কিত্বা দূষয়তি—কথমিত্যাদিনা। শ্রোত্রস্য প্রমাণাভাবে হেতুমাহ—শ্রোতুরিতি। দ্বয়োরপি দ্রষ্টৃশ্রোত্রোঃ সন্দেহতুল্যতামাহ—নেতি। কথমেকস্মিন্নপি লোকেষু দ্বয়োর্বিবাদে দৃষ্টো লোকব্যবহারঃ—তস্মাদেবেতি। বিবাদনিবর্ত্তকমাহ—তস্মাদিতি। আদিত্যস্য চক্ষুষি প্রতিষ্ঠিতত্বং পক্ষেঽপি প্রতিপাদয়িতুমাহ—উক্তঞ্চেতি।

সত্যস্য স্বাতন্ত্র্যং প্রত্যাহ—তদ্বৈ ইতি। সত্যস্য প্রাণপ্রতিষ্ঠিতত্বং পাক্ষিকমিত্যাহ—তথাচেতি। সূত্রং প্রাণো বায়ুঃ তচ্চক্ষুরেব সত্যাদপি প্রাণশ্চক্ষুরুপকরণম্। সত্যং বলে প্রতিষ্ঠিতমিত্যত্র লোকপ্রসিদ্ধিং প্রমাণয়তি—তস্মাদিতি। তদেবোপপাদয়তি—লোকেঽপীতি। তদেব পাদত্রয়েকদেশেনাহ—নেতি। এতেন গায়ত্র্যাঃ স্বাতন্ত্র্যং সিদ্ধমিত্যাহ—এবমিতি। তদর্থে বাক্যং যোজয়তি—সৈষেতি। গায়ত্র্যাঃ প্রাণত্বে কিং সিধ্যতি, তদাহ—অত ইতি। তদেব স্পষ্টয়তি—যস্মাদিত্যাদিনা। ১

গায়ত্রীনামনির্ব্বচনেন তস্যা জগজ্জীবনহেতুত্বমাহ—সা হৈষেতি। প্রয়োক্তৃশরীরং সপ্তম্যর্থঃ। গায়ত্রীতি গয়া বাগুপলক্ষিতাঃ প্রাণাদয়ঃ। ব্রাহ্মণ্যমূলত্বেন স্তুত্যর্থং গায়ত্র্যা এব সাবিত্রীত্বমাহ—স আচার্য্য ইতি। গচ্ছঃ পাদশঃ। সাবিত্র্যা গায়ত্রীত্বং সাধয়তি—স ইতি। অতঃ সাবিত্রী গায়ত্রীতি শেষঃ। ৩২ ॥ ৪।

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বে যে ত্রৈলোক্যাত্মক ত্রয়ীবিদ্যাত্মক ও প্রাণস্বরূপ গায়ত্রীর কথা বলা হইয়াছে, সেই ত্রিপদা গায়ত্রী পরোরজা ও দর্শতস্বরূপ এই চতুর্থ পদে প্রতিষ্ঠিত; কেননা, জগতে মূর্ত্ত (স্থূল আকৃতি-সম্পন্ন) ও অমূর্ত্ত যত পদার্থ আছে, এই আদিত্য সে সমুদয়ের রস বা সারভূত; রসের অভাবে বস্তুমাত্রই নীরস হইয়া অবস্থানের অযোগ্য হইয়া থাকে; যেমন সারাংশ দগ্ধ হইলে কাষ্ঠাদির অবস্থা হয়, ইহাও সেইরূপ। মূর্ত্তামূর্ত্ত জগদাত্মক ত্রিপদা গায়ত্রীও পাদত্রয়ের সহিত নিজের সারভূত আদিত্যে অবস্থিত আছে; সেই চতুর্থ পদটীও আবার সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সেই সত্য পদার্থটী কি? তাহা বলা হইতেছে—চক্ষু হইতেছে সেই সত্যপদার্থ। ভাল, চক্ষু সত্যস্বরূপ কিরূপে? তাহা বলা যাইতেছে—যেহেতু এখনও যদি দুইজন বিবদমান—বিরুদ্ধ কথা বলিতে বলিতে আসিয়া উপস্থিত হয়; একজন বলে—আমি দেখিয়াছি—চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি,

আর যদি অপরে বলে—আমি শুনিয়াছি—তুমি যাহা দেখিয়াছ, তাহা সেরূপ নহে; এই উভয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি এইরূপ বলে যে, আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, আমরা তাহাকেই শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস করিয়া থাকি; কিন্তু যে ব্যক্তি 'আমি শুনিয়াছি' বলে, তাহাকে শ্রদ্ধা করি না; কেননা, শ্রোতার ভুল শ্রবণও সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু চক্ষু দ্বারা ভ্রান্তি দর্শন সম্ভব হয় না। সেইহেতু সত্যপ্রতীতির হেতু বা উপায় বলিয়া চক্ষু হইতেছে—সত্য। গায়ত্রীর চতুর্থ পদটি অপর পদত্রয়ের সহিত এই চক্ষুঃস্বরূপ সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছে; অন্যত্রও উক্ত আছে যে, 'সেই আদিত্য কোথায় প্রতিষ্ঠিত? [উত্তর—] চক্ষুতে [প্রতিষ্ঠিত]' ইতি

সেই তুরীয় পদের আশ্রয়ভূত সত্যও আবার বলে প্রতিষ্ঠিত; সেই বল আবার কে? হাঁ, বলা যাইতেছে—প্রাণ হইতেছে বল; সেই প্রাণরূপী বলে সত্য প্রতিষ্ঠিত আছে, 'সূত্রসংজ্ঞক প্রাণে সেই বল ওত-প্রোত রহিয়াছে' এই শ্রুতিতেও সেই কথাই উক্ত হইয়াছে। যেহেতু বলেতেই সত্য প্রতিষ্ঠিত, সেই হেতু বিজ্ঞ লোকে বলিয়া থাকেন যে, সত্য অপেক্ষাও বল ওগীয় অর্থাৎ সমধিক শক্তিমান্। আশ্রিত অপেক্ষা আশ্রয়ের যে, অধিক বলবত্তা, ইহা লোকপ্রসিদ্ধও বটে; জগতে কোথাও দুর্ব্বলকে বলবানের আশ্রয় হইতে দেখা যায় না। যথোক্ত প্রণালীক্রমে এই গায়ত্রী অধ্যাত্ম অর্থাৎ দেহসম্বন্ধ প্রাণে আশ্রিত রহিয়াছে; এই গায়ত্রী প্রাণ স্বরূপ; এই কারণে সমস্ত জগৎই গায়ত্রীতে প্রতিষ্ঠিত। 'যে প্রাণেতে যাইয়া সমস্ত দেবতা, সমস্ত বেদ, সমস্ত কর্ম্ম ও কর্ম্মফল একীভূত হইয়া যায়', এই গায়ত্রী সেই প্রাণস্বরূপ বলিয়া জগতেরও আত্মস্বরূপ। ২

সেই এই গায়ত্রীই গয়সমূহকে ত্রাণ করিয়াছে; 'গয়' আবার কাহারা? না, প্রাণ সমূহ; শব্দোচ্চারণের সাধন বলিয়া ইন্দ্রিয়গণ 'গয়' নামে প্রসিদ্ধ। যেহেতু গয়সমূহকে ত্রাণ করিয়াছে ও করিতেছে, সেই হেতু 'গায়ত্রী' নাম প্রসিদ্ধ। আচার্য্য (১) অষ্টবর্ষবয়স্ক বালককে উপনীত করিয়া এই যে সাবিত্রীকে—সূর্য্যদৈবতক গায়ত্রীকে এক পাদ, অর্দ্ধ পাদ ও সমস্ত বা ত্রিপাদ

(১) তাৎপর্য্য—মনু বলিয়াছেন—"উপনীয় দদদ্বেদ আচার্য্যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥" অর্থাৎ যিনি উপনয়ন সংস্কার সম্পাদন করিয়া বেদবিদ্যা শিক্ষা দেন, তিনি 'আচার্য্য'। এইরূপ আচার্য্যই যথার্থ আচার্য্যপদবাচ্য। ইহা ছাড়া আর একপ্রকার আচার্য্যের লক্ষণ আছে, তাহা এই—

করিয়া উপদেশ করেন, এখানে যে গায়ত্রীর কথা বর্ণিত হইল, সাক্ষাৎ প্রাণস্বরূপ জগতের আত্মা সেই গায়ত্রীকেই তিনি মাণবককে প্রদান করিয়া থাকেন, অন্য কিছু নহে। সেই আচার্য্য, যে মাণবককে (উপনীত বালকে) এইরূপে উপদেশ প্রদান করেন, সেই মাণবককে (প্রাণসমূহকে) নরক-নিপাত হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন ॥৩৫৯॥৪॥

তাং হৈতামেকে সাবিত্রীমনুষ্টুভমন্বাহুর্ব্বাগনুষ্টুবেতদ্বাচমনুব্রূম ইতি, ন তথা কুর্য্যাদ্গায়ত্রীমেব সাবিত্রীমনুব্রূয়াৎ, যদিহ বা অপ্যেবংবিদ্ বহ্বিব প্রতিগৃহ্লাতি ন হৈব তদ্গায়ত্র্যা একঞ্চন পদং প্রতি ॥ ৩৬০ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অত্র প্রতীতিপ্রভেদ উচ্যতে—"তাং হৈতাম্" ইত্যাদিনা। একে (কেচিৎ শাখিনঃ) বাক্ অনুষ্টপ্; [বয়ং] এতৎ (এবং যথাস্যাৎ, তথা) বাচং অনুব্রূমঃ (মাণবকায় কথয়ামঃ, ইতি বদন্তঃ সন্তঃ) তাং হ এতাং (আচার্য্যেণ মাণবকায় উপদিষ্টাং) সাবিত্রীং অনুষ্টুভং (অনুষ্টুপ্ছন্দোময়ীম্) ইতি অন্বাহুঃ (কথয়ন্তি)। [স্বয়ং শ্রুতিরেব সিদ্ধান্তমাহ—] ন তথা কুর্য্যাৎ (গায়ত্রীমিমাম্ অনুষ্টুভং ন বিদ্যাৎ), [অপি তু] গায়ত্রীম্ এব সাবিত্রীম্ অনুব্রূয়াৎ [আচার্য্যঃ], [ন তু অনুষ্টুভং]। [অতঃপরং বিদ্যাফলমুচ্যতে—] যদি হ বৈ এবংবিদ্ (যথোক্তবিজ্ঞানসম্পন্নঃ) বহু প্রতিগৃহ্লাতি ইব, (প্রতিগ্রহস্য অসত্যতাং সূচয়িতুম্ ইবশব্দঃ), তৎ (প্রতিগ্রহবাহুল্যং) গায়ত্র্যাঃ একংচন (একমপি) পদং প্রতি ন (একস্যাপি গায়ত্রীপাদস্য অপকর্ষং সাধয়িতুং ন সমর্থমিত্যর্থঃ) ॥৩৬০॥৫॥

মূলানুবাদ। অপর বেদশাখীরা বলিয়া থাকেন যে, বাক্ হইতেছে অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ; [সেই বাক্ই সরস্বতী]; আমরা মাণবককে এই বাক্স্বরূপা সরস্বতীরই উপদেশ করিয়া থাকি; অতএব সাবিত্রী— যাহা মাণবককে উপদেশ করা হইয়া থাকে, প্রকৃত পক্ষে তাহা অনুষ্টুপ্ ছন্দোময়ী (কিন্তু গায়ত্রী নহে)। [শ্রুতি বলিতেছেন যে,]

"আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থম্ আচারে স্থাপয়ত্যপি। স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্তিতঃ।" অর্থাৎ যিনি শাস্ত্রের সারার্থ সংগ্রহ করেন, লোককে সদাচার শিক্ষা দেন, এবং নিজেও তদনুরূপ আচরণ করেন তাঁহাকে আচার্য্য বলা হয়।

না—সেরূপ করিবে না, অর্থাৎ সাবিত্রীকে অনুষ্টুপ্ বলিয়া উপদেশ করিবে না; পরন্তু সাবিত্রীকে গায়ত্রী বলিয়াই উপদেশ করিবে। এবংবিধ গায়ত্রী তত্ত্ববিদ্ পুরুষ যদি কখনও বহুতর প্রতিগ্রহ করিতেছে বলিয়াও মনে হয়, [বাস্তবিক পক্ষে সর্ব্বাত্মভাবাপন্ন তাহার পক্ষে অল্প বা বহু কিছুই নাই]; বুঝিতে হইবে যে, তাহা গায়ত্রীর একটী পদের পক্ষেও যথেষ্ট নহে ॥৩৬০॥৫॥

শাঙ্কর ভাষ্যম্। তামেতাং সাবিত্রীং হ একে শাখিনোঽনুষ্টুভম্ অনুষ্টুপ্ প্রভবাম্ অনুষ্টুপ্ছন্দস্কাম্ অন্বাহুঃ উপনীতায়। তদভিপ্রায়মাহ—বাগনুষ্টুপ্, বাক্ শরীরে সরস্বতী; তামেব হি বাচং সরস্বতীং মাণবকায় অনুব্রূম ইত্যেতদ্বদন্তঃ। ন তথা কুর্য্যাৎ, ন তথা বিদ্যাৎ, যত্তে আহুঃ, মৃষৈব তৎ; কিং তর্হি? গায়ত্রীমেব সাবিত্রীমনুব্রূয়াৎ; কস্মাৎ? যস্মাৎ প্রাণো গায়ত্রীত্যুক্তম্; প্রাণে উক্তে, বাক্ চ সরস্বতী চান্যে চ প্রাণাঃ সর্ব্বং মাণবকায় সমর্পিতং ভবতি।

কিঞ্চ, ইদং প্রাসঙ্গিকমুক্ত্বা গায়ত্রীবিদং স্তৌতি—যদি হ বৈ অপি এবংবিদ্ বহ্বিব, ন হি তস্য সর্ব্বাত্মনো বহু নামাস্তি কিঞ্চিৎ, সর্ব্বাত্মকত্বাদ্বিদুষঃ; প্রতিগৃহ্ণাতি, ন হৈব তৎ প্রতিগ্রহজাতং গায়ত্র্যা একঞ্চন একমপি পদং প্রতি পর্য্যাপ্তম্ ॥ ৩৬০ ॥ ৫ ॥

টীকা। মতান্তরমুক্তাবয়তি—তামেতামিতি। 'তৎসবিতুর্ব্বৃণীমহে বয়ং দেবস্য ভোজনম্। শ্রেষ্ঠং সর্ব্বধাতমং তুরং ভগস্য ধীমহি' ইত্যনুষ্টুভং সাবিত্রীমাহুঃ। সবিতৃদেবতাকত্বাদিত্যর্থঃ। উপনীতস্য মাণবকস্য প্রথমতঃ সরস্বত্যাং বর্ণাত্মিকায়াং সাপেক্ষত্বং স্তোতয়িতুং হিশব্দঃ। দূষয়তি—নেত্যাদিনা। নযপেক্ষিতবাগাত্মকসরস্বতীসমর্পণং বিনা গায়ত্রীসমর্পণমযুক্তমিতি শঙ্কিত্বা পরিহরতি—কস্মাদিত্যাদিনা। যদি হেত্যাদেরুত্তরস্য গ্রন্থস্যাব্যবহিতপূর্ব্বগ্রন্থাসংগতিমাশঙ্ক্যাহ—কিংচেদমিতি। সাবিত্র্যা গায়ত্রীত্বমিতি যাবৎ। ইবশব্দার্থং দর্শয়তি—ন হীতি। যদ্যপি বহু প্রতিগৃহ্ণাতি বিদ্বানিতি পূর্ব্বেণ সংবন্ধঃ। তথাপি ন তেন প্রতিগ্রহজাতেনৈকস্যাপি গায়ত্রীপদস্য বিজ্ঞানফলং ভুক্তং স্যাৎ, দূরতস্তু দোষাধায়কত্বং ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৩৬০ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ। কোন কোন বেদশাখীরা সেই এই সাবিত্রীকে অনুষ্টুপ্ অর্থাৎ অনুষ্টুপ্ছন্দোময়ী বলিয়া উপনীত বালককে উপদেশ করিয়া থাকেন। তাহাদের অভিপ্রায় বলিতেছেন—তাহারা বলিয়া থাকেন যে, বাকই অনুষ্টুপ, এবং সেই বাক্ই শরীরমধ্যে সরস্বতীরূপে (বাণীরূপে)

অবাঞ্ছিত; আমরা মাণবককে সেই বাক্—সম্বন্ধে এই উপদেশ করিয়া থাকি। [স্বয়ং শ্রুতি বলিতেছেন যে,] না—সেরূপ করিবে না, অর্থাৎ সেইরূপ বুঝিবে না; কারণ, তাহারা যাহা বলিয়া থাকেন, তাহা অসত্য মিথ্যা বা ভ্রান্তিপূর্ণ; তবে কিরূপ উপদেশ করিবে? না, গায়ত্রীস্বরূপ সাবিত্রীর উপদেশ করিবে; কারণ, যেহেতু পূর্বে ইহা বলা হইয়াছে যে, প্রাণই গায়ত্রী; সুতরাং প্রাণের (প্রাণরূপা গায়ত্রীর) উপদেশ করিলেই (প্রাণের অধীন) বাক্, শরীর এবং অন্যান্য সমস্ত প্রাণ ও ইন্দ্রিয়বর্গও মাণবককে উপদেশ করা হইয়া যায়।

অতঃপর এই প্রসঙ্গাগত কথা উল্লেখ করিয়া গায়ত্রীবিদ্ পুরুষের প্রশংসা করিতেছেন; এবংবিধ গায়ত্রী-তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ যদি কখনও অনেক বস্তুই প্রতিগ্রহ করেন, বাস্তবিক কিছুই তাঁহার নিকট বহু কিছু নাহি; কারণ, বিজ্ঞানবলে তিনি সর্বাত্মভাব লাভ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার আবার বহু কি? তথাপি সেই সমস্ত প্রতিগ্রহ গায়ত্রীর একটী পদের পক্ষেও যথেষ্ট হয় না॥৩৬০॥৫॥

স য ইমাংস্ত্রীঁল্লোকান্ পূর্ণান্ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ সোঽস্যা এতৎ প্রথমং পদমাপ্নুয়াৎ, অথ যাবতীয়ং ত্রয়ী বিদ্যা যস্তাবৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ সোঽস্যা এতদ্দ্বিতীয়ং পদমাপ্নুয়াদথ যাবদিদং প্রাণি যস্তাবৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ, সোঽস্যা এতত্তৃতীয়ং পদমাপ্নুয়াদথাস্যা এতদেব তুরীয়ং দর্শতং পদং পরোরজা য এষ তপতি, নৈব কেনচনাপ্যং কুত উ এতাবৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ ॥ ৩৬১॥ ৬॥

সরলার্থঃ। সঃ যঃ (গায়ত্রীবিদ্) পূর্ণান্ (ধনরত্নাঢ্যান্) ইমান্ ত্রীন্ (পৃথিব্যাদীন্) লোকান্ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ, সঃ (প্রতিগ্রাহী) অস্যাঃ (গায়ত্র্যাঃ) এতৎ (যথোক্তং) প্রথমং পদম্ আপ্নুয়াৎ (তৎ গায়ত্র্যাঃ প্রথমপদ বিজ্ঞান-ফলমিতি ভাবঃ), অথ (পক্ষান্তরে) ইয়ং ত্রয়ী বিদ্যা (বেদবিদ্যা) যাবতী, যঃ তাবৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ, সঃ (প্রতিগ্রহঃ) অস্যাঃ (গায়ত্র্যাঃ) এতৎ দ্বিতীয়ং পদম্ আপ্নুয়াৎ (দ্বিতীয়পদবিজ্ঞানেন স উপভুজ্যতে ইতি ভাবঃ)। অথ ইদং প্রাণি (প্রাণিজগৎ) যাবৎ, যঃ (গায়ত্রীবিদ্) তাবৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ, সঃ (প্রতিগ্রহঃ) অস্যাঃ এতৎ তৃতীয়ং পদম্ আপ্নুয়াৎ; (এবংবিধৈঃ প্রতি-

গ্রহৈঃ ন তস্য কিঞ্চিৎ হীয়তে ইত্যাশয়ঃ)। অথ অস্যাঃ (গায়ত্র্যাঃ) এতদেব তুরীয়ং দর্শতং পদম্—য এষ পরোরজাঃ (আদিত্যঃ) তপতি, তৎ (তুরীয়ং পদং) কেনচন (কেনাপি প্রতিগ্রহেণ) আপ্যং (প্রাপ্যং) ন ভবতি; কুতঃ (কস্মাৎ স্থানাৎ) এতাবৎ (এতৎপরিমাণং বস্তু) প্রতিগৃহ্লীয়াৎ? (ন কুতোঽপি, অসম্ভবাদিতি ভাবঃ)॥৩৬১॥৬।

মূলানুবাদ। উক্ত প্রকারে গায়ত্রীতত্ত্বজ্ঞ কোন লোক যদি ত্রিলোকও প্রতিগ্রহ করে, [তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে যে,] সেই প্রতিগ্রহ গায়ত্রীর একটীমাত্র পদকে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ প্রথম পদ-বিজ্ঞানের ফল; আর যদি কেহ ত্রয়ী বিদ্যার (বেদবিদ্যার) সমপরিমাণ প্রতিগ্রহ করেন, তাহা হইলে, সেই প্রতিগ্রহ গায়ত্রীর দ্বিতীয় পদ-বিজ্ঞানের ফলস্বরূপ; আর কেহ যদি প্রাণিজগতের সমপরিমাণ প্রতিগ্রহ করেন, তাহা হইলে সেই প্রতিগ্রহ গায়ত্রীর তৃতীয় পদ জানার ফলস্বরূপ হয়। তাহার পর, গাত্রীর এই যে দর্শত চতুর্থ পদ, যাহা আদিত্যরূপে তাপ দিতেছে, গায়ত্রীর সেই চতুর্থ পদটী কোন প্রতিগ্রহ দ্বারাই প্রাপ্য নহে; কারণ, লোকে কোথা হইতে তাহার তুল্যপরিমাণ বস্তু প্রতিগ্রহ করিবে? অর্থাৎ গায়ত্রীর চতুর্থ পদের তুল্য বস্তুত জগতে নাই॥৩৬১॥৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স য ইমাংস্ত্রীন্—স যো গায়ত্রীবিদ্ ইমান্ ভূরাদীন্ ত্রীন্ গোশ্বাদিধনপূর্ণান্ লোকান্ প্রতিগৃহ্লীয়াৎ, স প্রতিগ্রহঃ অস্যা গায়ত্র্যাঃ এতৎ প্রথমং পদং যদ্ব্যাখ্যাতম্ আপ্নুয়াৎ, প্রথমপদবিজ্ঞানফলং তেন ভুক্তং স্যাৎ, ন ত্বধিকদোষোৎপাদকঃ স প্রতিগ্রহঃ। অথ পুনর্যাবতী ইয়ং ত্রয়ী বিদ্যা, যস্তাবৎ প্রতিগৃহ্লীয়াৎ, সোঽস্যা এতদ্দ্বিতীয়ং পদমাপ্নুয়াৎ, দ্বিতীয়-পদবিজ্ঞানফলং তেন ভুক্তং স্যাৎ। তথা যাবদিদং প্রাণি, যস্তাবৎ প্রতি-গৃহ্লীয়াৎ, সোঽস্যা এতত্তৃতীয়ং পদমাপ্নুয়াৎ, তেন তৃতীয়পদবিজ্ঞানফলং ভুক্তং স্যাৎ।

কল্পয়িত্বেদমুচ্যতে—পাদত্রয়সমমপি যদি কশ্চিৎ প্রতিগৃহ্লীয়াৎ, তৎ পাদত্রয়বিজ্ঞানফলস্যৈব ক্ষয়কারণম্, ন তন্যস্য দোষস্য কর্তৃত্বে ক্ষমম্। ন চৈবং দাতা প্রতিগ্রহীতা বা; গায়ত্রীবিজ্ঞানস্তুতয়ে কল্প্যতে; দাতা প্রতিগ্রহীতা

চ যস্তপোবং সম্ভাব্যতে, নাসৌ প্রতিগ্রহোঽপরাধক্ষমঃ; কস্মাৎ? যতঃ অভ্যধিকমপি পুরুষার্থবিজ্ঞানম্ অবশিষ্টমেব চতুর্থপাদবিষয়ং গায়ত্র্যাঃ। তদ্দর্শয়তি —

অথাস্যা এতদেব তুরীয়ং দর্শতং পদং পরোরজা য এষ তপতি। যদৈতৎ নৈব কেনচন কেনচিদপি প্রতিগ্রহেণ আপ্যং নৈব প্রাপ্যমিত্যর্থঃ, যথা পূর্বোক্তানি ত্রীণি পদানি; এতান্যপি নৈব আপ্যানি কেনচিৎ; কল্পয়িত্বৈবমুক্তম্; পরমার্থতঃ কুত উ এতাবৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ ত্রৈলোক্যাদিসমম্? তস্মাদ্ গায়ত্রী এবংপ্রকারা উপাস্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৬১ ॥ ৬ ॥

টীকা। গায়ত্রীবিদঃ প্রতিগ্রহদোষাভাবং গায়ত্র্যৈকদেশোক্ত্যা বিশেষতস্তদবশ্যমাহ — স য ইতি। যথা ত্রৈলোক্যাবচ্ছিন্নয়া ত্রৈবিদ্যাবচ্ছিন্নয়া চার্থেন প্রতিগ্রহেণ পাদত্রয়-বিজ্ঞানফলমেব ভুক্তং নাধিকং দুরিতং, তথেতি যাবৎ। প্রতিগ্রহীতা দাতা বা নৈবংবিধঃ সম্ভাব্যতে, কিন্তু স্তুত্যর্থং প্রতিগ্রহং কল্পয়িত্বোক্তমিত্যাহ — কল্পয়িত্বেতি। উক্তমেব সংগৃহ্ণাতি — পাদত্রয়মিতি। কল্পয়িত্বৈবমুক্তমিতি, কিমিতি কল্প্যতে মুখ্যমেবৈতৎ কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ — ন চেতি। কল্পনাপি তর্হি কিমর্থেত্যাশঙ্ক্যাহ — গায়ত্রীতি। অতীতোক্তোত্তরবাক্যমুত্থাপয়তি — যদেতদিতি। তদেব বাক্যং পূরয়িত্বাহ — কস্মাদিতি। যাবান্ক পদত্রয়বিজ্ঞানফলভোগোপযোগ্যানন্তদব্যভিচার্থঃ। নৈব প্রাপ্যং প্রতিগ্রহেণ কেনচিদপি নৈব ভুক্তং স্যাদিত্যর্থঃ। ইতৈরেব বৈধর্ম্যদৃষ্টান্তমাহ যথেতি। তানি প্রতিগ্রহেণ যথাপ্যানি, ন তথৈতদাপ্যমিত্যর্থঃ। কুত উ ইত্যাদিবাক্যস্য তাৎপর্যমাহ — এতান্যপীতি। গায়ত্রীবিদঃ স্তুতিকৃতা, তৎফলমাহ — তস্মাদিতি। এবংপ্রকারা পাদচতুষ্টয়রূপা সর্বাত্মিকেত্যর্থঃ। ৩৬১ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ। 'স য ইমান্ ত্রীন্' ইত্যাদি। যে কোন গায়ত্রী-তত্ত্ববিদ্ পুরুষ যদি গো-অশ্বাদি ধনে পরিপূর্ণ এই পৃথিবী প্রভৃতি ত্রিলোকও প্রতিগ্রহ করেন,তাহা হইলে সেই প্রতিগ্রহ এই গায়ত্রীর এই প্রথম পাদকে—যাহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাকে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ উহাদ্বারা তাহার প্রথম পদবিজ্ঞানের ফল মাত্র ভুক্ত হয়; সেই প্রতিগ্রহ তাহার অধিক দোষ সমুৎপাদনে সমর্থ হয় না। তাহার পর, এই ত্রয়ীবিদ্যা (বেদবিদ্যা) যে পরিমাণ, তাবৎপরিমাণও যদি কেহ প্রতিগ্রহ করেন, সেই প্রতিগ্রহ ইহার দ্বিতীয় পদটীমাত্র প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহা দ্বারা তাহার দ্বিতীয় পদবিজ্ঞানের ফলমাত্র ভুক্ত হয়। সেইরূপ এই প্রাণিজগতের যাহা পরিমাণ, তাবৎ-পরিমাণ যিনি প্রতিগ্রহ করেন, সেই প্রতিগ্রহও তাহার এই তৃতীয় পদটী মাত্র প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহা দ্বারা মাত্র তৃতীয় পদবিজ্ঞানের ফল উপভুক্ত হয়।

এখন চতুর্থ পদ সম্বন্ধে ফল কল্পনা করিয়া বলা হইতেছে যে, পূর্ব্বোক্ত পদত্রয়ের সমানও যদি কেহ প্রতিগ্রহ করেন, তাহা কেবল সেই পদত্রয়-বিজ্ঞানেরই ফল ক্ষয় করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু অপর কোনও নূতন দোষ সমুৎপাদনে সমর্থ হয় না; প্রকৃতপক্ষে এরূপ দাতা বা প্রতিগ্রহীতাই জগতে সম্ভবপর হয় না; কেবল গায়ত্রীবিজ্ঞানের প্রশংসার্থ এইরূপ কল্পনা করিয়া বলা হইল মাত্র; আর যদি বা এই প্রকার দাতাও প্রতিগ্রহীতা সম্ভবপরই হয়, তাহা হইলেও ঐরূপ প্রতিগ্রহ তাহার কোন অনিষ্ট উৎপাদনে সমর্থ হয় না; কারণ? সর্ব্বাতিশায়ী পুরুষার্থ-সাধনক্ষম যে, গায়ত্রীর চতুর্থ পদবিষয়ক বিজ্ঞান, তাহাত তখনও তাহার অক্ষতই রহিয়াছে, অর্থাৎ প্রতিগ্রহে অসংস্পৃষ্টই রহিয়াছে; অতঃপর তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন।২

এই গায়ত্রীর ইহাই চতুর্থ দর্শত পদ, যাহা এই পরোরজা সূর্য্যরূপে তাপ দিতেছেন: এবং যাহা পূর্ব্বোক্ত পাদত্রয়ের ন্যায় কোন প্রকার প্রতিগ্রহ দোষের বিষয়ীভূত হয় না; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু উক্ত পাদত্রয়ও কোনরূপ প্রতিগ্রহ দোষের বিষয়ীভূত নহে; তবে এখানে কেবল কল্পনা করিয়া ঐরূপ বলা হইয়াছে মাত্র; কেননা, বাস্তবিক পক্ষে ত্রিলোকাদিসমষ্টির সমপরিমাণ বস্তু কোথা হইতে প্রতিগ্রহ করিবে? অতএব সকলে ঈদৃশ মহিমান্বিত গায়ত্রীর উপাসনা অবশ্য করিবে ॥৩৬১॥৬॥

তস্যা উপস্থানম্, গায়ত্র্যস্যেকপদী, দ্বিপদী, চতুষ্পদ্যপদসি, ন হি পদ্যসে। নমস্তে তুরীয়ায় দর্শতায় পদায় পরোরজসেঽসাবদো মা প্রাপদিতি, যং দ্বিষ্যাদসাবস্মৈ কামো মা সমৃদ্ধীতি বা ন হৈবাস্মৈ স কামঃ সমৃধ্যতে, যস্মা এবমুপতিষ্ঠতেঽহমদঃ প্রাপমিতি বা ॥৩৬২॥৭॥

অন্বয়ার্থঃ। সম্প্রতি গায়ত্র্যা উপস্থানং—নমস্কার উচ্যতে—"তস্যাঃ" ইত্যাদিনা। তস্যাঃ (গায়ত্র্যাঃ) উপস্থানং (নমস্কারঃ) [উচ্যতে—] হে গায়ত্রি, ত্বং একপদী (ত্রৈলোক্যপদাত্মিকা), দ্বিপদী (ত্রয়ীবিদ্যারূপ-দ্বিতীয়পদযুক্তা), ত্রিপদী (প্রাণাদিনা তৃতীয়পদান্বিতা), চতুষ্পদী (দর্শতাখ্যেন চতুর্থপদেন চ যুক্তা) অসি। [তথা নিরুপাধিকেন রূপেণ] অপদ্ (পাদবিভাগবর্জ্জিতা চ) অসি (ভবসি); হি (যস্মাৎ) ন পদ্যসে (নির্ব্বিশেষরূপতয়া নেতি নেতীতি গম্যত্বাৎ ন জ্ঞায়সে; তস্মাৎ অপদ্ অসি। তে (তব) পরোরজসে

দর্শতায় তুরীয়ায় পদায় নমঃ (নমস্কারঃ অস্ত); অসৌ (শত্রুঃ পাপম্; অদঃ (ত্বংপ্রাপ্তিপ্রতিবন্ধকত্বং) মা প্রাপৎ (ন প্রাপ্নোতু ইতি; (ইতি-শব্দঃ মন্ত্রসমাপ্ত্যর্থঃ)।

বা (অথবা) অসৌ (বিদ্বান্) যং (জনং) দ্বিষ্যাৎ (দ্বেষং কুর্য্যাৎ)—অস্মৈ (অমুকনাম্নে শত্রবে) অসৌ কামঃ (তদভিলষিতঃ অর্থঃ) মা সমৃদ্ধি (বৃদ্ধিং ন গচ্ছতু) ইতি; যস্মৈ এবম্ উপতিষ্ঠতে, অস্মৈ স কামঃ ন হ এব (নৈব) সমৃধ্যতে (সমৃদ্ধিং গচ্ছতি); বা (অথবা) অহং (গায়ত্রীবিদ্) অদঃ (কাম্যং ফলং) প্রাপম্ ইতি উপতিষ্ঠতে; তং সম্পদ্যতে ইতি শেষঃ। কচিত্তেদাৎ এবমুপস্থানভেদ ইত্যাশয়ঃ] ॥ ৩৬২॥৭॥

মূলানুবাদ। অতঃপর সেই গায়ত্রীর উপস্থান বা নমস্কার-মন্ত্র কথিত হইতেছে—হে গায়ত্রি, তুমি হইতেছ—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চতুষ্পদা, এবং নিরুপাধিরূপে অপদ্ অর্থাৎ পাদাদিভেদবর্জ্জিত; কেননা, তুমি সাধারণের প্রাপ্য নহে। তোমার পরোরজঃ ও দর্শত চতুর্থ পদের উদ্দেশ্যে নমস্কার।

এইরূপ নমস্কারের প্রয়োজন এই যে,—এই গায়ত্রীবিদ্ যে লোককে বিদ্বেষ করেন, [তাহার নামগ্রহণপূর্ব্বক এইরূপে উপস্থান করিবেন যে,] অমুক লোক অমুক ফল প্রাপ্ত না হউক; অথবা অমুকের অভিলষিত বিষয় সমৃদ্ধি (পুষ্টি) লাভ না করুক; যাহাকে উদ্দেশ করিয়া এইরূপ উপস্থান করেন, তাহার কাম অর্থাৎ অভিলষিত বিষয় কখনও সুসম্পন্ন হয় না; অথবা [গায়ত্রীবিদ্ ব্যক্তি আত্মহিতের জন্য এইরূপে উপস্থান করিতে পারেন যে,] আমি অমুক ফল প্রাপ্ত হইব; [তাহা হইলে, তাহার সেই কাম্য ফল সুসিদ্ধ হয়] ॥৩৬২॥৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তস্যা উপস্থানম্—তস্যা গায়ত্র্যা উপস্থানম্ উপেত্য স্থানং নমস্করণমনেন মন্ত্রেণ। কোঽসৌ মন্ত্রঃ? ইত্যাহ—হে গায়ত্রি, অসি ভবসি, ত্রৈলোক্যপাদেন একপদী, ত্রয়ীবিদ্যারূপেণ দ্বিতীয়েন দ্বিপদী, প্রাণাদিনা তৃতীয়েন ত্রিপদ্যসি, চতুর্থেন তুরীয়েণ চতুষ্পদ্যসি; এবং চতুর্ভিঃ পাদৈরুপাসকৈঃ পদ্যসে জ্ঞায়সে; অতঃ পরং পরেণ নিরুপাধিকেন স্বেনাত্মনা অপদসি,—অবিদ্যমানং পদং যস্যাস্তব—যেন পদ্যসে, সা ত্বমপদসি,

যস্মাদ্ধি পদ্যসে নেতি নেত্যাত্মত্বাৎ। অতো ব্যবহারবিষয়ায় নমস্তে তুরীয়ায় দর্শতায় পদায় পরোরজসে। অসৌ শত্রুঃ পাপ্মা ত্বৎপ্রাপ্তিবিঘ্নকরঃ, অদঃ তদাত্মনঃ কার্য্যং যৎ ত্বৎপ্রাপ্তিবিঘ্নকর্ত্তৃত্বং মাপ্রাপৎ মৈব প্রাপ্নোতু ; ইতিশব্দো মন্ত্রপরিসমাপ্ত্যর্থঃ ॥

যং দ্বিষ্যাৎ—যং প্রতি যেবং কুর্য্যাৎ স্বয়ং বিদ্বান্, তং প্রত্যনেনোপস্থানম্ ; অসৌ শত্রুঃ অমুকনামেতি নাম গৃহ্ণীয়াৎ, অস্মৈ যজ্ঞদত্তায় অভিপ্রেতঃ কামো মা সমৃদ্ধি সমৃদ্ধং মা প্রাপ্নোত্বিতি বোপতিষ্ঠতে ; ন হৈবাস্মৈ দেবদত্তায় স কামঃ সমৃধ্যতে ; কস্মৈ ? যস্মৈ এবমুপতিষ্ঠতে। অহমদো দেবদত্তাভিপ্রেতং প্রাপমিতি বা উপতিষ্ঠতে। অসাবদো মা প্রাপদিত্যাদিত্রয়াণাং মন্ত্রপদানাং যথাকামং বিকল্পঃ ॥৩৬২॥৭॥

টীকা। প্রকৃতমুপাসনমেব মন্ত্রেণ সংগৃহ্ণাতি—তস্যা ইত্যাদিনা। ধ্যেয়ং রূপমুক্তা জ্ঞেয়ং গায়ত্র্যা রূপমুপন্যস্যতি—অত: পরমিতি। চতুর্থস্যা পাদস্য পাদত্রয়াপেক্ষয়া প্রাধান্যমভিপ্রেত্যাহ অত ইতি। যথোক্তনমস্কারস্য প্রয়োজনমাহ—অদ্যাবিতি।

বিবিধমুপস্থানমাভিচারিকমাভ্যুদয়িকং চ, তত্রাদ্যং যেষা ব্যুৎপাদয়তি—যং দ্বিষ্যাদিতি। নাম গৃহ্ণীয়াৎতদীয়ং নাম গৃহীত্বা চ তদভিপ্রেতং মা প্রাপদিত্যনেনোপস্থানমিতি সংবন্ধঃ। আভ্যুদয়িকমুপস্থানং দর্শয়তি—অহমিতি। কীদৃশুপস্থানমত্র মন্ত্রপদেন কর্ত্তব্যমিত্যাশঙ্ক্য যথারুচি বিকল্পং দর্শয়তি—অসাবিতি ॥৩৬২॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই গায়ত্রীর উপস্থান কথিত হইতেছে—এই মন্ত্র দ্বারা গায়ত্রীর উপস্থান—সমীপগত হইয়া অবস্থান অর্থাৎ নমস্কার বিহিত হইতেছে। সেই মন্ত্রটী কি ? তাহা বলা হইতেছে—হে গায়ত্রি, তুমি হইতেছ—পূর্ব্বোক্ত ত্রৈলোক্যপাদ দ্বারা একপদী, ত্রয়ীবিদ্যারূপ দ্বিতীয়পাদ দ্বারা দ্বিপদী, প্রাণাদিরূপ তৃতীয় পাদ দ্বারা ত্রিপদী, এবং চতুর্থ পাদ দ্বারা চতুষ্পদী ; তুমি এইরূপ চারিটী পদ দ্বারা বিশেষিত হইয়া উপাসকগণের নিকট পরিজ্ঞাত হইয়া থাক ; ইহার পর কিন্তু সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিত স্বীয় রূপে তুমি আবার অপদ্ও বটে ; তোমার পদ—যাহা দ্বারা তোমাকে জানা যাইতে পারে, তাহা বর্ত্তমান নাই ; কারণ, 'নেতি নেতি' শ্রুতিগম্য নির্ব্বিশেষ ভাবই তোমার স্বরূপ ; সুতরাং অবেদ্য (অবিজ্ঞেয়); অবেদ্য বলিয়াই তুমি হইতেছ অপদ্। অতএব লোক-ব্যবহারের বিষয়ীভূত তোমার পরোরজ দর্শত তুরীয় পদের উদ্দেশ্যে নমস্কার।

গায়ত্রীবিদ্ পুরুষ যাহার প্রতি দ্বেষ করেন, তাহার নামগ্রহণপূর্ব্বক এই মন্ত্রে উপস্থান করিবেন যে, অমুক পাপাত্মা শত্রু, সেই শত্রু যেন নিজের অভীষ্ট কার্য্য—তোমার প্রাপ্তি বিষয়ে আমার বিঘ্ন সমুৎপাদনে সমর্থ না হয়, ইতি; এখানে 'ইতি' শব্দটী মন্ত্রসমাপ্তিসূচক। এইরূপে উপস্থান করিবেন; অথবা গায়ত্রীবিদ্ পুরুষ যাহার প্রতি বিদ্বেষপরবশ হইবেন, তাহার উদ্দেশে এইরূপে উপস্থান করিবেন;—আমার শত্রুর নাম—অমুক, এই বলিয়া প্রথমে তাহার নাম গ্রহণ করিবেন, পরে, অমুকনামক শত্রুর অভিপ্রেত—অভিলষিত অর্থাৎ প্রার্থনীয় বিষয় সমৃদ্ধি লাভ (পুষ্টিলাভ) না করুক, এইরূপে উপস্থান করিবেন। নিশ্চয়ই তাহার সেই কাম্য বিষয় সুসম্পন্ন হইবে না; কাহার? না, যাহার জন্য ঐরূপে উপস্থান করিয়া থাকেন। অথবা আমি অমুকের অভি-লষিত অমুক বিষয়টী প্রাপ্ত হইব, এইরূপে উপস্থান করিবেন। উক্ত মন্ত্রে কথিত 'অসৌ অদঃ মা প্রাপৎ' ইত্যাদি তিনটী প্রার্থনা মন্ত্রের মধ্যে যাহার যাহা ভাল লাগে, সে তাহাই করিতে পারে, ইহা ইচ্ছা বিকল্পের স্থল (১)॥ ৩৬২॥ ৭॥

এতদ্ধ বৈ তজ্জনকো বৈদেহো বুড়িলমাশ্বতরাশ্বিমুবাচ, যন্নু হো তদ্গায়ত্রীবিদব্রূথা অথ কথꣳ হস্তীভূতো বহসীতি, মুখꣳহ্যস্যাঃ সম্রাণ্ন বিদাঞ্চকারেতি হোবাচ। তস্যা অগ্নিরেব মুখং যদি হ বা অপি বহ্বিবাগ্নাবভ্যাদধতি সর্ব্বমেব তৎ সন্দহত্যেবꣳ-হৈবৈবংবিদ্ যদ্যপি বহ্বিব পাপং কুরুতে সর্ব্বমেব তৎ সংপ্সায় শুদ্ধঃ পূতোঽজরোঽমৃতঃ সম্ভবতি ।৩৬৩॥৮॥

পঞ্চমস্য চতুর্দ্দশং ব্রাহ্মণম্ ॥৫॥১৪॥

---

(১) গায়ত্রীর উপস্থান দুই প্রকারে সম্পাদিত হইতে পারে; এক আভিচারিকরূপে, অপর আভ্যুদয়িকরূপে। আভিচারিকের আবার দুই প্রকারভেদ প্রদর্শন করিতেছেন (১) 'অসৌ * * * মা প্রাপৎ' ইতি; (২) "অস্মৈ * * * মা সমৃদ্ধীতি", আভ্যুদয়িক উপস্থান হইতেছে একটী "অহম্ অদঃ প্রাপম্" ইতি। এই তিন প্রকারের মধ্যে কাহাকে কোন উপস্থানটী গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার কোন নিয়ম নাই; যাহার যেরূপ অভিলাষ বা রুচি, তিনি সেই প্রকার উপস্থানই গ্রহণ করিতে পারেন। এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনের উদ্দেশে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, "—মন্ত্র-পদানাং যথাকামং বিকল্পঃ", অর্থাৎ যাহার যেরূপ কামনা; তাহার পক্ষে সেইরূপ উপস্থানই প্রযোজ্য; কিন্তু সকলকেই যে, একইরূপ করিতে হইবে, তাহার কোন নিয়ম নাই।

অন্বয়ার্থঃ। [আখ্যায়িকামুখেন গায়ত্র্যা মুখবিজ্ঞানস্তার্থবাদ উচ্যতে—"এতদ্ধ বৈ" ইত্যাদিনা। বুড়িলো নাম কশ্চিৎ গায়ত্র্যা মুখবিজ্ঞানাভাবদোষেণ হস্তীভূয় রাজানমুবাহ, তমবলম্ব্য ইয়মাখ্যায়িকা প্রবৃত্তা]

বৈদেহঃ জনকঃ তৎ এতৎ (গায়ত্রীবিজ্ঞান-মাহাত্ম্যং) আশ্বতরাশ্বিং (অশ্বতরাশ্বস্য অপত্যং) বুড়িলং উবাচ—বৈশব্দঃ স্মরণার্থকঃ; হো (অহো বুড়িল), নু (বিতর্কে), [ত্বং] যৎ তদ্‌গায়ত্রীবিদ্ [অস্মি ইতি] অব্রূথাঃ (কথিতবান্ অসি); অথ (বিরোধদ্যোতনে), কথং (কেন কারণেন তর্হি) হস্তীভূতঃ (হস্তিভাবম্ আপন্নঃ সন্) বহসি [মাম্] ইতি। [বুড়িলঃ] উবাচ—হে সম্রাট্, অস্যাঃ (গায়ত্র্যাঃ) মুখং হি ন বিদাংচকার (ন বিদিতবান্, তেন অপরাধেন হস্তীভূতোঽস্মি) ইতি। [জনক আহ—] অগ্নিঃ এব তস্যাঃ (গায়ত্র্যাঃ) মুখম্; যদি হবৈ বহু ইব (এব) (অনেকমেব বস্তু) অগ্নৌ অভ্যাদধতি (প্রক্ষিপন্তি) [জনাঃ], তৎ সর্ব্বম্ এব [অগ্নিঃ যথা] সংদহতি, এবং এব হ এবংবিদ্ যদি অপি বহু ইব পাপং (পাপকরং কর্ম্ম) কুরুতে, তৎ সর্ব্বম্ এব সংপ্সায় (ভক্ষয়িত্বা ভস্মীকৃত্য) শুদ্ধঃ (পাপসংস্পর্শরহিতঃ) পূতঃ (কর্ম্মফলৈঃ অসংস্পৃষ্টঃ) অজরঃ অমৃতঃ [চ] ভবতি ॥ ৩৬৩॥৮॥

মূলানুবাদ। [এখন গায়ত্রীর মুখ-বিজ্ঞানের প্রশংসা প্রদর্শিত হইতেছে]—বিদেহাধিপতি জনক অশ্বতরাশ্বির পুত্র বুড়িলকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—হে বুড়িল, তুমি যে, নিজেকে গায়ত্রীবিদ্ বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছ, তবে তুমি এইরূপ হস্তী হইয়া বহন করিতেছ কেন? [বুড়িল] বলিল—হে সম্রাট্, আমি গায়ত্রীর মুখ যে, কি, তাহা জানিতে পারি নাই, [তাহার ফলে এইরূপ হইয়াছি]। জনক বলিলেন—অগ্নিই গায়ত্রীর মুখ; লোকে যদি অগ্নিতে বহুবস্তুও প্রক্ষেপ করে, তাহা হইলে অগ্নি যেরূপ সে সমস্তকে দগ্ধ করে, তেমনি গায়ত্রীমুখবিদ্ পুরুষ যদি বহু পাপ কর্ম্মও করেন, তাহা হইলেও, সেই সমুদয় পাপ ভক্ষণ করিয়া—বিনষ্ট করিয়া শুদ্ধ (পাপে অসংস্পৃষ্ট), পূত (পাপবাসনা দ্বারাও অসম্বদ্ধ) এবং অজর ও অমৃত হইয়া থাকেন ॥ ৩৬৩॥৮॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে চতুর্দ্দশব্রাহ্মণব্যাখ্যা ॥৫॥১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। গায়ত্র্যা মুখবিধানায় অর্থবাদ উচ্যতে—এতদ্ধ কিল বৈ স্মর্য্যতে, তত্তত্র গায়ত্রীবিজ্ঞানবিষয়ে; জনকঃ বৈদেহঃ, বুড়িলো নামতঃ, অশ্বতরাশ্বস্যাপত্যমাশ্বতরাশ্বিঃ, তং কিলোক্তবান্; যন্নু ইতি বিতর্কে, হো অহো ইত্যেতৎ। তদ্ যৎ ত্বং গায়ত্রীবিদ্ অব্রূথাঃ গায়ত্রীবিদস্মীতি যদব্রূথাঃ, কিমিদং তস্য বচসোঽননুরূপম্? অথ কথম্, যদি গায়ত্রীবিৎ, প্রতিগ্রহ-দোষেণ হস্তীভূতো বহসীতি। স প্রত্যাহ রাজ্ঞা স্মারিতঃ—মুখং গায়ত্র্যা হি যস্মাদস্যাঃ হে সম্রাট্, ন বিদাঞ্চকার ন বিজ্ঞাতবানস্মীতি হোবাচ; একাঙ্গবিকলত্বাৎ গায়ত্রীবিজ্ঞানং মমাফলং জাতম্। শৃণু তর্হি, তস্যা গায়ত্র্যা অগ্নিরেব মুখম্; যদি হ বৈ অপি বহ্বিবেন্ধনং অগ্নাবভ্যাদধতি লৌকিকাঃ, সর্ব্বমেব তৎ সন্দহত্যেবেন্ধনমগ্নিঃ, এবং হ এব এবংবিদ্গায়ত্র্যা অগ্নির্মুখমিত্যেবং বেত্তীত্যেবংবিৎ স্যাৎ স্বয়ং গায়ত্র্যাত্মা অগ্নিমুখঃ সন্। স যদ্যপি বহ্বিব পাপং কুরুতে প্রতিগ্রহাদিদোষম্, তৎ সর্ব্বং পাপজাতং সংপ্সায় ভক্ষয়িত্বা শুদ্ধোঽগ্নিবৎ পূতশ্চ তস্মাৎ প্রতিগ্রহদোষাদ্গায়ত্র্যাত্মা, অজরোঽমৃতশ্চ সম্ভবতি ॥৩৬৩॥৮॥

পঞ্চমাধ্যায়স্য চতুর্দ্দশং ব্রাহ্মণম্ ॥৫॥১৪॥

টীকা। কিং তদ্গায়ত্রীবিজ্ঞানপ্রতিকূলমুপলভ্যতে, তদাহ—অথেতি। পূর্ব্বাপরবিরোধাবদ্যোতকোঽথশব্দঃ। তথাপি গায়ত্রীবিজ্ঞানস্য ফলবত্বে সতি প্রতিকূলমিদং হস্তীভূতস্য তব মাং প্রতি বহনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—একাঙ্গেতি। রাজা ক্রূতে—শৃণ্বিতি। মুখবিজ্ঞানস্য দৃষ্টান্তাবষ্টম্ভেন ফলমাচষ্টে—যদীত্যাদিনা। হবশব্দোঽবধারণার্থঃ। পাপসংস্পর্শরাহিত্যং শুদ্ধিস্তৎফলাসংস্পর্শস্তু পূততেতি ভেদঃ। গায়ত্রীজ্ঞানস্য ক্রমমুক্তিফলত্বং দর্শয়তি—গায়ত্র্যাত্মেতি ॥৩৬৩॥৮॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং পঞ্চমাধ্যায়স্য চতুর্দ্দশং ব্রাহ্মণম্ ॥৫॥১৪॥

ভাষ্যানুবাদ। গায়ত্রীর মুখবিষয়ক বিজ্ঞান-বিধির প্রশংসার্থ 'অর্থবাদ' বা প্রশংসাবাক্য কথিত হইতেছে—গায়ত্রীবিজ্ঞান বিষয়ে এইরূপ একটী আখ্যায়িকা স্মরণ হইতেছে,—বৈদেহ (বিদেহপতি) জনক বুড়িল নামে প্রসিদ্ধ অশ্বতরাশ্বের পুত্র আশ্বতরাশ্বিকে বলিয়াছিলেন— 'যৎনু' কথাটী বিতর্কবোধক অর্থাৎ সংশয় বা বিরোধসূচক, 'হো' অর্থ অহো—আশ্চর্য্যবোধক। সেই যে, তুমি গায়ত্রীবিদ্রূপে বলিয়াছিলে, অর্থাৎ আমি গায়ত্রীবিদ্ এই বলিয়া যে, আত্ম-পরিচয় দিয়াছিলে; এইরূপ ব্যবহার কি সেই কথার

অনুরূপ হইতেছে ? তুমি যদি নিশ্চয়ই গায়ত্রীবিদ্ হইবে, তবে প্রতিগ্রহ-দোষে হস্তী হইয়া বহন করিতেছ কেন ? রাজা পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দিলে পর সে বলিল—হে সম্রাট্, যেহেতু আমি গায়ত্রীর মুখ অবগত হইতে পারি নাই, [সেইহেতু আমার এই অবস্থা] ; ঐ একটী অংশ বিকল—অসম্পূর্ণ থাকায় আমার সমস্ত গায়ত্রী বিজ্ঞানই বিফল হইয়াছে।

[জনক বলিলেন—যদি না জান,] তবে শ্রবণ কর ; [আমি বলিয়া দিতেছি]; অগ্নিই সেই গায়ত্রীর মুখ ; লোকেরা যদি কখন বহুতর কাষ্ঠও অগ্নিতে নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে, অগ্নি যেমন সেই সমস্ত কাষ্ঠই সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করে, তেমনি এবংবিদ্ অর্থাৎ অগ্নিই গায়ত্রীর মুখ, এই প্রকার বিজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষও স্বয়ং গায়ত্রীস্বরূপ হন ; কখনও যদি তিনি প্রতিগ্রহাদি দ্বারা বহুতর পাপও করেন, সেই সমস্ত পাপ ভক্ষণ করিয়া—বিনষ্ট করিয়া অগ্নির ন্যায় শুদ্ধ (সেই প্রতিগ্রহ পাপে অসংস্পৃষ্ট) ও পূত (তাহার ফলসম্পর্কশূন্য) এবং গায়ত্রীস্বরূপে অজর ও অমর হইয়া থাকেন ॥৩৬৩॥৮॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে চতুর্দ্দশ ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥৫॥১৪॥

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্, তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে, পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমম্, তত্তে পশ্যামি। যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি। বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্, ওঁম্ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর, ক্রতো স্মর কৃতংস্মর। অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্‌বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ॥৩৬৪॥১॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি পঞ্চদশং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥ ১৫ ॥

ইতি বৃহদারণ্যক্যোপনিষৎসু পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ৫ ॥

বৃহদারণ্যকক্রমেণ তু সপ্তমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ার্থঃ। গায়ত্র্যাস্তরীয়পাদস্য আদিত্যরূপত্বাৎ তদানীং তদুপস্থানমপি যুক্তিমৎ, ইতি জ্ঞানকর্ম্ম-সমুচ্চয়কারিণঃ প্রাণপ্রয়াণকালীন-প্রার্থনাপ্রকার উচ্যতে—"হিরণ্ময়েন" ইত্যাদিনা।

হিরণ্ময়েন (জ্যোতির্ম্ময়েন) পাত্রেণ (আদিত্যমণ্ডলেন) সত্যস্য (সত্যাখ্যস্য ব্রহ্মণঃ) মুখং (উপলব্ধিদ্বারং) অপিহিতম্ [অস্তি]; হে পূষন্ (সূর্য্য), ত্বং সত্যধর্ম্মায় (সত্যং ধর্ম্মঃ যস্য মম,) সোঽহং সত্যধর্ম্মা, তস্মৈ মহ্যম্ দৃষ্টয়ে (দর্শনায়)—সত্যব্রহ্মোপলব্ধয়ে তৎ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধকং অপিধানং অপাবৃণু (অপনয়), হে পূষন্ (জগৎপোষক), হে একর্ষে (একশ্চাসৌ ঋষিঃ—প্রকাশাত্মকত্বাৎ জগতঃ দ্রষ্টা চ), হে যম, (জগতঃ সংযমনকারক), হে সূর্য্য (রসানাং প্রাণানাং চ সম্যক্ ঈরণাৎ প্রেরণাৎ, সূর্য্য), হে প্রাজাপত্য (প্রজাপতেঃ হিরণ্যগর্ভস্য অপত্যম্), [অনেকনামগ্রহণম্ অভিমুখীকরণার্থম্]; তে (তব) রশ্মীন্ (কিরণান্) ব্যূহ (অপনয়) তেজশ্চ সমূহ (সংকোচয়)। [তৎপ্রয়োজনমাহ—] তে তব) যৎ কল্যাণতমং (সর্ব্বকল্যাণেভ্যঃ অতিশয়েন কল্যাণাত্মকং), রূপম্, তে (তব) তৎ (রূপং) পশ্যামি (দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি); [অতঃ দৃষ্টিরোধকরং তেজ উপসংহর]; যঃ অসৌ ব্যাহৃত্যবয়বঃ পুরুষঃ, অহং সঃ অসৌ (পুরুষস্বরূপঃ) অমৃতম্ অস্মি (ভবামি); অথ বায়ুঃ প্রাণঃ অনিলং (বাহ্যং বায়ুং) [প্রতিগচ্ছতু], ইদং শরীরং চ ভস্মান্তং (ভস্মীভূতং সৎ), [পৃথিবীং প্রতিগচ্ছতু]; [অন্যেষামপি দেহোপাদানানাং ইন্দ্রিয়াদীনাং প্রতিগমনোপলক্ষণার্থমেতদিত্যভিপ্রায়ঃ]

[অথেদানীং মনসি চিন্ত্যমানানাম্ অগ্নিদেবতামভিমুখীকৃত্য ইদং প্রার্থয়তে]। অত্র চ ওঁম্পদং মনঃপরম্, মনস ওঁকারপ্রতীকত্বাৎ সংকল্পপ্রধানত্বাচ্চ]; হে ওঁম্ (ওঁকারপ্রতীক), হে ক্রতো (সংকল্পময়ং মনঃ), স্মর (ইদানীং যৎ স্মর্ত্তব্যম্, তৎ স্মর), তথা কৃতং (যৎ প্রাগনুষ্ঠিতম্, তদপি) স্মর (আলোচয়); [আগ্রহাতিশয়প্রদর্শনার্থা 'ক্রতো স্মর, কৃতং স্মর' ইতি পুনরুক্তিঃ]। হে অগ্নে, রায়ে (ধনায়—কর্ম্মফলানি প্রাপ্তুম্) সুপথা (শোভনেন মার্গেণ উত্তরায়ণেন) নয় (পরিচালয়); হে দেব, বিশ্বানি (নিখিলানি) বয়ুনানি (প্রজ্ঞানানি) বিদ্বান্ (জানন্ ত্বম্) জুহুরাণং (কুটিলং) এনঃ (পাপং) অস্মৎ (অস্মত্তঃ) যুযোধি বিয়োজয়; তে (তুভ্যং) ভূয়িষ্ঠাং (প্রচুরতরাং) নমউক্তিং (বাচিকং নমস্কারং) বিধেম (কুর্ম্মঃ) [ইদানীং নান্যৎ সম্পাদয়িতুং সমর্থোঽস্মীতিভাবঃ] ॥৩৮৪॥১॥

মূলানুবাদ। [এখন জ্ঞান ও কর্ম্মের এক সঙ্গে অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তি দেহান্ত সময়ে মনোগত ভাবনা অনুসারে যেরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকেন, তাহা কথিত হইতেছে]—হে পূষন্—জগৎপোষক সূর্য্য, তোমার যে হিরণ্ময় অর্থাৎ সমুজ্জ্বল মণ্ডলরূপ পাত্র দ্বারা সত্য ব্রহ্মের মুখ (উপলব্ধির দ্বার) আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে, তুমি তাহা অপসারণ কর; কারণ, আমি সেই সত্যব্রহ্মে তৎপর; তাহাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি; [অতএব আবরণ অপনয়ন কর]। হে পূষন্ (জগতের পোষণ-কারিন্), হে একর্ষে (অদ্বিতীয় তত্ত্বদর্শিন্), হে (যম সংযমন কারিন্), হে সূর্য্য, হে প্রাজাপত্য, তুমি তোমার রশ্মিসমূহ সংকোচিত কর, এবং দৃষ্টিবিঘাতকারী তোমার তেজঃপুঞ্জ অপনয়ন কর; যাহাতে তোমার, যাহা সর্ব্বোত্তম কল্যাণময় রূপ, সেই রূপটী দর্শন করিতে পারি। [পূর্ব্বে ব্যাহৃতি অবয়বযুক্ত যে পুরুষের কথা বলা হইয়াছে, আমি এখন তৎস্বরূপ হইয়াছি; আমার দেহত্যাগের পর] প্রাণবায়ু বাহ্য বায়ুতে মিলিত হউক, এবং এই শরীর ভস্মীভূত হইলে পর, দেহোপাদান পৃথিবীতে বিলীন হইয়া যাউক।

হে প্রণবাত্মক ও সংকল্পময় মন, তুমি এখন যাহা স্মরণ করিবার, স্মরণ কর; এবং আজীবন যাহা করিয়াছ, তাহাও পুনঃ পুনঃ স্মরণ কর। হে অগ্নে, স্বকৃত কর্ম্মফল প্রাপ্তির নিমিত্ত তুমি আমাদিগকে সুপথে (উত্তরায়ণ পথে) লইয়া চল; হে দেব, তুমি নিখিল লোকের বুদ্ধিবৃত্তি অবগত আছ; তুমি আমাদের কুটিলস্বভাব পাপসমূহ, অপনীত কর, তোমাকে কেবল প্রচুর পরিমাণে প্রণাম করিতেছি, [এখন আমার আর কিছু করিবার ক্ষমতা নাই] ॥৩৬৪॥১॥

ইতি পঞ্চমধ্যায়ে পঞ্চদশ ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা ॥৫॥১৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যো জ্ঞানকর্ম্ম-সমুচ্চয়কারী, সোঽন্তকালে আদিত্যং প্রার্থয়তি।—অস্তি চ প্রসঙ্গঃ; গায়ত্র্যাস্তরীয়ঃ পাদো হি সঃ; তদুপস্থানং প্রকৃতম্; অতঃ স এব প্রার্থ্যতে।১

হিরণ্ময়েন জ্যোতির্ময়েন পাত্রেণ, যথা পাত্রেণে ইষ্টং বস্তু হ্যপিধীয়তে.

এবমিদং সত্যাখ্যং ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময়েন মণ্ডলেনাপিহিতমিব, অসমাহিতচেতসা-মদৃশ্যত্বাৎ। তদুচ্যতে—সত্যস্যাপিহিতং মুখম্—মুখ্যং স্বরূপম্; তদপিধানং পাত্রম্ অপিধানমিব, দর্শনপ্রতিবন্ধকারণম্, তৎ ত্বম্, হে পূষন্, জগতঃ পোষণাৎ পূষা সবিতা, অপাবৃণু অপাবৃতং কুরু, দর্শনপ্রতিবন্ধকারণমপনয়েত্যর্থঃ; সত্যধর্ম্মায়—সত্যং ধর্ম্মোঽস্য মম, সোঽহং সত্যধর্ম্মা, তস্মৈ তদাত্মভূতায়েত্যর্থঃ; দৃষ্টয়ে দর্শনায় ।২

পূষন্নিত্যাদীনি নামানি আমন্ত্রণার্থানি সবিতুঃ। একর্ষে, একশ্চাসাবৃষিশ্চ একর্ষিঃ, দর্শনাদৃষিঃ; স হি সর্ব্বস্য জগত আত্মা চক্ষুশ্চ সন্ সর্ব্বং পশ্যতি; একো বা গচ্ছতীত্যেকর্ষিঃ, "সূর্য্য একাকী চরতি" ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ। যম, সর্ব্বং হি জগতঃ সংযমনং ত্বৎকৃতম্; সূর্য্য, সুষ্ঠু ঈরয়তে রসান্ রশ্মীন্ প্রাণান্ ধিয়ো বা জগত ইতি; প্রাজাপত্য, প্রজাপতেরীশ্বরস্যাপত্যং হিরণ্যগর্ভস্য বা; হে প্রাজাপত্য, ব্যূহ বিগময় রশ্মীন্; সমূহ সংক্ষিপ আত্মনস্তেজঃ, যেনাহং শক্নুয়াং দ্রষ্টুম্; তেজসা হি অপহতদৃষ্টিঃ ন শক্নুয়াং ত্বৎস্বরূপমঞ্জসা দ্রষ্টুম্, বিদ্যোতন ইব রূপাণাম্; অত উপসংহর তেজঃ। যৎ তে তব রূপং সর্ব্বকল্যাণানামতিশয়েন কল্যাণং কল্যাণতমম্, তৎ তে তব পশ্যামি পশ্যামো বয়ম্, বচনব্যত্যয়েন ।৩

যোঽসৌ ভূর্ভুবঃ স্বর্ব্যাহৃত্যবয়বঃ পুরুষঃ, পুরুষাকৃতিত্বাৎ পুরুষঃ, সোঽহমস্মি ভবামি; 'অহরহম্ ইতি' চোপনিষদ উক্তত্বাৎ আদিত্যচাক্ষুষয়োস্তদেবেদং পরামৃশ্যতে। সোঽহমস্ম্যমৃতমিতি সম্বন্ধঃ। মমামৃতস্য সত্যস্য শরীরপাতে শরীরস্থো যঃ প্রাণো বায়ুঃ, সঃ অনিলং বাহ্যং বায়ুমেব প্রতিগচ্ছতু। তথাঽন্যা দেবতাঃ স্বাং স্বাং প্রকৃতিং গচ্ছন্তু; অথেদমপি ভস্মান্তং সৎ পৃথিবীং যাতু শরীরম্ ।৪

অথেদানীম্ আত্মনঃ সঙ্কল্পভূতাং মনসি ব্যবস্থিতামগ্নিদেবতাং প্রার্থয়তে,—ওঁম্ ক্রতো; ওঁমিতি ক্রতো, ইতি চ সম্বোধনার্থাবেব; ওঁকারপ্রতীকত্বাদোম্, মনোময়ত্বাচ্চ ক্রতুঃ। হে ওঁম্ ক্রতো, স্মর স্মর্ত্তব্যম্; অন্তকালে হি ত্বৎস্মরণবশাৎ ইষ্টা গতিঃ প্রাপ্যতে; অতঃ প্রার্থ্যতে—যন্ময়া কৃতম্, তৎ স্মর। পুনরুক্তিরাদরার্থা ।৫

কিঞ্চ, হে অগ্নে, নয় প্রাপয়, সুপথা শোভনেন মার্গেণ, রায়ে ধনায় কর্ম্মফলপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ; ন দক্ষিণেন কৃষ্ণেন পুনরাবৃত্তিযুক্তেন; কিং তর্হি? শুক্লেনৈব সুপথা; অস্মান্ বিশ্বানি সর্ব্বাণি, হে দেব, বয়ুনানি প্রজ্ঞানানি

সর্ব্বপ্রাণিনাং বিদ্বান্ ; কিঞ্চ যুযোধি অপনয় বিয়োজয়, অস্মদস্মত্তঃ, জুহুরাণং কুটিলং এনঃ পাপং পাপজাতং সর্ব্বম্, তেন পাপেন বিযুক্তা বয়মেষ্যাম উত্তরেণ পথা ত্বৎপ্রসাদাৎ ; কিন্তু বয়ং তুভ্যং পরিচর্য্যাং কর্ত্তুং ন শক্নুমঃ ; ভূয়িষ্ঠাং বহুতমাং তে তুভ্যং নমউক্তিং নমস্কারবচনং বিধেম নমস্কারোক্ত্যা পরিচরেম ইত্যর্থঃ, অন্যৎকর্ত্তুমশক্তাঃ সন্তঃ ॥ ৩৬৪ ॥ ১

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য পঞ্চদশ-ব্রাহ্মণ-ভাষ্যম্ ॥৫॥১৫॥

ইতি শ্রীমৎ পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ৫ ॥

টীকা। ব্রাহ্মণান্তরস্য তাৎপর্য্যমাহ—যো জ্ঞানকর্ম্মেতি। আদিত্যস্যা-প্রস্তুতত্বাৎ কথং তৎপ্রার্থনেত্যাশঙ্ক্যাহ—অস্তি চেতি। তথাপি কথমাদিত্যস্য প্রসঙ্গস্তত্রাহ—তদুপস্থানমিতি। নমস্তে তুরীয়ায়েতি হি দর্শিতমিত্যর্থঃ। আদিত্যস্য প্রসঙ্গে সত্তিফলিতমাহ—অত ইতি। সমাহিতচেতসাং প্রবৃত্তাং দৃষ্টত্বাদপিহিতমেব, কিং তু পিহিতমিবেত্যত্র হেতুমাহ—অসমাহিতেতি। জগতঃ পোষণাদ্ধর্ম্মহিম-বৃষ্ট্যাদিদানেনেতি শেষঃ। অপাবরণকরণমেব বিবৃণোতি—দর্শনেতি। সত্যং পরমার্থস্বরূপং ব্রহ্ম ধর্ম্মস্তাব ইতি যাবৎ। নমু দর্শনার্থং তৎপ্রতিবন্ধকনিবৃত্তৌ পূষণি নিযুক্তে কিমিত্যন্তে সংবোধ্য নিযুজ্যন্তে, তত্রাহ—পূষন্নিত্যাদীনীতি। দর্শনাদ্যর্থমিতিত্যুক্তং বিশদয়তি—জ হীতি। 'সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ' ইতি মন্ত্রবর্ণমাশ্রিত্যোক্তম্ -জগত আত্মেতি। 'চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ' ইত্যেতদাশ্রিত্যাহ—চক্ষুশ্চেতি। ১—২

স্বাভাবিকা রশ্ময়ো ন বিসর্জয়িতুং শক্যা ইত্যাশঙ্ক্যাহ—সমূহেতি। মদীয়তেজঃসংক্ষেপং বিনাপি তে মৎস্বরূপদর্শনং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তেজসা হীতি। বিদ্যোতনং বিদ্যুৎপ্রকাশস্তস্মিন্সতি রূপাণাং স্বরূপমঞ্জসা চক্ষুষা ন শক্যং দ্রষ্টুং, তস্য চক্ষুর্মোষিত্বা-ত্বাদিত্যাহ—বিদ্যোতন ইবেতি। তেজঃসংক্ষেপস্য প্রয়োজনমাহ—যদিতি। কিঞ্চ নাহং ত্বাং ভৃত্যবদ্যাচেঽভেদেন—ধ্যাতত্বাদিত্যাহ—যোঽসাবিতি। ব্যাহৃতিশরীরে কথমহমিতি প্রয়োগোপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—অহানিতি। তদেবেদমত্যাহঃরূপমুচ্যতে। বায়ুগ্রহণস্যোপলক্ষণত্বং বিবক্ষিত্বাহ—তথেতি। দেহস্থদেবতানামপ্রতিবন্ধকত্বেঽপি দেহস্যৈব সূক্ষ্মতাং গতস্য প্রতিবন্ধকত্বান্ন তদাবৃতত্বমিত্যাহশঙ্ক্যাহ—অথেতি। ৩—৪

মন্ত্রান্তরমবতার্য্য ব্যাকরোতি—অথেদানীমিত্যাদিনা। অবতীত্যোমীশ্বরঃ সর্ব্বস্য রক্ষকত্বস্য জাঠরাগ্নিপ্রতীকত্বেন ধ্যাতত্বাদগ্নিশব্দেন নির্দ্দেশঃ। এবমগ্নিদেবতাং সংবোধ্য নিযুঙ্ক্তে—স্মরেতি। ইষ্টাং গতিং জিগমিষতা কিমিতি স্মরণে দেবতা নিযুজ্যতে, তত্রাহ—স্মরণেতি। প্রার্থনান্তরং সমুচ্চিনোতি—কিং চেতি। পাপবিয়োজনফলমাহ—

তেমেতি। ভবান্তিরারাধিতো ভবতাং যথোক্তং ফলং সাধয়িষ্যামীত্যাশঙ্ক্যাহ—বিকংস্বিতি। বহুমঘং ভক্তিশ্রদ্ধাতিরেকযুক্তম্বম্। যাগাদিনাপি পরিচরণং ক্রিয়তামিত্যাশঙ্ক্যাহ—অস্যাদতি। সংতভনমস্কারোক্ত্যা পরিচরেমেতি পূর্ব্বেণ সংবন্ধঃ। অশক্তিশ্চ মুমূর্ষাবশাদিতি দ্রষ্টব্যম্। ইতিশব্দোঽধ্যায়সমাপ্ত্যর্থঃ ॥ ৩৮১ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং পঞ্চমাধ্যায়স্য পঞ্চদশং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ। যে লোক একযোগে জ্ঞান ও কর্ম্মের অনুশীলন করিয়া থাকে, সেই লোক আপনার অন্তিম সময়ে নিম্নলিখিত প্রকারে আদিত্যের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকেন। এখানে এই প্রকার প্রার্থনার প্রসঙ্গ বা সম্বন্ধও রহিয়াছে; কেন না, আদিত্য হইতেছেন গায়ত্রীর চতুর্থ পাদ, এবং তাহার উপস্থানই এখানে প্রস্তাবিত বিষয়; সুতরাং তাহার নিকট প্রার্থনা করা অবশ্যই সুসঙ্গত হইতেছে।১।

হিরণ্ময় অর্থ—জ্যোতির্ম্ময়; জগতে প্রিয় বস্তু যেরূপ পাত্র বিশেষের দ্বারা আচ্ছাদিত (ঢাকা) থাকে, তদ্রূপ এই সত্যনামক ব্রহ্ম বস্তুও জ্যোতির্ম্ময় আদিত্যমণ্ডলের দ্বারা যেন আচ্ছাদিতই আছেন; কারণ, অসমাহিতচিত্ত লোকেরা তাহাকে দেখিতে পায় না; এখন সেই কথাই বলা হইতেছে—সত্যের মুখ অপিহিত অর্থ - সত্য ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপটী আবৃত; অপিধান পাত্র অর্থ—সেই পাত্রটী দর্শনের ব্যাঘাত জন্মায় বলিয়া অপিধানেরই মত। হে পূষন্, জগতের পোষণকরেন বলিয়া সবিতার (সূর্য্যের) নাম পূষা; হে পূষন্, তুমি সেই আবরণ অপাবৃত কর, অর্থাৎ ব্রহ্মদৃষ্টির প্রতিবন্ধ-কারণ অপনয়ন কর; [কেন না,] যে আমার সত্যই একমাত্র ধর্ম্ম, সেই সত্যধর্ম্মা আমি তোমারই আত্মভূত; সেই আমার দর্শনের জন্য, অর্থাৎ আমি যাহাতে সেই সত্যব্রহ্ম উপলব্ধি করিতে পারি, তাহার যোগ্যতা বিধান কর।২

পরবর্ত্তী পূষন্ ইত্যাদি নামগুলি সূর্য্যের আমন্ত্রণসূচক। হে একর্ষে, এক—প্রধান—ঋষি=একর্ষি; দর্শন করেন বলিয়া ঋষি; কেন না, সূর্য্যদেব সর্ব্ব জগতের আত্মা ও চক্ষুস্বরূপ হইয়া সমস্ত দর্শন করিয়া থাকেন; অথবা 'সূর্য্য একাকী বিচরণ করেন' এই মন্ত্রবাক্য হইতে জানা যায় যে, তিনি একাকী বিচরণ করেন, এইজন্য ঋষিপদবাচ্য; হে যম, তোমা দ্বারাই সমস্ত জগতের সংযমন বা নিয়মিত ভাবে পরিচালন কার্য্য সম্পন্ন হয় বলিয়া তুমি যমপদবাচ্য; হে সূর্য্য, জগতের রস, রশ্মি ও প্রাণ বা বুদ্ধিবৃত্তি যথাযথ ভাবে প্রেরিত করেন বলিয়া [তিনি সূর্য্য পদবাচ্য]; হে প্রাজাপত্য, প্রজাপতি

ঈশ্বরের কিংবা হিরণ্যগর্ভের অপত্য (সন্তান), এইজন্য প্রাজাপত্য; হে প্রাজাপত্য; তুমি রশ্মিসমূহ অপসারণ কর; এবং আপনার তেজঃ সজ্জিপ্ত কর—সংকোচিত কর, যাহাতে আমি তোমাকে দর্শন করিতে সমর্থ হই; কেন না, বিদ্যুৎসম্পাতে যেমন কোনও রূপ দর্শন করিতে পারা যায় না, তেমনি তোমার তেজেও দৃষ্টিশক্তি ব্যাহত হওয়ায় তোমার যথার্থ রূপটি যথাযথভাবে দর্শন করিতে পারি না; অতএব সেই তেজের সংকোচন কর; সমস্ত কল্যাণ অপেক্ষাও অতিশয় কল্যাণময় যে, তোমার রূপ, সেই কল্যাণতম রূপটী আমরা দর্শন করিব; [মূলে 'পশ্যামি' একবচন থাকিলেও] তাহা বহুবচন করিয়া লইতে হইবে।৩

ঐ যে, 'ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ' এই ব্যাহৃতির অবয়বযুক্ত পুরুষ—পুরুষের আকৃতি সম্পন্ন বলিয়া পুরুষ-শব্দবাচ্য; আমি হইতেছি তৎস্বরূপ; পূর্ব্বে আদিত্যপুরুষ ও চাক্ষুষ পুরুষের যথাক্রমে 'অহঃ' ও অহম্' উপনিষদ্ (রহস্য নাম) উক্ত হওয়ায় 'সোঽহমস্মি' বাক্যে তাহাদেরই পরামর্শ বা সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। শ্রুতির 'অমৃতম্' শব্দটীরও 'সোঽহমস্মি' বাক্যের সহিত সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। অমৃত সত্যস্বরূপ আমার শরীরপাত ঘটিলে পর, আমার শরীরস্থ যে প্রাণবায়ু, সেই বায়ু অনিলে অর্থাৎ বাহ্য বায়ুতে ফিরিয়া যাউক; সেইরূপ এই দেহস্থ অন্যান্য দেবতাগণও নিজ নিজ প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হউক; এবং এই শরীরও ভস্মরাশি হইয়া পৃথিবীতে মিলিয়া থাউক।৪

অতঃপর আপনার সংকল্প-বিষয়ীভূত অর্থাৎ চিন্তাপথগত ও মনোগত অগ্নিদেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—ওঁম্ ক্রতো; 'ওঁম্' ও 'ক্রতো' এই দুইটী শব্দই মনের সম্বোধনার্থক; ওঁকার ইহার প্রতীক, এইজন্য ওঁম্, এবং মন সংকল্পপ্রধান বলিয়া ক্রতুপদবাচ্য। হে ওঁম্, হে ক্রতো, তুমি নিজের কর্ত্তব্য স্মরণ কর; কারণ, অন্তিম সময়ে তোমার স্মরণানুসারেই অভিলষিত গতি লাভ করা যাইবে; অতএব প্রার্থনা করা হইতেছে যে, আমি যাহা করিয়াছি, তাহা—আমার কৃতকর্ম্ম স্মরণ কর। 'ক্রতো স্মর, কৃতং স্মর' এই কথায় পুনরুক্তি করিবার অভিপ্রায় এই যে, প্রার্থনায় আদরাতিশয় প্রদর্শন করা।৫

আরও এক কথা, হে অগ্নে, কর্ম্মফল প্রাপ্তির জন্য আমাদিগকে সুপথে—উত্তম পথে অর্থাৎ উত্তরায়ণে লইয়া যাও, কিন্তু মলিন দক্ষিণ পথে—যাহাতে গেলে পুনর্ব্বার সংসারে আসিতে হয়, সেই পথে নহে, পরন্তু শুক্ল উত্তরায়ণ

পথে [লইয়া যাও]। হে দেব, তুমি সকল লোকের সর্ব্বপ্রকার বুদ্ধিবৃত্তি অবগত আছ; তুমি আমাদের হইতে জুহরাণ—কুটিলস্বভাব সমস্ত পাপ বিযোজিত—অপনীত কর। আমরা তোমার প্রসাদে সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া উত্তর পথে যাইব; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমরা তোমার সেবা করিতে অসমর্থ; অতএব তোমার উদ্দেশ্যে কেবল ভূয়িষ্ঠ অর্থাৎ বহুলপরিমাণে কেবল নম উক্তি—বাচনিক নমস্কার মাত্র করিতেছি; অন্যপ্রকার পরিচর্য্যায় অসামর্থ্যবশতঃ কেবল নমস্কার বচন দ্বারা তোমার পরিচর্য্যা (আরাধনা) করিতেছি ॥৩৮৪॥১॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চদশ ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৫॥১৫॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদে পঞ্চম অধ্যায় ॥৫॥

ব্রাহ্মণক্রমে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥৭॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ওঁম্ যো হ বৈ জ্যেষ্ঠঞ্চ শ্রেষ্ঠঞ্চ বেদ, জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ স্বানাং ভবতি, প্রাণো বৈ জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ, জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ স্বানাং ভবত্যপি চ যেষাং বুভূষতি য এবং বেদ ॥৩৭৫॥১॥

সম্বন্ধার্থঃ। পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে গায়ত্র্যাঃ প্রাণস্বরূপত্বমুক্তম্, তদুপপাদনার্থমিদমিদানীমারভ্যতে 'ওঁম্'—ইত্যাদি।

'হ' শব্দোঽত্র স্মরণে—'ওঁম্ প্রাণো গায়ত্রী' ইতি মন্ত্রঃ স্মার্য্যতে। যঃ বৈ জ্যেষ্ঠং (জ্যেষ্ঠত্বগুণযুক্তং) চ শ্রেষ্ঠং (শ্রেষ্ঠত্বগুণযুক্তং) চ বেদ (জানাতি), [সঃ] স্বানাং (জ্ঞাতীনাং মধ্যে) জ্যেষ্ঠঃ চ শ্রেষ্ঠঃ চ ভবতি। [কোঽয়ং জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ? ইত্যাহ—] প্রাণঃ বৈ (এব) জ্যেষ্ঠঃ চ শ্রেষ্ঠশ্চ। যঃ এবং বেদ, সঃ স্বানাং জ্যেষ্ঠঃ চ শ্রেষ্ঠঃ চ ভবতি; অপিচ, যেষাং (জ্ঞাতিভিন্নানামপি) [জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ চ] বুভূষতি (অহম্ এষাং জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ চ ভবিষ্যামি' ইতি ইচ্ছতি); [তেষামপি জ্যেষ্ঠঃ চ শ্রেষ্ঠঃ চ ভবতি ॥ ৩৬৫ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ। পূর্ব্ব অধ্যায়ে গায়ত্রীকে প্রাণস্বরূপ বলা হইয়াছে, এখন সেই প্রসঙ্গে প্রাণের শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপনার্থ বলিতেছেন—যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকে জানে, সে ব্যক্তি জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। এই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ কে? না, প্রাণই জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব গুণযুক্ত। যে ব্যক্তি এই তত্ত্ব জানে, সে নিজেও জ্ঞাতিগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে; অথবা অন্য যাহাদের মধ্যেও [জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের মধ্যেও জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে ॥ ৩৬৬ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ওঁম্ প্রাণো গায়ত্রীত্যুক্তম্। কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ প্রাণভাবো গায়ত্র্যাঃ, ন পুনর্ব্বাগাদিভাবঃ? ইতি; যস্মাৎ জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ প্রাণঃ, ন বাগাদয়ো জ্যৈষ্ঠ্যশ্রৈষ্ঠ্যভাজঃ। কথং জ্যেষ্ঠত্বং শ্রেষ্ঠত্বঞ্চ প্রাণস্যেতি, তন্নির্দ্দিধারয়িষয়া ইদমারভ্যতে। অথবা উক্থ-যজুঃ-সাম-ক্ষত্রাদিভাবৈঃ প্রাণস্যৈবোপাসনমভিহিতম্, সৎস্বপি অন্যেষু চক্ষুরাদিষু; তত্র

হেতুমাত্রবিহানন্তর্যোণ সম্বধ্যতে, ন পুনঃ পূর্ব্বশেষতা। বিবক্ষিতন্তু বিশেষাদস্য কাণ্ডস্য পূর্ব্বত্র যদনুক্তং বিশিষ্টং ফলং প্রাণবিষয়মুপাসনম্ তদ্বক্তব্যমিতি ।১

যঃ কশ্চিৎ, হ বৈ ইত্যবধারণার্থৌ; যো জ্যেষ্ঠশ্রেষ্ঠগুণং বক্ষ্যমাণং বেদ, অসৌ ভবত্যেব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ। এবং ফলেন প্রলোভিতঃ সন্ প্রশ্নায়াভিমুখীভূতঃ, তস্মৈ চাহ - প্রাণো বৈ জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ। কথং পুনরবগম্যতে প্রাণো জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চেতি। যস্মান্নিষেককাল এব শুক্রশোণিতসম্বন্ধঃ প্রাণাদিকলাপস্যাবিশিষ্টঃ তথাপি ন অপ্রাণং শুক্রং বিরোহতীতি প্রথমো বৃত্তিলাভঃ প্রাণস্য চক্ষুরাদিভ্যঃ; অতো জ্যেষ্ঠো বয়সা প্রাণঃ; নিষেককালাদারভ্য গর্ভং পুষ্যতি প্রাণঃ; প্রাণে হি লব্ধবৃত্তৌ পশ্চাচ্চক্ষুরাদীনাং বৃত্তিলাভঃ; অতো যুক্তং প্রাণস্য জ্যেষ্ঠত্বং চক্ষুরাদিষু। ভবতি তু কশ্চিৎ কুলে জ্যেষ্ঠঃ, গুণহীনত্বাত্তু ন শ্রেষ্ঠঃ; মধ্যমঃ কনিষ্ঠো বা গুণাঢ্যত্বাচ্ছ্রেষ্ঠঃ, ন জ্যেষ্ঠঃ, নতু তথেহেত্যাহ—প্রাণ এব তু জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ ।২।

কথং পুনঃ শ্রৈষ্ঠ্যমবগম্যতে প্রাণস্য? তদিহ সংবাদেন দর্শয়িষ্যামঃ। সর্ব্বথাপি তু প্রাণং জ্যেষ্ঠশ্রেষ্ঠগুণং যো বেদ উপাস্তে, স স্বানাং জ্ঞাতীনাং জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ ভবতি, জ্যেষ্ঠশ্রেষ্ঠগুণোপাসনসামর্থ্যাৎ; স্বব্যতিরেকেণাপি চ যেষাং মধ্যে জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ ভবিষ্যামীতি বুভূষতি ভবিতুমিচ্ছতি, তেষামপি, জ্যেষ্ঠশ্রেষ্ঠপ্রাণদর্শী জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ ভবতি। ননু বয়োনিমিত্তং জ্যৈষ্ঠ্যং, তদিচ্ছাতঃ কথং ভবতীত্যুচ্যতে? নৈষ দোষঃ। প্রাণবদ্বৃত্তিলাভস্যৈব জ্যেষ্ঠত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ ॥৩৬৫॥১॥

টীকা। ওঁকারো দমাদিত্রয়ং ব্রহ্মাব্রহ্মোপাসনানি তৎফলং ততো গতিরাদিত্যাদিস্থানবিশেষোর্থঃ সপ্তমে নিবৃত্তঃ। সংপ্রতি প্রাধান্যেনাব্রহ্মোপাসনং সফলং শ্রীমন্থাদিকর্ম্ম চ বক্তব্যমিত্যষ্টমমধ্যায়মারম্ভমাণো ব্রাহ্মণসংগতিমাহ—প্রাণ ইতি। তস্মাৎ প্রাণো গায়ত্রীতি বুদ্ধ্যস্বেতি শেষঃ। প্রাণস্য জ্যেষ্ঠ্যাদি বাচ্যাপি নির্দ্ধারিতমিতি শঙ্কিত্বা পরিহরতি—কথমিত্যাদিনা। প্রকারান্তরেণ পূর্ব্বোত্তরগ্রন্থসংগতিমাহ—অথবেতি। আদিশব্দাদবৈশিষ্ট্যাদিনির্দ্দেশঃ। তত্রেতি প্রাণস্যৈব বিশিষ্টগুণকত্বোপাস্ত্যোক্তিঃ। হেতুর্জ্যেষ্ঠত্বাদিগুণমাত্রবিহানন্তরগ্রন্থে কথ্যত ইতি শেষঃ। তদেবং পূর্ব্বগ্রন্থস্য হেতুবত্ত্বাদুত্তরস্য চ হেতুমদানন্তর্য্যেণ পৌর্ব্বাপর্য্যেণ পূর্ব্বগ্রন্থেন সহোত্তরগ্রন্থজাতং সংবধ্যত ইতি ফলিতমাহ—আনন্তর্য্যেণেতি। বক্ষ্যমাণপ্রাণোপাসনস্য পূর্ব্বোক্তোক্তশেষত্বপ্রাপ্তিমেবমধ্যাপকা গুণভেদাৎফলভেদাচ্চ নৈবমিত্যভিপ্রেত্যাহ—ন পুনরিতি। কিমিতি প্রাণোপাসনমিহ স্বতন্ত্রমুপদিশ্যতে, তত্রাহ—বিশেষাদিতি। ইতিশব্দো ব্রাহ্মণারম্ভোপসংহারার্থঃ। ১

এবং ব্রাহ্মণান্তরং প্রতিপাদ্যান্তরমপি ব্যাচষ্টে—যঃ কশ্চিদিত্যাদিনা। হ-বৈ-শব্দয়োঃ পুনরুপাদানমবধারণার্থম্। নিপাতয়োরর্থাবধারণমেব প্রাগুক্তং প্রকটয়তি—ভবত্যেবেতি। প্রশ্নঃ—কোহসৌ জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চেতি প্রশ্নস্যার্থমিতি যাবৎ। প্রাণস্য জ্যেষ্ঠত্বাদি কথমাক্ষিপতি—কথমিতি। তত্র হেতুমাহ—যস্মাদিতি। তস্মাজ্জ্যেষ্ঠত্বাদিকং তুল্যমেবেতি শেষঃ। সংবন্ধাবিশেষমঙ্গীকৃত্য জ্যেষ্ঠত্বং প্রাণস্য সাধয়তি—তথাপীতি। উক্তমেব সমর্থয়তে—নিষেককালাদিতি। তত্রাপি বিপ্রতিপন্নং প্রত্যাহ—প্রাণে হীতি। জ্যেষ্ঠত্বেনৈব শ্রেষ্ঠত্বে সিদ্ধে কিমিতি পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ভবতি ত্বিতি। জ্যেষ্ঠত্বে সত্যপি শ্রেষ্ঠত্বাভাবমুক্ত্বা তস্মিন্ সত্যপি জ্যেষ্ঠত্বাভাবমাহ—মধ্যম ইতি। ইহেতি প্রাণোক্তিঃ। প্রাণশ্রেষ্ঠত্বে প্রমাণাভাবমাশঙ্ক্য প্রত্যাহ—কথমিত্যাদিনা। পূর্ব্বোক্তমুপাস্তিফলমুপসংহরতি—সর্ব্বথাপীতি। আরোপেণানারোপেণ বেত্যর্থঃ। জ্যেষ্ঠস্য বিদ্যাফলত্বমাক্ষিপতি—নন্বিতি। তস্য বিদ্যাফলত্বং সাধয়তি—উচ্যত ইতি। ইচ্ছাতো জ্যেষ্ঠঃ দুঃসাধ্যমিতি দোষমাশঙ্ক্যাহ—নেতি। তত্র হেতুমাহ—প্রাণবদিতি। তথা প্রাণস্য চক্ষুরাদিপ্রবৃত্তস্বরূপাণীনাং বৃত্তিলাভবত্তথা প্রাণোপাসকানাং জীবনমপেক্ষ্য স্বানাং চ ভবতীতি প্রাণদর্শিনো জ্যেষ্ঠত্বং ন বয়োনিবন্ধনমিত্যর্থঃ।১৫৪।১

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্ব অধ্যায়ে এই গায়ত্রীকে প্রাণস্বরূপ বলা হইয়াছে; এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, কি কারণে গায়ত্রীর কেবলই প্রাণস্বরূপতা, বাগাদি ইন্দ্রিয়স্বরূপতাই বা নয় কেন? [উত্তর—] যেহেতু প্রাণই সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠও বটে, শ্রেষ্ঠও বটে; কিন্তু বাগাদি ইন্দ্রিয়ের ত জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব নাই; [কাজেই গায়ত্রীর বাগাদিভাব হইতে পারে না।] প্রাণেরই বা জ্যেষ্ঠত্ব শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি, তাহা নির্দ্ধারণার্থ এই প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে। অথবা, ইতঃপূর্ব্বে, চক্ষুঃপ্রভৃতি অপরাপর করণ বা ইন্দ্রিয়াদি বিদ্যমান সত্বেও একমাত্র প্রাণেরই ঋক্, যজুঃ, সাম ও ক্ষত্রাদিরূপে যে উপাসনা অভিহিত হইয়াছে, তাহার অপেক্ষিত হেতুমাত্র এখানে নিরূপিত হইতেছে, কিন্তু ইহা পূর্ব্বাধ্যায়ের শেষ বা অঙ্গ নহে। প্রকৃতপক্ষে শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, এই ষষ্ঠ অধ্যায়টী হইতেছে খিলকা বিষয়ের পরিপূরক; অতএব বিশিষ্টফলজনক যে সমুদয় উপাসনা পূর্ব্বে কথিত হয় নাই, সেই সমুদয় বিষয়ই এখানে কথিত হইবে। ১

শ্রুতির 'হ' ও 'বৈ' শব্দ দুইটীর অর্থ অবধারণ; [বুঝিতে হইবে, যাহা যেরূপ বলা হইতেছে, তাহা সেইরূপই বটে]। যে কোন লোক যত্নপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ গুণযুক্ত বস্তুটী জানে, সে নিজেও জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন হয়। শিষ্য এইরূপ ফল শ্রবণে প্রলোভিত হইয়া [জ্যেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠ-গুণযুক্ত যে কে,

তদ্বিষয়ে] প্রশ্ন করিতে অভিমুখীভূত হইয়া থাকে; সেই জিজ্ঞাসু শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—প্রাণই জ্যেষ্ঠও বটে এবং শ্রেষ্ঠও বটে। ভাল, প্রাণ যে, জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ, ইহা জানা যায় কিরূপে?—যখন নিষেক সময়ে প্রাণাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিতই শুক্র-শোণিতের সম্পর্ক সমান, তখন কেবল প্রাণেরই বা জ্যেষ্ঠত্ব শ্রেষ্ঠত্ব হইবে কেন? [হাঁ, যদিও এ কথা সত্য হউক,] তথাপি প্রাণসম্বন্ধ-রহিত শুক্র ত কখনই দেহাকারে প্রাদুর্ভূত হয় না; এইজন্য [বলিতে হয় যে,] চক্ষুঃ প্রভৃতি অপেক্ষা প্রাণই বয়সে জ্যেষ্ঠ; তাহার পর, নিষেক কাল হইতে প্রাণই প্রধানতঃ গর্ভের পোষণ বা পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে; এবং অগ্রে প্রাণের বৃত্তিলাভ হইলেই পশ্চাৎ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয় বৃত্তিলাভ করিয়া থাকে; এই কারণেই চক্ষুঃপ্রভৃতির মধ্যে প্রাণের শ্রেষ্ঠতা। বংশের মধ্যে কোন লোক বয়সে জ্যেষ্ঠও হইতে পারে, কিন্তু গুণহীন বলিয়া শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারে না; অথচ গুণাধিক্য থাকিলে মধ্যম বা কনিষ্ঠও শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া থাকে, অথচ জ্যেষ্ঠ তাহা পারে না; এখানে কিন্তু সেরূপ নহে; এই অভিপ্রায়ই 'প্রাণো বৈ জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ' কথায় প্রকাশ করা হইয়াছে। ২

পুনশ্চ প্রশ্ন হইতেছে যে, আর কি কারণে প্রাণের জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারা যায়? হাঁ, তাহা পরে প্রাণ-সংবাদ বা আখ্যায়িকা দ্বারা প্রদর্শন করিব। ফল কথা, যে লোক সর্ব্বপ্রকারে জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ গুণযুক্ত প্রাণের উপাসনা করে, জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ গুণযুক্তের উপাসনা বলে, সে লোক নিজেও জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে; এবং জ্ঞাতিভিন্নও যাহাদের মধ্যে 'আমি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হইব' বলিয়া ইচ্ছা করেন, সেই জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ প্রাণদর্শী লোক তাহাদের মধ্যেও জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন। ভাল কথা, জ্যেষ্ঠত্বের কারণ হইল বয়স্, ইচ্ছামাত্রে তাহা কিরূপে সম্পন্ন হইতে পারে?—না, ইহা দোষাবহ হয় না; কারণ, এখানে বয়োনিমিত্ত জ্যেষ্ঠত্ব অভিপ্রেত নহে, পরন্তু প্রাণের ন্যায় প্রাধান্যে বৃত্তিলাভ করাই জ্যেষ্ঠত্ব শব্দের অভিপ্রেত অর্থ॥ ৩৬৫ ॥ ১॥

যো হ বৈ বসিষ্ঠাং বেদ, বসিষ্ঠঃ স্বানাং ভবতি, বাগ্‌বৈ বসিষ্ঠা, বসিষ্ঠঃ স্বানাং ভবত্যপি চ যেষাং বুভূষতি য এবং বেদ ॥ ৩৬৬ ॥ ২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। যঃ (জনঃ) বসিষ্ঠাং (তদ্গুণোপেতাং দেবতাং)

হ বৈ বেদ, [সঃ] স্বানাং (জ্ঞাতীনাং মধ্যে) বসিষ্ঠঃ ভবতি। [কেয়ং বসিষ্ঠা ? ইত্যাহ—] বাক্ বৈ (এব) বসিষ্ঠা (অতিশয়েন বাসয়তি, বস্তে আচ্ছাদয়তি বা অন্যান্ ইতি বসিষ্ঠা। বাগ্মিনো হি ধনদ্বারা অন্যান্ বাসয়ন্তি, বাচা চ অন্যান্ অভিভবন্তি ; তেন হি বাচো বসিষ্ঠাত্বম্)। য এবং বেদ স স্বানাং (জ্ঞাতীনাং) [অন্যেষাং চ] যেষাং [বসিষ্ঠঃ] বুভূষতি (ভবিতুং, মিচ্ছতি), [তেষাং] বসিষ্ঠঃ ভবতি ; [উপাসনানুরূপং ফলমেতৎ] ॥৩৬৬॥২॥

মূলানুবাদ। যিনি বসিষ্ঠকে জানেন, তিনি জ্ঞাতিগণের মধ্যে বসিষ্ঠ হন, অর্থাৎ জ্ঞাতিগণ তাহার বশীভূত হইয়া থাকে, [এই বসিষ্ঠা যে কে, তাহা বলিতেছেন—] বাক্ই বসিষ্ঠা ; কেন না, বাগ্মী লোক সাধারণতঃ ধন দ্বারা অপরকে বাস করান, এবং বাক্য বলে অপরকে পরাভূত করিয়া থাকেন ; [এই কারণে বাক্‌কে বসিষ্ঠা বলা হইয়াছে]। যিনি এইপ্রকার জানেন (উপাসনা করেন), তিনিও জ্ঞাতিগণের এবং আরও যাহাদের মধ্যে বসিষ্ঠ হইতে ইচ্ছা করেন, তাহাদেরও বসিষ্ঠ হইয়া থাকেন ॥ ৩৬৬ ॥ ২ ॥

শাঙ্কর ভাষ্যম্। যো হ বৈ বসিষ্ঠাং বেদ, বসিষ্ঠঃ স্বানাং ভবতি ; তদ্দর্শনানুরূপ্যেণ ফলম্। যেষাং চ জ্ঞাতিব্যতিরেকেণ বসিষ্ঠো ভবিতুমিচ্ছতি, তেষাঞ্চ বসিষ্ঠো ভবতি। উচ্যতাং তর্হি, কাঽসৌ বসিষ্ঠেতি ; বাগ্ বৈ বসিষ্ঠা ; বাসয়ত্যতিশয়েন, বস্তে বেতি বসিষ্ঠা। বাগ্মিনো হি ধনবন্তো বসন্ত্যতিশয়েন, আচ্ছাদনার্থস্য বা বসের্বসিষ্ঠা ; অভিভবন্তি হি বাচা বাগ্মিনোঽন্যান্ ; তেন বসিষ্ঠগুণবৎপরিজ্ঞানাদ্বসিষ্ঠগুণো ভবতীতি দর্শনানুরূপং ফলম্ ॥৩৬৬॥২॥

টীকা। বসিষ্ঠত্বমপি প্রাণস্যৈবেতি বক্তুমুত্তরবাক্যমুত্থাপ্য ব্যাচষ্টে—যো হেত্যাদিনা। ফলেন প্রলোভিতং শিষ্যং প্রশ্নাভিমুখং প্রত্যাহ—উচ্যতামিত্যাদিনা। বাচো বসিষ্ঠত্বং দ্বিধা প্রতিজানীতে—বাসয়তীতি। বাসয়ত্যতিশয়েনেত্যুক্তং বিশদয়তি—বাগ্মিনো হীতি। বাসয়ন্তি চেতি দ্রষ্টব্যম্। বস্তে বেত্যুক্তং স্ফুটয়তি—আচ্ছাদনার্থস্য বেতি। আচ্ছাদনার্থত্বমনুভবেন সাধয়তি—অভিভবন্তীতি। উক্তমুপাস্তিফলং নিগময়তি—তেনেতি ॥৩৬৬॥২॥

ভাষ্যানুবাদ। যিনি বসিষ্ঠকে জানেন, তিনি জ্ঞাতিগণের মধ্যে বসিষ্ঠগুণযুক্ত হন। যেরূপ উপাসনা, তাহার ফলও তদনুরূপই হইয়া থাকে। জ্ঞাতিভিন্ন আরও যাহাদের মধ্যে বসিষ্ঠ হইতে ইচ্ছা করেন, তাহাদেরও

বসিষ্ঠ হইয়া থাকেন। এই বসিষ্ঠ পদার্থটী যে কে, তাহা এখন বলিতে হইবে। [উত্তর—] বাক্ই বসিষ্ঠা; অতিশয়রূপে বাস করায়, কিংবা আচ্ছাদন (অভিভব) করে বলিয়া বাক্ হইতেছে—বসিষ্ঠা; কারণ, বাগ্মী লোকেরা সাধারণতঃ ধনবান্ হয়, এবং সেই ধন দ্বারা তাহারা লোককে উত্তমরূপে বাস করাইয়া থাকে, অথবা 'বসিষ্ঠা' শব্দটী আচ্ছদনার্থক 'বস্' ধাতুর রূপ; কেন না, বাগ্মী লোকেরা বাক্য দ্বারা অপর সকলকে পরাজিত করিয়া থাকে। অতএব, বসিষ্ঠত্বগুণযুক্ত বস্তুর উপাসনায় যে, বসিষ্ঠত্বগুণসম্পন্ন হইয়া থাকে, ইহা উপাসনার অনুরূপ ফলই বটে॥ ৩৬৬ ॥ ২ ॥

যো হ বৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি সমে, প্রতিতিষ্ঠতি দুর্গে, চক্ষুর্বৈ প্রতিষ্ঠা চক্ষুষা হি সমে চ দুর্গে চ প্রতিতিষ্ঠতি, প্রতিতিষ্ঠতি সমে প্রতিতিষ্ঠতি দুর্গে য এবং বেদ ॥ ৩৬৭ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ। যঃ হ বৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ, [সঃ] সমে (অনুকূলে দেশে কালে চ) প্রতিতিষ্ঠতি, দুর্গে (বিষমে চ) প্রতিতিষ্ঠতি। [কা প্রতিষ্ঠা ?] চক্ষুঃ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) প্রতিষ্ঠা; [কুতঃ ?] হি (যতঃ) চক্ষুষা (করণেন) সমে চ দুর্গে চ প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠাং—স্থিতিং লভতে)। য এবং বেদ, স সমে প্রতিতিষ্ঠতি, দুর্গে চ প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৩৬৭ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ। যে লোক প্রতিষ্ঠার উপাসনা করে, সে সম ও বিষম—দেশে ও কালে স্থিতি লাভ করে। প্রতিষ্ঠা কি? চক্ষুই প্রতিষ্ঠা; কারণ, লোকে চক্ষুর সাহায্যেই সম ও বিষম স্থানে স্থিতি লাভ করিয়া থাকে। যে লোক ইহা জানে, সে লোক সম ও বিষম স্থানে এবং কালে স্থিতি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৩৬৭ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যো হ বৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ, প্রতিতিষ্ঠত্যনয়েতি তাং প্রতিষ্ঠাং প্রতিষ্ঠাগুণবতীং যো বেদ, তস্যেদং ফলং—প্রতিতিষ্ঠতি সমে দেশে কালে চ। তথা দুর্গে বিষমে চ দুর্গমনে চ দেশে, দুর্ভিক্ষাদৌ বা কালে বিষমে। যদ্যেবম্, উচ্যতাম্—কাঽসৌ প্রতিষ্ঠা ? চক্ষুর্বৈ প্রতিষ্ঠা; কথং চক্ষুষঃ প্রতিষ্ঠাত্বমিত্যাহ—চক্ষুষা হি সমে চ দুর্গে চ দৃষ্ট্বা প্রতিতিষ্ঠতি। অতোঽনুরূপং ফলম্, প্রতিতিষ্ঠতি সমে, প্রতিতিষ্ঠতি দুর্গে, য এবং বেদেতি ॥ ৩৬৭ ॥ ৩ ॥

টীকা। গুণান্তরং বক্তুং বাক্যান্তরমাদায় ব্যাচষ্টে যো হ বা ইতি। সমে প্রতিষ্ঠা বিদ্যাং বিদাপি আদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তথেতি। বিষমে চ প্রতিতিষ্ঠতীতি সম্বন্ধঃ। বিষমশব্দস্যার্থমাহ—দুর্গমনে চেতি। ইদানীং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রতিষ্ঠাং দর্শয়তি—যদ্যেবমিতি। প্রতিষ্ঠাত্বং চক্ষুষো ব্যুৎপাদয়তি—কথমিত্যাদিনা। বিদ্যাফলং নিগময়তি—অত ইতি ॥৩৬৭॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ। যে লোক প্রতিষ্ঠাকে জানে, অর্থাৎ যাহা দ্বারা লোকে প্রকৃষ্টরূপে স্থিতি লাভ করে, তাহার নাম প্রতিষ্ঠা; সেই প্রতিষ্ঠাকে—প্রতিষ্ঠা-গুণযুক্ত দেবতাকে যে ব্যক্তি জানে, তাহার ফল এই—সে লোক সমান (নিরুপদ্রব) দেশে ও কালে, এবং বিষমে অর্থাৎ দুর্গম দেশে ও দুর্ভিক্ষাদি সময়ে [স্থিতি লাভ করে]। ভাল, যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে বল, এই প্রতিষ্ঠাগুণযুক্ত বস্তুটী কে? [উত্তর—] চক্ষুই প্রতিষ্ঠা। ভাল, চক্ষু প্রতিষ্ঠা কি প্রকারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু প্রাণিগণ সম ও বিষমে দেশে ও কালে চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়াই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে। অতএব, এইরূপ গুণযুক্ত উপাসক যে, সম ও দুর্গম দেশে ও কালে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে, ইহা উপাসনার অনুরূপ ফলই বটে ॥ ৩৬৭ ॥ ৩ ॥

যো হ বৈ সম্পদং বেদ সংহাস্মৈ পদ্যতে যং কামং কাময়তে। শ্রোত্রং বৈ সম্পৎ, শ্রোত্রে হীমে সর্ব্বে বেদা অভিসম্পন্নাঃ, সংহাস্মৈ পদ্যতে যং কামং কাময়তে, য এবং বেদ ॥ ৩৬৮ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ। যঃ হ বৈ সম্পদং বেদ, [সঃ] যং কামং (বিষয়ং) কাময়তে, [স কামঃ] সম্পদ্যতে (আয়ত্তো ভবতি)। [কা নাম সম্পদ্?] শ্রোত্রং বৈ (প্রসিদ্ধৌ) সম্পদ্; হি (যস্মাৎ) ইমে (অনুভবগোচরাঃ) সর্ব্বে বেদাঃ শ্রোত্রে (কর্ণে) অভিসম্পন্নাঃ (স্থিতাঃ)। য এবং বেদ, অস্মৈ (বিদুষে), [সঃ] যং কামং কাময়তে, [সঃ কামঃ] সম্পদ্যতে (নিষ্পন্নে) ভবতি) ॥ ৩৬৮ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ। যে লোক সম্পদ্‌কে জানে, সে, যে বিষয় কামনা করে, তাহার সেই বিষয়ই সিদ্ধ হয়। শ্রোত্রই সেই সম্পদ্; কেন না, এই সমস্ত বেদই এই শ্রবণেন্দ্রিয়ে অবস্থান করিয়া থাকে।

যে লোক এই প্রকার উপাসনা করে, সে লোক যাহা কামনা করে, সেই কাম্য বিষয় তাহার পরিনিষ্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৩৬৮ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যো হ বৈ সম্পদং বেদ, সম্পদ্গুণযুক্তং যো বেদ, তস্য এতৎ ফলম্—অস্মৈ বিদুষে সম্পদ্যতে হ। কিম্? যং কামং কাময়তে, স কামঃ। কিং পুনঃ সম্পদ্গুণকম্? শ্রোত্রং বৈ সম্পৎ; কথং পুনঃ শ্রোত্রস্য সম্পদ্গুণত্বমিতি, উচ্যতে—শ্রোত্রে সতি, হি যস্মাৎ সর্ব্বে বেদা অভিসম্পন্নাঃ, শ্রোত্রেন্দ্রিয়বতোঽধ্যেয়ত্বাৎ; বেদবিহিতকর্ম্মায়ত্তাশ্চ কামাঃ; তস্মাচ্ছ্রোত্রং সম্পৎ; অতো জ্ঞানানুরূপং ফলম্—সং হাস্মৈ পদ্যতে, যং কামং কাময়তে, য এবং বেদ ॥ ৩৬৮ ॥ ৪ ॥

টীকা। বাক্যান্তরমাদায় বিভজতে—যো হ বৈ সংপদমিতি। প্রশ্নপূর্ব্বকং সংপদ্গুণকত্বে—কিং পুনরিতি। শ্রোত্রস্য সংপদ্গুণত্বং ব্যুৎপাদয়তি—কথমিতি। অধ্যেতব্যধ্যয়নার্হত্বম্। তথাপি কথং শ্রোত্রং সংপদ্গুণকমিত্যাশঙ্ক্যাহ বেদেতি। পূর্ব্বোক্তং ফলমুপসংহরতি—অত ইতি ॥৩৬৮॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ। যিনি সম্পদ্কে জানেন, অর্থাৎ সম্পদ্গুণযুক্তবিষয়ের যিনি উপাসনা করেন, তাহার ফল এই—সেই বিদ্বানের সম্বন্ধে [এই ফল] সম্পন্ন হয়; কোন ফল? তিনি যে বিষয় কামনা করেন, সেই কাম্য বিষয়। উক্ত সম্পদ্গুণযুক্ত বস্তুটী কি? শ্রোত্র হইতেছে সম্পদ্গুণযুক্ত; শ্রোত্রের যে, সম্পদ্গুণসম্বন্ধ কেন, তাহা কথিত হইতেছে—যেহেতু শ্রবণেন্দ্রিয় বিদ্যমান থাকিলেই সমস্ত বেদ সম্পন্ন হয়—অধিগত হয়; কারণ, শ্রবণেন্দ্রিয়সম্পন্ন পুরুষের পক্ষেই বেদ অধ্যয়নযোগ্য; কাম্য ফল সমূহও আবার বেদ-বিহিত কর্ম্মের অধীন; সেই হেতু শ্রবণেন্দ্রিয় হইতেছে সম্পদ্। যে লোক এইরূপ জানে, তাহার যে, অভিমত কাম্য বিষয় পরিনিষ্পন্ন হইয়া থাকে, ইহা বিদ্যার অনুরূপ ফলই বটে ॥৩৬৮॥৪॥

যো হ বা আয়তনং বেদায়তনꣳ স্বানাং ভবত্যায়তনং জনানাম্, মনো বা আয়তনমায়তনꣳ স্বানাং ভবত্যায়তনং জনানাং য এবং বেদ ॥ ৩৬৯ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। যঃ হ বৈ আয়তনং বেদ, [সঃ] স্বানাং (জ্ঞাতীনাং), জনানাং (জ্ঞাতিভিন্নানাং চ) আয়তনং ভবতি। মনঃ বৈ প্রসিদ্ধো আয়তনম্।

য এবং বেদ, [সঃ] স্বানাং আয়তনং ভবতি, জনানাং চ আয়তনং ভবতি ॥৩৬৯॥৫

মূলানুবাদ। যে লোক আয়তনের উপাসনা করেন, তিনি জ্ঞাতিগণের এবং তদ্ভিন্ন লোকদিগেরও আশ্রয়ভূত হইয়া থাকেন। মনই প্রসিদ্ধ আয়তন; যিনি ইহা জানেন, তিনি জ্ঞাতি ও তদ্ভিন্ন লোকদিগের আশ্রয় স্বরূপ হইয়া থাকেন ॥৩৬৯॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যো হ বা আয়তনং বেদ, আয়তনমাশ্রয়ঃ, তদ্ যো বেদ, আয়তনং স্বানাং ভবতি, আয়তনং জনানামন্যেষামপি। কিং পুনস্তদায়তনমিত্যুচ্যতে—মনো বা আয়তনম্ আশ্রয় ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়াণাঞ্চ; মন আশ্রিতা হি বিষয়া আত্মনো ভোগ্যত্বং প্রতিপদ্যন্তে; মনঃসঙ্কল্পবশানি চেন্দ্রিয়াণি প্রবর্ত্তন্তে নিবর্ত্তন্তে চ; অতো মন আয়তনমিন্দ্রিয়াণাম্; অতো দর্শনানুরূপ্যেণ ফলম্, আয়তনং স্বানাং ভবত্যায়তনং জনানাম্, য এবং বেদ ॥ ৩৬৯ ॥ ৫ ॥

টীকা। বাক্যান্তরমাদায় বিভজতে—যো হ বা আয়তনমিতি। সামান্যে-নোক্তমায়তনং প্রশ্নপূর্ব্বকং বিশদয়তি—কিং পুনরিতি। মনসো বিষয়াশ্রয়ত্বং বিশদয়তি—মন ইতি। ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্বং তস্য স্পষ্টয়তি—মনঃসংকল্পেতি। পূর্ব্ববৎ ফলং বিশদয়তি—অত ইতি ॥৩৬৯॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ। যিনি আয়তনকে জানেন; আয়তন অর্থ—আশ্রয়; তাহা যিনি জানেন, তিনি জ্ঞাতিগণের আয়তন হন, এবং অপর লোকদিগেরও আয়তন হন। সেই আয়তন যে, কি, তাহা বলা হইতেছে—মন হইতেছে আয়তন অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও রূপাদি বিষয় সমূহের আশ্রয়; কেননা, ভোগ্য বিষয় সমূহ মনের আশ্রয়ে থাকিয়াই আত্মার ভোগ্য হইয়া থাকে, এবং মনের ইচ্ছানুযায়ী হইয়াই ইন্দ্রিয়সমূহ প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত হইয়া থাকে, এই কারণে মন হইতেছে ইন্দ্রিয়সমূহের আয়তন। অতএব এতদ্বিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ যে, জ্ঞাতি ও জনসাধারণের আশ্রয় হইয়া থাকে, ইহা বিদ্যানুযায়ী ফলই বটে ॥ ৩৬৯॥৫॥

যো হ বৈ প্রজাতিং বেদ, প্রজায়তে হ প্রজয়া পশুভিঃ। রেতো বৈ প্রজাতিঃ, প্রজায়তে হ প্রজয়া পশুভির্য এবং বেদ ॥ ৩৭০ ॥ ৬ ॥

অন্বয়লার্থঃ। যঃ হ বৈ প্রজাতিং বেদ, [সঃ] প্রজয়া (সন্তানেন) পশুভিঃ (বিত্তৈশ্চ) [উপলক্ষিতঃ] প্রজায়তে। রেতঃ (শুক্রং) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) প্রজাতিঃ; য এবং বেদ, সঃ প্রজয়া পশুভিশ্চ [বিশিষ্টঃ] প্রজায়তে ॥৩৭০॥৬॥

মূলানুবাদ। যিনি প্রজাতির উপাসনা করেন, তিনি প্রজা ও পশুদ্বারা আঢ্য হন। রেতই প্রজাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই প্রজাতিকে যিনি জানেন, তিনি সন্তান ও পশু-বিত্তযুক্ত হইয়া থাকেন ॥৩৭০॥৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যো হ বৈ প্রজাতিং বেদ, প্রজায়তে হ প্রজয়া পশুভিশ্চ সম্পন্নো ভবতি। রেতো বৈ প্রজাতিঃ; রেতসা প্রজননেন্দ্রিয়মুপলক্ষ্যতে। তদ্বিজ্ঞানানুরূপং ফলম্, প্রজায়তে হ প্রজয়া পশুভির্য এবং বেদ ॥ ৩৭০ ॥ ৬ ॥

টীকা। গুণান্বয়ং বক্তুং বাক্যান্বয়ং গৃহীত্বা তদক্ষরাণি ব্যাকরোতি—যো হেত্যাদিনা। বাগাদীন্দ্রিয়াণি তত্তদ্গুণবিশিষ্টানি শিষ্ট্বা রেতো বিশিষ্টগুণমাচক্ষাণস্য প্রকরণবিরোধঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—রেতসেতি। বিদ্যাফলমুপসংহরতি—তদ্বিজ্ঞানেতি ॥৩৭০॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ। যিনি প্রজাতিকে জানেন, তিনি প্রজা ও পশুবিত্ত-সম্পন্ন হন। রেতই (জননেন্দ্রিয়ই) প্রজাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ; এখানে 'রেতঃ' শব্দে জননেন্দ্রিয় বুঝিতে হইবে। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি যে প্রজা ও পশুসম্পন্ন হন, ইহা বিজ্ঞানেরই অনুরূপ ফল ॥৩৭০॥৬ ॥

তে হেমে প্রাণা অহংশ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্ম জগ্মুস্তদ্ধোচুঃ কো নো বসিষ্ঠ ইতি। তদ্ধোবাচ যস্মিন্ ব উৎক্রান্ত ইদং শরীরং পাপীয়ো মন্যতে, স বো বসিষ্ঠ ইতি ॥৩৭১॥৭॥

অন্বয়লার্থঃ। তে হ ইমে প্রাণাঃ (করণানি) অহংশ্রেয়সে (স্বাত্ম-শ্রেষ্ঠত্বখ্যাপনপ্রয়োজনায়) বিবদমানাঃ (বিবাদং কুর্ব্বাণাঃ সন্তঃ) ব্রহ্ম (ব্রহ্মাণম্) জগ্মুঃ (গতবন্তঃ)। [গত্বা চ] তৎ ব্রহ্ম (ব্রহ্মাণং) উচুঃ হ—নঃ (অস্মাকং মধ্যে) কঃ বসিষ্ঠঃ (পূর্ব্বোক্ত-বসিষ্ঠত্বগুণবান্)? ইতি। [এবং পৃষ্টং সৎ] তৎ (ব্রহ্ম) উবাচ হ—বঃ (যুষ্মাকং মধ্যে) যস্মিন্ উৎক্রান্তে

(দেহাদ্বিনির্গতে সতি) ইদং শরীরং পাপীয়ঃ (অতিশয়েন পাপিষ্ঠং—অস্পৃশ্যং) মন্যতে [জনঃ], বঃ (যুষ্মাকং মধ্যে) স বসিষ্ঠ ইতি ॥৩১১॥৭॥

মূলানুবাদ। পুরাকালে, প্রাণ সমূহ নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব নির্দ্ধারণের নিমিত্ত বিবাদ করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিল; সেখানে যাইয়া তাহারা ব্রহ্মাকে বলিল—আমাদের মধ্যে বসিষ্ঠগুণযুক্ত কে? ব্রহ্মা বলিলেন—তোমাদের মধ্যে যে প্রাণটী দেহ হইতে চলিয়া গেলে, এই দেহকে লোকে অত্যন্ত পাপিষ্ঠ—অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করে; জানিবে, তোমাদের মধ্যে সে-ই বসিষ্ঠত্বগুণ সম্পন্ন ॥৩১১॥৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তে হ ইমে প্রাণা বাগাদয়ঃ অহংশ্রেয়সে অহংশ্রেয়ানিত্যেতস্মৈ প্রয়োজনায় বিবদমানাঃ বিরুদ্ধং বদমানাঃ ব্রহ্ম জগ্মুঃ ব্রহ্ম গতবন্তঃ ব্রহ্মশব্দবাচ্যং প্রজাপতিম্; গত্বা চ তদ্ব্রহ্ম হ উচুরুক্তবন্তঃ—কো নঃ অস্মাকং মধ্যে বসিষ্ঠঃ?—কোঽস্মাকং মধ্যে বসতি চ বাসয়তি চ? তদ্ব্রহ্ম তৈঃ পৃষ্টং সৎ হোবাচ উক্তবৎ—যস্মিন্ বঃ যুষ্মাকং মধ্যে উৎক্রান্তে নির্গতে শরীরাৎ ইদং শরীরং পূর্ব্বস্মাদতিশয়েন পাপীয়ঃ পাপতরং মন্যতে লোকঃ; শরীরং হি নাম অনেকাশুচি সঙ্ঘাতত্বাজ্জীবতোঽপি পাপমেব, ততোঽপি কষ্টতরং যস্মিন্নুৎক্রান্তে ভবতি; বৈরাগ্যার্থমিদমুচ্যতে,—পাপীয় ইতি; স বঃ যুষ্মাকং মধ্যে বসিষ্ঠো ভবিষ্যতি। জানন্নপি বসিষ্ঠং প্রজাপতির্নোবাচ অয়ং বসিষ্ঠ ইতি, ইতরেষামপ্রিয়পরিহারায় ৩১১॥৭॥

টীকা। উক্তা বসিষ্ঠত্বাদিগুণা ন বাগাদিগামিনঃ, কিং তু মুখ্যপ্রাণগতা এবেতি দর্শয়িতুমাখ্যায়িকাং করোতি—তে হেত্যাদিনা। ঈয়সুন্প্রয়োগস্য তাৎপর্য্যমাহ—শরীরং হীতি। কিমিতি শরীরস্য পাপিষ্ঠত্বমুচ্যতে, তত্রাহ—বৈরাগ্যার্থমিতি। শরীরে বৈরাগ্যোৎপাদনদ্বারা তস্মিন্নহংমমাভিমানপরিহারার্থমিত্যর্থঃ। বসিষ্ঠো ভবতীত্যুক্তবানিতি সংবন্ধঃ। কিমিতি সাক্ষাদেব মুখ্যং প্রাণং বসিষ্ঠত্বাদিগুণং নোক্তবান্ প্রজাপতিঃ স হি সর্ব্বজ্ঞ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—জানন্নপীতি॥ ৩১১ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বোক্ত এই প্রাণ সমূহ অর্থাৎ চক্ষুঃ প্রভৃতি করণবর্গ 'আমি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আমি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ' এইরূপে নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপনের উদ্দেশ্যে বিবাদ—বিরুদ্ধ কথা বলিতে বলিতে ব্রহ্মার সমীপে গিয়াছিল অর্থাৎ ব্রহ্ম-শব্দবাচ্য প্রজাপতির নিকট গিয়াছিল; যাইয়া সেই

ব্রহ্মাকে বলিয়াছিল—আমাদের মধ্যে বসিষ্ঠ কে?—আমাদের মধ্যে কে অপরকে বাস করায়, অথবা আচ্ছাদন করিয়া রাখে? তাহারা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর, ব্রহ্মা তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন—তোমাদের মধ্যে যে এই শরীর হইতে বহির্গত হইলে পর, এই শরীরকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাপী (ঘৃণার্হ) বলিয়া লোকে মনে করে; তোমাদের মধ্যে সেই 'বসিষ্ঠ' বলিয়া নিশ্চিত হইবে। [এখানে শরীরকে 'পাপীয়ঃ' বলিবার অভিপ্রায় এই যে, শরীর স্বভাবতই নানাবিধ অশুচি—মল মূত্রাদি সমবায়ে নির্ম্মিত; সুতরাং জীবিত ব্যক্তির শরীরও পাপী বা অশুচি বলে; যাহার অভাবে তদপেক্ষাও পাপী হয়; এই কথাটী কেবল দেহে বৈরাগ্য বা অনাদর সূচনার্থ বলা হইল মাত্র। [তাহার পর] প্রজাপতি জানিয়াও যে, 'ইনি তোমাদের মধ্যে বসিষ্ঠ,' এই কথা বলিলেন না, অপ্রিয় বাক্য পরিহার করাই তাহার একমাত্র কারণ ॥৩৭১॥৭॥

বাগ্ হোচ্চক্রাম, সা সংবৎসরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি। তে হোচুর্যথাকলা অবদন্তো বাচা, প্রাণন্তঃ প্রাণেন, পশ্যন্তশ্চক্ষুষা, শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ, বিদ্বাংসো মনসা, প্রজায়মানা রেতসৈবমজীবিষ্মেতি প্রবিবেশ হ বাক্ ॥৩৭২॥৮॥

সরলার্থঃ। [ব্রহ্মণা এবমুক্তেষু প্রাণেষু মধ্যে প্রথমং] বাক্ (বাগিন্দ্রিয়ং) উচ্চক্রাম (দেহাৎ নিক্রান্তা বভূব); সা (বাক্) সংবৎসরং (একবর্ষং কালং ব্যাপ্য) প্রোষ্য (বহিরবস্থায়) আগত্য (পুনঃ দেহসমীপে সমাগত্য) উবাচ—মদৃতে (মাং বিনা) কথং জীবিতুমশকত (শক্তা অভবত) [যূয়ং] ইতি; তে (এবমুক্তাঃ প্রাণাঃ) উচুঃ—অকলা (বাগ্ বিধুরাঃ) যথা বাচা অবদন্তঃ (বাগ্ ব্যবহারমকুর্ব্বন্তঃ) প্রাণেন প্রাণন্তঃ, চক্ষুষা পশ্যন্তঃ, শ্রোত্রেণ শৃণ্বন্তঃ, মনসা বিদ্বাংসঃ (বিজানন্তঃ), রেতসা প্রজায়মানাঃ [জীবন্তি], এবং (মূকবদেব) অজীবিষ্ম (জীবিতা আস্ম) ইতি। [এতৎ শ্রুত্বা] বাক্ [দেহমধ্যে] প্রবিবেশ হ ॥৩৭২॥৮॥

মূলানুবাদ। ব্রহ্মা এই কথা বলিলে পর, প্রথমে বাগিন্দ্রিয় উৎক্রমণ করিল; সে এক বৎসর কাল বাহিরে থাকিয়া প্রত্যাগমন করিল, এবং অপর প্রাণদিগকে জিজ্ঞাসা করিল—আমার অভাবে

তোমরা কি প্রকারে বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলে? তদুত্তরে অপর সকলে বলিল—মূক ব্যক্তি যেরূপ কেবল বাগ্ ব্যবহার করিতে না পারিলেও, প্রাণদ্বারা প্রাণন, চক্ষু দ্বারা দর্শন, কর্ণদ্বারা শ্রবণ, মনঃদ্বারা চিন্তন এবং রেতঃ দ্বারা প্রজা সমুৎপাদন করত বাঁচিয়া থাকে, আমরাও ঠিক সেই প্রকারেই বাঁচিয়াছিলাম; এই কথা শুনিয়া বাগিন্দ্রিয় দেহমধ্যে প্রবেশ করিল ॥৩১২॥৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তে এবমুক্তা ব্রহ্মণা, প্রাণা আত্মনো বীর্য্য-পরীক্ষণায় ক্রমেণোচ্চক্রমুঃ। তত্র বাগেব প্রথমং হ অস্মাচ্ছরীরাৎ উচ্চক্রাম উৎক্রান্তবতী। সা চ উৎক্রম্য সংবৎসরং প্রোষ্য প্রোষিতা ভূত্বা পুনরাগত্য উবাচ—কথমশকত শক্তবন্তঃ যূয়ম্ মদৃতে মাং বিনা, জীবিতুমিতি। তে এবমুক্তা উচুঃ—যথা লোকে অকলা মূকা অবদন্তো বাচা, প্রাণন্তঃ প্রাণন-ব্যাপারং কুর্ব্বন্তঃ প্রাণেন, পশ্যন্তঃ দর্শনব্যাপারং চক্ষুষা কুর্ব্বন্তঃ, তথা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ, বিদ্বাংসঃ মনসা কার্য্যাকার্য্যাদিবিষয়ম্; প্রজায়মানা রেতসা পুত্রানুৎপাদয়ন্তঃ; এবমজীবিম বয়ম্, ইত্যেবং প্রাণৈর্দত্তোত্তরা বাক্ আত্মনঃ অস্মিন্ অবসিষ্ঠত্বং বুদ্ধা, প্রবিবেশ হ বাক্ ॥৩১২॥৮॥

টীকা। বাগ হোচ্চক্রামেত্যাদেস্তাৎপর্য্যমাহ—তে এবমিতি। উক্তেঽর্থে শ্রুত্যক্ষরাণি ব্যাচষ্টে—তত্রেত্যাদিনা। কার্য্যাকার্য্যাদিবিষয়মিত্যাদিশব্দেনোপেক্ষণীয়সংগ্রহঃ। চক্ষুরাদিভির্দত্তোত্তরা পুনর্ব্বাক্কিমকরোদিতি, তত্রাহ—আত্মন ইতি ॥ ৩১২॥৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ। ব্রহ্মাকর্ত্তৃক এইপ্রকার অভিহিত প্রাণসমূহ আপনাদের শক্তি-পরীক্ষার জন্য ক্রমশঃ দেহ হইতে উৎক্রমণ করিয়াছিল। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে বাগিন্দ্রিয় এই শরীর হইতে উৎক্রমণ করিয়াছিল; সে উৎক্রমণের পর এক বৎসর কাল প্রবাস করিয়া অর্থাৎ বাহিরে থাকিয়া পুনরাগমনপূর্ব্বক বলিল—তোমরা আমার অভাবে কিরূপে জীবিত থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলে? তাহারা (প্রাণসমূহ) এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর করিল—জগতে অকল—মূক ব্যক্তিরা যেরূপ বাগিন্দ্রিয় দ্বারা কথা বলিতে না পারিলেও, প্রাণ দ্বারা প্রাণন ব্যাপার করত, চক্ষু দ্বারা দর্শন কার্য্য করত, শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রবণ ব্যাপার করত, মনঃ দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে বিচার করত, এবং রেতঃ দ্বারা (জননেন্দ্রিয় দ্বারা) পুত্রসমুৎপাদন করতঃ

জীবিত থাকে, আমরাও সেইরূপই জীবিত ছিলাম। প্রাণ সমূহ এই প্রকার উত্তর প্রদান করিলে পর, বাগিন্দ্রিয় এই দেহে আপনার অবসিষ্ঠত্ব (বসিষ্ঠত্বগুণের অভাব) অবগত হইয়া পুনর্ব্বার দেহমধ্যে প্রবেশ করিল ॥৩৭২॥৮॥

চক্ষুর্হোচ্চক্রাম, তৎ সংবৎসরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি। তে হোচুর্যথা অন্ধা অপশ্যন্তশ্চক্ষুষা, প্রাণন্তঃ প্রাণেন, বদন্তো বাচা, শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ, বিদ্বাংসো মনসা, প্রজায়মানা রেতসৈবমজীবিষ্মেতি প্রবিবেশ হ চক্ষুঃ ॥২৭৩॥৯॥

সম্বন্ধার্থঃ। অনন্তরং চক্ষুঃ হ উচ্চক্রাম (উৎক্রমণং কৃতবৎ); তৎ (চক্ষুঃ) সংবৎসরং প্রোষ্য আগত্য চ উবাচ—মৎঋতে (মাং বিনা) কথং জীবিতুম্ অশকত ইতি। [এবমুক্তাঃ] তে (প্রাণাঃ) উচুঃ হ—অন্ধা যথা চক্ষুষা অপশ্যন্তঃ সন্তঃ, প্রাণেন প্রাণন্তঃ, বাচা বদন্তঃ, শ্রোত্রেণ শৃণ্বন্তঃ, মনসা বিদ্বাংসঃ (কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিষয়বিচারণাং কুর্ব্বন্তঃ), রেতসা প্রজায়মানাঃ [জীবন্তি], [বয়মপি] এবং অজীবিষ্ম ইতি। [এবমুক্তে] চক্ষুঃ হ প্রবিবেশ ॥ ৩৭৩॥৯॥

মূলানুবাদ। অতঃপর চক্ষু দেহ হইতে বাহির হইয়া গেল; সে এক বৎসর কাল বাহিরে থাকিয়া পুনঃ প্রত্যাগত হইয়া, প্রাণ সমূহকে জিজ্ঞাসা করিল—আমার অভাবে তোমরা কি প্রকারে বাঁচিতে সমর্থ হইয়াছিলে? তদুত্তরে অপর সকলে বলিল, অন্ধ লোকেরা যেরূপ কেবল চক্ষু দ্বারা দেখিতে পায় না; কিন্তু প্রাণ দ্বারা প্রাণন, বাগিন্দ্রিয় দ্বারা শব্দোচ্চারণ, শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রবণ, মনঃ দ্বারা মনন এবং জননেন্দ্রিয় দ্বারা সন্তানোৎপাদন করিয়া জীবিত থাকে, আমরাও ঠিক সেইরূপেই জীবিত ছিলাম। এই কথা শুনিয়া চক্ষু দেহ মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিল ॥৩৭৩॥৯॥

শ্রোত্রং হোচ্চক্রাম, তৎ সংবৎসরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি, তে হোচুর্যথা বধিরা অশৃণ্বন্তঃ

শ্রোত্রেণ, প্রাণন্তঃ প্রাণেন, বদন্তো বাচা, পশ্যন্তশ্চক্ষুষা, বিদ্বাংসো মনসা, প্রজায়মানা রেতসৈবমজীবিষ্মেতি, প্রবিবেশ হ শ্রোত্রম্ ॥৩৭৪॥১০॥

অন্বয়ার্থঃ। শ্রোত্রং উচ্চক্রাম হ; তৎ (শ্রবণেন্দ্রিয়ং) সংবৎসরং প্রোষ্য [পুনঃ] আগত্য চ উবাচ—মৎ ঋতে (মাং বিনা) কথম্ জীবিতুং অশকত ইতি; [এবং পৃষ্টাঃ] তে (প্রাণাঃ) উচুঃ হ;—বধিরাঃ (শ্রবণেন্দ্রিয়বিহীনাঃ যথা শ্রোত্রেণ অশৃণ্বন্তঃ সন্তঃ, প্রাণেন প্রাণন্তঃ, বাচা বদন্তঃ, চক্ষুষা পশ্যন্তঃ, মনসা বিদ্বাংসঃ, রেতসা প্রজায়মানাঃ [জীবন্তি], এবং [বয়ং] অজীবিষ্ম ইতি; লব্ধোত্তরং শ্রোত্রং দেহং প্রবিবেশ হ॥ ৩৭৪ ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ। অনন্তর শ্রবণেন্দ্রিয় দেহ হইতে নির্গত হইল; সে এক বৎসর বাহিরে থাকিয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক অপর সকল প্রাণকে জিজ্ঞাসা করিল—আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবিত থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলে? তদুত্তরে অপর সকলে বলিল—বধির লোকগণ যেরূপ কেবল কর্ণে শব্দ শ্রবণ করিতে পারে না; কিন্তু প্রাণ দ্বারা প্রাণন, বাগিন্দ্রিয় দ্বারা শব্দোচ্চারণ, চক্ষু দ্বারা দর্শন, মন দ্বারা মনন, জননেন্দ্রিয় দ্বারা সন্তানোৎপাদন করতঃ জীবিত থাকে, আমরাও সেইরূপ জীবিত ছিলাম। এই উত্তর শুনিয়া শ্রবণেন্দ্রিয় পুনঃ শরীরে প্রবেশ করিল ॥ ৩৭৪ ॥ ১০ ॥

মনো হোচ্চক্রাম, তৎ সংবৎসরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি, তে হোচুর্যথা মুগ্ধা অবিদ্বাংসো মনসা, প্রাণন্তঃ প্রাণেন, বদন্তো বাচা, পশ্যন্তশ্চক্ষুষা, শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ, প্রজায়মানা রেতসৈবমজীবিষ্মেতি, প্রবিবেশ হ মনঃ ॥৩৭৫॥১১॥

অন্বয়ার্থঃ। অনন্তরম্ মনঃ উচ্চক্রাম হ; তৎ (মনঃ) সংবৎসরং প্রোষ্য আগত্য উবাচ—[যূয়ম্] মৎ ঋতে কথং জীবিতুম্ অশকত ইতি। [এবং পৃষ্টাঃ] তে (প্রাণাঃ) উচুঃ—মুগ্ধাঃ (বিমনসঃ) যথা মনসা

অবিদ্বাংসঃ (কার্য্যাকার্য্যমনবধারয়ন্তঃ) প্রাণেন প্রাণন্তঃ, চক্ষুষা পশ্যন্তঃ, শ্রোত্রেণ শৃণ্বন্তঃ, রেতসা প্রজায়মানাঃ [জীবন্তি], [তথা বয়ম্] অজীবিষ্ম ইতি; [এবং প্রাপ্তোত্তরং] মনঃ [শরীরে] প্রবিবেশ হ ॥ ৩৭৫ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ। অতঃপর মন দেহ হইতে বহির্গত হইল; সে এক বৎসরকাল বাহিরে থাকিয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক অপর সকলকে বলিল—আমার অভাবে তোমরা কি প্রকারে জীবনধারণে সমর্থ হইয়াছিলে? তদুত্তরে তাহারা বলিল—মুগ্ধ (অমনস্ক) লোকেরা যেমন কেবল মন দ্বারা চিন্তা না করিয়াও প্রাণ দ্বারা প্রাণন, বাগিন্দ্রিয় দ্বারা শব্দোচ্চারণ, চক্ষু দ্বারা দর্শন, শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রবণ এবং রেতঃ দ্বারা সন্তানোৎপাদন করতঃ জীবিত থাকে, আমরাও সেইরূপই জীবিত ছিলাম; এই কথা শুনিয়া মন দেহে প্রবেশ করিল ॥৩৭৫॥ ১১॥

রেতো হোচ্চক্রাম, তৎ সংবৎসরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি, তে হোচুর্যথা ক্লীবা অপ্রজায়মানা রেতসা, প্রাণন্তঃ প্রাণেন, বদন্তো বাচা, পশ্যন্তশ্চক্ষুষা, শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ, বিদ্বাংসো মনসৈবমজীবিষ্মেতি, প্রবিবেশ হ রেতঃ ॥৩৭৬॥ ১২॥

অন্বয়ার্থঃ। রেতঃ উচ্চক্রাম হ; তৎ (রেতঃ) সংবৎসরং প্রোষ্য আগত্য উবাচ—মৎ ঋতে কথং জীবিতুম্ অশকত ইতি; তে (প্রাণাঃ) উচুঃ হ—যথা ক্লীবাঃ রেতসা অপ্রজায়মানাঃ সন্তঃ প্রাণেন প্রাণন্তঃ, বাচা বদন্তঃ, চক্ষুষা পশ্যন্তঃ, শ্রোত্রেণ শৃণ্বন্তঃ, মনসা বিদ্বাংসঃ [জীবন্তি], এবম্ অজীবিষ্ম ইতি; [এবং লব্ধোত্তরং] রেতঃ প্রবিবেশ হ ॥ ৩৭৬ ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ। তাহার পর রেতঃ দেহ হইতে বহির্গত হইল; সেই রেতঃ এক বৎসরকাল বাহিরে থাকিয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক অপর সকলকে জিজ্ঞাসা করিল—আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলে? তাহারা (প্রাণসমূহ) বলিল—ক্লীব লোকেরা যেরূপ সন্তানোৎপাদনে অসমর্থ হইয়াও, প্রাণ দ্বারা

প্রাণন, বাগিন্দ্রিয় দ্বারা শব্দোচ্চারণ, চক্ষু দ্বারা দর্শন, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ এবং মন দ্বারা বিষয়-বিজ্ঞান করত জীবিত থাকে, আমরাও ঠিক সেইরূপেই জীবিত ছিলাম ; এই কথার পর রেতঃ দেহমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ৩৭৬ ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তথা চক্ষুর্হোচ্চক্রামেত্যাদি পূর্ব্ববৎ। শ্রোত্রং মনঃ প্রজাতি'রিতি ॥৩৭৩—৩৭৬ ॥৯—১২॥

টীকা। ॥৩৭৩—৩৭৬॥৯—১২॥

ভাষ্যানুবাদ। সেইরূপ 'চক্ষু উৎক্রমণ করিল'—ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্রুত্যর্থের অনুরূপ ॥ ৩৭৩—৩৭৬ ॥ ৯—১২ ॥

অথ হ প্রাণ উৎক্রমিষ্যন্ যথা মহাসুহয়ঃ সৈন্ধবঃ পড্বীশশঙ্কূন্ সংবৃহেদেবং হৈবেমান্ প্রাণান্ সংববর্হ, তে হোচুর্মা ভগব উৎক্রমীর্ন বৈ শক্ষ্যামস্ত্বদৃতে জীবিতুমিতি। তস্যো মে বলিং কুরুতেতি তথেতি ॥৩৭৭॥১৩॥

সরলার্থঃ। অথ (অনন্তরং) প্রাণঃ (প্রাণাপানাদিলক্ষণঃ মুখ্যঃ প্রাণঃ) হ উৎক্রমিষ্যন্ (দেহাৎ বহির্গমিষ্যন্)—যথা সৈন্ধবঃ (সিন্ধু-দেশোদ্ভবঃ) মহাসুহয়ঃ (মহান্ শোভনশ্চ হয়ঃ—অশ্বঃ) পড্বীশ শঙ্কূন্ (পাদবন্ধন-কীলানি) সংবৃহেৎ (সহসা উৎখনেৎ—উৎপাটয়েৎ), এবম্ এব হ ইমান্ প্রাণান্ (মুখ্যপ্রাণেতরাণি ইন্দ্রিয়াণি) সংববর্হ (চালয়ামাস)। তে (প্রাণাঃ) হ উচুঃ—ভগবঃ (ভগবন্), মা উৎক্রমীঃ (দেহাদুৎক্রমণং মা কার্ষীঃ); [যতঃ] ত্বৎ ঋতে (ত্বাং বিনা) [বয়ম্] জীবিতুং ন শক্ষ্যামঃ (ন শক্তা ভবামঃ) ইতি। [এবমভ্যর্থিতঃ প্রাণ উবাচ—] উ (ভোঃ) তস্য (এতাদৃশমহিম্নঃ) মে (মম) বলিং (শ্রেষ্ঠত্বজ্ঞাপক-করপ্রদানং) কুরুত ইতি। [এবমুক্তাঃ প্রাণাঃ] তথা [অস্তু] ইতি [উচুঃ] ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭৭ ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ। তাহার পর মুখ্য প্রাণ উৎক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়া, সিন্ধুদেশীয় উত্তম অশ্ব যেমন সহসা পাদবন্ধনের খুঁটাগুলি উৎপাটন করে, ঠিক তেমনি অপর সমস্ত প্রাণকে উৎখাত—চঞ্চল করিয়াছিল। তখন বাক্ প্রভৃতি প্রাণবর্গ তাহাকে সম্বোধন করিয়া

বলিল—ভগবন্, আপনি উৎক্রমণ করিবেন না ; আপনাকে ছাড়িয়া আমরা জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব না। [তখন মুখ্য প্রাণ বলিল—তাহা হইলে,] সেই আমার জন্য বলি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্বের চিহ্ন কর প্রদান কর। [বাক্ প্রভৃতি প্রাণ বলিল—] 'তথাস্তু' ইতি ॥ ৩৭৭ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথ হ প্রাণ উৎক্রমিষ্যন্ উৎক্রমণং করিষ্যন্ ; তদানীমেব স্বস্থানাৎ প্রচলিতা বাগাদয়ঃ। কিমিবেত্যাহ—যথা লোকে মহাংশ্চাসৌ সুহয়শ্চ মহাসুহয়ঃ—শোভনো হয়ঃ লক্ষণোপেতঃ, মহান্ পরিমাণতঃ, সিন্ধুদেশে ভবঃ সৈন্ধবঃ অভিজনতঃ, পড্‌বীশশঙ্কূন্ পাদবন্ধনশঙ্কূন্, পড্‌বীশাশ্চ তে শঙ্কবশ্চেতি তান্, সংবৃহেৎ উদ্যচ্ছেদ্ যুগপদুৎখনেদ্ অশ্বারোহে আরূঢ়ে পরীক্ষণায় ; এবং হ এব ইমান্ বাগাদীন্ প্রাণান্ সংববর্হ উদ্যতবান্ স্বস্থানাৎ ভ্রংশিতবান্। তে বাগাদয়ো হ উচুঃ হে ভগবঃ ভগবন্, মা উৎক্রমীঃ ; যস্মাৎ ন বৈ শক্ষ্যামঃ ঋতে ত্বাং বিনা জীবিতুমিতি। যদ্যেবং মম শ্রেষ্ঠতা বিজ্ঞাতা ভবদ্ভিঃ, অহমত্র শ্রেষ্ঠঃ, তস্য উ মে মম বলিং করং কুরুত করং প্রযচ্ছতেতি।

অয়ঞ্চ প্রাণসংবাদঃ কল্পিতঃ বিদুষঃ শ্রেষ্ঠপরীক্ষণপ্রকারোপদেশঃ। অনেন হি প্রকারেণ বিদ্বান্ কো নু খল্বত্র শ্রেষ্ঠ ইতি পরীক্ষণং করোতি, স এষ পরীক্ষণপ্রকারঃ সংবাদভূতঃ কথ্যতে ; নহি অন্যথা সংহত্যকারিণাং সতামেষামন্যস্যৈব সংবৎসরমাত্রমেবৈকৈকস্য নির্গমনাদ্যুপপদ্যতে ; তস্মাদ্বিদ্বানেব অনেন প্রকারেণ বিচারয়তি বাগাদীনাং প্রধানবুভুৎসুরুপাসনায়। বলিং প্রার্থিতাঃ সন্তঃ প্রাণাঃ, তথেতি প্রতিজ্ঞাতবন্তঃ ॥ ৩৭৭ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। অতঃপর মুখ্য প্রাণ যখন উৎক্রমণ করিবে, তৎক্ষণাৎই বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ স্থান হইতে বিচলিত হইল। কাহার ন্যায়, তাহা বলিতেছেন—জগতে সিন্ধুদেশোৎপন্ন সৈন্ধব, মহাসুহয় অর্থাৎ বৃহৎপরিমাণ, উত্তম সুলক্ষণাক্রান্ত অশ্ব যেরূপ, অশ্বারোহী পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক অশ্বের শক্তি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলে পর, পড্‌বীশ শঙ্কুসমূহ অর্থাৎ অশ্বের পাদবন্ধন খুঁটীসমূহ একসঙ্গে উৎপাটিত করে—উঠাইয়া ফেলে, ঠিক এইরূপ, এই বাক্ প্রভৃতি প্রাণকে উদ্যত—স্ব স্ব স্থান হইতে বিচলিত

করিয়াছিল। তখন সেই বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বলিল—হে ভগবন্, তুমি উৎক্রমণ করিও না; যেহেতু তোমার অভাবে আমরা জীবন রক্ষায় সমর্থ হইব না। [মুখ্য প্রাণ বলিল—] এইরূপেই যদি তোমরা আমার শ্রেষ্ঠতা বুঝিয়া থাক, [তাহা হইলে] আমি যখন শ্রেষ্ঠ, তখন সেই শ্রেষ্ঠত্বের চিহ্নস্বরূপ আমার জন্ম বলিয় ব্যবস্থা কর—কর প্রদান কর।

বিদ্বানের শ্রেষ্ঠতা পরীক্ষার প্রণালী উপদেশের জন্য এই প্রাণ-সংবাদ বা আখ্যায়িকাটী শ্রুতি নিজেই কল্পনা করিয়াছেন। উদ্দেশ্য—আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? এইরূপে শ্রেষ্ঠতা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে, বিজ্ঞ লোকে এই প্রণালীতে তাহার পরীক্ষা করিবেন; সেই প্রসিদ্ধ পরীক্ষা-প্রণালীই এখানে আখ্যায়িকাচ্ছলে কথিত হইতেছে; তাহা না হইলে সংহত্যকারী বা সম্মিলিতভাবে কার্য্যকারী এই বাক্‌প্রভৃতি প্রাণগণের এক একটির যে, এক বৎসরকাল মাত্র প্রবাস ও নির্গমন, তাহা কখনই মুখ্যরূপে উপপন্ন হয় না। অতএব বুঝিতে হইবে যে, কেবল প্রাধান্যলাভেচ্ছু বিদ্বান্ লোকই উপাসনার জন্য এই প্রকারে বাক্ প্রভৃতি প্রাণের প্রাধান্য বিচার করিয়া থাকেন। বাগাদি প্রাণগণের নিকট বলি প্রার্থনা করিলে পর, তাহারা 'তথা' (সেইরূপই হউক) বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন॥ ৩৭৭॥ ১৩॥

সা হ বাগুবাচ যদ্বা অহং বসিষ্ঠাস্মি ত্বং তদ্বসিষ্ঠোঽসীতি, যদ্বা অহং প্রতিষ্ঠাস্মি ত্বং তৎপ্রতিষ্ঠোঽসীতি চক্ষুর্যদ্বা অহং সম্পদস্মি ত্বং তৎসম্পদসীতি শ্রোত্রং যদ্বা অহমায়তনমস্মি ত্বং তদায়তনমসীতি মনো যদ্বা অহং প্রজাতিরস্মি ত্বং তৎ-প্রজাতিরসীতি রেতঃ। তস্যো মে কিমন্নম্, কিং মে বাস ইতি, যদিদং কিঞ্চাশ্বভ্য আ কৃমিভ্য আ কীটপতঙ্গেভ্যস্তত্তেঽন্নম্ আপো বাস ইতি; ন হ বা অস্যানন্নং জগ্ধং ভবতি নানন্নং পরিগৃহীতং য এবমেতদনস্যান্নং বেদ তদ্বিদ্বাংসঃ শ্রোত্রিয়া অশিষ্যন্ত আচামন্ত্যশিত্বা চাচামন্ত্যেতমেব তদনমনগ্নং কুর্ব্বন্তো মন্যন্তে॥৩৭৮॥১৪॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য প্রথমং ব্রাহ্মণম্ ৬॥১॥

অন্বয়ার্থঃ। [মুখ্যপ্রাণেনৈবমভিহিতেষু প্রাণেষু মধ্যে প্রথমং] সা বাক্ উবাচ হ—অহং যৎ বসিষ্ঠা অস্মি (মম যদ্ বসিষ্ঠত্বম্), ত্বং তদ্বসিষ্ঠঃ অসি (মম যদ্ বসিষ্ঠত্বম্, তৎ তবৈব ইতি ভাবঃ) ইতি, তথা অহং বৈ যৎ প্রতিষ্ঠা অস্মি, ত্বং তৎপ্রতিষ্ঠঃ অসি (মম যঃ প্রতিষ্ঠাত্বগুণঃ, স তবৈব অস্তু ইতি ভাবঃ, এবং সর্ব্বত্র) ইতি চক্ষুঃ [উবাচ]। অহং বৈ যৎ সম্পদ্ অস্মি, ত্বং তৎসম্পদ্ অসি ইতি শ্রোত্রং [উবাচ]। অহং বৈ যৎ আয়তনম্ অস্মি, ত্বং তদায়তনম্ অসি ইতি মনঃ (উবাচ]; অহং যৎ প্রজাতিঃ (প্রজননধর্ম্মকম্) অস্মি, ত্বং তৎপ্রজাতিঃ অসি ইতি রেতঃ [উবাচ]। [অনন্তরং মুখ্যপ্রাণ উবাচ—] উ (ভোঃ) তস্য মম কিং (বস্তু) অন্নং (ভক্ষণীয়ং) [ভবেৎ], বাসঃ (আচ্ছাদনং চ) কিং [ভবেৎ]? ইতি। [ইতরে প্রাণা উচুঃ—] আ শ্বভ্যঃ (সারমেয়পর্য্যন্তং), আ কৃমিভ্যঃ (কৃমি-পর্য্যন্তং), আ কীটপতঙ্গেভ্যঃ (কীটপতঙ্গপর্য্যন্তং), যৎ ইদং কিঞ্চ (যৎ কিঞ্চিৎ বস্তু), তৎ (তৎসর্ব্বং) তে (তব) অন্নম্, আপঃ (আচমনীয়ং জলং) বাসঃ (আচ্ছাদনবস্ত্রম্) ইতি।

যঃ অস্য অনস্য (প্রাণস্য) এতদ্ অন্নম্ এবং বেদ, অস্য (প্রাণান্নবিদুষঃ) ন হ বৈ (নৈব) অনন্নং জগ্ধং (ভক্ষিতং) ভবতি, অনন্নং পরিগৃহীতং চ ন ভবতি। তৎ (তস্মাৎ—অন্ন-পানয়োরেবম্ অন্নাচ্ছাদনত্বেন কল্পিতত্বাদেব) শ্রোত্রিয়া বিদ্বাংসঃ অশিষ্যন্তঃ (অশনং করিষ্যন্তঃ—অশনাৎ প্রাক্) আচামন্তি, অশিত্বা চ (অশনানন্তরমপি) আচামন্তি (জলং পিবন্তি); তৎ (তেন আচমনেন) এতম্ এব অনং (প্রাণং) অনগ্নং (বস্ত্রপরিহিতং) কুর্ব্বন্তঃ [বয়ম্] ইতি মন্যন্তে ॥ ৩৭৮ ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদ। [মুখ্য প্রাণ এইরূপ বলিলে পর, প্রথমতঃ] বাগিন্দ্রিয় বলিল—আমার যে, বসিষ্ঠত্ব গুণ আছে, তুমি সেই বসিষ্ঠত্ব গুণসম্পন্ন হও; চক্ষু বলিল—আমার যে, প্রতিষ্ঠাত্ব গুণ আছে, তুমি সেই প্রতিষ্ঠাত্বগুণযুক্ত হও; শ্রবণেন্দ্রিয় বলিল—আমার যে, সম্পদ্‌গুণ আছে, তাহা তোমারই হউক; মন বলিল—আমার যে, আয়তনত্ব গুণ আছে, তুমি সেই আয়তনগুণে অধিকৃত হও; জননেন্দ্রিয় বলিল—আমার যে, সন্তানোৎপাদনক্ষমতা আছে, সেই প্রজাতি গুণ তোমার হউক। [অনন্তর প্রাণ বলিল—] আমার যখন এইরূপ

বিশিষ্টগুণ রহিয়াছে, তখন আমার অন্নই বা কি, আর বস্ত্রই বা কি হইবে? তখন অপর সকলে বলিল—[চতুষ্পাদের মধ্যে] কুক্কুর পর্য্যন্ত, কৃমি পর্য্যন্ত এবং কীট-পতঙ্গ পর্য্যন্ত যাহা কিছু আছে, সেই সমস্তই তোমার অন্ন (ভক্ষ্য বস্তু), [আর ভোজনার্থ আঁচমনীয়] জল তোমার বাসঃ—আচ্ছাদন বস্ত্র হইবে ইতি।

যিনি প্রাণের এই তত্ত্ব যথোক্তপ্রকারে জানেন, তাহার পক্ষে অনন্ন (অভক্ষ্য) ভক্ষিত হয় না, কিংবা অনন্ন পরিগৃহীত হয় না। এইজন্য শ্রোত্রিয় বিদ্বজ্জনেরা ভোজনের পূর্ব্বে আচমন করেন (জলপান করেন) এবং ভোজন করিয়াও আচমন করিয়া থাকেন। তাহারা মনে করেন যে, ইহা দ্বারা আমরা প্রাণের অনগ্নতা সম্পাদন করিতেছি ॥৩৭৮॥১৪॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়ে প্রথম ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা ॥ ৬ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সা হ বাক্ প্রথমং বলিদানায় প্রবৃত্তা হ কিল উবাচ উক্তবতী।—যদ্বৈ অহং বসিষ্ঠাস্মি, যৎ মম বসিষ্ঠত্বম্, তৎ তবৈব—তেন বসিষ্ঠগুণেন ত্বং তদ্বসিষ্ঠোঽসীতি। যদ্ বৈ অহং প্রতিষ্ঠাস্মি, ত্বং তৎপ্রতিষ্ঠোঽসি, যা মম প্রতিষ্ঠা, সা ত্বমসীতি চক্ষুঃ। সমানমন্যৎ। সম্পদায়তন-প্রজাতিত্বগুণান্ ক্রমেণ সমর্পিতবন্তঃ। যদ্যেবম্, সাধু বলিং দত্তবন্তো ভবন্তঃ; ব্রূত—তস্য উ মে এবংগুণবিশিষ্টস্য কিমন্নম্? কিং বাস ইতি। আহুরিতরে,—যদিদং লোকে কঞ্চ কিঞ্চিদন্নং নাম আ শ্বভ্যঃ, আ কৃমিভ্যঃ, আ কীটপতঙ্গেভ্যঃ, যচ্চ শ্বান্নং কৃম্যন্নং কীটপতঙ্গান্নং চ, তেন সহ সর্ব্বমেব যৎকিঞ্চিৎপ্রাণিভিরদ্যমানমন্নম্, তৎ সর্ব্বং তবান্নম্। সর্ব্বং প্রাণস্যান্নমিতি দৃষ্টিরত্র বিধীয়তে। ১

কেচিত্তু সর্ব্বভক্ষণে দোষাভাবং বদন্তি প্রাণান্নবিদঃ; তদসৎ, শাস্ত্রান্তরেণ প্রতিষিদ্ধত্বাৎ। তেনাস্য বিকল্প ইতি চেৎ; ন, অবিধায়কত্বাৎ; ন হ বা অস্যানন্নং জগ্ধং ভবতীতি—সর্ব্বং প্রাণস্যান্নমিত্যেতস্য বিজ্ঞানস্য বিহিতস্য স্তুত্যর্থমেতৎ; তেনৈকবাক্যতাপত্তেঃ; ন তু শাস্ত্রান্তরে বিহিতস্য বাধনে সামর্থ্যম্, অন্যপরত্বাদস্য। প্রাণমাত্রস্য সর্ব্বান্নমিত্যেতদ্দর্শনমিহ বিধিৎসিতম্, ন

তু সর্ব্বং ভক্ষয়েদিতি। যত্তু সর্ব্বভক্ষণে দোষাভাবজ্ঞানম্‌, তন্মিথ্যৈব, প্রমাণাভাবাৎ। ২

বিদুষঃ প্রাণত্বাৎ সর্ব্বান্নোপপত্তেঃ সামর্থ্যাদদোষ এবেতি চেৎ; ন, অশেষান্নত্বানুপপত্তেঃ; সত্যং যদ্যপি বিদ্বান্‌ প্রাণঃ, যেন কার্য্যকরণসঙ্ঘাতেন বিশিষ্টস্য বিদ্বত্তা, তেন কার্য্যকরণসঙ্ঘাতেন কৃমিকীটদেবাদ্যশেষান্নভক্ষণং নোপপদ্যতে; তেন তত্রাশেষান্নভক্ষণদোষাভাবজ্ঞাপনমনর্থকম্‌, অপ্রাপ্তত্বাদ-শেষান্নভক্ষণদোষস্য। ৩

নন্থ প্রাণঃ সন্‌ ভক্ষয়ত্যেব কৃমিকীটাদ্যন্নমপি; বাঢ়ম্‌, কিন্তু ন তদ্বিষয়ঃ প্রতিষেধোঽস্তি; তস্মাদ্দেবরক্তং কিংশুকম্‌—তত্র দোষাভাবঃ; অতস্তদ্রূপেণ দোষাভাবজ্ঞাপনমনর্থকম্‌, অপ্রাপ্তত্বাদ্‌ অশেষান্নভক্ষণদোষস্য। যেন তু কার্য্যকরণসঙ্ঘাতসম্বন্ধেন প্রতিষেধঃ ক্রিয়তে, তৎসম্বন্ধেন ত্বিহ নৈব প্রতিপ্রসবোঽস্তি; তস্মাৎ প্রতিষেধাতিক্রমে দোষ এব স্যাৎ, অন্যবিষয়ত্বাৎ 'ন হ বৈ' ইত্যাদেঃ। ৪

ন চ ব্রাহ্মণাদিশরীরস্য সর্ব্বান্নত্বদর্শনমিহ বিধীয়তে, কিন্তু প্রাণমাত্রস্যৈব। যথা চ সামান্যেন সর্ব্বান্নস্য প্রাণস্য কিঞ্চিদন্নজাতং কস্যচিৎ জীবনহেতুঃ, যথা বিষং বিষজস্য কৃমেঃ, তদেবান্যস্য প্রাণান্নমপি সদ্‌ দৃষ্টমেব দোষমুৎপাদয়তি—মরণাদিলক্ষণম্‌, তথা সর্ব্বান্নস্যাপি প্রাণস্য প্রতিষিদ্ধান্নভক্ষণে ব্রাহ্মণ-ত্বাদিদেহসম্বন্ধাৎ দোষ এব স্যাৎ। তস্মান্মিথ্যাজ্ঞানমেব অভক্ষ্যভক্ষণে দোষাভাবজ্ঞানম্‌। ৫

আপো বাস ইতি; আপো ভক্ষ্যমাণা বাসঃস্থানীয়াঃ তব। অত্র চ প্রাণস্য আপো বাস ইত্যেতদ্দর্শনং বিধীয়তে, ন বাসঃ-কার্য্যে আপো বিনিযোক্তুং শক্যাঃ; তস্মাদ্যথাপ্রাপ্তে অব্‌ভক্ষণে দর্শনমাত্রং কর্ত্তব্যম্‌। ন হ বৈ অস্য সর্ব্বং প্রাণস্যান্নমিত্যেবংবিদঃ অনন্নম্‌ অনদনীয়ং জগ্ধং ভুক্তং ভবতি হ। যদ্যপি অনেন অনদনীয়ং ভুক্তম্‌, অদনীয়মেব ভুক্তং স্যাৎ, ন তু তৎকৃতদোষেণ লিপ্যতে—ইত্যেতদ্বিদ্যাস্তুতিরিত্যবোচাম। তথা ন অনন্নং প্রতিগৃহীতম্‌, যদ্যপি অপ্রতিগ্রাহ্যং হস্ত্যাদি প্রতিগৃহীতং স্যাৎ, তদপি অন্নমেব প্রতিগ্রাহ্যং প্রতিগৃহীতম্‌ স্যাৎ, তত্রাপি অপ্রতিগ্রাহ্য-প্রতিগ্রহদোষেণ ন লিপ্যতইতি স্তুত্যর্থমেব; য এবমেতদনস্য প্রাণস্যান্নং বেদ, ফলন্তু প্রাণাত্মভাব এব; ন ত্বেতং ফলাভিপ্রায়েণ, কিং তর্হি, স্তুত্যভিপ্রায়েণেতি। ৬

নমু এতদেব ফলং কস্মাৎ ন ভবতি? ন, প্রাণাত্মদর্শিনঃ প্রাণাত্মভাব এব ফলম্; তত্র চ প্রাণাত্মভূতস্য সর্ব্বাত্মনঃ অনদনীয়মপি আদ্যমেব; তথা অপ্রতিগ্রাহ্যমপি প্রতিগ্রাহ্যমেবেতি যথাপ্রাপ্তমেবোপাদায় বিদ্যা স্তূয়তে; অতো নৈব ফলবিধিসরূপতা বাক্যস্য ॥ ৭

যস্মাদাপো বাসঃ প্রাণস্য; তস্মাদ্বিদ্বাংসঃ ব্রাহ্মণাঃ শ্রোত্রিয়া অধীতবেদাঃ, অশিষ্যন্তঃ ভোক্ষ্যমাণাঃ, আচামন্তি অপঃ, অশিত্বা আচামন্তি ভুক্ত্বা চ উত্তরকালম্ অপো ভক্ষয়ন্তি। অত্র তেষামাচামতাং কোঽভিপ্রায় ইত্যাহ - এতমেব অনং প্রাণমনগ্নং কুর্ব্বন্তো মন্যন্তে। অস্তি চৈতৎ—যো যস্মৈ বাসো দদাতি, স তমনগ্নং করোমীতি হি মন্যতে; প্রাণস্য চাপো বাস ইতি হ্যুক্তম্। যদপঃ পিবামি,তৎ প্রাণস্য বাসো দদামীতি বিজ্ঞানং কর্ত্তব্যমিত্যেবমর্থমেতৎ ।৮

নমু ভোক্ষ্যমাণো ভুক্তবাংশ্চ প্রযতো ভবিষ্যামীত্যাচামতি; তত্র চ প্রাণস্যা-নগ্নতাকরণার্থত্বে চ দ্বিকার্য্যতা আচমনস্য স্যাৎ; নচ কার্য্যদ্বয়মাচমনস্যৈকস্য যুক্তম্; যদি প্রায়ত্যার্থং, নানগ্নতার্থম্; অথ, অনগ্নতার্থম্, ন প্রায়ত্যার্থম্; যস্মা দেবম্. তস্মাদ্দ্বিতীয়ম্ আচমনান্তরং প্রাণস্যানগ্নতাকরণায় ভবতু; ন, ক্রিয়াদ্বিত্বোপপত্তেঃ; দ্বে হ্যেতে ক্রিয়ে; ভোক্ষ্যমাণস্য ভুক্তবতশ্চ যদাচমনং স্মৃতিবিহিতম্; তৎ প্রায়ত্যার্থং ভবতি ক্রিয়ামাত্রমেব; ন তু তত্র প্রায়ত্যং দর্শনাদি অপেক্ষতে; তত্র চ আচমনাঙ্গভূতাসু অপ্সু বাসোবিজ্ঞানং প্রাণস্য ইতিকর্ত্তব্যতয়া চোদ্যতে; ন তু তস্মিন্ ক্রিয়মাণে আচমনস্য প্রায়ত্যার্থতা বাধ্যতে, ক্রিয়ান্তরত্বাদাচমনস্য। তস্মাদ্ভোক্ষ্যমাণস্য ভুক্তবতশ্চ যদাচমনম্, তত্রাপো বাসঃ প্রাণস্যেতি দর্শনমাত্রং বিধীয়তে, অপ্রাপ্তত্বাদন্যতঃ ॥ ৩১৮ ॥ ১৪ ॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়ে প্রথমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৬॥১॥

টীকা। সা হ বাগিতি প্রতীকমাদায় ব্যাচষ্টে—প্রথমমিতি। তেন বসিষ্ঠ-গুণেন ত্বমেব বসিষ্ঠোঽসি, তথা চ তদ্বসিষ্ঠত্বং তবৈবেতি যোজনা। বলিদানমঙ্গীকৃত্যান্নবাসসী পৃচ্ছতি—যদ্যেবমিত্যাদিনা। এবংগুণবিশিষ্টস্য জ্যেষ্ঠত্বশ্রেষ্ঠত্ববসিষ্ঠত্বাদিসংবন্ধস্যোক্তার্থঃ। যদিদমিত্যাদি বাক্যং ব্যাচষ্টে—যদিদমিতি। প্রকৃতেন গুনামন্ত্রেন কীটাদীনাং চান্নেন সহ যৎকিঞ্চিৎকৃমান্নং দৃশ্যতে তৎসর্ব্বমেব তবান্নমিতি যোজনা। তদেব স্ফুটয়তি—যৎ কংচাদিতি। পদার্থমুক্ত্বা বাক্যার্থং কথয়তি—অন্নমিতি। ১

অস্মিন্নেব বাক্যে পঞ্চান্তরমুপাপয়তি—কেচিত্তিতি। ন হ বা অস্যেত্যাস্য-

র্থবাদদর্শনাদিত্যর্থঃ। তদ্ দর্শয়তি—তদন্নাদিতি। শাস্ত্রান্তরেণ ক্রিয়মাণং ভক্ষ্যাভক্ষ্য-ভক্ষিণ ইত্যাদিনেত্যর্থঃ। প্রাণবিদ্ব্যতিরিক্তবিষয়ং শাস্ত্রান্তরং সর্ব্বভক্ষণং তু প্রাণদর্শনেন বিবক্ষিতমতো ব্যবস্থিতবিষয়ত্বাৎ প্রতিষেধেন সর্ব্বভক্ষণস্যোদিতানুদিতহোমবদ্বিকল্পঃ স্যাদিতি শঙ্কতে—তেনেতি। কিং তর্হি সর্ব্বান্নভক্ষণং বিহিতং ন বা। ন চেত্তস্য নিষিদ্ধত্বাদনুষ্ঠানং প্রাণবিদি তৎপ্রাপকাভাবাৎ, বিহিতং চেত্তৎ কিং যদিদমিত্যাদিনা ন হেত্বাদিনা বা বিহিতং? নাদ্য ইত্যাহ—নাবিধায়কত্বাদিতি। যদিদমিত্যাদিনা হি সর্ব্বং প্রাণস্যান্নমিতি জ্ঞানমেব বিধীয়তে ন তু প্রাণবিদঃ সর্ব্বান্নভক্ষণং, তদবদ্যোতি-পদাভাবান্ন বিকল্পোপপত্তিরিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ং দূষয়তি—ন বা ইতি। অস্যেতি বিদ্বৎপরামর্শান্নিপাতয়োরর্থবাদস্তোতিনোর্দর্শনাদেকবাক্যত্বসম্ভবে বাক্যভেদস্যান্যায্যত্বাচ্চেতি হেতুমাহ—তেনেতি। অর্থবাদস্যাপি স্বার্থে প্রামাণ্যং দেবতাধিকরণন্যায়েন স্থিতমতোঽত্যা-শক্য ন কল্প্যং ভক্ষয়েদিত্যাদিবিধিবিহিতস্য ভক্ষণাভাবস্য বাধনে ন হেত্বাদিনা সামর্থ্যং দৃষ্টপরত্বাদস্য, মানান্তরবিরোধে স্বার্থে মানত্বাযোগাদিত্যাহ—ন ত্বিতি। ন হেত্বা-দেরন্যপরত্বং প্রপঞ্চয়তি—প্রাণস্যান্নস্যেতি। ২

তত্র দোষাভাবজ্ঞাপনাত্তদেব বিধিৎসিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদিতি। অর্থবাদস্য মানান্তরবিরোধে স্বার্থে মানত্বাযোগস্যোক্তত্বাদিতি ভাবঃ। প্রমাণভাবস্যাসিদ্ধিমাশঙ্কতে—বিদুষ ইতি। সামর্থ্যাৎ প্রাণস্বরূপত্বাদিতি যাবৎ। অদোষঃ সর্ব্বান্নভক্ষণং তস্যেতি শেষঃ। অর্থাপত্তিং দূষয়তি—নেত্যাদিনা। অনুপপত্তিমেব বিবৃণোতি—সত্যমিতি। যেনেত্যস্মাৎ প্রাক্তথাপীতি বক্তব্যং যদ্যপীত্যুপক্রমাৎ। প্রাণস্বরূপসামর্থ্যাদনুপপত্তিরপি স্যাদ্যাতীতি শঙ্কতে—নন্বিতি। কিং ফলাত্মনা বিদুষঃ সর্ব্বান্নভক্ষণং সাধ্যতে, কিং বা সাধকত্বরূপেণেতি বিকল্প্যাদ্যমঙ্গীকরোতি—বাঢ়মিতি। প্রাণরূপেণ সর্ব্বভক্ষণং তচ্ছব্দার্থঃ। তত্র প্রতিষেধাভাবে সদৃষ্টান্তং ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। তথা স্বাভাবিকং প্রাণস্য সর্ব্বভক্ষণং তত্র চাপ্রতিষেধাৎ, দোষরাহিত্যমিতি শেষঃ। তত্রাহিতো কিং স্যাদিতি চেত্তদাহ—অত ইতি। পক্ষমার্থমেব স্ফোরয়তি—অপ্রাপ্তত্বাদিতি। চহেতি প্রাণবিদুচ্যতে। নিমিত্তান্তরাদত্যন্তাপ্রাপ্তবিষয়ো বিধিঃ প্রতিপ্রসবো যথা জ্বরিতস্যাশনপ্রতিষেধেঽপ্যৌষধং পিবেদিতি, তথা শাস্ত্রাধিকারিণঃ সর্ব্বাভক্ষ্যভক্ষণনিষেধেঽপি প্রাণবিদো বিশেষবিধিনোপলভ্যতে, তথা চ তস্য ভক্ষণং দুঃসাধ্যমিত্যর্থঃ। প্রতিপ্রসবাভাবে লব্ধং দর্শয়তি—তস্মাদিতি। অর্থবাদস্য তর্হি কা গতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—অন্য-বিষয়ত্বাদিতি। তস্য স্তুতিমাত্রার্থত্বান্ন তদ্বশান্নিষেধাতিক্রম ইত্যর্থঃ। ৩

নন্বু বিশিষ্টস্য প্রাণস্য সর্ব্বান্নত্বদর্শনমত্র বিধীয়তে, তথা চ বিদুষোঽপি তদাত্মনঃ সর্ব্বান্নভক্ষণে ন দোষো যথাদর্শনং ফলাভ্যুপগমাদত আহ—ন চেতি। ইতোঽপি সর্ব্বং প্রাণস্যান্নমিত্যেতদবষ্টম্ভেন প্রাণবিদঃ সর্ব্বভক্ষণং ন বিধেয়মিত্যাহ—তথা চেতি। প্রাণস্য যথোক্তস্য স্বীকারেঽপি কস্যচিৎ কিংচিদন্নং জীবনহেতুরিত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। তথা সর্ব্বপ্রাণিষু ব্যবস্থান্নসংবন্ধে দার্ষ্টান্তিকমাহ—তথেতি। প্রাণবিদোঽপি কার্য্যকরণবতো নিষেধাতিক্রমাযোগে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। ৪

বাক্যং তন্নবাদায় ব্যাকরোতি—আপ ইতি। স্মার্ত্তাচমনাদন্যদেব শ্রৌতমাচমনমত্রাভিপ্রেতং বিশেষং তদর্থমিদং বাক্যমিতি কেচিত্তান্ প্রত্যাহ—অত্র চেতি। বাসঃকার্য্যং পরিধানম্। তত্র সাকাদশাং বিনিয়োগাযোগে প্রাপ্তমর্থমাহ—তস্মাদিতি। যদিদং কিংচেত্যাদ্যাবুক্তং দৃষ্টিবিধেরর্থবাদমাদায় ব্যাচষ্টে—নেত্যাদিনা। পুনরুক্তমুৎকর্ষণমবযায়। পদার্থমুক্ত্বা বাক্যার্থমাহ—যদ্যপীতি। অভক্ষ্যভক্ষণং তর্হি স্বীকৃতমিতি চেন্নেত্যাহ—ইত্যেতদিতি। যথা প্রাণবিদো বাস্তঃ ভুক্তং ভবতি তথেত্যেতৎ। অন্নমত্তন্তর্হি প্রাণবিদো দুষ্প্রতিগ্রহোঽপীত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্রাপীতি। অসৎপ্রতিগ্রহে প্রাপ্তেঽপীত্যর্থঃ। কিমিত্যয়ং স্তুত্যর্থবাদঃ ফলবাদ এব কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ফলং ত্বিতি। ইতিশব্দঃ সর্ব্বং প্রাণস্যান্নমিতি দৃষ্টিবিধেঃ সার্থবাদস্যোপসংহারার্থঃ। উপবেবার্থং চোক্তমমাধিত্যাং সমর্থয়তে—ন হ্বিত্যাদিনা। যথাপ্রাপ্তং প্রকৃতবাক্যবশাৎ প্রতিপন্নং ন্নপবনতিক্রমেতি। বাক্যস্য বিদ্যাস্তুতিত্বে ফলিতমাহ—অত ইতি। ৫

যদুক্তমাপো বাস ইতি তস্য শেষভূতমুত্তরগ্রন্থমুত্থাপ্য ব্যাচষ্টে—যস্মাদিতি। তত্রেত্যশনাৎপ্রাগৰ্দ্ধকালোক্তিঃ। উক্তেঽতিপ্রায়ে লোকপ্রসিদ্ধিমনুকূলয়তি—অস্তি চেতি। তত্রৈব বাক্যোপক্রমস্যানুকূল্যং দর্শয়তি—প্রাণস্যেতি। কিমর্থমিদং সোপক্রমং বাক্যমিত্যপেক্ষায়ামত্র চেত্যাদাবুক্তং স্মারয়তি—যদপ ইতি। দৃষ্টিবিধানমসহমানঃ শঙ্কতে—নন্বিতি। অস্তু প্রায়ত্যার্থমাচমনং প্রাণপরিধানার্থং চেত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্রেতি। কুল্যাপ্রণয়নন্যায়েন দ্বিকার্য্যত্বাবিরোধমাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। তত্র প্রত্যক্ষাং কার্য্যভেদস্যাবিরোধেঽপি প্রকৃতে প্রামাণ্যাভাবাৎ দ্বিকার্য্যত্বানুপপত্তিরিত্যভিপ্রেত্যোক্তমুপপাদয়তি—যদীতি। নন্বস্মার্ত্তাচমনস্য প্রায়ত্যার্থত্বং তস্যৈবানগ্নতার্থত্বং প্রকৃতবাক্যাদধিগতং, তথাচ কথং দ্বিকার্য্যত্বমপ্রামাণিকমিত্যাশঙ্ক্য বাক্যস্য বিধ্যন্তরং দর্শয়তি—যস্মাদিতি। দ্বিকার্য্যত্বদোষমুক্তং দূষয়তি—নেত্যাদিনা। তচ্চাচমনং দর্শননিরপেক্ষমিত্যাহ—ক্রিয়ামাত্রমেবেতি। নন্বাচমনে ফলভূতং প্রায়ত্যং দর্শনসাপেক্ষমিতি চেন্নেত্যাহ—ন হীতি। ক্রিয়ায়া এব তদাধানসামর্থ্যাদিত্যর্থঃ। তত্রেত্যাচমনে শুদ্ধ্যর্থে ক্রিয়ান্তরে সতীত্যর্থঃ। প্রাণবিজ্ঞানপ্রকরণে বাসোবিজ্ঞানং চোদ্যতে চেদ্বাক্যভেদঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রাণস্যেতি। সর্ব্বান্নবিজ্ঞানবদিতি চকারার্থঃ। আচমনীয়াস্বপ্সু বাসোবিজ্ঞানং ক্রিয়তে চেৎকথমাচমনস্য প্রায়ত্যার্থত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। দ্বিকার্য্যত্বদোষাভাবে ফলিতং দর্শনবিধিমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। অপ্রাপ্তত্বাদ্বাসোদৃষ্টের্বিধিব্যতিরেকেণ প্রাপ্ত্যভাবাদ্দৃষ্টেশ্চাত্র প্রকৃতত্বাৎ কার্য্যাখ্যানাদপূর্ব্বমিতি চ স্যায়াদিত্যর্থঃ। ৬। ১৪।

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং ষষ্ঠাধ্যায়স্য প্রথমং ব্রাহ্মণম্। ৬।১।

ভাষ্যানুবাদ। সেই বাগিন্দ্রিয় সর্ব্বপ্রথমে প্রাণকে কর প্রদানে উদ্যত হইয়া বলিয়াছিল—আমি যে, বসিষ্ঠা বলিয়া প্রসিদ্ধ, অর্থাৎ আমার যে,

বসিষ্ঠত্ব গুণ আছে, তাহা তোমারই, সেই বসিষ্ঠত্বগুণ দ্বারা তুমি সেই বসিষ্ঠ-গুণ সম্পন্ন হও। চক্ষু বলিল—আমি যে, প্রতিষ্ঠা আছি, তুমি সেই প্রতিষ্ঠা গুণসম্পন্ন হও; অর্থাৎ আমার যে, প্রতিষ্ঠা, তাহা তোমারই হউক। অন্য অংশের অর্থ—পূর্ব্বের অনুরূপ। যদি এইরূপই হইল—যদি তোমরা আমার জন্য উত্তম রূপেই বলি প্রদান করিলে, তাহা হইলে, এই প্রকারে বিশেষ গুণসম্পন্ন আমার অন্ন কি? এবং আচ্ছাদন বস্ত্রই বা কি হইবে? অপর সকলে বলিল—এই জগতে কুকুর হইতে আরম্ভ করিয়া, কৃমি হইতে আরম্ভ করিয়া, কীট-পতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া এবং কুকুর, কৃমি ও কীট পতঙ্গের যাহা অন্ন (ভক্ষণীয়), তাহার সহিত প্রাণিগণের ভক্ষণীয় যাহা কিছু আছে, সেই সমস্তই তোমার অন্ন। এখানে সর্ব্বত্র প্রাণান্ন দৃষ্টি বিহিত হইতেছে।১

কেহ কেহ বলেন যে, প্রাণান্নবিদ্ পুরুষের পক্ষে সর্ব্বান্ন-ভক্ষণেও যে, কোন দোষ হয় না, ইহা প্রতিপাদন করাই এই শ্রুতির উদ্দেশ্য; সে কথা সত্য নহে; কারণ, শাস্ত্রান্তরে সর্ব্বভক্ষণ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি বল যে, সেই নিষেধক শাস্ত্রের সহিত ইহার বিকল্প হউক, অর্থাৎ সর্ব্বান্ন-ভক্ষণ কাহারো পক্ষে নিষিদ্ধ, আবার কাহারো পক্ষে বিহিত, এইরূপ ব্যবস্থা হউক; না, তাহাও হইতে পারে না; কারণ, এই শ্রুতিটী সর্ব্বান্ন ভক্ষণের বিধায়ক নহে; পরন্তু তাহার কখনও অনন্ন ভক্ষিত হয় না, এই কথাটী 'সমস্তই প্রাণের অন্ন' এই বাক্যবিহিত বিজ্ঞানের (উপাসনার) স্তুতিপ্রকাশক মাত্র; সুতরাং নিষেধক শাস্ত্রের সহিত ইহার একবাক্যতা বা একার্থ-পরতা হওয়াই উচিত, কিন্তু শাস্ত্রান্তরে বিহিত বা নিষিদ্ধ বিষয়ের বাধা করিতে ইহার শক্তি নাই; কারণ, এই বাক্যটী হইতেছে—অন্যার্থপর; অর্থাৎ প্রাণান্ন-বিজ্ঞানের স্তাবক মাত্র (১)। অতএব বুঝিতে হইবে যে, প্রাণ-

(১) তাৎপর্য্য—বস্তু বা কার্য্যবিধির প্রকাশক বাক্য সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; এক স্বার্থপর, অপর অন্যার্থপর। যে বাক্যের স্বপ্রতিপাদ্য বিষয় প্রতিপাদনেই তাৎপর্য্য থাকে, বুঝিতে হইবে, সেই বাক্যটী স্বার্থপর; আর যে বাক্যের অন্য কোন বিষয় প্রতিপাদনেই মুখ্য তাৎপর্য্য থাকে, প্রসঙ্গক্রমে বা মুখ্যার্থের আনুকূল্যসাধকরূপে যদি অন্য কোন বিষয় প্রতিপাদনও করে, তবে সেই বাক্য হয় অন্যার্থপর। অন্যার্থপর বাক্যোক্ত বিষয়টী শাস্ত্রান্তরবিহিত বিধির সহিত বিরুদ্ধ হইলে, কখনই তাহাকে বাধা দিতে পারে না। এখানেও প্রাণান্নবিদের যে, সর্ব্বান্ন-ভক্ষণের কথা, তাহা কেবল প্রাণান্ন-বিদ্যার প্রশংসা জ্ঞাপক মাত্র; সুতরাং এই বাক্য দ্বারা কখনই শাস্ত্রান্তরনিষিদ্ধ সর্ব্বান্নভক্ষণ বাধিত হইতে পারে না।

মাত্রেরই যে, সমস্ত বস্তু অন্নস্বরূপ, তদ্বিষয়ক দৃষ্টিই (উপাসনাই) এখানে বিধিৎসিত (বিধানের অভীপ্সিত), কিন্তু 'সমস্ত বস্তু ভক্ষণ করিবে' এই প্রকার বিধি নহে। অতএব সর্ব্বভক্ষণে যে, দোষাভাব জ্ঞান, তাহা নিশ্চয়ই মিথ্যা; কারণ, সে বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। ২

যদি বল, বিদ্বান্ পুরুষ নিজেও যখন প্রাণস্বরূপ হইয়া যায়, তখন তাহার পক্ষে সর্ব্বান্ন গ্রহণও সম্ভবপরই হয়; সুতরাং সর্ব্বান্ন-ভক্ষণে তাহার দোষ হইবে না; না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, তাহার পক্ষেও সর্ব্বান্ন-গ্রহণ সম্ভবপর হয় না। অভিপ্রায় এই যে, বিদ্বান্ পুরুষ যদিও জ্ঞানবলে প্রাণস্বরূপ হন সত্য, তথাপি, যে দেহেন্দ্রিয়াদি সমষ্টিবিশেষ লইয়া তাহার বিদ্বত্তা (বিদ্যা), সেই দেহে ত কৃমি কীট ও পতঙ্গাদি ভক্ষণ করা কখনই উপপন্ন হইতে পারে না; সুতরাং তাহার জন্য যে, সর্ব্বান্ন-ভক্ষণে দোষাভাব জ্ঞাপন, তাহা সম্পূর্ণ নিরর্থক; কারণ, তাহার ভক্ষণজনিত দোষের প্রাপ্তি-সম্ভাবনাই হয় না। ৩

ভাল, বিদ্বান্ পুরুষ যখন প্রাণস্বরূপই হইয়া যান, তখন তিনি ত কৃমি কীটাদির অন্নও অবশ্যই ভক্ষণ করেন! হাঁ, একথা আংশিক সত্য বটে; কিন্তু প্রাণরূপে সর্ব্বান্ন ভক্ষণে ত কোন নিষেধও নাই; অতএব সে স্থলে যে, দোষাভাব, তাহাত দৈবরক্ত কিংশুকের তুল্য (১); সুতরাং সেইরূপে (প্রাণস্বরূপে) সর্ব্বান্ন-ভক্ষণে দোষাভাব জ্ঞাপন করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; কেননা, সে স্থলে অশেষান্ন ভক্ষণ-জনিত দোষের প্রাপ্তি সম্ভাবনাই নাই; [যাহার প্রাপ্তি সম্ভাবনা থাকে, তাহারই নিষেধ করা আবশ্যক হয়, অপ্রাপ্তের নিষেধ উন্মত্তের কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে]। পক্ষান্তরে, যে দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতের সহিত সম্বন্ধনিবন্ধন সর্ব্বান্ন-ভক্ষণের নিষেধ করা হইয়াছে, সেই দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতের সম্বন্ধে ত এখানে কোনও প্রতিপ্রসব (নিষিদ্ধের পুনঃ অনুমোদন) করা হয় নাই; অতএব শাস্ত্রান্তরোক্ত প্রতিষেধের অতিক্রমে অবশ্যই দোষ হইতে পারে; যেহেতু উহা প্রাণান্ন-বিজ্ঞানের স্তুতিপর মাত্র। ৪

(১) তাৎপর্য্য—'দৈবরক্ত কিংশুক' কথার অর্থ এই যে, কিংশুক (পলাশ পুষ্প) যে, রক্তবর্ণ, ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টার ফল নহে, পরন্তু দৈবকৃত; সুতরাং 'ইহা রক্ত হইল কেন?' এ প্রশ্ন সেখানে আসিতে পারে না; আলোচ্য স্থলেও প্রাণের পক্ষে সমস্তই অন্ন; সুতরাং তদ্বিষয়ে নিষেধও নাই, কোন দোষও নাই।

তাহার পর, এখানে ব্রাহ্মণাদি শরীরবিশেষের জন্য সর্ব্বান্নদর্শন বিহিত হয় নাই; পরন্তু প্রাণমাত্রেরই হইয়াছে, অর্থাৎ এখানে সাধারণতঃ সমস্ত প্রাণেরই যে, সমস্ত অন্নের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে, কেবল তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু ব্রাহ্মণাদি শরীরভেদ অনুসারে নহে। প্রাণের সর্ব্ব অন্নসম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও যেমন কোন কোন অন্নই কোন কোন প্রাণীর জীবন রক্ষার হেতুভূত হইয়া থাকে,—যেমন বিষক্রিমির পক্ষে বিষই জীবন রক্ষার উপায়; সেই বিষ প্রাণের অন্ন হইয়াও, অপরের পক্ষে প্রত্যক্ষসিদ্ধ মরণাদি দোষ সমুৎপাদন করিয়া থাকে, তেমনি প্রাণ সর্ব্বান্নভুক্‌ হইলেও, ব্রাহ্মণাদিশরীরের সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধন অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি-বিশিষ্টদেহমধ্যগত হওয়ায় নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণে প্রাণের পক্ষেও নিশ্চয়ই দোষ হইবে। অতএব অভক্ষ্য-ভক্ষণে যে, দোষাভাব জ্ঞান, ইহা মিথ্যা—ভ্রমাত্মক জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। ৫

[এখন "আপো বাসঃ" কথার অর্থ বলা হইতেছে]: ভোজনের সময় যে জল পান করা হয়, সেই জলই তোমার বাসঃস্থানীয় (বস্ত্রস্বরূপ); এখানে ভোজনকালে যে জলপান করা হয়, সেই জলেতে প্রাণের আচ্ছাদনভাব দর্শনের বিধান করা হইতেছে, কিন্তু বস্ত্রের কার্য্য যে, আবরণ, তাহাতে কখনই জলকে নিযুক্ত করিতে পারা যায় না; অতএব শাস্ত্রান্তরপ্রাপ্ত জলভক্ষণেই 'বাসঃ'-দৃষ্টিমাত্র করিতে হইবে। সমস্ত বস্তুই প্রাণের অন্ন, এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের কিছুই অনন্ন (অভক্ষ্য বস্তু) ভুক্ত হয় না; যদিও তিনি কখনও অনন্ন ভক্ষণ করিয়া ফেলেন; [বুঝিতে হইবে,] তিনি অদনীয় বস্তুই ভোজন করিয়াছেন; অর্থাৎ সেইরূপ ভক্ষণজনিত দোষে তিনি সংস্পৃষ্ট হন না; ইহা যে, বিদ্যারই স্তুতিমাত্র, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এইরূপ তিনি কখনও অনন্ন বস্তু প্রতিগ্রহ করেন না, যদিও কখন অপ্রতিগ্রাহ্য হস্তী প্রভৃতি বস্তুও প্রতিগ্রহ করেন, তাহাও প্রতিগ্রহযোগ্য অন্নই প্রতিগৃহীত হয়। সেখানেও বুঝিতে হইবে যে, অপ্রতিগ্রাহ্য বস্তুর প্রতিগ্রহজনিত দোষে তিনি লিপ্ত হন না; ইহাও উক্ত বিদ্যারই স্তুতিপ্রকাশক মাত্র। যিনি এই প্রকারে প্রাণের অন্ন অবগত হন, তাহার এইরূপ ফল হয়। প্রকৃত পক্ষে, প্রাণাত্মভাবই উক্ত বিদ্যার ফল, কিন্তু ইহা বিদ্যার ফলাভিপ্রায়ে কথিত হয় নাই, পরন্তু বিদ্যার স্তুতি অভিপ্রায়ে কথিত হইয়াছে মাত্র। ৬

ভাল, ইহাই বিদ্যার মুখ্য ফল হয় না কেন ? না, তাহা হইতে পারে না ; প্রাণাত্মদর্শীর প্রাণাত্মভাবই মুখ্য ফল ; তাহাতে প্রাণাত্মদর্শী প্রাণাত্মক পুরুষের অভক্ষ্যও ভক্ষণীয়ই হয় ; এবং প্রতিগ্রহের অযোগ্য বস্তুও প্রতিগ্রাহ্যই হয় ; ঐরূপে স্বভাবপ্রাপ্ত কার্য্য লইয়াই বিদ্যার স্তুতি করা হইতেছে ; এই কারণেই এই বাক্যটী ফলবোধক-বিধির সমানরূপ নহে।৭

যেহেতু জলই প্রাণের বাসঃ (আচ্ছাদন) ; সেই হেতুই শ্রোত্রিয় বেদাধ্যায়ী বিদ্বান্‌ ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিবার পূর্ব্বে আচমন করেন (জলপান করেন), এবং ভোজন করিয়াও অর্থাৎ ভোজনের পরেও আবার জল পান করিয়া থাকেন। সেই আচমনকারীদিগের যে, অভিপ্রায় কি, তাহা বলিতেছেন—[ঐরূপে জলপায়ীরা] মনে করেন যে, এই সর্ব্বার প্রাণকে তাহারা অনগ্ন (আচ্ছাদিত) করিতেছেন। আর ইহা প্রসিদ্ধও বটে, যে যাহাকে বাসঃ (বস্ত্র) দান করে, সে মনে করে যে, আমি তাহাকে অনগ্ন (উলঙ্গভাবরহিত) করিতেছি ; এখানেও জলই প্রাণের বাসঃ—আচ্ছাদন—একথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এ কথার অভিপ্রায় এই যে, আমি যে জল পান করিতেছি, তাহা দ্বারা ফলতঃ প্রাণের অনগ্নতাই সম্পাদন করিতেছি, ভোক্তাকে এই প্রকার চিন্তা করিতে হইবে।৮

ভাল কথা, ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে যে, লোকে আচমন করিয়া থাকে, তাহা কেবল নিজেদের শুদ্ধির জন্যই করিয়া থাকে ; তাহাতে যদি প্রাণের অনগ্নতা-সম্পাদন কল্পনা করা যায় ; তাহা হইলে একই আচমনের দ্বিবিধ কার্য্য (শুদ্ধি ও অনগ্নতাকরণ) হইয়া পরে ; কিন্তু একই আচমনের দ্বিবিধ কার্য্য কল্পনা করা ত কখনই যুক্তিসম্মত হইতে পারে না। অতএব আচমন যদি শুদ্ধির জন্য হয়, তবে অনগ্নতার নিমিত্ত নহে, আর যদি অনগ্নতার জন্য হয়, তবে আর শুদ্ধির জন্য হইতে পারে না। যখন একটী কার্য্যের দুইপ্রকার উদ্দেশ্য কল্পনা করা সঙ্গত হয় না, তখন প্রাণের অনগ্নতা-সম্পাদনার্থ বরং আর একটা অতিরিক্ত আচমনই করা হউক ? না, এ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, ক্রিয়ার দ্বৈবিধ্য উপপাদন করা যাইতে পারে। এখানে ক্রিয়া হইতেছে দুইটী—ভক্ষণের পূর্ব্বে ও পরে যে স্মৃতিশাস্ত্রে আচমনের বিধান আছে, তাহা শুদ্ধির নিমিত্ত, এবং তাহা কেবলই ক্রিয়াত্মক, কিন্তু তাহাতে প্রায়ত্য-দর্শন প্রভৃতির (শুদ্ধি-চিন্তা প্রভৃতির) কিছুমাত্র অপেক্ষা নাই ; স্মৃতিশাস্ত্র-বিহিত সেই আচমনেরই অঙ্গস্বরূপ আচমনীয় জলেতে

প্রাণের আচ্ছাদনত্ব-চিন্তামাত্র এখানে 'ইতিকর্ত্তব্যতা' রূপে বিহিত হইতেছে, অথচ এইরূপ চিন্তা করিলে যে, আচমনের শুদ্ধি-সাধনতা, তাহাও বাধিত হয় না; কেন না, চিন্তা ও আচমন এক ক্রিয়া নহে—ভিন্ন ক্রিয়া। অতএব বুঝিতে হইবে যে, ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত যে, আচমন, সেই আচমনীয় জলে প্রাণের আচ্ছাদনরূপে চিন্তা করা মাত্র—অপূর্ব্ব অবিহিত বলিয়া এখানে বিহিত হইতেছে ॥ ৩১৮ ॥ ১৪ ॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়ে প্রথম ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৬ ॥ ১ ॥

আ ভাষ্য ভাষ্যম্। "শ্বেতকেতুর্হ বা আরুণেয়ঃ" ইত্যস্য সম্বন্ধঃ। খিলাধিকারোঽয়ম্; তত্র যদনুক্তং তদুচ্যতে। সপ্তমাধ্যায়ান্তে জ্ঞানকর্ম-সমুচ্চয়কারিণা অগ্নের্মার্গযাচনং কৃতম্—"অগ্নে নয় সুপথা" ইতি। তত্রানেকেষাং পথাং সম্ভাবো মন্ত্রেণ সামর্থ্যাৎ প্রদর্শিতঃ; সুপথেতি বিশেষণাৎ। পন্থানশ্চ কৃতবিপাকপ্রতিপত্তিমার্গাঃ; বক্ষ্যতি চ "যৎ কৃত্বা" ইত্যাদি। তত্র চ কতি কর্ম্মবিপাক-প্রতিপত্তিমার্গাঃ, ইতি সর্ব্বসংসারগত্যুপসংহারার্থোঽয়মারম্ভঃ—এতাবতী হি সংসারগতিঃ, এতাবান্ কর্ম্মবিপাকঃ স্বাভাবিকস্য শাস্ত্রীয়স্য চ বিজ্ঞানস্যেতি। ১

যদ্যপি "দ্বয়া হ প্রাজাপত্যাঃ" ইত্যত্র স্বাভাবিকঃ পাপ্মা সূচিতঃ, ন চ তস্যেদং কার্য্যমিতি বিপাকঃ প্রদর্শিতঃ; শাস্ত্রীয়স্যৈব তু বিপাকঃ প্রদর্শিতঃ ত্র্যাত্মপ্রতিপত্ত্যন্তেন; ব্রহ্মবিদ্যাপ্রারম্ভে তদ্বৈরাগ্যস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। তত্রাপি কেবলেন কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ, বিদ্যয়া বিদ্যাসংযুক্তেন চ কর্ম্মণা দেবলোক ইত্যুক্তম্। তত্র কেন মার্গেণ পিতৃলোকং প্রতিপদ্যতে, কেন বা দেবলোকম্ ইতি নোক্তম্; তচ্চেহ খিলপ্রকরণে অশেষতো বক্তব্যমিত্যত আরভ্যতে। অন্তে চ সর্ব্বোপসংহারঃ শাস্ত্রস্যেষ্টঃ। ২

অপি চ, এতাবদমৃতত্বমিত্যুক্তম্, ন কর্ম্মণোঽমৃতত্বাশা অস্তীতি চ; তত্র হেতুর্নোক্তঃ; তদর্থশ্চায়মারম্ভঃ। যস্মাদিয়ং কর্ম্মণো গতিঃ, ন নিত্যোঽমৃতত্বে ব্যাপারোঽস্তি, তস্মাদেতাবদেব অমৃতত্বসাধনমিতি সামর্থ্যাৎ হেতুত্বং সম্পদ্যতে। ৩

অপি চ, উক্তমগ্নিহোত্রে—"ন ত্বেবৈতয়োস্ত্বমুৎক্রান্তিং ন গতিং ন প্রতিষ্ঠাং ন তৃপ্তিং ন পুনরাবৃত্তিং ন লোকং প্রত্যুত্থায়িনং বেত্থ" ইতি। তত্র প্রতিবচনে "তে বা এতে আহুতী হুতে উৎক্রামতঃ" ইত্যাদিনা আহুতেঃ কার্য্যমুক্তম্; তচ্চৈতৎ কর্ত্তুরাহুতিলক্ষণস্য কর্ম্মণঃ ফলম্; ন হি কর্ত্তারমনাশ্রিত্যাহুতি-লক্ষণস্য কর্ম্মণঃ স্বাতন্ত্র্যেণোৎক্রান্ত্যাদিকার্য্যারম্ভ উপপদ্যতে, কর্ত্রর্থত্বাৎ কর্ম্মণঃ কার্য্যারম্ভস্য, সাধনাশ্রয়ত্বাচ্চ কর্ম্মণঃ। তত্রাগ্নিহোত্রস্তুত্যর্থত্বাদ্ অগ্নিহোত্রস্যৈব কার্য্যমিত্যুক্তং ষট্প্রকারমপি, ইহ তু তদেব কর্ত্তুঃ ফলমিত্যুপদি-

পতিতয়োঃ পরলোকং প্রতি গমনয়োত্থানহেতুং পরিণামমিত্যেতদিতি প্রশ্নষট্কমগ্নিহোত্রবিষয়ে জনকেন যাজ্ঞবল্ক্যং প্রত্যুক্তমিতি সম্বন্ধঃ। তয়োরেবাক্ষেপণপ্রশ্নষট্কোক্তিঃ। ননু ফলবত্তোঃ-পতনাৎকর্মপদমাত্রতিরিক্তফলং? ন হি তৎ তয়োঃ সম্ভবতি, তত্রাহ—তে স্যতি। কর্তৃবাচিপদা-ভাবাদাত্ম পূর্বোক্তবেত্তৃজ্ঞাত্রাদিকার্যাননুকর্তার ইত্র কর্তৃগামিকফলমুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হ্যেতি। কিঞ্চ কারকাশ্রয়ত্বাৎ কর্মণো যুক্ত তৎফলস্য কর্তৃগামিত্বমিত্যাহ—সাধয়েতি। সাতত্যাসম্ভবাদাহুত্যোঃ সকর্তৃকয়োরেব গত্যাদি বিবক্ষিতং চেত্তর্হি কথং পুন কেবলাহুত্যোর্গত্যাদি কথ্যতে? তত্রাহ—তে ব্রাহ্মি। অগ্নিহোত্রপ্রকরণং সমাপ্যার্থঃ। অগ্নিহোত্রস্তুত্যর্থত্বাৎ প্রশ্নপ্রতিবচনরূপস্য সন্দর্ভস্যেতি শেষঃ। ভবত্বেবমগ্নিহোত্রপ্রকরণসিদ্ধিঃ, প্রকৃতে তু কিমায়াতং, তত্রাহ—ইহ ত্বিতি। কিমিতি বিদ্যা-প্রকরণে কর্মফলবিজ্ঞানং বিবক্ষ্যতে, তত্রাহ—তদ্দ্বারেণেতি। ব্রাহ্মণারম্ভমুপপাদিতমু-পসংহরতি—এবমিতি। সংসারগত্যুপসংহারেণ কর্মবিপাকস্য সর্বস্যৈবোপসংহারঃ সিদ্ধো ভবতি, তদতিরিক্তস্য বিপাকাভাবাদিত্যাহ—কর্মকাণ্ডস্যেতি। যথোক্তং বস্তু দর্শয়িতুং ব্রাহ্মণমারভতে চেত্তত্র কিমিত্যাখ্যায়িকা প্রণীয়তে, তত্রাহ—ইত্যেতদ্দ্বয়মিতি। সর্বমেবং পূর্বোক্তং বস্তু দর্শয়িতুমিচ্ছন্ বেদঃ সুখাববোধার্থমাখ্যায়িকাং করোতীত্যর্থঃ ॥ ১

আভাষ-ভাষ্যানুবাদ। এই ব্রাহ্মণোক্ত "শ্বেতকেতুর্হ আরুণেয়ঃ" ইত্যাদি বাক্যের সহিত পূর্ব্ব ব্রাহ্মণের সম্বন্ধ [প্রদর্শিত হইতেছে]। ইহাও খিল-কাণ্ড মধ্যে সন্নিবিষ্ট; পূর্ব্বে যাহা বলা হয় নাই, তাহা এখানে কথিত হইতেছে। অতীত সপ্তম অধ্যায়ের (পঞ্চমাধ্যায়ের) শেষে "অগ্নে নয় সুপথা" ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞান ও কর্ম্মের সহানুষ্ঠানকারিকর্তৃক কৃত অগ্নির নিকট পথি-প্রার্থনা প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই মন্ত্রে 'সুপথা' বিশেষণ দ্বারা কৌশলে অনেকপ্রকার পথের অস্তিত্বও প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই সমস্ত পথ যে, স্বকৃত কর্ম্মবিপাক প্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ, পরেও তাহা 'যৎকৃত্বা' ইত্যাদি বাক্যে বলা হইবে। তন্মধ্যে কর্ম্মফল প্রাপ্তির দ্বারভূত পথ যে, কতগুলি, তাহা নিরূপণের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার সংসারপ্রাপ্তির উপসংহারার্থ এই প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে। এখানে প্রদর্শিত হইতেছে যে, সংসার-গতি এত প্রকার এবং স্বভাবকৃত ও শাস্ত্রোপদেশপ্রাপ্ত জ্ঞানসহকৃত কর্ম্মের বিপাক বা শেষ ফল এতপ্রকার ইত্যাদি।১

যদিও "দ্বয়া হ প্রাজাপত্যাঃ" এইস্থলে স্বভাবজ পাপকর্ম্মও একপ্রকার কথিতই (সূচিত) হইয়াছে, তথাপি তাহার ফল বা পরিণতি প্রদর্শিত হয় নাই; অধিকন্তু, ব্রহ্মবিদ্যার প্রারম্ভে বৈরাগ্যোপযোগী বিষয় প্রতিপাদন করাও অভীপ্সিত; এই জন্য অন্নত্রয়-প্রতিপাদকপর্য্যন্ত গ্রন্থ দ্বারা কেবল শাস্ত্রীয়

বিপাকই প্রদর্শিত হইয়াছে। সেখানেও বলা হইয়াছে যে, কেবল (জ্ঞানকৃত) কর্ম্ম দ্বারা 'পিতৃলোক লাভ হয়, আর বিদ্যা (উপাসনা) ও বিদ্যাসংযুক্ত কর্ম্ম দ্বারা দেবলোক লাভ হয়। সে বিষয়টীও এই খিলপ্রকরণে সম্পূর্ণরূপে বলা আবশ্যক, এই জন্য এই প্রকরণের আরম্ভ হইতেছে। বিশেষতঃ গ্রন্থশেষে সমস্ত শাস্ত্রার্থের উপসংহার করা সকলেরই অভিলষিত, [সুতরাং এখানে সে বিষয় প্রদর্শন করাও অসঙ্গত হইতেছে না]।২

আরও এক কথা, পূর্ব্বে কেবল 'ইহাই একমাত্র অমৃতত্ব' এই কথামাত্র কথিত হইয়াছে; অথচ 'কর্ম্মদ্বারা অমৃতত্বলাভের আশাও নাই' এ কথাও বলা হইয়াছে; কিন্তু সে বিষয়ে কোনও কারণ বলা হয় নাই; তাহার জন্যও এই প্রকরণের আরম্ভ আবশ্যক হইতেছে। যেহেতু ইহাই কর্ম্মের গতি বা ফল; অথচ নিত্য মোক্ষে কোন প্রকার ব্যাপারের (ক্রিয়ার) অপেক্ষা বা উপযোগিতা নাই, সেই হেতু কেবল ইহাই যে, অমৃতত্ব-সাধন, তাহা কথায় বলা না হইয়া থাকিলেও, ফলে ফলে অমৃতত্বের হেতুভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ কথায় বলা না হইয়া থাকিলেও প্রকারান্তরে যে, উহা মোক্ষ হেতু, তাহা সিদ্ধ হইতেছে।৩

বিশেষতঃ অগ্নিহোত্র-প্রকরণে কথিত হইয়াছে যে, 'তুমি নিশ্চয়ই এতদুভয়ের উৎক্রমণ, গতি (প্রকার), প্রতিষ্ঠা, তৃপ্তি (ভোগ), পুনরাবৃত্তি (সংসারে পুনরায় ফিরিয়া আসা) এবং স্বর্গাদি লোকবিশেষের উদ্দেশ্যে গমনকারীকে অর্থাৎ কে কোন লোকে যাইবে, তাহা জান না,' এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরকালে, 'সেই এই আহুতিদ্বয় আহুত হইয়া উৎক্রমণ করে' ইত্যাদি বাক্যে আহুতির কার্য্য উক্ত হইয়াছে। ইহাই হইতেছে ক্রিয়াকর্ত্তার আহুতিরূপ কর্ম্মের ফল; কিন্তু কর্ত্তাকে আশ্রয় না করিয়া আহুতিরূপ কর্ম্ম কখনই স্বতন্ত্রভাবে উৎক্রমণাদি কার্য্য সমুৎপাদন করিতে পারে না; কেন না, উপকারার্থই কর্ম্মের ফলারম্ভ হইয়া থাকে, এবং কর্ম্মমাত্রই সাধনকে আশ্রয় করিয়া স্থিতিলাভ করে। সেখানে অগ্নিহোত্রযাগের প্রশংসার্থ ছয়প্রকার কার্য্যকেই অগ্নিহোত্রের ফল বলা হইয়াছে; এখানে আবার সেই ছয়প্রকার কার্য্যকেই কর্ত্তার ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইতেছে; কারণ, এখানে কর্ম্মফল-বিজ্ঞানই বিবক্ষিত বা শ্রুতির অভিপ্রেত; এবং তদুপলক্ষেই উত্তরায়ণে গতিসাধন পঞ্চাগ্নি-বিদ্যাও বিবিৎসিত হইয়াছে।

এই প্রকারে সংসারে যত রকম গতি হইতে পারে, সে সমুদয়ের উপসংহার এবং কর্মকাণ্ডের নিষ্ঠা (ফলের শেষ সীমা), এই দুইটী বিষয় প্রদর্শন করিবার ইচ্ছায় আখ্যায়িকা বিবৃত করিতেছেন—

শ্বেতকেতুর্হ বা আরুণেয়ঃ পঞ্চালানাং পরিষদমাজগাম, স আজগাম জৈবলিং প্রবাহণং পরিচারয়মাণম্, তমুদীক্ষ্যাভ্যুবাদ কুমারা ৩ ইতি, স ভো ৩ ইতি প্রতিশুশ্রাবানুশিষ্টোঽন্বসি পিত্রেত্যোমিতি হোবাচ ॥৩৭৯॥১॥

সরলার্থঃ। শ্বেতকেতুঃ (তন্নামকঃ) হ (ঐতিহ্যে) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) আরুণেয়ঃ (অরুণস্য অপত্যং আরুণিঃ, তস্যাপত্যং) পঞ্চালানাং (পঞ্চালপ্রদেশানাং) পরিষদম্ (সভাম্) আজগাম। [আগত্য চ] সঃ (শ্বেতকেতুঃ) পরিচারয়মাণং (স্বভৃত্যৈঃ অঙ্গসংবাহনাদি কারয়ন্তম্) জৈবলিং (জীবলস্য অপত্যং) প্রবাহণং (তন্নামধেয়ং রাজানম্) আজগাম। [রাজা] তং (শ্বেতকেতুম্) উদীক্ষ্য (বিলোক্য) অভ্যুবাদ (উক্তবান্) কুমারা ৩ ইতি; [অত্র প্লুতিঃ অনাদরে; (এবমুক্তঃ) সঃ (শ্বেতকেতুঃ) প্রতিশুশ্রাব ভো ৩ ইতি; [অত্রাপি প্লুতিরনাদরার্থা]। [রাজা পপ্রচ্ছ—] [ত্বম্ পিত্রা অনু (অনুগতত্বেন) অনুশিষ্টঃ (সম্যক্ অধ্যাপিতঃ) অসি? ইতি; [শ্বেতকেতুঃ] উবাচ ওম্ (অনুশিষ্টোঽস্মি) ইতি ॥২৭৯॥১॥

মূলানুবাদ। পুরাকালে শ্বেতকেতু নামে প্রসিদ্ধ আরুণেয় (আরুণির পুত্র) প্রসিদ্ধ পঞ্চালদেশীয় সভায় গমন করিয়াছিলেন। [সেখানে যাইয়া] তিনি জীবলের পুত্র—জৈবলি প্রবাহণনামক পঞ্চাল রাজের নিকট আসিয়াছিলেন; প্রবাহণ তখন ভৃত্যবর্গ দ্বারা শরীর-সংবাহন করাইতেছিলেন। তিনি শ্বেতকেতুকে দর্শন করিয়া অবজ্ঞা প্রকাশার্থ 'কুমারাঃ ৩' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। শ্বেতকেতুও বিরক্তি সহকারে 'ভোঃ ৩' বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। [রাজা বলিলেন—] তুমি তোমার পিতার নিকট উত্তমরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছ কি? শ্বেতকেতু 'ওম্' বলিয়া শিক্ষাপ্রাপ্তির অঙ্গীকার জ্ঞাপন করিলেন ॥৩৭৯॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। শ্বেতকেতুঃ নামতঃ; অরুণস্যাপত্যমারুণিঃ, তস্যাপত্যমারুণেয়ঃ। হ-শব্দ ঐতিহ্যার্থঃ, বৈ নিশ্চয়ার্থঃ। পিত্রা অনুশিষ্টঃ সন্ আত্মনো যশঃপ্রথনায় পঞ্চালানাং পরিষদমাজগাম। পঞ্চালাঃ প্রসিদ্ধাঃ, তেষাং পরিষদমাগত্য, জিত্বা, রাজ্ঞোঽপি পরিষদং জেষ্যামীতি গর্বেণ স আজগাম—জীবলস্যাপত্যং জৈবলিং প্রবাহণনামানং স্বভৃত্যৈঃ পরিচারয়মাণম্ আত্মনঃ পরিচারণং কারয়ন্তমিত্যেতৎ।

স রাজা পূর্বমেব তস্য বিদ্যাভিমানগর্বং শ্রুত্বা, বিনেতব্যোঽয়মিতি মত্বা, তমুদীক্ষ্য উৎপ্রেক্ষ্য আভিমুখ্যেনৈব অভ্যুবাদ অভ্যুক্তবান্—কুমারা৩ ইতি সম্বোধ্য; ভর্ৎসনার্থা প্লুতিঃ। এবমুক্তঃ স প্রতিশুশ্রাব—ভো৩ ইতি, ভো৩ ইতি অপ্রতিরূপমপি ক্ষত্রিয়ং প্রতি উক্তবান্ ক্রুদ্ধঃ সন্। অনুশিষ্টঃ অনুশাসিতঃ, অসি ভবসি পিত্রা—ইত্যুবাচ রাজা। প্রত্যাহ ইতরঃ—ওমিতি, বাঢম্ অনুশিষ্টোঽস্মি; পৃচ্ছ যদি সংশয়স্তে ॥১॥

টীকা। যদা কদাচিদিত্যাদেঃ কালে বৃত্তার্থদ্যোতিত্বং নিপাতস্য দর্শয়তি—হশব্দ ইতি। যশঃপ্রথনং বিদ্বৎসু স্বকীয়বিদ্যামাহাত্ম্যস্থাপনং প্রসিদ্ধবিদ্বজ্জনবিজয়হেতুত্বেনেতি শেষঃ। জিগীষয়া প্রাপ্তং গর্বে হেতুঃ। কিমিতি রাজা শ্বেতকেতুমাগতমাহ তদীয়াভিপ্রায়ম্ প্রতিপদ্য তিরস্কর্তুমিব সংবোধিতবানিত্যাশঙ্ক্যাহ—স রাজেতি। সংবোধ্য তং সদঃ কৃতবানিতি শেষঃ। ভবত্বেবং পরন্তু প্লুতিঃ কুতেত্যাশঙ্ক্যাহ—ভর্ৎসনার্থেতি। ভো৩ ইতি প্রতিবচনমযুক্তং প্রত্যুক্তিঃ, ন ক্ষত্রিয়ং প্রতি, তস্য হীনত্বাদিত্যাহ—ভো৩ ইতীতি। অপ্রতিরূপবচনে কারণং তৎকরোতি—ক্রুদ্ধঃ সন্নিতি। পিতুঃ সকাশাত্তব অনুশাসনং কিং নাস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রত্যেতি ॥১॥

ভাষ্যানুবাদ। শ্রুতির হ শব্দটী পুরাবৃত্তবোধক; এবং বৈ শব্দটী নিশ্চয়ার্থক। অরুণের পুত্র—আরুণি, তাহার পুত্র—আরুণেয়, অর্থাৎ অরুণের পৌত্র শ্বেতকেতুনামক ঋষি পিতার নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া, আপনার যশঃখ্যাপনের উদ্দেশ্যে পঞ্চালদিগের সভায় গমন করিয়াছিলেন; জগতে পঞ্চালগণ অতি প্রসিদ্ধ; তাহাদের সভায় যাইয়া, বিজয়ী হইয়া, রাজসভাও জয় করিব—এইরূপ গর্ব সহকারে তিনি জীবলের পুত্র—জৈবলি প্রবাহণনামক পঞ্চালরাজ, যে সময় নিজ ভৃত্যগণ দ্বারা আপনার পরিচর্য্যা (অঙ্গসংবাহনাদি) করাইতেছিলেন, সেই সময় তাহার নিকট গিয়াছিলেন।

সেই রাজা অগ্রেই শ্বেতকেতুর বিদ্যাভিমানজ গর্বের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, এবং মনে করিয়াছিলেন, ইহাকে শিক্ষা দিতে হইবে (বিনীত করিতে

হইবে); এইরূপ মনে করিয়া তাহাকে দেখিয়াই—উপস্থিত হইবামাত্র প্লুতস্বরে 'কুমারা৩' বলিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন। ভৎর্সনার জন্য এখানে প্লুতস্বরের ব্যবহার হইয়াছে। শ্বেতকেতু এইরূপ সম্বোধিত হইয়া 'ভোঃ' শব্দে প্রতিবচন দিয়াছিলেন। যদিও, ক্ষত্রিয়ের প্রতি 'ভোঃ', শব্দে প্রত্যুত্তর দেওয়া সঙ্গত হয় নাই সত্য, তথাপি শ্বেতকেতু ক্রোধ বশতঃ ঐরূপ প্রতিবচন দিয়াছিলেন। [রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—] তুমি কি পিতাকর্ত্তৃক যথাযথভাবে অনুশিষ্ট—সম্যক্ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছ? শ্বেতকেতু প্রত্যুত্তরে বলিলেন, ওম্—হাঁ, আমি শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছি; যদি তোমার সংশয় থাকে, জিজ্ঞাসা কর॥৩৭৯॥১॥

বেত্থ যথেমাঃ প্রজাঃ প্রয়ত্যো বিপ্রতিপদ্যন্তা৩ ইতি, নেতি হোবাচ। বেত্থো যথেমং লোকং পুনরাপদ্যন্তা৩ ইতি, নেতি হৈবোবাচ। বেত্থো যথাসৌ লোক এবং বহুভিঃ পুনঃ পুনঃ প্রযদ্ভির্ন সম্পূর্য্যতা৩ ইতি, নেতি হৈবোবাচ। বেত্থো যতিথ্যামাহুত্যাং হুতায়ামাপঃ পুরুষবাচো ভূত্বা সমুত্থায় বদন্তী৩ ইতি; নেতি হৈবোবাচ। বেত্থো দেবযানস্য বা পথঃ প্রতিপদং পিতৃযাণস্য বা, যৎ কৃত্বা দেবযানং বা পন্থানং প্রতিপদ্যন্তে পিতৃযাণং বাপি হি; ন ঋষের্ব্বচঃ শ্রুতং দ্বে স্রুতী অশৃণবং পিতৃণামহং দেবানামুত মর্ত্ত্যানাম্, তাভ্যামিদং বিশ্বমেজৎ সমেতি যদন্তরা পিতরং মাতরঞ্চেতি। নাহমত একঞ্চন বেদেতি হোবাচ॥৩৮০॥২॥

অন্বয়লার্থঃ। [ইদানীং রাজ্ঞঃ বচনমেব প্রপঞ্চ্যতে—'বেত্থ' ইত্যাদিনা। ইমাঃ প্রজাঃ (জায়মানা জনাঃ) প্রযত্যঃ (ম্রিয়মাণাঃ সত্যঃ) যথা (যেন রূপেণ) বিপ্রতিপদ্যন্তা৩ (বিপ্রতিপদ্যন্তে—বিভিন্নপথগামিনঃ ভবন্তি), [ইতি] বেত্থ? (জানাসি কিং?) ইতি; ন (ন বেদ্মি) ইতি উবাচ হ [শ্বেতকেতুঃ]। উ (ভোঃ), যথা (যেন প্রকারেণ) ইমং লোকং পুনঃ আপদ্যন্তা৩ (আপদ্যন্তে) [পরলোকগতাঃ প্রজাঃ, ইতি] বেত্থ? ইতি; ন ইতি এব উবাচ হ [শ্বেতকেতুঃ]। উ (ভোঃ), এবং পুনঃ পুনঃ প্রযদ্ভিঃ বহুভিঃ (জনৈঃ) অসৌ লোকঃ (পরলোকঃ যথা ন সম্পূর্য্যতা৩ (ন সম্পূর্য্যতে ইতি) বেত্থ? ইতি; ন ইতি এব উবাচ হ [শ্বেতকেতুঃ]। উ

(ভোঃ), যতিথ্যাং (যৎসংখ্যাকায়াম্) আহুত্যাং [হুতায়াং সত্যাম্] আপঃ (জলপ্রধানা আহুতয়ঃ) পুরুষবাচঃ (পুরুষপদবাচ্যাঃ) ভূত্বা উত্থায় বদন্তী ৩ (বদন্তি—বাগ্ব্যবহারং কুর্ব্বন্তি, ইতি) বেথ ? ইতি ; ন—এব ইতি উবাচ হ [শ্বেতকেতুঃ]। উ ভোঃ , দেবযানস্ত বা পিতৃযাণস্ত বা পথঃ প্রতিপদং (প্রতিপদ্যতে অনয়া ইতি প্রতিপদ্—ক্রিয়া বিদ্যা বা ; তাম্), যৎ (যাং প্রতিপদং) কৃত্বা দেবযানং বা পিতৃযাণং বা পন্থানং প্রতিপদ্যন্তে (লভন্তে প্রজাঃ), [তৎ] বেথ ? ইতি ।

[অস্মিন্ বিষয়ে] হি নঃ (অস্মাকং—অস্মাভিঃ) ঋষেঃ (মন্ত্রস্য) বচঃ (মন্ত্রবাক্যম্) অপি শ্রুতম্ [অস্তি]—'অহং পিতৄণাং দেবানাম্ উত (অপি) [সম্বন্ধিন্যৌ] মর্ত্ত্যানাং [গন্তব্যভূতে] দ্বে সৃতী (পন্থানৌ) অশৃণবম্ (শ্রুতবান্ অস্মি); যৎ, ইদং বিশ্বং (জগৎ) পিতরং মাতরং চ অন্তরা (দ্যাবাপৃথিব্যোর্মধ্যে), তাভ্যাং (দেবযান-পিতৃযাণপথাভ্যাম্) এজৎ (গচ্ছৎ সৎ) সমেতি (স্বোচিতং কর্ম্মফলং প্রাপ্নোতি) ইতি। অতঃ (এষু প্রশ্নেষু মধ্যে) একংচন (একমপি) অহং ন বেদ (বেদ্মি) ইতি [শ্বেতকেতুঃ] উবাচ হ ॥৩৮০॥২॥

মূলানুবাদ। [এখন প্রবাহণের প্রশ্ন বিবৃত হইতেছে—] তুমি জান কি, এই সমুদয় প্রজা (লোক) মৃত্যুর পর যাইতে যাইতে কোথায় যাইয়া বিচ্ছিন্ন হয় ? [শ্বেতকেতু] বলিলেন—না—আমি জানি না। তবে জান কি, [পরলোকগত লোকেরা] পুনর্ব্বার যে প্রকারে ইহলোকে ফিরিয়া আইসে ? শ্বেতকেতু বলিলেন—না, আমি নিশ্চয়ই জানি না। এখান হইতে বহু লোক বারংবার গমন করিলেও সেই লোকটী (স্থানটী) যে কারণে পূর্ণ হইয়া যায় না, তাহা তুমি জান কি ? শ্বেতকেতু বলিলেন—না, আমি নিশ্চয়ই তাহা জানি না। তুমি জান কি, যজ্ঞীয় আহুতির দ্রব্য সমূহ, যে আহুতিতে আহুত হইয়া, পুরুষ সংজ্ঞা লাভ করতঃ জন্মগ্রহণ করিয়া বাগ্ব্যবহার করে ? [শ্বেতকেতু] বলিলেন—না—আমি একেবারেই জানি না। তুমি জান কি, দেবযান ও পিতৃযাণ নামক পথের প্রতিপদ্—প্রাপ্তির উপায় কি ? যাহা করিয়া লোকে দেবযান বা পিতৃযাণ পথের একটী লাভ করিয়া থাকে ? আমরা এ বিষয়ে মন্ত্রবাক্যও শ্রবণ করিয়াছি,

আমি শুনিয়াছি—মর্ত্ত্য মানবগণের গমনোপযোগী পিতৃলোকসম্বন্ধী ও দেবলোকসম্বন্ধী দুইটী পথ আছে; এই দ্যাবা-পৃথিবীর (স্বর্গ ও পৃথিবীর) মধ্যবর্ত্তী সমস্ত জগৎ ঐ দুইপথে স্বস্ব কর্ম্মানুরূপ লোকে গমন করিয়া থাকে; শ্বেতকেতু বলিলেন—ইহার মধ্যে একটীও আমি জানি না ॥৩৮০॥ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদ্যেবম্, বেত্থ বিজানাসি কিম্, যথা যেন প্রকারেণ ইমাঃ প্রজাঃ প্রসিদ্ধাঃ, প্রযত্যঃ ম্রিয়মাণাঃ, বিপ্রতিপদ্যন্তা৩ ইতি বিপ্রতিপদ্যন্তে, বিচারণার্থা প্লুতিঃ; সমানেন মার্গেণ গচ্ছন্তীনাং মার্গদ্বৈবিধ্যং যত্র ভবতি, তত্র কাশ্চিৎ প্রজা অন্যেন মার্গেণ গচ্ছন্তি, কাশ্চিদন্যেনেতি বিপ্রতিপত্তিঃ; যথা তাঃ প্রজাঃ বিপ্রতিপদ্যন্তে, তৎ কিং বেত্থেত্যর্থঃ। নেতি হোবাচ ইতরঃ। ১

তর্হি বেত্থ উ যথা ইমং লোকং পুনরাপদ্যন্তা৩ ইতি পুনরাপদ্যন্তে, যথা পুনরাগচ্ছন্তি ইমং লোকম্। নেতি হৈবোচ শ্বেতকেতুঃ বেত্থ উ যথা অসৌ লোক এবং প্রসিদ্ধেন ন্যায়েন পুনঃ পুনরসকৃৎ প্রযদ্ভির্ম্রিয়মাণৈঃ যথা যেন প্রকারেণ ন সম্পূর্য্যতা৩ ইতি, ন সম্পূর্য্যতেঽসৌ লোকঃ, তৎ কিং বেত্থ। নেতি হৈবোবাচ। বেত্থ উ যতিথ্যাং যৎসংখ্যাকায়াম্ আহুত্যাম্ আহুতৌ হুতায়াম্ আপঃ পুরুষবাচঃ পুরুষস্য যা বাক্, সৈব যাসাং বাক্, তাঃ পুরুষবাচঃ [illegible]পুরুষশব্দবাচ্যা বা ভূত্বা, যদা পুরুষাকারপরিণতাস্তদা পুরুষবাচো ভবন্তি; সমুত্থায় সম্যক্ উত্থায় উদ্ভূতাঃ সত্যঃ বদন্তী৩ ইতি। নেতি হৈবোবাচ। যদ্যেবম্, বেত্থ উ দেবযানস্য পথো মার্গস্য প্রতিপদম্, প্রতিপদ্যতে যেন, সা প্রতিপৎ, তাং প্রতিপদম্, পিতৃযাণস্য বা প্রতিপদম্; প্রতিপচ্ছব্দবাচ্যমর্থমাহ —যৎ কর্ম্ম কৃত্বা যথা—বিশিষ্টং কর্ম্ম কৃত্বেত্যর্থঃ; দেবযানং বা পন্থানং মার্গং প্রতিপদ্যন্তে, পিতৃযাণং বা যং কর্ম্ম কৃত্বা প্রতিপদ্যন্তে, তৎ কর্ম্ম প্রতিপদুচ্যতে; তাং প্রতিপদং কিং বেত্থ, দেবলোক-পিতৃলোকপ্রতিপত্তিসাধনং কিং বেত্থেত্যর্থঃ। ২

অপ্যত্র অস্যার্থস্য প্রকাশকম্ ঋষের্মন্ত্রস্য বচঃ বাক্যং নঃ শ্রুতমস্তি, মন্ত্রোঽপ্যস্যার্থস্য প্রকাশকো বিদ্যত ইত্যর্থঃ। কোঽসৌ মন্ত্র ইত্যুচ্যতে—দ্বে সৃতী দ্বৌ মার্গাবশৃণবং শ্রুতবানস্মি; তয়োরেকা পিতৄণাং প্রাপিকা পিতৃলোকসম্বদ্ধা, তয়া সৃত্যা পিতৃলোকং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। অহমশৃণবমিতি

ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। দেবানাম্ উত অপি দেবানাং সম্বন্ধিনী অন্যা, দেবান্ প্রাপয়তি সা। ৩

কে পুনস্তাভ্যাং সৃতিভ্যাং পিতৄন্ দেবাংশ্চ গচ্ছন্তীত্যুচ্যতে—উতাপি মর্ত্যানাং মনুষ্যাণাং সম্বন্ধিনৌ ; মনুষ্যা এব হি সৃতিভ্যাং গচ্ছন্তীত্যর্থঃ। তাভ্যাং সৃতিভ্যামিদং বিশ্বং সমস্তম্ এজদ্ গচ্ছৎ সমেতি সংগচ্ছতে। তে চ যে সৃতী যদন্তরা যয়োরন্তরা যদন্তরা, পিতরং মাতরঞ্চ মাতাপিত্রোরন্তরা মধ্যইত্যর্থঃ। কৌ তৌ মাতাপিতরৌ ? দ্যাবাপৃথিব্যাবণ্ড-কপালে "ইয়ং বৈ মাতা, অসৌ পিতা" ইতি হি ব্যাখ্যাতং ব্রাহ্মণেন। অণ্ড-কপালয়োর্মধ্যে সংসারবিষয়ে এবৈতে সৃতী নাত্যন্তিকামৃতত্বগমনায়। ইতর আহ— নাহমতঃ অস্মাৎ প্রশ্নসমুদায়াদেকঞ্চন একমপি প্রশ্নং ন বেদ নাহং বেদেতি হোবাচ শ্বেতকেতুঃ॥ ৩৮০ ॥ ২ ॥

টীকা। পদার্থমুক্ত্বা বাক্যার্থমাহ—অমানেনেতি। নাড়ীরূপেণ সাধারণেন মার্গেণোৎক্রামতাং গচ্ছতাং যত্র মার্গবিপ্রতিপত্তিস্তৎ কিং জানাসীতি প্রশ্নার্থঃ। বিপ্রতিপত্তিমেব বিশদয়তি—তত্রেতি। অধিকৃতপ্রজানির্দ্ধারণার্থা সপ্তমী। প্রথমপ্রশ্নং নিগময়তি—যথেতি। ১

প্রশ্নান্তরমাদত্তে—তত্বীতি। তদেব স্পষ্টয়তি—যথেতি। পরলোকগতাঃ প্রজাঃ পুনরিমং লোকং যথাগচ্ছন্তি, তথা কিং বেত্থেতি যোজনা। প্রশ্নান্তরপ্রতীকমুপাদত্তে—বেত্থেতি। তদ্ব্যাকরোতি—এবমিতি। প্রসিদ্ধো ন্যায়ো জরাজন্মাদিমরণহেতুঃ। প্রশ্নান্তরমুখোপা ব্যাচষ্টে—বেত্থেত্যাদিনা। পুরুষশব্দবাচ্যা ভূত্বা সমুত্থায় বদন্তীতি সংবন্ধঃ। কথমপাং পুরুষশব্দবাচ্যত্বং, তদাহ—যদেতি। প্রশ্নান্তরমবতারয়ন্ যদ্যেবং বেত্থেতি। পিতৃযাণস্য বা প্রতিপদং বেত্থেতি সংবন্ধঃ। যৎ কৃত্বা প্রতিপদ্যন্তে পন্থানং, তৎকর্ম্ম প্রতিপদিতি যোজনা। বাক্যার্থমাহ—দেবযানমিতি। উক্তমর্থং সংক্ষিপ্যাহ—দেবলোকেতি। ২

মার্গদ্বয়মেব নাস্তি, ত্বয়া তূৎপ্রেক্ষামাত্রেণৈব পৃচ্ছ্যতে ; তত্রাহ—অপীতি। অত্রেতি কর্ম্মবিপাকপ্রক্রিয়োক্তিঃ। অত্রার্থস্য মার্গদ্বয়স্যোক্তৎ। তেষামেব মার্গদ্বয়েঽধিকৃতত্ত্ব-মিতি বক্তুং হীত্যুক্তং, তদেব স্ফুটয়তি—তাভ্যামিতি। বিশ্বং সাধ্যসাধনাত্মকং সংগচ্ছতে গন্তব্যেন গন্তৃত্বেন চেতি শেষঃ। প্রকৃতমন্ত্রব্যাখ্যানপ্রবৃত্তো ব্রাহ্মণশব্দার্থঃ। যদন্তরেত্যাদৌ বিবক্ষিতমর্থমাহ—অণ্ডকপালয়োরিতি। ৩৮০॥২

ভাষ্যানুবাদ। ভাল, তুমি যদি পিতার নিকট উত্তম শিক্ষালাভ করিয়া থাক ; [তবে জিজ্ঞাসা করিতেছি,] তুমি জান কি, এই সমুদয় প্রজাগণ ম্রিয়মাণ হইয়া অর্থাৎ মৃত্যুর পরক্ষণে কি প্রকারে বিপ্রতিপন্ন হয় ? প্রজাগণ সমান পথে যাইলেও, যেখানে তাহাদের পথভেদ ঘটিয়া থাকে ; সেখানে

কোন কোন লোক একই পথে যায়, আবার কোন কোন লোক ভিন্ন পথেও যায়; এই প্রকার বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ বিভিন্ন পথের কথা অবগত হওয়া যায়; যে প্রকারে সেই প্রজাগণ বিভিন্ন পথে যাইয়া থাকে, তাহা জান কি? এই বিষয়টী যে, বিবেচনীয়, তাহা বুঝাইবার জন্য 'বিপ্রতিপদ্যন্তা ৩' পদে প্লুতস্বর প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্বেতকেতু বলিল—না—আমি জানি না।১

তবে তুমি জান কি, প্রজাগণ ইহ লোকে পুনর্ব্বার যে প্রকারে ফিরিয়া আসে? শ্বেতকেতু এবারও নিষেধ করিলেন। পুনশ্চ, তুমি জান কি, প্রজাগণ মৃত্যুর পর পুনঃ পুনঃ প্রয়াণ (গমন) করিলেও, ঐ লোকটী (পরলোক) যে কারণে পরিপূর্ণ হয় না? অর্থাৎ যে কারণে ঐ লোক পরিপূর্ণ হয় না, তাহা তুমি জান কি? শ্বেতকেতু বলিলেন—না, আমি জানি না; তবে, তুমি জান কি, [হবনীয় দ্রব্যের] জল সমূহ যেসংখ্যক আহুতিতে হুত (অর্পিত) হইয়া. 'পুরুষবাচঃ'—পুরুষের (মনুষ্যের) যাহা বাক্ (শব্দ), সেই শব্দসম্পন্ন (মনুষ্য) হইয়া, অথবা পুরুষপদবাচ্য হইয়া;—কেন না, যখন পুরুষাকারে পরিণত হয়, তখন ত নিশ্চয়ই পুরুষশব্দবাচ্যও হয়; সেই প্রকারে সমুত্থিত হইয়া অর্থাৎ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া যে,বাগ্ব্যবহার করিয়া থাকে,[তাহা তুমি জান কি?]; শ্বেতকেতু 'জানি না' বলিয়া উত্তর করিলেন। যদি ইহাও না জান; তবে তুমি জান কি, দেবযান ও পিতৃযাণ পথের প্রতিপদ্ প্রাপ্তির উপায় কি? শ্রুতি নিজেই 'প্রতিপদ্' শব্দের অর্থ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন— যে কর্ম্ম করিয়া অর্থাৎ প্রজাগণ যে প্রকার বিশিষ্ট কর্ম্ম করিয়া দেবযান পথ প্রাপ্ত হয়, অথবা যেরূপ কর্ম্ম করিয়া পিতৃযাণ পথ প্রাপ্ত হয়, সেই কর্ম্মকে 'প্রতিপদ্' বলা হইয়া থাকে; সেই প্রতিপদ্ তুমি জান কি? অর্থাৎ দেবলোক ও পিতৃলোক লাভের উপায় কি তুমি জান? যথোক্ত বিষয়ের প্রকাশক ঋষিবচনও (মন্ত্রবাক্যও) আমাদের শ্রুত আছে, অর্থাৎ এ বিষয়ের প্রকাশক মন্ত্রও বর্ত্তমান আছে। সেই মন্ত্রটী কি, তাহা কথিত হইতেছে— 'আমি দুইটী পথের কথা শুনিয়াছি; তন্মধ্যে একটী পিতৃগণের প্রাপ্তিসাধক অর্থাৎ পিতৃলোক-সম্বন্ধী, সেই পথে গেলে পিতৃলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অপর পথটী দেবসম্বন্ধী অর্থাৎ সেই পথটী দেবলোক প্রাপ্তির উপায়।৩

সেই উভয় পথে পিতৃলোকে ও দেবলোকে কাহারা গমন করে, তাহা বলা হইতেছে—সেই দুইটী পথ মর্ত্ত্যগণের অর্থাৎ মনুষ্য সম্বন্ধী; মনুষ্যগণই এই দুই পথে গমন করিয়া থাকে। এই সমস্ত জগৎই ঐ দুই পথে গমন

করিয়া সম্মিলিত হয়। ঐ পথ দুইটী, যে উভয়ের মধ্যে—পিতা ও মাতার মধ্যে অবস্থিত। সেই পিতা ও মাতা কে কে? না, দ্যাবা-পৃথিবী অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের কপাল বা আবরণদ্বয়—দ্যুলোক ও ভূলোক; 'এই পৃথিবী মাতা, এবং ঐ দ্যুলোক হইতেছে পিতা' এই ব্রাহ্মণগ্রন্থেও পিতা ও মাতা কথার এইরূপই ব্যাখ্যা রহিয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, উক্ত পথ দুইটী অণ্ড-কপাল-দ্বয়ের মধ্যেই—সংসারেরই অন্তর্গত, কিন্তু আত্যন্তিক অমৃতত্ব বা মোক্ষপ্রাপ্তির সাধন নহে। ইহা শুনিয়া শ্বেতকেতু বলিলেন—এই সমুদয় প্রশ্নের মধ্যে একটী প্রশ্নও আমি জানি না ॥৩৮০॥২॥

অথৈনং বসত্যোপমন্ত্রয়াঞ্চক্রেঽনাদৃত্য বসতিং কুমারঃ প্রদুদ্রাব, স আজগাম পিতরম্, তং হোবাচেতি বাব কিল নো ভবান্ পুরানুশিষ্টানবোচইতি; কথং সুমেধ ইতি, পঞ্চ মা প্রশ্নান্ রাজন্যবন্ধুরপ্রাক্ষীত্ততো নৈকঞ্চন বেদেতি; কতমে ত ইতীম-ইতি হ প্রতীকান্যুদাজহার ॥ ৩৮১ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ। অথ (শ্বেতকেতোরপ্রতিভানানন্তরম্) [রাজা] এনং শ্বেতকেতুং বসত্যা (বাসনিমিত্তং) উপমন্ত্রয়াঞ্চক্রে (আমন্ত্রণং কৃতবান্); কুমারঃ (শ্বেতকেতুঃ) বসতিং (রাজভবনে স্থিতিং) অনাদৃত্য (উপেক্ষ্য) প্রদুদ্রাব (দ্রুতং প্রতস্থে); সঃ পিতরং আজগাম; [আগত্য চ] তং (পিতরং) উবাচ হ—ভবান্ কিল পুরা (প্রথমং) নঃ (অস্মান্) অনু-শিষ্টান্ (সম্যগুপদিষ্টান্) ইতি বাব (অবধারণে) অবোচঃ (অবোচৎ উক্তবান্)। [পিতা আহ—] হে সুমেধঃ (সুবোধ), কথম্ ইতি (কেন কারণেন এবং কথয়সি? ইত্যর্থঃ)। [শ্বেতকেতুঃ আহ—] রাজন্যবন্ধুঃ (রাজন্যা-পশদঃ, মা (মাং) পঞ্চ প্রশ্নান্ অপ্রাক্ষীৎ (পৃষ্টবান্); ততঃ (তেষু) একংচন (একমপি) ন বেদ (ন বিজ্ঞাতবানস্মি) ইতি। [পিতা আহ—] কতমে (কে কে) তে প্রশ্নাঃ? ইতি; [এবমুক্তঃ শ্বেতকেতুঃ—] 'ইমে' [তে প্রশ্নাঃ] ইতি [কৃত্বা] প্রতীকানি (প্রশ্নাংশান্) উদাজহার (কথিত-বান্) ॥৩৮১॥৩॥

মূলানুবাদ। অতঃপর, [রাজা শ্বেতকেতু বিদ্যাভিমানজ গর্ব্ব এইরূপে খর্ব্ব করিয়া শ্বেতকেতুকে সেখানে বাস করিবার জন্য

অনুরোধ করিয়াছিলেন; (আপনি এখানে বাস করুন; আপনার জন্য আমরা পাদ্য অর্ঘ্য আনয়ন করিতেছি, এইরূপে রাজা তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন); কিন্তু কুমার শ্বেতকেতু বসতির আমন্ত্রণ অনাদর করিয়া দ্রুতগতিতে প্রস্থান করিলেন; তিনি পিতার নিকট আগমন করিলেন; এবং পিতাকে বলিলেন—আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, আমাদিগকে সম্পূর্ণ শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন! [পিতা বলিলেন—] হে সুমেধ (সুবোধ), কেন [এরূপ বলিতেছ?] শ্বেতকেতু বলিলেন—রাজন্যবন্ধু অর্থাৎ নিকৃষ্ট রাজন্য প্রবাহণ আমাকে পাঁচটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমি তাহার একটীও বুঝিতে পারি নাই। [পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—] সেই প্রশ্নগুলি কি কি? শ্বেতকেতু সেই প্রশ্নগুলির প্রতীক বা প্রথমাংশমাত্র উল্লেখ করিলেন ॥৩৮১॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথানন্তরম্ অপনীয় বিদ্যাভিমানগর্ব্বম্, এনং প্রকৃতং শ্বেতকেতুং বসত্যা বসতিপ্রয়োজনেনোপমন্ত্রয়াঞ্চক্রে, ইহ বসন্ত ভবন্তঃ; পাদ্যমর্ঘ্যমানীয়তামিত্যুপমন্ত্রণং কৃতবান্ রাজা; অনাদৃত্য তাং বসতিং কুমারঃ শ্বেতকেতুঃ প্রদুদ্রাব প্রতিগতবান্ পিতরং প্রতি। স চাজগাম পিতরম্; আগত্য চ উবাচ তম্, কথমিতি—বাব কিল এবং কিল নঃ অস্মান্, ভবান্ পুরা সমাবর্ত্তনকালে অনুশিষ্টান্ সর্ব্বাভির্ব্বিদ্যাভিঃ, অবোচঃ অবোচৎ—ইতি সোপালম্ভং পুত্রস্য বচঃ শ্রুত্বা আহ পিতা—কথং কেন প্রকারেণ তব দুঃখমুপজাতম্, হে সুমেধঃ, শোভনা মেধা যস্যেতি সুমেধাঃ। ১

শৃণু, মম যথা বৃত্তম্; পঞ্চ পঞ্চসংখ্যাকান্ প্রশ্নান্ মাং রাজন্যবন্ধুঃ—রাজন্যা বন্ধবো যস্যেতি; পরিভববচনমেতৎ—রাজন্যবন্ধুরিতি; অপ্রাক্ষীৎ পৃষ্টবান্। ততস্তেষাং ন একঞ্চন একমপি ন বেদ ন বিজ্ঞাতবানস্মি। কতমে তে রাজ্ঞা পৃষ্টাঃ প্রশ্নাঃ? ইতি পিত্রা উক্তঃ পুত্রঃ—ইমে 'তে' ইতি হ প্রতীকানি মুখানি প্রশ্নানামুদাজহার উদাহৃতবান্॥ ৩৮১ ॥ ৩ ॥

টীকা। শ্বেতকেতোরভিমাননিবৃত্তিদ্যোতনার্থং বহুবচনম্। রাজন্যদত্তবসত্যনাদরে হেতুমাহ—কুমার ইতি। এবং কিলেতি রাজপরাভবলিঙ্গকং পিতৃবচসো স্মরণং দ্যোত্যতে। অজ্ঞানাধীনং দুঃখং তবাসংভাবিতমিতি সূচয়তি—সুমেধ ইতি ॥৩৮১॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ। অতঃপর রাজা শ্বেতকেতুর বিদ্যাভিমানজনিত অহঙ্কার বিদূরিত করিয়া, এই শ্বেতকেতুকে সেখানে অবস্থান করিবার জন্য উপমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; আপনি এখানে অবস্থান করুন; ভৃত্যগণ, ইহার নিমিত্ত পাদ্য ও অর্ঘ্য আনয়ন কর; এইরূপে রাজা তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; কিন্তু কুমার শ্বেতকেতু সেখানে অবস্থিতি অনাদর করিয়া (উপেক্ষা করিয়া) পিতার নিকট প্রতিগমন করিয়াছিলেন। তিনি পিতার নিকট আগমন করিলেন, এবং আসিয়া পিতাকে বলিলেন—। কি প্রকার বলিলেন? পূর্ব্বে—সমাবর্ত্তন সময়ে আপনি আমাকে সমস্ত বিদ্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন; [কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা করেন নাই]। পুত্রের এই প্রকার তিরস্কারগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতা বলিলেন—হে সুমেধ, তোমার মেধা—ধারণক্ষম বুদ্ধি অতি উত্তম; অতএব হে সুমেধ, কি কারণে তোমার দুঃখ সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বল।

[পুত্র শ্বেতকেতু বলিলেন—] শ্রবণ করুন, যাহা হইয়াছে; রাজন্যগণ যাহার বন্ধু, সেই রাজন্যবন্ধু আমাকে পাঁচটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল; এখানে 'রাজন্যবন্ধু' কথাটী পরিভব জ্ঞাপনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। সেই পঞ্চ প্রশ্নের একটীও আমি বুঝিতে পারি নাই বা জানি না। সেই প্রশ্নগুলি কি কি, ইহা পিতা জিজ্ঞাসা করিলে পর, পুত্র 'এই সেই সমুদয় প্রশ্ন' এই বলিয়া, প্রশ্নগুলির প্রতীক অর্থাৎ প্রথমাংশমাত্র উদাহরণ করিয়াছিলেন—বলিয়াছিলেন ॥৩৮১॥৩

স হোবাচ তথা নস্ত্বং তাত জানীথাঃ, যথা যদহং কিঞ্চ বেদ সর্ব্বমহং তত্তুভ্যমবোচম্, প্রেহি তু তত্র প্রতীত্য ব্রহ্মচর্য্যং বৎস্যাব ইতি। ভবানেব গচ্ছত্বিতি, স আজগাম গৌতমো যত্র প্রবাহণস্য জৈবলেরাস, তস্মা আসনমাহৃত্যোদকমাহারয়াঞ্চকারাথ হাস্মা অর্ঘ্যং চকার, তং হোবাচ বরং ভগবতে গৌতমায় দদ্ম ইতি ॥ ৩৮২ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ। এবং বিষণ্ণং পুত্রমুপসান্ত্বয়ন্] পিতা উবাচ হ—হে তাত (পুত্র), [ত্বম্] নঃ (অস্মান্) তথা জানীথাঃ, যথা অহং যৎ কিঞ্চ বেদ (বেদ্মি), অহং তৎ সর্ব্বং তুভ্যম্ অবোচং (উক্তবানস্মি); [অহমপি নৈতৎ প্রশ্নপঞ্চকার্থং জানামীতি ভাবঃ]। তু (পুনঃ) প্রেহি (আগচ্ছ), তত্র

প্রতীত্য (গত্বা) ব্রহ্মচর্য্যং বৎস্যাবঃ [আবাম্] ইতি। [শ্বেতকেতুঃ আহ—] ভবান্ এব গচ্ছতু ইতি। সঃ গৌতমঃ যত্র প্রবাহণস্য জৈবলেঃ আস (আসনম্, সাক্ষাৎকারস্থানম্), তত্র আজগাম। তস্মৈ (আগতায় গৌতমায়) আসনম্ আহৃত্য (আনীয়) উদকং (পাদ্যজল) আহারয়াঞ্চকার (আনয়ামাস ভৃত্যৈঃ) [রাজা]; অথ (অনন্তরং) অস্মৈ (গৌতমায়) অর্ঘ্যং (পূজাং) চকার হ; তং উবাচ হ—ভগবতে (পূজনীয়ায়, গৌতমায় (তুভ্যং) বরং দদ্মঃ (প্রযচ্ছামঃ) [বয়ম্] ইতি ॥৮২॥৪॥

মূলানুবাদ। (এই প্রকারে বিষাদগ্রস্ত পুত্রকে সান্ত্বনা করিবার উদ্দেশ্যে) পিতা বলিলেন—তাত, (বৎস), তুমি আমাদিগকে সেই প্রকার জানিও, যে, আমরা যাহা কিছু জানি, সে সমস্তই তোমাকে বলিয়াছি ; (কিছুই বাকি রাখি নাই ; ফলকথা, এই পাঁচটী প্রশ্নের তত্ত্ব আমিও জানি না) ; অতএব, এস, আমরা উভয়ে সেই রাজার নিকট যাইয়া ব্রহ্মচর্য্য বাস করিব। (পুত্র বলিলেন), আপনিই গমন করুন। (অতঃপর) সেই গৌতম ঋষি, যেখানে রাজা প্রবাহণ জৈবলির বসিবার স্থান অর্থাৎ যেখানে বসিয়া রাজা সকলকে দেখা দেন, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে আসন প্রদানপূর্ব্বক পাদপ্রক্ষালনের জল আনাইলেন ; শেষে তাহার অর্চ্চনা করিলেন ; এবং তাহাকে বলিলেন যে, হে পূজনীয় গৌতম, আপনাকে বর প্রদান করিতেছি ; [গ্রহণ করুন] ॥৮২॥৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স হোবাচ পিতা পুত্রং ক্রুদ্ধমুপশময়ন্—তথা তেন প্রকারেণ নঃ অস্মান্ ত্বম্—হে তাত বৎস, জানীথাঃ গৃহ্ণীথাঃ, যথা যদহং কিঞ্চ বিজ্ঞানজাতং বেদ, সর্ব্বং তৎ তুভ্যমবোচমিত্যেব জানীথাঃ ; কোঽন্যো মম প্রিয়তরোঽস্তি ত্বত্তঃ, যদর্থং রক্ষিষ্যে ; অহমপি এতন্ন জানামি, যদ্রাজা পৃষ্টম্ ; তস্মাৎ প্রেহি আগচ্ছ ; তত্র গত্বা রাজ্ঞি ব্রহ্মচর্য্যং বৎস্যাবো বিদ্যার্থমিতি। স আহ,—ভবানেব গচ্ছত্বিতি, নাহং তস্য মুখং নিরীক্ষিতুমুৎসহে। স আজগাম গৌতমঃ, গোত্রতো গৌতমঃ, আরুণিঃ, যত্র প্রবাহণস্য জৈবলেরাস আসনম্ আস্থায়িকা ; বষ্ঠীদ্বয়ং প্রথমাস্থানে ; তস্মৈ গৌতমায়াগতায় আসনমনুরূপমাহৃত্য উদকং ভৃত্যৈরাহারয়াঞ্চকার। অথ হ অস্মৈ অর্ঘ্যং পুরোধসা

কৃতবান্ মন্ত্রবৎ, মধুপর্কঞ্চ। কৃত্বা চৈবং পূজাং তং হোবাচ,—বরং ভগবতে গৌতমায় তুভ্যং দদ্ম ইতি—গোঅশ্বাদিলক্ষণম্ ॥ ৩৮২ ॥ ৪

টীকা। সত্যং কিংচিছ্রুতং, কিন্তু বিজ্ঞানমত্রৈব প্রিয়তমায় দাতুং রক্ষিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কোঽন্য ইতি। রাজা যৎপৃষ্টং, তদয়া ন বিজ্ঞাতম্, তথা চ তস্মিন্বিষয়ে ময়া বক্তিতোঽধীতাশঙ্ক্যাহ—অহমপীতি। তর্হি তজ্জানং কথং স্যাত্তামিত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্মাদিতি ॥৩৮২॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ। ক্রুদ্ধ পুত্রের সান্ত্বনার্থ পিতা গৌতম পুত্রকে বলিলেন—হে তাত (হে বৎস), তুমি আমাকে সেইরূপ জানিও—গ্রহণ করিও, যাহাতে বুঝিবে, আমি যাহা কিছু বিজ্ঞের বিষয় জানি, সে সমুদয়ই তোমাকে বলিয়াছি—এইরূপই বুঝিবে; কারণ, তোমা অপেক্ষা অধিক প্রিয়জন আমার আর কে আছে, যাহার জন্য আমি গোপন করিয়া রাখিব; পরন্তু রাজা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছে, আমিও তাহা জানি না; অতএব এস, সেখানে যাইয়া রাজার নিকট বিদ্যাগ্রহণের জন্য ব্রহ্মচর্য্য বাস করিব। শ্বেতকেতু বলিলেন—আপনিই যান; আমি তাহার মুখদর্শন করিতে ইচ্ছা করি না।

অনন্তর গৌতমবংশীয় আরুণি ঋষি আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন, যেখানে প্রবাহণ জৈবলির আসন—আস্থায়িকা (যেখানে বসিয়া নৃপতিগণ সাধারণকে দেখা দিয়া থাকেন,) রহিয়াছে। ‘প্রবাহণস্য জৈবলেঃ’ এই উভয় পদেই প্রথমাবিভক্তির অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। রাজা সেই আগত গৌতমকে উপযুক্ত আসন প্রদান করিয়া, ভৃত্যগণ দ্বারা জল আনয়ন করিয়াছিলেন। অনন্তর পুরোহিত দ্বারা মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক গৌতমের অর্ঘ্য ও মধুপর্ক প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপ পূজা সমাপন করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—গৌতমবংশীয় পূজনীয় আপনাকে গো অশ্বাদিরূপ বর প্রদান করিতেছি ॥৩৮২॥৪॥

স হোবাচ প্রতিজ্ঞাতো ম এষ বরো যাস্তু কুমারস্যান্তে বাচমভাষথাস্তাং মে ব্রূহীতি । ৩৮৩ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সঃ (গৌমঃ) উবাচ হ—এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) বরঃ মে (মম সম্বন্ধে) [ত্বয়া] প্রতিজ্ঞাতঃ; তু (পুনঃ) কুমারস্য (শ্বেতকেতোঃ) অন্তে (সমীপে) যাং বাচং (প্রশ্নরূপাং) অভাষথাঃ (উক্তবানসি), তাম্ এব মে (মহ্যং) ব্রূহি (কথয়) ইতি ॥৩৮৩॥৫॥

মূলানুবাদ। সেই গৌতম বলিলেন—আপনি আমাকে অভিলষিত বর দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; (এ বিষয়ে আপনি দৃঢ়চিত্ত হউন); আপনি আমার পুত্রের নিকট যে প্রশ্নবাক্য বলিয়াছিলেন, তাহাই আমাকে বলুন; ইহাই আমার প্রার্থনীয় বর ॥৩৮৩॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স হোবাচ গৌতমঃ, প্রতিজ্ঞাতো মে ময়ৈব বরস্ত্বয়া; অস্যাং প্রতিজ্ঞায়াং দৃঢ়ীকুরু আত্মানম্; যাম্ বাচং কুমারস্য মম পুত্রস্যান্তে সমীপে বাচম্ অভাষথাঃ প্রশ্নরূপাম্, তামেব মে ব্রূহি; স এব নো বর ইতি ॥ ৩৮৩ ॥ ৫ ॥

টীকা। বিবক্ষিতবিদ্যাগৌরবং বিবক্ষিত্বাহ—অস্যামিতি। তদিতি শাখান্তোক্ত্যা বরো নির্দিশ্যতে ॥৩৮৩॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই গৌতম বলিলেন—আপনি আমার জন্য এই যে, বর প্রদানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; এই প্রতিজ্ঞাতে আপনি আপনাকে দৃঢ়তর করুন। আপনি কুমার—আমার পুত্রের অন্তে—সমীপে যে প্রশ্নবচন বলিয়াছিলেন, আমাকেও সেই বাক্যই বলুন; ইহাই আমার বর ॥৩৮৩॥৫॥

স হোবাচ দৈবেষু বৈ গৌতম তদ্বরেষু, মানুষাণাং ব্রূহীতি ॥ ৩৮৪ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সঃ (রাজা) উবাচ হ—হে গৌতম, তৎ (সঃ ত্বৎপ্রার্থিতঃ বরঃ) দৈবেষু (দেবসম্বন্ধিষু) বরেষু [অন্তর্গতঃ]; [অতঃ তৎ ন প্রার্থনীয়ম্]; মানুষাণাং (মনুষ্যসম্বন্ধিনং বরং) ব্রূহি (প্রার্থয়স্ব) ইতি ॥৩৮৪॥৬॥

মূলানুবাদ। রাজা বলিলেন—হে গৌতম, তোমার প্রার্থিত বরটী হইতেছে—দেবসম্বন্ধী বরের অন্তর্গত; (অতএব, উহা প্রার্থনা না করিয়া) তুমি মনুষ্যসম্বন্ধী বর প্রার্থনা কর ॥৩৮৪॥৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স হোবাচ—দৈবেষু বরেষু তদ্বৈ গৌতম, যৎ ত্বং প্রার্থয়সে। মানুষাণামন্যতমং প্রার্থয় বরম্ ॥ ৩৮৪ ॥ ৬ ॥

টীকা ॥০॥৩৮৪॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ। রাজা বলিলেন—হে গৌতম, তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ, তাহা দৈব বরের অন্তর্গত; তুমি মনুষ্যসম্বন্ধী একটি বর প্রার্থনা কর ॥৩৮৪॥৬॥

স হোবাচ বিজ্ঞায়তে হাস্তি হিরণ্যস্যাপাত্তং গো-অশ্বানাং দাসীনাং প্রবারাণাং পরিদানস্য। মা নো ভবান্ বহোরনন্তস্যা-পর্য্যন্তস্যাভ্যবদান্যো ভূদিতি, স বৈ গৌতম তীর্থেনেচ্ছাসা-ইত্যুপৈম্যহং ভবন্তমিতি, বাচা হ স্মৈব পূর্ব্ব উপযন্তি স হোপায়নকীর্ত্ত্যোবাস ॥ ৩৮৫ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সঃ (গৌতমঃ) উবাচ হ—বিজ্ঞায়তে হ (ত্বং যে যৎ যৎ দিৎসসি, তৎ সর্ব্বং ভবতা ইব ময়াপি) বিজ্ঞায়তে বিশেষেণ জ্ঞায়তে এব; নাস্তি মে তেন প্রয়োজনম্ ইতি ভাবঃ)। [মমাপি] হিরণ্যস্য (সুবর্ণস্য), গো-অশ্বানাং (গবাম্ অশ্বানাং চ), দাসীনাং (পরিচারিকাণাং), প্রবারাণাং (পরিবারাণাং, প্রবারাণামিতি দাসীবিশেষণং বা), তথা পরিদানস্য (পরিধানস্য বস্ত্রাদেঃ) অপাত্তং (প্রাপ্তং প্রাপ্তিঃ) অস্তি। ভবান্ নঃ (অস্মান্) অভি (প্রতি) বহোঃ (প্রভূতস্য) অনন্তস্য (অনন্তফলস্য) অপর্য্যন্তস্য (অপরিসীমস্য) [বস্তুনঃ] অবদান্যঃ (অদাতা) মা ভূৎ (সর্ব্বত্র দানশীলো ভূত্বা অস্মাসু কৃপণো ন ভবতু ভবান্-ইত্যাশয়ঃ) ইতি। [রাজা উবাচ—] হে গৌতম, সঃ [ত্বং] তীর্থেন (শাস্ত্রবিধিনা) ইচ্ছাসৈ (মৎসকাশাৎ বিদ্যামধিগন্তুমিচ্ছ) ইতি। [এবমুক্তঃ গৌতম আহ—] অহং ভবন্তং উপৈমি (শিষ্যবৃত্ত্যা উপগচ্ছামি) ইতি। পূর্ব্বে (প্রাচীনাঃ উত্তমবর্ণাঃ পুরুষাঃ) [অধমবর্ণে গুরৌ] বাচা এব উপযন্তি স্ম (শুশ্রূষণাদিকং বিনা কেবলেন শিষ্যত্বস্বীকারেণৈব শিষ্যতাং গতাঃ) হ (ঐতিহ্যে)। [অতঃ] সঃ (গৌতমঃ) উপায়নকীর্ত্ত্যা (উপগমন-কীর্ত্তনমাত্রেণৈব) উবাস (বসতিং চকার, নতু উপগমনং কৃতবান্ ইতি ভাবঃ) ॥৩৮৫॥৭॥

মূলানুবাদ। রাজার কথা শ্রবণ করিয়া (সেই গৌতম বলিলেন—আমার জানা আছে, অর্থাৎ তুমি আমাকে যে সমুদয় বিষয় দিতে চাহিতেছে, আমি সে সমুদয় বিশেষ ভাবেই অবগত আছি, এবং হিরণ্য, গো, অশ্ব, দাসী, পরিজনবর্গ ও পরিধানাদি সমস্তই আমার

আছে। আপনি আমার প্রতি অনন্তফলপ্রদ অপরিসীম বহুতর বিষয় প্রদানে বিমুখ হইবেন না। [রাজা বলিলেন,] হে গৌতম, বিদ্যার্থী তুমি শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে উপদেশ গ্রহণে ইচ্ছা কর। [গৌতম বলিলেন,] আমি আপনার নিকট শিষ্যভাবে উপস্থিত হইতেছি। পূর্ব্ববর্ত্তী [উত্তম বর্ণের] লোকেরা শুশ্রূষণাদি ব্যতীত কেবল বাক্য দ্বারাই অধমবর্ণীয় গুরুর সমীপে উপনত হইতেন; [এই কথা বলিয়া] তিনি কেবল উপগমনের বা গুরুসমীপে বিনীত ভাবে উপস্থিতির উক্তি দ্বারাই বাস করিয়াছিলেন ॥৩৮৫॥৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স হোবাচ গৌতমঃ—ভবতাপি বিজ্ঞায়তে হ যমাস্তি সঃ; ন তেন প্রার্থিতেন কৃত্যং মম, যং ত্বং দিৎসসি মানুষং বরম্; যস্মাৎ মমাপ্যস্তি হিরণ্যস্য প্রভূতস্য অপাত্তম্ প্রাপ্তম্; গো-অশ্বানাম্ অপাত্তমস্তীতি সর্ব্বত্রানুষঙ্গঃ; দাসীনাম্, প্রবারাণাং পরিবারাণাম্, পরিধানস্য [পরিদানস্য ?] চ; ন চ যন্মম বিদ্যমানম্, তৎত্বয়া প্রার্থনীয়ম্, ত্বয়া বা দেয়ম্; প্রতিজ্ঞাতশ্চ বরস্ত্বয়া; ত্বমেব জানীষে, যদত্র যুক্তম্, প্রতিজ্ঞা রক্ষণীয়া ভবেতি। মম পুনরয়মভিপ্রায়ঃ—মা ভূৎ নঃ অস্মান্ অভি, অস্মানেব কেবলান্ প্রতি, ভবান্ সর্ব্বত্র বদান্যো ভূত্বা অবদান্যো মা ভূৎ কদর্য্যো মা ভূদিতীর্থঃ; বহোঃ প্রভূতস্য, অনন্তস্য অনন্তফলস্যেত্যেতৎ, অপর্য্যন্তস্য অপরিসমাপ্তিকস্য পুত্রপৌত্রাদিগামিকস্যেত্যেতৎ, ঈদৃশস্য বিত্তস্য মাং প্রত্যেব কেবলম্ অদাতা মা ভূৎ ভবান্; ন চ অন্যত্রাদেয়মস্তি ভবতঃ। এবমুক্ত আহ—স ত্বং বৈ হে গৌতম, তীর্থেন ন্যায়েন শাস্ত্রবিহিতেন বিদ্যাং মত্তঃ ইচ্ছাসৈ ইচ্ছ অবাপ্তুম্; ইত্যুক্তো গৌতম আহ—উপৈমি উপগচ্ছামি শিষ্যত্বেন অহং ভবন্তমিতি। বাচা হ স্ম এব কিল পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়ান্ বিদ্যার্থিনঃ সন্তঃ বৈশ্যান্ বা, ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যান্ আপদি উপযন্তি, শিষ্যবৃত্ত্যা হি উপগচ্ছন্তি, নোপায়নশুশ্রূষাদিভিঃ; অতঃ স গৌতমঃ হ উপায়নকীর্ত্ত্যা উপগমনকীর্ত্তনমাত্রেণৈব উবাসোষিতবান্, ন উপায়নং চকার ॥ ৩৮৫ ॥ ৭ ॥

টীকা। যমাস্তি স ইতি যদুক্তং, তদুপপাদয়তি—যস্মাদিত্যাদিনা। ন চ যন্মমেত্যত্র ত্বমাদিতি পঠিতব্যম্; কিং তর্হি ময়া কর্ত্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রতিজ্ঞাতশ্চেতি। যদ্যপ্যতিপ্রেতং, তদহং ন করোমীত্যাশঙ্ক্যাহ—ত্বমেবেতি। মা ভূদিত্যস্য দর্শয়ন্ প্রতীকমাদায় ব্যাচষ্টে—নোঽস্মানিতি। বদান্যো দানশীলঃ, বিত্তবে সত্যদাতা কদর্য্য

ইতি চেৎ। পরিশিষ্টং স্পষ্টং। যথাপূর্ব্ববাক্যার্থমাহ—অস্মেহাভিব্যাদিনা। যাং প্রত্যেবেতি নিয়মত বৃতাং বর্ণয়তি—সচেতি। কোহসৌ তারতম্যাহ—শাস্ত্রেতি। উপসদনবাক্যং শাস্ত্রমিত্যুচ্যতে। গৌতমো রাজানং প্রতি শিষ্যবৃত্তিং কুর্ব্বাণঃ শাস্ত্রার্থবিরোধমাশঙ্ক্য তীর্থাশব্দ্যাহ—বাচা হেতি। আপদি সমাদধিকাদ্বা বিদ্যাপ্রাপ্ত্য-সম্ভবাবস্থায়ামিত্যর্থঃ। উপায়নমুপগমনং পাদোপসর্পণমিতি যাবৎ ॥৩৮৫।৭॥

ভাষ্যানুবাদ। এই কথার পর গৌতম বলিলেন—আপনিও জানেন যে, আমার ঐ বরণীয় বিষয় বিদ্যমানই আছে; আপনি যে, মনুষ্যসম্বন্ধী বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তাহা প্রার্থনা করিয়া আমার কোনও প্রয়োজন নাই; যেহেতু আমারও প্রভূত পরিমাণে সুবর্ণ অপাত্ত—প্রাপ্ত রহিয়াছে; অপর সকল স্থলেও এই 'অপাত্ত' শব্দটির সম্বন্ধ করিতে হইবে। বহু গো অশ্ব, অনেক দাসী, প্রভৃত পরিজন এবং পরিধান বস্ত্রাদি আমার প্রাপ্তই আছে। যাহা আমার বিদ্যমান আছে, তাহা কখনই আপনার নিকট আমার প্রার্থনীয় কিংবা আপনারও প্রদেয় হইতে পারে না। অথচ আপনি বর প্রদানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; এ স্থলে কি করা যুক্তিসঙ্গত, তাহা আপনিই জানেন; পালন করা কিন্তু আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য! আমার অভিপ্রায় এই যে, আপনি সর্ব্বত্র বদান্য—দানশীল হইয়াও কেবল আমাদের প্রতি অবদান্য—কদর্য্য (অদাতা) হইবেন না। কেবল আমাদের সম্বন্ধেই আপনি বহু—প্রভূত (প্রচুর পরিমাণ) অনন্তফলপ্রদ ও অপর্য্যন্ত অর্থাৎ যাহার পরিসমাপ্তি নাই—পুত্রপৌত্রাদিভোগ্য বিত্তের অদাতা হইবেন না; অথচ অপরের নিকট ত আপনার কিছুই অদেয় হয় না।

এইরূপ উক্তির পর রাজা বলিলেন—হে গৌতম, তুমি আমার নিকট হইতে তীর্থক্রমে অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত নিয়মানুসারে বিদ্যাগ্রহণ করিতে ইচ্ছা কর। এই কথা শ্রবণের পর গৌতম বলিলেন—আমি শিষ্যরূপে আপনার নিকট উপস্থিত হইতেছি। পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণগণ বিদ্যালাভের জন্য আপৎ-কালে (যখন সমান বা উৎকৃষ্ট বর্ণ হইতে বিদ্যালাভ সম্ভবপর হয় না, তখন) ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের নিকট, অথবা ক্ষত্রিয়গণ বৈশ্যের নিকট কেবল বাক্য দ্বারাই শিষ্যভাবে উপস্থিত হইতেন, কিন্তু উপায়ন (উপঢৌকন ও শুশ্রূষা প্রভৃতি দ্বারা নহে); এই কারণে সেই গৌতম উপায়নবিষয়ক কেবল বাক্যোচ্চারণ মাত্রেই বাস করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন প্রকার উপায়ন ও শুশ্রূষা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন না ॥৩৮৫।৭॥

স হোবাচ তথা নস্ত্বং গৌতম মাপরাধাস্তব চ পিতামহাঃ যথেয়ং বিদ্যেতঃ পূর্ব্বং ন কস্মিংশ্চন ব্রাহ্মণ উবাস, তাং ত্বহং তুভ্যং বক্ষ্যামি, কো হি ত্বৈবং ব্রুবন্তমর্হতি প্রত্যাখ্যাতু-মিতি ॥ ৩৮৬ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ার্থ। সঃ (এবমুক্তঃ রাজা) উবাচ হ—হে গৌতম, ত্বং নঃ (অস্মান্ প্রতি) তথা (তদ্বৎ) মা অপরাধাঃ (অপরাধং মা কার্ষীঃ—অস্মিন্ বিষয়ে মম অপরাধঃ ক্ষন্তব্যইত্যর্থঃ) ; যথা তব পিতামহাঃ (পূর্ব্বপুরুষাঃ) চ (অপি) [অস্মৎপিতামহেষু অপরাধং ন জগৃহুঃ, তথা ইত্যর্থঃ) । ইয়ং বিদ্যা (পঞ্চাগ্নিবিদ্যা) ইতঃ পূর্ব্বং (ত্বয়ি সম্প্রদানাৎ প্রাক্) কস্মিংশ্চন (কস্মিন্নপি) ব্রাহ্মণে ন উবাস (স্থিতবতী বভূব) ; অহং তু (পুনঃ) তাং (বিদ্যাং) তুভ্যং বক্ষ্যামি (কথয়িষ্যামি) ; [যুক্তঃ চৈতৎ, যতঃ] এবং ব্রুবন্তং (কথয়ন্তং) ত্বা (ত্বাং) হি কঃ প্রত্যাখ্যাতুম্ (নিরাকর্ত্তুং) অর্হতি (শক্নোতি, ন কোঽপীতি ভাবঃ) ॥৩৮৬॥৮॥

মূলানুবাদ। এই কথার পর রাজা বলিলেন—হে গৌতম, তোমার পিতামহগণ (পূর্ব্বপুরুষগণ) যেরূপ আমাদের অপরাধ গ্রহণ করিতেন না, তদ্রূপ তুমিও আমাদের অপরাধ গ্রহণ করিও না। এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা ইতঃপূর্ব্বে কোন ব্রাহ্মণেই বাস করে নাই অর্থাৎ কোন ব্রাহ্মণই জানিতেন না ; আমি কিন্তু সেই বিদ্যাই তোমাকে প্রদান করিতেছি ; আর তুমি যখন এই প্রকারে কাতর কথা বলিতেছ, তখন কোন লোকইবা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হয় ? অর্থাৎ কেহই তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না ॥২৮৬॥৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং গৌতমেনাপদস্তর উক্তে, স হোবাচ রাজা পীড়িতং মত্বা ক্ষাময়ন্—তথা নঃ অস্মান্ প্রতি মা অপরাধাঃ অপরাধং মা কার্ষীঃ, অস্মদীয়োঽপরাধো ন গ্রহীতব্য ইত্যর্থঃ। তব চ পিতামহা অস্মৎপিতামহেষু যথা অপরাধং ন জগৃহুঃ, তথা ; পিতামহানাং বৃত্তং অস্মাস্বপি ভবতা রক্ষণীয়মিত্যর্থঃ। যথা ইয়ং বিদ্যা ত্বয়া প্রার্থিতা ইতঃ ত্বৎসংপ্রদানাৎ পূর্ব্বং প্রাক্ ন কস্মিন্নপি ব্রাহ্মণে উবাস উষিতবতী, তথা ত্বমপি জানীষে ; সর্ব্বদা ক্ষত্রিয়পরম্পরয়েয়ং বিদ্যা আগতা ; সা স্থিতির্ম্ময়াপি রক্ষণীয়া, যদি শক্যতে—

ইতি উক্তং "দৈবেষু গৌতম তদ্বরেষু, মানুষাণাং ব্রূহি" ইতি; স পুনস্ত্বয়াদেয়ো বর ইতি; ইতঃ পরং ন শক্যতে রক্ষিতুম্; তামপি বিদ্যামহং তুভ্যং বক্ষ্যামি। কো হি অন্যোঽপি, হি যস্মাদেবং ব্রুবন্তং ত্বামর্হতি প্রত্যাখ্যাতুম্—ন বক্ষ্যামীতি; অহং পুনঃ কথং ন বক্ষ্যে তুভ্যমিতি ॥ ৩৮৬ ॥ ৮ ॥

টীকা। বিদ্যারাহিত্যাপেক্ষয়া নিহীনশিষ্যভাবোপগতিরাপদ্বরম্। তথা-শব্দার্থমেব বিশদয়তি—তস্ম চেতি। যথা পিতামহা যথা তথা, কিমস্মাকমিত্যাশঙ্ক্যাহ—পিতামহানামিতি। কিমিতি তবীয়ং বিদ্যা বাচীতি যদ্বং গোপয়িতব্যে, তত্রাহ—কস্মিন্নিতি। তর্হি ভবতা সা স্থিতী রক্ষ্যতামহং তু যথাগতং গমিষ্যামীত্যাশঙ্ক্যাহ—ইতঃ পরমিতি। যথাহং শিষ্যোঽস্মীত্যেবং ব্রুবন্তং যত্তোঽন্যোঽপি ন বক্ষ্যামীতি বক্তুং প্রত্যাখ্যাতুমর্হতি, তস্মাদহং পুনস্তুভ্যং কথং ন বক্ষ্যে, কিন্তু বক্ষ্যাম্যেব বিদ্যা-মিত্যুক্তমুপপাদয়তি—কো হীত্যাদিনা ।৩৮৬।।৮।

ভাষ্যানুবাদ। গৌতম ঋষি এই ভাবে আপদস্তর অর্থাৎ বিদ্যা-বিহীন অবস্থায় থাকা অপেক্ষা অপকৃষ্টের শিষ্যত্বগ্রহণও শ্রেষ্ঠ বলিয়া নিবেদন করিলে পর, সেই রাজা ঋষিকে কাতর বিবেচনা করিয়া নিজের অপরাধ ক্ষমাপনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—আমাদের প্রতি অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, অর্থাৎ এ বিষয়ে আপনি আমাদের অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আপনার পিতামহগণ (পিতৃপুরুষগণ) যেরূপ আমার পিতামহদিগের অপরাধ গ্রহণ করেন নাই, তদ্রূপ আপনারও পিতামহদিগের ব্যবহার আমাদিগের উপর রক্ষা করা উচিত। আপনি এই বিদ্যা যেরূপ ভাবে (শিক্ষার জন্য) প্রার্থনা করিতেছেন, ইতঃপূর্ব্বে—আপনাকে দিবার পূর্ব্বে এই বিদ্যা সেরূপ ভাবে কোন ব্রাহ্মণেই বাস করে নাই; ইহা আপনিও জানেন; এই বিদ্যা চিরকাল কেবল ক্ষত্রিয়-পরম্পরাক্রমেই চলিয়া আসিতেছে; পারিলে সেই স্থিতি (মর্য্যাদা) আমারও রক্ষা করা উচিত; কিন্তু তোমার প্রার্থিত বর ত না দিয়া পারা যায় না; সুতরাং ইহার পর আর পূর্ব্বস্থিতি রক্ষা করিতে পারিতেছি না; অতএব সেই সুরক্ষিত বিদ্যাও আপনাকে উপদেশ করিতেছি; যে হেতু আপনি এই প্রকার কাতরোক্তি করিলে অন্য কেহও আপনাকে 'বলিব না' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না; অতএব আমিই বা আপনাকে কেন বলিব না ।।৩৮৭।।৮।।

অসৌ বৈ লোকোঽগ্নির্গৌতম তস্যাদিত্য এব সমিদ্রশ্ময়ো ধূমোঽহরর্চ্চির্দ্দিশোঽঙ্গারা অবান্তরদিশো বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেত-

ষ্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি, তস্যা আহুত্যৈ সোমো রাজা সম্ভবতি ॥ ৩৮৭ ॥ ৮ ॥

সম্বন্ধার্থঃ। [অনন্তরং রাজা প্রশ্নান্তরাণাং বোধসৌকর্য্যায় প্রথমমেব চতুর্থ-প্রশ্নোত্তরমাহ—"অসৌ" ইত্যাদিনা]।

হে গৌতম, অসৌ লোকঃ (দ্যুলোকঃ) বৈ (এব) অগ্নিঃ (দ্যুলোকে অগ্নিচিন্তা করণীয়া ইত্যর্থঃ); তস্য (দ্যুলোকাগ্নেঃ) আদিত্যঃ (সূর্য্যঃ) এব সমিৎ (ইন্ধনম্); রশ্ময়ঃ (কিরণাঃ) ধূমঃ, অহঃ (দিবসঃ) অর্চ্চিঃ (শিখা), দিশঃ অঙ্গারাঃ, অবান্তরদিশঃ (দিক্কোণাঃ আগ্নেয্যাদয়ঃ) বিস্ফুলিঙ্গাঃ ; [রশ্মিপ্রভৃতিষু ধূমাদিদৃষ্টিঃ করণীয়েতি ভাবঃ।]

তস্মিন্ (যথোক্তপ্রকারে) এতস্মিন্ অগ্নৌ (অগ্নিত্বেন কল্পিতে দ্যুলোকে) দেবাঃ (ইন্দ্রাদয়ঃ) শ্রদ্ধাং (হবনীয়দ্রব্যস্থানীয়াং) জুহ্বতি (প্রক্ষিপন্তি); তস্যৈ (তস্যাঃ) আহুতেঃ) রাজা (পিতৄণাং ব্রাহ্মণানাং চ পোষকঃ) সোমঃ সম্ভবতি (জায়তে) ইত্যর্থঃ ॥৩৮৭॥৯॥

মূলানুবাদ। [অতঃপর, রাজা পরবর্ত্তী প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদানের সাহায্য হইবে মনে করিয়া প্রথমেই চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন,]

হে গৌতম, এই দ্যুলোক একটী অগ্নি; আদিত্য তাহার কাষ্ঠ, রশ্মিসমূহ তাহার ধূম, দিবস তাঁহার অর্চ্চিঃ—শিখা, দিক্‌সমূহ তাহার অঙ্গাররাশি, এবং অবান্তর দিক্‌সমূহ (অগ্নিকোণ প্রভৃতি) তাহার স্ফুলিঙ্গ। যথোক্ত গুণসম্পন্ন এই অগ্নিতে ইন্দ্রাদি দেবগণ শ্রদ্ধাকে আহুতিরূপে অর্পণ করিয়া থাকেন ; সেই আহুতি হইতে পিতৃগণ ও ব্রাহ্মণগণের পোষক সোমরাজ সম্ভূত হন ॥৩৮৭॥৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্। 'অসৌ বৈ লোকোঽগ্নির্গৌতম' ইত্যাদিচতুর্থঃ প্রশ্নঃ প্রাথম্যেন নির্ণীয়তে ; ক্রমভঙ্গস্তু এতন্নির্ণয়ায়ত্তত্বাদিতরপ্রশ্ননির্ণয়স্য।

অসৌ দ্যৌর্লোকঃ অগ্নিঃ, হে গৌতম ; দ্যুলোকেঽগ্নিদৃষ্টিং অনগ্নৌ বিধীয়তে, যথা যোষিৎপুরুষয়োঃ ; তস্য দ্যুলোকাগ্নেঃ আদিত্য এব সমিৎ, সমিন্ধনাৎ ; আদিত্যেন হি সমিধ্যতে অসৌ লোকঃ। রশ্ময়ো ধূমঃ, সমিধ উত্থানসামান্যাৎ ; আদিত্যাদ্ধি রশ্ময়ো নির্গতাঃ, সমিধশ্চ ধূমো লোকে উত্তিষ্ঠতি ; অহঃ অর্চ্চিঃ,

প্রকাশ-সামান্যাৎ; দিশঃ অঙ্গারাঃ, উপশমসামান্যাৎ; অবান্তরদিশঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ, বিস্ফুলিঙ্গবদ্বিক্ষেপাৎ; তস্মিন্ এতস্মিন্ এবংগুণবিশিষ্টে দ্যুলোকাগ্নৌ, দেবা ইন্দ্রাদয়ঃ, শ্রদ্ধাং জুহ্বতি আহুতিদ্রব্যস্থানীয়াং প্রক্ষিপন্তি। তস্যাঃ আহুত্যৈ আহুতেঃ সোমো রাজা পিতৄণাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ সম্ভবতি। ১

তত্র কে দেবাঃ, কথং জুহ্বতি, কিং বা শ্রদ্ধাখ্যং হবিরিত্যত উক্তমস্মাভিঃ সম্বন্ধে; "ন ত্বেবৈনয়োস্ত্বমুৎক্রান্তিম্" ইত্যাদিপদার্থষট্‌কনির্ণয়ার্থম্ অগ্নিহোত্রে উক্তম্; "তে এব এতে অগ্নিহোত্রাহুতী হুতে সত্যৌ উৎক্রামতঃ", "তেঽন্তরিক্ষমাবিশতঃ", "তেঽন্তরিক্ষমাহবনীয়ং কুর্ব্বাতে, বায়ুং সমিধম্, মরীচীরেব শুক্রামাহুতিম্" "তেঽন্তরিক্ষং তর্পয়তঃ", "তে তত উৎক্রামতঃ", "তে দিবমাবিশতঃ", "তে দিবমাহবনীয়ং কুর্ব্বাতে, আদিত্যং সমিধম্" ইত্যেবমাদ্যুক্তম্। ২

তত্রাগ্নিহোত্রাহুতী সসাধনে এবোৎক্রামতঃ। যথেহ যৈঃ সাধনৈর্বিশিষ্টে যে জায়েতে আহবনীয়াগ্নিসমিদ্ধূমাঙ্গারবিস্ফুলিঙ্গাহুতিদ্রব্যৈঃ, তে তথৈবোৎক্রামতঃ অস্মাল্লোকাদমুং লোকম্। তত্রাগ্নিঃ অগ্নিত্বেন, সমিৎ সমিত্ত্বেন, ধূমো ধূমত্বেন, অঙ্গারা অঙ্গারত্বেন, বিস্ফুলিঙ্গা বিস্ফুলিঙ্গত্বেন, আহুতিদ্রব্যমপি পয়আদি আহুতিদ্রব্যত্বেনৈব সর্গাদাবব্যাকৃতাবস্থায়ামপি পরেণ সূক্ষ্মেণাত্মনা ব্যবতিষ্ঠতে। তদ্বিদ্যমানমেব সসাধনম্ অগ্নিহোত্রলক্ষণং কর্ম্ম অপূর্ব্বেণাত্মনা ব্যবস্থিতং সৎ, তৎ পুনর্ব্যাকরণকালে তথৈব অন্তরিক্ষাদীনাম্ আহবনীয়াগ্ন্যাদিভাবং কুর্ব্বদ্বিপরিণমতে; তথৈব ইদানীমপি অগ্নিহোত্রাখ্যং কর্ম্ম। ৩

এবমগ্নিহোত্রাহুত্যপূর্ব্ববিপরিণামাত্মকং জগৎ সর্ব্বমিত্যাহুত্যোরেব স্তুত্যর্থত্বেন উৎক্রান্ত্যাদ্যে লোকং প্রত্যুত্থায়িতান্তাঃ ষট্ পদার্থাঃ কর্ম্মপ্রকরণে অথস্তান্নির্ণীতাঃ। ইহ তু কর্ত্তুঃ কর্ম্মবিপাকবিবক্ষায়াং দ্যুলোকাগ্ন্যাদ্যারভ্য পঞ্চাগ্নিদর্শনমুত্তরমার্গপ্রতিপত্তিসাধনং বিশিষ্টকর্ম্মফলোপভোগায় বিবিৎসিতম্-ইতি দ্যুলোকাগ্ন্যাদিদর্শনং প্রস্তূয়তে। তত্র যে আধ্যাত্মিকাঃ প্রাণাঃ ইহাগ্নিহোত্রস্য হোতারঃ, তে এবাধিদৈবিকত্বেন পরিণতাঃ সন্ত ইন্দ্রাদয়ো ভবন্তি; তে এব তত্র হোতারো দ্যুলোকাগ্নৌ; তে চেহ অগ্নিহোত্রস্য ফলভোগায় অগ্নিহোত্রং হুতবন্তঃ; তে এব ফলপরিণামকালেঽপি তৎফলভোক্তৃত্বাৎ তত্র তত্র হোতৃত্বং প্রতিপদ্যন্তে, তথা তথা বিপরিণমমানা দেবশব্দবাচ্যাঃ সন্তঃ। ৪

অত্র চ যৎ পয়োদ্রব্যমগ্নিহোত্রকর্ম্মাশ্রয়ভূতম্ ইহ আহবনীয়ে প্রক্ষিপ্তম্ অগ্নিনা ভক্ষিতম্ অদৃষ্টেন সূক্ষ্মেণ রূপেণ বিপরিণতং সহ কর্ত্রা যজমানেন ইমং লোকং ধূমাদিক্রমেণান্তরিক্ষম্ অন্তরিক্ষাদ্ দ্যুলোকমাবিশতি; তাঃ সূক্ষ্মা আপ আহুতিকার্য্যভূতা অগ্নিহোত্রসমবায়িন্যঃ কর্তৃসহিতাঃ শ্রদ্ধাশব্দবাচ্যাঃ সোমলোকে কর্তুঃ শরীরান্তরারম্ভায় দ্যুলোকং প্রবিশন্ত্যঃ 'হূয়ন্তে' ইত্যুচ্যন্তে; তাঃ তত্র দ্যুলোকং প্রবিশ্য সোমমণ্ডলে কর্তুঃ শরীরমারভন্তে। তদেতদুচ্যতে—'দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি, তস্যা আহুত্যৈ সোমো রাজা সম্ভবতি' ইতি, "শ্রদ্ধা বা আপঃ" ইতি শ্রুতেঃ। ৫

. 'বেত্থ যতিথ্যামাহুত্যাং হুতায়ামাপঃ পুরুষবাচো ভূত্বা সমুত্থায় বদন্তি' ইতি প্রশ্নঃ। তস্য চ নির্ণয়বিষয়ে 'অসৌ বৈ লোকোঽগ্নিঃ' ইতি প্রস্তুতম্। তস্মাদাপঃ কর্ম্মসমবায়িন্যঃ কর্তুঃ শরীরারম্ভিকাঃ শ্রদ্ধাশব্দবাচ্যা ইতি নিশ্চীয়তে। ভূয়স্ত্বাদাপঃ পুরুষবাচ ইতি ব্যপদেশঃ, ন ত্বিতরাণি ভূতানি ন সন্তীতি; কর্ম্মপ্রযুক্তশ্চ শরীরারম্ভঃ; কর্ম্ম চ অপ্‌সমবায়ি; ততশ্চাপাং প্রাধান্যং শরীরকর্তৃত্বে; তেন চ আপঃ পুরুষবাচঃ'ই ইতি ব্যপদেশঃ; কর্ম্মকৃতো হি জন্মারম্ভঃ সর্ব্বত্র। তত্র যদ্যপি অগ্নিহোত্রাহুতিস্তুতিদ্বারেণ উৎক্রান্ত্যাদয়ঃ প্রস্তুতাঃ ষট্‌পদার্থা অগ্নিহোত্রে, তথাপি বৈদিকানি সর্ব্বাণ্যেব কর্ম্মাণি অগ্নিহোত্রপ্রভৃতীনি লক্ষ্যন্তে; দারাগ্নিসম্বন্ধং হি পাঙ্‌ক্তং কর্ম্ম প্রস্তুত্যোক্তম্—"কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ" ইতি; বক্ষ্যতি চ "অথ যে যজ্ঞেন দানেন তপসা লোকান্ জয়ন্তি' ইতি ॥ ৫৮৭ ॥ ৯॥

টীকা। অসাবিত্যাদিনা যতিথ্যামিত্যাদিচতুর্থপ্রশ্নস্য প্রাথম্যেন নির্ণয়ে ক্রমভঙ্গঃ তাত্তত্র চ কারণং বাচ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ক্রমভঙ্গস্ত্বিতি। মনুষ্যজন্মস্থিতিলয়ানাং চতুর্থপ্রশ্ননির্ণয়াধীনতয়া তস্য প্রাধান্যাৎ, প্রাধান্যে সত্যর্থক্রমমাশ্রিত্যাবিবক্ষিতস্য পাঠক্রমস্য ভঙ্গ ইত্যর্থঃ।১

ইন্দ্রাদীনাং কর্ম্মানধিকারিত্বাদ্দ্যুলোকস্য চাহবনীয়ত্বাপ্রসিদ্ধ্যা হোমাধারত্বাযোগাৎ প্রত্যয়স্য চ শ্রদ্ধায়া হোম্যত্বানুপপত্তেস্তস্মিন্নিত্যাদি বাক্যমযুক্তমিতি শঙ্কতে—তত্রেতি। হোমকর্ম্ম সপ্তম্যর্থঃ। অস্য 'ব্রাহ্মণস্য সংবন্ধগ্রন্থে' সমাধানমস্য চোক্তস্যাস্মাভিরুক্তমিত্যাহ—অত্র ইতি। তদেব দর্শয়িতুমগ্নিহোত্রপ্রকরণে বৃত্তং স্মারয়তি—মাস্মিতি। কিং তদুক্তমিতি চেত্তদাহ—তে বা ইতি। আহুত্যোঃ স্বতন্ত্রয়োরুৎক্রান্ত্যাদি কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্রেতি। ২

যজমানস্য বৃত্তিকালঃ সপ্তম্যর্থঃ। সমাধনয়োরেব তয়োরুৎক্রান্তিঃ। স্বতন্ত্রয়োরেবেত্যেতদুপপাদয়তি—তদ্যথেত্যাদিনা। ইহেতি জীবদবস্থোচ্যতে।

ম্রিয়মাণয়োরাহুত্যোরব্যাকৃততাবাপন্নয়োরনাবিশেষপ্রশ্নায় তৈঃ সহাহুত্যোরুৎক্রান্ত্যাদিসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্রাগ্নিরিতি। নাশাদূর্দ্ধমপি প্রাতিবিকশক্তিরূপেণাগ্ন্যাদিরবতিষ্ঠতে, তথা চাবিশেষপ্রসঙ্গাভাবাদাহুত্যোঃ সসাধনয়োরেবোৎক্রান্ত্যাদিসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। যথোক্তয়োরাহুত্যোরুৎক্রান্ত্যাদিসমর্থনেনাগ্নিহোত্রস্তুপূর্বস্ত জগদারম্ভকত্বমুক্তং তদভীত্যাহ—তদ্বিদ্যামানমিতি। বিত্তমানমেব বিশদয়তি—অপূর্ব্বরূপেতি। অথ যথোদিতয়া বিধয়া কথমপি পূর্বকর্মীয়ং কর্ম প্রলয়দশায়ামব্যাকৃতাত্মনা স্থিতং পুনঃসর্গদশায়ামভিব্যক্তং, তথাঽপীদানীন্তনমগ্নিহোত্রাদিকং কর্ম কথং জগদারম্ভকং ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—তথৈবেতি। বিমতমারম্ভকং তজ্জাতিমত্ত্বাৎ সংপ্রতিপন্নবদিতি ভাবঃ। ৩

অগ্নিহোত্রপ্রকরণতাৰ্থং সংগৃহীতমুপসংহরতি—এবমিতি। উক্তমুপজীব্য প্রকৃতব্রাহ্মণপ্রবৃত্তিপ্রকারং দর্শয়তি—ইহ স্থিতি। উত্তরমার্গপ্রতিপত্তিসাধনং বিবিৎসিতমিতি সংবন্ধঃ। কিমিত্যুত্তরমার্গপ্রতিপত্তিস্তত্রাহ—বিশিষ্টেতি। ব্রাহ্মণপ্রবৃত্তিমভিধায়াসৌ বৈ লোকোঽগ্নিরিত্যাদিবাক্যপ্রবৃত্তিপ্রকারমাহ—ইতি দ্যুলোকেতি। ইথং ব্রাহ্মণে স্থিতে সতীত্যেতৎ। ভবত্বেবং, তথাঽপি কে দেবা ইতি প্রশ্নস্য কিমুত্তরং, তত্রাহ—তত্রেতি। উক্তনীত্যা পঞ্চাগ্নিদর্শনে প্রস্তুতে সতীত্যেতৎ। ইহেতি ব্যবহারভূমিগ্রহঃ। কথং তেষাং তত্র হোতৃত্বং, তদাহ তে চেতি। তথাপি কথং দ্যুলোকেঽগ্নৌ তেষাং হোতৃত্বং, তদাহ—ত এবেতি। তৎফলভোক্তৃত্বাদিত্যত্র হেতুস্তদ্যজমানোঽগ্নিহোত্রাদিকর্মবিষয়স্তদ্ভোক্তৃত্বং চ প্রাণানাং জীবোপাধিত্বাদবধেয়ম্। তথা তথা দ্যুপর্জ্জন্যাদিসংবন্ধযোগ্যাকারেণেতি যাবৎ। কে দেবা ইতি প্রশ্নো নির্ণীতঃ, সম্প্রত্যবশিষ্টং প্রশ্নদ্বয়ং নির্ণেতুমাহ—অত্র চেতি। জীবদবস্থায়ামিতি যাবৎ। সহ কর্ত্রেত্যত্র তচ্ছব্দো দ্রষ্টব্যঃ। অমুং লোকমাবিশতীতি সংবন্ধঃ। আবেশপ্রকারমাহ—ধূমাদীতি। কথমেতাবতা কিং পুনঃ শ্রদ্ধাখ্যং হবিরিতি প্রশ্নো নির্ণীতস্তত্রাহ—তাঃ সূক্ষ্মা ইতি। তথাপি জুহ্বতীতি প্রশ্নস্য কথং নির্ণয়স্তত্রাহ—সোমলোক ইতি। তথাপি তস্যা আহুতেঃ সোমো রাজা সংভবতীতি কথমুচ্যতে, তত্রাহ—তাস্তত্রেতি। নির্ণীতেঽর্থে শ্রুতিমবতারয়তি—তদেতদিতি। কথং পুনরাপঃ শ্রদ্ধাশব্দবাচ্যাঃ, ন হি লোকে শ্রদ্ধাশব্দং তাসু প্রযুঞ্জতে, তত্রাহ—শ্রদ্ধেতি। ৪

উপক্রমবশাদপ্যাপোঽত্র শ্রদ্ধাশব্দবাচ্যা ইত্যাহ—বেত্থেতি। অপামেব পুরুষশব্দবাচ্যানাং শরীরারম্ভকত্বায় ভূতান্তরাণামিতি কৃত্বা তত্র পঞ্চভূতারব্ধত্বাত্পমতজ্জাতাদিতি চেন্নেত্যাহ—ভূয়স্ত্বাদিতি। অপাং পুরুষশব্দবাচ্যত্বে হেত্বন্তরমাহ—কর্ম্মেতি। যথাকর্ম্মপ্রযুক্তমপি প্রকৃষ্টং জন্মাতি, তৎকথমপাং সর্ব্বত্র পুরুষশব্দবাচ্যত্বং, তত্রাহ—কর্ম্মকৃতো হীতি। অন্যথা তত্র তত্র সুখদুঃখপ্রভেদোপভোগাসংভবাদিতি ভাবঃ। যদি কর্ম্মাপূর্ব্বশব্দবাচ্যং ভূতসূক্ষ্মং সর্বত্র শরীরারম্ভকং, কথং তর্হি পূর্বমগ্নিহোত্রাহুত্যোরেব ব্যক্তজগদারম্ভকত্বমুক্তং, তত্রাহ—তত্রেতি। লক্ষ্যতেঽগ্নিহোত্রাহুত্যোরিতি শেষঃ। লক্ষণায়াং পূর্ব্বোক্তমবাক্যয়োর্গমকত্বমাহ—দারাগ্নীতি। ৬।৭।৯।

ভাষ্যানুবাদ। এখন 'অসৌ বৈ লোকঃ অগ্নিঃ গৌতম' ইত্যাদি চতুর্থ প্রশ্নটির উত্তর প্রথমে অবধারিত বা প্রদত্ত হইতেছে। এই চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর নির্ণীত হইলেই অপর প্রশ্নগুলি নিরূপণ করা সহজ হইবে; এই উদ্দেশ্যে এখানে প্রশ্নের পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম লঙ্ঘন করা হইয়াছে।

হে গৌতম, এই দ্যুলোক একটি অগ্নি; প্রকৃতপক্ষে দ্যুলোক অগ্নি না হইলেও, তাহাতে অগ্নি-দৃষ্টি বিহিত হইতেছে, অর্থাৎ অনগ্নি দ্যুলোককে অগ্নিরূপে চিন্তা করিবার বিধান করা হইতেছে, যেমন যোষিৎ ও পুরুষে অগ্নিবৃষ্টির বিধান আছে। সেই দ্যুলোকরূপ অগ্নির উদ্দীপক বলিয়া আদিত্য তাহার সমিধ্ (কাষ্ঠ); কেন না, সূর্য্য দ্বারাই এই দ্যুলোক উদ্দীপিত হইয়া থাকে; রশ্মিসমূহ ধূমস্বরূপ; কারণ, সমিধ্ হইতে উত্থান বা আবির্ভাব উভয়েরই সমান; আদিত্য হইতে রশ্মি নির্গত হয়, আর সমিধ্ হইতেও ধূম উদ্গত হয়। দিবস তাহার অর্চ্চিঃ বা শিখা; কেননা, উভয়েরই প্রকাশ গুণ তুল্য; দিক্ সমূহ তাহার অঙ্গারস্বরূপ; কারণ, অঙ্গারে যেমন অগ্নির উপশম বা জ্বালা-নিবৃত্তি হয়, তেমনি দিকেতেও সৌরালোকের পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে; অবান্তর দিক্সমূহ (অগ্নিকোণ প্রভৃতি) তাহার স্ফুলিঙ্গস্থানীয়; কেননা, অবান্তর দিক্গুলি অগ্নিস্ফুলিঙ্গেরই মত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। ইন্দ্রাদি দেবগণ এতাদৃশ গুণসম্পন্ন এই দ্যুলোকাগ্নিতে শ্রদ্ধাকে আহুতি প্রদান করেন, অর্থাৎ শ্রদ্ধাকেই আহুতি-স্থলবর্ত্তী করিয়া অর্পণ করেন। সেই আহুতি হইতে পিতৃগণ ও ব্রাহ্মণগণের রাজা সোম (চন্দ্র ও সোমরস) সমুদ্ভূত হয়।১

এই হোমের দেবতা কাহারা, কিরূপেই বা তাহারা হোম করেন, এবং হবনীয় দ্রব্যই বা কি? এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে; সেইজন্য আমরা সম্বন্ধগ্রন্থে অর্থাৎ এই ব্রাহ্মণ আরম্ভের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ প্রসঙ্গে সে কথা বলিয়াছি; —অতীত অগ্নিহোত্র প্রকরণে "নত্বু এব এনয়োঃ" ইত্যাদি বাক্যোক্ত ষড়্বিধ পদার্থতত্ত্ব নির্ণয়প্রসঙ্গে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। [সেখানে যে সমুদয় কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাই এখানে প্রদর্শন করিতেছেন—] 'অগ্নিহোত্র যাগের সেই দুইটি আহুতি উৎক্রমণ (ঊর্দ্ধগমন) করে'; 'সেই আহুতিদ্বয় অন্তরিক্ষে প্রবেশ করে', 'তাহারা অন্তরিক্ষকে আহবনীয় (হোমাধার), বায়ুকে সমিধ্, এবং কিরণসমূহকে শুক্র (শুভ্র) আহুতিস্থানীয় করিয়া থাকে; অনন্তর সেই আহুতিদ্বয় অন্তরিক্ষকে তর্পিত করে', 'তাহারা সেখান

হইতেও উৎক্রমণ করে', 'তাহারা দ্যুলোকে প্রবেশ করে', 'তাহারা দ্যুলোককে আবার আহবনীয় এবং আদিত্যকে সমিধ্ করিয়া থাকে', সেখানে এই প্রকার কথা বলা হইয়াছে।২

যথার্থ অগ্নিহোত্রযাগের আহুতি দুইটি, সাধন বা উপকরণ স্বরূপ দ্রব্যসমূহ লইয়াই উৎক্রমণ করিয়া থাকে। উক্ত আহুতিদ্বয় ইহলোকে যেরূপ আহবনীয়, অগ্নি, সমিধ্, ধূম, অঙ্গার, বিস্ফুলিঙ্গ ও আহুতিযোগ্য দ্রব্য প্রভৃতি যে সমুদয় সাধনসমন্বিতরূপে পরিজ্ঞাত হইতেছে, সেই আহুতিদ্বয় ঠিক সেইরূপেই অর্থাৎ সেই সমুদয় সাধনসহযোগেই ইহলোক হইতে পরলোকে উৎক্রমণ করিয়া থাকে। সেখানে অগ্নি অগ্নিরূপে, সমিধ্ সমিধ্রূপে, ধূম ধূমরূপে, অঙ্গার অঙ্গাররূপে, বিস্ফুলিঙ্গগুলিও বিস্ফুলিঙ্গরূপে এবং আহুতির দ্রব্য জল প্রভৃতিও আহুতি-দ্রব্যরূপেই সৃষ্টির আদিতে অনভিব্যক্ত অবস্থায় অতিশয় সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করিতে থাকে; এবং স্বরূপতঃ বিদ্যমান সেই সসাধন অগ্নিহোত্র কর্ম্মই অপূর্ব্ব বা অদৃষ্টাকারে অবস্থান করত সৃষ্টিসময়ে আবার উক্ত অন্তরিক্ষপ্রভৃতি বস্তুনিচয়কে আহবনীয় ও অগ্নিপ্রভৃতির আকার গ্রহণ করিয়া তত্তৎরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই অগ্নিহোত্রনামক কর্ম্ম এখনও পূর্ব্বেরই মত ফলরূপে পরিণত হইয়া থাকে।৩

অগ্নিহোত্রযাগীয় আহুতিদ্বয়ের প্রশংসার্থই পূর্ব্বে কর্ম্মপ্রকরণে সমস্ত জগৎকে অগ্নিহোত্রীয় আহুতির বিচিত্র পরিণামাত্মক বলা হইয়াছে, এবং উৎক্রমণ হইতে আরম্ভ করিয়া পুনর্ব্বার প্রাদুর্ভাব পর্য্যন্ত ছয়টি অবস্থা যথাযথ-ভাবে নিরূপিত হইয়াছে। এখন এখানে, কর্ত্তার অনুষ্ঠিত কর্ম্মের কিরূপে পরিণতি হয়, তাহা প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে, বিশিষ্ট কর্ম্মফল উপভোগের উপযোগী উত্তরায়ণ-মার্গপ্রাপ্তির উপায়ভূত দ্যুলোকাগ্নি হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চাগ্নি-দর্শনের বিধানপর্য্যন্ত সমস্তই নিরূপণ করিতে হইবে; এইজন্য দ্যুলোক প্রভৃতিতে অগ্ন্যাদিভাব দৃষ্টি বর্ণিত হইতেছে। ঐহিক অগ্নিহোত্রযাগে, আধ্যাত্মিক যে সমুদয় প্রাণ বা ইন্দ্রাদি দেবতাবর্গ অগ্নিহোত্র-যাগের হোতা, তাহারাই আধিদৈবিকভাবে পরিণত হইয়া ইন্দ্রাদি-দেবভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে; তাহারাই সেই দ্যুলোকাগ্নিতে হোতা, এবং তাহারাই অগ্নিহোত্রযাগীয় ফলোপভোগের নিমিত্ত অগ্নিহোত্রীয় আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন; কর্ম্মফলের বিপাককালেও, সেই ফলের ভোক্তৃত্ব নিবন্ধন তাহারাই বিশেষ বিশেষ দেবতার আকারে পরিণত হইয়া, সেই

সেই স্থলে অর্থাৎ যেখানে যেখানে আবশ্যক হয়, সেই সকল স্থলে হোতৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।৪

ইহলোকে অগ্নিহোত্র কর্ম্মের আশ্রয় বা সাধনভূত যে জলীয় দ্রব্য, তাহাই আহবনীয়ে (হোমপাত্রে) অর্পিত ও অগ্নিকর্তৃক ভক্ষিত হইবার পর, কর্ম্মকর্ত্তা যজমানের সহিত সূক্ষ্ম অদৃষ্টাকারে পরিণত হইয়া ঊর্দ্ধলোকে ধূমাদিক্রমে—প্রথমে অন্তরিক্ষে, অন্তরিক্ষ হইতে দ্যুলোকে প্রবেশ করিয়া থাকে। অগ্নিহোত্রযাগীয় আহুতির কর্ম্মস্বরূপ, এবং অগ্নিহোত্রযাগসম্বন্ধী ও কর্তৃসহযোগী শ্রদ্ধাশব্দবাচ্য সেই সমুদয় সূক্ষ্ম জলীয় দ্রব্যই সোমলোকে (চন্দ্রমণ্ডলে) কর্ম্মকর্ত্তার শরীর সমুৎপাদনের নিমিত্ত দ্যুলোকে প্রবেশ করে; এই জন্যই 'আহুত হয়' বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। সেই সমুদয় জলীয় দ্রব্যই সোমমণ্ডলে প্রবেশপূর্ব্বক যজমানের ভবিষ্যৎ শরীরাকারে পরিণত হয়। সেই এই রহস্যই—"দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি, তস্যা আহুত্যৈ সোমো রাজা সম্ভবতি" ইত্যাদি বাক্যে কথিত হইতেছে; কেননা, অন্য শ্রুতিতে কথিত আছে যে, 'শ্রদ্ধাই অপ্' ইত্যাদি।৫

পূর্ব্বে প্রশ্ন হইয়াছিল যে, 'তুমি জান কি, অপ্ সমূহ, যে আহুতিতে আহুত হইয়া পুরুষপদ বাচ্য হইয়া সমুদ্ভূত হইয়া কথা বলিয়া থাকে?' সেই প্রশ্নের উত্তর-প্রদানপ্রসঙ্গে এখানে 'অসৌ বৈ লোকোঽগ্নিঃ' এই বাক্য আরব্ধ হইয়াছে; অতএব যজমানের শরীরারম্ভক কর্ম্মসম্বন্ধী অপ্ই যে, এখানে 'শ্রদ্ধা' শব্দের অর্থ, ইহা অবধারিত হইতেছে। শরীরারম্ভক উপাদান দ্রব্যে জলীয় ভাগ অধিক থাকায় 'আপঃ পুরুষবাচঃ' (জলসমূহ পুরুষপদ-বাচ্য), এই কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু অপরাপর ভূত যে, তাহাতে আদৌ নাই, তাহার জন্য নহে। কর্ত্তার শরীরারম্ভের প্রযোজক হইতেছে—প্রাক্তন কর্ম্ম; সেই কর্ম্ম আবার জলীয় দ্রব্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত; সেই কারণেই শরীরারম্ভে জলীয় দ্রব্যের প্রাধান্য; সেই জন্যই 'জলই পুরুষপদ-বাচ্য হয়' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কর্ম্মকর্ত্তার শরীর সর্ব্বত্রই স্বীয়কর্ম্ম দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। যদিও অগ্নিহোত্র যাগের আহুতি-প্রশংসার্থ উৎক্রমণাদি ছয়টি বিষয় অগ্নিহোত্রপ্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে সত্য, তথাপি উহা দ্বারা অগ্নিহোত্রপ্রভৃতি সমস্ত বৈদিক (বেদবিহিত) কর্ম্মই এখানে লক্ষিত হইতেছে; কারণ, পত্নী ও অগ্নি-সম্বন্ধ অর্থাৎ পত্নী ও অগ্নিসাপেক্ষ পাঙক্ত কর্ম্মের প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে, 'কর্ম্মদ্বারা পিতৃলোক লাভ হয়'; এবং

পরেও বলিবেন যে, 'পক্ষান্তরে, যাহারা যজ্ঞ, দান ও তপস্যা দ্বারা স্বর্গাদি লোক সমূহ জয় করেন' ইত্যাদি ॥৩৮৭॥৯॥

পর্জ্জন্যো বা অগ্নির্গৌতম, তস্য সংবৎসর এব সমিদভ্রাণি ধূমো বিদ্যুদর্চ্চিরশনিরঙ্গারা হ্রাদুনয়ো বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ সোমং রাজানং জুহ্বতি, তস্যা আহুত্যৈ বৃষ্টিঃ সম্ভবতি ॥৩৮৮॥১০॥

অন্বয়াৰ্থঃ। [ইদানীং দ্বিতীয়প্রশ্নোত্তরমুচ্যতে—'পর্জ্জন্যো বৈ' ইত্যাদিনা।] হে গৌতম, পর্জ্জন্যঃ (বৃষ্ট্যুপকরণদ্রব্যাভিমানিনী দেবতা) বৈ অগ্নিঃ (দ্বিতীয়ঃ হোমাধারঃ), তস্য (পর্জ্জন্যাগ্নেঃ) সংবৎসর এব সমিৎ (ইন্ধনস্থানীয়ঃ), অভ্রাণি (জলভৃতঃ মেঘাঃ) ধূমঃ; বিদ্যুৎ অর্চ্চিঃ; অশনিঃ (বজ্রং) অঙ্গারাঃ; হ্রাদুনয়ঃ (অশনিশব্দাঃ) বিস্ফুলিঙ্গাঃ। তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ (পর্জ্জন্যে), দেবাঃ (ইন্দ্রাদয়ঃ) সোমং রাজানং জুহ্বতি; তস্যাঃ আহুত্যৈ (আহুতেঃ) বৃষ্টিঃ সম্ভবতি ॥৩৮৮॥১০॥

মূলানুবাদ। (এখন দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে—) হে গৌতম, পর্জ্জন্য অর্থাৎ বৃষ্টির উপকরণভূত-দ্রব্যাভিমানিনী দেবতাবিশেষ হইতেছেন—অগ্নি; সংবৎসর তাহার সমিধ্ বা কাষ্ঠস্থানীয়, অভ্রসমূহ (যে মেঘে বর্ষণোপযোগী জল সঞ্চিত থাকে, তাহাকে অভ্র বলে, তাহা) ধূম, বিদ্যুৎ তাহার অর্চ্চিঃ, বজ্র তাহার অঙ্গাররাশি, বজ্রধ্বনি তাহার স্ফুলিঙ্গ সমুহ। সেই এই পর্জ্জন্যরূপ অগ্নিতে দেবগণ সোম-রাজাকে আহুতি প্রদান করেন; সেই আহুতি হইতে বৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হয় ॥৩৮৮॥১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পর্জ্জন্যো বা অগ্নির্গৌতম, দ্বিতীয় আহুত্যাধারঃ আহুত্যোরাবৃত্তিক্রমেণ। পর্জ্জন্যো নাম বৃষ্ট্যুপকরণাভিমানী দেবতাত্মা; তস্য সংবৎসর এব সমিৎ; সংবৎসরেণ হি শরদাদিভির্গ্রীষ্মান্তৈঃ স্বাবয়বৈর্বিপরিবর্ত্তমানেন পর্জ্জন্যোঽগ্নির্দীপ্যতে। অভ্রাণি ধূমঃ, ধূমপ্রভবত্বাৎ ধূমবদুপলক্ষ্যত্বাদ্বা। বিদ্যুদর্চ্চিঃ, প্রকাশসামান্যাৎ। অশনিঃ অঙ্গারাঃ, উপশান্তকাঠিন্যসামান্যাভ্যাম্। হ্রাদুনয়ঃ হ্লাদুনয়ঃ স্তনয়িত্নুশব্দাঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ, বিক্ষেপানেকত্বসামান্যাৎ। 'তস্মিন্নেতস্মিন্'—ইত্যাহুত্যধিকরণনির্দেশঃ।

দেবা ইতি, তে এব হোতারঃ সোমং রাজানং জুহ্বতি; যোঽসৌ দ্যুলোকাগ্নৌ শ্রদ্ধায়াং হুতায়ামভিনির্ব্বৃত্তঃ সোমঃ, স দ্বিতীয়ে পর্জ্জন্যাগ্নৌ হূয়তে; তস্যাশ্চ সোমাহুতের্ব্বৃষ্টিঃ সম্ভবতি ॥৩ ৮॥১০॥

টীকা। আহুত্যাধারমেবং নিরূপ্যাহুত্যাধারান্তরাণি ক্রমেণ নিরূপয়তি—পর্জ্জন্যো বা অগ্নিরিত্যাদিনা। * হুতোঽন্ত দ্বিতীয়মিতি শকিযোক্তম্—আহুত্যোরিতি। অভি খবভ্রাণাং ধূমপ্রভবত্বে গাথা ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সংনিপাতঃ ক মেঘঃ' ইতি। ৩৮৮।১০।

ভাষ্যানুবাদ। হে গৌতম, পর্জ্জন্য আর একটা অগ্নি; অর্থাৎ আহুতিদ্বয়ের প্রত্যাবৃত্তি সময়ে (ফিরিয়া আসিবার কালে) পর্জ্জন্য (মেঘ) হয় দ্বিতীয় আহুতির আধার। এখানে পর্জ্জন্য অর্থ—বৃষ্টির উপকরণ দ্রব্যের অভিমানী দেবতাবিশেষ। সংবৎসর তাহার সমিধ্; কেন না, সংবৎসরই শরৎ হইতে গ্রীষ্মপর্য্যন্ত স্বীয় অবয়বসমূহ দ্বারা পর্জ্জন্যকে উদ্দীপিত করিয়া থাকে; অভ্র সমূহ তাহার ধূম; কেননা, অভ্র সাধারণতঃ ধূম হইতে সমুৎপন্ন হয়; এইজন্য, অথবা ধূমের ন্যায় দৃষ্ট হয় বলিয়া ধূমস্থানীয়; বিদ্যুৎ তাহার অর্চ্চিঃ (শিখা); কারণ, প্রকাশরূপ ধর্ম্ম উভয়েরই সমান। অশনি (বজ্র) তাহার অঙ্গার সমূহ; কেননা, উপশম ও কাঠিন্যরূপ ধর্ম্মদ্বয় উভয়েতেই তুল্য; হ্রাদুনি—মেঘধ্বনিসমূহ তাহার বিস্ফুলিঙ্গরাশি; চতুর্দ্দিকে প্রসরণ ও অনেকত্ব ধর্ম্ম উভয়েরই সমান। শ্রুতির 'তস্মিন্' ও 'এতস্মিন্' পদে আহুতির অধিকরণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। 'দেব' শব্দের অর্থ সেই পূর্ব্বোক্ত দেবগণ; তাহারাই হোতৃরূপে সোম-রাজাকে আহুতি প্রদান করেন। দ্যুলোকাগ্নিতে আহুত শ্রদ্ধা হইতে এই যে সোম নিষ্পন্ন হয় তাহাই আবার পর্জ্জন্যরূপ দ্বিতীয় অগ্নিতে আহুত হইয়া থাকে; সেই সোমাহুতি হইতে বৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হয় ॥৩৮৮॥১০॥

অয়ং বৈ লোকোঽগ্নির্গৌতম, তস্য পৃথিব্যেব সমিদগ্নির্ধূমো রাত্রিরর্চ্চিশ্চন্দ্রমা অঙ্গারা নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা বৃষ্টিং জুহ্বতি, তস্যা আহুত্যা অন্নং সম্ভবতি ॥৩৮৯॥১১॥

সম্বন্ধার্থঃ। হে গৌতম, অয়ং (প্রাণি-জন্ম-ভোগাশ্রয়ত্বেন অনুভূয়মানঃ) লোকঃ বৈ অগ্নিঃ (তৃতীয় আহুত্যাধারঃ); পৃথিবী এব তস্য (তৃতীয়স্য অগ্নেঃ) সমিৎ; অগ্নিঃ (ভূতাগ্নিঃ) ধূমঃ; রাত্রিঃ অর্চ্চিঃ;

চন্দ্রমাঃ (চন্দ্রঃ) অঙ্গারাঃ ; নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাঃ। তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ বৃষ্টিং জুহ্বতি ; তস্যা আহুত্যৈ (আহুতেঃ) অন্নং সম্ভবতি ; (ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ) ॥ ৩৮৯ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ। হে গৌতম, প্রাণিগণের জন্ম ও ভোগ নিকেতন এই বর্ত্তমান লোকই একটী অগ্নি, (তৃতীয় আহুতির অধিকরণ)। পৃথিবীই তাহার সমিধ্, ভৌতিক অগ্নি তাহার ধূম ; রাত্রি তাহার অর্চ্চিঃ ; চন্দ্র তাহার অঙ্গারস্তূপ ; নক্ষত্রসমূহ তাহার স্ফুলিঙ্গসমূহ। দেবগণ সেই এই অগ্নিতে বৃষ্টিকে আহুতি প্রদান করেন ; সেই বৃষ্টিরূপ আহুতি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয় ॥ ৩৮৯ ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অয়ং বৈ লোকোঽগ্নির্গৌতম। অয়ং লোক ইতি প্রাণিজন্মোপভোগাশ্রয়ঃ ক্রিয়াকারকফলবিশিষ্টঃ, স তৃতীয়োঽগ্নিঃ। তস্যাগ্নেঃ পৃথিব্যেব সমিৎ, পৃথিব্যা হি অয়ং লোকঃ অনেকপ্রাণ্যুপভোগসম্পন্নয়া সমিধ্যতে। অগ্নির্ধূমঃ, পৃথিব্যাশ্রয়োত্থানসামান্যাৎ ; পার্থিবং হি ইন্ধনদ্রব্য-মাশ্রিত্য অগ্নিরুত্তিষ্ঠতি, যথা সমিদাশ্রয়েণ ধূমঃ। রাত্রিঃ অর্চ্চিঃ, সমিৎসম্বন্ধ-প্রভবসামান্যাৎ ; অগ্নেঃ সমিৎসম্বন্ধেন হি অর্চ্চিঃ সম্ভবতি, তথা পৃথিবী-সমিৎ-সম্বন্ধেন শর্ব্বরী ; পৃথিবীচ্ছায়াং হি শার্ব্বরং তম আচক্ষতে। চন্দ্রমা অঙ্গারাঃ, তৎপ্রভবত্বসামান্যাৎ ; অর্চ্চিষো হ্যঙ্গারাঃ প্রভবন্তি, তথা রাত্রৌ চন্দ্রমাঃ ; উপশান্তত্বসামান্যাদ্বা। নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাঃ, বিস্ফুলিঙ্গবদ্বিক্ষেপসামান্যাৎ। তস্মিন্নেতস্মিন্নিত্যাদি পূর্ব্ববৎ। বৃষ্টিং জুহ্বতি, তস্যা আহুতেরন্নং সম্ভবতি, বৃষ্টিপ্রভবত্বস্য প্রসিদ্ধত্বাদ্ ব্রীহিযবাদেরন্নস্য ॥ ৩৮৯ ॥ ১১ ॥

টীকা। এতল্লোকপৃথিব্যোর্দেহদেহিভাবেন ভেদ ইত্যাহ—পৃথিবীচ্ছায়াং হীতি। 'এতানি হি চন্দ্রং রাত্রেস্তমসো মৃত্যোর্বিভ্যতমত্যপারয়ন্' ইতি শ্রুতে রাত্রেস্তমস্ত্বাবগমাত্তস্য চ মৃত্যুর্বৈ তমশ্ছায়া মৃত্যুমেব তত্তমশ্ছায়াং তরতীতি ভূচ্ছায়াত্বং শ্রুতম্। তমো রাহুস্থানং, তচ্চ ভূচ্ছায়েতি হি প্রসিদ্ধম্—

"উদ্ধৃত্য পৃথিবীছায়াং নির্ম্মিতং মণ্ডলাকৃতি।
স্বর্ভানোস্তু বৃহৎস্থানং তৃতীয়ং যত্তমোময়ম্।"

ইতি স্মৃতেরিত্যর্থঃ। সোমচন্দ্রমসোরাশ্রয়াশ্রয়িভাবেন ভেদঃ। ৩৮৯।১১।

ভাষ্যানুবাদ। 'অয়ং বৈ লোকঃ অগ্নিঃ গৌতম' ইত্যাদি। 'অয়ং লোকঃ' অর্থ—প্রাণিগণের জন্ম ও উপভোগের আশ্রয়ভূত ক্রিয়া কারক ও ফলবিশেষবিশিষ্ট এই বর্ত্তমান লোক ; তাহাই তৃতীয় অগ্নি ; পৃথিবীই সেই

অগ্নির সমিধ্; কেন না, প্রাণিগণের বিবিধ ভোগসামগ্রীসমন্বিত পৃথিবী দ্বারাই বর্ত্তমান লোকটী পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে। প্রসিদ্ধ অগ্নিই তাহার ধূম; কারণ, পৃথিবীরূপ আশ্রয় হইতে উত্থিত হওয়া উভয়েরই সমান;—যেমন সমিধ্ আশ্রয় করিয়া ধূম উৎপন্ন হয়, তেমনি পৃথিবীর পরিণামস্বরূপ কাষ্ঠ আশ্রয় করিয়া অগ্নি প্রকটিত হয়; [এইজন্য অগ্নিকে ধূম বলা হইল।] রাত্রিই তাহার অর্চ্চিঃ; যেহেতু সমিধ্সংযোগে উৎপত্তি উভয়েরই তুল্য; অর্থাৎ কাষ্ঠসংযোগে যেমন অগ্নি হইতে অর্চ্চির আবির্ভাব, তেমনি পৃথিবীরূপ সমিধের সহিত সম্বন্ধবশতঃ রাত্রির আবির্ভাব হয়; এই কারণে, সুধীগণ নৈশ অন্ধকারকে পৃথিবীর ছায়া বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন (১)।

চন্দ্র তাহার অঙ্গারস্থানীয়; কারণ, অর্চ্চিঃসম্ভূতত্ব উভয়েরই তুল্য; অগ্নির অর্চ্চি হইতে যেমন অঙ্গার প্রকাশ পায়, চন্দ্রও তেমনি রাত্রিতে প্রকাশ পাইয়া থাকে; অথবা উপশান্তত্ব ধর্ম্মও এইরূপ কল্পনার একটী কারণ। নক্ষত্রসমূহ তাহার স্ফুলিঙ্গরাশি; বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় নক্ষত্রসমূহও চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। 'তস্মিন্ এতস্মিন্' ইত্যাদি কথার অর্থ পূর্ব্ববৎ। বৃষ্টিকে আহুতিরূপে অর্পণ করেন; সেই আহুতি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়; কারণ, ব্রীহি যব প্রভৃতি অন্ন যে, বৃষ্টি প্রভব, ইহা সুপ্রসিদ্ধ ॥ ১৮৯ ॥ ১১ ॥

পুরুষো বা অগ্নির্গৌতম, তস্য ব্যাত্তমেব সমিৎ প্রাণো ধূমো বাগর্চ্চিশ্চক্ষুরঙ্গারাঃ শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা অন্নং জুহ্বতি, তস্যা আহুত্যৈ রেতঃ সম্ভবতি ॥ ৩৯০ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। হে গৌতম, পুরুষঃ (হস্তমস্তকাদিসম্পন্নঃ মনুষ্যঃ) বাব অগ্নিঃ; তস্য (পুরুষাগ্নেঃ) ব্যাত্তং (বিবৃতং মুখম্) এব সমিদ্, প্রাণঃ ধূমঃ, বাক্ (বাক্যং) অর্চ্চিঃ, চক্ষুঃ অঙ্গারাঃ, শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গাঃ। তস্মিন্

---

(১) তাৎপর্য্য—ভারতীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণ নৈশ অন্ধকারকে পৃথিবীর ছায়া বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; সেই তমই রাহুর স্থান; একথাও তাহারা স্পষ্ট কথায় বলিয়া গিয়াছেন। যথা—

"উদ্ধৃত্য পৃথিবীচ্ছায়াং নির্ম্মিতং মণ্ডলাকৃতি।

স্বর্ভানোস্তু বৃহৎ স্থানং তৃতীয়ং যৎ তমোময়ম্॥"

উল্লিখিত বাক্য হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, প্রাচীনেরা রাত্রিকে পৃথিবীর ছায়া বলিয়াই মনে করিতেন।

এতস্মিন্ (পুরুষাগ্নৌ) দেবাঃ (ইন্দ্রাদয়ঃ) অন্নং জুহ্বতি ; তস্যাঃ আহুত্যৈ (আহুতেঃ) রেতঃ (শুক্রং) সংভবতি ॥ ৩৯০ ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ। হে গৌতম, হস্তমস্তকাদিসংযুক্ত এই পুরুষই অগ্নি; তাহার মুখবিবরই সমিধ্, প্রাণ তাহার ধূম, বাক্ তাহার অর্চ্চিঃ, চক্ষু তাহার অঙ্গার, শ্রবণেন্দ্রিয় তাহার বিস্ফুলিঙ্গ ; সেই এই অগ্নিতে দেবগণ অন্ন (খাদ্যদ্রব্য) আহুতি প্রদান করেন; সেই আহুতি হইতে রেতঃ সমুৎপন্ন হয় ॥ ৩৯০ ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পুরুষো বা অগ্নির্গৌতম ; প্রসিদ্ধঃ শিরঃ-পাণ্যাদিমান্ পুরুষশ্চতুর্থোঽগ্নিঃ ; তস্য ব্যাত্তং বিবৃতং মুখং সমিৎ ; বিবৃতেন হি মুখেন দীপ্যতে পুরুষঃ বচনস্বাধ্যায়াদৌ ; যথা সমিধা অগ্নিঃ। প্রাণো ধূমঃ, তদুত্থানসামান্যাৎ ; মুখাদ্ধি প্রাণ উত্তিষ্ঠতি। বাক্ শব্দঃ অর্চ্চিঃ, ব্যঞ্জকত্বসামান্যাৎ ; অর্চ্চিশ্চ ব্যঞ্জকম্, তথা বাক্ শব্দোঽভিধেয়ব্যঞ্জকঃ। চক্ষুঃ অঙ্গারাঃ, উপশমসামান্যাৎ প্রকাশাশ্রয়ত্বাদ্বা। শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গাঃ, বিক্ষেপসামান্যাৎ ; তস্মিন্ অন্নং জুহ্বতি।

নমু নৈব দেবা অন্নমিহ জুহ্বতো দৃশ্যন্তে? নৈষ দোষঃ, প্রাণানাং দেবত্বোপপত্তেঃ ; অধিদৈবমিন্দ্রাদয়ো দেবাঃ ; ত এবাধ্যাত্মং প্রাণাঃ ; তে চ অন্নস্য পুরুষে প্রক্ষেপ্তারঃ ; তস্যা আহুতেঃ রেতঃ সম্ভবতি ; অন্নপরিণামো হি রেতঃ ॥ ৩৯০ ॥ ১২ ॥

টীকা। যোগ্যানুপলব্ধিবিরোধমাশঙ্কতে—নন্বিতি। ইহেতি পুরুষাগ্নিনির্দ্দেশঃ। শঙ্কিতং বিরোধং নিরাকরোতি—নৈষ দোষ ইতি। উপপত্তিমেব দর্শয়তি—অধিদৈবমিতি ॥ ৩৯০॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ। 'পুরুষো বৈ অগ্নিঃ গৌতম' ইত্যাদি। হস্তমস্তকাদিযুক্ত পুরুষ হইতেছে চতুর্থ অগ্নি ; বিবৃত মুখই তাহার (পুরুষাগ্নির) সমিধ্ ; কেননা, অগ্নি যেমন কাষ্ঠ দ্বারা দীপ্তি পায়, তেমনি পুরুষও বিবৃত মুখ দ্বারাই বাক্যব্যবহার ও অধ্যয়নাদি কার্য্যে দীপ্তি (প্রকাশ) পাইয়া থাকে। প্রাণ তাহার ধূম ; কারণ, কাষ্ঠ হইতে উত্থান উভয়েরই তুল্য ; প্রাণও মুখ হইতেই উত্থিত হয়। অভিব্যঞ্জকতা বা প্রকাশকতা ধর্ম্ম সমান বলিয়া বাক্—শব্দ তাহার অর্চ্চিঃ (শিখাস্থানীয়) ; কেননা, অগ্নিশিখা যেরূপ বস্তুপ্রকাশক, শব্দও তেমনি বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকে। উপশম বা প্রকাশাশ্রয়ত্ব ধর্ম্ম সমান থাকায়, চক্ষু তাহার অঙ্গার

সমূহ। শ্রবণেন্দ্রিয় তাহার বিস্ফুলিঙ্গসমূহ; কারণ, উভয়েরই বিক্ষেপ ধর্ম্মটী সমান। সেই পুরুষাগ্নিতে দেবগণ অন্ন আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন।

ভাল, এই পুরুষাগ্নিতে কখনও ত দেবগণকে হোম করিতে দেখা যায় না; না, ইহা দোষাবহ হয় না; কারণ, যেহেতু প্রাণ প্রভৃতিরই দেবত্ব উপপন্ন হইতে পারে; ইন্দ্রাদি দেবগণ হইতেছেন ইন্দ্রিয়গণের অধিদেবতা; তাহারাই আবার দেহমধ্যে প্রাণরূপে বিরাজ করিতেছেন; তাহারাই পুরুষে আহার্য্য অন্ন নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। সেই আহুতি হইতে অন্ন প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে; কেননা, রেত ত অন্নেরই পরিণাম॥ ৩৯০ ॥ ১২ ॥

যোষা বা অগ্নির্গৌতম, তস্যা উপস্থ এব সমিল্লোমানি ধূমো যোনিরর্চির্যদন্তঃকরোতি তেঽঙ্গারা অভিনন্দা বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি, তস্যা আহুত্যৈ পুরুষঃ সম্ভবতি, স জীবতি যাবজ্জীবত্যথ যদা ম্রিয়তে—॥৩৯১॥১৩॥

সন্বয়ার্থঃ। হে গৌতম, যোষা (স্ত্রী) বৈ অগ্নিঃ (পঞ্চমং হোমাধিকরণম্); উপস্থঃ এব তস্যাঃ (অগ্নিরূপায়া যোষায়াঃ) সমিৎ; লোমানি ধূমঃ; যোনিঃ (জননেন্দ্রিয়ম্) অর্চ্চিঃ; যৎ অন্তঃ করোতি (মৈথুনমাচরতি), তে অঙ্গারাঃ; অভিনন্দাঃ (মৈথুনসুখমাত্রাঃ) বিস্ফুলিঙ্গাঃ। তস্মিন্ এতস্মিন্ (যোষারূপে) অগ্নৌ দেবাঃ রেতঃ জুহ্বতি; তস্যা আহুত্যৈ (আহুতেঃ) পুরুষঃ (হস্তমস্তকাদিসম্পন্নঃ দেহঃ) সম্ভবতি। সঃ (পুরুষঃ) যাবৎ জীবতি (দেহস্থিতিনিমিত্তং কর্ম্ম যাবন্তং কালং বিদ্যতে), [তাবৎ] জীবতি (প্রাণীতি); অথ (কর্ম্মক্ষয়ানন্তরম্), যদা ম্রিয়তে (মৃত্যুং প্রাপ্নোতি)—॥ ৩৯১ ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ। হে গৌতম, স্ত্রী হইতেছে পঞ্চম অগ্নি; উপস্থই তাহার সমিধ্, লোমসমূহ তাহার ধূম; যোনি তাহার অর্চ্চিঃ; কবলিত করা বা মৈথুন ব্যাপার তাহার অঙ্গারসমূহ, ক্ষুদ্র আনন্দসমূহ তাহার বিস্ফুলিঙ্গ। সেই এই অগ্নিতে দেবগণ রেতঃ (শুক্র) আহুতি প্রদান করেন; সেই আহুতি হইতে হস্তপদাদিযুক্ত পুরুষ প্রাদুর্ভূত হয়; যতকাল দেহে অবস্থানযোগ্য কর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে, তাবৎ সে জীবিত থাকে; তাহার পর যখন মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়—॥ ৩৯১ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যোষা বা অগ্নির্গৌতম। যোষেতি স্ত্রী পঞ্চমো হোমাধিকরণম্ অগ্নিঃ; তস্যা উপস্থ এব সমিৎ; তেন হি সা সমিধ্যতে। লোমানি ধূমঃ, তদুত্থানসামান্যাৎ। যোনিরর্চ্চিঃ, বর্ণসামান্যাৎ; যদন্তঃ করোতি, তে অঙ্গারাঃ; অন্তঃকরণং মৈথুনব্যাপারঃ, তে অঙ্গারাঃ, বীর্য্যো-পশমহেতুত্বসামান্যাৎ; বীর্য্যাদ্যুপশমকারণং মৈথুনম্, তথা অঙ্গারভাবঃ অগ্নেরুপশমকারণম্। অভিনন্দাঃ সুখলবাঃ ক্ষুদ্রত্বসামান্যাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ। তস্মিন্ রেতো জুহ্বতি। তস্যা আহুতেঃ পুরুষঃ সম্ভবতি।

এবং দ্যু-পর্জ্জন্যায়ংলোক-পুরুষ-যোষাগ্নিষু ক্রমেণ হূয়মানাঃ সোমবৃষ্ট্যন্ন-রেতোভাবেন স্থূলতারতম্যক্রমমাপদ্যমানাঃ শ্রদ্ধাশব্দবাচ্যা আপঃ পুরুষশব্দ-বাচ্যং শরীরমারভন্তে। যঃ প্রশ্নশ্চতুর্থঃ "বেত্থ যতিথ্যামাহুত্যাং হুতায়ামাপঃ পুরুষবাচো ভূত্বা সমুত্থায় বদন্তী ৩" ইতি, স এষ নির্ণীতঃ—পঞ্চম্যামাহুতৌ যোষাগ্নৌ হুতায়াং রেতোভূতা আপঃ পুরুষবাচো ভবন্তীতি। স পুরুষঃ এবংক্রমেণ জাতো জীবতি; কিয়ন্তং কালমিত্যুচ্যতে—যাবজ্জীবতি যাবদস্মিন্ শরীরে স্থিতিনিমিত্তং কর্ম্ম বিদ্যতে, তাবদিত্যর্থঃ। অথ তৎক্ষয়ে যদা যস্মিন্ কালে ম্রিয়তে — ॥৩৯১॥১৩॥

টীকা। তস্যা আহুত্যৈ পুরুষঃ সংভবতীতি বাক্যং ব্যাকরোতি—এবমিতি। পঞ্চাগ্নিদর্শনস্য চতুর্থপ্রশ্ননির্ণায়কত্বেন প্রকৃতোপযোগং দর্শয়তি—যঃ প্রশ্ন ইতি। নির্ণয়প্রকারমনুবদতি—পঞ্চম্যামিতি। যথোক্তনীত্যা জাতে দেহে কথং পুরুষস্য জীবনকালো নিয়ম্যতে, তত্রাহ—স পুরুষ ইতি। পঞ্চাগ্নিক্রমেণ জাতোঽগ্নিলয়শ্চাহং, তেনাত্মাস্মেতি ধ্যানসিদ্ধয়ে ষষ্ঠমগ্নিমন্ত্যাহুত্যধিকরণং প্রস্তৌতি—অথেতি। জীবন-নিমিত্তকর্ম্মবিষয়স্তচ্ছব্দঃ। ৩৯১।১৩।

ভাষ্যানুবাদ। 'যোষা বৈ অগ্নিঃ গৌতম' ইত্যাদি। যোষা অর্থ—স্ত্রী; স্ত্রীই পঞ্চম হোমের অধিকরণস্বরূপ অগ্নি; উপস্থ তাহার সমিধ্; কারণ, কাষ্ঠ দ্বারাই যোষাগ্নি উদ্দীপিত হইয়া থাকে। লোম সমূহ তাহার ধূম; কারণ, কাষ্ঠ হইতে যেরূপ ধূম উদ্গত হয়, তদ্রূপ উপস্থ হইতেও লোম উৎপন্ন হয়। যোনি তাহার অর্চ্চিঃ; কেন না, উভয়ের মধ্যে বর্ণগত সাদৃশ্য আছে। আর উহা যে, অন্তঃস্থ করে, তাহাই অঙ্গার রাশি; এখানে অন্তঃস্থ করা অর্থ—মৈথুন ক্রিয়া; তাহাই বীর্য্যপ্রশমন করে বলিয়া, অঙ্গারস্থানীয়; মৈথুন যেমন বীর্য্য প্রশমনের কারণ, তেমনি অঙ্গারভাবও অগ্নির উপশমের হেতু। অভিনন্দসমূহ অর্থাৎ ক্ষুদ্র সুখ সকল, ক্ষুদ্রত্বরূপ সাদৃশ্য বশতঃ বিস্ফুলিঙ্গস্বরূপ।

দেবগণ সেই যোষা-অগ্নিতে রেতঃ (শুক্র) আহুতি প্রদান করেন; সেই আহুতি হইতে পুরুষ (স্থূল দেহ) প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে।

শ্রদ্ধাপদবাচ্য অপ্ সমূহ এইরূপে দ্যু-পর্জন্য-পৃথিবী, পুরুষ ও যোষারূপ অগ্নিতে যথোক্ত ক্রমানুসারে আহুত হইয়া, শ্রদ্ধা সোম বৃষ্টি অন্ন ও রেতঃস্বরূপে ক্রমিক স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে পুরুষ-পদবাচ্য শরীর সমুৎপাদন করিয়া থাকে। 'তুমি জান কি, অপ্ সমূহ যে-সংখ্যক আহুতিতে আহুত (প্রক্ষিপ্ত) হইয়া, পুরুষ-পদবাচ্যরূপে উৎপন্ন হইয়া কথা বলিয়া থাকে?' এই যে, চতুর্থ প্রশ্ন হইয়াছিল, এখানে সেই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইল যে, যোষা অগ্নিতে পঞ্চমী আহুতি আহুত হইলে পর অপ্ সমূহ শুক্ররূপে পরিণত হইয়া পুরুষ-পদবাচ্য হইয়া থাকে—পুরুষ-সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে। সেই পুরুষ যথোক্ত ক্রমানুসারে জন্মলাভের পর জীবিত থাকে, অর্থাৎ বর্তমান দেহে অবস্থানের নিমিত্ত স্বকৃত প্রাক্তন কর্ম্ম যতকাল বিদ্যমান থাকে, ততকাল। অতঃপর সেই কর্ম্ম ক্ষয় হইলে পর, যে সময়ে মৃত হয়, ॥৩৯১॥১৩॥

অথৈনমগ্নয়ে হরন্তি তস্যাগ্নিরেবাগ্নির্ভবতি সমিৎ সমিদ্ধূমো ধূমোঽর্চ্চিরর্চ্চিরঙ্গারা অঙ্গারা বিস্ফুলিঙ্গা বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নে-তস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ পুরুষং জুহ্বতি, তস্যা আহুত্যৈ পুরুষো ভাস্বরবর্ণঃ সম্ভবতি ॥ ৩৯২ ॥ ১৪ ॥

অন্বলার্থঃ। অথ (মরণাৎ পরম্) এনং (মৃতং পুরুষং) অগ্নয়ে হরন্তি (অগ্নি-সংকারার্থং নয়ন্তি) [জ্ঞাতয়ঃ]। তস্য (মৃতস্য) অগ্নিঃ এব অগ্নিঃ ভবতি, [ন তত্র অগ্নিভাবঃ পরত্র আরোপ্যতে ইতি ভাবঃ]; সমিৎ [এব] সমিৎ; ধূমঃ ধূমঃ; অর্চ্চিঃ অর্চ্চিঃ, অঙ্গারাঃ অঙ্গারাঃ, বিস্ফুলিঙ্গাঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ; [নপুনরত্র আরোপাপেক্ষা অস্তি]। তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ পুরুষং (মৃতং) জুহ্বতি; তস্যাঃ আহুত্যৈ (আহুতেঃ) পুরুষঃ (অগ্নিক্ষিপ্তঃ) ভাস্বরবর্ণঃ (ঈষল্লোহিতঃ) সংভবতি ॥৩৯২॥১৪॥

মূলানুবাদ। মৃত্যুর পর জ্ঞাতিগণ এই মৃত পুরুষকে অগ্নির উদ্দেশ্যে লইয়া যায়; সেখানে অগ্নিই তাহার অগ্নি, ধূমই ধূম, অর্চ্চিই অর্চ্চিঃ, অঙ্গার সমূহই অঙ্গার, বিস্ফুলিঙ্গ সমূহই বিস্ফুলিঙ্গ

রাশি হয়। সেই এই অগ্নিতে দেবগণ ঐ মৃত পুরুষকে আহুতি প্রদান করেন; সেই আহুতি হইতে ভাস্বরবর্ণ (ঈষৎ রক্তবর্ণ) পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে ॥৩৯২॥১৪॥

শঙ্করভাষ্যম্। অথ তদা এনং মৃতমগ্নয়ে অগ্ন্যর্থমেব অন্ত্যাহুতৌ হরন্তি ঋত্বিজঃ; তস্যাহুতিভূতস্য প্রসিদ্ধোঽগ্নিরেব হোমাধিকরণম্, ন পরিকল্প্যোঽগ্নিঃ। প্রসিদ্ধৈব সমিৎ সমিৎ; ধূমো ধূমঃ; অর্চিঃ অর্চিঃ; অঙ্গারা; অঙ্গারাঃ বিস্ফুলিঙ্গা বিস্ফুলিঙ্গাঃ; যথাপ্রসিদ্ধমেব সর্ব্বমিত্যর্থঃ। তস্মিন্ পুরুষমন্ত্যাহুতিং জুহ্বতি; তস্যা আহুত্যৈ আহুতেঃ পুরুষো ভাস্বরবর্ণঃ অতিশয়দীপ্তিমান্, নিষেকাদিভিরন্ত্যাহুত্যন্তৈঃ কর্ম্মভিঃ সংস্কৃতত্বাৎ, সম্ভবতি নিষ্পদ্যতে ॥৩৯২॥ ১৪ ॥

টীকা। যজ্ঞমানকীটাদিদেহব্যাবৃত্তয়ে ভাস্বরবর্ণবিশেষণম্। দীপ্ত্যতিশয়ত্বে হেতুমাহ—নিষেকাদিভিরিতি ॥ ৪০২॥১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ। তাহার পর, ঋত্বিক্‌গণ তখন এই মৃতব্যক্তিকে অগ্নির জন্য অর্থাৎ অন্ত্যাহুতি বা অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার নিমিত্ত লইয়া যায়; আহুতিস্বরূপ সেই ব্যক্তির সম্বন্ধে লোকপ্রসিদ্ধ অগ্নিই হোমের অধিকরণ, কিন্তু স্বতন্ত্র অগ্নি কল্পনা করিতে হয় না; প্রসিদ্ধ সমিধ্ই সমিধ্; ধূমই ধূম; অর্চ্চিই অর্চ্চিঃ; অঙ্গারসমূহই অঙ্গাররাশি; এবং প্রসিদ্ধ বিস্ফুলিঙ্গই বিস্ফুলিঙ্গ; এ সমস্তই লোকপ্রসিদ্ধি অনুসারে গ্রহণ করিতে হইবে। সেই অগ্নিতে মৃত ব্যক্তিকে অন্তিম আহুতিরূপে হোম করিয়া থাকে। সেই আহুতির দরুণ সেই পুরুষ ভাস্বরবর্ণ অর্থাৎ গর্ভাধান হইতে অন্ত্যাহুতি—শ্মশানান্ত কর্ম্মসমূহ দ্বারা সংস্কৃত বা বিশোধিত হওয়ায় অতিশয় দীপ্তিমান্ হইয়া থাকে (১) ॥৩৯২॥১৪॥

তে য এবমেতদ্বিদুর্যে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে, তেঽর্চ্চিরভিসম্ভবন্ত্যর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণ-

(১) তাৎপর্য্য—ঋষিগণ বলিয়াছেন—"নিষেকাদি-শ্মশানান্তো মন্ত্রৈর্যস্যোদিতো বিধিঃ। তস্য শাস্ত্রেঽধিকারঃ স্যাৎ নান্যস্যেতি বিনিশ্চয়ঃ।" অর্থাৎ যাহার গর্ভাধান হইতে শ্মশান পর্য্যন্ত করণীয় কর্ম্মসমূহ মন্ত্রপূর্ব্বক সম্পাদিত হয়, পরজন্মে তাহারই অধ্যাত্ম শাস্ত্রে অধিকার জন্মে, অন্যের নহে। সেই নিয়মানুসারে এখানেও বুঝিতে হইবে যে, ঐরূপ ক্রিয়া দ্বারা মৃত ব্যক্তির এমনই একটা লোকাতিশয় শক্তি সমুৎপন্ন হয় যে, যাহা দ্বারা পরজন্মেও সে অতিশয় শক্তিমান্ হইয়া সংসারে আইসে।

পক্ষাদযান্ ষণ্মাসানুদঙ্ঙাদিত্য এতি, মাসেভ্যো দেবলোকং দেবলোকাদাদিত্যমাদিত্যাদ্বৈদ্যুতম্, তান্ বৈদ্যুতান্ পুরুষো মানস এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি, তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি, তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ॥ ৩৯৩ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। [ইদানীং প্রথমপ্রশ্নোত্তরমুচ্যতে—"তে য এবম্" ইত্যাদিনা]। যে এবং (যথোক্তরূপেণ) এতৎ (পঞ্চাগ্নিরহস্যং) বিদুঃ; যে চ অমী (বানপ্রস্থাঃ) অরণ্যে শ্রদ্ধাং [অবলম্ব্য] সত্যং (ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাখ্যং) উপাসতে, তে অর্চিঃ (অর্চিরভিমানিনীং দেবতাম্ উত্তরায়ণলক্ষণাং) অভিসম্ভবন্তি (প্রাপ্নুবন্তি); অর্চিষঃ (অর্চিঃপ্রাপ্ত্যনন্তরং) অহঃ (দিবসাভিমানিনীং দেবতাং), অহ্নঃ (দিবসাৎ পরং) আপূর্য্যমাণপক্ষম্ (শুক্লপক্ষম্), [অভিসম্ভবন্তি]; আপূর্য্যমাণপক্ষাৎ আদিত্যঃ (সূর্য্যঃ) যান্ ষট্ মাসান্ [ব্যাপ্য] উদঙ্ (উত্তরাভিমুখঃ সন্) এতি (গচ্ছতি), [তান্ মাসান্], মাসেভ্যঃ দেবলোকম্, দেবলোকাৎ আদিত্যম্, আদিত্যাৎ বৈদ্যুতম্, [অভিসংভবন্তীতি সর্ব্বত্র সম্বন্ধঃ]; তান্ বৈদ্যুতান্ (বিদ্যুল্লোকগতান্ বিদুষঃ) মানসঃ পুরুষঃ এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি (নয়তি); তে (ব্রহ্মলোকগতাঃ পুরুষাঃ) তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ (উত্তমাঃ) পরাবতঃ (বৎসরান্) বসন্তি; তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ (ইহ লোকে প্রত্যাগমনং) ন [ভবতি]॥৩৯৩॥১৫

মূলানুবাদ। যাহারা এই প্রকার পঞ্চাগ্নিবিদ্যা জানেন, এবং এই যাহারা (বানপ্রস্থগণ) অরণ্যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সত্যব্রহ্ম—হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করেন, তাহারাও [দেহপাতের পর] প্রথমে অর্চ্চির—জ্যোতির অভিমানিনী দেবতার সমীপে গমন করেন; অর্চ্চিঃ হইতে অহঃ (দিবসাভিমানিনী দেবতা), অহঃ হইতে আপূর্য্যমাণ পক্ষ; আপূর্য্যমাণ পক্ষের পর—সূর্য্য যে ছয় মাস কাল উত্তরাভিমুখে গমন করেন, সেই উত্তরায়ণ ছয়মাসে গমন করেন; সেখান হইতে দেবলোকে, দেবলোক হইতে, সূর্য্যালোকে, এবং সূর্য্যলোক হইতে বৈদ্যুত পুরুষকে প্রাপ্ত হন; অতঃপর মানস অর্থাৎ শুক্রশোণিত-সংযোগ ব্যতিরেকে উৎপন্ন ব্রহ্মলোকবাসী পুরুষ আসিয়া তাহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া

যান ; তাহারা ব্রহ্মলোকে যাইয়া অনেক বৎসর বাস করেন ; তাহাদের আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না ॥৩৯৪॥১৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইদানীং প্রথমপ্রশ্ননিরাকরণার্থমাহ—তে ; কে ? যে এবং যথোক্তং পঞ্চাগ্নিদর্শনমেতদ্বিদুঃ। এবং-শব্দাদগ্নিসমিদ্ধূমার্চ্চিরঙ্গারবিস্ফুলিঙ্গশ্রদ্ধাদিবিশিষ্টাঃ পঞ্চাগ্নয়ো নির্দ্দিষ্টাঃ ; তান্ এবমেতান্ পঞ্চাগ্নীন্ বিদুরিত্যর্থঃ। ১

নন্বগ্নিহোত্রাহুতিদর্শনবিষয়মেবৈতৎ দর্শনম্ ; তত্র হি উক্তম্ উৎক্রান্ত্যাদিপদার্থষট্‌কনির্ণয়ে "দিবমেবাহবনীয়ং কুর্ব্বাতে" ইত্যাদি ; ইহাপি অমুষ্য লোকস্যাগ্নিত্বম্ ; আদিত্যস্য চ সমিত্ত্বম্ ইত্যাদি বহু সাম্যম্ ; তস্মাৎ তচ্ছেষমেবৈতদ্দর্শনমিতি ; ন, যতিথ্যামিতি প্রশ্নপ্রতিবচনপরিগ্রহাৎ ; যতিথ্যামিত্যস্য প্রশ্নস্য প্রতিবচনস্য যাবদেব পরিগ্রহঃ, তাবদেবৈবংশব্দেন পরামৃষ্টুং যুক্তম্, অন্যথা প্রশ্নানর্থক্যাৎ। ২

নির্জ্ঞাতত্বাচ্চ সংখ্যায়াঃ, অগ্নয় এব বক্তব্যাঃ। অথ নির্জ্ঞাতমপ্যনূদ্যতে ; যথাপ্রাপ্তস্যৈবানুবদনং যুক্তম্ ; ন তু "অসৌ লোকোঽগ্নিঃ" ইতি ; অথ উপলক্ষণার্থঃ ; তথাপি আদ্যেনান্ত্যেন চোপলক্ষণং যুক্তম্। শ্রুত্যন্তরাচ্চ, সমানে হি প্রকরণে ছান্দোগ্যশ্রুতৌ "পঞ্চাগ্নীন্ বেদ" ইতি পঞ্চসংখ্যায়া এবোপাদানাৎ অনগ্নিহোত্রশেষমেতৎ পঞ্চাগ্নিদর্শনম্। যত্তু সমিদাদিসামান্যম্, তদগ্নিহোত্রস্তুত্যর্থমিত্যবোচাম ; তস্মাৎ ন উৎক্রান্ত্যাদিপদার্থষট্‌কপরিজ্ঞানাদর্চ্চিরাদিপ্রতিপত্তিঃ, এবমিতি প্রকৃতোপাদানেনার্চ্চিরাদিপ্রতিপত্তিবিধানাৎ। ৩

কে পুনস্তে, যে এবং বিদুঃ ? গৃহস্থা এব। ননু তেষাং যজ্ঞাদিসাধনেন ধূমাদিপ্রতিপত্তির্বিধিৎসিতা ; ন, অনেবংবিদামপি গৃহস্থানাং যজ্ঞাদিসাধনোপপত্তেঃ। ভিক্ষু-বানপ্রস্থয়োশ্চ অরণ্যসম্বন্ধেন গ্রহণাৎ, গৃহস্থকর্ম্মসম্বন্ধত্বাচ্চ পঞ্চাগ্নিদর্শনস্য। অতো নাপি ব্রহ্মচারিণঃ 'এবং বিদুঃ' ইতি গৃহ্যন্তে ; তেষাং তু উত্তরে পথি প্রবেশঃ, স্মৃতিপ্রামাণ্যাৎ—

"অষ্টাশতিসহস্রাণামৃষীণামূর্দ্ধরেতসাম্।
উত্তরেণার্য্যম্ণঃ পন্থানস্তেঽমৃতত্বং হি ভেজিরে।" ইতি।

তস্মাৎ যে গৃহস্থা এবমগ্নিজোঽহমগ্ন্যপত্যম্—ইত্যেবং ক্রমেণ অগ্নিভ্যো জাতঃ অগ্নিরূপ ইত্যেবম্ যে বিদুঃ, তে চ, যে চামী অরণ্যে বানপ্রস্থাঃ পরিব্রাজকাশ্চ অরণ্যনিষ্ঠাঃ, শ্রদ্ধাং শ্রদ্ধাযুক্তাঃ সন্তঃ, সত্যং ব্রহ্ম হিরণ্য-

পর্জ্জাত্মানম্ উপাসতে, ন পুনঃ শ্রদ্ধাং চোপাসতে, তে সর্ব্বে অর্চ্চিরভি-সম্ভবন্তি। ৪

যাবৎ গৃহস্থাঃ পঞ্চাগ্নিবিদ্যাং সত্যং বা ব্রহ্ম ন বিদুঃ, তাবৎ শ্রদ্ধাদ্যাহুতিক্রমেণ পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ হুতায়াং ততো যোষাগ্নের্জ্জাতাঃ, পুনর্লোকং প্রত্যুত্থায়িনোঽগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মানুষ্ঠাতারো ভবন্তি; তেন কর্ম্মণা ধূমাদিক্রমেণ পুনঃ পিতৃলোকম্, পুনঃ পর্জন্যাদিক্রমেণ ইমমাবর্ত্তন্তে; ততঃ পুনর্যোষাগ্নের্জ্জাতাঃ পুনঃ কর্ম্ম কৃত্বা—ইত্যেবমেব ঘটীযন্ত্রবৎ গত্যাগতিভ্যাং পুনঃ পুনরাবর্ত্তন্তে। ৫

যদা তু এবং বিদুঃ, ততো ঘটীযন্ত্রভ্রমণাদ্বিনির্ম্মুক্তাঃ সন্তঃ অর্চ্চিরভিসম্ভবন্তি; অর্চ্চিরিতি নাগ্নিজ্বালামাত্রম্, কিং তর্হি? অর্চ্চিরভিমানিন্যর্চ্চিঃশব্দবাচ্যা দেবতা উত্তরমার্গলক্ষণা; তামভিসম্ভবন্তি। ন হি পরিব্রাজকানামগ্ন্যর্চ্চিষৈব সাক্ষাৎসম্বন্ধোঽস্তি; তেন দেবতৈব পরিগৃহ্যতে অর্চ্চিঃশব্দবাচ্যা। ততঃ অহর্দ্দেবতাম্; মরণকালনিয়মানুপপত্তেরহঃশব্দোঽপি দেবতৈব; আয়ুষঃ ক্ষয়ে হি মরণম্; নহি এবংবিদা অহন্যেব মর্ত্তব্যমিতি অহর্ম্মরণকালো নিয়ন্তুং শক্যতে; ন চ রাত্রৌ প্রেতাঃ সন্তঃ, অহঃ প্রতীক্ষন্তে; "স যাবৎ ক্ষিপ্যেন্মনস্তাবদাদিত্যং গচ্ছতি" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। ৬

অহ্নঃ আপূর্য্যমাণপক্ষম্, অহর্দ্দেবতয়া অতিবাহিতাঃ আপূর্য্যমাণপক্ষদেবতাং প্রতিপদ্যন্তে, শুক্লপক্ষদেবতামিত্যেতৎ। আপূর্য্যমাণপক্ষাৎ, যান্ ষণ্মাসান্ উদঙ্ উত্তরাং দিশমাদিত্যঃ সবিতা এতি, তান্ মাসান্ প্রতিপদ্যন্তে, শুক্লপক্ষদেবতয়াতিবাহিতাঃ সন্তঃ। মাসানিতি বহুবচনাৎ সঙ্ঘচারিণ্যঃ ষড়ুত্তরায়ণদেবতাঃ; তেভ্যঃ মাসেভ্যঃ ষণ্মাসদেবতাভিরতিবাহিতাঃ দেবলোকাভিমানিনীং দেবতাং প্রতিপদ্যন্তে। দেবলোকাদাদিত্যম; আদিত্যাৎ বৈদ্যুতং বিদ্যুদভিমানিনীং দেবতং প্রতিপদ্যন্তে; বিদ্যুদ্দেবতাং প্রাপ্তান্ ব্রহ্মলোকবাসী পুরুষঃ ব্রহ্মণা মনসা সৃষ্টঃ মানসঃ কশ্চিৎ এত্য আগত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি; ব্রহ্মলোকানিতি অধরোত্তরভূমিভেদেন ভিন্না ইতি গম্যন্তে, বহুবচনপ্রয়োগাৎ, উপাসনতারতম্যোপপত্তেশ্চ। তেন পুরুষেণ গমিতাঃ সন্তঃ, তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ প্রকৃষ্টাঃ সন্তঃ স্বয়ম্, পরাবতঃ প্রকৃষ্টাঃ সমাঃ সংবৎসরান্ অনেকান্ বসন্তি; ব্রহ্মণোঽনেকান্ কল্পান্ বসন্তীত্যর্থঃ। ৭

তেষাং ব্রহ্মলোকং গতানাং নাস্তি পুনরাবৃত্তিঃ—অস্মিন্ সংসারে ন পুনরাগমনম্, 'ইহ' ইতি শাখান্তরপাঠাৎ। ইহেতি আকৃতিমাত্রগ্রহণমিতি চেৎ, 'শ্বোভূতে পৌর্ণমাসীম্' ইতি যদ্বৎ; ন, ইহেতি বিশেষণানর্থক্যাৎ; যদি হি

মাবর্ত্তত এব, ইহগ্রহণমনর্থকমেব স্যাৎ; "খোভূতে পৌর্ণমাসীম্" ইত্যত্র পৌর্ণমাস্যাঃ খোভূতত্বমযুক্তং ন জায়তে, ইতি যুক্তং বিশেষয়িতুম্; ন হি তত্র খ-আকৃতিঃ শব্দার্থো বিদ্যতে, ইতি খঃশব্দো নিরর্থক এব প্রযুজ্যতে; যত্র তু বিশেষণ-শব্দেপ্রযুক্তে অবিদ্যমানে বিশেষণফলং চেন্ন গম্যতে, তত্র যুক্তো নিরর্থকত্বেনোৎস্রষ্টুং বিশেষণশব্দঃ, ন তু সত্যাং বিশেষণফলাবগতৌ। তস্মাদস্মাৎ কল্পাদূর্দ্ধমাবৃত্তির্গম্যতে॥ ৩৯৩॥ ১৫॥

টীকা। পঞ্চাগ্নিবিদো গতিং বিবক্ষুরুত্তরগ্রন্থমবতারয়তি - ইদানীমিতি। যে বিদুস্তেঽর্চ্চিষমভিসংভবন্তীতি সংবন্ধঃ। এবংশব্দস্য প্রকৃতপঞ্চাগ্নিপরামর্শিত্বম্ স্ফুটীকর্তুং চোদয়তি—নম্বিতি। এবমেতদ্বিদুরিতি শ্রুতমেতদ্দর্শনমিত্যুক্তং, তদেবেমমিতি প্রত্যাভিজ্ঞাপকং দর্শয়তি—তত্র হীতি। আদিপদমাদিত্যং সমিধমিত্যাদি সংগ্রহীতুং রশ্মীনাং ধূমত্বমহোঽর্চিষ্টমিত্যাদি গ্রহীতুং দ্বিতীয়মাদিপদম্। প্রত্যভিজ্ঞাফলমাহ— তস্মাদিতি। প্রশ্নপ্রতিবচনবিষয়স্যৈব পরামর্শায় প্রকৃতস্যৈবংশব্দেন ষট্‌প্রশ্নীয়ং দর্শনমিহ পরামৃষ্টমিতি পরিহরতি—নেত্যাদিনা। সংগৃহীতং পরিহারং বিবৃণোতি— যত্তিথ্যামিত্যস্যেতি। ব্যধিকরণে ষষ্ঠ্যৌ। যাবদেব বস্তুপরিগ্রহো বিষয় ইত্যর্থঃ। ষট্‌প্রশ্নীয়মেব ব্যবহিতং দর্শনমত্র পরামৃষ্টং চেত্তদা যত্তিথ্যামিতি প্রশ্নো ব্যর্থঃ স্যাৎ। ষট্‌প্রশ্নীনির্ণীতদর্শনশেষভূতদর্শনস্য প্রশ্নাদৃতে প্রতিবচনসংভবাদিত্যাহ— অন্যথেতি। ১—২

কিংচ পূর্ব্বস্মিনগ্রন্থে প্রচয়শিষ্টতয়া নিশ্চিতত্বাত্তদবচ্ছিন্নাঃ সাংপাদিকাগ্নয় এবাত্রৈবং-শব্দেন পরামৃষ্টা সূচিতা ইত্যাহ--নির্জ্ঞাতত্বাচ্চেতি। অগ্নিহোত্রপ্রকরণে নির্জ্ঞাতমেবাগ্ন্যাদি পূর্ব্বগ্রন্থেঽপাস্যতে। তথা চাগ্নিহোত্রদর্শনমব্যবহিতমেবংশব্দেন কিং ন পরামৃষ্টমিতি শঙ্কতে - অথেতি। অগ্নিহোত্রদর্শনং পূর্ব্বগ্রন্থেঽনূদ্যতে চেত্তৎপ্রকরণে প্রাপ্তং রূপমনতিক্রম্যৈবান্তরিক্ষাদেরপ্যত্রানুবদনং স্যান্ন তু তস্যৈবপরীত্যোঽনুবদনং যুক্তম্। অনুবাদস্য পুরোবাদসাপেক্ষত্বাৎ। ন চাত্রান্তরিক্ষাদ্যনূদ্যতে, তস্মাদেবংশব্দো নাগ্নিহোত্র-পরামর্শীতি পরিহরতি—যথাপ্রাপ্তস্যেতি। দ্যুলোকাদিবাদস্যান্তরিক্ষাদ্যুপলক্ষণার্থত্বাৎ-পূর্ব্বস্যানুবাদত্বসংভবাদেবংশব্দস্যাগ্নিহোত্রবিষয়ত্বসিদ্ধিরিতি চোদয়তি—অথেতি। প্রাপ-কাভাবাদুপলক্ষণপক্ষাযোগেঽপ্যঙ্গীকৃত্য পঞ্চাগ্নিনির্দ্দেশবৈয়র্থ্যেন দূষয়তি—তথাপীতি। ইতশ্চ স্বতন্ত্রমেব পঞ্চাগ্নিদর্শনমেবংশব্দপরামৃষ্টমিত্যাহ—শ্রুত্যান্তরাচ্চেতি। সমিদাদি-সাম্যদর্শনাদগ্নিহোত্রদর্শনশেষভূতমেবৈতদ্দর্শনমিত্যুক্তমনূদ্য দূষয়তি—যত্তিত্যাদিনা। অযোচামাগ্নিহোত্রস্তত্যর্থত্বাদগ্নিহোত্রস্যৈব কার্য্যমিত্যুক্তমিত্যন্বেতি শেষঃ। এবংশব্দেনাগ্নি-হোত্রপরামর্শাসংভবে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। তচ্ছব্দার্থমেব স্ফুটয়তি— এবমিতীতি। প্রকৃতং পঞ্চাগ্নিদর্শনং, তচ্চ স্বতন্ত্রমিত্যুক্তং, তদ্বতাবর্চিরাদিপ্রতিপত্তির্ন কেবলকর্ম্মিণামিত্যর্থঃ। ৩

প্রশ্নপূর্ব্বকং বেদিতৃবিশেষং নির্দ্দিশতি—কে পুনরিত্যাদিনা। গৃহস্থানাং যজ্ঞাদিনা পিতৃযাণপ্রাপ্তের্ব্যাখ্যাণত্বাৎ ন দেবযানপথিপ্রবেশোঽস্তীতি শঙ্কতে—নন্বিতি। পঞ্চাগ্নিবিদাং গৃহস্থানাং দেবযানে পথ্যধিকারস্তস্মাদিতরাং তু তেষামেব যজ্ঞাদিনা পিতৃযাণপ্রাপ্তিরিতি বিভাগোপপত্তের্ন বাক্যশেষবিরোধোঽস্তীতি সমাধত্তে—নেত্যাদিনা। এবং বিদুরিতি সামান্যবচনাৎ পরিব্রাজকাদেরপ্যত্র গ্রহণং স্যাদিতি চেন্নেত্যাহ—ভিক্ষুবানপ্রস্থয়োশ্চেতি। বিধানমন্তরেণ তয়োরুত্তরমার্গে প্রবেশায় পঞ্চাগ্নিবিষয়ত্বেন গ্রহণং পুনরুক্তেরিত্যর্থঃ। গৃহস্থানামেব পঞ্চাগ্নিবিদাং তত্র গ্রহণমিত্যত্র হেত্বন্তরমাহ—গৃহস্থেতি। ব্রহ্মচারিণাং তর্হি গ্রহণং ভবিষ্যতি, নেত্যাহ—অত ইতি। পঞ্চাগ্নিদর্শনস্য গৃহস্থকর্ম্মসংবন্ধাদেবেত্যেতৎ। কথং তর্হি নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণাং দেবযানে পথি প্রবেশস্তত্রাহ—তেষাং ত্বিতি। অর্থপুনঃ সংবন্ধী যঃ পশ্চাত্তমাসাস্থ তেষামুত্তরেণ পথা, তে যথোক্তসংখ্যা ঋষয়ঃ সাপেক্ষমমৃতত্বং প্রাপ্তা ইতি স্মৃত্যর্থঃ। আশ্রমান্তরাণাং পঞ্চাগ্নিবিষয়ত্বেনাত্রাগ্রহণে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। অগ্নিজত্বে ফলিতমাহ—অগ্ন্যপত্যামিতি। অগ্নিজত্বং সাধয়তি—এবমিতি। অগ্ন্যপত্যত্বে কিং স্যাত্তদাহ—অগ্নীতি। ইত্যেবং যে গৃহস্থা বিদুস্তে চেতি যোজনা। অরণ্যং স্ত্রীজনাসংকীর্ণো দেশঃ। পরিব্রাজকাশ্চেতি ত্রিদণ্ডিনো গৃহস্থেঽস্মেষামেষণাভ্যো ব্যুত্থিতানাং সম্যগ জ্ঞাননিষ্ঠানাং দেবযানে পথ্যপ্রবেশাদাশ্রমমাত্রনিষ্ঠা বা, তেঽপি গৃহস্থবদিতি দ্রষ্টব্যম্। শ্রদ্ধাপি স্বয়মুপাস্যা কর্ম্মশ্রবণাদিত্যাশঙ্ক্য প্রত্যয়মাত্রস্য সাপেক্ষত্বাদুপাস্যত্বানুপপত্তের্নৈবমিত্যাহ—ন পুনরিতি। সর্ব্বে পঞ্চাগ্নিবিদঃ সত্যব্রহ্মবিদশ্চেত্যর্থঃ। ৪

বিনাপি বিদ্যাবলমর্চিরাদিসংপত্তিঃ স্যাদিতি চেন্নেত্যাহ—যাবদিতি। কর্ম্ম কৃত্বা লোকং প্রত্যুত্থায়িন ইতি পূর্ব্বেণ সংবন্ধঃ। কেবলকর্ম্মিণাং দেবযানমার্গপ্রাপ্তির্নাস্তীত্যুক্তং নিগময়তি—ইত্যেবমেবেতি। ৫

বিদুষামেব দেবযানপ্রাপ্তিমুপসংহরতি—যদা ত্বিতি। নমর্চিষো জ্ঞানাত্মনোঽস্থৈর্য্যাত্ত-দভিসংপত্তির্ন [illegible] কল্পায় কল্পতে, তত্রাহ—অর্চিরিতীতি। অর্চিঃশব্দেন যথোক্তদেবতাগ্রহে লিঙ্গমাহ—ন হীতি। অতোঽর্চিদেবতায়াঃ সকাশাদিতি যাবৎ। অহঃশব্দস্য কালবিষয়ত্বমুক্তদোষাভাবাদিতি চেন্নেত্যাহ—মরণেতি। নিয়মাভাবমেব ব্যনক্তি—আয়ুষ ইতি। বিষয়বিষয়ে নিয়মমাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। নমু রাত্রৌ মৃতোঽপি বিধানহয়পেক্ষ্য ফলী সংপৎস্যতে, নেত্যাহ—ন চেতি। ৬

একস্মিন্নেব ব্রহ্মলোকে কথং বহুবচনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মলোকানিতি বহুবচনপ্রয়োগাদিতি সংবন্ধঃ। অত্র ব্রহ্মলোকা বিশেষ্যত্বেন গৃহ্যন্তে। বহুবচনেনোপ-পত্তৌ হেত্বন্তরমাহ—উপাসনেতি। কল্পশব্দোঽত্রাবান্তরকল্পবিষয়ঃ। তেষামিহ ন পুনরাবৃত্তিরিতি কচিৎপাঠাদস্মিন্নিত্যাদিব্যাখ্যানমযুক্তমিতি শঙ্কতে—ইহেতি। যথা যোভূতে পৌর্ণমাসীং যজেতেত্যত্রাকৃতিঃ পৌর্ণমাসীশব্দার্থঃ। যোভূতত্বং চ ন ব্যাবর্ত্তকং, পৌর্ণমাসীপদলক্ষ্যোষ্টেঃ, প্রতিপদ্যেব কর্ত্তব্যতা[illegible]তদেহাক্তেতমিহশব্দার্থমাস্মিন্ও হুশেষানা-

বৃত্তিরত্র সিধ্যতীত্যর্থঃ। পরিহরতি—নেত্যাদিনা। পরোক্তং দৃষ্টান্তং বিঘটয়তি—যোভূত ইতি। কৃতসংস্কারবিষয়াপেক্ষং হি যোভূতত্বং, পৌর্ণমাসীদিনে চাতুর্মাস্যেষ্টৌ কৃতায়াং কদা পৌর্ণমাসীষ্টিঃ কর্তব্যেতি বিনা বচনং ন জ্ঞায়তে, তত্র যোভূতত্বং বিশেষণং তদন্যাজ্যব্যাবর্তকং, তদিহেতি বিশেষণমপি ব্যাবর্তকমেবেতি নাত্যন্তিকানাবৃত্তিসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। যত্তু পৌর্ণমাসীশব্দবদিহশব্দস্যাকৃতিবাচিত্বাদব্যাবর্তকত্বমিতি, তত্রাহ—ন হীতি। যদ্যপি প্রকৃতে বাক্যে পৌর্ণমাসীশব্দো তদন্যাকৃতিবচনস্তথাপি যঃশব্দার্থোঽপি কাচিদাকৃতিরতীতাজী-কৃত্যাব্যাবর্তকঃ যোভূতশব্দো নৈব প্রযুজ্যতে। তথাত্রাপি বিশেষণশব্দস্য ব্যাবর্তকত্বমাবশ্যকমিত্যর্থঃ। দ্যুবিরমাকাশমিত্যাদৌ ব্যাবর্ত্যাভাবেঽপি বিশেষ্যপ্রয়োগবদত্রাপি বিশেষণং স্বরূপাস্বাদমাত্রমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যত্র ত্বিতি। বিশেষণফলমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। ৩৯৯.১৫।

ভাষ্যানুবাদ। এখন প্রথম প্রশ্নের উত্তর নিরূপণার্থ বলিতেছেন—তাহারা ; তাহারা কাহারা ? না, যাহারা উক্তপ্রকারে এই পঞ্চাগ্নিবিজ্ঞান জানেন ; এখানে 'এবম্' শব্দ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, অগ্নি, সমিধ্, ধূম, অর্চ্চি, অঙ্গার, বিস্ফুলিঙ্গ ও শ্রদ্ধাপ্রভৃতিবিশিষ্ট যে পঞ্চাগ্নি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই এই পঞ্চাগ্নি যাহারা জানেন।১

ভাল, এই দর্শনটী (বিজ্ঞানটী) হইতেছে নিশ্চয়ই অগ্নিহোত্রযাগের আহুতি-বিষয়ক দর্শন ; সেখানে উৎক্রমণ প্রভৃতি ছয়টী বিষয়ের নিরূপণ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, 'দ্যুলোককেই আহবনীয় (হোমাধার) করিয়া থাকে' ইত্যাদি ; এখানেও ঐ দ্যুলোকের অগ্নিত্ব এবং আদিত্যের সমিধ্ভাব প্রভৃতি অনেকগুলি বিষয়ের সাদৃশ্য রহিয়াছে ; অতএব মনে হয় যে, এই দর্শনটী পূর্ব্বোক্ত ষট্ পদার্থ-দর্শনেরই শেষ বা অঙ্গস্বরূপ ; না, তাহা হইতে পারে না ; যেহেতু এখানে 'যতিথ্যাম্' ইত্যাদি প্রশ্নের প্রতিবচন বা উত্তর প্রদান করা হইয়াছে ; অতএব যে পর্য্যন্ত গ্রহণ করিলে 'যতিথ্যাম্' এই প্রশ্নের প্রতিবচন ধরা যাইতে পারে, 'এবম্' শব্দে সেই পর্য্যন্ত বিষয় গ্রহণ করাই উচিত ; তাহা না হইলে, অর্থাৎ এই বাক্যটী ঐ প্রশ্নের উত্তরবাক্য না হইলে, ঐরূপ প্রশ্নই নিরর্থক হইয়া যায়। ২

বিশেষতঃ অগ্নিহোত্রপ্রকরণে যখন ষট্ সংখ্যা নির্দ্দিষ্টই রহিয়াছে, তখন এখানে অনির্দ্ধারিত পঞ্চবিধ অগ্নির কথা বলাই আবশ্যক হইতেছে। আর যদি বল, পূর্ব্বে (অগ্নিহোত্রপ্রকরণে) নির্দ্ধারিত থাকিলেও এখানে তাহার অনুবাদ (কথিতের পুনঃ কথন) করা হইতেছে ; তথাপি যথা প্রাপ্তেরই অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা যেরূপে উক্ত হইয়াছে, এখানেও তাহার সেইরূপে

অনুবাদ করাই যুক্তিসঙ্গত হইত, কিন্তু 'অসৌ লোকোঽগ্নিঃ' বলা উচিত হয় নাই। যদি বল, ইহা কেবল সেই ষট্ পদার্থেরই উপলক্ষণার্থ (প্রতীতির জন্য) কৃত হইয়াছে; তথাপি আদি বা অন্তিম বাক্যে উপলক্ষণ করাই যুক্তিসঙ্গত, [কিন্তু মধ্যবর্ত্তী বাক্যদ্বারা উপলক্ষণ করা সঙ্গত নহে]। শ্রুত্যন্তরও ইহার অপর কারণ; ছান্দোগ্যোপনিষদে ঠিক ইহার অনুরূপ প্রকরণে 'পঞ্চাগ্নীন্ বেদ' এই বাক্যে পঞ্চ সংখ্যারই স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে; অতএব এই পঞ্চাগ্নি-দর্শনটী অগ্নিহোত্র যাগের শেষ বা অধীন হইতে পারে না। এখানে যে, অগ্নি ও সমিধ্ প্রভৃতি অগ্নিহোত্র যাগের সমান ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে, তাহা কেবল ঐ অগ্নিহোত্র-যাগেরই স্তুতির নিমিত্ত (শেষত্ব জ্ঞাপনের জন্য নহে)। এই জন্যই এখানে 'এবং' শব্দ দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাগ্নি-বিদ্যার সহিত সম্বন্ধ গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং তাহা হইতেই অর্চ্চিরাদি-পথে গতি বিহিত হইয়াছে; সেই হেতু বুঝিতে হইবে যে, উৎক্রমণাদি ষট্পদার্থ-বিজ্ঞানে অর্চ্চিরাদি পথ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ৩

যাহারা এইরূপ জানে; তাহারা কাহারা? গৃহস্থগণই তাহারা। ভাল, তাহাদের সম্বন্ধে ত যজ্ঞাদি সাধনানুষ্ঠানের ফলে ধূমাদি-পথের (দক্ষিণায়ণ) প্রাপ্তিই বিধিৎসিত (বিধান করিবার অভীষ্ট); না, তাহা নহে; কারণ, এবং-বিধ জ্ঞানহীন গৃহস্থও বহু আছে, তাহাদের পক্ষেই যজ্ঞাদি সাধনানুষ্ঠান উপপন্ন হইতে পারে; আর অরণ্য-সম্বন্ধ অভিহিত থাকায় ভিক্ষু ও বানপ্রস্থের স্বতন্ত্র-ভাবেই উল্লেখ রহিয়াছে। বিশেষতঃ এই পঞ্চাগ্নিদর্শন ব্যাপারটী গৃহস্থ-কর্ত্তব্য কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্টও বটে; এই সমুদয় কারণে 'যে বিদুঃ' কথায় গৃহস্থেরই গ্রহণ বুঝিতে হইবে। এই কারণেই 'যে এবং বিদুঃ' কথায় ব্রহ্মচারীও পরিগৃহীত হইতে পারে না; কেননা, স্মৃতিপ্রমাণ হইতে জানা যায় যে, উত্তরপথেই তাহাদের প্রবেশ হইয়া থাকে, যথা—'অষ্টাশীতি-সহস্র-সংখ্যক (৮৮০০০) ঊর্দ্ধরেতা ঋষিদিগের জন্য, সূর্য্যের উত্তরদিগ্বর্ত্তী পথ নির্দ্দিষ্ট আছে; তাঁহারা সেই পথে অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকেন।' অতএব যে সমুদয় গৃহস্থ জানেন যে, আমরা এইরূপে অগ্নি হইতে জাত—অগ্নির সন্তান—অগ্নিস্বরূপই; তাহারা, এবং যে সমুদয় বানপ্রস্থ ও পরিব্রাজক বা ভিক্ষুক অরণ্যবাসী ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সত্যের—হিরণ্যগর্ভনামক ব্রহ্মের উপাসনা করেন, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিরূপ

শ্রদ্ধার উপাসনা করেন না, তাহারা সকলে অর্চ্চিরাদিপথে গমন করিয়া থাকেন। ৪

গৃহস্থগণ যে পর্য্যন্ত পঞ্চাগ্নিবিদ্যা কিম্বা সত্যব্রহ্ম জানিতে না পারে, ততকাল পূর্ব্বোক্ত শ্রদ্ধাদি আহুতিক্রমে পঞ্চমী আহুতি হুত হইলে পর, যোষাগ্নি (স্ত্রীরূপ অগ্নি) হইতে জন্ম লাভ করে এবং পুনশ্চ জগতে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকে ; সেই কর্ম্মের ফলে ধূমাদিক্রমে (দক্ষিণায়ন পথে) পুনর্ব্বার পিতৃলোকে, আবার পর্জ্জন্যাদিক্রমে ইহলোকে গমনাগমন করিতে থাকে। তাহার পর আবার যোষাগ্নিতে জন্ম লাভ করিয়া—পুনশ্চ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া ঠিক এইরূপেই ঘটীযন্ত্রের ন্যায় গমনাগমন করত পুনঃপুনঃ আবর্ত্তিত হইতে থাকে। ৫

কিন্তু যখন তাহারা উক্ত প্রকারে জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হয়, তখন তাহারা ঘটীযন্ত্রাকারে সংসার-ভ্রমি হইতে বিমুক্ত হইয়া অর্চ্চিরাদি পথে উপস্থিত হয়। এখানে 'অর্চ্চিঃ' অর্থ—কেবল অগ্নি-জ্বালা বা অগ্নিশিখা নহে ; তবে কিনা, উত্তরায়ণপথে অবস্থিত অর্চ্চিঃ-শব্দবাচ্য অর্চ্চির অভিমানিনী দেবতা। তখন তাহারা সেই অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হয় ; যেহেতু পরিব্রাজকগণের সাক্ষাৎসম্বন্ধে অগ্নিজ্বালার (অগ্নিশিখার) সহিত কোন সম্বন্ধই নাই, সেই হেতু অর্চ্চিঃশব্দে তদভিমানিনী দেবতাই বুঝিতে হইবে। ইহার পর অহর্দেবতাকে [প্রাপ্ত হয়] ; [দিনেই মরিতে হইবে], এরূপ কোন নিয়ম না থাকায় 'অহঃ' শব্দেও দিবসাভিমানিনী দেবতাই বুঝিতে হইবে। আয়ুর অবসানেই মৃত্যু হইয়া থাকে ; কিন্তু এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষকে যে, কেবল দিবসেই মরিতে হইবে, (রাত্রিতে নহে), এরূপ নিয়ম করিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ রাত্রিতে মৃত ব্যক্তিরা যে, [উৎক্রমণের জন্য] দিবসের প্রতীক্ষা করিবে, তাহাও নহে ; কারণ, অন্য শ্রুতিতে আছে—'সে যখনই দেহত্যাগ করে, তৎক্ষণাৎ তাহার মন আদিত্যে গমন করে' ; [সুতরাং মৃতব্যক্তির সময়-প্রতীক্ষা কল্পনা করা যাইতে পারে না]। ৬

দিবসের (অহর) পর আপূর্য্যমাণ পক্ষে [উপস্থিত হয়], অহর্দ্দেবতাকর্ত্তৃক অতিবাহিত হইয়া আপূর্য্যমাণ পক্ষের দেবতাকে প্রাপ্ত হয় ; আপূর্য্যমাণ পক্ষদেবতা অর্থ—শুক্লপক্ষের অধিদেবতা। আপূর্য্যমাণ পক্ষের পর—শুক্লপক্ষীয় দেবগণকর্ত্তৃক অতিবাহিত হইয়া—আদিত্য যে ছয় মাস কাল উত্তরদিকে

গমন করেন, সেই উত্তরায়ণ ছয় মাসের অধিপতি দেবতাগণকে প্রাপ্ত হয়। এখানে 'ষণ্মাস' পদে বহুবচন (মাসান্) থাকায়, বুঝা যায় যে, উত্তরায়ণের দেবতা ছয়টী সংঘচারী অর্থাৎ দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করেন; সেই সমুদয় মাসের পর, ষণ্মাস-দেবতাগণকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া দেবলোকাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। দেবলোকের পর আদিত্যকে, আদিত্যের পর বৈদ্যুত পুরুষকে—বিদ্যুতের অভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। বিদ্যুৎ-দেবতার নিকটে উপস্থিত লোকদিগকে ব্রহ্মলোকবাসী মানস—ব্রহ্মার মানস সংকল্প দ্বারা সৃষ্ট কোন পুরুষ আসিয়া ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। 'ব্রহ্মলোকান্' এই বহুবচন হইতে প্রতীতি হয় যে, ব্রহ্মলোকেও উত্তমাধমভেদে ভূমি-বিভাগ আছে; নচেৎ বহুবচনের প্রয়োগ হইত না; বিশেষতঃ উপাসনাগত তারতম্য থাকাও সম্ভব হয়; [সুতরাং উপাসনার তারতম্যানুসারে উত্তমাধম অংশবিশেষে গতি হওয়া অনুচিত নহে]। তাহার পর, সেই ব্রহ্মলোকবাসী পুরুষকর্ত্তৃক নীত হইয়া, সেই ব্রহ্মলোকে নিজেরা উৎকর্ষ লাভ করত প্রকৃষ্ট সংবৎসর অর্থাৎ ব্রহ্মার পরিমাণে বহু কল্প পর্য্যন্ত বাস করিয়া থাকেন (১)। ৭

যাহারা ব্রহ্মলোকে গমন করে, তাহাদের আর পুনরাবৃত্তি হয় না, অর্থাৎ বর্ত্তমান জগতে তাহাদের আর পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিতে হয় না; [কল্পান্তরে ফিরিয়া আসিতেও পারে; ইহার যুক্তি এই যে,] অন্য বেদ-শাখায় এইরূপস্থলে 'ইহ' শব্দ পঠিত হইয়াছে। যদি বল, 'ইহ' শব্দে কেবল আকৃতিমাত্রের গ্রহণ, অর্থাৎ বর্ত্তমান সৃষ্টির অনুরূপ যত সৃষ্টি আছে বা হইবে, 'ইহ' শব্দে সেই সমস্ত সৃষ্টিই বুঝিতে হইবে;

---

(১) তাৎপর্য্য—অর্চ্চিঃ ও অহঃ প্রভৃতি শব্দগুলি যদিও দ্রব্য ও কালবিশেষের বাচক বলিয়া আপাততঃ মনে হয় সত্য; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল শব্দে অর্চ্চিঃ ও অহঃ প্রভৃতি দ্রব্য ও কালের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বুঝিতে হইবে। ঐ সমুদয় দেবতাকে বেদান্তদর্শনে 'আতিবাহিক' বলা হইয়াছে—"আতিবাহিকস্তল্লিঙ্গাৎ।" (ব্রহ্মসূত্র ৪।৩।৪) ব্রহ্মলোকগামী পুরুষদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাওয়াই ইহাদের কার্য্য। যেমন কোন কয়েদীকে দূরদেশে পাঠাইতে হইলে, পুলিশ তাহাকে লইয়া চলে, এবং অপর স্থানের স্থানীয় পুলিশের হস্তে সমর্পণ করিয়া ফিরিয়া আইসে, দ্বিতীয় পুলিশও আবার উহাকে তৃতীয় পুলিশের হস্তে অর্পণ করে, এই প্রকারে কয়েদীকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দেয়, তেমনি আতিবাহিক দেবতারাও ব্রহ্মলোকগমনার্থী পুরুষকে ক্রমে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়।

যেমন "শ্বোভূতে পৌর্ণমাসীং যজেত" (কল্য পৌর্ণমাসী যাগ করিবে), এই বাক্যে 'পৌর্ণমাসী' পদটী আকৃতিমাত্রের বোধক, এখানেও তেমনি হউক; না তাহা বলিতে পার না; কারণ, তাহা হইলে 'ইহ' বিশেষণের কোন সার্থকতাই থাকে না, (শুধু 'নাবর্ত্তন্তে' বলিলেই হইত); কেন না, যদি একেবারেই পুনরাবৃত্তি না হইত, তাহা হইলে 'ইহ' বিশেষণটী সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়া পড়ে। 'শ্বোভূতে পৌর্ণমাসীম্' স্থলে যদি 'শ্বোভূতে' বলা না হইত, তাহা হইলে কিছুতেই উহা বুঝিতে পারা যাইত না; কাজেই ঐরূপ বিশেষণের প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত হইয়াছে; সেখানেও যদি আকৃতি বিশেষ শ্বঃশব্দের অর্থ না হয়, তবে সেখানেও শ্বঃশব্দের প্রয়োগ নিরর্থকই হয়; অনুসন্ধান করিয়াও যেখানে ব্যবহৃত বিশেষণের কোনরূপ সার্থকতা পাওয়া যায় না, সেখানে সেই নিরর্থক বিশেষণ শব্দ পরিত্যাগ করিতে পারা যায়; কিন্তু বিশেষণের ফলাবগতিসত্ত্বে সেই বিশেষণ ত্যাগ করিতে পারা যায় না। অতএব এখানেও প্রতীতি হইতেছে যে, বর্ত্তমান কল্পের পরে, তাহারা পুনরায় সংসারে আইসে বা আসিতে পারে (১) ॥৬।২।১৫॥

অথ যে যজ্ঞেন দানেন তপসা লোকান্ জয়ন্তি, তে ধূমমভিসম্ভবন্তি, ধূমাদ্রাত্রিꣳ রাত্রেরপক্ষীয়মাণপক্ষমপক্ষীয়মাণপক্ষাদ্ যান্ ষণ্মাসান্ দক্ষিণামাদিত্য এতি, মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাচ্চন্দ্রম্, তে চন্দ্রং প্রাপ্যান্নং ভবন্তি, তাꣳস্তত্র দেবা যথা সোমꣳ রাজানমাপ্যায়স্বাপক্ষীয়স্বেত্যেবমেনাꣳস্তত্র ভক্ষয়ন্তি, তেষাং যদা তৎপর্য্যবৈত্যথেমমেবাকাশমভিনিষ্পদ্যন্তে, আকাশাদ্বায়ুং বায়োর্বৃষ্টিং বৃষ্টেঃ পৃথিবীম্, তে পৃথিবীং প্রাপ্যান্নং ভবন্তি, তে পুরুষাগ্নৌ হূয়ন্তে, ততো যোষাগ্নৌ জায়ন্তে লোকান্

(১) তাৎপর্য্য—যাহারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাহারা যদি সেখানে জ্ঞানানুশীলনের দ্বারা বাসনাশূন্য শুদ্ধসত্ত্ব হইতে পারেন, তাহা হইলে তাহাদের সেখানেই মুক্তি হয়, আর ফিরিয়া আসিতে হয় না; কিন্তু যাহাদের সেরূপ অবস্থা না হয়, কেবল তাহাদিগকেই ভবিষ্যৎ কল্পে সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয়।

প্রত্যুত্থায়িনস্ত এবমেবানুপরিবর্ত্তন্তেঽথ য এতৌ পন্থানৌ ন বিদুস্তে কীটাঃ পতঙ্গা যদিদং দন্দশূকম্ ॥ ৩৯৪ ॥ ১৬ ॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৬ ॥ ২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অথ (পক্ষান্তরে) যে (উৎক্রান্ত্যাদিপদার্থষট্‌কবিদঃ কেবলকর্ম্মিণঃ) যজ্ঞেন (অগ্নিহোত্রাদিনা), দানেন (যজ্ঞাদন্যত্র ধনসম্প্রদানেন), তপসা (ক্লেশাত্মকেন চান্দ্রায়ণাদিনা লোকান্ (স্বর্গাদীন্) জয়ন্তি (ভোগ্যতয়া বশীকুর্ব্বন্তি), তে [প্রথমং] ধূমম্ অভিসম্ভবন্তি (প্রাপ্নুবন্তি); ধূমাৎ রাত্রিম্, রাত্রেঃ অপক্ষীয়মাণপক্ষম্ (কৃষ্ণপক্ষম্); 'অপক্ষীয়মাণপক্ষাৎ [পরম্]—আদিত্যঃ যান্ ষট্ মাসান্ দক্ষিণাং (দক্ষিণাং দিশম্) এতি (গচ্ছতি), [তান্ মাসান্]; মাসেভ্যঃ পিতৃলোকম্, পিতৃলোকাৎ চন্দ্রম্, [অভিসম্ভবন্তি ইতি সর্ব্বত্র সম্বন্ধঃ]; [অত্রাপি ধূমাদিশব্দৈঃ তদভিমানিন্যো দেবতা লক্ষ্যন্তে]।

তে (ধূমাদিপথগামিনঃ) চন্দ্রং প্রাপ্য অন্নং (দেবানাং ভোগ্যং ভবন্তি); তত্র দেবাঃ [যজ্ঞে] সোমং রাজানং যথা 'আপ্যায়স্ব অপক্ষীয়স্ব' ইতি [কৃত্বা ঋত্বিজঃ ভক্ষয়ন্তি], এবং (তথা) তান্ এনান্ (এতান্ চন্দ্রলোকগতান্) তত্র (চন্দ্রলোকে) ভক্ষয়ন্তি (ভৃত্যবৎ উপভুঞ্জতে)। তেষাং (কর্ম্মিণাং) তৎ (স্বর্গপ্রাপকং কর্ম্ম) যদা পর্য্যবৈতি (পরিক্ষীয়তে), অথ (কর্ম্মক্ষয়ানন্তরম্) ইমম্ এব (প্রসিদ্ধম্) আকাশং অভিনিষ্পদ্যন্তে (সূক্ষ্মতয়া আকাশসাম্যং ভজন্তে); আকাশাৎ বায়ুম্, বায়োঃ বৃষ্টিম্, বৃষ্টেঃ পৃথিবীং [অভিনিষ্পদ্যন্তে]। তে পৃথিবীং প্রাপ্য অন্নং ভবন্তি; তে পুনঃ অন্নরূপেণ পুরুষাগ্নৌ হূয়ন্তে; ততঃ (তদনন্তরম্) যোষাগ্নৌ—[হুতাঃ] লোকান্ প্রতি উত্থায়িনঃ জায়ন্তে (লোকবিশেষে ভোগাধিকারিণঃ সন্তঃ উৎপদ্যন্তে); তে (কর্ম্মিণঃ) এবম্ এব অনুপরিবর্ত্তন্তে (ঊর্দ্ধাধোভাবেন আবর্ত্তন্তে)। অথ (পক্ষান্তরে) যে এতৌ পন্থানৌ (দক্ষিণায়নোত্তরায়ণলক্ষণৌ, ন বিদুঃ (ন জানন্তি), তে কীটাঃ পতঙ্গাঃ, যৎ চ ইদং দন্দশূকং (দংশ-মশকাদি), [তদপি ভবন্তি] ইত্যর্থঃ ॥৩৯৪॥১৬॥

মূলানুবাদ। আর যাহারা যজ্ঞ, দান ও তপস্যা দ্বারা স্বর্গাদি লোক-লাভের অধিকারী হয়, তাহারা প্রথমে ধূমকে প্রাপ্ত হয়;

ধূমের পর রাত্রি, রাত্রির পর অপক্ষীয়মাণপক্ষ (কৃষ্ণপক্ষ), কৃষ্ণপক্ষের পর, যে ছয়মাস কাল আদিত্য দক্ষিণদিকে গমন করেন, সেই ছয়মাস, ছয় মাসের পর, পিতৃলোক, পিতৃলোকের পর চন্দ্রকে প্রাপ্ত হয়; তাহারা চন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া দেবগণের অন্ন (উপভোগ্য) হইয়া থাকে; সেখানে দেবগণ তাহাদিগকে ভক্ষণ—উপভোগ করিয়া থাকেন। ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞেতে যেমন—'আপ্যায়স্ব অপক্ষীয়স্ব' (তৃপ্তিলাভ কর, সোমরস শেষ করিয়া ফেল) বলিয়া সোম ভক্ষণ করিয়া থাকেন, তেমনি চন্দ্রলোকগত কর্ম্মিদিগকেও দেবতারা উপভোগ করিয়া থকেন। তাহাদের ভোগানুকূল কর্ম্ম যখন পরিসমাপ্ত হইয়া যায়, তখন তাহারা এই আকাশের সমতা প্রাপ্ত হয়; আকাশের পর বায়ুসাম্য, বায়ু হইতে বৃষ্টির সহিত মিলিত হয়; বৃষ্টির পর পৃথিবীকে প্রাপ্ত হয়; তাহারা পৃথিবীকে পাইয়া—পৃথিবীতে পতিত হইয়া অন্নের—শস্যের সহিত মিলিত হয়; সেই অন্নের সহিত তাহারা আবার পুরুষরূপ অগ্নিতে আহুত হইয়া থাকে; পুরুষাগ্নি হইতে [বীর্য্যরূপে] স্ত্রীরূপ অগ্নিতে নিহিত হইয়া জন্মলাভ করে, এবং লোকবিশেষ-প্রাপ্তির উপযুক্ত হয়; তাহারা এই প্রণালীক্রমেই নিরন্তর ঘুরিয়া বেড়ায়। আর যাহারা উক্ত (দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ) দুইটী পথই জানে না, তাহারা কীট, পতঙ্গ, এবং ডাঁশ মশক প্রভৃতিরূপে জন্মলাভ করিয়া থাকে ॥৩,৪॥১৬॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণব্যাখ্যা ॥৬॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথ পুনর্যে নৈবং বিদুঃ, উৎক্রান্ত্যাগ্নিহোত্র-সম্বন্ধ-পদার্থষট্‌কস্যৈব বেদিতারঃ কেবলকর্ম্মিণঃ, যজ্ঞেন অগ্নিহোত্রাদিনা, দানেন বহির্ব্বেদি ভিক্ষমাণেষু দ্রব্যসংবিভাগলক্ষণেন, তপসা বহির্ব্বেদ্যেব দীক্ষাদিব্যতিরেকেণ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিনা, লোকান্ জয়ন্তি; লোকানিতি বহুবচনাৎ তত্রাপি ফলতারতম্যমভিপ্রেতম্। তে ধূমমভিসম্ভবন্তি; উত্তরমার্গ ইব ইহাপি দেবতা এব ধূমাদিশব্দ-বাচ্যাঃ; ধূমদেবতাং প্রতিপদ্যন্ত ইত্যর্থঃ; আতিবাহিকত্বং চ দেবতানাং তদ্বদেব। ধূমাৎ রাত্রিং রাত্রিদেবতাম্,

ততঃ অপক্ষীয়মাণপক্ষম্, অপক্ষীয়মাণ-পক্ষদেবতাম্, ততো যান্ ষণ্মাসান্ দক্ষিণাং দিশমাদিত্য এতি, তান্ মাসদেবতাবিশেষান্ প্রতিপদ্যন্তে। ১

মাসেভ্যঃ পিতৃলোকম্, পিতৃলোকাৎ চন্দ্রম্। তে চন্দ্রং প্রাপ্য অন্নং ভবন্তি; তান্ তত্রান্নভূতান্ যথা সোমং রাজানমিহ যজ্ঞে ঋত্বিজঃ আপ্যায়স্বাপক্ষীয়স্ব—ইতি ভক্ষয়ন্তি,এবমেতান্ চন্দ্রং প্রাপ্তান্ কর্ম্মিণঃ ভৃত্যানিব স্বামিনঃ, ভক্ষয়ন্তি উপভুঞ্জতে দেবাঃ। আপ্যায়স্বাপক্ষীয়স্বেতি ন মন্ত্রঃ, কিন্তর্হি? অপ্যায্যাপ্যায্য চমসস্থম্, ভক্ষণেনাপক্ষয়ঞ্চ কৃত্বা পুনঃপুনর্ভক্ষয়ন্তীত্যর্থঃ। এবং দেবা অপি সোমলোকে লব্ধশরীরান্ কর্ম্মিণ উপকরণভূতান্ পুনঃপুনর্বিশ্রাময়ন্তঃ কর্ম্মানুরূপং ফলং প্রযচ্ছন্তঃ—তদ্ধি তেষামাপ্যায়নং সোমস্যাপ্যায়নমিব, উপভুঞ্জতে উপকরণভূতান্ দেবাঃ। ২

তেষাং কর্ম্মিণাং যদা যস্মিন্ কালে, তৎ যজ্ঞদানাদিলক্ষণং সোমলোকপ্রাপকং কর্ম্ম পর্য্যবৈতি পরিগচ্ছতি পরিক্ষীয়ত ইত্যর্থঃ; অথ তদা ইমমেব প্রসিদ্ধমাকাশমভিনিষ্পদ্যন্তে। যাস্তাঃ শ্রদ্ধাশব্দবাচ্যা দ্যুলোকাগ্নৌ হুতা আপঃ সোমাকারেণ পরিণতাঃ, যাভিঃ সোমলোকে কর্ম্মিণামুপভোগায় শরীরমারব্ধমম্ময়ম্, তাঃ কর্ম্মক্ষয়াৎ হিমপিণ্ড ইবাতপসম্পর্কাৎ প্রবিলীয়ন্তে। প্রবিলীনাঃ সূক্ষ্মা আকাশভূতা ইব ভবন্তি; তদিদমুচ্যতে—ইমমেবাকাশমভিনিষ্পদ্যন্তইতি। ৩

তেঽপি কর্ম্মিণস্তচ্ছরীরাঃ সন্তঃ পুরোবাতাদিনা ইতশ্চামুতশ্চ নীয়ন্তেঽন্তরিক্ষগাঃ; তদাহ—আকাশাদ্বায়ুমিতি। বায়োর্বৃষ্টিং প্রতিপদ্যন্তে; তদুক্তম্—পর্জ্জন্যাগ্নৌ সোমং রাজানং জুহ্বতীতি। ততো বৃষ্টিভূতা ইমাং পৃথিবীং পতন্তি। তে পৃথিবীং প্রাপ্য ব্রীহিযবাদ্যন্নং ভবন্তি; তদুক্তম্—অস্মিঁল্লোকেঽগ্নৌ বৃষ্টিং জুহ্বতি, তস্যা আহুত্যা অন্নং সম্ভবতীতি। তে পুনঃ পুরুষাগ্নৌ হূয়ন্তে অন্নভূতা রেতঃসিচি। ততো রেতোভূতা যোষাগ্নৌ হূয়ন্তে ততো জায়ন্তে; তে লোকং প্রত্যুত্থায়িনস্তে লোকং প্রত্যুত্তিষ্ঠন্তোঽগ্নিহোত্রাদিকর্ম্ম অনুতিষ্ঠন্তি, ততো ধূমাদিনা পুনঃ পুনঃ সোমলোকং পুনরিমং লোকমিতি—তে এব কর্ম্মিণোঽনুপরিবর্ত্তন্তে ঘটীযন্ত্রবৎ চক্রীভূতা বংভ্রমন্তীত্যর্থঃ, উত্তরমার্গায়, সদ্যোমুক্তয়ে বা যাবদ্ ব্রহ্ম ন বিদুঃ "ইতি নু কাময়মানঃ সংসরতি" ইত্যুক্তম্। ৪

অথ পুনর্যে উত্তরং দক্ষিণঞ্চৈতৌ পন্থানৌ ন বিদুঃ, উত্তরস্য দক্ষিণস্য বা পথঃ প্রতিপত্তয়ে জ্ঞানং কর্ম্ম বা নানুতিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ। তে কিং ভবন্তীত্যুচ্যতে,—

তে কীটাঃ পতঙ্গাঃ, যদিদং যচ্চ দন্দশূকং দংশমশকমিত্যেতৎ ভবন্তি। এবং হীয়ং সংসারগতিঃ কষ্টা; অস্মিন্ নিমগ্নস্য পুনরুদ্ধার এব দুর্লভঃ। তথা চ শ্রুত্যন্তরম্,—"তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্ব" ইতি। তস্মাৎ সর্ব্বোৎসাহেন যথাশক্তি স্বাভাবিককর্ম্মজ্ঞানহানেন দক্ষিণোত্তরমার্গপ্রতিপত্তিসাধনং শাস্ত্রীয়ং কর্ম্ম জ্ঞানং বা অনুতিষ্ঠেদিতি বাক্যার্থঃ। তথা-চোক্তম্—"অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরম্, তস্মাদস্মাজ্জুগুপ্সেত" ইতি শ্রুত্যন্তরাশ্লোকায় প্রযতেতেত্যর্থঃ। অত্রাপি উত্তরমার্গ-প্রতিপত্তিসাধন এব মহান্ যত্নঃ কর্ত্তব্য ইতি গম্যতে, "এবমেবানুপরিবর্ত্তন্তে" ইত্যুক্তত্বাৎ। ৫

এবং প্রশ্নাঃ সর্ব্বে নির্ণীতাঃ। "অসৌ বৈ লোকঃ" ইত্যারভ্য "পুরুষঃ সম্ভবতি" ইতি চতুর্থঃ প্রশ্নঃ 'যতিথ্যামাহুত্যাম্' ইত্যাদিঃ প্রাথম্যেন; পঞ্চমস্তু দ্বিতীয়ত্বেন, দেবযানস্য বা পথঃ প্রতিপদং পিতৃযাণস্য বেতি দক্ষিণোত্তরমার্গপ্রতিপত্তিসাধনকথনেন; তেনৈব চ প্রথমোঽপি; অগ্নেরারভ্য কেচিদর্চ্চিঃ প্রতিপদ্যন্তে, কেচিদ্ধূমমিতি বিপ্রতিপত্তিঃ। পুনরাবৃত্তিশ্চ দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ—আকাশাদিক্রমেণেমং লোকমাগচ্ছন্তীতি; তেনৈবাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে, কীটপতঙ্গাদিপ্রতিপত্তেশ্চ কেষাঞ্চিদিতি—তৃতীয়োঽপি প্রশ্নো নির্ণীতঃ ॥৩৯৪॥১৬॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৬ ॥

টীকা। দেবযানং পন্থানমুক্ত্বা পথ্যন্তরং বক্তুং বাক্যান্তরমাদায় পদদ্বয়ং ব্যাকরোতি—অথেত্যাদিনা। কথং তে ফলভাগিনো ভবন্তীত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—যজ্ঞেনেতি। নমু দানতপসী যজ্ঞগ্রহণেনৈব গৃহীতে, ন পৃথগ্ গ্রহীতব্যে, তত্রাহ—বহির্ব্বেদীতি। দীক্ষাদীত্যাদিপদেন পয়োব্রতাদিযজ্ঞাঙ্গসংগ্রহঃ। তত্রেতি পিতৃলোকোক্তিঃ। অপিশব্দো ব্রহ্মলোকদৃষ্টান্তার্থঃ। ধূমসংপত্তেরপুরুষার্থত্বমাশঙ্ক্যোক্তম্—উত্তরমার্গ ইবেতি। ইহাপীতি পিতৃযাণমার্গেঽপীত্যর্থঃ। তদ্বদেবেত্যুত্তরমার্গগামিনীনাং দেবতানামিবেত্যর্থঃ। ১

তত্রেতি প্রকৃতলোকোক্তিঃ। কর্ম্মিণাং তর্হি দেবৈর্ভক্ষ্যমাণানাং চন্দ্রলোকপ্রাপ্তিরনর্থৈবেত্যাশঙ্ক্যাহ—উপভুঞ্জত ইতি। অন্নথাপ্রতিভাসং ব্যাবর্ত্তয়তি—আপ্যায়ম্বেতি। এবং দেবা অপীতি সংক্ষিপ্তং দার্ষ্টান্তিকং বিবৃণোতি—সোমলোক ইতি। কথং পৌনঃপুন্যেন বিশ্রান্তিঃ সংপাদ্যতে, তত্রাহ—কর্ম্মানুরূপমিতি। দৃষ্টান্তবদ্দার্ষ্টান্তিকে কিমিত্যাপ্যায়নং নোক্তং, তত্রাহ—তদ্বদিতি। পুনঃ পুনর্বিশ্রাম্যাত্যমুক্তানমিতি যাবৎ। ২

লোকদ্বয়প্রাপকৌ পন্থানাবিত্থং ব্যাখ্যায় পুনরেতল্লোকপ্রাপ্তিপ্রকারমাহ—তেষামিত্যাদিনা। কথং চন্দ্রমণ্ডলস্থলিতানাং কর্ম্মিণামাকাশতাদাত্ম্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—

ধাস্তা ইতি। সোমাকারপরিণতমন্নমেব ক্রোয়তি—যাস্তিরিতি। তত্র কটিতি স্বীকরণযোগ্যতাং দর্শয়তি—সম্পদ্যমিতি। বাতাদ্যাপত্তিরূপপক্তেরিতি ভাবেনাহ—আকাশস্তুক্তা ইবেতি। ৩

আকাশাদ্বায়ুপ্রাপ্তিপ্রকারমাহ—তে পুনরিতি। অত্রাধিষ্ঠিতে পূর্ববদ্ভিন্নাপাদিতি ভাবেনাহ—তে পৃথিবীমিতি। রেতঃসিগ্যোগোঽথেতি ভাবমাদিত্যাহ—তে পুনরিতি। যোষেঃ শরীরমিতি ভাবমন্বয়ত্যাহ—তত ইতি। উৎপন্নানাং কেষাংচিদিষ্টাদিকারিত্বমাহ—লোকমিতি। কর্মানুষ্ঠানানন্তরং তৎফলভাগিত্বমাহ—তত্তো ধূমাদিমেতি। সোমলোকে ফলভোগানন্তরং পুনরেতল্লোকপ্রাপ্তিমাহ—পুনরিতি। পৌনঃপুন্যেন বিপরিবর্তমানতামবধিং সূচয়তি—উত্তরমাপর্যয়েতি। প্রাগ্‌জ্ঞানাৎ সংসরণং ষষ্ঠেঽপি ব্যাখ্যাতমিত্যাহ—ইতি স্বিতি। ৪

স্থানত্রয়মাবৃত্তিসহিতমুক্ত্বা স্থানান্তরং দর্শয়তি—অথেত্যাদিনা। স্থানত্রয়াত্তৃতীয়ে স্থানে বিশেষং কথয়তি—এবমিতি। তৃতীয়ে স্থানে হান্দোগ্যশ্রুতিং সংবাদয়তি—তথা চেতি। অমুষ্যা গতেরতিকষ্টত্বে পরিশিষ্টং বাক্যার্থমাচষ্টে—তস্মাদিতি। সর্বোৎসাহো বাক্যারচেতসাং প্রযত্নঃ। বহুক্লেশতাং নিষয়ক্ত পুনরুক্তারো দুর্লভো ভবতীতি, তত্র শ্রুত্যন্তরমনুকূলয়তি তথা চেতি। অতো বীভৎসিতাবাদিত্যর্থঃ। তস্মাদত্যতি-কষ্টাৎ সংসারাদিত্যর্থঃ। দক্ষিণোত্তরমার্গপ্রাপ্তিসাধনে যত্নসাধ্যমাশক্যাহ—অত্রাপীতি। ৫

পঞ্চ প্রশ্নান্‌ প্রস্তুত্য কিমিতি প্রত্যেকং তেষাং নির্ণয়ো ন কৃত ইত্যাশক্যাহ—এবমিতি। নির্ণীতং প্রকারমেব সংগৃহ্ণাতি—অসাবিত্যাদিনা। প্রাধান্যেন নির্ণীত ইতি সংবন্ধঃ। দেবযানস্যেত্যাদিঃ পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ। স তু দ্বিতীয়মেবেন দক্ষিণাদিমার্গপ্রাপ্তি-সাধনোক্ত্যা নির্ণীত ইত্যর্থঃ। তেনৈব মার্গদ্বয়প্রাপ্তিসাধনোপদেশেনৈবেতি যাবৎ। মৃতানাং প্রজানাং বিপ্রতিপত্তিঃ প্রথমপ্রশ্নস্য নির্ণয়প্রকারমাহ—অগ্নেরিতি। দ্বিতীয়প্রশ্নস্বরূপমনূদ্য তস্য নির্ণীতত্বপ্রকারং প্রকটয়তি—পুনরাবৃত্তিশ্চেতি। আগচ্ছন্তীতি নির্ণীত ইত্যুত্তরত্র সংবন্ধঃ। তেনৈব পুনরাবৃত্তেঃ সম্বন্ধেনেত্যর্থঃ। অমুষ্য লোকস্যাসংপূর্তির্হি তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ; স চ যাভ্যাং হেতুভ্যাং প্রাগুক্তাভ্যাং নির্ধারিতো ভবতীতি ভাবঃ। ৪০৪। ১৬।

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং ষষ্ঠাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্‌। ৬। ২।

ভাষ্যানুবাদ। পক্ষান্তরে, যাহারা এইপ্রকার জানে না,—কেবল অগ্নিহোত্র-যজ্ঞসম্পর্কিত উৎক্রমণাদি ছয়টী বিষয় মাত্র জানে; তাহারা যজ্ঞ—অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম দ্বারা, দান—বেদীর বাহিরে ভিক্ষার্থী-দিগকে দ্রব্য বিতরণ দ্বারা, এবং তপস্যা—বেদীর বাহিরেই দীক্ষাদি ভিন্ন কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি দ্বারা স্বর্গাদি লোকসমূহ জয় করে (নিজেদের ভোগযোগ্য করে)। এখানে 'লোকান্‌' এই বহুবচন থাকায় বুঝিতে হইবে

যে, কর্ম্মানুসারে ফলেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। সেই কর্ম্মিগণ প্রথমে ধূম প্রাপ্ত হয়। উত্তরায়ণ পথে অর্চ্চিঃপ্রভৃতির ন্যায় এখানেও ধূম প্রভৃতি শব্দে তদভিমানিনী দেবতা বুঝিতে হইবে; পূর্ব্বের ন্যায় ইহারাও আতিবাহিক; অতএব তাহারা প্রথমে ধূমাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। ধূমের পর রাত্রিকে—রাত্রির দেবতাকে, তাহার পর অপক্ষীয়মাণ পক্ষকে অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী দেবতাকে, সেখান হইতে—সূর্য্যদেব যে ছয়মাস কাল দক্ষিণদিকে গমন করেন, সেই ষণ্মাস-দেবতাদিগকে প্রাপ্ত হয়। ১

মাসের পর পিতৃলোক, পিতৃলোকের পর চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়; তাহারা চন্দ্রকে পাইয়া অর্থাৎ চন্দ্রলোকে যাইয়া অন্ন হইয়া থাকে। যজ্ঞে ঋত্বিক্গণ যেরূপ 'আপ্যায়স্ব, অপক্ষীয়স্ব' বলিয়া সোমরস পান করেন, তদ্রূপ দেবগণও চন্দ্রলোকগত সেই সকল কর্ম্মী পুরুষকে—প্রভুরা যেমন ভৃত্যবর্গকে ভোগ করিয়া থাকেন, তেমনি উপভোগ করেন। এখানে 'আপ্যায়স্ব অপক্ষীয়স্ব' কথাটী মন্ত্র নহে, পরন্তু ইহার অর্থ এই যে, ঋত্বিক্গণ চমসস্থিত সোমপান সময়ে যে প্রকার, 'ইহা ভক্ষণ কর, এবং তৃপ্তিলাভ কর', এই বলিয়া ভক্ষণ করত উহার ক্ষয়সাধন করেন, এবং পুনঃ পুনঃ তাহা ভক্ষণ করেন; এই প্রকার দেবগণও চন্দ্রলোকে লব্ধশরীর ও নিজেদের ভোগোপকরণভূত কর্ম্মী পুরুষদিগকে কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদানপূর্ব্বক আপ্যায়িত করেন; সোমরসের ন্যায় ইহাদের পক্ষেও উহাই আপ্যায়ন; এইরূপে আপ্যায়িত করিয়া উপভোগ করিয়া থাকেন। ২

যে সময় সেই কর্ম্মীদিগের চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি-সাধন যজ্ঞাদি কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মজনিত পুণ্য সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেই সময় তাহারা এই লোকপ্রসিদ্ধ আকাশ প্রাপ্ত হয়; শ্রদ্ধাশব্দবাচ্য যে জল দ্যুলোকাগ্নিতে আহুত হইয়া সোমাকারে পরিণত হইয়াছিল, এবং যে সমুদয় জল দ্বারা কর্ম্মীদিগের উপভোগের নিমিত্ত সোমলোকে জলময় শরীর আরব্ধ হইয়াছিল, কর্ম্মক্ষয়ের পর সেই সমুদয় জল সূর্য্যকিরণ-সংস্পর্শে হিমপিণ্ডের ন্যায় গলিয়া যায়; গলিবার পর সে সমুদয় জল আকাশের মত সূক্ষ্ম হইয়া থাকে; 'ইমম্ এব আকাশম্ অভিনিষ্পদ্যন্তে' কথায় এই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করা হইয়াছে। ৩

সেই কর্ম্মিগণ পূর্ব্ব শরীরে থাকিয়াই পুরোবাতাদি (পূর্ব্বদিকের বায়ু প্রভৃতি) দ্বারা পরিচালিত হইয়া পুনর্ব্বার আকাশেই এদিকে সেদিকে নীত হইতে থাকে; 'আকাশাৎ বায়ুম্' কথায় তাহাই ব্যক্ত করা হইল। অনন্তর বায়ু হইতে বৃষ্টি প্রাপ্ত হয়; এই কথাই "পর্জ্জন্যাগ্নৌ সোমং রাজানং জুহ্বতি" বাক্যে কথিত হইয়াছে। তাহার পর, বৃষ্টিরূপে এই পৃথিবীতে পতিত হয়; তাহারা পৃথিবীতে পতিত হইয়া ধান্য ও যব প্রভৃতি অন্নরূপে প্রাদুর্ভূত হয়; ইহাই 'অস্মিন্ লোকে অগ্নৌ বৃষ্টিং জুহ্বতি, তস্যা আহুত্যা অন্নং সম্ভবতি" বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা অন্নরূপেই আবার রেতঃসেক-সমর্থ পুরুষরূপ অগ্নিতে আহুত হয়; তাহার পর শুক্ররূপে স্ত্রীরূপ অগ্নিতে আহুত হয়; ইহার পর জন্মলাভ করিয়া থাকে; এবং তাহারাই লোকের প্রতি উত্থিত হয়, অর্থাৎ তাহারাই স্বর্গাদি লোকোদ্দেশে ঐরূপে উত্থান করত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকে। তাহার পর বারংবার সোমলোকে এবং পুনর্ব্বার ইহলোকে,—এইরূপে কর্ম্মিগণ ঘটীযন্ত্রের ন্যায় চক্রাকারে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতে থাকে,—যতকাল তাহারা উত্তরায়ণ পথের জন্য বা সদ্যোমুক্তির নিমিত্ত ব্রহ্মকে জানিতে না পারে। পূর্ব্বেও কথিত হইয়াছে যে, 'কামনাশালী লোক এইরূপে সংসারী হইয়া থাকে' ইত্যাদি। ৪

আর যাহারা উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়ন কোন পথই জানে না, অর্থাৎ উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়ন পথ লাভের জন্য জ্ঞান বা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না, তাহারা কি হয়? সে কথা বলিতেছেন—তাহারা কীট, পতঙ্গ এবং এই যে, দন্দশূক—পুনঃপুনঃ দংশনশীল ডাঁশ মশক প্রভৃতি, সেই সমুদয় জন্ম প্রাপ্ত হয়। এই যে, সংসারগতি, ইহা এমনই কষ্টকর যে, ইহার মধ্যে নিমগ্ন ব্যক্তির পুনরায় উদ্ধার পাওয়া বড়ই কঠিন। এতদনুরূপ অন্য শ্রুতিও আছে—'তাহারা পুনঃপুনঃ আবৃত্তিস্বভাব 'জায়স্ব-ম্রিয়স্ব' নামে পরিচিত এই সমস্ত ক্ষুদ্র প্রাণীরূপে প্রাদুর্ভূত হয়; ইত্যাদি। অতএব মানুষ স্ব স্ব শক্তি অনুসারে পূর্ণ উৎসাহের সহিত স্বাভাবিক জ্ঞান ও কর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্ব্বক দক্ষিণ ও উত্তরায়ণ পথ প্রাপ্তির উপায়ভূত জ্ঞান ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ। অন্য শ্রুতিতেও এইরূপ কথাই উক্ত হইয়াছে—'ইহা হইতে অর্থাৎ অন্নভাব প্রাপ্তি হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়াই বড় কষ্টকর; অতএব এই অবস্থা প্রাপ্তির

উপায়ে ঘৃণা করিবে; এই শ্রুতির উপদেশ হইতে বুঝা যায় যে, মোক্ষ লাভের জন্যই যত্ন করিবে। এখানেও বুঝা যাইতেছে যে, উত্তরমার্গ-প্রাপ্তির উপায় বিষয়েই সবধিক যত্ন করিতে হইবে, ইহাই উক্ত বাক্যের যথার্থ অর্থ; কেন না, এই শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, 'এই রকমেই পুরুষেরা সংসারে আবর্তিত হইয়া থাকে'; [এই কথাটি বৈরাগ্যেরই উদ্দীপক]। এইরূপে প্রশ্ন পাঁচটীর উত্তর নিরূপিত হইল।

[বিশেষ এই যে,] 'অসৌ বৈ লোকঃ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'পুরুষঃ সম্ভবতি' পর্য্যন্ত যে, কয়েকটী প্রশ্ন করা হইয়াছে, তন্মধ্যে 'যতিথ্যাম্ আহুত্যাম্' এই চতুর্থ প্রশ্নটী প্রথম প্রশ্নরূপে, পঞ্চম প্রশ্নটীও 'দেবযান বা পিতৃযাণ পথের প্রাপ্তিসাধন [জান কি?]' এইরূপে দক্ষিণ ও উত্তরায়ণ পথের প্রাপ্তিসাধন কথন প্রসঙ্গে দ্বিতীয় প্রশ্নোত্তররূপে কথিত হইয়াছে; প্রথম প্রশ্নও তাহা দ্বারাই নিরূপিত হইয়াছে—'কেহ কেহ অগ্নির পর অর্চ্চিঃ প্রাপ্ত হয়, কেহ কেহ বা ধূম প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি; পুনরাবৃত্তি বিষয়ে, যে দ্বিতীয় প্রশ্ন —'আকাশাদিক্রমে ইহলোকে আগমন করিয়া থাকে' ইত্যাদি; এই প্রশ্নের উত্তর দ্বারাই 'কেহ কেহ কীট পতঙ্গাদি দেহ প্রাপ্ত হয় বলিয়াই ঐ চন্দ্রলোক পরিপূর্ণ হইয়া যায় না', এই বাক্যে তৃতীয় প্রশ্নেরও উত্তর নির্ণীত হইল। ॥৩৯॥১৬॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥৬।২॥

স যঃ কাময়েত মহৎ প্রাপ্নুয়ামিত্যুদগয়ন আপূর্য্যমাণপক্ষস্য পুণ্যাহে দ্বাদশাহমুপসদ্‌ব্রতী ভূত্বৌদুম্বরে কংসে চমসে বা সর্ব্বৌষধং ফলানীতি সম্ভৃত্য পরিসমুহ্য পরিলিপ্যাগ্নিমুপসমাধায় পরিস্তীর্য্যাবৃতাজ্যং সংস্কৃত্য পুংসা নক্ষত্রেণ মন্থং সন্নীয় জুহোতি—যাবন্তো দেবাস্ত্বয়ি জাতবেদস্তির্য্যঞ্চো ঘ্নন্তি পুরুষস্য কামান্ তেভ্যোঽহং ভাগধেয়ং জুহোমি, তে মা তৃপ্তাঃ সর্ব্বৈঃ কামৈস্তর্পয়ন্তু স্বাহা। যা তিরশ্চী নিপদ্যতেঽহং বিধরণী ইতি তাং ত্বা ঘৃতস্য ধারয়া যজে সংরাধনীমহং স্বাহা ॥ ৩৯৫ ॥ ১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সঃ যঃ (যঃ কশ্চিৎ) কাময়েত—মহৎ (মহত্বং—লোকপ্রাধান্যম্) প্রাপ্নুয়াম্ [অহম্] ইতি; [সঃ] উদগয়নে (উত্তরায়ণে) আপূর্য্যমাণপক্ষস্য (শুক্লপক্ষস্য) পুণ্যাহে (পুণ্যতিথৌ) দ্বাদশাহং (পুণ্যাহাৎ প্রাক্ দ্বাদশাহং ব্যাপ্য) উপসদ্‌ব্রতী (উপসদঃ জ্যোতিষ্টোমযাগে প্রসিদ্ধাঃ; তত্র পয়োভক্ষণরূপং যৎ ব্রতং—নিয়মবিশেষঃ, তদ্‌ব্রতবিশিষ্টঃ) ভূত্বা, কংসে (কংসাকারে) চমসে (চমসাকারে) বা ঔদুম্বরে (উদুম্বরবৃক্ষনির্ম্মিতে পাত্রে) সর্ব্বৌষধং (গ্রাম্যম্ আরণ্যং চ ওষধিসমূহং) ফলানি (তৎফলানি চ) ইতি (যথাশাস্ত্রং) সংভৃত্য (যথাশক্তি সমাহৃত্য), পরিসমুহ্য (ভূমিং বিশোধ্য) পরিলিপ্য (গোময়াদিভিঃ ভূমিসংস্কারং কৃত্বা), অগ্নিম্ উপসমাধায় (প্রজ্বাল্য) পরিস্তীর্য্য (কুশান্ বিস্তীর্য্য) আবৃতা (স্থালীপাকেন) আজ্যং সংস্কৃত্য (কর্ম্মোপযোগি কৃত্বা), পুংসা (পুরুষজাতীয়েন) নক্ষত্রেণ [উপলক্ষিতে পুণ্যাহে] মন্থং (ঘৃতদধি-মধুসম্মিশ্রং সর্ব্বৌষধিফলবিশিষ্টং) সন্নীয় (আত্মনঃ অগ্নেশ্চ মধ্যে সমানীয়) [বক্ষ্যমাণৈঃ মন্ত্রৈঃ] জুহোতি—

হে জাতবেদঃ (জাতং জাতং বেত্তীতি জাতবেদাঃ, তৎসম্বোধনম্], ত্বয়ি [বিদ্যমানাঃ ত্বদধীনা ইত্যর্থঃ] যাবন্তঃ দেবাঃ তির্য্যঞ্চঃ (বক্রমতয়ঃ সন্তঃ) পুরুষস্য (জনস্য) (কামান্ ইষ্টান্ অর্থান্) ঘ্নন্তি (প্রতিবধ্নন্তি); অহং তেভ্যঃ (দেবেভ্যঃ) ভাগধেয়ং (আজ্যভাগং) জুহোমি। তে (দেবাঃ) তৃপ্তাঃ

(প্রসন্নাঃ সন্তঃ) মা (মাং) সর্ব্বৈঃ কামৈঃ তর্পয়ন্তু স্বাহা ; ['স্বাহা' ইতি হবিস্ত্যাগার্থঃ ; ইতি প্রথমমন্ত্রার্থঃ] ।

তিরশ্চী (কুটিলমতিঃ) যা (দেবতা) ত্বা (ত্বাম্ আশ্রিতা সতী) 'অহং বিধরণী' ('সর্ব্বস্যৈব বিধারিকা অহমস্মি,' ইতি [মত্বা] নিপদ্যতে (প্রবর্ত্ততে), অহং তাং সংরাধনীং (সর্ব্বার্থসাধিনীং দেবতাং) যজে ঘৃতস্য ধারয়া যজে স্বাহা [ইতি দ্বিতীয়মন্ত্রার্থঃ] ।৩৯৫।১।

মূলানুবাদ। যে কোন লোক যদি কামনা করে যে,আমি মহত্ব (শ্রেষ্ঠত্ব) লাভ করিব ; সেই লোক উত্তরায়ণে শুক্লপক্ষে পুরুষ-জাতীয় নক্ষত্রযুক্ত পুণ্যদিবসে, পূর্ব্ব হইতে দ্বাদশদিবসব্যাপী উপসদ্‌ব্রত ধারণপূর্ব্বক [কংস এক প্রকার পাত্র] তদাকার কিংবা চমসাকার ঔডুম্বর (যজ্ঞডুমুর বৃক্ষনির্ম্মিত) পাত্রে শাস্ত্রোক্ত গ্রাম্য ও আরণ্য সমস্ত ওষধি ও ফলসমূহ যথাশক্তি সংস্থাপনপূর্ব্বক ভূমি সংশোধন ও বিলেপন করিয়া অগ্নি আনয়ন করত কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া স্থালীপাকপূর্ব্বক আজ্যসংস্কার করিয়া অগ্নি ও নিজের মধ্য স্থলে মন্থ আনয়নপূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বারা হোম করিবে।—

[প্রথম মন্ত্রের অর্থ এইরূপ—] হে জাতবেদঃ—অগ্নে, তোমাতে আশ্রিত যে সমস্ত দেবতা ক্রূরবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া লোকের অভিলষিত বিষয় সমূহ বিনাশ করে—পাইতে বাধা জন্মায়, আমি তাহাদের উদ্দেশে আজ্যভাগ হোম করিতেছি ; তাহারা পরিতৃপ্ত হইয়া সমস্ত কাম দ্বারা (প্রার্থনীয় বিষয়) দ্বারা আমাকে তৃপ্ত করুক—[এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক] 'স্বাহা' বলিয়া হোম করিবে।

[দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ এইরূপ—] কুটিলমতি যে দেবতা তোমাকে আশ্রয় করিয়া মনে করে যে, 'আমিই সকলের ধারণকর্ত্তা ; আমি সর্ব্বার্থসাধিনী' ; সেই দেবতাকে ঘৃতদ্বারা অর্চ্চনা করিতেছি ; এই বলিয়া 'স্বাহা' শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক হোমীয় দ্রব্য অর্পণ করিবে ॥৩৯৫॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স যঃ কাময়েত। জ্ঞানকর্ম্মণোর্গতিরুক্তা ; তত্র জ্ঞানং স্বতন্ত্রম্ ; কর্ম্ম তু দৈবমানুষবিত্তদ্বয়ায়ত্তম্ ; তেন্ত কর্ম্মার্থং

বিত্তমুপার্জ্জনীয়ম্; তচ্চ অপ্রত্যবায়কারিণোপায়েনেতি তদর্থং মন্থাখ্যং কর্ম্মারভ্যতে মহত্ত্বপ্রাপ্তয়ে; মহত্ত্বে চ সত্যর্থসিদ্ধং হি বিত্তম্; তদুচ্যতে—স যঃ কাময়েত। স যো বিত্তার্থী কর্ম্মণ্যধিকৃতো যঃ কাময়েত; কিম্? মহৎ মহত্ত্বং প্রাপ্নুয়াং মহান্ স্যামিতীত্যর্থঃ। ১

তত্র মন্থ-কর্ম্মণো বিধিৎসিতস্য কালো বিধীয়তে—উদগয়নে আদিত্যস্য; তত্র সর্ব্বত্র প্রাপ্তৌ, আপূর্য্যমাণপক্ষস্য শুক্লপক্ষস্য; তত্রাপি সর্ব্বত্র প্রাপ্তৌ, পুণ্যাহে অনুকূলে আত্মনঃ কর্ম্মসিদ্ধিকর ইত্যর্থঃ। দ্বাদশাহম্, যস্মিন্ পুণ্যেঽহ্নুকূলে কর্ম্ম চিকীর্ষতি, ততঃ প্রাক্ পুণ্যাহমেবারভ্য দ্বাদশাহম্ উপসদ্‌ব্রতী। উপসৎসু ব্রতম্, উপসদঃ প্রসিদ্ধা জ্যোতিষ্টোমে; তত্র চ স্তনোপচয়াপচয়দ্বারেণ পয়োভক্ষণং তদ্‌ব্রতম্; অত্র চ তৎকর্ম্মানুপসংহারাৎ কেবলমিতিকর্ত্তব্যতাশূন্যং পয়োভক্ষণমাত্রমুপাদীয়তে। ননু উপসদো ব্রতমিতি যদা বিগ্রহঃ, তদা সর্ব্বমিতিকর্ত্তব্যতারূপং গ্রাহ্যং ভবতি, তৎ কস্মান্ন পরিগৃহ্যতে? ইত্যুচ্যতে—স্মার্ত্তত্বাৎ কর্ম্মণঃ; স্মার্ত্তং হীদং মন্থকর্ম্ম। ২

ননু শ্রুতিবিহিতং সৎ কথং স্মার্ত্তং ভবিতুমর্হতি? স্মৃত্যনুবাদিনী হি শ্রুতিরিয়ম্; শ্রৌতত্বে হি প্রকৃতি-বিকারভাবঃ, ততশ্চ প্রাকৃতধর্ম্মগ্রাহিত্বং বিকারকর্ম্মণঃ; ন ত্বিহ শ্রৌতত্বম্; অতএব চ আবসথ্যাগ্নাবেতৎ কর্ম্ম বিধীয়তে, সর্ব্বা চ আবৃৎ স্মার্ত্তৈবেতি। উপসদ্‌ব্রতী ভূত্বা পয়োব্রতী সন্নিত্যর্থঃ। ৩

ঔদুম্বরে উদুম্বরবৃক্ষময়ে, কংসে চমসে বা, তস্যৈব বিশেষণম্—কংসাকারে চমসাকারে বা ঔদুম্বর এবঃ; আকারে তু বিকল্পনঃ, ন ঔদুম্বরত্ব। অত্র সর্ব্বৌষধং সর্ব্বাসামোষধীনাং সমূহং যথাসম্ভবং যথাশক্তি চ সর্ব্বা ঔষধীঃ সমাহৃত্য; তত্র গ্রাম্যাণাস্তু দশ নিয়মেন গ্রাহ্যা ব্রীহিযবাদ্যা বক্ষ্যমাণাঃ; অধিকগ্রহণে তু ন দোষঃ, গ্রাম্যাণাং ফলানি চ যথাসম্ভবং যথাশক্তি চ। ইতিশব্দঃ সমস্তসম্ভারোপচয়প্রদর্শনার্থঃ; অন্যদপি যৎ সম্ভরণীয়ম্, তৎ সর্ব্বং সম্ভৃত্যেত্যর্থঃ। ক্রমস্তত্র গৃহ্যোক্তো দ্রষ্টব্যঃ। ৪

পরিসমূহন-পরিলেপনে ভূমিসংস্কারঃ। অগ্নিমুপসমাধায়েতি বচনাৎ আবসথ্যেঽগ্নাবিতি গম্যতে, একবচনাদুপসমাধানশ্রবণাচ্চ; বিদ্যমানস্যৈবোপ-সমাধানম্। পরিস্তীর্য্য দর্ভান্; আবৃতা—স্মার্ত্তত্বাৎ কর্ম্মণঃ স্থালীপাকাবৃৎ পরিগৃহ্যতে, তয়া আজ্যং সংস্কৃত্য; পুংসা নক্ষত্রেণ পুংনাম্না নক্ষত্রেণ পুণ্যাহসংযুক্তেন, মন্থং সর্ব্বৌষধফলপিষ্টং তত্রৌদুম্বরে চমসে দধনি

মধুনি ঘৃতে চ উপনিচ্য, একযোগদ্বয়ং উপসংমথ্য, অগ্নির মধ্যে সংস্থাপ্য, ঔদুম্বরেণ স্রুবেণ আবাপস্থানে আজ্যস্য জুহোতি এতৈর্মন্ত্রৈঃ 'যাবন্তো দেবাঃ' ইত্যাদিভিঃ ॥ ৩৯৫ ॥ ১ ॥

টীকা। ব্রাহ্মণান্তরমবতার্য্য সংগতিমাহ—স য ইতি। তমেতি নির্দ্ধারণে সপ্তমী। কথং তর্হি বিত্তোপার্জ্জনং সংভবতি, তত্রাহ—স্বস্তেতি। তদর্থং নিয়মিতং কর্ম্মেতি যাবৎ। ননু মহত্ত্বং প্রার্থনীয়ং কর্ম্মারভ্যতে, মহৎ প্রাপ্নুয়ামিতি শ্রুতেঃ, তৎকথমন্যৎ প্রতিজ্ঞাতমিতি শঙ্কতে—মহত্ত্বেতি। পরিহরতি—মহত্ত্বে চেতি। উক্তেঽর্থে শ্রুত্যক্ষরাণি যোজয়তি—তদুচ্যতে ইত্যাদিনা। স যো বিত্তার্থী স্যাত্তেন, তদেবং কর্ম্মেতি শেষঃ। যত্র কস্মিংশ্চিদ্বিত্তার্থিনস্তদীদং কর্ম্ম স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—কর্ম্মণ্যধিকৃত ইতি। তত্র বিত্তার্থিনি পুংসীতি যাবৎ। উপসদো যাগেষ্টিবিশেষাঃ জ্যোতিষ্টোমে প্রবর্গ্যাঙ্গমিতি শেষঃ। কিং পুনস্তাসু ব্রতমিতি, তদাহ—তত্র চেতি। যদুপসৎসু স্তনোপচয়াপচয়াভ্যাং পয়োভক্ষণং যজমানস্য প্রসিদ্ধং, তদত্রোপসদ্ব্রতমিত্যর্থঃ। প্রকৃতেঽপি তর্হি স্তনোপচয়াভ্যাং পয়োভক্ষণং স্যাদিতি চেন্নেত্যাহ—অত্র চেতি। মন্থাখ্যং কর্ম্ম সপ্তম্যর্থঃ। তৎকর্ম্মেত্যুপসদ্রূপকর্ম্মোক্তিঃ। কেবলমিত্যস্যৈবার্থমাহ—ইতি-কর্ত্তব্যতাশূন্যমিতি। সমাসান্তরমাশ্রিত্য শঙ্কতে—নান্বিতি। কর্ম্মধারয়রূপং সমাসবাক্যং তদিত্যুক্তম্। মন্থাখ্যস্য কর্ম্মণঃ স্মার্ত্তত্বাদত্র শ্রুত্যুক্তানামুপসদামুপসংগ্রহাভাবাৎ কর্ম্মধারয়ঃ সিধ্যতীত্যুত্তরমাহ—উচ্যত ইতি। ২

মন্থকর্ম্মণঃ স্মার্ত্তত্বমাক্ষিপতি—নন্বিতি। পরিসমূহনপরিলেপনাদ্যুপসমাধানাদেঃ স্মার্ত্তার্থস্যাত্রোচ্যমানত্বাদিয়ং শ্রুতিঃ স্মৃত্যনুবাদিনী যুক্তা, তথা চৈতৎ কর্ম্ম তদন্ত্যেব স্মার্ত্তমিতি পরিহরতি—স্মৃতীতি। ননু শ্রুতেন স্মৃত্যনুবাদিনীত্বং, বৈপরীত্যাৎ, অতো ভবতীদং শ্রৌতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—শ্রৌতত্বে হীতি। যদীদং কর্ম্ম শ্রৌতং, তদা জ্যোতিষ্টোমেনাস্য প্রকৃতিবিকৃতিভাবঃ স্যাৎ। সমগ্রাঙ্গসংযুক্তা প্রকৃতির্বিকলাঙ্গসংযুক্তা চ বিকৃতিঃ। প্রকৃতিবিকৃতিভাবে চ বিকৃতিকর্ম্মণঃ প্রাকৃতধর্ম্মগ্রাহিত্বাদুপসদ এব ব্রতমিতি বিগৃহ্য সর্ব্বমিতিকর্ত্তব্যতারূপং শক্যং গ্রহীতুং, ন চাত্র শ্রৌতত্বমস্তি পরিলেপনাদিসংবন্ধাৎ। ন চ পূর্ব্বভাবিত্বাঃ শ্রুতেরুক্তরীত্যাবিষয়ত্বাদ্বাদিত্বাদিনিত্যত্বাবৈকাল্যবিষয়ত্বাভ্যুপগমাদিতি ভাবঃ। মন্থকর্ম্মণঃ স্মার্ত্তত্বে লিঙ্গমাহ—অত এবেতি। তত্রৈব হেত্বন্তরমাহ—সর্ব্বা চেতি। মন্থগতেতিকর্ত্তব্যতা হত্রায়ুদিত্যুচ্যতে। উপসদ এব ব্রতমিতি বিগ্রহাসংভবাদুপসৎসু ব্রতমিত্যস্মদুক্তং নিরুপসংহতমিতিশব্দঃ। পয়োব্রতী সন্নবক্ষ্যমাণেন ক্রমেণ জুহোতীতি সংবন্ধঃ। ১

তাম্রমৌদুম্বরমিতি শব্দং ব্যাচষ্টে—উদুম্বরবৃক্ষময় ইতি। তস্যৈবেতি প্রকৃতপাত্রপরামর্শঃ। উদুম্বরত্বেঽপি বিকল্পমাশঙ্ক্যাহ—আকার ইতি। অত্রেতি পাত্রনির্দেশঃ, অসংভবাদশক্যত্বাচ্চ সর্ব্বৌষধং সমাহৃত্যেত্যযুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যথাসংভবমিতি। তদবধিমু নিয়মং দর্শয়তি—তত্রেতি। পরিসংখ্যাং ব্যাবর্ত্তি—অধিকেতি। ব্রীহি

সংস্কৃত্যাত্রেতিপদস্য প্রদর্শনার্থমেব কলিতং বাক্যার্থং কথয়তি—অন্যদপীতি। তদধ্যায়ীনাং মুক্তেষণাবতঃ পরিসমূহনাদিরূপে কিং প্রমাণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ক্রমমিতি।

তত্রেতি পরিসমূহনাদ্যুক্তিঃ। হোমাধারমেব ত্রেতাগ্নিপক্ষিসমূহনং দারয়তি—অগ্নিমিতি। আবসথ্যোঽগ্নৌ হোম ইতি শেষঃ। কথমেতাবতা ত্রেতাগ্নিপরিত্যাগস্তত্রাহ—একবচনাদিতি। কথমুপসমাধানশ্রবণং ত্রেতাগ্নিনিবারকং, তত্রাহ—বিদ্যমানস্যেতি। আহবনীয়াদেস্তাবেবত্বাৎ ন প্রাগেব সত্বমিতি ভাবঃ। মধ্যে অন্তাগ্নেস্তেতি শেষঃ। আবাপস্থানমাহুতিবিশেষপ্রক্ষেপপ্রদেশঃ। যে জাতবেদস্তদধীনা যাবন্তো দেবা বক্রমতয়ঃ সন্তো মনোর্থান্ প্রতিঘ্নন্তি, তেভ্যোঽহমাজ্যভাগং যথার্পয়ামি; তে চ তেন তৃপ্তা তৃপ্তা সর্ব্বৈরপি পুরুষার্থৈর্মাং তর্পয়ন্তু। অহং চ যদধীনোঽর্পিত ইত্যাত্মমন্ত্রার্থঃ। জাতং জাতং বেত্তীতি বা, জাতে জাতে বিদ্যত ইতি বা জাতবেদাঃ। যা দেবতা কুটিলমতিস্তু যা সর্ব্বৈবাহমেব ধারয়তীতি মত্বা আমাশ্রিত্য বর্ত্ততে, তাং সর্ব্বসাধনীং দেবতামহং ঘৃতস্য ধারয়া যজে স্বাহেতি পূর্ব্ববদ্ দ্বিতীয়মন্ত্রার্থঃ। ৩।১।১।

ভাষ্যানুবাদ। 'সঃ যঃ কাময়েত' ইত্যাদি। ইতঃপূর্ব্বে জ্ঞান (উপাসনা) ও কর্ম্মের গতি বা ফল উক্ত হইয়াছে; তন্মধ্যে জ্ঞান হইতেছে স্বতন্ত্র অর্থাৎ অন্যের অনধীন, আর কর্ম্ম হইতেছে দৈব ও মানুষ বিত্তসাধ্য; সুতরাং তদুভয়ের অধীন; সেইজন্য কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত বিত্ত উপার্জ্জন করা আবশ্যক হয়; কিন্তু যাহাতে প্রত্যবায় না জন্মে, এমন উপায়ে তাহা করিতে হয়; এই কারণে মহত্ব বা শ্রেষ্ঠতা লাভের নিমিত্ত 'মন্থ' নামক কর্ম্মের অনুষ্ঠানপদ্ধতি বর্ণিত হইতেছে; কেন না, মহত্ব লাভ হইলে, ধনপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবিনী; [সুতরাং তাহা না বলিলেও বুঝিতে পারা যায়।] এখন সেই মন্থাখ্য কর্ম্মের কথা বর্ণিত হইতেছে—'স যঃ কাময়েত' ইত্যাদি।১

সেই কর্ম্মের অধিকারী যে ব্যক্তি বিত্তাভিলাষী হইয়া কামনা করে; কি [কামনা করে]? না, আমি যেন মহত্ব প্রাপ্ত হই অর্থাৎ আমি যেন মহান্—বড় লোক হইতে পারি। তদ্বিষয়ে প্রথমতঃ মন্থ কর্ম্মের উপযুক্ত কাল বলা হইতেছে—উদগয়নে অর্থাৎ সূর্য্য যে সময় উত্তর দিকে গমন করেন, সেই উত্তরায়ণে; তন্মধ্যেও আবার আপূর্য্যমাণ পক্ষের শুক্লপক্ষের,—শুক্লপক্ষেরও সকল দিনেই প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল, [তন্নিবৃত্ত্যর্থ] বলিতেছেন—পুণ্যাহে—আপনার কার্য্য-সিদ্ধিপ্রদ অনুকূল দিবসে; দ্বাদশাহ, অর্থাৎ যে পুণ্য দিনে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করে, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী পুণ্যাহ লইয়া দ্বাদশ দিবস উপসদ্ব্রতী;

'উপসদ্‌ব্রত, অর্থ—উপসদ্ সমূহে নির্দিষ্ট যে ব্রত (নিয়ম), তাহা গ্রহণ করিয়া; 'উপসদ্' কাহাকে বলে, তাহা জ্যোতিষ্টোম যাগে প্রসিদ্ধ আছে। তাহার নিয়ম এই যে, স্তনের উপচয় (বৃদ্ধি বা পুষ্টি) ও অপচয় (হ্রাস) অনুসারে দুগ্ধ ভক্ষণ করিতে হয়; সেই ব্রত-সম্পন্ন হইয়া;—এখানে সেই ক্রিয়ার সম্পূর্ণ উপদেশ না থাকায়, শুধু দুগ্ধপান মাত্র গ্রহণ করিতে হইবে, অন্যান্য 'ইতিকর্ত্তব্যতা' (অনুষ্ঠান প্রণালী) গ্রহণ করিতে হইবে না। এখন প্রশ্ন হইতেছে—['উপসদ্‌ব্রত' কথায়] যখন উপসদের ব্রত, এইরূপ সমাস-বাক্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তখন ত উপসদ্-সম্পর্কিত সমস্ত ইতিকর্ত্তব্যতাই গ্রহণীয় হইতে পারে; তবে তাহা গ্রহণ করা হইতেছে না কেন? [এই প্রশ্নের উত্তরে] বলা হইতেছে যে,—এই কর্ম্মের স্মার্ত্তত্বই উহার হেতু, অর্থাৎ এই মন্থাখ্য কর্ম্মটী স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত; [সুতরাং ইহাতে বৈদিক কর্ম্মের সমস্ত ইতিকর্ত্তব্যতা গৃহীত হইতে পারে না] ২

পুনঃ প্রশ্ন হইতেছে—এই মন্থ ক্রিয়াটি যখন শ্রুতিতে বিহিত রহিয়াছে, তখন ইহা স্মার্ত্ত (স্মৃতি-বিহিত) বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে কিরূপে? [উত্তর—] মন্থাখ্য কর্ম্মাববোধক এই শ্রুতিটী হইতেছে—স্মৃতির অনুবাদিকা, অর্থাৎ স্মৃত্যুক্ত কর্ম্মেরই এই শ্রুতিতে অনুবাদ করা হইয়াছে মাত্র; শ্রৌতকর্ম্ম হইলে নিশ্চয়ই ইহার প্রকৃতি-বিকৃতিভাব হইতে পারিত; এবং তাহার ফলে বিকৃতি কর্ম্মে প্রকৃতিভূত ক্রিয়ার ধর্ম্মসমূহও গ্রহণ করিতে হইত; কিন্তু ইহা ত শ্রৌত কর্ম্মই নহে। এই কারণেই এই মন্থ ক্রিয়াটি 'আবসথ্য' বা গার্হপত্য অগ্নিতে কর্ত্তব্যরূপে বিহিত হইয়াছে; আর যত প্রকার 'আবৃৎ' আছে, সে সমস্তই স্মৃত্যুক্ত; [এখানেও সেই আবৃতের কথা রহিয়াছে]। উক্ত বাক্যের অর্থ হইতেছে এই যে, উপসদ্‌ব্রত গ্রহণপূর্ব্বক পয়োব্রতী হইয়া—।৩

ঔদুম্বরে অর্থ—উদুম্বর (যজ্ঞডুমুর) বৃক্ষনির্ম্মিতে; 'কংসে' ও 'চমসে' শব্দ দুইটি তাহারই বিশেষণ,—কংসাকার কিংবা চমসাকার ঔদুম্বর পাত্রে; সুতরাং এখানে পাত্রটির আকৃতি সম্বন্ধেই বিকল্প, কিন্তু ঔদুম্বরত্ব সম্বন্ধে বিকল্প নহে; অর্থাৎ কংসাকার বা চমসাকার ঔদুম্বর পাত্রে, সর্ব্বৌষধ—সমস্ত ওষধি শক্তি অনুসারে যথাসম্ভব সমাহৃত করিয়া; তন্মধ্যে বক্ষ্যমাণ ব্রীহি যব প্রভৃতি দশপ্রকার গ্রাম্য ওষধি অবশ্যগ্রাহ্য, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক গ্রহণ করিতে পারিলেও দোষ হইবে না। গ্রাম্য ফল সমূহও যথাশক্তি ও যথাসম্ভব [গ্রহণ করিবে]। 'ইতি' শব্দের অর্থ—কর্ম্মোপযোগী সমস্ত

সম্ভার (উপকরণ দ্রব্য সমূহ) প্রদর্শন করা, অর্থাৎ আরও যাহা কিছু সংগ্রহ করা আবশ্যক, সে সমুদয়ও সংগ্রহ করিয়া। কিরূপ ক্রমানুসারে যে, ঐ সমুদয় ওষধি ও ফল গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা গৃহসূত্র হইতে জানিতে হইবে।

পরিসমূহন ও পরিলেপন অর্থ—ভূমি-সংস্কার; [তন্মধ্যে পরিসমূহন অর্থ —ভূমি ঝাড় দেওয়া]। অগ্নি আনয়ন করিয়া; এখানে 'উপসমাধায়' কথা থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, 'আবসথ্য' নামক (গার্হপত্যসংজ্ঞক) অগ্নিতেই কার্য্য করিতে হয়; কারণ, 'অগ্নি' শব্দের উত্তর এক বচন আছে, সঙ্গে 'উপসমাধান' কথাও রহিয়াছে; কেন না, বিদ্যমান অগ্নিরই সমাধান (আনয়ন) সম্ভবপর হয়; [অতএব এখানে অগ্নিত্রয় বুঝিতে হইবে না]। কুশসমূহ বিস্তীর্ণ করিয়া; মন্থ কর্ম্মটী স্মৃত্যুক্ত বিধায় 'আবৃৎ' শব্দে স্থালীপাক-রূপ 'আবৃৎ' গ্রহণ করিতে হইবে; সেই 'আবৃৎ' দ্বারা আজ্যের সংস্কার করিয়া, পুংনক্ষত্রে অর্থাৎ পুরুষজাতীয় নক্ষত্রযুক্ত পুণ্যাহে, পিষ্ট সর্ব্বৌষধ ও ফলাত্মক সেই মন্থ পূর্ব্বোক্ত চমসাকার ঔদুম্বর পাত্রে দধি, মধু ও ঘৃত দ্বারা সিক্ত করিয়া (ভিজাইয়া) একটী মন্থন দণ্ড দ্বারা বিমথিত করিয়া, অগ্নি ও নিজের মধ্যস্থলে সংস্থাপনপূর্ব্বক ঔদুম্বর স্রুব (হাতার ন্যায় এক প্রকার পাত্র), দ্বারা 'যাবন্তো দেবাঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে আজ্যসমর্পণের স্থলে হোম করিবে॥৩১৫॥১॥

জ্যেষ্ঠায় স্বাহা শ্রেষ্ঠায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রব-মবনয়তি, প্রাণায় স্বাহা বসিষ্ঠায়ৈ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, বাচে স্বাহা প্রতিষ্ঠায়ৈ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, চক্ষুষে স্বাহা সম্পদে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, শ্রোত্রায় স্বাহা, আয়তনায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, মনসে স্বাহা প্রজাত্যৈ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, রেতসে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রব-মবনয়তি ॥ ৩১৬ ॥ ২ ॥

অন্বয়ার্থঃ। ইদানীং হোমক্রমমাহ—'জ্যেষ্ঠায়' ইত্যাদিনা। জ্যেষ্ঠায় স্বাহা, শ্রেষ্ঠায় স্বাহা ইতি (আভ্যাং মন্ত্রাভ্যাম্) অগ্নৌ [বারদ্বয়ং] হুত্বা, সংস্রবং (স্রুবসংলগ্নমাজ্যং) মন্থে অবনয়তি (সমর্পয়তি); প্রাণায় স্বাহা, বসিষ্ঠায়ৈ]

স্বাহা ইতি (মন্ত্রাভ্যাং পূর্ব্ববৎ) অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি ; বাচে স্বাহা, প্রতিষ্ঠায়ৈ স্বাহা ইতি অগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তি, [ইত্যাত্মন্যৎ সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ বেদিতব্যম্] 'রেতসে স্বাহা' ইত্যারভ্য একৈকশঃ মন্ত্রমুচ্চার্য্য একৈকামাহুতিং হুত্বা মন্থে সংস্রবম্ অবনয়তীতি বিশেষঃ]॥৩১৬॥২॥

মূলানুবাদ। 'জ্যেষ্ঠায় স্বাহা শ্রেষ্ঠায় স্বাহা,' ইত্যাদি মন্ত্রে দুই দুইবার করিয়া আহুতি অর্পণ করিয়া স্রুব-সংলগ্ন আজ্য মন্থে মিশ্রিত করিবে। [এইস্থলে জ্যেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠাদিগুণরূপ চিহ্ন থাকায় বুঝিতে হইবে যে, জ্যেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠগুণযুক্ত প্রাণবিদেরই এই মন্থাখ্য কর্ম্মে অধিকার, অন্যের নহে]। সেইরূপ "চক্ষুষে স্বাহা, সম্পদে স্বাহা" বলিয়া অগ্নিতে হোম করিয়া স্রুবসংলগ্ন আজ্য মন্থে অর্পণ করিবে। "শ্রোত্রায় স্বাহা, আয়তনায় স্বাহা" বলিয়া অগ্নিতে হোম করিয়া মন্থে স্রুব অবনত করিবে। "মনসে স্বাহা প্রজাত্যৈ স্বাহা" বলিয়া পূর্ব্ববৎ অগ্নিতে হোম করিয়া সংস্রব মন্থে সংক্রামিত করিবে। তদ্রূপ "রেতসে স্বাহা" বলিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া পুনশ্চ মন্থে সংস্রব সমর্পণ করিবে ॥৩৯৬॥২॥

অগ্নয়ে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, সোমায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, ভূঃস্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, ভুবঃ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবনবনয়তি, স্বঃ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, ব্রহ্মণে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, ক্ষত্রায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, ভূতায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, ভবিষ্যতে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, বিশ্বায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমর্বনয়তি, সর্ব্বায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, প্রজাপতয়ে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ॥ ৩৯৭ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ। 'অগ্নয়ে স্বাহা' ইতি (অনেন মন্ত্রেণ) [স্বহং] অগ্নৌ হুত্বা সংস্রবং (স্রুবলগ্নমাজ্যং) মন্থে অবনয়তি, [ইত্যাদি সর্ব্বং দ্বিতীয়-শ্রুতিবৎ] ৩৭॥৩॥

মূলানুবাদ। "অগ্নয়ে স্বাহা" বলিয়া অগ্নিতে হোম করিয়া মন্থে সংস্রব অবনত করিবে। "সোমায় স্বাহা, ভূঃ স্বাহা, ভুবঃ স্বাহা, ভূর্ভুবঃ, স্বঃ স্বাহা, ব্রহ্মণে স্বাহা, ক্ষত্রায় স্বাহা, ভূতায় স্বাহা, বিশ্বায় স্বাহা, সর্ব্বায় স্বাহা, এবং প্রজাপতয়ে স্বাহা" বলিয়া এক একবার অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে ॥৩৯৭॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। জ্যেষ্ঠায় স্বাহা শ্রেষ্ঠায় স্বাহেত্যারভ্য দ্বে দ্বে আহুতী হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, স্রুবাবলেপনমাজ্যং মন্থে সংস্রাবয়তি। এতস্মাদেব জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায়েত্যাদিপ্রাণলিঙ্গাদ্ জ্যেষ্ঠশ্রেষ্ঠাদিপ্রাণবিদ এবাস্মিন্ কর্ম্মণ্যধিকারঃ। 'রেতসে' ইত্যারভ্য একৈকামাহুতিং হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি, অপরয়োপমন্থ্যা পুনর্ম্মথ্নাতি ॥ ৩১৬—৩১৭ ॥ ২—৩ ॥

টীকা। জ্যেষ্ঠায়েত্যাদিমন্ত্রেষু প্রসিতমর্থমাহ—এতস্মাদেবেতি। দ্বে দ্বে আহুতী হুত্বেত্যুক্তং, তত্র সর্ব্বত্র দ্বিত্বপ্রসক্তং প্রত্যাচষ্টে—রেতস ইত্যারভ্যেতি। সংস্রবঃ স্রুবাবলিপ্তমাজ্যম্। ৩১৬—৩১৭—২। ৩।

ভাষ্যানুবাদ। 'জ্যেষ্ঠায় স্বাহা শ্রেষ্ঠায় স্বাহা' এই হইতে আরম্ভ করিয়া দুই দুইটী আহুতি অর্পণ করিয়া স্রুবসংলগ্ন আজ্যটুকু মন্থের মধ্যে অর্পণ করিবে। এখানে জ্যেষ্ঠত্ব শ্রেষ্ঠত্বরূপ প্রাণধর্ম্ম কথিত থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, এই মন্থাখ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে কেবল প্রাণতত্ত্ববিদেরই অধিকার। 'রেতসে স্বাহা' হইতে আরম্ভ করিয়া একবার মাত্র আহুতি অর্পণ করিয়া স্রুবসংলগ্ন আজ্য মন্থে অর্পণ করিবে, এবং অপর একটী মন্থন দণ্ড দ্বারা পুনর্ব্বার তাহা মর্দ্দন করিবে ॥৩১৬-৭॥২-৩॥

অথৈনমভিমৃশতি—ভ্রমদসি জ্বলদসি পূর্ণমসি প্রস্তব্ধমস্যেক-সভমসি হিঙ্কৃতমসি হিঙ্ক্রিয়মাণমস্যুদ্গীথমসি উদ্গীয়মানমসি শ্রাবিতমসি প্রত্যাশ্রাবিতমস্যার্দ্রে সন্দীপ্তমসি বিভূরসি প্রভূরস্যন্নমসি জ্যোতিরসি নিধনমসি সংবর্গোঽসীতি ॥৩৯৮॥৪॥

অন্বয়ার্থঃ। অথ (অনন্তরং) [যজ্ঞমানেন মন্ত্রেণ] এনং (মন্থং) অভিমৃশতি (স্পৃশতি) [হে মন্থ,] ত্বং ভ্রমৎ (প্রাণস্বরূপতয়া চঞ্চলম্) অসি; জ্বলৎ (অগ্নিরূপত্বাৎ প্রকাশাত্মকম্) অসি; পূর্ণং (ব্রহ্মরূপেণ পরিপূর্ণম্) অসি; প্রস্তব্ধং (নভোরূপেণ নিশ্চলম্) অসি; একসভং (সর্ব্বৈরবিরোধিত্বাৎ সর্ব্বজগদাত্মকম্) অসি; হিংকৃতং (যজ্ঞারম্ভে করণীয়ং হিঙ্কৃতমপি ত্বম্) অসি; হিঙ্ক্রিয়মাণং (যজ্ঞমধ্যে ক্রিয়মাণমপি) অসি; উদ্গীথং (যজ্ঞারম্ভে পঠনীয়ং) অসি; উদ্গীয়মানং (যজ্ঞমধ্যে অনুষ্ঠীয়মানং) অসি; শ্রাবিতং (অধ্বর্য্যুকৃতং শ্রাবিতং চ) অসি; প্রত্যাশ্রাবিতং (আগ্নীধ্রেণ প্রত্যাশ্রাবিতম্) অসি; আর্দ্রে (মেঘোদয়ে) সংদীপ্তং (বিদ্যুদ্রূপেণ প্রকাশমানং) অসি; বিভূঃ (বিবিধং ভবতীতি বিভূঃ) অসি; প্রভূঃ (সমর্থঃ) অসি; অন্নং (সোমাত্মকত্বাৎ ভক্ষ্যম্) অসি; জ্যোতিঃ (অগ্নিরূপেণ ভোক্তৃত্বাৎ জ্যোতিঃস্বরূপম্) অসি; নিধনং (কারণত্বাৎ লয়স্বরূপম্) অসি; [বাগাদীনাম্ অগ্ন্যাদীনাং চ সংহরণাৎ] সংবর্গশ্চ অসি ইতি ॥৩৯৮॥৪॥

মূলানুবাদ। অনন্তর কর্ম্মকর্ত্তা, তুমিই ভ্রমৎ—ভ্রমণকারী, জাজ্বল্যমান, পরিপূর্ণ, প্রস্তব্ধ, হিঙ্কৃত, হিঙ্ক্রিয়মাণ, উদ্গীথ, উদ্গীয়মান, শ্রাবিত, প্রত্যাশ্রাবিত, আর্দ্র কাষ্ঠাদিতে প্রদীপ্ত, বিভু, প্রভু, অন্ন, জ্যোতিঃ, নিধন এবং সংবর্গরূপে অবস্থিত রহিয়াছ, এই বলিয়া মন্থদ্রব্য স্পর্শ (একত্র মিশ্রিত) করিবে ॥৩৯৯॥৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথৈনমভিমৃশতি—'ভ্রমদসি' ইত্যনেন মন্ত্রেণ ॥ ৩৯৮ ॥ ৪ ॥

টীকা। মন্থদ্রব্যস্য প্রাণদেবতাকত্বাৎ প্রাণেনৈকীকৃত্য সর্ব্বাত্মকত্বং; তথাচ সর্ব্বদেহেষু প্রাণরূপেণ ত্বং ভ্রমদসি, প্রাণস্য চলনাত্মকত্বাত্তদ্রূপত্বাচ্চ। তত্রাগ্নিরূপেণ চ ত্বং জ্বলদসি প্রকাশাত্মকত্বাদগ্নেস্তদ্রূপত্বাচ্চ। তদনু ব্রহ্মরূপেণ ত্বং পূর্ণমসি। নভোরূপেণ প্রস্তব্ধং নিষ্কম্পমসি, সর্ব্বৈরবিরোধিত্বাৎ সর্ব্বমপি জগদেকসভমাত্মস্বত্বতাব্যাপারিচ্ছিন্নতয়া স্থিতং যত্ত ত্বমসি। প্রস্তোত্রা যজ্ঞারম্ভে ত্বমেব হিংকৃতমসি। তেনৈব যজ্ঞমধ্যে হিংক্রিয়মাণং চাসি। উদ্গাত্রা চ যজ্ঞারম্ভে তন্মধ্যে চোদ্গীথমুদ্গীয়মানং চাসি। অধ্বর্য্যুণা ত্বং শ্রাবিতমসি। আগ্নীধ্রেণ চ প্রত্যাশ্রাবিতমসি। আর্দ্রে মেঘোদরে সম্যগ্দীপ্তমসি। বিবিধং ভবতীতি বিভূঃ। প্রভূঃ সমর্থো. ভোগ্যরূপেণ সোমাত্মনা স্থিতত্বাদন্নং ভোক্তৃ-রূপেণাগ্ন্যাত্মনা জ্যোতিঃ; কারণত্বান্নিধনং লয়োঽধ্যাত্মাধিদৈবয়োর্ব্বাগাদীনামগ্ন্যাদীনাং চ সংহরণাৎ ত্বং সংবর্গোঽসীত্যভিমর্শনমন্ত্রার্থঃ। ৩৯৮॥ ৪।

ভাষ্যানুবাদ। অতঃপর 'ভ্রমৎ অসি' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক মন্থ দ্রব্য স্পর্শ বা আলোড়ন করিবে ॥৩১৮॥৪॥

অথৈনমুদ্যচ্ছত্যামংস্যামংহি তে মহি স হি রাজেশানোঽধিপতিঃ, স মাং রাজেশানোঽধিপতিং করোত্বিতি ॥৩১৯॥৫॥

অন্বয়ার্থঃ। অথ (অনন্তরং) [অনেন মন্ত্রেণ] এনং (মন্থং) উদ্যচ্ছতি (পাত্রেণ সহ উত্থাপ্য হস্তে গৃহ্লাতি—) [হে মন্থ, ত্বং] আমংসি (সর্ব্বং বিজানাসি); তে (তব) মহি [মহত্তরং রূপং] আমংহি (মন্যামহে) [বিয়ম্]। সঃ (প্রাণরূপঃ) রাজা ঈশানঃ অধিপতিশ্চ; সঃ রাজা ঈশানঃ অধিপতিশ্চ [প্রাণঃ] মাম্ অধিপতিং করোতু ইতি ॥৩১৯॥৫॥

মূলানুবাদ। অনন্তর, হে মন্থ, প্রাণ স্বরূপ তুমি সমস্ত অবগত আছ; আমরাও তোমাকে সেই মহত্তররূপই মনে করি। রাজা ঈশান সেই প্রাণই ইহার অধিপতি; তিনি আমাকে অধিপতি করুন। এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক উহা হস্তে গ্রহণ করিবে ॥৩১৯॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথৈনমুদ্যচ্ছতি সহ পাত্রেণ হস্তে গৃহ্লাতি—আমংস্যামংহি তে মহি' ইত্যনেন ॥ ৩১৯ ॥ ৫ ॥

টীকা। আমংসি ত্বং সর্ব্বং বিজানাসি। বয়ং চ তে তব মহি মহত্তরং রূপমামংহি মন্যামহে। স হি প্রাণো রাজাদিগুণঃ, স চ মাং তথাভূতং করোত্বিত্যুদ্যমনমন্ত্রার্থঃ ॥ ৩১৯॥৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ। অতঃপর আমংসি, আমং হি তে মহি ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া মন্থ পাত্রের সহিত মন্থ হস্তে তুলিয়া লইবে ॥৩১৯॥৫॥

অথৈনমাচামতি—তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যম্। মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ ভূঃ স্বাহা। ভর্গো দেবস্য ধীমহি। মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ভুবঃ স্বাহা। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। স্বঃ স্বাহেতি। সর্ব্বাঞ্চ সাবিত্রীমন্বাহ সর্ব্বাশ্চ মধুমতীঃ; অহমেবেদং সর্ব্বং ভূয়াসং ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহেত্যন্তত আচম্য পাণী প্রক্ষাল্য জঘনেনাগ্নিং প্রাক্‌শিরাঃ সংবিশতি, প্রাতরাদিত্যমুপতিষ্ঠতে—

দিশামেকপুণ্ডরীকমস্ত্যহং মনুষ্যাণামেকপুণ্ডরীকং ভূয়াসমিতি, যথেতমেত্য জঘনেনাগ্নিমাসীনো বংশং জপতি ॥ ৪০০ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অথ (অনন্তরং) এনং (মন্থং) আচামতি (বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ ভক্ষয়তি)—[অত্র চ গায়ত্র্যা মধুমত্যাশ্চ প্রথম-পাদাভ্যাম্, ব্যাহৃতেশ্চ প্রথমাবয়বেন প্রথমবারং ভক্ষণম্, দ্বিতীয়-পাদাভ্যাং দ্বিতীয়েন চ ব্যাহৃত্যবয়বেন দ্বিতীয়বারং ভক্ষণম্, তৃতীয়পাদাভ্যাং তৃতীয়েন চ ব্যাহৃত্যবয়বেন তৃতীয়বারং ভক্ষণম্, চতুর্থবারং তু তূষ্ণীং ভক্ষণং কার্য্যমিতি জ্ঞেয়ম্।] দেবস্য (প্রকাশমানস্য) সবিতুঃ (জগৎপ্রসবকর্ত্তুঃ) তৎ (প্রসিদ্ধং) বরেণ্যং (বরণীয়ং) ভর্গঃ (তেজঃ) ধীমহি (চিন্তয়ামঃ); যঃ (সবিতা) নঃ (অস্মাকং) ধিয়ঃ (বুদ্ধীঃ) প্রচোদয়াৎ (প্রেরয়েৎ), [তস্য তৎ ধীমহি ইতি সম্বন্ধঃ]। বাতাঃ (বায়ুভেদাঃ) মধু (সুখং যথাস্যাৎ) ঋতায়তে (প্রবহন্তু), সিন্ধবঃ (নদ্যঃ) মধু ক্ষরন্তি (মধুররসং যথা স্যাৎ, তথা স্রবন্তু); ওষধীঃ (তৃণলতাঃ) মাধ্বীঃ (মধুরাঃ) সন্তু; নক্তং (রাত্রিঃ) উষসঃ (দিবসাঃ) উত (অপি) মধু (প্রীতিকরাঃ) [সন্তু]; পার্থিবং রজঃ (ধূলিঃ) মধুমৎ (মধুরং) [অস্তু]; নঃ (অস্মাকং) পিতা দ্যৌঃ (দ্যুলোকঃ) মধু (প্রিয়া) [অস্তু]; বনস্পতিঃ (সোমঃ) নঃ (অস্মাকং সম্বন্ধে) মধুমান্ [অস্তু]; সূর্য্যঃ মধুমান্ অস্তু; গাবঃ (দিশঃ) নঃ (অস্মাকং) মাধ্বীঃ [মধুরাঃ] ভবন্তু। সর্ব্বাং চ সাবিত্রীং সর্ব্বাঃ চ মধুমতীঃ অন্বাহ (উক্ত্বা ব্রবীতি) 'অহম্ এব সর্ব্বং ভূয়াসম্' [এবমুক্ত্বা] ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা ইতি [সর্ব্বং ভক্ষয়েৎ]।

অন্ততঃ (অন্তে) চ আচম্য (আচমনং কৃত্বা) পাণী (হস্তদ্বয়ং) প্রক্ষাল্য, অগ্নিং জঘনেন (অগ্নেঃ পশ্চাৎ) প্রাক্‌শিরাঃ সন্ সংবিশতি (রাত্রৌ শয়ীত); প্রাতঃ উত্থায় (শয্যাম্ পরিত্যজ্য) [বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ] আদিত্যং উপতিষ্ঠতে—[হে সূর্য্য, ত্বং] দিশাং একপুণ্ডরীকং (অদ্বিতীয়পদ্মস্বরূপং) অসি; অহং [অপি] মনুষ্যাণাং একপুণ্ডরীকং ভূয়াসম্—ইতি [উক্ত্বা] যথেতং (যথাগতং—গমনপদ্ধতিক্রমেণ) এত্য (প্রত্যাগত্য) অগ্নিং জঘনেন (অগ্নেঃ পার্শ্বে) আসীনঃ সন্ বংশং (বংশব্রাহ্মণং) জপতি (জপেৎ) ইত্যর্থঃ ॥৪০০॥৬॥

মূলানুবাদ। অনন্তর বক্ষ্যমাণ মন্ত্রক্রমে এই মন্থ ভক্ষণ করিবে। [এখানে গায়ত্রীর এক পাদ, মধুমতীর একপাদ এবং ব্যাহৃতির প্রথম অংশ পাঠপূর্ব্বক মন্থের প্রথম অংশ, গায়ত্রী ও

মধুমতীর দ্বিতীয় পাদ ও ব্যাহৃতির দ্বিতীয় অংশ পাঠ ক্রমে দ্বিতীয় অংশ, গায়ত্রী ও মধুমতীর তৃতীয় পাদ ও ব্যাহৃতির তৃতীয় অংশ পাঠপূর্ব্বক তৃতীয় অংশ, এবং বিনামন্ত্রে তুষ্ণীম্ভাবে পাত্র প্রক্ষালনপূর্ব্বক সমস্তটা ভক্ষণ করিবে।] মন্ত্রার্থ এইরূপ—দীপ্তিমান্ সবিতার সেই বরণীয় ভর্গ আমরা চিন্তা করিতেছি, যে ভর্গ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিসমূহ কার্য্যে প্রেরণ করিয়া থাকেন। [মধুমতী মন্ত্রের অর্থ—] বায়ুসমূহ সুখাবহ হইয়া প্রবাহিত হউক, নদী সমূহ মধুর রস ক্ষরণ করুক; ওষধি তৃণ-লতা সমূহ আমাদের নিকট মধুররসযুক্ত হউক; রাত্রি ও দিন মধুময় হউক; পার্থিব ধূলী প্রীতিময় হউক, আমাদের পিতৃস্থানীয় দ্যুলোক প্রিয় হউক, বনস্পতি (চন্দ্র বা সোম) আমাদের পক্ষে মধুমান্ হউক, সূর্য্য ও মধুপূর্ণ হউক; গো—রশ্মিসমূহ আমাদের সম্বন্ধে মাধ্বী (প্রীতিকর) হউক। [ইহার পর] 'স্বাহা' উচ্চারণপূর্ব্বক তিনভাগ ভক্ষণ করিবে। শেষে সমস্ত সাবিত্রী ও সম্পূর্ণ মধুমতী মন্ত্রপাঠ করিয়া 'আমিই যেন এই সমুদয় ভাব প্রাপ্ত হইতে পারি'—বলিয়া সমস্ত ব্যাহৃতি ও 'স্বাহা' শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক পাত্র প্রক্ষালন করিয়া অবশিষ্ট সমস্তটা পান করিবে।

পরে আচমন ও হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া, পূর্ব্বশিরা হইয়া অগ্নির পার্শ্বে শয়ন করিবে। পর দিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আদিত্যের উপাসনা করিবে,—[হে সূর্য্য, তুমি] হইতেছ সমস্ত দিকের অদ্বিতীয় পুণ্ডরীক (পদ্ম); আমিও যেন মনুষ্যগণের মধ্যে অদ্বিতীয় পুণ্ডরীকতুল্য হইতে পারি; এই বলিয়া, যেভাবে গমন করিয়াছিল, সেই ভাবে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক উপবেশন করিয়া বংশব্রাহ্মণ জপ করিবে॥ ৪০০ ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথৈনমাচামতি - ভক্ষয়তি, গায়ত্র্যাঃ প্রথমপাদেন মধুমত্যৈকয়া ব্যাহৃত্যা চ প্রথময়া প্রথমগ্রাসমাচামতি। তথা গায়ত্রীদ্বিতীয়পাদেন, মধুমত্যা দ্বিতীয়য়া দ্বিতীয়য়া চ ব্যাহৃত্যা দ্বিতীয়ং গ্রাসম্; তথা তৃতীয়েন গায়ত্রীপাদেন, তৃতীয়য়া মধুমত্যা, তৃতীয়য়া চ ব্যাহৃত্যা

তৃতীয়ং গ্রাসম্। সর্ব্বাং সাবিত্রীং সর্ব্বাশ্চ মধুমতীরুক্ত্বা 'অহমেবেদং সর্ব্বং ভূয়াসম্', ইতি চ অন্তে 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা' ইতি সমস্তং ভক্ষয়তি। যথা চতুর্ভির্গ্রাসৈস্তদ্দ্রব্যং সর্ব্বং পরিসমাপ্যতে, তথা পূর্ব্বমেব নিরূপয়েৎ। যৎ পাত্রাবলিপ্তম্, তৎ পাত্রং সর্ব্বং নির্ণিজ্য তূষ্ণীং পিবেৎ। পাণী প্রক্ষাল্য আপ আচম্য, জঘনেনাগ্নিং পশ্চাদগ্নেঃ, প্রাক্শিরাঃ সংবিশতি। প্রাতঃসন্ধ্যামুপাস্য আদিত্যমুপতিষ্ঠতে—'দিশামেকপুণ্ডরীকম্' ইত্যনেন মন্ত্রেণ। যথেতং যথাগতম্, এত্যাগত্য জঘনেনাগ্নিম্ আসীনো বংশং জপতি ॥ ৪০০ ॥ ৬ ॥

টীকা। তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং বরণীয়ং শ্রেষ্ঠং পদং ধীমহীতি সংবন্ধঃ। বাতা বায়বো মধু সুখমৃতায়তে বহন্তি। সিন্ধবো নদ্যো মধু ক্ষরন্তি মধুররসান্ স্রবন্তি। ওষধীস্তাস্মান্ প্রতি মাধ্বীর্মধুররসাঃ সন্তু। দেবস্য সবিতুর্ভর্গস্তেজোঽয়ং বা প্রস্তুতং পদং চিন্তয়ামঃ। নক্তং রাত্রিরুতোষসো দিবসাশ্চ মধু প্রীতিকরাঃ সন্তু। পার্থিবং রজো মধুমদস্তুবেগকরমস্তু। দ্যৌশ্চ পিতা নোঽস্মাকং মধু সুখকরোঽস্তু। যঃ সবিতা নোঽস্মাকং ধিয়ো বুদ্ধীঃ প্রচোদয়াৎ প্রেরয়েত্তস্য তদ্বরেণ্যমিতি সংবন্ধঃ। বনস্পতিঃ সোমোঽস্মাকং মধুমানস্তু। গাবো রশ্ময়ো দিশো বা মাধ্বীঃ সুখকরাঃ সন্তু। অন্ত-শব্দাদিতিশব্দাচ্চোপরিষ্টাদুক্তোঽস্তুবঃ। এবং গ্রাসচতুষ্টয়ে নির্বৃত্তে সত্যবশিষ্টে দ্রব্যে কিং কর্ত্তব্যং, তত্রাহ–যদিতি। পাত্রাবশিষ্টস্য পরিত্যাগং বারয়তি—যদিতি। নির্ণিজ্য প্রক্ষাল্যেতি যাবৎ। পাণিপ্রক্ষালনসামর্থ্যাৎপ্রাপ্তং শুদ্ধ্যর্থং স্মার্ত্তমাচমনমনুজানাতি – অপ আচম্যেতি। একপুণ্ডরীকশব্দোঽখণ্ডশ্রেষ্ঠবাচী ॥ ৪০০॥৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ। অনন্তর গায়ত্রীর প্রথম পাদ, মধুমতীর প্রথম পাদ এবং ব্যাহৃতির প্রথমাবয়ব দ্বারা প্রথম গ্রাস ভক্ষণ করিবে; তদ্রূপ গায়ত্রীর দ্বিতীয় পাদ, মধুমতীর দ্বিতীয় পাদ এবং ব্যাহৃতির দ্বিতীয় অংশ পাঠ করিয়া দ্বিতীয় গ্রাস ভক্ষণ করিবে; সেইরূপ গায়ত্রী ও মধুমতীর তৃতীয় পাদ ও তৃতীয় ব্যাহৃতি দ্বারা তৃতীয় গ্রাস ভক্ষণ করিবে। পরিশেষে সমস্ত গায়ত্রী এবং সম্পূর্ণ মধুমতী ও ব্যাহৃতি উচ্চারণপূর্ব্বক 'আমিই যেন এই সমস্ত জগৎ-স্বরূপ' এইরূপ জ্ঞান করত "ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা" বলিয়া সমস্ত গ্রাস ভক্ষণ করিবে। এখানে জানা উচিত যে, ভক্ষণের পূর্ব্বেই ভক্ষণীয় দ্রব্য সমুদয় এমন ভাবে সজ্জিত রাখিতে হইবে, যাহাতে চারি গ্রাসেই সে সমস্ত নিঃশেষরূপে ভক্ষিত হইতে পারে; আর পাত্র-লিপ্ত যাহা কিছু থাকিবে, তৎসমস্তও পাত্র প্রক্ষালন করিয়া তূষ্ণীভাবে অর্থাৎ মন্ত্র ব্যতিরেকে পান করিবে। অনন্তর, হস্ত প্রক্ষালন ও জল পান করিয়া, অগ্নির পশ্চাৎ দিকে পূর্ব্বশিরা হইয়া

শয়ন করিবে। শেষে প্রাতঃকালে সন্ধ্যা-উপাসনার পর "দিশামেকপুণ্ডরীক" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যোপস্থাপন করিবে; পশ্চাৎ যে ভাবে গমন করিয়াছিল, ঠিক সেই ভাবে প্রত্যাগত হইয়া অগ্নির পশ্চাৎভাগে উপবিষ্ট হইয়া 'বংশ-ব্রাহ্মণ' জপ করিবে ॥ ৪০০ ॥ ৬ ॥

তꣳ হৈতমুদ্দালক আরুণির্ব্বাজসনেয়ায় যাজ্ঞবল্ক্যায়ান্তেবাসিন উক্ত্বোবাচাপি য এনꣳ শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ৪০১ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। অতঃপরং মন্থকর্ম্মণঃ স্তুত্যর্থমুচ্যতে—"তং হৈতম্" ইত্যাদি। আরুণিঃ (অরুণিপুত্রঃ) উদ্দালকঃ (তন্নামধেয় ঋষিঃ) তং (প্রসিদ্ধং) এতং (মন্থং) বাজসনেয়ায় (বাজসনেয়ীশাখাপ্রবর্ত্তকায়) অন্তেবাসিনে (শিষ্যায়) যাজ্ঞবল্ক্যায় উক্ত্বা (উপদিশ্য) উবাচ হ—যঃ এনং (মন্থং) শুষ্কে অপি স্থাণৌ (বৃক্ষে) নিষিঞ্চেৎ (বিসৃজেৎ), [তত্রাপি] শাখাঃ জায়েরন্ (উৎপদ্যেরন্) পলাশানি (পত্রাণিচ) প্ররোহেয়ুঃ (প্রাদুর্ভবেয়ুঃ) ইত্যর্থঃ ॥৪০১॥৭॥

মূলানুবাদ। এখন উক্ত মন্থ কর্ম্মের প্রশংসার্থ বলিতেছেন—আরুণি উদ্দালক ঋষি বাজসনেয় (বাজসনেয়ী শাখার প্রবর্ত্তক) স্বশিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যকে এই মন্থ ক্রিয়ার উপদেশ করিয়া বলিয়াছিলেন—যদি কেহ এই মন্থ শুষ্ক বৃক্ষেও ন্যস্ত করে, [তাহা হইলে, সেই শুষ্ক বৃক্ষেও] শাখা জন্মে এবং পল্লব প্রাদুর্ভূত হয় ॥ ৪০১ ॥ ৭ ॥

এতমু হৈব বাজসনেয়ো যাজ্ঞবল্ক্যো মধুকায় পৈঙ্গ্যায়ান্তে-বাসিন উক্ত্বোবাচাপি,য এনꣳ শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ৪০২ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ। বাজসনেয়ঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ উ (অপি) অন্তেবাসিনে পৈঙ্গ্যায় মধুকায় এতং (মন্থম্) এব উক্ত্বা উবাচ হ—যঃ এনং (মন্থং) শুষ্কে স্থাণৌ অপি নিষিঞ্চেৎ, [তত্রাপি] শাখাঃ জায়েরন্ পলাশানি চ প্ররোহেয়ুঃ। [ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ] ইতি ॥ ৪০২॥৮॥

মূলানুবাদ। বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি আবার স্বশিষ্য পৈঙ্গ্য মধুককে উপদেশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি কেহ এই মন্ত্র শুষ্ক স্থাণুতেও ন্যস্ত করে, [তবে তাহাতেও] শাখা জন্মে এবং পত্ররাশি সমুৎপন্ন হয় ॥ ৪০২ ॥ ৮ ॥

এতমু হৈব মধুকঃ পৈঙ্গ্যশ্চূলায় ভাগবিত্তয়েঽন্তেবাসিন উক্ত্বোবাচাপি, য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ৪০৩ ॥ ॥

সরলার্থঃ। পৈঙ্গ্যঃ মধুকঃ উ (অপি) অন্তেবাসিনে (স্বশিষ্যায়) ভাগবিত্তয়ে চূলায় এতং (মন্ত্রং) এব উক্ত্বা উবাচ হ—যঃ এনং শুষ্কে স্থাণৌ অপি নিষিঞ্চেৎ, [তত্রাপি] শাখাঃ জায়েরন্, পলাশানি চ প্ররোহেয়ুঃ ইতি ॥ ৪০৩॥৯॥

মূলানুবাদ। পৈঙ্গ্য মধুক আবার স্বশিষ্য ভাগবিত্তি চূলকে এই মন্ত্রের সম্বন্ধে উপদেশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি কেহ এই মন্ত্র শুষ্ক স্থাণুতেও নিক্ষেপ করে, [তাহা হইলে সেখানেও] শাখা প্রাদুর্ভূত হয়, এবং পত্ররাশি উৎপন্ন হয় ॥ ৪০৩ ॥ ৯ ॥

এতমু হৈব চূলো ভাগবিত্তির্জ্জানকয়ে আয়স্থূণায়ান্তেবাসিন-উক্ত্বোবাচাপি য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ৪০৪ ॥ ১০ ॥

সরলার্থঃ। ভগবিত্তিঃ চূলঃ উ (অপি) অন্তেবাসিনে আয়স্থূণায় জানকয়ে এতম্ এব উক্ত্বা উবাচ হ—যঃ এনং শুষ্কে স্থাণৌ অপি নিষিঞ্চেৎ, [তত্রাপি] শাখাঃ জায়েরন্, পলাশানি চ প্ররোহেয়ুঃ ইতি ॥৪০৪॥১০॥

মূলানুবাদ। ভাগবিত্তি চূল ঋষি আবার স্বশিষ্য আয়স্থূণ জানকিকে এই মন্ত্রেরই উপদেশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি কেহ শুষ্ক স্থাণুতেও এই মন্ত্র নিষিক্ত করে, তবে তাহাতেও শাখা জন্মে এবং পত্ররাশি সমুৎপন্ন হয় ॥৪০৪॥১০॥

এতমু হৈব জানকিরায়স্থূণঃ সত্যকামায় জাবালায়ান্তেবাসিন উক্ত্বোবাচাপি য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ৪০৫ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ার্থঃ। আয়স্থূণঃ জানকিঃ উ (অপি) অন্তেবাসিনে জাবালায় সত্যকামায় এতম্ এব উক্ত্বা উবাচ হ—যঃ এনং শুষ্কে স্থাণৌ অপি নিষিঞ্চেৎ, [তত্রাপি] শাখাঃ জায়েরন্, পলাশানি প্ররোহেয়ুঃ ইতি ॥৪০৫॥১১॥

মূলানুবাদ। আয়স্থূণ জানকি আবার নিজশিষ্য জাবাল সত্যকামকে এই মন্ত্রের উপদেশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি কেহ ইহা শুষ্ক স্থাণুতেও নিক্ষেপ করে, [সেখানেও] শাখা সমুৎপন্ন হয়, এবং পত্ররাশি প্রকাশ পায় ॥৪০৫॥১১॥

এতমু হৈব সত্যকামো জাবালোঽন্তেবাসিভ্য উক্ত্বোবাচাপি য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি, তমেতন্নাপুত্রায় বান্তেবাসিনে বা ব্রূয়াৎ ॥৪০৬॥১২॥

অন্বয়ার্থঃ। জাবালঃ সত্যকামঃ উ (অপি) এতং (মন্থং) এব অন্তেবাসিভ্যঃ (স্বশিষ্যেভ্যঃ) উক্ত্বা উবাচ হ—যঃ এনং (মন্থং) শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেৎ, [তত্রাপি] শাখাঃ জায়েরন্, পলাশানি চ প্ররোহেয়ুঃ ইতি ॥ ৪০৬ ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ। জবালাপুত্র সত্যকামও শিষ্যগণকে এই মহাবিদ্যা উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি কেহ শুষ্ক স্থাণুতেও ইহা ত্যাগ করে, তবে তাহাতেও শাখা প্রাদুর্ভূত হয় এবং পত্ররাশি সমুদ্গত হয় ॥৪০৬॥১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। "তং হৈতমুদ্দালকঃ" ইত্যাদি। সত্যকামো জাবালঃ অন্তেবাসিভ্য উক্ত্বা উবাচ—অপি য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেৎ, জায়েরন্নেব অস্মিন্ শাখাঃ, প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীত্যেবমন্তম্ এনং মন্থম্ উদ্দালকাৎপ্রভৃত্যেকৈকাচার্য্য-ক্রমাগতং সত্যকাম আচার্য্যো বহুভ্যোঽন্তেবাসিভ্য উক্ত্বা উবাচ। কিমগ্রহণবাচেত্যুচ্যতে,—অপি য এনং

শুষ্কে স্থাণৌ গতপ্রাণেঽপি এনং মন্থং তর্পণায় সংস্কৃত্য নিষিঞ্চেৎ প্রক্ষিপেৎ, জায়েরন্ উৎপদ্যেরন্নেব অস্মিন্ স্থাণৌ শাখা অবয়বা বৃক্ষস্য, প্ররোহেয়ুঃ পলাশানি পর্ণানি, যথা জীবতঃ স্থাণোঃ; কিমুত অনেন কর্ম্মণা কামঃ সিধ্যেদিতি। ধ্রুবফলমিদং কর্ম্মেতি কর্ম্মস্তুত্যর্থমেতৎ। বিদ্যাধিগমে ষট্ তীর্থানি; তেষামিহ সপ্রাণদর্শনস্য মন্থবিজ্ঞানস্যাধিগমে দ্বে এব তীর্থে অনুজ্ঞায়েতে—পুত্রশ্চান্তেবাসী চ॥ ৪০১—৪০৬॥১২॥

টীকা। তমেতং বাপুত্রায়েত্যাদেরর্থমাহ—বিদ্যেতি। শিষ্যঃ শ্রোত্রিয়ো মেধাবী ধনদায়ী প্রিয়ঃ পুত্রো বিদ্যয়া বিদ্যাদাতেতি ষট্ তীর্থানি সংপ্রদানানি॥৪০১—৪০৬। ৭—১২॥

ভাষ্যানুবাদ। জবালাপুত্র সত্যকাম শিষ্যগণকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—যিনি ইহা শুষ্ক স্থাণুতেও নিক্ষিপ্ত করে, নিশ্চয়ই তাহাতেও শাখা সমূহ সমুৎপন্ন হয়, এবং পত্ররাশি প্রাদুর্ভূত হয়। এই প্রকারে উদ্দালক ঋষি হইতে আরম্ভ করিয়া এক এক আচার্য্যক্রমে আগত এই মন্থের বিষয়, আচার্য্য সত্যকাম বহুসংখ্যক শিষ্যগণকে উপদেশ করিয়া বলিয়াছিলেন। তিনি আর কি বলিবেন; [তিনি বলিয়াছিলেন—]

যিনি তর্পণের জন্য পরিশোধিত এই মন্থকে শুষ্ক—প্রাণহীন (মৃত) স্থাণুতেও (বৃক্ষেও) নিষেক—প্রক্ষেপ করে, [তাহা হইলে,] জীবিত বৃক্ষের ন্যায় সেই স্থাণুতেও শাখা সমূহ—বৃক্ষের অবয়ব সমূহ নিশ্চয়ই জন্মে—উৎপন্ন হয় এবং পলাশসমূহ—পত্ররাশিও প্রাদুর্ভূত হয়; [সুতরাং] ইহা দ্বারা যে কামনা সিদ্ধ হইবে, তাহাতে আর কথা কি। এই কর্ম্মের ফল যে, ধ্রুব, তাহা জ্ঞাপনের নিমিত্ত এই প্রশংসাপর বাক্যটী প্রযুক্ত হইয়াছে। বিদ্যালাভের পাত্র বা অধিকারী ছয় জন; এই মন্থবিদ্যালাভে তাহাদের মধ্যে পুত্র ও শিষ্য—এই দুই জনকে মাত্র অনুমতি দেওয়া হইতেছে (১) ॥৪০৬॥১২॥

চতুরৌদুম্বরো ভবত্যৌদুম্বরঃ স্রুব ঔদুম্বরশ্চমস ঔদুম্বর ইধ্ম ঔদুম্বর্য্যা উপমন্থন্যৌ দশ গ্রাম্যাণি ধান্যানি ভবন্তি

(১) তাৎপর্য্য—তীর্থ অর্থ বিদ্যাসম্প্রদানের যোগ্য পাত্র; সাধারণতঃ শিষ্য, শ্রোত্রিয় (বেদবিৎ), মেধাবী, ধনদাতা, প্রিয়পুত্র ও বিদ্যা বিনিময়ে বিদ্যাদাতা, এই ছয়জন বিদ্যাসম্প্রদানের যোগ্যপাত্র বলিয়া নির্দিষ্ট আছে; তন্মধ্যে এখানে প্রিয় পুত্র ও শিষ্য এই দুইজনকে মাত্র এই মন্থবিদ্যাদানের অনুমতি দেওয়া হইল।

ব্রীহিযবাস্তিলমাষা অণুপ্রিয়ঙ্গবো গোধূমাশ্চ মসূরাশ্চ খল্বাশ্চ খলকুলাশ্চ, তান্ পিষ্টান্ দধনি মধুনি ঘৃত উপসিঞ্চত্যাজ্যস্য জুহোতি ॥ ৪০৭ ॥ ১৩ ॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়ে তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৬ ॥ ৩ ॥

অন্বয়মুখার্থঃ। [অয়ং মন্থঃ] চতুরৌদুম্বরঃ (উদুম্বরময়ৈঃ চতুর্ভিঃ পাত্রৈঃ নিষ্পাদ্যঃ) ভবতি; [তথাহি—] স্রুবঃ (যজ্ঞীয়পাত্রবিশেষঃ) ঔদুম্বরঃ (উদুম্বরকাষ্ঠনির্ম্মিতঃ); তথা, চমসঃ ঔদুম্বরঃ, ইধ্মঃ (কাষ্ঠং) ঔদুম্বরঃ, ঔদুম্বর্য্যা উপমন্থন্যৌ (মন্থনদণ্ডৌ); গ্রাম্যাণি (গ্রামে ভবানি) দশ (দশ-প্রকারাণি) ধান্যানি ভবন্তি—ব্রীহি-যবাঃ (ব্রীহয়ঃ হৈমন্তিকধান্যানি, যবাঃ প্রসিদ্ধাঃ), তিল-মাষাঃ (তিলাঃ, মাষাশ্চ) অণু-প্রিয়ঙ্গবঃ (অণবঃ অণুসংজ্ঞিতাঃ, প্রিয়ঙ্গবশ্চ-কঙ্গুশব্দবাচ্যাঃ), গোধূমাঃ চ, মসূরাঃ চ, খল্বাঃ (নিষ্পাবাঃ), খল-কুলাঃ (কুলথাঃ), পিষ্টান্ (চূর্ণীকৃতান্) তান্ দধনি, মধুনি, ঘৃতে [চ] উপসিঞ্চতি (দধ্যাদিভিরার্দ্রীকরোতি); [অনন্তরম্] আজ্যস্য জুহোতি (আজ্যরূপেণ অগ্নৌ প্রক্ষিপতি) ॥ ৪০৭॥১৩॥

মূলানুবাদ। উক্ত মন্থহোম চারিটী ঔদুম্বর পাত্র দ্বারা সম্পাদন করিতে হয়; মন্থহোমের স্রুব ঔদুম্বর—উদুম্বর কাষ্ঠময়, চমস ঔদুম্বর, কাষ্ঠও ঔদুম্বর এবং মন্থনের দণ্ডদুইটীও ঔদুম্বর, দশপ্রকার গ্রামের ধান্য থাকিবে—ব্রীহি, যব, তিল, মাষ, অণু, প্রিয়ঙ্গু (কাঐন ?), গোধূম, মসূর, খল্ব ও খলকুল (কুলথ কড়াই), এই দশ প্রকার দ্রব্য পেষণ (চূর্ণ) করিয়া, দধি, ঘৃত ও মধুমিশ্রিত করিবে, এবং পরে আজ্যরূপে হোম করিবে ॥ ৪০৭ ॥ ১৩ ॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণব্যাখ্যা ॥৬॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। চতুরৌডুম্বরো ভবতীতি ব্যাখ্যাতম্। দশ গ্রাম্যাণি ধান্যানি ভবন্তি; গ্রাম্যাণান্তু ধান্যানাং দশ নিয়মেন গ্রাহ্যা ইত্য-বোচাম। কে তে ইতি নির্দ্দিশ্যন্তে,—ব্রীহীযবাঃ তিলমাষাঃ, অণুপ্রিয়ঙ্গবঃ অণবশ্চ অণুশব্দবাচ্যাঃ; কচিদ্দেশে প্রিয়ঙ্গবঃ প্রসিদ্ধাঃ কঙ্গুশব্দেন; খল্বা

নিষ্পাবাঃ বল্লশব্দবাচ্যা লোকে; খলকুলাঃ কুলথাঃ। এতদ্ব্যতিরেকেণ যথাশক্তি সর্ব্বৌষধয়ো গ্রাহ্যাঃ ফলানি চেত্যবোচাম, অযাজ্ঞিকানি বর্জ্জয়িত্বা ॥৪০৭॥১৩॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়ে তৃতীয়ব্রাহ্মণভাষ্যম্ ॥ ৬ ॥ ৩ ॥

টীকা ।০।৪০৭।১৩।

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং ষষ্ঠাধ্যায়স্য তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্। ৬।৩।

ভাষ্যানুবাদ। 'চতুরৌদুম্বরো ভবতি' কথার অর্থ পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গ্রম্য ধান্য দশপ্রকার; গ্রাম্য ধান্যের মধ্যে দশপ্রকার ধান্য যে, অবশ্য গ্রহণ করিতে হইবে, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেই দশ প্রকার ধান্য কি কি, তাহাই এখন নির্দ্দেশ করা হইতেছে—ব্রীহি, যব, তিল, মাষ, অণুপ্রিয়ঙ্গু—অণু অর্থ—অণুশব্দবাচ্য, অর্থাৎ 'অণু' বলিলে যাহাকে বুঝায়; কোন কোন দেশে 'প্রিয়ঙ্গু' কঙ্গু নামে প্রসিদ্ধ; খল্ব—নিষ্পাব, লোকে যাহাকে 'বল্ল' নামে অভিহিত করিয়া থাকে, খলকুল অর্থ—কুলথ কড়াই। শক্তি অনুসারে এতদতিরিক্তও সর্ব্বৌষধি ও ফল সমূহ যে, গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা আমরা প্রথমেই বলিয়াছি; অবশ্য, অযজ্ঞীয় বস্তুমাত্রই বর্জ্জন করিতে হইবে ॥৪০৭॥১৩॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৬॥৩॥

এষাং বৈ ভূতানাং পৃথিবী রসঃ পৃথিব্যা আপোঽপামোষধয় ওষধীনাং পুষ্পাণি পুষ্পাণাং ফলানি ফলানাং পুরুষঃ পুরুষস্য রেতঃ ॥ ৪০৮ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ। [প্রাগুক্তং শ্রীমন্থং কৃতবতঃ প্রাণদর্শিনঃ পুত্রমন্থে অধিকারং জ্ঞাপয়িতুং ব্রাহ্মণমিদমারভ্যতে—'এষাং বৈ ভূতানাম্' ইত্যাদি।] পৃথিবী বৈ (এব) এষাং (চরাচরাণাং) ভূতানাং রসঃ (সারঃ, পৃথিব্যুপাদানকত্বাদ্ ভূতানাম্); আপঃ (জলানি) পৃথিব্যাঃ [রসঃ] ; ওষধয়ঃ অপাং [রসঃ]; পুষ্পাণি ওষধীনাং রসঃ, ফলানি পুষ্পাণাং [রসঃ]; পুরুষঃ (মনুষ্যাদিদেহঃ) ফলানাং (ব্রীহিযবাদীনাং) [রসঃ, তৎপরিণামত্বাৎ]; পুরুষস্য চ রেতঃ [রসঃ; সর্ব্বাঙ্গনির্য্যাসরূপত্বাৎ] ৪০৮।১॥

মূলানুবাদ। প্রাণদর্শী পুরুষেরই পূর্ব্বোক্ত মন্থকর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকার, এবং শ্রীমন্থকর্ম্মানুষ্ঠাতা অধিকারী পুরুষেরই যে, এই

পুত্রমন্থে অধিকার, ইহা জ্ঞাপনের নিমিত্ত এই ব্রাহ্মণ আরব্ধ হইতেছে।

পৃথিবীই এই স্থাবর জঙ্গম ভূতবর্গের রস অর্থাৎ সারভূত ; কারণ, পৃথিবীই উহাদের দেহোপাদান ; জল আবার পৃথিবীর সার ; কারণ, জল হইতেই পৃথিবীর জন্ম ; জলের সার আবার ওষধি—তৃণ লতাসমূহ ; ওষধির সার হইতেছে—পুষ্প সমূহ ; পুষ্পের সার ধান্য যবাদি ফল সমূহ ; ফলের সার পুরুষ ; কেননা, পুরুষের দেহ অন্নময় ; পুরুষের সার আবার শুক্র ; কারণ, উহা পুরুষের সর্ব্বাঙ্গ হইতে নিঃসৃত হইয়া থাকে ॥৪০৮॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যাদৃগ্ জন্মা যথোৎপাদিতো যৈর্ব্বা গুণৈর্ব্বিশিষ্টঃ পুত্র আত্মনঃ পিতুশ্চ লোক্যো ভবতীতি, তৎসম্পাদনায় ব্রাহ্মণমারভ্যতে। প্রাণদর্শিনঃ শ্রীমন্থং কর্ম্ম কৃতবতঃ পুত্রমন্থেঽধিকারঃ ; যদা পুত্রমন্থং চিকীর্ষতি, তদা শ্রীমন্থং কৃত্বা ঋতুকালং পত্ন্যাঃ প্রতীক্ষত ইত্যেতৎ রেতস ওষধ্যাদিরসতমত্বত্ত্যা অবগম্যতে।

এষাং বৈ চরাচরাণাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ সারভূতা সর্ব্বভূতানাং মধ্বিতি হি উক্তম্। পৃথিব্যা আপো রসঃ, অপ্সু হি পৃথিবী ওতা চ প্রোতা চ ; অপাম্ ওষধয়ো রসঃ, কার্য্যত্বাৎ রসত্বমোষধ্যাদীনাম্ ; ওষধীনাং পুষ্পাণি ; পুষ্পাণাং ফলানি ; ফলানাং পুরুষঃ ; পুরুষস্য রেতঃ ; "সর্ব্বেভ্যোঽঙ্গেভ্যস্তেজঃ সম্ভূতম্" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ ॥ ৪০৮ ॥ ১ ॥

টীকা। প্রাণোপাসকস্য বিত্তার্থিনো মন্থাখ্যং কর্ম্মোক্ত্ব্। ব্রাহ্মণান্তরমুত্থাপয়তি—যাদৃগিতি। উক্তগুণঃ স কথং স্যাদিত্যপেক্ষায়ামিতি শেষঃ। তচ্ছব্দো যথোক্তপুত্র-বিষয়ঃ। যদস্মিন্ব্রাহ্মণে পুত্রমন্থাখ্যং কর্ম্ম বক্ষ্যতে, তত্তবতি সর্ব্বাধিকারবিষয়মিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রাণেতি। পুত্রমন্থস্য কালনিয়মাভাবমাশঙ্ক্যাহ—যদেতি। কিমত্র গমকমিত্যা-শঙ্ক্য রেতঃস্তুতিমিত্যাহ—ইত্যেতদিতি। পৃথিব্যাঃ সর্ব্বভূতসারত্বে মধুব্রাহ্মণং প্রমাণয়তি—সর্ব্বভূতানামিতি। তত্র গার্গিব্রাহ্মণং প্রমাণমিত্যাহ—অপ্সু হীতি। অপাং পৃথিব্যাশ্চ রসত্বং কারণত্বাদ্যুক্তমোষধ্যাদীনাং কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কার্য্যত্বাদিতি। রেতোঽস্যমস্তেতি শ্রুত্য রেতসত্ত্র তেজঃশব্দপ্রয়োগাত্তস্য পুরুষে সারত্বমেতরেয়কে বিবক্ষিতমিত্যাহ—সর্ব্বেভ্য ইতি। ৪০৮।১।

ভাষ্যানুবাদ। যে প্রকার জন্ম, যে প্রকার উৎপাদন এবং যে সমস্ত গুণবিশেষবিশিষ্ট হইলে পুত্র নিজের ও পিতার লোকহিতকর হইয়া

থাকে, তাহা সম্পাদনের অর্থাৎ সেই প্রকার জন্ম, উৎপাদন ও গুণবিশেষ লাভের উপায় নির্দ্দেশের নিমিত্ত এই ব্রাহ্মণ আরব্ধ হইতেছে। যে প্রাণদর্শী পুরুষ পূর্ব্বোক্ত শ্রীমন্থকর্ম্ম করিয়াছেন, বক্ষ্যমাণ পুত্রমন্থ কর্ম্মে তাহারই অধিকার। এখানে পুরুষের রেতকে ওষধিপ্রভৃতির সারভূত বলিয়া স্তুতি করায় বুঝা যাইতেছে যে, পুরুষ যখন পুত্রমন্থ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হয়, তখন অগ্রেই শ্রীমন্থ কর্ম্ম করিয়া পত্নীর ঋতুকালের প্রতীক্ষা করিবে।

এই যে, চরাচরাত্মক (স্থাবর-জঙ্গম) ভূতবর্গ, পৃথিবী তাহাদের রস সারভূত ; পূর্ব্বেও পৃথিবীকে সর্ব্বভূতের 'মধু' বলা হইয়াছে। জল আবার পৃথিবীর রস ; কেন না, এই পৃথিবী জলের মধ্যে ওত-প্রোত রহিয়াছে ; ওষধি (তৃণলতাসমূহ) জলের রস ; কারণ, ওষধি সমূহ জল হইতে উৎপন্ন ; এই জন্য উহারা জলের সারভূত ; ওষধির সার পুষ্প সমূহ ; পুষ্পের সার ফলসমূহ ; ফলের রস হইতেছে পুরুষ (জীবদেহ) ; পুরুষের রস রেতঃ (শুক্র) ; কারণ, অপর শ্রুতিতে আছে 'শুক্ররূপ তেজঃ সমস্ত দেহাবয়ব হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে' ইতি ॥ ৪০৮॥১॥

স হ প্রজাপতিরীক্ষাঞ্চক্রে হন্তাস্মৈ প্রতিষ্ঠাং কল্পয়ানীতি ; স স্ত্রিয়ং সসৃজে, তাং সৃষ্ট্বাধ উপাস্ত, তস্মাৎ স্ত্রিয়মধ উপাসীত, স এতং প্রাঞ্চং গ্রাবাণমাত্মন এব সমুদপারয়ত্তেনৈনামভ্যসৃজৎ ॥ ৪০৯ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ। [ইদানীং সারতমস্য রেতসঃ প্রতিষ্ঠা-নির্ম্মাণপ্রকারমাহ—"স হ" ইত্যাদিনা।] সঃ (প্রসিদ্ধঃ) প্রজাপতিঃ (প্রজানাং স্রষ্টা) হ ঈক্ষাংচক্রে (রেতসঃ প্রতিষ্ঠাবিষয়ে আলোচনং কৃতবান্) ; হন্ত (উৎসাহে) অস্মৈ (রেতসে) প্রতিষ্ঠাং (আশ্রয়ং) কল্পয়ানি (নির্ম্মাণং করবাণি), ইতি (এবমালোচ্য) সঃ (প্রজাপতিঃ) স্ত্রিয়ং (রেতোধারণপাত্রং) সসৃজে (সৃষ্টবান্) ; তাং (স্ত্রিয়ং) সৃষ্ট্বা অধঃ (অধস্তাৎ স্থাপয়িত্বা) উপাস্ত (উপাসনং মিথুনসাধ্যং কর্ম্ম কৃতবান্) ; তস্মাৎ (প্রজাপতিনা এবমুপাসিতত্বাৎ) স্ত্রিয়ম্ অধ উপাসীত ; [শ্রেষ্ঠজনানুসারিণ্যো হি প্রজাঃ]। সঃ (প্রজাপতিঃ) এতং (প্রসিদ্ধং) প্রাঞ্চং (স্পন্দমানং) আত্মন এব গ্রাবাণং (পাষাণবৎ কঠিনং পুংচিহ্নং) সমুদপারয়ৎ (স্ত্রীয়া জননেন্দ্রিয়ং প্রতি পূরিতবান্) ; তেন (প্রকারেণ) এনাং (স্ত্রিয়ং) অভ্যসৃজৎ (সম্যক্ সংসর্গং কৃতবান্) ॥ ৪০৯॥২॥

মূলানুবাদ। [অতঃপর সর্ব্বভূতের সারভূত শুক্রের আধানপাত্র নির্ম্মাণের প্রণালী কথিত হইতেছে—] সেই প্রজাপতি (বিধাতা) উক্ত রেতের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছিলেন,—ভাল, ইহার (রেতের) প্রতিষ্ঠা বা আধানপাত্র নির্ম্মাণ করিব; তিনি স্ত্রী সৃষ্টি করিলেন; সেই স্ত্রীকে সৃষ্টি করিয়া নীচে রাখিয়া উপাসনা (মিথুন ব্যাপার) করিয়াছিলেন; সেই হেতু এখনও স্ত্রীকে অধে রাখিয়াই উপাসনা করিবে। সেই প্রজাপতি নিজেরই স্পন্দমান এই পাষাণতুল্য পুং-চিহ্নটী [স্ত্রী চিহ্নে] পূরণ করিয়াছিলেন; তিনি সেই প্রকারেই স্ত্রী সংসর্গ করিয়াছিলেন ॥ ৪০৯॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যত এবং সর্ব্বভূতানাং সারতমমেতদ্রেতঃ, অতঃ কা নু খল্বস্য যোগ্যা প্রতিষ্ঠেতি স হ স্রষ্টা প্রজাপতিঃ ঈক্ষাঞ্চক্রে; ঈক্ষাং কৃত্বা স্ত্রিয়ং সসৃজে। তাং চ সৃষ্ট্বা অধ উপাস্ত—মৈথুনাখ্যং কর্ম্ম অধঃ উপাসনং নাম কৃতবান্। তস্মাৎ স্ত্রিয়ম্ অধ উপাসীত; শ্রেষ্ঠানুশ্রয়ণা হি প্রজাঃ।

অত্র বাজপেয়সামান্যকৢপ্তিমাহ—স এতং প্রাঞ্চং প্রকৃষ্টগতিযুক্তম্ আত্মনো গ্রাবাণং সোমাভিষবোপলস্থানীয়ং কাঠিন্যসামান্যাৎ প্রজননেন্দ্রিয়ম্, উদপারয়ৎ উৎপূরিতবান্ স্ত্রী-ব্যঞ্জনং প্রতি; তেন এনাং স্ত্রিয়মভ্যসৃজৎ অভিসংসর্গং কৃতবান্ ॥ ৪০৯ ॥ ২ ॥

টীকা। শ্রেষ্ঠমনুশ্রয়ন্তেঽনুসরন্তীতি শ্রেষ্ঠানুশ্রয়ণাঃ। পশুকর্ম্মণি বাযুক্তেন প্রাণিমাত্রস্য প্রবৃত্তেশ্চ বা বিধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—অত্রেতি। অবাচ্যং কর্ম্ম সপ্তম্যর্থঃ। ৪০৯।২।

ভাষ্যানুবাদ। যেহেতু এই রেতঃ হইতেছে সমস্ত ভূতের সারতম, সেই হেতু প্রজাপতি চিন্তা করিয়াছিলেন যে, ইহার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠা বা আধানপাত্র কি হইতে পারে? তিনি এইরূপ আলোচনা করিয়া স্ত্রীমূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়াছিলেন; তিনি সেই স্ত্রী সৃষ্টি করিয়া তাহাকে অধে রাখিয়া উপাসনা করিয়াছিলেন—মৈথুন কর্ম্মরূপ অধ-উপাসনা করিয়াছিলেন; সেই হেতু অপর লোকেও স্ত্রীর অধ-উপাসনাই করিবে; কেননা, সাধারণ লোকে শ্রেষ্ঠ লোকেরই আচরণের অনুসরণ করিয়া থাকে।

এ বিষয়ে বাজপেয়-যাগের সাধারণ ধর্ম্মের পরিকল্পনা প্রদর্শন করিতেছেন,—তিনি (প্রজাপতি) কাঠিন্যরূপ তুল্য ধর্ম্ম থাকায় [যজ্ঞীয়]

সোমনিষ্পেষণের পাষাণখণ্ডস্থানীয় প্রাজ—উভয় পতিযুক্ত বা শস্ত্রসম্পন্ন আপনার এই পাষাণ খণ্ডটী অর্থাৎ কাঠিন্যযুক্ত জননেন্দ্রিয়টী স্ত্রীচিহ্নকে লক্ষ্য করিয়া উৎপূরণ করিয়াছিলেন; তাহা দ্বারাই এই স্ত্রীর সহিত সংসর্গ করিয়াছিলেন॥ ৪০১॥২॥

তস্যা বেদিরুপস্থো লোমানি বর্হিশ্চর্ম্মাধিষবণে সমিদ্ধো মধ্যতস্তৌ মুষ্কৌ, স যাবান্ হ বৈ বাজপেয়েন যজমানস্য লোকো ভবতি তাবানস্য লোকো ভবতি, য এবং বিদ্বানধোপহাসঞ্চরত্যা-সাং স্ত্রীণাংসুকৃতং বৃঙ্‌ক্তেঽথ য ইদমবিদ্বানধোপহাসঞ্চরত্যাস্য স্ত্রিয়ঃ সুকৃতং বৃঞ্জতে॥ ৪১০ ॥ ৩॥

সরলার্থঃ। ইদানীং তত্র যজ্ঞরূপতাং কল্পয়তি "তস্যাঃ" ইত্যাদিনা। তস্যাঃ (স্ত্রিয়াঃ) উপস্থঃ (জননেন্দ্রিয়ং) বেদিঃ (যজ্ঞবেদিস্থানীয়ঃ); লোমানি বর্হিঃ (কুশঃ); চর্ম্ম (আভ্যন্তরং চর্ম্ম) [আনডুহং চর্ম্ম], সমিদ্ধঃ (প্রদীপ্তঃ অগ্নিঃ) মধ্যতঃ (স্ত্রীচিহ্নস্য মধ্যে) [দ্রষ্টব্যঃ); তৌ (প্রসিদ্ধৌ) মুষ্কৌ (জনেন্দ্রিয়স্য পার্শ্বস্থৌ মাংসখণ্ডৌ) অধিষবণে (সোম-পেষণোপল-খণ্ডৌ)। [স্ত্রিয়াঃ তত্তৎস্থানেষু বেদ্যাদিদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা ইতি ভাবঃ]। ইদানীং বিজ্ঞানফলমুচ্যতে—] বাজপেয়েন (তন্নাম্না যজ্ঞেন) যজমানস্য সঃ যাবান্ (যৎপরিমাণঃ) হ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) লোকঃ (ভোগঃ) ভবতি, অস্য (বিদুষঃ) তাবান্ লোকঃ ভবতি; [তস্মাৎ অত্র বীভৎসা ন কার্য্যা]; যঃ এবং (যথোক্তং) বিদ্বান্ (জানন্) অধোপহাসং চরতি, [সঃ] আসাং (ভোগ্যানাং) স্ত্রীণাং সুকৃতং (পুণ্যং) বৃঙ্‌ক্তে (আয়ত্তং করোতি); অথ (পক্ষান্তরে) যঃ ইদং (যথোক্তং বিজ্ঞানং) অবিদ্বান্ সন্ অধোপহাসং চরতি; স্ত্রিয়ঃ অস্য (অবিদুষঃ) সুকৃতং আবৃঞ্জতে (আবর্জয়ন্তি) ইত্যর্থঃ॥ ৪১০॥৩॥

মূলানুবাদ। স্ত্রীর উপস্থটীকে (জননেন্দ্রিয়কে) বেদি [বলিয়া চিন্তা করিবে]; লোম সমূহকে কুশ বলিয়া, চর্ম্মকে [চর্ম্ম বলিয়া] এবং মুষ্কদ্বয়কে (উভয় পার্শ্বের স্থূল মাংসখণ্ড দুইটীকে) অধিষবণদ্বয় (সোম-পেষণের পাষাণখণ্ড দুইটী) [বলিয়া চিন্তা করিবে]। যজমান (যাজ্ঞিক পুরুষ) বাজপেয় যাগের দ্বারা যে পরিমাণ লোক বা ফল প্রাপ্ত হন, যথোক্তপ্রকার বিজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষেরও সেই

পরিমাণই ফল লাভ হয়। [অতএব এ বিষয়ে ঘৃণা বা কুৎসা করিতে নাই]। যে ব্যক্তি এই প্রকার বিজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া অধোপহাস (উক্ত কর্ম্ম) আচরণ করে, সেই লোক সেই স্ত্রীদিগের পুণ্য সঞ্চয় করে; পক্ষান্তরে, যে লোক এইরূপ বিজ্ঞানবর্জ্জিত—যথেচ্ছাচারী হইয়া উক্ত অধোপহাস কর্ম্ম আচরণ করে, স্ত্রীগণ তাহার পুণ্য আবৃত করে ॥৪১০॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তস্যা বেদিরিত্যাদি সর্ব্বং সামান্যং প্রসিদ্ধম্। সমিদ্ধোঽগ্নির্মধ্যতঃ—স্ত্রীব্যঞ্জনস্য; তৌ মুষ্কৌ অধিষবণফলকে ইতি ব্যবহিতেন সম্বধ্যতে। বাজপেয়যাজিনো যাবান্ লোকঃ প্রসিদ্ধঃ, তাবান্ বিদুষো মৈথুনকর্ম্মণঃ লোকঃ ফলমিতি স্তূয়তে। তস্মাদ্বীভৎসা নো কার্য্যেতি। য এবং বিদ্বান্ অধোপহাসং চরতি, আসাং স্ত্রীণাং সুকৃতং বৃঙ্‌ক্তে আবর্জ্জয়তি; অথ পুনর্যঃ বাজপেয়সম্পত্তিং ন জানাতি, অবিদ্বান্ রেতসো রসতমত্বঞ্চ, অধোপহাসং চরতি, অস্য স্ত্রিয়ঃ সুকৃতম্ আ বৃঞ্জতে অবিদুষঃ ॥ ৪১০ ॥ ৩ ॥

টীকা। মুষ্কৌ বৃষণৌ যোনিপার্শ্বয়োঃ কঠিনৌ মাংসখণ্ডৌ, তত্রাধিষবণশব্দিত-সোমফলকদৃষ্টিঃ। যচ্চানডুহং চর্ম্ম সোমকণ্ডনার্থং, তদ্দৃষ্টী রহস্যদেশস্য চর্ম্মণি কর্ত্তব্যেত্যাহ—তাবিতি। উপাস্তিপ্রকারমুক্ত্বা ফলোক্তেস্তাৎপর্য্যমাহ—বাজপেয়েতি। স্তূয়তে মৈথুনাখ্যং কর্ম্মেতি শেষঃ। স্তুতিফলমাহ—তস্মাদিতি। ইতিশব্দঃ স্তুতিফল-দর্শনার্থঃ। উপাস্তেরধিকং ফলমাহ—য এবমিতি। অবিদুষো দুর্ব্যাপারনিরতস্য প্রত্যবায়ং দর্শয়তি—অথেতি ॥ ৪১০ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। 'তস্যা বেদিঃ' ইত্যাদি শ্রুতিতে বাজপেয় যাগের যে সমুদয় সাধর্ম্ম্য কথিত হইয়াছে, সে সমুদয় প্রসিদ্ধই আছে। সমিদ্ধ—স্ত্রীচিহ্নের অভ্যন্তরগত অগ্নি; 'তৌ মুষ্কৌ'—প্রসিদ্ধ কোষদ্বয়—উভয় পার্শ্বস্থ কঠিন মাংস খণ্ড দুইটী), এই কথাটীর সম্বন্ধ—ব্যবধানস্থিত 'অধিষবণে' শব্দের সহিত করিতে হইবে; ['অধিষবণ' অর্থ—সোম-নিষ্পেষণ করিবার পাষাণখণ্ড। বাজপেয় যজ্ঞকর্ত্তার যে পরিমাণ লোক প্রাপ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, যথোক্ত প্রকার মৈথুন কর্ম্মকারী বিদ্বানেরও সেই পরিমাণ লোকই—ফলই সিদ্ধ হইয়া থাকে। যখন এইরূপে ঐ কর্ম্মের প্রশংসা করা হইতেছে; তখন এ বিষয়ে বীভৎসা বা নিন্দা করা উচিত নহে।

এইরূপ বিজ্ঞানসম্পন্ন যে লোক 'অধোপহাস' আচরণ করে, সে লোক সেই সকল স্ত্রীর পুণ্য অধিকার করে, আর যে লোক যথোক্তপ্রকার বাজপেয় যাগ-সম্পাদনক্রম জানে না এবং রেতঃ যে, রসতম, ইহাও অবগত নহে, অথচ অধোপহাস আচরণ করে, স্ত্রীগণ সেই অবিদ্বানের সুকৃতি বা পুণ্যরাশি আবৃত করিয়া থাকে ॥ ৪১০॥৩॥

এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বানুদ্দালক আরুণিরাহৈতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বান্নাকো মৌদ্গল্য আহৈতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বান্ কুমারহারিত আহ বহবো মর্য্যা ব্রাহ্মণায়না নিরিন্দ্রিয়া বিসুকৃতোঽস্মাল্লোকাৎ প্রযন্তি, য ইদমবিদ্বাংসোঽধোপহাসঞ্চরন্তীতি, বহু বা ইদং সুপ্তস্য বা জাগ্রতো বা রেতঃ স্কন্দতি ॥ ৪১১ ॥ ৪ ॥

সম্বন্ধার্থঃ। তৎ এতৎ (বাজপেয়সম্পন্নং মৈথুনাখ্যং কর্ম্ম) বিদ্বান্ (জানন্) আরুণিঃ উদ্দালকঃ হ বৈ (ঐতিহ্যে) আহ স্ম (উক্তবান্ কিল); তথা তৎ এতৎ বিদ্বান্ কুমারহারিতঃ হ বৈ আহ স্ম। [তে কিমাহুরিত্যাহ] বহবঃ মর্য্যাঃ (মরণশীলাঃ ব্রাহ্মণায়নাঃ) ব্রাহ্মণ্য-জাতিমাত্রোপজীবিনশ্চ, নিরিন্দ্রিয়াঃ (শিথিলেন্দ্রিয়াঃ) বিসুকৃতঃ (পুণ্যবর্জ্জিতাঃ সন্তঃ) অস্মাৎ লোকাৎ প্রযন্তি। [কে?] যে ইদং (বাজপেয়সম্পদ্‌যুক্তং কর্ম্ম) অবিদ্বাংসঃ অধোপহাসং চরন্তি ইতি।

[শ্রীমন্থং কর্ম্ম সমাপ্য পত্ন্যা ঋতুকালং প্রতীক্ষমাণস্য] অস্য সুপ্তস্য বা জাগ্রতঃ বা [যদি] বহু বা [অল্পং বা] রেতঃ স্কন্দতি (ক্ষরতি)—॥৪১১॥৪॥

মূলানুবাদ। অরুণের নন্দন (আরুণি) উদ্দালক ঋষি এই কর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন; মুদ্‌গলপুত্র (মৌদ্‌গল্য) নাক-নামক ঋষি সেই এই কর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন; এবং কুমারহারিত ঋষিও সেই এই রহস্য জানিয়া বলিয়াছিলেন— বিকলেন্দ্রিয়, পুণ্যহীন ও ব্রাহ্মণাপসদ বহুতর মর্ত্ত্য—মরণশীল মনুষ্য, বর্ত্তমান লোক হইতে প্রস্থান করিয়া থাকে; যাহাদের জাগ্রৎ বা স্বপ্ন সময়ে বহু বা অল্প রেতঃস্খলন হয় ॥৪১১॥৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বানুদ্দালক আরুণিরাহ, অধোপহাসাখ্যং মৈথুনকর্ম্ম বাজপেয়সম্পন্নং বিদ্বানিত্যর্থঃ। তথা নাকো মৌদ্গল্যঃ কুমারহারিতশ্চ। কিং তৌ আহতুরিত্যুচ্যতে, বহবো মর্য্যা মরণধর্ম্মিণো মনুষ্যাঃ, ব্রাহ্মণা অয়নং যেষাং তে ব্রাহ্মণায়ণাঃ—ব্রহ্মবন্ধবো জাতিমাত্রোপজীবিন ইত্যেতৎ। নিরিন্দ্রিয়া বিশ্লিষ্টেন্দ্রিয়াঃ,বিসুকৃতো বিগত-সুকৃতকর্ম্মাণোঽবিদ্বাংসো মৈথুনকর্ম্মাসক্তা ইত্যর্থঃ। তে কিম্? অস্মাল্লোকাৎ প্রযন্তি পরলোকাৎ পরিভ্রষ্টাইতি। মৈথুনকর্ম্মণোঽত্যন্তপাপহেতুত্বং দর্শয়তি—য ইদমবিদ্বাংসোঽধোপহাসং চরন্তীতি। শ্রীমন্থং কৃত্বা পত্ন্যা ঋতুকালং ব্রহ্মচর্য্যেণ প্রতীক্ষতে; যদীদং রেতঃ স্কন্দতি, বহু বা অল্পং বা, সুপ্তস্য জাগ্রতো বা রাগপ্রাবল্যাৎ—॥ ৪।১১ ॥ ৪ ॥

টীকা। অবিদুষামত্রির্গর্হিতমিদং কর্ম্মেত্যত্রাচার্য্যপরম্পরাসংমতিমাহ—এতদ্ধেতি। পঞ্চকর্ম্মণো বাজপেয়সংপন্নত্বমিদংশব্দার্থঃ। অবিদুষামবাচ্যে কর্ম্মণি প্রবৃত্তানাং দোষিত্বমুপ-সংহর্তুমিতিশব্দঃ। বিদুষো জাতমবিদুষশ্চ দোষং দর্শয়িত্বা ক্রিয়াকালাৎ প্রাগেব রেতঃ-স্খলনে প্রায়শ্চিত্তং দর্শয়তি—শ্রীমন্থমিতি। যঃ প্রতীক্ষতে, তস্য রেতো যদি স্কন্দতীতি যোজনা ॥ ৪।১১ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই এই মন্থকর্ম্মাভিজ্ঞ অর্থাৎ অধোপহাস নামক মৈথুন-ক্রিয়ার বাজপেয় যজ্ঞরূপে অনুষ্ঠান প্রণালীতে অভিজ্ঞ আরুণি উদ্দালক ঋষি বলিয়াছেন; সেইরূপ মুদ্গলবংশীয় নাক ও কুমারহারিত ঋষিও [বলিয়াছেন]। তাহারা কি বলিয়াছেন, তাহা বলা হইতেছে—ব্রাহ্মণায়ণ—ব্রাহ্মণগণ যাহাদের অয়ন—আশ্রয়,তাহারা ব্রাহ্মণায়ণ—ব্রহ্মবন্ধু অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব জাতিই যাহাদের একমাত্র উপজীব্য, তাহারা; নিরিন্দ্রিয়—শিথিলেন্দ্রিয়, পুণ্যানুষ্ঠানবর্জ্জিত, অবিদ্বান্ অথচ মৈথুন কর্ম্মে আসক্ত, এরূপ বহু মর্য্য—মরণশীল—মনুষ্য; তাহারা কি? না, তাহারা পরলোক পরিভ্রষ্ট হইয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করিয়া থাকে। 'যে ইদমবিদ্বাংসঃ অধোপহাসং চরন্তি" এই বাক্যটী মৈথুন ক্রিয়ার অত্যন্ত পাপজনকত্ব প্রদর্শন করিতেছে।

পূর্ব্বোক্ত শ্রীমন্থ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক পত্নীর ঋতুকাল প্রতীক্ষা করিতে হয়; এই সময়ের মধ্যে যদি অনুরাগের প্রবলতা বশতঃ তাহার সুপ্তাবস্থায়ই হউক, আর জাগ্রৎ অবস্থায়ই হউক, এবং অল্পই হউক, আর অধিকই হউক, রেতঃস্খলন হয়—॥৪।১১।৪॥

তদভিমৃশেদনু বা মন্ত্রয়েত যন্মেহদ্য রেতঃ পৃথিবীমস্কান্‌ৎসীদ্যদোষধীরপ্যসরদ্যদপঃ। ইদমহং তদ্রেত আদদে পুনর্মামৈত্বিন্দ্রিয়ং পুনস্তেজঃ পুনর্ভগঃ। পুনরগ্নির্ধিষ্ণ্যা যথাস্থানং কল্পন্তামিত্যনামিকাঙ্গুষ্ঠাভ্যামাদায়ান্তরেণ স্তনৌ বা ভ্রুবৌ বা নিমৃজ্যাৎ ॥ ৪১২ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ। তৎ (স্বয়ং—নির্গতং রেতঃ) অভিমৃশেৎ (মার্জয়েৎ), অনুমন্ত্রয়েত বা (মন্ত্রং বা অনুজপেৎ)। [তত্রাদৌ আদানম্,' অদ্য মম যৎ রেতঃ পৃথিবীম্ অস্কান্‌ৎসীৎ (পৃথিব্যাং নির্গতম্), যৎ (রেতঃ) ওষধীঃ অপি অসরৎ (অগচ্ছৎ), [তথা] যৎ (রেতঃ) অপঃ (জলানি) [অসরৎ]; অহং তৎ রেতঃ ইদং (এবং যথা স্যাৎ, তথা) আদদে (গৃহ্ণামি) ইতি (অনেন মন্ত্রেণ) অনামিকাঙ্গুষ্ঠাভ্যাম্ আদায় (গৃহীত্বা), ইন্দ্রিয়ং (রেতোরূপেণ নির্গতম্) পুনঃ মা (মাম্) এতু (প্রত্যাগচ্ছতু); তেজঃ (রেতসা সহ নির্গতা কান্তিঃ) পুনঃ [মাম্ এতু]; ভগঃ (সৌভাগ্যং জ্ঞানং বা) পুনঃ [মাম্ প্রত্যাগচ্ছতু]। অগ্নির্ধিষ্ণ্যাঃ (অগ্নিঃ ধিষ্ণ্যং স্থানং যেষাং, তে অগ্নিধিষ্ণ্যাঃ দেবাঃ); [রেতোরূপেণ বহির্নিঃসৃতং তৎ সর্ব্বং] যথাস্থানং কল্পন্তাং (স্থাপয়ন্তু) [ইত্যনেন মন্ত্রেণ] স্তনৌ (স্তনয়োঃ) বা ভ্রুবৌ (ভ্রুবোঃ) বা মধ্যে নিমৃজ্যাৎ (মার্জয়েৎ) ইত্যর্থঃ ॥৪১২॥৫॥

মূলানুবাদ। সেই নির্গত রেতটুকু মার্জ্জনা করিবে এবং এই মন্ত্র জপ করিবে। [প্রথমতঃ] 'অদ্য আমার যে রেতঃ পৃথিবীতে স্খলিত হইয়াছে, অথবা যে রেতঃ ওষধি ও জলেতে নির্গত হইয়াছে, আমি সেই এই রেতঃ গ্রহণ করিতেছি' এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা সেই রেতঃ গ্রহণ করিয়া, '[রেতোরূপে নির্গত আমার] ইন্দ্রিয় পুনর্ব্বার আমাতে প্রত্যাগত হউক, এবং তেজঃ (কান্তি) ও সৌভাগ্য বা জ্ঞানও পুনশ্চ আমাতে আসুক; অগ্নিধিষ্ণ্য (অগ্নিতে আশ্রিত দেবগণ) সেই সমুদয় ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে পুনর্ব্বার যথাস্থানে স্থাপন করুন', এই মন্ত্র দ্বারা সেই রেতঃ স্তনদ্বয়ে বা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে মার্জ্জনা করিবে (ঘসিয়া দিবে) ॥৪১২॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তদভিমৃশেদনুমন্ত্রয়েত বা অনুজপেদিত্যর্থঃ। যদা অভিমৃশতি, তদা অনামিকাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং তৎ রেত আদদে 'আদদে' ইত্যেবমস্তেন মন্ত্রেণ; 'পুনর্মাম্' ইত্যনেন নিমৃজ্যাৎ, অন্তরেণ মধ্যে ভ্রুবৌ ভ্রুবোর্ব্বা, স্তনৌ স্তনয়োর্ব্বা ॥ ৪।১২ ॥ ৫ ॥

টীকা। যে মমাস্তাপ্রাপ্তকালে যদ্রেতঃ পৃথিবীং প্রত্যস্কান্‌ৎসীত্তাপাত্তিরেকেণ অন্নযাসীদোষধীঃ প্রত্যাপ্যসরৎ, যচ্চাপঃ যযোনিং প্রতি গতমভূৎ, তদিদং রেতঃ সংপ্রত্যপাদ-দেঽহমিত্যাদানমন্ত্রার্থঃ। কেনাঙ্গুলিদ্বয়েন তদাদানং, তদাহ—পুনরিতি। তৎপুনা রেতোরূপেণ বহির্নির্গতমিন্দ্রিয়ং মাং প্রত্যেতু সমাগচ্ছতু। তেজস্বগত্যা কান্তিঃ। ভগঃ সৌভাগ্যং জ্ঞানং বা। তদপি সর্ব্বং রেতোনির্গমাত্মদাত্মনা বহির্নির্গতং মাং প্রত্যাগচ্ছতু। অগ্নিধিষ্ণ্যাং স্থানঃ দেবাঃ, তে দেবাস্তদ্রেতো যথাস্থানং কল্পয়ন্ত্বিতি মার্জ্জনমন্ত্রার্থঃ ॥ ৪।১২॥৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই নিসৃত রেতঃ অভিমর্শন বা মার্জ্জনা করিবে, এবং এই মন্ত্র জপ করিবে। যখন অভিমর্শন করিবে, তখন 'আদদে' ইত্যন্ত মন্ত্র দ্বারা অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা সেই নির্গত রেতঃ গ্রহণ করিবে, আর 'পুনঃ মাম্' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা স্তনদ্বয়ের কিংবা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে ঐ রেতঃ মার্জ্জনা করিবে ॥৪।১২॥৫॥

অথ যদ্যুদক আত্মানং পরিপশ্যেত্তদভিমন্ত্রয়েত—ময়ি তেজ ইন্দ্রিয়ং যশো দ্রবিণꣳ সুকৃতমিতি; শ্রীর্হ বা এষা স্ত্রীণাং যন্মলোদ্বাসাস্তস্মান্মলোদ্বাসসং যশস্বিনীমভিক্রম্যোপ-মন্ত্রয়েত ॥ ৪।১৩ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ। [প্রসঙ্গতোঽরিষ্টপ্রতিকারোপায়মাহ—'অথ যদি' ইত্যাদিনা।] অথ যদি (সম্ভাবনায়াং) [কশ্চিৎ] উদকে (জলমধ্যে) আত্মানং (স্বদেহচ্ছায়াং) পশ্যেৎ, তৎ (তদা) অভিমন্ত্রয়েত (বক্ষ্যমাণং মন্ত্রং জপেৎ),—ময়ি তেজঃ ইন্দ্রিয়ম্, যশঃ দ্রবিণম্, (ধনম্) সুকৃতং (পুণ্যং) ইতি। [অপচ], এষা (মম পত্নী) স্ত্রীণাং মধ্যে শ্রীঃ (লক্ষ্মীঃ) হ বৈ (প্রসিদ্ধৌ); যৎ (যস্মাৎ) [এষা] মলোদ্বাসাঃ মলবদ্বাসঃপরিহিতা; তস্মাৎ হেতোঃ, মলোদ্বাসসং (মলিনবাসসং) যশস্বিনীং [প্রতিষ্ঠাবতীং] [ত্রিরাত্রান্তে কৃতস্নানাং তাম্] অভিক্রম্য (উপগম্য) উপমন্ত্রয়েত [মন্ত্রশ্চ ইহ অনুক্তোঽপি ভাষ্যে দ্রষ্টব্যঃ] ॥৪।১৩॥৬॥

মূলানুবাদ। যদি কখনও জলমধ্যে আপনার প্রতিচ্ছায়া দর্শন করে, তাহা হইলে 'ময়ি তেজঃ ইন্দ্রিয়ম্' ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে। এই স্ত্রী নারীগণের মধ্যে লক্ষ্মীরূপা; যেহেতু ইনি মলোদ্বাসাঃ, অর্থাৎ রজস্বল বস্ত্রপরিহিতা; সেই হেতু রজস্বল বস্ত্রসমন্বিতা সেই স্ত্রী [ত্রিরাত্রের পর কৃতস্নানা হইলে পর,] তাহাকে গমন করিয়া মন্ত্র জপ করিবে ['আমাদিগকে পুত্র সমুৎপাদন করিতে হইবে' ইত্যাদি] ॥৬১৩॥৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদি কদাচিদুদকে আত্মানমাত্মচ্ছায়াং পশ্যেৎ, তত্রাপি অভিমন্ত্রয়েত অনেন মন্ত্রেণ—'ময়ি তেজঃ' ইতি। শ্রীর্হ বা এষা পত্নী স্ত্রীণাং মধ্যে, যৎ যস্মাৎ মলোদ্বাসা উদ্গতমলবদ্বাসাঃ, তস্মাত্তাং মলোদ্বাসসং যশস্বিনীং শ্রীমতীং অভিক্রম্যাভিগত্যোপমন্ত্রয়েত ইদম্—অস্ত আবাভ্যাং কার্য্যং যৎ পুত্রোৎপাদনমিতি, ত্রিরাত্রান্তে আপ্লুতাম্ ॥ ৪১৩ ॥ ৬ ॥

টীকা। অথোদৌ রেতঃস্খলনে প্রায়শ্চিত্তমুক্তং, রেতোযোনাবুদকে রেতঃসিচচ্ছায়াদর্শনে প্রায়শ্চিত্তং দর্শয়তি—অথেত্যাদিনা। নিমিত্তান্তরে প্রায়শ্চিত্তান্তরপ্রদর্শনপ্রক্রমার্থোঽথশব্দঃ। ময়ি তেজঃপ্রভৃতি দেবাঃ কল্পয়ন্ত্বিতি মন্ত্রযোজনা। প্রকৃতেন রেতঃসিচা যস্যাং পুত্রো জনয়িতব্যস্তাং স্তুবং স্তৌতি—শ্রীরিত্যাদিনা। কথং সা যশস্বিনী, ন হি তস্যাঃ খ্যাতিরস্তি, তত্রাহ—যদীতি। রজস্বলাভিগমনাদি প্রতিষিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্য বিশিনষ্টি—ত্রিরাত্রেতি। ৪১৩॥৬।

ভাষ্যানুবাদ। যদি কখনও জলমধ্যে আপনাকে—আপনার ছায়া দর্শন করে, তখনও 'ময়ি তেজঃ' ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে। এই পত্নী হইতেছে—স্ত্রীগণের মধ্যে শ্রীস্বরূপা (লক্ষ্মীরূপা); যেহেতু ইনি মলোদ্বাসাঃ—অর্থাৎ ইহার বস্ত্র হইতে রজোমল অপনীত হইয়াছে; সেই হেতু ত্রিরাত্রের পর কৃতস্নানা সেই মলোদ্বাসা (ঋতুমতী) পত্নীকে উপগতা হইয়া 'অস্ত আমাদিগকে পুত্রোৎপাদন করিতে হইবে' এইরূপ চিন্তা করিবে ॥৪১৩॥৬॥

সা চেদস্মৈ ন দদ্যাৎ কামমেনামবক্রীণীয়াৎ, সা চেদস্মৈ নৈব দদ্যাৎ কামমেনাং যষ্ট্যা বা পাণিনা বোপহত্যাভিক্রামেদিন্দ্রিয়েণ তে যশসা যশ আদদ ইত্যযশা এব ভবতি ॥ ৪১৪ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ। সা (পত্নী) চেৎ (যদি) অস্মৈ (যথোক্তায় পুরুষায়) ন দদ্যাৎ (মৈথুনাখ্যং কর্ম্ম ন অনুমন্যেত); [তদা] এনাং (অপ্রিয়কারিণীং) কামং (যথেচ্ছং) অবক্রীণীয়াৎ ; অলঙ্কারাদিনা বশীকুর্য্যাৎ ; [তথাপি] সা চেৎ অস্মৈ নৈব দদ্যাৎ, তদা এনাং যষ্ট্যা বা (যষ্টিদ্বারা বা) পাণিনা (হস্তেন) বা কামং (যথেচ্ছং) উপহত্য (অভিতাড্য) অতিক্রামেৎ [বক্ষ্যমাণং মন্ত্রং জপন্] (উপগচ্ছেৎ)— ইন্দ্রিয়েণ যশসা (করণেন) তে যশঃ (সৌভাগ্যং) আদদে (গৃহ্নামি) ইতি। [এবং সতি বিপ্রিয়কারিণী সা স্ত্রী] অযশাঃ এব ভবতি ॥৪।১৪।৭॥

মূলানুবাদ। সেই স্ত্রী যদি এই পুরুষকে [স্বদেহ] দান না করে, তাহা হইলে ইচ্ছানুসারে তাহাকে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা বশীভূত করিবে। তাহাতেও যদি ইহার প্রতি অনুদান না-ই করে, তবে ইচ্ছামত যষ্টি বা হস্ত দ্বারা ইহাকে তাড়না করিয়া, 'আমি ইন্দ্রিয়রূপ যশঃ দ্বারা তোমার যশঃ (সৌভাগ্য) গ্রহণ করিতেছি' বলিয়া তাহাতে উপগত হইবে ; [এইরূপ করিলে] সে নিশ্চয়ই যশোহীনা হইবে ॥৪।১৪।৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সা চেদস্মৈ ন দদ্যান্মৈথুনং কর্ত্তুং, কামমেনাম্ অবক্রীণীয়াৎ আভরণাদিনা জ্ঞাপয়েৎ। তথাপি সা নৈব দদ্যাৎ, কামমেনাং যষ্ট্যা বা পাণিনা বোপহত্য অতিক্রামেন্মৈথুনায় ; শপ্স্যামি ত্বাং দুর্ভগাং করিষ্যামীতিপ্রখ্যাপ্য ; তামনেন মন্ত্রেণোপগচ্ছেৎ—ইন্দ্রিয়েণ যশসা যশ আদদে' ইতি। স তস্মাত্তদভিশাপাৎ বন্ধ্যা দুর্ভগেতি খ্যাতা অযশা এব ভবতি ॥ ৪।১৪ ॥ ৭ ॥

টীকা। জ্ঞাপয়েদাত্মীয়ং প্রেমাতিরেকমিতি শেষঃ। বলাদেব বশীকৃতাং ভার্য্যাং পশুকর্মার্থং কথমুপগচ্ছেদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—শপ্স্যামীতি ॥ ৪।১৪।৭ ।

ভাষ্যানুবাদ। সেই স্ত্রী যদি ইহাকে মিথুন ব্যাপার করিতে না দেয়, তাহা হইলে নিশ্চয় ইহাকে অবক্রয় করিবে অর্থাৎ অলঙ্কারাদি দ্বারা [অভিপ্রায়] জ্ঞাপন করিবে ; তাহাতেও যদি সে না দেয় অর্থাৎ সম্মত না হয়, তাহা হইলে, ইচ্ছানুসারে যষ্টি বা হস্ত দ্বারা আঘাত করিয়া মৈথুনের জন্য ইহাকে অতিক্রম করিবে, অর্থাৎ 'আমি তোমাকে শাপ দিব— দুর্ভগা করিব' ইত্যাদি কথা বলিয়া—এই মন্ত্রে তাহাতে উপগত হইবে—

'আমি ইন্দ্রিয় যশ দ্বারা তোমার যশ আহরণ করিতেছি' ইতি। সেই কারণে—সেইরূপ অভিশাপ প্রদানের ফলে, সেই স্ত্রী নিশ্চয়ই বন্ধ্যা—দুর্ভগা নামে প্রসিদ্ধা ; সুতরাং যশোহীনা হইয়া থাকে ॥৪।১৫।৭॥

সা চেদস্মৈ দদ্যাদিন্দ্রিয়েণ তে যশসা যশ আদধামীতি যশস্বিনাবেব ভবতঃ ॥৪১৫॥৮॥

অন্বয়ার্থঃ। [পক্ষান্তরে] সা (পত্নী) চেৎ (যদি) দদ্যাৎ (দেহদানেন ভর্তারম্ অনুরঞ্জয়েৎ), [তদা] 'ইন্দ্রিয়েণ যশসা তে (তুভ্যং) যশঃ আদধামি (সন্নিবেশয়ামি') ইতি [উপমন্ত্রয়ন্ উপগচ্ছেৎ] ; [এবং সতি তৌ] যশস্বিনৌ এব ভবতঃ ॥৪১৫॥৮॥

মূলানুবাদ। আর যদি সেই স্ত্রী [স্বামীর জন্য স্বদেহ] দান করে, [তাহা হইলে] 'আমি ইন্দ্রিয় যশঃ দ্বারা তোমাতে যশ আধান করিতেছি' এই বলিয়া [তাহাতে উপগত হইবে] ; ইহার ফলে, তাহারা উভয়েই যশস্বী হইয়া থাকে ॥৪১৫॥৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সা চেদস্মৈ দদ্যাৎ অনুগুণা এব স্যাদ্ভর্তুঃ, তদা অনেন মন্ত্রেণোপগচ্ছেৎ—'ইন্দ্রিয়েণ তে যশসা যশ আদধে' ইতি, তদা যশস্বিনাবেবোভাবপি ভবতঃ ॥৪১৫॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ। আর সেই স্ত্রী যদি দান করে, অর্থাৎ স্বামীর অনুকূলই হয়, তাহা হইলে 'ইন্দ্রিয়েণ তে' ইত্যাদি মন্ত্রে তাহাতে উপগত হইবে। তাহা হইলে তদ্দ্বারা উভয়েই যশস্বী হইয়া থাকে ॥৪১৫॥৮॥

টীকা। ।০।৮।৪১৫।৮।

স যামিচ্ছেৎ কাময়েত মেতি, তস্যামর্থং নিষ্ঠায় মুখেন মুখং সন্ধায়োপস্থমস্যা অভিমৃশ্য জপেৎ অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধি-জায়সে। স ত্বমঙ্গকষায়োঽসি দিগ্ধবিদ্ধমিব মাদয়েমামমূং ময়ীতি ॥৪১৬॥৯॥

অন্বয়ার্থঃ। সঃ যাং (ভার্য্যাং) ইচ্ছেৎ [ইয়ং] মা (মাং) কাময়েত (প্রার্থয়েত) ইতি ; তস্যাং (ভার্য্যায়াং) অর্থং (স্বপ্রয়োজনং জননেন্দ্রিয়ং বা),

নিষ্ঠায় (নিধায়) মুখেন [তস্যাঃ] মুখং সন্ধায় (সংযোজ্য), অস্যাঃ উপস্থম্ অভিমৃশ্য (স্পৃষ্ট্বা) জপেৎ—'অঙ্গাদঙ্গাৎ' ইত্যাদি ॥৪১৬॥৯॥

মূলানুবাদ। যথোক্তগুণসম্পন্ন পুরুষ যাহাকে ইচ্ছা করেন যে, এই স্ত্রী আমাকে কামনা করুক; সেই স্ত্রীতে আপনার জননেন্দ্রিয় নিক্ষেপ করত নিজের মুখের সহিত তাহার মুখ মিলিত করিয়া, তাহার জননেন্দ্রিয় স্পর্শ করিয়া—'অঙ্গাদঙ্গাৎ' ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে ॥৪১৬॥৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স যাং স্বভার্য্যামিচ্ছেৎ—ইয়ং মাং কাময়েতেতি, তস্যামর্থং—প্রজননেন্দ্রিয়ং নিষ্ঠায় নিক্ষিপ্য, মুখেন মুখং সন্ধায়, উপস্থম্ অস্যা অভিমৃশ্য জপেদিমং মন্ত্রম্—'অঙ্গাদঙ্গাৎ' ইতি ॥৪১৬॥৯॥

টীকা। ভর্ত্তুর্ভার্য্যাবশীকরণপ্রকারমুক্ত্বা পুরুষদ্বেষিণ্যাস্তস্যাস্তদ্বিষয়ে প্রীতিসংপাদনপ্রক্রিয়াং দর্শয়তি—স যামিত্যাদিনা। হে রেতস্তং মদীয়াৎসর্ব্বস্মাদঙ্গাৎ সম্ভবসি, বিশেষতশ্চ হৃদয়াদন্নরসবিকারেণ জায়সে, স ত্বমঙ্গানাং কষায়ো রসঃ সবিষলিপ্তবাণবিদ্ধাং মৃগীমিবামুং মদীয়াং স্ত্রিয়ং মে মাদয় মদ্বশাং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। ৪১৬॥৯।

ভাষ্যানুবাদ। তিনি যাহাকে-আপনার ভার্য্যাকে ইচ্ছা করেন যে, এই স্ত্রী আমাকে কামনা করুক; সেই স্ত্রীতে আপনার জননেন্দ্রিয় নিবেশপূর্ব্বক মুখের সহিত মুখ মিলাইয়া এবং তাহার জননেন্দ্রিয় স্পর্শ করিয়া 'অঙ্গাদঙ্গাৎ' ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে ॥৪১৬॥৯॥

অথ যামিচ্ছেন্ন গর্ভং দধীতেতি, তস্যামর্থং নিষ্ঠায় মুখেন মুখং সন্ধায়াভিপ্রাণ্যাপান্যাদিন্দ্রিয়েণ তে রেতসা রেত আদদ ইত্যরেতা এব ভবতি ॥৪১৭॥১০॥

অন্বয়ার্থঃ। অথ (পক্ষান্তরে) যাং (স্বভার্য্যাম্) ইচ্ছেৎ গর্ভং ন দধীত (ন গৃহ্ণীয়াৎ) ইতি; [সঃ পূর্ব্ববৎ] তস্যাম্ অর্থং নিষ্ঠায়, মুখেন মুখং সন্ধায়, অভিপ্রাণ্য (প্রাণনব্যাপারং—স্ত্রীদেহে বায়ুসঞ্চারণং কৃত্বা) অপান্যাৎ (অপানব্যাপারং—তস্যৈব বায়োরাকর্ষণং কুর্য্যাৎ—'ইন্দ্রিয়েণ তে' [ইত্যাদিনা মন্ত্রেণ]। [এবং চ সতি] সা অরেতা এব ভবতি (গর্ভিণী নৈব ভবতীত্যর্থঃ) ॥৪১৭॥১০॥

মূলানুবাদ। সে যদি ইচ্ছা করে যে, এই স্ত্রী যেন গর্ভধারণ

না করে; তাহা হইলে, পূর্ব্বের ন্যায় তাহাতে জননেন্দ্রিয় অর্পণ-পূর্ব্বক, মুখে মুখ মিলাইয়া এবং প্রাণনব্যাপার—স্ত্রীদেহে বায়ুপ্রেরণ সম্পাদনপূর্ব্বক 'ইন্দ্রিয়েণ তে' ইত্যাদি মন্ত্রে অপান-ব্যাপার করিবে। এইরূপ করিলে সেই স্ত্রী নিশ্চয়ই গর্ভিণী হইবে না ॥৪১৭॥১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথ যামিচ্ছেৎ ন গর্ভং দধীত ন ধারয়েৎ গর্ভিণী মা ভূদিতি, তস্যামর্থমিতি পূর্ব্ববৎ। অভিপ্রাণনং প্রথমং কৃত্বা পশ্চাদপান্যাৎ—'ইন্দ্রিয়েণ তে রেতসা রেত আদদে' ইত্যনেন মন্ত্রেণ; অরেতা এব ভবতি, ন গর্ভিণী ভবতীত্যর্থঃ ॥৪১৭॥১০॥

টীকা। তস্যাঃ স্ববিষয়ে প্রীতিমাপাদ্যাবাচাকর্ষানুষ্ঠানদশায়ামভিপ্রায়বিশেষানুষ্ঠানবিশেষং দর্শয়তি—অথেত্যাদিনা। তত্র তত্রাখণ্ডতত্ত্বস্বরূপক্রমার্থো নেতব্যঃ। গর্ভকর্ম্মকালে প্রথমং স্বকীয়পুংস্বভাবা তদীয়স্ত্রীদেহে বায়ুং বিসৃজ্য তেনৈব মার্গেণ তত্তদনাদানাভিমানং কুর্য্যাদিত্যাহ—অভিপ্রাণ্যেতি ॥ ৪১৬॥১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ। "অথ যামিচ্ছেৎ" ইত্যাদি। [এই স্ত্রী] গর্ভধারণ না করুক, অর্থাৎ গর্ভিণী না হউক, এইরূপ যাহার প্রতি ইচ্ছা করেন, তাহাতে—'অর্থ সন্নিবেশ' প্রভৃতি কথার অর্থ পূর্ব্বের ন্যায়। প্রথমে অভিপ্রাণন—বায়ুপ্রেরণ করিয়া, পরে আবার 'ইন্দ্রিয়েণ তে' ইত্যাদি মন্ত্রে অপানন করিবে অর্থাৎ স্ত্রীতে নিবেশিত বায়ু আকর্ষণ করিবে। [এইরূপ করিলে] সেই স্ত্রী নিশ্চয়ই 'অরেতা' হয়, গর্ভিণী হয় না ॥৪১৭॥১০॥

অথ যামিচ্ছেদ্দধীতেতি, তস্যামর্থং নিষ্ঠায় মুখেন মুখং সন্ধায়াপান্যাভিপ্রাণ্যাদিন্দ্রিয়েণ তে রেতসা রেত আদধামীতি, গর্ভিণ্যেব ভবতি ॥৪১৮॥১১॥

অন্বয়ার্থঃ। অথ (পক্ষান্তরে), স যাম্ ইচ্ছেৎ—ইয়ং 'দধীত' ইতি; 'তস্যাং অর্থং নিষ্ঠায়, মুখেন মুখং সন্ধায়, [পূর্ব্ববিপর্য্যয়েণ] অপান্য (তদন্তর্বায়ুমাকৃষ্য) [পশ্চাৎ] 'ইন্দ্রিয়েণ তে' [ইত্যাদিমন্ত্রেণ] অভি-প্রাণ্যাৎ (তস্মিন্ স্থানে বায়ুং প্রেরয়েৎ) ইতি। (এবং সতি) [সা স্ত্রী] গর্ভিণী এব ভবতি ॥৪১৮॥১১॥

মূলানুবাদ। আর তিনি যে স্ত্রীকে গর্ভধারণ করুক, এইরূপ ইচ্ছা করেন, পূর্ব্বের ন্যায় অর্থ নিবেশনাদি করিয়া প্রথমে স্ত্রীদেহ হইতে বায়ু আকর্ষণ করিবেন, পশ্চাৎ 'ইন্দ্রিয়েণ তে' ইত্যাদি মন্ত্রে অভিপ্রাণন (স্ববায়ু স্ত্রীদেহে সঞ্চারণ) করিবেন; এইরূপ করিলে সেই স্ত্রী নিশ্চয়ই গর্ভিণী হইবে ॥৪।১৮॥১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথ যামিচ্ছেৎ—দধীত গর্ভমিতি; তস্যামর্থমিত্যাদি পূর্ব্ববৎ। পূর্ব্ববিপর্য্যয়েণ অপান্য অভিপ্রাণ্যাৎ—'ইন্দ্রিয়েণ তে রেতসা রেত আদধামি' ইতি গর্ভিণ্যেব ভবতি ॥৪।১৮॥১১॥

টীকা। অর্থ্বেবাভিপ্রাণান্তরানুসারিণং বিধিমাহ—অথ যামিত্যাদিনা। স্বকীয়পঞ্চমেন্দ্রিয়েণ তদীয়পঞ্চমেন্দ্রিয়াদ্রেতঃ স্বীকৃত্য তৎপুত্রোৎপত্তিসমর্থং কৃতমিতি মত্বা স্বকীয়রেতসা সহ তস্মিন্নিক্ষিপেৎ, তদিদমপাননং প্রাণনং চ; তৎপূর্ব্বকং রেতঃসেচনম্ ॥৪।১৭॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ। পক্ষান্তরে, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন যে, এই স্ত্রী গর্ভধারণ করুক; পূর্ব্বের ন্যায় তাহাতে অর্থনিবেশনাদি করিয়া বিপরীত ক্রমে প্রথমে অপানন (বায়ু আদান) করিয়া 'ইন্দ্রিয়েণ তে' ইত্যাদি মন্ত্রে অভিপ্রাণন করিবে অর্থাৎ আত্মবায়ু স্ত্রীদেহে প্রেরণ করিবে। সেই স্ত্রী নিশ্চয়ই গর্ভিণী হইবে ॥৪।১৮॥১১॥

অথ যস্য জায়ায়ৈ জারঃ স্যাৎ, তঞ্চেদ্দ্বিষ্যাৎ আমপাত্রেঽগ্নিমুপসমাধায় প্রতিলোমং শরবর্হিস্তীর্ত্বা তস্মিন্নেতাঃ শরভৃষ্টীঃ প্রতিলোমাঃ সর্পিষাক্তা জুহুয়াৎ মম সমিদ্ধেঽহৌষীঃ প্রাণাপানৌ ত আদদেঽসাবিতি, মম সমিদ্ধেঽহৌষীঃ পুত্রপশূংস্ত আদদেঽসাবিতি, মম সমিদ্ধেঽহৌষীরিষ্টাসুকৃতে ত আদদেঽসাবিতি, মম সমিদ্ধেঽহৌষীরাশাপরাকাশৌ ত আদদেঽসাবিতি। স বা এষ নিরিন্দ্রিয়ো বিসুকৃদস্মাঁল্লোকাৎ প্রৈতি যমেবং বিদ্বান্ ব্রাহ্মণঃ শপতি, তস্মাদেবংবিচ্ছ্রোত্রিয়স্য দারেণ নোপহাসমিচ্ছেদুত হ্যেবংবিৎ পরো ভবতি ॥৪।১৯। ১২॥

অন্বয়লভ্যার্থঃ। অথ যস্য (পুরুষস্য) জায়ায়ৈ (পত্নীমুদ্দিশ্য) জারঃ (উপপতিঃ) স্যাৎ, চেৎ (যদি), তং (পুরুষং) দ্বিষ্যাৎ (অপকর্ত্তুমিচ্ছেৎ),

[তদা] আমপাত্রে (অপক্বমৃৎপাত্রে) অগ্নিং উপসমাধায় (সংস্থাপ্য), প্রতিলোমং (বিপরীতং যথা স্যাৎ, তথা) শর-বর্হিঃ তীর্ত্বা (বিস্তীর্য্য) তস্মিন্ (অগ্নৌ) সর্পিরক্তাঃ (ঘৃতসিক্তাঃ) এতাঃ শরভৃষ্টীঃ (শরেষীকাঃ) প্রতিলোমাঃ—'মম সমিদ্ধে হৌষীঃ' ইত্যাদিনা মন্ত্রেণ জুহুয়াৎ। [এবংসতি] স এষ (বিদ্বিষ্টঃ) নিরিন্দ্রিয়ঃ (ইন্দ্রিয়শক্তিবিহীনঃ) বিসুকৃতঃ (পুণ্যহীনঃ সন্) অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি (ম্রিয়তে); [কঃ ?] এবংবিৎ ব্রাহ্মণঃ যং শপতি (যং প্রত্যভিচরতি, সঃ); তস্মাৎ হেতোঃ এবংবিচ্ছ্রোত্রিয়স্য (যথোক্তবিজ্ঞান-সম্পন্নস্য শ্রোত্রিয়স্য) দারেণ (পত্ন্যা সহ) উপহাসং ন ইচ্ছেৎ [কিমুত অধোপহাসম্]; হি (যস্মাৎ) এবংবিদ্ উত (অপি) (তাদৃশেন কর্ম্মণা) পরঃ (শত্রুঃ) ভবতি; [অতঃ এবংবিদঃ পত্ন্যা সহ অসদাচারং ন কুর্য্যাদিত্যাশয়ঃ] ॥ ৪।১২॥১২॥

মূলানুবাদ। যাহার পত্নীর প্রতি উপপতি হয়; এবং সে যদি তাহাকে দ্বেষ করে অর্থাৎ সেই উপপতির অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে, কাঁচা মৃৎপাত্রে অগ্নি সংস্থাপনপূর্ব্বক বিপরীত ক্রমে শর-কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া, সেই অগ্নিতে এই সমুদয় শরগুচ্ছ ঘৃতাক্ত করিয়া বিপরীতভাবে "মম সমিদ্ধে অহৌষীঃ, প্রাণাপানৌ তে আদদে অসৌ' ইত্যাদিক্রমে হোম করিবে। ['অসৌ' স্থানে কর্ত্তা নাম গ্রহণ করিবে]।

এবংবিধ বিদ্বান্ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ যাহার প্রতি শাপ প্রদান করেন অর্থাৎ অভিচার করেন, সেই লোক ইন্দ্রিয়শক্তি রহিত হইয়া এবং সমস্ত পুণ্য শূন্য হইয়া ইহ লোক হইতে প্রস্থান করে অর্থাৎ দেহত্যাগ করে। অতএব এবংবিধ শ্রোত্রিয়ের পত্নীর সহিত কখনও উপহাস করিতে ইচ্ছাও করিবে না, [দুষ্কর্ম্ম ত দূরের কথা]; কারণ, [ঐ প্রকার কার্য্য দ্বারা] এবংবিধ জ্ঞানী ব্যক্তিও শত্রু হইতে পারেন॥

৪।৯॥১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথ পুনর্যস্য জায়ায়ৈ জারঃ উপপতিঃ স্যাৎ, তঞ্চেদ্ দ্বিষ্যাদভিচরিষ্যাম্যেনমিতি মন্যেত, তস্যেদং কর্ম্ম। আমপাত্রেঽগ্নিমুপসমাধায় সর্ব্বং প্রতিলোমং কুর্য্যাৎ; তস্মিন্নগ্নাবেতাঃ শরভৃষ্টীঃ শরেষীকাঃ প্রতিলোমাঃ

সর্পিষাক্তাঃ ঘৃতাভ্যক্তা জুহুয়াৎ 'মম সমিদ্ধেঽহৌষীঃ' ইত্যাদ্যা আহুতীঃ; অন্তে সর্ব্বাসামসাবিতি নামগ্রহণং প্রত্যেকম্; স এষ এবংবিৎ, যং ব্রাহ্মণঃ শপতি, স বিসুকৃতঃ বিগতপুণ্যকর্ম্মা প্রৈতি। তস্মাদেবংবিচ্ছ্রোত্রিয়স্য দারেণ নোপহাসমিচ্ছেৎ নর্ম্মাপি ন কুর্য্যাৎ, কিমুতাধোপহাসম্; যস্মাদেবংবিদপি তাবৎ পরো ভবতি শত্রুর্ভবতীত্যর্থঃ ॥৪১৯॥১২॥

টীকা। সংপ্রতি প্রাসঙ্গিকমাভিচারিকং কর্ম্ম কথয়তি—অথ পুনরিতি। দ্বেষবত্তাহস্মৃতিজমিদং কর্ম্ম ফলবদিতি বক্তুং বিদ্যাদিত্যধিকারিবিশেষণম্। আমবিশেষণং পাত্রস্য প্রকৃতকর্ম্মযোগ্যত্বখ্যাপনার্থম্। অগ্নিমিত্যেকবচনাদুপসমাধানবচনাচ্চাবসথ্যাগ্নিরত্র বিবক্ষিতঃ। সর্ব্বং পরিস্তরণাদি, তস্য প্রতিলোমত্বে কর্ম্মণঃ প্রতিলোমত্বং হেতুকর্ত্তব্যম্। মম স্বহুতে যোষাগ্নৌ যৌবনাদিনা সমিদ্ধে রেতো হুতবানসি, ততোঽপয়াধিনস্তব প্রাণা-পানাবাদদে ফড়িত্যুক্ত্বা হোমো নির্ব্বর্ত্তয়িতব্যঃ। তদন্তে চাসাবিত্যাত্মনঃ শত্রোর্ব্বা নাম গৃহ্নীয়াৎ। ইষ্টং শ্রৌতং কর্ম্ম, সুকৃতং স্মার্ত্তম্। আশা প্রার্থনা, বাচা যৎপ্রতিজ্ঞাতং, কর্ম্মণা যোৎপাদিতং, তস্য প্রতীক্ষা পরাকাশঃ। যথোক্তহোমদ্বারা শাপদানস্য ফলং দর্শয়তি—স এষ ইতি। এবংবিদ্বং মন্ত্রকর্ম্মদ্বারা প্রাণবিয়োগবত্বম্। তস্মাদেবংবিদ্বং পরদারগমনে যথোক্তদোষপ্রাপ্তত্বম্। তচ্ছব্দোপাত্তং হেতুত্বমাহ—এবংবিদপীতি ॥৪১৮॥১২

ভাষ্যানুবাদ। যাহার পত্নীতে উপপতি হয়, সে যদি তাহাকে দ্বেষ করে, অর্থাৎ আমি ইহার প্রতি অভিচার ক্রিয়া (মারণক্রিয়া) করিব বলিয়া মনে করে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে এইরূপ কর্ম্ম করিতে হইবে।

কাঁচা মৃৎপাত্রে অগ্নি সংস্থাপনপূর্ব্বক বিপরীতভাবে সমস্ত কর্ম্ম করিবে। সেই অগ্নিতে এই সমুদয় শরভৃষ্টি—ঈষীকা ঘৃতাক্ত করিয়া "মম সমিদ্ধে অহৌষীঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে আহুতি প্রদান করিবে। প্রত্যেক আহুতির শেষে 'অসৌ' বলিয়া নামোচ্চারণ করিতে হইবে। সেই এই বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ যাহাকে শাপ দেন, সেই লোক বিসুকৃত—পুণ্যরহিত হইয়া প্রয়াণ করে, অর্থাৎ মরিয়া যায়। সেইহেতু এবংবিধ জ্ঞানী শ্রোত্রিয়ের পত্নীর সহিত উপহাস ইচ্ছা করিবে না,—ক্রীড়া-কৌতুকও করিবে না, অধোপহাসের আর কথা কি; যেহেতু এবংবিধ বিদ্বান্ও পর—শত্রু হইয়া থাকেন ॥ ৪১৯।১২ ॥

অথ যস্য জায়ামার্ত্তবং বিন্দেৎ ত্র্যহং কংসেন পিবেদহতবাসাঃ, নৈনাং বৃষলো ন বৃষল্যুপহন্যাৎ, ত্রিরাত্রান্ত আপ্লুত্য ব্রীহীনব-ঘাতয়েৎ ॥৪২০॥১৩॥

অন্বয়ার্থঃ। অথ যস্য জায়াং (পত্নীং) আর্ত্তবং বিন্দেৎ (রজঃ প্রাপ্নুয়াৎ); সা ত্র্যহং (দিবসত্রয়ং ব্যাপ্য) কংসেন (পাত্রবিশেষেণ) [জলং পিবেৎ; বৃষলঃ (শূদ্রঃ) বৃষলী (শূদ্রা বা) এনাং ন উপহন্যাৎ (স্পৃশেৎ); ত্রিরাত্রান্তে আপ্লুত্য (স্নাত্বা) অহতবাসাঃ (অচ্ছিন্নবস্ত্রা ভবেৎ); ব্রীহীন্ (ধান্যানি) অবঘাতয়েৎ (ধান্যাবঘাতায় তাং বিনিযুঞ্জ্যাৎ ইত্যর্থঃ) ॥৪২০॥১৩॥

মূলানুবাদ। যাহার স্ত্রী ঋতুদর্শন করে, সেই স্ত্রী তিন দিন পর্য্যন্ত কংসনামক পাত্রে জলপান করিবে; শূদ্র বা শূদ্রা তাহাকে স্পর্শ করিবে না; ত্রিরাত্রের পর স্নান করিয়া অচ্ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিবে; তাহাকে ধান্যাবঘাতে (তণ্ডুল নিষ্কাষণে) নিযুক্ত করিবে ॥ ৪২০॥১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথ যস্য জায়ামার্ত্তবং বিন্দেৎ ঋতুভাবং প্রাপ্নুয়াদিত্যেবমাদিগ্রন্থঃ শ্রীর্হ বা এষা স্ত্রীণামিত্যতঃ পূর্ব্বং দ্রষ্টব্যঃ, সামর্থ্যাৎ; ত্র্যহং কংসেন পিবেদহতবাসাশ্চ স্যাৎ, নৈনাং স্নাতামস্নাতাং বা বৃষলো বৃষলী বা নোপহন্যান্নোপস্পৃশেৎ, ত্রিরাত্রান্তে ত্রিরাত্রব্রতসমাপ্তাবাপ্লুত্য স্নাত্বা অহতবাসাঃ স্যাদিতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। তামাপ্লুতাং ব্রীহীনবঘাতয়েৎ ব্রীহ্যবঘাতায় তামেব বিনিযুঞ্জ্যাৎ ॥৪২০॥১৩॥

টীকা। আভিচারিকং কর্ম্ম প্রসঙ্গাগতমুক্ত্বা পূর্ব্বোক্তমৃতুকালং জ্ঞাপয়তি— অথেতি। শ্রীর্হ বা এষা স্ত্রীণামিত্যেতদপেক্ষয়া পূর্ব্বত্বম্। পাঠক্রমাদর্থক্রমস্য বলবত্ত্বে হেতুমাহ—সামর্থ্যাদিতি। অর্থবশাদিতি যাবৎ ॥ ৪২০॥১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। 'যাহার পত্নী আর্ত্তব লাভ করে অর্থাৎ ঋতুভাব প্রাপ্ত হয়,' ইত্যাদি শ্রুতিটী পূর্ব্বোক্ত "শ্রীর্হ বা এষা স্ত্রীণাম্" ইত্যাদি শ্রুতির পূর্ব্বে পঠিত বুঝিতে হইবে। কারণ, পাঠক্রম অপেক্ষা শব্দক্রম দুর্ব্বল। তিনদিন কাংসপাত্রে জলপান করিবে। সে স্নাতাই হউক আর অস্নাতাই হউক, কোন শূদ্র বা শূদ্রা তাহাকে স্পর্শ করিবে না। ত্রিরাত্রের পর অর্থাৎ ঐরূপ ত্রিরাত্রব্রত সমাপ্ত হইলে পর, স্নান করিয়া অচ্ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিবে। ঋতুস্নাতা সেই স্ত্রীকে ব্রীহি (ধান্য) অবঘাত করাইবে অর্থাৎ তণ্ডুল প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত তাহাকেই নিযুক্ত করিবে ॥৪২০॥১৩॥

স য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে শুক্লো জায়েত বেদমনুব্রুবীত, সর্ব্বমায়ুরিয়াদিতি ক্ষীরৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ ।৪২১। ১৪॥

অন্বয়ার্থঃ। স যঃ (যঃ কশ্চিৎ) ইচ্ছেৎ যে (মম) পুত্রঃ শুক্লঃ জায়েত, বেদং অনুব্রুবীত পঠেৎ), সর্ব্বম্ আয়ুঃ (বর্ষশতং) ইয়াৎ (প্রাপ্নুয়াৎ) ইতি ; [তর্হি দম্পতী] ক্ষীরৌদনং (পায়সং) পাচয়িত্বা [তৎ] সর্পিষ্মন্তং [কৃত্বা] অশ্নীয়াতাং (ভোজনং কুর্য্যাতাম্) ; [এবং কৃতে] জনয়িতবৈ (তাদৃশং পুত্রং জনয়িতুং) ঈশ্বরৌ (সমর্থৌ) স্যাতাম্ ॥৪২১॥১৪॥

মূলানুবাদ। যদি যে কোন লোক ইচ্ছা করে যে, আমার পুত্র শুক্লবর্ণ হউক, একটী বেদ অধ্যয়ন করুক, এবং সম্পূর্ণ আয়ু লাভ করুক ; তাহা হইলে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে ক্ষীরৌদন অর্থাৎ পায়স পাক করাইয়া, তাহা ঘৃতযুক্ত করিয়া ভোজন করিবে ; [এই কর্ম্ম দ্বারা ঐরূপ পুত্র] সমুৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে ॥৪২১॥১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স য ইচ্ছেৎ—পুত্রো মে শুক্লো বর্ণতো জায়েত, বেদমেকমনুব্রুবীত, সর্ব্বমায়ুরিয়াৎ—বর্ষশতম্, ক্ষীরৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতাম্, ঈশ্বরৌ সমর্থৌ জনয়িতবৈ জনয়িতুম্ ॥৪২১॥১৪॥

টীকা। কিং পুনরবঘাতনিষ্পন্নৈস্তণ্ডুলৈরন্নুষ্ঠেয়ং, তদাহ—স য ইতি। বলদেবসাদৃশ্যং বা শুক্লত্বং বা শুক্লত্বম্ ॥৪২১॥১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ। যে লোক ইচ্ছা করে যে, আমার পুত্র শুক্লবর্ণ হউক ; একটী বেদ অধ্যয়ন করুক, এবং সম্পূর্ণ আয়ু—একশত বৎসর জীবন লাভ করুক, [তাহা হইলে], দুগ্ধমিশ্রিত অন্ন পাক করাইয়া সেই পায়স ঘৃতমিশ্রিত করিয়া উভয়ে ভোজন করিবে। 'ঈশ্বরৌ' অর্থ সমর্থ ; 'জনয়িতবৈ' অর্থ জন্মাইতে ॥৪২১॥১৪॥

অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে কপিলঃ পিঙ্গলো জায়েত দ্বৌ বেদাবনুব্রুবীত সর্ব্বমায়ুরিয়াদিতি, দধ্যোদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ ॥৪২২॥১৫॥

সরলার্থঃ। অথ (পক্ষান্তরে)* যঃ ইচ্ছেৎ—মে (মম) পুত্রঃ কপিলঃ পিঙ্গলঃ জায়েত; দ্বৌ বেদৌ অনুব্রুবীত, সর্ব্বম্ আয়ুঃ ইয়াৎ ইতি; [সঃ তৎপত্নী চ উভৌ] দধ্যোদনং (দধ্না চরুং) পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তং [কৃত্বা] অশ্নীয়াতাম্; [এবঞ্চ তৌ] জনয়িতবৈ (জনয়িতুম্) ঈশ্বরৌ [ভবেতাম্] ॥৪২২॥১৫॥

মূলানুবাদ। যে লোক ইচ্ছা করে যে, আমার পুত্র কপিল পিঙ্গলবর্ণ হউক, দ্বিবেদাধ্যায়ী হউক এবং সম্পূর্ণ আয়ু লাভ করুক; [সে এবং তাহার পত্নী] দধ্যোদন অর্থাৎ দধিদ্বারা চরু পাক করাইয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিবে; [তাহা হইলে তাহারা] ঐরূপ সন্তান সমুৎপাদন করিতে সমর্থ হয় ॥৪২২॥১৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্। দধ্যোদনং দধ্না চরুং পাচয়িত্বা, দ্বিবেদঞ্চেদিচ্ছতি পুত্রম্, তদৈবমশননিয়মঃ ॥৪২২॥১৫॥

ভাষ্যানুবাদ। দধ্যোদন অর্থ—দধিমিশ্রিত চরু পাক করাইয়া, পুত্রকে যদি দ্বিবেদাধ্যায়ী দেখিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে এই প্রকার ভোজনের নিয়ম জানিবে ॥৪২২॥১৫॥

অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে শ্যামো লোহিতাক্ষো জায়েত ত্রীন্ বেদাননুব্রুবীত সর্ব্বমায়ুরিয়াদিত্যুদৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ ॥৪২৩॥১৬॥

সরলার্থঃ। অথ যঃ ইচ্ছেৎ—মে পুত্রঃ শ্যামো বর্ণতঃ, লোহিতাক্ষশ্চ জায়েত, ত্রীন্ বেদান্ অনুব্রুবীত, সর্ব্বম্ আয়ুঃ ইয়াৎ ইতি; [সঃ] উদৌদনং (জলেন ওদনং) পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তম্ অশ্নীয়াতাম্; [এবং কৃতে তাদৃশং পুত্রং] জনয়িতবৈ (জনয়িতুং) ঈশ্বরৌ [স্যাতাম্] ॥৪২৩॥১৬॥

মূলানুবাদ। যে লোক ইচ্ছা করে যে, আমার পুত্র শ্যামবর্ণ ও লোহিতলোচন হউক, এবং পূর্ণ একশত বৎসর আয়ু প্রাপ্ত হউক; তাহা হইলে, জলদ্বারা অন্ন পাক করাইয়া এবং তাহা ঘৃতযুক্ত করিয়া [পতি ও পত্নী] ভোজন করিবে। [এইরূপে তাহারা ঐরূপ পুত্র] সমৎপাদন করিতে সমর্থ হয় ॥৪২৩॥১৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কেবলমেব স্বাভাবিকমোদনম্; উদকগ্রহণমন্যাসর্গনিবৃত্ত্যর্থম্ ॥৪২৩॥১৬॥

টীকা। স্বাভাবিকমোদনং পাচয়িত্বা চেৎ কিমর্থমুদগ্রহণং? তদ্ব্যতিরেকেণৌদনপাকাসংভবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—উদগ্রহণমিতি। ক্ষীরাদেরিতি শেষঃ॥৪২৩॥১৬॥

ভাষ্যানুবাদ। [উদৌদন অর্থ—] কেবলই স্বাভাবিক—ওদন (অন্ন)। ওদনে অন্য পদার্থের সম্বন্ধ নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে এখানে 'উদ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥৪২৩॥১৬॥

অথ য ইচ্ছেদ্দুহিতা মে পণ্ডিতা জায়েত সর্ব্বমায়ুরিয়াদিতি, তিলৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ ॥৪২৪॥১৭॥

সরলার্থঃ। অথ (পক্ষান্তরে) যঃ ইচ্ছেৎ—মে পণ্ডিতা (বিদুষী) দুহিতা জায়েত; সর্ব্বম্ আয়ুশ্চ ইয়াৎ ইতি, [সঃ তৎপত্নী চ] তিলৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তম্ [কৃত্বা] অশ্নীয়াতাম্; জনয়িতবৈ ঈশ্বরৌ [স্যাতাম্] ॥৪২৪॥১৭॥

মূলানুবাদ। যে লোক ইচ্ছা করে যে, আমার বিদুষী কন্যা জন্মলাভ করুক, এবং সম্পূর্ণ আয়ু প্রাপ্ত হউক; [সে এবং তাহার পত্নী] তিলৌদন (তিলতণ্ডুলের অন্ন) পাক করাইয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিবে; [তাহা হইলে] ঐরূপ কন্যোৎপাদনে সমর্থ হয় ॥ ৪২৪॥১৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্। দুহিতুঃ পাণ্ডিত্যং গৃহতন্ত্রবিষয়মেব, বেদেঽনধিকারাৎ। তিলৌদনং কৃশরম্ ॥৪২৪॥১৭॥

টীকা। বেদবিষয়মেব তৎপাণ্ডিত্যং কিং ন স্যাদত আহ—বেদ ইতি ॥৪২৪॥১৭॥

ভাষ্যানুবাদ। দুহিতার পাণ্ডিত্য কথায় গার্হস্থ্য-শাস্ত্রবিষয়ক বিদ্যাই বুঝিতে হইবে; কারণ, স্ত্রীলোকের বেদে অধিকার নাই। তিলৌদন অর্থ—কৃশর (তিলের পায়স) ॥৪২৪॥১৭॥

অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে পণ্ডিতো বিগীতঃ সমিতিংগমঃ শুশ্রূষিতাং বাচং ভাষিতা জায়েত সর্ব্বান্ বেদাননুব্রুবীত সর্ব্বমায়ুরিয়াদিতি, মাংসৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবা ঔক্ষেণ বার্ষভেণ বা ॥৪২৫॥১৮॥

সরলার্থঃ। অথ (পক্ষান্তরে) য ইচ্ছেৎ পণ্ডিতঃ বিগীতঃ (প্রসিদ্ধঃ) সমিতিঙ্গমঃ (সভাসদ্ বাগ্মী), শুশ্রূষিতাং (শ্রুতিপ্রিয়াং) বাচং ভাষিতা (সুবক্তা) পুত্রঃ মে (মম) জায়েত ; [সঃ] সর্ব্বান্ বেদান্ অনুব্রুবীত, সর্ব্বম্ আয়ুঃ ইয়াৎ ইতি। [সঃ তৎপত্নী চ] মাংসৌদনং (মাংসমিশ্রিতম্ ওদনং) পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তং কৃত্বা আশ্নীয়াতাম্ ; ঔক্ষেণ (উক্ষা - রেতঃসেকসমর্থঃ পুংগবঃ, তদীয়েন) বা, আর্ষভেণ বা (ঋষভঃ অধিকবয়াঃ, তদীয়েন বা মাংসেন)। জনয়িতবৈ (জনয়িতুং) ঈশ্বরৌ ॥৪২৫॥১৮॥

মূলানুবাদ। যে লোক ইচ্ছা করে যে, আমার পুত্র পণ্ডিত, দেশবিখ্যাত, সভাসদ্ এবং শ্রুতিপ্রিয় বচনভাষী হউক ; এবং সে সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করুক, সম্পূর্ণ আয়ু লাভ করুক। [সে ও তাহার পত্নী] মাংসমিশ্রিত অন্ন পাক করিয়া ঘৃতযুক্ত করিয়া ভোজন করিবে ; যৌবনাবস্থ কিংবা ততোঽধিকবয়স্ক ষাঁড়ের মাংস দ্বারা [মিশ্রিত ওদন ভক্ষণ করিবে, তাহা হইলে, ঐরূপ পুত্র] সমুৎপাদনে সমর্থ হয় ॥৪২৫॥১৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। বিবিধং গীতো বিগীতঃ প্রথ্যাত ইত্যর্থঃ। স সমিতিংগমঃ সভাং গচ্ছতীতি, প্রগল্ভ ইত্যর্থঃ, পাণ্ডিত্যস্য পৃথগ্‌গ্রহণাৎ ; শুশ্রূষিতাং শ্রোতুমিষ্টাং রমণীয়াং বাচং ভাষিতা—সংস্কৃতায়া অর্থবত্যা বাচো ভাষিতেত্যর্থঃ। মাংসমিশ্রমোদনং মাংসৌদনম্ ; তন্মাংসনিয়মার্থমাহ—ঔক্ষেণ বা মাংসেন ; উক্ষা সেচনসমর্থঃ পুঙ্গবঃ, তদীয়ং মাংসম্ ; ঋষভস্ততোঽপ্যধিক-বয়াঃ, তদীয়মার্ষভং মাংসম্ ॥৪২৫॥১৮॥

টীকা। সমিতির্বিদ্বৎসভা, তাং গচ্ছতীতি বিদ্বানেবোচ্যতামিতি চেন্নেত্যাহ—পাণ্ডিত্যস্যেতি। সর্ব্বশব্দো বেদচতুষ্টয়বিষয়ঃ। ঔক্ষেণেত্যাদিতৃতীয়া সহার্থে। দেশবিশেষাপেক্ষয়া কালবিশেষাপেক্ষয়া বা মাংসনিয়মঃ। অথশব্দস্তু পূর্ব্ববাক্যেষু যথারুচি বিকল্পার্থঃ ॥ ৪২৫॥১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ। 'বিগীত' অর্থ নানা প্রকারে গীত অর্থাৎ লোক সমাজে প্রসিদ্ধ ; 'সমিতিংগম' অর্থ—যে লোক সভাতে গমন করে অর্থাৎ প্রগল্ভ (বাগ্মী) ; 'শুশ্রূষিতা' অর্থ শ্রবণ করিতে অভীষ্ট অর্থাৎ রমণীয় ; তাদৃশ বচনের 'ভাষিতা' অর্থাৎ বিশুদ্ধ ও অর্থযুক্ত বাক্যের বক্তা ; 'মাংসৌদন' অর্থ মাংসমিশ্রিত ওদন, যে মাংস গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা নিয়মিত করিয়া

বলিতেছেন যে, ঔক্ষ মাংস, উক্ষা অর্থ রেতঃসেকসমর্থ পুংগো (ষাঁড়); তাহার মাংস (ঔক্ষ); তদপেক্ষাও অধিকবয়স্ক ষাঁড় ঋষভ; তাহার মাংস আর্ষভ। ২৫ ১৮॥

অথাভিপ্রাতরেব স্থালীপাকাবৃতাজ্যং চেষ্টিত্বা স্থালীপাকস্যোপঘাতং জুহোত্যগ্নয়ে স্বাহাঽনুমতয়ে স্বাহা দেবায় সবিত্রে সত্যপ্রসবায় স্বাহেতি হুত্বোদ্ধৃত্য প্রাশ্নাতি, প্রাশ্যেতরস্যাঃ প্রযচ্ছতি, প্রক্ষাল্য পাণী উদপাত্রং পূরয়িত্বা তেনৈনাং ত্রিরভ্যুক্ষত্যুত্তিষ্ঠাতো বিশ্বাবসোঽন্যামিচ্ছ প্রপূর্ব্ব্যাং সং জায়াং পত্যা সহেতি ॥৪২৬॥১৯॥

সরলার্থঃ। [সম্প্রতি যথোক্তদ্রব্যোপযোগ-পদ্ধতিমাহ—'অথাভিপ্রাতরেব' ইত্যাদিনা]। অথ প্রাতঃ (প্রাতঃকালে) এব স্থালীপাকাবৃতা (স্থালীপাকবিধিনা, আজ্যং চেষ্টিত্বা (আজ্যসংস্কারং কৃত্বা, চরুং শ্রপয়িত্বা) স্থালীপাকস্য উপঘাতং (উপহত্য উপহত্য) অগ্নয়ে স্বাহা, অনুমতয়ে স্বাহা, দেবায় সবিত্রে সত্যপ্রসবায় স্বাহা' ইতি জুহোতি। হুত্বা [চরুশেষং] উদ্ধৃত্য প্রাশ্নাতি ; প্রাশ্য (স্বয়ং ভুক্ত্বা শেষং) ইতরস্যাঃ (ইতরস্যৈ পত্ন্যৈ) প্রযচ্ছতি ; পাণী (হস্তৌ) প্রক্ষাল্য উদপাত্রং (জলপাত্রং) পূরয়িত্বা, তেন (উদকেন) এনাং (পত্নীং) 'উত্তিষ্ঠাতঃ' ইত্যাদিনা মন্ত্রেণ ত্রিঃ (বারত্রয়ং) অভ্যুক্ষতি (সিঞ্চতি) ॥৪২৬॥১৯॥

মূলানুবাদ। প্রাতঃকালেই স্থালীপাকের প্রণালীক্রমে আজ্যসংস্কার চরুপাক করিয়া পুনঃপুনঃ আঘাত করিয়া 'অগ্নয়ে স্বাহা' ইত্যাদি মন্ত্রে আহুতিপ্রদান করিবে। হোমের পর চরুশেষ উদ্ধৃত করিয়া স্বয়ং ভোজন করিবে ; নিজে ভোজন করিয়া অবশিষ্ট অংশ অপরকে (পত্নীকে) প্রদান করিবে। শেষে হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া জলদ্বারা উদকপাত্র পরিপূর্ণ করিবে, অনন্তর 'উত্তিষ্ঠাতঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া সেই জলদ্বারা সেই পত্নীকে তিনবার অভ্যুক্ষণ করিবে ॥৪২৬॥১৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌। অথাভিপ্রাতরেব কালে অবঘাতনির্বৃত্তান্‌ তণ্ডুলানাদায় স্থালীপাকাবৃতা স্থালীপাকবিধিনা আজ্যং চেষ্টিত্বা আজ্যসংস্কারং কৃত্বা, চরুং শ্রপয়িত্বা, স্থালীপাকস্যাহুতীর্জুহোতি। উপঘাতং উপহত্যোপহত্য 'অগ্নয়ে স্বাহা' ইত্যাদ্যাঃ। গার্হ্যঃ সর্ব্বো বিধির্দ্রষ্টব্যোঽত্র ; হুত্বোদ্ধৃত্য চরুশেষং প্রাশ্নাতি ; স্বয়ং প্রাশ্যেতরস্যাঃ পত্ন্যৈ প্রযচ্ছত্যুচ্ছিষ্টম্‌। প্রক্ষাল্য পাণী আচম্য, উদপাত্রং পূরয়িত্বা তেনোদকেনৈনাং ত্রিরভ্যুক্ষতি অনেন মন্ত্রেণ 'উত্তিষ্ঠাতঃ' ইতি, সকৃন্মন্ত্রোচ্চারণম্‌ ॥৪২৬॥১৯॥

টীকা। কদা পুনরিদমোদনপাকাদি কর্ত্তব্যং, তদাহ—অথেতি। কোঽসৌ স্থালীপাকবিধিঃ কথং বা তত্র হোমস্তত্রাহ—গার্হ্য ইতি। গৃহ্যে প্রসিদ্ধো গার্হ্যঃ। অত্রেতি পুত্রমন্থকর্ম্মোক্তিঃ। অতো মন্ত্রার্থাতঃ সকাশাত্তো বিশ্বাবসো গন্ধর্ব ত্বমুত্তিষ্ঠান্যাং চ জায়াং প্রপূর্ব্বাং তরুণীং পত্যা সহ সংক্রীড়মানামিচ্ছাঽহং পুনঃ স্বামিমাং জায়াং সমুপৈমীতি মন্ত্রার্থঃ ॥৪২৬॥১৯॥

ভাষ্যানুবাদ। অতঃপর প্রাতঃকালেই অবঘাতের জন্য সম্পাদিত তণ্ডুলসমূহ লইয়া স্থালীপাকের বিধান অনুসারে আজ্য-চেষ্টা করিয়া—আজ্য সংস্কার করিয়া অর্থাৎ চরু পাক করিয়া বারংবার অবঘাত করিয়া 'অগ্নয়ে স্বাহা' ইত্যাদি মন্ত্রে স্থালীপাক আহুতি প্রদান করিবে। এখানে গৃহ্যসূত্রোক্ত সমস্ত বিধি গ্রহণ করিতে হইবে। হোমের পর হুতশেষ চরু উঠাইয়া ভোজন করিবে। নিজে ভোজন করিয়া উচ্ছিষ্ট ভাগ অপরকে—পত্নীকে প্রদান করিবে। হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া আচমনপূর্ব্বক জলপাত্র পূর্ণ করিয়া সেই জল দ্বারা 'উত্তিষ্ঠাতঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে পত্নীকে তিনবার অভ্যুক্ষণ করিবে (জল সেচন করিবে) 'উত্তিষ্ঠাতঃ' ইত্যাদি মন্ত্র একবার মাত্র উচ্চারণ করিবে ॥৪২৬॥১৯॥

অথৈনামভিপদ্যতেঽমোঽহমস্মি সা ত্বং সা ত্বমস্যমোঽহং সামাহমস্মি ঋক্‌ ত্বং দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বং তাবেহি সংরভাবহৈ সহ রেতো দধাবহৈ পুংসে পুত্রায় বিত্তয় ইতি ॥৪২৭॥২০॥

সরলার্থঃ। অথ (যথাপত্যকামং ক্ষীরৌদনাদি ভুক্‌ত্বা) [সংবেশন-কালে] 'অমোঽহমস্মি' ইত্যাদি মন্ত্রেণ এনাং (পত্নীং) অভিপদ্যতে (উপগচ্ছতি) ইতি ॥৪২৭॥২০॥

মূলানুবাদ। অতঃপর যাহার যেরূপ সন্তান কামনা, তদনুসারে ক্ষীরৌদনাদি ভোজন করিয়া 'অমোঽহমস্মি' ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সেই স্ত্রীতে উপগত হইবে ॥৪২৭॥২০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথৈনামভিমন্ত্র্য ক্ষীরৌদনানি যথাপত্যকামং ভুক্তে তি ক্রমো দ্রষ্টব্যঃ। সংবেশনকালে 'অমোঽহমস্মি' ইত্যাদিমন্ত্রেণাভিপদ্যতে ॥৪২৭॥২০॥

টীকা। অভিপদ্যেতিপদিগ্রহণম্। কদা ক্ষীরৌদনাদিভোজনং, তদাহ—ক্ষীরেতি। ভুক্ত্বাভিপদ্যেত ইতি সম্বন্ধঃ। অহং পতিরমঃ প্রাণোঽস্মি, সা ত্বং বাগসি। কথং তব প্রাণত্বং, মম বাক্ ত্বমিত্যাশঙ্ক্য বাচঃ প্রাণাধীনত্ববত্তব মদধীনত্বাদিত্যভিপ্রেত্য সা ত্বমিত্যাদি পুনর্বচনম্। ঋগাধারং হি সাম গীয়তে; অস্তি চ মদাধারত্বং তব। তথা চ মম সামত্বমৃক্ত্বং চ তব। দ্যৌরহং পিতৃত্বাৎ, পৃথিবী ত্বং মাতৃত্বাৎ, তয়োর্মাতাপিতৃত্বসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। সাবাবাং সংরভাবহৈ সংরম্ভমুদ্যমং করবাবহৈ। এহি ত্বমাগচ্ছ। কোঽসৌ সংরম্ভস্তমাহ—সহেতি। পুংস্ত্বযুক্তপুত্রলাভায় রেতোধারণং কর্তব্যমিত্যর্থঃ॥ ৪২৭॥২০ ॥

ভাষ্যানুবাদ। অতঃপর সেই স্ত্রীকে মন্ত্রপূত করিয়া, যেমন সন্তান কামনা করে, তদনুসারে ক্ষীরৌদনাদি ভোজন করিয়া—এইরূপ ক্রমে বুঝিতে হইবে। শয়ন সময়ে 'অমোঽহমস্মি' ইত্যাদি মন্ত্রে ঐ স্ত্রীতে উপগত হইবে ॥৪২৭॥২০॥

অথাস্যা উরূ বিহাপয়তি বিজিহীথাং দ্যাবাপৃথিবী ইতি, তস্যামর্থং নিষ্ঠায় মুখেন মুখং সন্ধায় ত্রিরেনামনুলোমামনুমার্ষ্টি—বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে। গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি পৃথুষ্টুকে। গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ ॥৪২৮॥২১॥

সরলার্থঃ। অথ (অনন্তরম্) অস্যাঃ (স্ত্রিয়াঃ) উরূ (উরুদ্বয়ং) 'বিজিহীথাং দ্যাবা পৃথিবী' ইত্যনেন মন্ত্রেণ বিহাপয়তি (বিযোজয়তি)। তস্যাং) অর্থং (পুংশিশ্নং) নিষ্ঠায় (নিবেশ্য) মুখেন মুখং সংধায় (সংযোজ্য) অনুলোমাম্ এনাং (স্ত্রিয়ং) "বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু" ইত্যাদিনা মন্ত্রেণ শিরঃপ্রভৃতি সর্ব্বাবয়বেষু) ত্রিঃ (বারত্রয়ং) অনুমার্ষ্টি (মার্জ্জনং করোতি)। মন্ত্রার্থস্তু—বিষ্ণুঃ তে (তব) যোনিং কল্পয়তু (গর্ভগ্রহণযোগ্যং করোতু), ত্বষ্টা রূপাণি (অবয়বান্) পিংশতু (ঘটয়তু), প্রজাপতিঃ আসিঞ্চতু (রেতঃ সেচনং করোতু), ধাতা গর্ভং দধাতু (ধারয়তু); সিনীবালি (হে অমাদেবি), গর্ভং ধেহি

(আধৎস), হে পৃথুষ্টুকে [ত্বমপি] গর্ভং ধেহি ; পুষ্করস্রজৌ (রশ্মিমালাধরৌ) অশ্বিনৌ দেবৌ তে (তব) গর্ভং আধত্তাম্ (গর্ভাধানং করোতু) ॥২৪৮॥২১॥

মূলানুবাদ। অতঃপর 'বিজিহীথাং দ্যাবা পৃথিবী' এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ঐ স্ত্রীর উরুদ্বয় বিযুক্ত করিবে। তাহার পর পূর্ব্বের ন্যায় পত্নীতে সংসর্গ করতঃ মুখে মুখ সংযোজিত করিয়া 'বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক তিনবার অনুলোম ক্রমে আপাদ মস্তক তাহার গাত্র মার্জ্জনা করিবে ॥৪২৮॥২১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথাস্য উরূ বিহাপয়তি 'বিজিহীথাং দ্যাবা-পৃথিবী' ইত্যনেন। তস্যামর্থমিত্যাদি পূর্ব্ববৎ। ত্রিরেনাং শিরঃপ্রভৃতি অনু-লোমাম্ অনুমাষ্টি 'বিষ্ণুর্যোনিম্' ইত্যাদি প্রতিমন্ত্রম্ ॥৪২৮॥২১॥

টীকা। উর্ব্বোঃ সংবোধনং দ্যাবাপৃথিবী ইতি। বিজিহীথাং বিশ্লিষ্টে ভবেতং যুবামিত্যর্থঃ। বিষ্ণুর্ব্যাপনশীলো ভগবান্ তবকা যোনিং কল্পয়তু পুত্রোৎপত্তিসমর্থাং করোতু। ত্বষ্টা সবিতা তব রূপাণি পিংশতু বিভাগেন দর্শনযোগ্যানি করোতু। প্রজাপতির্বিরাড়াত্মা মনাত্মনা স্থিরঃ ত্বয়ি রেতঃ সমাসিঞ্চতু প্রক্ষিপতু। ধাতা পুনঃ সূত্রাত্মা ত্বদীয়ং গর্ভং বনাত্মনা স্থিত্বা দধাতু ধারয়তু পুষ্ণাতু চ। সিনীবালী দর্শাহর্দ্দেবতা ত্বদাত্মনা বর্ত্ততে। সা চ পৃথুষ্টুকা বিস্তীর্ণস্তুতির্দেবীঃ সিনীবালি পৃথুষ্টুকে গর্ভমিমং ধেহি ধারয়। অশ্বিনৌ দেবৌ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ স্বকীয়রশ্মিমালিনৌ তব গর্ভং ত্বদাত্মনা স্থিত্বা সমাধত্তাম্ ॥ ৪২৮॥২১ ॥

ভাষ্যানুবাদ। ইহার পর 'বিজিহীথাং দ্যাবা পৃথিবী' এই মন্ত্রে সেই স্ত্রীর উরুদ্বয় বিযোজিত করিবে। 'তস্যাম্ অর্থম্ নিষ্ঠায়' ইত্যাদি কথার অর্থ পূর্ব্ববৎ। তাহার পর, 'বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু' ইত্যাদি প্রত্যেক মন্ত্র পাঠ-পূর্ব্বক তিনবার তাহাকে মস্তক প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গে অনুলোম ক্রমে মার্জ্জনা করিবে ॥৪২৮॥২১॥

হিরণ্ময়ী অরণী যাভ্যাং নির্ম্মন্থতামশ্বিনৌ। তং তে গর্ভং হবামহে দশমে মাসি সূতয়ে। যথাগ্নিগর্ভা পৃথিবী যথা দ্যৌরিন্দ্রেণ গর্ভিণী। বায়ুর্দিশাং যথা গর্ভ এবং গর্ভং দধামি তেঽসাবিতি ॥৪২৯॥২২॥

সরলার্থঃ। 'হিরণ্ময়ী (হিরণ্ময্যৌ) অরণী [প্রাক্ আসতুঃ] ; অশ্বিনৌ

যাভ্যাং নির্মন্থতাম্; দশমে মাসি সূতয়ে (প্রসবায়) তে (তব) তং গর্ভং হবামহে (আহুতিরূপেণ অর্পয়ামঃ)। পৃথিবী যথা অগ্নিগর্ভা, দ্যৌঃ যথা ইন্দ্রেণ গর্ভিণী (গর্ভবতী), বায়ুঃ যথা দিশাং (প্রাচ্যাদীনাং) গর্ভঃ, অহং এবং (এবমেব) তে গর্ভং দধামি ইতি ॥৪২৯॥২২।

মূলানুবাদ। অশ্বিনদ্বয় যেই হিরণ্ময় অরণীদ্বয় দ্বারা মন্থন করেন, আমি দশম মাসে প্রসবার্থ তাহাতে গর্ভ আধান করিতেছি। পৃথিবী যেরূপ অগ্নিগর্ভা, আকাশ যেমন সূর্য্য দ্বারা গর্ভবতী, দিক্ সকল যেমন বায়ু দ্বারা গর্ভিণী, সেইরূপ আমি তোমায় এই গর্ভ অর্পণ করিয়া গর্ভবতী করিতেছি; এই বলিয়া নামগ্রহণ পূর্ব্বক গর্ভাধান করিবে ॥৪২৯॥২২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অন্তে নাম গৃহ্লাতি—অসাবিতি তস্যাঃ ॥৪২৯॥২২॥

টীকা। জ্যোতির্ম্ময়াবরণী প্রাণাপানৌ তাভ্যাং গর্ভমশ্বিনৌ নির্ম্মথিতবন্তৌ, তং তথাভূতং গর্ভং তে জঠরে দধাবহৈ দশমে মাসি প্রসবার্থম্। আধীয়মানং গর্ভং দৃষ্টান্তেন দর্শয়তি—যথেত্যাদিনা। ইন্দ্রেণ সূর্য্যেণেতি যাবৎ। অসাবিতি পত্ন্যা নির্দ্দেশঃ। তস্যা নাম গৃহ্লাতীতি পূর্ব্বেণ সংবন্ধঃ। ৪২৯॥২২ ॥

ভাষ্যানুবাদ। মন্ত্রের শেষে 'অসৌ' বলিয়া সেই স্ত্রীর নাম গ্রহণ করিবে ॥৪২৯॥২২॥

সোষ্যন্তীমদ্ভিরভ্যুক্ষতি। যথা বায়ুঃ পুষ্করিণীং সমিঙ্গয়তি সর্ব্বতঃ। এবা তে গর্ভ এজতু সহাবৈতু জরায়ুণা। ইন্দ্রস্যায়ং ব্রজঃ কৃতঃ সার্গলঃ সপরিশ্রয়ঃ। তমিন্দ্র নির্জ্জহি গর্ভেণ সাবরাং সহেতি ॥৪৩০॥২৩॥

সরলার্থঃ। [অনন্তরং] সোষ্যন্তীং (আসন্নপ্রসবাং) [স্ত্রিয়ং] 'যথা বায়ুঃ পুষ্করিণীম্' ইত্যাদিনা মন্ত্রেণ অদ্ভিঃ (জলৈঃ) অভ্যুক্ষতি (সিঞ্চতি)। মন্ত্রার্থস্তু—বায়ুঃ যথা পুষ্করিণীং (পদ্মিনীং) সর্ব্বতঃ সমিঙ্গয়তি (কম্পয়তে), এবা (এবং) তে (তব) গর্ভঃ এজতু (পরিস্পন্দতাম্ নির্গচ্ছতু); [স্বাংচ] জরায়ুণা সহ অবতু (রক্ষতু)। ইন্দ্রস্য (প্রাণস্য) অয়ং ব্রজঃ (নির্গমনপথঃ) সার্গলঃ সপরিশ্রয়ঃ চ ('পরিশ্রয়েণ জরায়ুণা সহিতঃ) কৃতঃ [অস্তি]; হে

ইন্দ্র, তং (পন্থানং প্রাপ্য) গর্ভেণ সহ নির্জহি (গর্ভনির্গমোপযোগিনং কুরু), সাবরাং (মাংসপেশীঃ) চ নির্জহি ইতি ।৪৩০॥২৩॥

মূলানুবাদ। পরে, সুখ প্রসবের নিমিত্ত "সোষ্যন্তীমদ্ভিঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা স্ত্রীকে অভ্যুক্ষণ (জলসেক) করিবে, এবং বলিবে যে, বায়ু যেমন পদ্মিনীকে অর্থাৎ পুষ্করিণীকে সর্ব্বতোভাবে পরিচালিত করে, তেমন তোমার গর্ভও জরায়ুর সহিত পরিস্পন্দিত হউক; এবং [তোমাকে] রক্ষা করুক। গর্ভের জন্য একটী অর্গলযুক্ত ব্রজ অর্থাৎ পথ নির্ম্মিত আছে; হে ইন্দ্র (প্রাণ), তুমি যাহাতে সেই পথ অবলম্বন করিয়া গর্ভের সহিত নির্গত হও, এবং গর্ভনিঃসরণের সময় যে মাংসপেশী নির্গত হইয়া থাকে, তাহাও নির্গত কর ॥৪৩০॥২৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সোষ্যন্তীমদ্ভিরভ্যুক্ষতি—প্রসবকালে সুখপ্রসবনার্থমনেন মন্ত্রেণ—"যথা বায়ুঃ পুষ্করিণীং সমিঙ্গয়তি সর্ব্বতঃ; এবাতে গর্ভ এজতু" ইতি ॥৪৩০॥২৩॥

টীকা। সমিঙ্গয়তি স্বরূপোপঘাতমকৃত্বৈব চালয়তীত্যেতৎ। এবা ত এবমেব স্বরূপোপঘাতমকুর্ব্বন্নেজতু গর্ভশ্চলতু। জরায়ুণা গর্ভবেষ্টনমাংসখণ্ডেন সহাবৈতু নির্গচ্ছতু। ইন্দ্রস্য প্রাণস্যায়ং ব্রজো মার্গঃ সর্গকালে গর্ভাধানকালে বা কৃতঃ। সার্গল ইত্যস্য ব্যাখ্যা সপরিশ্রয় ইতি, পরিবেষ্টনেন জরায়ুণা সহিত ইত্যর্থঃ। তং মার্গং প্রাপ্য হে ইন্দ্র গর্ভেণ সহ নির্জহি নির্গচ্ছ। গর্ভনিঃসরণানন্তরং যা মাংসপেশী নির্গচ্ছতি, সাবরা, তাং চ নির্গময়েত্যর্থঃ ॥৪৩০॥ ২৩।

ভাষ্যানুবাদ। প্রসবকালে সুখপ্রসবের জন্য আসন্নপ্রসবা সেই স্ত্রীকে 'যথা বায়ুঃ পুষ্করিণীম্' ইত্যাদি মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবে ॥৪৩০॥২৩॥

জাতেঽগ্নিমুপসমাধায়াঙ্ক আধায় কংসে পৃষদাজ্যং সন্নীয় পৃষদাজ্যস্যোপঘাতং জুহোত্যস্মিন্ সহস্রং পুষ্যাসমেধমানঃ স্বে গৃহে। অস্যোপসন্দ্যাং মা চ্ছৈৎসীৎ প্রজয়া চ পশুভিশ্চ স্বাহা। ময়ি প্রাণাংস্ত্বয়ি মনসা জুহোমি স্বাহা। যৎ কর্ম্মণাত্যরীরিচং যদ্বা ন্যূনমিহাকরম্। অগ্নিষ্টৎ স্বিষ্টকৃদ্বিদ্বান্ স্বিষ্টং সুহুতং করোতু নঃ স্বাহেতি ॥৪৩১॥২৪॥

সংস্কৃতার্থঃ। [ইদানীং জাতকর্ম্ম নিরূপ্যতে] 'জাতে' ইত্যাদিনা। জাতে (পুত্রে ভূমিষ্ঠে সতি), অগ্নিং উপসমাধায় (সমানীয়) [পুত্রং] অঙ্কে আধায় কংসে (পাত্রবিশেষে) পৃষদাজ্যং (দধিঘৃতে) সংনীয় (সংযোজ্য) 'অস্মিন্ সহস্রম্' ইত্যাদিনা মন্ত্রেণ পৃষদাজ্যস্য উপঘাতং জুহোতি ॥৪৩১॥২৪॥

মূলানুবাদ। অনন্তর পুত্র জন্মিলে পর, অগ্নি আনয়ন-পূর্ব্বক পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া কংসে (আজ্যস্থালীতে) পৃষদাজ্য অর্থাৎ দধি ও ঘৃত সংযোজিত করিয়া অল্প অল্প পৃষদাজ্য গ্রহণ করতঃ পুনঃ পুনঃ এই বলিয়া হোম করিবে যে, এই নিজগৃহে আমি পুত্ররূপে বর্দ্ধিত হইয়া সহস্র সহস্র মনুষ্যকে পরিপোষণ করিব। আমার এই পুত্রের সন্তান সন্ততিতে, লক্ষ্মী ও পশু-সম্পত্তি যেন অবিচ্ছিন্ন থাকে। এই আমাতে (পিতাতে) যে সমস্ত প্রাণ (ইন্দ্রিয়) বর্ত্তমান আছে, আমি তৎসমস্তই মনে মনে তোমাতে (পুত্রেতে) অর্পণ করিতেছি। আমি কার্য্যতঃ যে কিছু ন্যূনতা কিংবা অতিরিক্ততা করিয়াছি, বিদ্বান্ অগ্নি স্বিষ্টকৃৎ হইয়া আমার হোমকর্ম্ম উত্তম করুন ॥৪৩১॥২৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথ জাতকর্ম্ম। জাতেঽগ্নিমুপসমাধায় অঙ্কে-আধায় পুত্রম্, কংসে পৃষদাজ্যং সন্নীয় সংযোজ্য দধিঘৃতে, পৃষদাজ্যস্যোপঘাতং জুহোতি 'অস্মিন্ সহস্রম্' ইত্যাদ্যাবাপস্থানে ॥৪৩১॥২৪॥

টীকা। ঘৃতমিশ্রং দধি পৃষদাজ্যমিত্যুচ্যতে। উপঘাতমিত্যাভীক্ষ্যং পৌনঃপুন্যং বিবক্ষিতম্। পৃষদাজ্যস্যাল্পমল্পমাদায় পুনঃ পুনর্জুহোতীত্যর্থঃ। অস্মিন্ স্বে গৃহে পুত্ররূপেণ বর্দ্ধমানো মনুষ্যাণাং সহস্রং পুষ্যাসমনেকমনুষ্যপোষকো ভূয়াসম্, অস্য মৎপুত্রস্যোপসন্দ্যাং সংততৌ প্রজয়া পশুভিশ্চ সহ শ্রীর্মা বিচ্ছিন্না ভূয়াদিত্যাহ—অস্যামিতি। ময়ি পিতরি যে প্রাণাঃ সন্তি, তান্ পুত্রে ত্বয়ি মনসা সমর্পয়ামীত্যাহ—ময়ীতি। অত্যারীরিচমিত্যতিরিক্তং কৃতবানস্মীহ কর্ম্মণ্যকরমন্যূনকবং তৎ সর্ব্বং বিদ্বানগ্নিঃ স্বিষ্টং করোতীতি স্বিষ্টকৃদ্ ভূত্বা স্বিষ্টমনধিকং সুহুতমন্যূনং চাস্মাকং করোত্বিত্যর্থঃ ॥ ৪৩১ ॥ ২৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ। অতঃপর জাতকর্ম্ম [কথিত হইতেছে—] পুত্র জন্মিলে পর, অগ্নিসমানয়নপূর্ব্বক পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া, কংসে পৃষদাজ্য—দধি ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া উপঘাতপূর্ব্বক 'অস্মিন্ সহস্রম্' ইত্যাদি মন্ত্রে সেই পৃষদাজ্য হোম করিবে ॥৪৩১॥২৪॥

অথাস্য দক্ষিণং কর্ণমভিনিধায় বাগ্বাগিতি ত্রিরথ দধিমধুঘৃতং সন্নীয়ানন্তর্হিতেন জাতরূপেণ প্রাশয়তি। ভূস্তে দধামি, ভুবস্তে দধামি, স্বস্তে দধামি, ভূর্ভুবঃ স্বঃ সর্ব্বং ত্বয়ি দধামীতি॥৪৩২॥২৫॥

অন্বয়ার্থঃ। অথ (যথোক্ত হোমানন্তরম্) অস্য (বালকস্য) দক্ষিণং কর্ণম্ অভি (দক্ষিণকর্ণে) [স্বমুখং] নিধায় 'বাক্‌বাক্' ইতি ত্রিঃ (বারত্রয়ং) [জপেৎ]। অথ দধি, মধু, ঘৃতং সংনীয় (একীকৃত্য) অনন্তর্হিতেন (অব্যবহিতেন মুখলগ্নেন) জাতরূপেণ (সুবর্ণপাত্রেণ) 'ভূস্তে দধামি' ইত্যাদিভিঃ মন্ত্রৈঃ প্রাশয়তি (ভোজয়তি) ॥৪৩২॥২৫॥

মূলানুবাদ। অনন্তর, পিতা বালকের দক্ষিণ কর্ণে নিজ মুখ সংলগ্ন করিয়া "বাক্ বাক্" এই প্রকারে বারত্রয় জপ করিবে। তাহার পর দধি, মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া অদূরস্থিত হিরণ্ময় পাত্র দ্বারা প্রত্যেকবার "ভূস্তে দধামি" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ভোজন করাইবে ॥৪৩২॥২৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথাস্য দক্ষিণকর্ণমভিনিধায় স্বং মুখং বাগ্বাগিতি ত্রির্জপেৎ। অথ দধি মধু ঘৃতং সন্নীয়ানন্তর্হিতেনাব্যবহিতেন জাতরূপেণ হিরণ্যেন প্রাশয়ত্যেতৈর্ম্মন্ত্রৈঃ প্রত্যেকং ভূরিতি ॥৪৩২॥২৫॥

টীকা। অস্য জাতস্য শিশোরিত্যর্থঃ। ত্রয়ীলক্ষণা বাক্ ত্বয়ি প্রবিশত্বিতি জপতোঽভিপ্রায়ঃ। এতৈর্মন্ত্রৈর্ভূস্তে দধামীত্যাদিভিরিতি শেষঃ ॥ ৪৩২ ॥ ২৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ। অতঃপর পিতা বালকের দক্ষিণকর্ণে নিজমুখ সংলগ্ন করিয়া 'বাক্‌বাক্' এই কথা তিনবার জপ করিবে। তাহার পর দধি, মধু ঘৃত একত্রিত করিয়া সুবর্ণপাত্র নিকটে লইয়া তাহা দ্বারা একএকটী মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ভোজন করাইবে ॥৪৩২॥২৫॥

অথাস্য নাম করোতি বেদোঽসীতি, তদস্য তদ্গুহ্যমেব নাম ভবতি ॥৪৩৩॥২৬॥

অন্বয়ার্থঃ। অথ (ঘৃতাদি প্রাশনানন্তরম্) অস্য (বালকস্য) নাম করোতি—'বেদোঽসি' ইতি। তচ্চ 'বেদনাম' অস্য (বালকস্য) তৎ গুহ্যম্ এব নাম ভবতি ॥ ৪৩৩॥২৬॥

মূলানুবাদ। অনন্তর, পিতা সেই জাত-পুত্রের "বেদোঽসি" বলিয়া নামকরণ করিবে; এই নাম অতি গোপনীয়, সাধারণে প্রকাশ্য নহে ॥৪৩৩॥২৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথাস্য নামধেয়ং করোতি বেদোঽসীতি। তদস্য তদ্ গুহ্যং নাম ভবতি বেদ ইতি ॥৪৩৩॥২৬॥

টীকা। বেদনাম্না ব্যবহারো লোকে নাস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—তদস্যেতি। যত্তদ্বেদ ইতি নাম তদস্য গুহ্যং ভবতি। বেদন' বেদোঽনুভবঃ সর্ব্বস্য নিজং স্বরূপমিত্যর্থঃ ॥৪৩৩॥২৬॥

ভাষ্যানুবাদ। অনন্তর, 'বেদঃ অসি' বলিয়া এই বালকের নামকরণ করিবে; এই 'বেদ' নামটীই বালকের গোপনীয় নাম হয় ॥৪৩৩॥২৬॥

অথৈনং মাত্রে প্রদায় স্তনং প্রযচ্ছতি। যস্তে স্তনঃ শশয়ো যো ময়োভূর্যো রত্নধা বসুবিদ্যঃ সুদত্রঃ। যেন বিশ্বা পুষ্যসি বার্য্যাণি সরস্বতি তমিহ ধাতবে করিতি ॥৪৩৪॥২৭।

সরলার্থঃ। অথ (অনন্তরং) এনং (বালকং) মাত্রে প্রদায় (সমর্প্য) 'যস্তে স্তনঃ' ইত্যাদিনা মন্ত্রেণ স্তনং প্রযচ্ছতি ॥৪৩৪॥২৭॥

মূলানুবাদ। ইতঃপর স্বীয় অঙ্ক-স্থিত সেই বালককে মাতৃ-ক্রোড়ে সমর্পণ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক স্তনপ্রদান করিবে,—'হে সরস্বতি, তোমার যে স্তন লোকস্থিতির হেতুভূত অন্ন হইতে জাত, যে স্তন ভুক্ত ও পিত অন্ন-জলের ধারক, এ যে স্তন কর্ম্মফলরূপী বস্তুর প্রদাতা, এবং যে স্তন দ্বারা এই সমস্ত বিশ্বই বরণীয় হয়, তুমি সেই স্তন পোষণ করিতেছ; অতএব তুমি আমার পুত্রের জীবনধারণার্থ সেই স্তন আমার ভার্য্যাতে প্রবিষ্ট কর ॥৪৩৪॥২৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথৈনং মাত্রে প্রদায় স্বাঙ্কস্থম্, স্তনং প্রযচ্ছতি "যস্তে স্তনঃ" ইত্যাদিমন্ত্রেণ ॥৪৩৪॥২৭॥

টীকা। হে সরস্বতি যস্তে স্তনঃ শশয়ঃ শয়ঃ ফলং, তেন সহ বর্ত্তমানো যশ্চ সর্ব্বপ্রাণিনাং স্থিতিহেতুরন্নভাবেন জাতো যশ্চ রত্নধা অন্নস্য পয়সো বা ধাতা যশ্চ বসু কর্ম্মফলং তদ্বিন্দতীতি বসুবিৎ। যঃ সুষ্ঠু দদাতীতি সুদত্রো যেন চ স্তনেন বিশ্বা

বিশ্বানি বার্য্যাণি বরণীয়ানি যেষাদীনি ভূগানি ত্বং পুষ্যসি, তং স্তনং মদীয়পুত্রস্য ধাতবে পানায় মদীয়ভার্য্যাস্তনে প্রবিষ্টঃ কুরিত্যর্থঃ ॥৪৩৪॥২৭॥

ভাষ্যানুবাদ। অনন্তর, পিতা নিজক্রোড়স্থিত সেই বালককে মাতার ক্রোড়ে সমর্পণ করিয়া 'যস্তে স্তনঃ' ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক স্তনপ্রদান করিবে ॥৪৩৪॥২৭॥

অথাস্য মাতরমভিমন্ত্রয়তে ইলাসি মৈত্রাবরুণী বীরে বীরমজীজনৎ, সা ত্বং বীরবতী ভব। যাঽস্মান্ বীরবতোঽকরদিতি। তং বা এতমাহুরতিপিতা বতাভূরতিপিতামহো বতাভূঃ পরমাং বত কাষ্ঠাং প্রাপচ্ছ্রিয়া যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন, য এবংবিদো ব্রাহ্মণস্য পুত্রো জায়ত ইতি। ৪৩৫॥২৮॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য চতুর্থং ব্রাহ্মণম্ ॥৬॥৪॥

সরলার্থঃ। অথ অস্য (বালকস্য) মাতরম্ 'ইলাসি মৈত্রাবরুণী' ইত্যাদিনা মন্ত্রেণ অভিমন্ত্রয়তে (অভিমুখী করোতি)। এবংবিদঃ ব্রাহ্মণস্য যঃ পুত্রঃ জায়তে, তম্ (পুত্রম্) আহুঃ (কথয়ন্তি) [পণ্ডিতাঃ]—বত (হর্ষে) [ত্বং] অতিপিতা (পিতরম্ অতিক্রান্তঃ) অভূঃ, [ত্বং] অতিপিতামহঃ (পিতামহমতিক্রান্তঃ) অভূঃ; বত শ্রিয়া, যশসা, ব্রহ্মবর্চ্চসেন চ পরমাং কাষ্ঠাং প্রাপৎ (প্রাপিতবানিত্যর্থঃ)।

মন্ত্রার্থস্তু—হে বীরে, ত্বং ইলা (লোকস্তুত্যা) মৈত্রাবরুণী (মিত্রাবরুণিঃ—বশিষ্ঠঃ, তৎপত্নী অরুন্ধতী—মৈত্রাবরুণী, তৎসমা অসি, বীরং (পুত্রং) অজীজনৎ (উৎপাদিতবতী); [যা ত্বম্] অস্মান্ বীরবতঃ (বীরপুত্রজননাৎ বীরযুক্তান্) অকরৎ (কৃতবতী), সা ত্বং বীরবতী ভব ইতি ॥৪৩৫॥২৮॥

মূলানুবাদ। অতঃপর বালকের মাতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিবে যে, তুমিই স্তবনীয়া মৈত্রাবরুণী (অরুন্ধতী) রূপে অবস্থান করিতেছ; [মিত্র—সূর্য্য ও বরুণ হইতে সমুৎপন্ন বশিষ্ঠের নাম মিত্রাবরুণ, তাঁহার পত্নী অরুন্ধতীকে মৈত্রাবরুণী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে]। হে বীরে, তুমি বীর পুত্র প্রসব করিয়া আমাদিগকে বীরবান্ করিয়াছ, অতএব তুমিও বীরবতী হও।

এই প্রকার বিধিবোধিত সংস্কারবিশিষ্ট পুত্রগণই শ্রী যশঃ ও ব্রহ্মবর্চ্চস দ্বারা পিতা পিতামহ প্রভৃতিকেও অতিক্রম করিয়াছে। অতএব ইতঃপরও এই প্রকার বিশিষ্ট জ্ঞানবানের যে পুত্র হয়, সেই পুত্র যশ ও ব্রহ্মবর্চ্চস প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া এই প্রকারই সকলের স্তুতিভাজন হয় ॥৪৩৫॥২৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথাস্য মাতরমভিমন্ত্রয়তে 'ইলাসি' ইত্যনেন। তং বা এতমাহুরিতি অনেন বিধিনা জাতঃ পুত্রঃ পিতরং পিতামহং অতিশেত ইতি। শ্রিয়া যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন পরমাং নিষ্ঠাং প্রাপৎ ইত্যেবং স্তুত্যো ভবতীত্যর্থঃ। যস্য চৈবংবিদো ব্রাহ্মণস্য পুত্রো জায়তে, স চৈবং স্তুত্যো ভবতীত্যধ্যাহার্য্যম্ ।৪৩৫॥২৮।

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য চতুর্থং ব্রাহ্মণম্ ॥৬। ৪।

টীকা। ইলা স্তুত্যা ভোগ্যাসি। মিত্রাবরুণাভ্যাং সংভূতো মৈত্রাবরুণো বসিষ্ঠস্তস্য ভার্য্যা মৈত্রাবরুণী, সা চারুন্ধতী, অতস্ত্বং 'তত্ত্বমসী'তি ভার্য্যাং সংবোধয়তি—মৈত্রাবরুণীতি চ। বীরে পুত্রে ময়ি নিমিত্তভূতে ভবতী বীরং পুত্রমজীজনৎ। সা ত্বং বীরবতী ভব বহুপুত্রা ভব। যা ভবতী বীরবতঃ পুত্রসম্পন্নানস্মানকরং কৃতবতীতি মন্ত্রার্থঃ। পিতরমতীত্য বর্ত্তত ইত্যতিপিতা। অহো মহানেষ বিস্ময়ো যৎপিতরং পিতামহং চ সর্ব্বানেব বংশ্যানতীত্য সর্ব্বস্মাদধিকস্ত্বং জাতোঽসীত্যর্থঃ। ন কেবলং পুত্রস্যৈবেয়ং স্তুতিরপি তু যথোক্তপুত্রসংপন্নস্য পিতুরপীত্যাহ—যস্যেতি ॥৪৩৫॥২৮॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং ষষ্ঠাধ্যায়স্য চতুর্থং ব্রাহ্মণম্ ॥৬॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ। ইহার পর 'ইলাসি' ইত্যাদি বাক্যে পত্নীকে আমন্ত্রণ—আত্মসম্মুখীন করিবে। 'তং বৈ এতম্ আহুঃ' ইতি এই প্রকার বিধানক্রমে জাত পুত্র স্বীয় পিতা ও পিতামহকেও অতিক্রম করে; এই জন্যই বলা হইল যে, শ্রী, যশ ও ব্রহ্মবর্চ্চস দ্বারা পরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছ—এইরূপে স্তুতিযোগ্য হইয়া থাকে। এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন যে ব্রাহ্মণের এই প্রকার পুত্র সমুৎপন্ন হয়, তিনি নিজেও যে, এই প্রকারে স্তুতিভাজন হইয়া থাকেন, ইহা ধরিয়া লইতে হইবে ॥৪৩৫॥২৮।

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥৬॥৪॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য চতুর্থং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৬॥৪॥

পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্।

অথ বংশঃ পৌতিমাষীপুত্রঃ কাত্যায়নীপুত্রাৎ কাত্যায়নীপুত্রো গৌতমীপুত্রাদ্‌গৌতমীপুত্রো ভারদ্বাজীপুত্রাদ্ভারদ্বাজীপুত্রঃ পারাশরীপুত্রাৎ পারাশরীপুত্র ঔপস্বস্তীপুত্রাদৌপস্বস্তীপুত্রঃ পারাশরীপুত্রাৎ পারাশরীপুত্রঃ কাত্যায়নীপুত্রাৎ কাত্যায়নীপুত্রঃ কৌশিকীপুত্রাৎ কৌশিকীপুত্র আলম্বীপুত্রাচ্চ বৈয়াঘ্রপদীপুত্রাচ্চ বৈয়াঘ্রপদীপুত্রঃ কাণ্বীপুত্রাচ্চ কাপীপুত্রাশ্চ কাপীপুত্রঃ—॥৪।৬॥১॥

সরলার্থঃ। [[অত্র স্ত্রীণাং গুণোৎকর্ষমহিম্না গুণবৎপুত্রোৎপত্তেঃ প্রস্তুতত্বাৎ স্ত্রীপ্রাধান্যেনৈবাচার্য্যক্রমো নির্দ্দিষ্টঃ।] প্রজাপতিরিহ অগ্রিম আচার্য্যঃ পৌতিমাষীপুত্রশ্চান্তিমো বেদিতব্যঃ। ইমানি শুক্লানি (শুদ্ধানি) যজূংষি যাজ্ঞবল্ক্যেন আ সাংজীবীপুত্রাৎ সমানম্ আখ্যায়ন্তে (প্রোচ্যন্তে)। প্রজাপতিমারভ্য পৌতিমাষীপুত্রপর্য্যন্তমাচার্য্যক্রমো নিয়ত এব, যাজ্ঞবল্ক্যসাংজীবীপুত্রয়োর্মধ্যে তু বিভিন্নত্বং জ্ঞেয়ম্। ব্রহ্মণঃ স্বয়ম্ভূবিশেষণং ক্রমপর্য্যন্তধারণায়। স্বয়ম্ভু ব্রহ্ম বেদপ্রবচনাখ্যম্ অনাদ্যনন্তম্ নিত্যসিদ্ধম্, তস্মৈ ব্রহ্মণে নম ইত্যর্থঃ ॥৪৩৬—৪৩৯॥১—৪॥

সেয়মন্বপদোপেতা শ্রীশঙ্করমতে স্থিতা।
ভাষ্যার্ণব-মহারত্নজিঘৃক্ষূণাং কৃতে কৃতা।
সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ-শ্রীদুর্গাচরণশর্ম্মণা।
বৃহদারণ্যকে পূর্ণা সরলা স্যাৎ সতাং মুদে॥

মূলানুবাদ। সম্প্রতি স্ত্রীপ্রধান বংশব্রাহ্মণ বর্ণিত হইতেছে,—স্ত্রীপ্রাধান্য বশতঃ গুণবান্ পুত্র জন্ম লাভ করে, এ কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; সেই কারণে এখানেও স্ত্রীরূপ বিশেষণে বিশেষিত আচার্য্যেরই পারম্পর্য্য বর্ণিত হইতেছে। পৌতিমাষী-তনয় শেষ আচার্য্য; তিনি কাত্যায়ণীপুত্র হইতে, কাত্যায়ণীপুত্র গৌতমীপুত্র হইতে, গৌতমীপুত্র ভারদ্বাজী-পুত্র হইতে, ভারদ্বাজীপুত্র পারাশরী-

পুত্র হইতে, পারাশরীপুত্র ঔপস্বস্তীপুত্র হইতে, ঔপস্বস্তীপুত্র পারাশরী-পুত্র হইতে, পারাশরীপুত্র কাত্যায়নীপুত্র হইতে, কাত্যায়নীপুত্র কৌশিকীপুত্র হইতে, কৌশিকীপুত্র আলম্বীপুত্র ও বৈয়াঘ্রপদীপুত্র হইতে, বৈয়াঘ্রপদীপুত্র কাণ্বীপুত্র ও কাপীপুত্র হইতে, কাপীপুত্র আবার ॥৪৩৬॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথেদানীং সমস্তপ্রবচনবংশঃ। স্ত্রীপ্রাধান্যাৎ গুণবান্ পুত্রো ভবতীতি প্রস্তুতম্; অতঃ স্ত্রীবিশেষণেনৈব পুত্রবিশেষণাদাচার্য্য-পরম্পরা কীর্ত্ত্যতে। তানীমানি শুক্লানীতি অব্যামিশ্রাণি ব্রাহ্মণেন। অথবা, অযাতযামানীমানি যজূংষি, তানি শুক্লানি শুদ্ধানীত্যেতৎ। প্রজাপতিমারভ্য যাবৎ পৌতিমাষীপুত্রঃ, তাবদধোমুখো নিয়তাচার্য্যপূর্ব্বক্রমো বংশঃ সমানম্ আ সাংজীবীপুত্রাৎ। ব্রহ্মণঃ প্রবচনাখ্যস্য। তচ্চৈতদ্ ব্রহ্ম প্রজাপতি-প্রবন্ধ-পরম্পরয়া আগতা অস্মাস্বনেকধা বিপ্রসৃতম্, অনাদ্যনন্তম্ স্বয়ম্ভু ব্রহ্ম নিত্যম্; তস্মৈ ব্রহ্মণে নমঃ। নমস্তদনুবর্ত্তিভ্যো গুরুভ্যঃ ॥৩৩৬—৪৩৭॥১॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্ ॥৬॥৫॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদ-শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণঃ ॥

টীকা। স্ত্রীপ্রাধান্যাৎ খিলকাণ্ডস্য বংশোঽস্মিন্নিতি শঙ্কাং নিবর্ত্তয়ন্ বংশব্রাহ্মণতাৎপর্য্যমাহ—অথেতি। বক্ষ্যমাণেদানীন্তনস্য কাণ্ডদ্বয়স্য প্রত্যেকং বংশভাক্ত্বেঽপি নাস্য পৃথক্ত্ব-ভাগিত্বং খিলত্বেন তচ্ছেষত্বাৎ। তথা চ সমাপ্তৌ পঠিতো বংশঃ সমস্তস্যৈব প্রবচনস্য ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। পূর্ব্বো বংশো পুরুষবিশেষিতো, তৃতীয়ঃ স্ত্রীবিশেষিতস্তত্র কিং কারণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্ত্রীপ্রাধান্যাদিতি। তদেব স্ফুটয়তি—গুণবানিতি। কীর্ত্ত্যতে ব্রাহ্মণেনেতি সম্বন্ধঃ। শুক্লানি যজূংষীত্যস্য ব্যাখ্যানমব্যামিশ্রাণীতি দোষৈর-সংকীর্ণানি পৌরুষেয়ত্বদোষসম্ভাবনাভাবাদিত্যর্থঃ। অযাতযামানস্পৃষ্টান্যগতার্থানীত্যর্থঃ। পাঠ-ক্রমেণ মন্ত্রাদিঃ প্রজাপতিপর্য্যন্তো বংশো ব্যাখ্যাতঃ। সংপ্রত্যর্থক্রমমাশ্রিত্যাহ—প্রজাপতিমিতি। অধোমুখত্বং পাঠক্রমাপেক্ষয়োচ্যতে। তত্রাপি প্রজাপতি-মারভ্য সাংজীবীপুত্রপর্য্যন্তং বাজসনেয়িশাখাসু সর্ব্বাস্বেকো বংশ ইত্যাহ—সমানমিতি। প্রবচনাখ্যস্য বংশস্যায়নো ব্রহ্মণঃ সংবন্ধাৎপ্রজাপতির্বিদ্যাং লব্ধবানিত্যাহ—ব্রহ্মণ ইতি। তত্রাবিকারিত্বেনাবতারয়ন্তৈতৎ দর্শয়তি—তচ্চেতি। প্রজাপতিমুখপ্রবন্ধঃ প্রণকঃ

নৈব পরম্পরয়া তথেতি যাবৎ। ব্রহ্ম পরমাত্মরূপং স্বয়ম্ভুরবিনাশীতি অনাদীতি। তত্রাপৌরুষেয়ত্বেন শঙ্কাবিরহিতদোষতয়া প্রামাণ্যমবিপ্রকৃত বিশিনষ্টি নিত্যমিতি। আদিমধ্যান্তেষু কৃতমঙ্গলা গ্রন্থাঃ প্রচারিণো ভবন্তীতি যথানঃ সমাহ - তস্মৈ ব্রহ্মণে নম ইতি ॥ ৪৩৬—৪৩৯ ॥ ১—৪ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং ষষ্ঠাধ্যায়স্য পঞ্চমং বংশব্রাহ্মণম্ ॥ ৬ ॥ ৫ ॥

নমো জন্মাদিসংসারহেতুবিধ্বংসহেতবে। করণে পরমানন্দপরিজ্ঞানৈকমূর্ত্তয়ে ॥ ১ ॥

সমস্তব্যস্তসংমোহসরসীকভস্মানবে। গুরবে পরমাকৌথল্যাঙ্গসংসপীয়সে ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকশঙ্করানন্দপূজ্যপাদশিষ্যশ্রীমদানন্দজ্ঞানকৃতায়াং

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ। অতঃপর এখন সমস্ত উপনিষদের আচার্য্যক্রম বর্ণিত হইতেছে। স্ত্রীলোকের উৎকর্ষানুসারে গুণবান্ পুত্র সমুৎপন্ন হয়, এই বিষয়ই পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে; সেইজন্য স্ত্রীর (মাতার) বিশেষণানুসারে পুত্রকে বিশেষিত করিয়া আচার্য্য-পরম্পরা বর্ণিত হইতেছে। সেই এই যজুঃসমূহ শুক্ল অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ভাগের সহিত মিশ্রিত নহে; অথবা এই যে সকল যজুঃ কথিত হইল, এ সমুদয় যজুঃ শুক্ল অর্থাৎ শুদ্ধ নির্দ্দোষ। প্রজাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া পৌতিমাষীপুত্র পর্য্যন্ত যে আচার্য্য-পরম্পরাক্রম প্রদর্শিত হইল, তাহা অধোমুখ অর্থাৎ প্রতিলোমক্রমে বুঝিতে হইবে। সাংজীবীপুত্র পর্য্যন্ত স্ত্রীপ্রাধান্যক্রম অব্যাহত আছে। 'ব্রহ্মণঃ' অর্থ—বেদভাগের; সেই এই প্রবচনাত্মক ব্রহ্ম প্রজাপতির উপদেশ-পরম্পরাক্রমে আমাদের নিকট আসিয়া বহুভাগে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। এখানে স্বয়ম্ভু অর্থ অনাদি অনন্ত নিত্য ব্রহ্ম; সেই ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে নমস্কার, এবং তাহার অনুগামী গুরুগণকেও নমস্কার ॥৪৩৬—৪৩৯॥১ - ৪॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৬॥৫॥

বৃহদারণ্যকোপনিষদের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥০॥

আত্রেয়ীপুত্রাদাত্রেয়ীপুত্রো গৌতমীপুত্রাদ্গৌতমীপুত্রো ভারদ্বাজীপুত্রাদ্ভারদ্বাজীপুত্রঃ পারাশরীপুত্রাৎ পারাশরীপুত্রো বাৎসীপুত্রাদ্বাৎসীপুত্রঃ পারাশরীপুত্রাৎ পারাশরীপুত্রো বার্কারুণী-পুত্রাদ্বার্কারুণীপুত্রো বার্কারুণীপুত্রাদ্বার্কারুণীপুত্র আর্ত্তভাগীপুত্রা-দার্ত্তভাগীপুত্রঃ শৌঙ্গীপুত্রাচ্ছৌঙ্গীপুত্রঃ সাঙ্কৃতীপুত্রাৎ সাঙ্কৃতীপুত্র আলম্বায়নীপুত্রাদালম্বায়নীপুত্র আলম্বীপুত্রা দালম্বীপুত্রো জায়ন্তী-পুত্রাজ্জায়ন্তীপুত্রো মাণ্ডূকায়নীপুত্রান্মাণ্ডূকায়নীপুত্রো মাণ্ডূকী-পুত্রান্মাণ্ডূকীপুত্রঃ শাণ্ডিলীপুত্রাচ্ছাণ্ডিলীপুত্রো রাথীতরীপুত্রা-দ্রাথীতরীপুত্রো ভালুকীপুত্রাদ্ভালুকীপুত্রঃ ক্রৌঞ্চিকীপুত্রাভ্যাং ক্রৌঞ্চিকীপুত্রৌ বৈদভৃতীপুত্রাদ্বৈদভৃতীপুত্রঃ কার্শকেয়ীপুত্রাৎ কার্শকেয়ীপুত্রঃ প্রাচীনযোগীপুত্রাৎ প্রাচীনযোগীপুত্রঃ সাঞ্জীবী-পুত্রাৎ সাঞ্জীবীপুত্রঃ প্রাশ্নীপুত্রাৎ প্রাশ্নীপুত্র আসুরিবাসিন-আসুরায়ণাদাসুরায়ণ আসুরেরাসুরিঃ—॥৬৩৭২॥২॥

মূলানুবাদ। আত্রেয়ীপুত্র হইতে, আত্রেয়ীপুত্র গৌতমীপুত্র হইতে, গৌতমীপুত্র ভারদ্বাজীপুত্র হইতে, ভারদ্বাজীপুত্র পারাশরী-পুত্র হইতে, পারাশরী-পুত্র বাৎসীপুত্র হইতে, বাৎসী পুত্র পারাশরী-পুত্র হইতে, পরাশরীপুত্র বার্কারুণীপুত্র হইতে, বার্কারুণী-পুত্র পুনশ্চ বার্কারুণীপুত্র হইতে, বার্কারুণীপুত্র আর্ত্তভাগীপুত্র হইতে, আর্ত্তভাগীপুত্র শৌঙ্গীপুত্র হইতে, শৌঙ্গীপুত্র সাঙ্কৃতীপুত্র হইতে, সাঙ্কৃতীপুত্র আলম্বায়নী-পুত্র হইতে, আলম্বায়নী-পুত্র আলম্বীপুত্র হইতে, আলম্বী-পুত্র জায়ন্তীপুত্র হইতে, জায়ন্তীপুত্র মাণ্ডূকায়নী-পুত্র হইতে, মাণ্ডূকায়নী-পুত্র মাণ্ডূকীপুত্র হইতে, মাণ্ডূকীপুত্র শাণ্ডিলীপুত্র হইতে, শাণ্ডিলীপুত্র রাথাতরী-পুত্র হইতে, রাথীতরীপুত্র ভালুকীপুত্র হইতে, ভালুকীপুত্র ক্রৌঞ্চিকীর পুত্রদ্বয় হইতে, ক্রৌঞ্চিকীর পুত্রদ্বয় বৈদভৃতীপুত্র হইতে,

বৈদভৃতীপুত্র কার্শকেয়ীপুত্র হইতে, কার্শকেয়ীপুত্র প্রাচীনযোগীপুত্র হইতে, প্রাচীনযোগীপুত্র সাঞ্জীবীপুত্র হইতে, সাঞ্জীবীপুত্র, প্রাশ্নী-পুত্র হইতে, প্রাশ্নী-পুত্র আসুরিবাসী আসুরায়ণ হইতে, আসুরায়ণ আসুরি হইতে, আসুরি—॥৪৩৭॥২॥

যাজ্ঞবল্ক্যাদ্‌যাজ্ঞবল্ক্য উদ্দালকাদুদ্দালকোঽরুণাদরুণ উপবেশে-রুপবেশিঃ কুশ্রেঃ কুশ্রির্ব্বাজশ্রবসো বাজশ্রবা জিহ্বাবতো বাধ্যোগাজ্জিহ্বাবান্ বাধ্যোগোঽসিতাদ্বার্ষগণাদসিতো বার্ষগণো হরি-তাৎ কশ্যপাৎ হরিতঃ কশ্যপঃ শিল্পাৎ কশ্যপাৎ, শিল্পঃ কশ্যপঃ কশ্যপান্নৈধ্রুবেঃ, কশ্যপো নৈধ্রুবির্ব্বাচো বাগম্ভিণ্যা অম্ভিণ্যা-দিত্যাৎ ; আদিত্যানীমানি শুক্লানি যজূংষি বাজসনেয়েন যাজ্ঞবল্ক্যেনাখ্যায়ন্তে ॥৪৩৭॥৩॥

মূলানুবাদ। যাজ্ঞবল্ক্য হইতে, যাজ্ঞবল্ক্য উদ্দালক হইতে, উদ্দালক অরুণ হইতে, অরুণ উপবেশি হইতে, উপবেশি কুশ্রি হইতে, কুশ্রি বাজশ্রবা হইতে, বাজশ্রবা জিহ্বাবান্ বাধ্যোগ হইতে, জিহ্বাবান্ বাধ্যোগ অসিত বার্ষগণ হইতে, অসিত বার্ষগণ হরিতকশ্যপ হইতে, হরিত কশ্যপ, শিল্প-কশ্যপ হইতে, শিল্প-কশ্যপ নৈধ্রুবিকশ্যপ হইতে, নৈধ্রুবিকশ্যপ বাক্ হইতে, বাক্ অম্ভিনী হইতে, অম্ভিনী আদিত্য হইতে। আদিত্য হইতে প্রাপ্ত এই সমস্ত শুক্ল যজু বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্য কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥৪৩৮॥৩॥

সমানমা সাঞ্জীবীপুত্রাৎ, সাঞ্জীবীপুত্রো মাণ্ডূকায়নের্মাণ্ডূকায়-নির্মাণ্ডব্যাম্মাণ্ডব্যঃ কৌৎসাৎ কৌৎসো মাহিত্থের্মাহিত্থির্ব্বা-মকক্ষায়ণাদ্বামকক্ষায়ণঃ শাণ্ডিল্যাচ্ছাণ্ডিল্যো বাৎস্যাদ্বাৎস্যঃ কুশ্রেঃ-কুশ্রির্যজ্ঞবচসো রাজস্তম্বায়নাদ্‌যজ্ঞবচা রাজস্তম্বায়নস্তুরাৎ

কাবষেয়াৎ তুরঃ কাবষেয়ঃ প্রজাপতেঃ, প্রজাপতির্ব্রহ্মণো ব্রহ্ম স্বয়ম্ভু, ব্রহ্মণে নমঃ ॥৪৩৯॥৪॥

ইতি পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্ ॥৬॥৫॥

ইতি বাজসনেয়ক-বৃহদারণ্যকোপনিষৎস্থ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥৬॥

ব্রাহ্মণক্রমেণ তু অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥৮॥

সমাপ্তঃ ॥

॥ ওঁ তৎসৎ ॥

মূলানুবাদ। সাঞ্জীবীপুত্র পর্য্যন্ত আচার্য্য ক্রম সমান। সাঞ্জীবীপুত্র মাণ্ডূকায়নি হইতে, মাণ্ডূকায়নি মাণ্ডব্য হইতে, মাণ্ডব্য কৌৎস হইতে, কৌৎস মাহিত্থি হইতে, মাহিত্থি বামকক্ষায়ণ হইতে, বামকক্ষায়ণ শাণ্ডিল্য হইতে, শাণ্ডিল্য বাৎস হইতে, বাৎস কুশ্রি হইতে, কুশ্রি যজ্ঞবচস্ রাজস্তম্বায়ন হইতে, যজ্ঞবচা রাজস্তম্বায়ন তুর কাবষেয় হইতে, তুর কাবষেয় প্রজাপতি হইতে, এবং প্রজাপতি ব্রহ্ম হইতে বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম অর্থ স্বয়ম্ভু। তাহার উদ্দেশে নমস্কার ॥৪৩৯॥৪॥

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা ॥৬॥৫॥

ইতি শ্রীবৃহদারণ্যকোপনিষদের মূলানুবাদ সমাপ্ত ॥০॥

সম্পূর্ণেয়ং বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ॥